অর্কিড

সমাজসেবা অধিদপ্তর

নিয়োগ সহায়িকা

MCQ

লিখিত

সূচীপত্র

ক্র.	পদের নাম	তারিখ	পৃষ্ঠা
১	সমাজসেবা অধিদপ্তরের শিশু সুরক্ষা সমাজকর্মী	২০.০১.২০২৪	-১-
২	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক	২৮.০১.২০২৩	-২-
৩	সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন সমাজকর্মী	২১.১০.২০২২	-৩-
৪	সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন সমাজকর্মী	২০.০৫.২০১৬	০১
৫	সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন সমাজকর্মী	০৮.০৬.২০১২	০৮
৬	সমাজসেবা অধিদপ্তরের শিক্ষক	০৩.০৪.২০২১	১১
৭	সমাজসেবা অধিদপ্তরের ফিল্ড সুপারভাইজার	০৩.০৪.২০২১	১৩
৮	সমাজসেবা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৩.০৪.২০২১	১৫
৯	সমাজসেবা অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক (স্থায়ী রাজস্ব)	১৮.১২.২০২০	১৭
১০	সমাজসেবা অধিদপ্তরের গাড়ি চালক/নিরাপত্তা প্রহরী/পরিচ্ছন্নতা কর্মী/বাবুর্চি	২০.১১.২০২০	১৮
১১	সমাজসেবা অধিদপ্তরের হাউজ প্যারেন্ট কাম টিচার/সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	২০.১১.২০২০	১৯
১২	সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোষাধ্যক্ষ যুক্ত গুদামরক্ষক/ধর্মীয় শিক্ষক/কটেজ মাদার/ডে-কেয়ার এ্যাসিস্ট্যান্ট/বড় ভাইয়া/খালাম্মা	২০.১১.২০২০	২১
১৩	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক	০৫.০৭.২০১৯	২৩

Portrait by Bijon Biswas

১৪	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০৫.০৭.২০১৯	২৪
১৫	সমাজসেবা অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪.০৯.২০১৮	২৬
১৬	সমাজসেবা অধিদপ্তরের ফিল্ড সুপারভাইজর	১৪.০৯.২০১৮	৩০
১৭	সমাজসেবা অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক	৩১.০৮.২০১৮	৩৪
১৮	সমাজসেবা অধিদপ্তরের হাউস প্যারেন্ট কাম টিচার	৩১.০৮.২০১৮	৩৮
১৯	সমাজসেবা অধিদপ্তরের তৃতীয় শ্রেণীর বিভিন্ন পদ	০৪.০৫.২০১৮	৪৩
২০	সমাজসেবা অধিদপ্তরের ফিল্ড সুপারভাইজার	১৬.০৬.২০১৭	৪৫
২১	সমাজসেবা অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক	১০.০৩.২০১৭	৪৮
২২	সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক	১৬.০৬.২০১৭	৪৯
২৩	সমাজসেবা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর	১৫.০৬.২০১২	৫২

বিষয় ভিত্তিক সাজেশন্স

বাংলা

বাংলা সাহিত্য

গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপন্যাসের নাম ০১
গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাটকের নাম ০২
গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাব্যগ্রন্থের নাম ০২
গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাব্যের নাম ০২
মহাকাব্যের নাম ০৩
গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভ্রমণ কাহিনীর নাম ০৩
ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ ০৩
গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রহসনের নাম ০৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের গ্রন্থসমূহ ০৪
বাংলা সাহিত্য কর্মে নামের মিল ০৪
প্রকৃত নাম, ছদ্মনাম ও উপাধি ০৬
পত্রিকার নাম ও সম্পাদক ০৬
বিভিন্ন চরিত্র ০৭
প্রাচীন/আদিম যুগ (৬৫০-১২০০) ০৮
মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০) ০৮
অন্ধকার যুগ ০৮
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ০৮
বৈষ্ণব পদাবলী ০৮
জীবনী সাহিত্য ০৯
মঙ্গল কাব্য ০৯
অনুবাদ সাহিত্য ০৯
মর্সিয়া সাহিত্য ০৯
নাথ সাহিত্য ১০
লোক সাহিত্য ১০
আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য ১০
বিবিধ তথ্যাদি........ ১০
বিখ্যাত আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা ১৩

বাংলা ব্যাকরণ

বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ ১৪
ধ্বনি ও বর্ণ ১৫
ধ্বনির পরিবর্তন ১৫
ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান ১৭
পারিভাষিক শব্দ ১৮
বিরাম/যতি/ছেদ চিহ্ন ১৯
বচন ও পুরুষ ২০
দ্বিরুক্ত শব্দ ২১
লিঙ্গ পরিবর্তন ২২
উপসর্গ ও অনুসর্গ ২৩
ধাতু, প্রকৃতি ও প্রত্যয় ২৩
বাক্য ও বাক্য পরিবর্তন ২৩
ক্রিয়ার কাল, বাচ্য ও পদ প্রকরণ ২৬
বাংলা ভাষার শব্দ ২৯
বিপরীত শব্দ ৩২
সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ ৩২
বানান ও বাক্য শুদ্ধিকরণ ৩৩
সন্ধিবিচ্ছেদ ৩৫
কারক ও বিভক্তি ৩৬
সমাস ৩৮
এককথায় প্রকাশ/বাক্য সংকোচন ৪১
বাগধারা ও বাগবিধি ৫৬
চিঠি/আবেদন পত্র ৬৫
ভাব-সম্প্রসারণ ৮০
অনুচ্ছেদ/টিকা ৯৪

ENGLISH

Grammar

Subject-Verb-Agreement 109
Degree of comparison 112
Article 117
Number 118
Gender 119
Tag Question 119
Parts of Speech 120
Appropriate Preposition 123
Narration 128
Voice 131
Transformation of Sentences 133
Synonym & Antonym 134
Analogy 138
One word Substitution 141
Idiom & Phrase 143
Group Verb 147
Translation 150
Passage Translation 164
Letter/Application 191
Paragraph 206

সাধারণজ্ঞান

বাংলাদেশ বিষয়াবলী

ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি........ ২২৭
জাতীয় ও বিশেষ বিষয়াবলী ২২৮
ভৌগোলিক উপনাম ও পূর্বনাম ২২৮
নদ-নদী ২২৯
পাহাড়, হাওড়, বিল, চর, ঝরনা, বন্দর, দ্বীপ ২৩০
জনসংখ্যা ও উপজাতি ২৩২
বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ ২৩২
অর্থ ও বাণিজ্য ২৩৬
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য/চিকিৎসা ২৩৭
সরকার, প্রশাসন ও রাজনীতি ২৩৯
আইন শৃংখলা ও প্রতিরক্ষা ২৪০
আইন শৃংখলা ও প্রতিরক্ষা ২৪০
বাংলাদেশের সংবিধান ২৪১
মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা ২৪৩
বাংলাদেশের শিল্প, সংস্কৃত, ঐতিহ্য ও ইতিহাস ... ২৪৫
বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব ২৪৮

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী

মহাদেশ পরিচিতি ২৪৯
বিভিন্ন দেশের নতুন ও পুরাতন নাম ২৫৬
বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক উপনাম ২৫৬
বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীক ২৫৬
সীমারেখা ও প্রণালী ২৫৬
নদী তীরবর্তী শহর ২৫৭
আন্তর্জাতিক দিবস, সংবাদ সংস্থা, বিমান বন্দর ও বিমান সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা ও গেরিলা সংগঠন ২৫৭
সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, জলপ্রপাত, পাহাড়-পর্বত, খাল, আগ্নেয়গিরি, মালভূমি, মরুভূমি, শিল্প ২৫৮
জনসংখ্যা ও উপজাতি ২৬০
স্থাপত্য-স্থাপনা ও সংগ্রহশালা ২৬০
পুরস্কার ও সম্মাননা ২৬১
খেলাধুলা ২৬২
যুদ্ধ ও চুক্তি ২৬৪
আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের প্রতিষ্ঠাকাল, সদস্য সংখ্যা ও সদর দপ্তরসমূহ ২৬৪
জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংগঠনসমূহ ২৬৫

দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও আইসিটি

দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ২৭১
কম্পিউটার ও প্রযুক্তি........ ২৮৮

গণিত

পাটিগণিত

সংখ্যার ধারণা/সংখ্যা সংক্রান্ত ২৯৩
ল.সা.গু ও গ.সা.গু সংক্রান্ত ২৯৫
ভগ্নাংশ সংক্রান্ত ২৯৫
গড় সংক্রান্ত ২৯৭
বয়স সংক্রান্ত ২৯৮
অনুপাত-সমানুপাত সংক্রান্ত ৩০০
মিশ্রন সংক্রান্ত ৩০২
ঐকিক নিয়ম এবং কাজ সংক্রান্ত ৩০২
ট্রেন, নৌকা/লঞ্চ, চৌবাচ্চা সংক্রান্ত ৩০৬
লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত ৩০৮
শতকরা সংক্রান্ত ৩১০
সুদকষা সংক্রান্ত ৩১২
সরলীকরণ, ধারা এবং ঘড়ি সংক্রান্ত ৩১৫

বীজগণিত

বর্গের মান নির্ণয় সংক্রান্ত ৩১৭
ঘনকের মান নির্ণয় সংক্রান্ত ৩২০
উৎপাদক সংক্রান্ত ৩২২
ল.সা.গু ও গ.সা.গু সংক্রান্ত ৩২৪
লগারিদম এবং সূচক সংক্রান্ত ৩২৪
ফাংশন ও সেট সংক্রান্ত ৩২৫

জ্যামিতি

রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ও বিবিধ ৩২৬

বিবিধ

বিবিধ সমাধান (লিখিত)........ ৩৩৬

CS CamScanner

ক্ষেত্র	বিজয়ীর নাম	দেশ	অবদান
চিকিৎসা বিজ্ঞান	ক্যাটালিন ক্যারিকো	হাঙ্গেরি	করোনা ভাইরাসের টিকার প্রযুক্তি আবিষ্কার
	ড্রিউ ওয়েইসম্যান	যুক্তরাষ্ট্র	
পদার্থ বিদ্যা	পিয়েরো অ্যাগোস্টিনি	ফ্রান্স	পরীক্ষামূলক পদ্ধতি যা পদার্থের ইলেকট্রন গতিবিদ্যার অধ্যয়নের জন্য আলোর অ্যাটোসেকেন্ড স্পন্দন তৈরী করে।
	ফেরেঙ্ক ক্রাউস	হাঙ্গেরি	
	অ্যান লহুইলিয়ার	ফ্রান্স	
রসায়ন	আলেক্সি ইয়াকিমভ	রাশিয়া	কোয়ান্টাম ডট সংশ্লেষণ বিষয়ক গবেষণা। তাদের এ কাজ ন্যানো প্রযুক্তি বিষয়ক মৌলিক গবেষণায় অবদান রেখেছে।
	লুইস ব্রুস	যুক্তরাষ্ট্র	
	মুঙ্গি বাওয়েন্ডি	ফ্রান্স	
সাহিত্য	জন ওলাভ ফসে	নরওয়ে	তিনি নাটক এবং গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের ভাষা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যারা কথা বলতে সক্ষম।
শান্তি	নার্গিস মোহাম্মদী	ইরান	নারী অধিকার নিয়ে তিনি সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন।
অর্থনীতি	ক্লডিয়া গোল্ডিন	যুক্তরাষ্ট্র	নারীদের শ্রমবাজার সম্পর্কে ধারণার উন্নতির জন্য

সমাজসেবা অধিদপ্তর

শিশু সুরক্ষা সমাজকর্মী পদে নিয়োগ'২০২৪

সময়: ৬০ মিনিট পরীক্ষার তারিখ : ২০.০১.২০২৪ পূর্ণমান : ৭০

০১. **Make a sentence with 'Look for'**
Ans: Look for (খোজা) Rahim is looking for a good job.

০২. **কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: অগ্নিবীণা।

০৩. **Correct the sentence:** He is senior than me.
Ans: He is senior to me.

০৪. **মানুষের দেহকোষে ক্রোমজমের সংখ্যা কয়টি?**
উত্তর: ২৩ জোড়া।

০৫. **Translate in English: শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ।**
Ans: The children are future of the nation.

০৬. **ইলেকট্রিক বাল্ব এর ফিলামেন্ট কি দিয়ে তৈরি?**
উত্তর: ট্রাংস্টেন।

০৭. **Translate in English: বাতিটি নিভাও।**
Ans: Put out the lamp.

০৮. **বাতাসের আদ্রতা মাপার যন্ত্রের নাম কি?**
উত্তর: হাইগ্রোমিটার।

০৯. **Translate in English:** আমি জিপিএ-৫ পেয়েছি।
Ans: I have got a GPA 5.

১০. **দুধে কোন এসিড থাকে?**
উত্তর: ল্যাকটিক এসিড।

১১. **Make correct:** Good news are expected.
Ans: Good news is expected.

১২. **AIDS এর পূর্ণাঙ্গ অর্থ কি?**
Ans: Acquired Immune Deficiency Syndrome.

১৩. **একটি স্বার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্য কয়টি ও কি কি?**
উত্তর: ৩টি। যথা: আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা।

১৪. **৬% হারে নয় মাসে ১,০০০ টাকার উপর সুদ কত?**
সমাধান: আমরা জানি, সুদ, I = Pnr
এখানে, মূলধন, P = ১০০০ টাকা; হার, সময়,

$n = ৯ \text{ মাস} = \frac{৯}{১২}$ বছর;

$r = ৬\% = \frac{৬}{১০০}$;

সুদ (I) = ?

সুদ (I) = Pnr = $\frac{১০০০ \times ৯ \times ৬}{১২ \times ১০০}$ = ৪৫ টাকা

উত্তর: ৪৫ টাকা

১৫. **ণত্ব বিধান কি?**
উত্তর: যে বিধান বা নিয়মানুসারে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে দন্ত 'ন' ও মূর্ধন্য 'ণ' এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় তাকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

১৬. **ক্রয়মূল্য : বিক্রয়মূল্য = ২ : ৩ হলে শতকরা কত টাকা লাভ হবে?**
সমাধান: দেওয়া আছে, ক্রয়মূল্য : বিক্রয়মূল্য = ২ : ৩
ধরি, ক্রয়মূল্য = ২x টাকা
এবং বিক্রয়মূল্য = ৩x টাকা
∴ লাভ = ৩x - ২x = x টাকা

তাহলে শতকরা লাভ = $\frac{x}{২x} \times ১০০\% = ৫০\%$

∴ উত্তর: ৫০ টাকা

১৭. **কারক ও বিভক্তি লিখুন: শনিবার থেকে পরীক্ষা শুরু।**
উত্তর: অপাদান কারকে ৫মী বিভক্তি।

১৮. **৩x যদি ১৫ থেকে ৩ অধিক হয় তাহলে ৩x + ২ =?**
সমাধান:
প্রশ্নমতে,
৩x = ১৫ + ৩
বা, ৩x = ১৮
∴ x = ৬
∴ ৩x + ২ = (৩ × ৬) + ২ = ১৮ + ২ = ২০
∴ উত্তর: ২০

১৯. **আসমান কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?**
উত্তর: ফারসি।

২০. **৯০° কোণের পূরক কোণের মান কত?**
উত্তর: ০°

২১. **৬ দফা দাবি কে এবং কত সালে উত্থাপন করেন?**
উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে লাহোরে ৬ দফা উত্থাপন করেন।

২২. **১৫ জন একটি কাজ ৩ ঘন্টায় করলে ৫ জনে কত সময়ে করবে?**
সমাধান: ১৫ জনে কাজটি করে ৩ ঘন্টায়
১ " " " ৩ × ১৫ "
∴ ৫ " " " $\frac{৩ \times ১৫}{৫}$ "
= ৯ ঘন্টায়

উত্তর: ৯ ঘন্টা

২৩. **বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?**
উত্তর: মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি।

CS CamScanner

২৪. $a=2, b=3, c=5$ হলে $3a^2+3b^2-c^2$ এর মান কত?

সমাধান: দেওয়া আছে, $a=2, b=3, c=5$

$\therefore 3a^2+3b^2-c^2 = 3.2^2+3.3^2-5^2$
$= 3.4+3.9-25$
$= 12+27-25$
$= 12+2$
$= 14$

২৫. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি ও কি কি?

উত্তর: ৮টি। যথা: ঋ, খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ।

২৬. চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি কত ডিগ্রি?

উত্তর: চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি = ৩৬০°

২৭. রবীন্দ্রনাথ কত সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন?

উত্তর: ১৯১৩ সালে।

২৮. একটি কোণ ৬১° হলে এর পূরক কোণ কত ডিগ্রি?

উত্তর: আমরা জানি, ২টি কোণের সমষ্টি ৯০° হলে একটি অপরটির পূরক কোণ।

৬১° কোণের পূরক কোণ = ৯০° - ৬১° = ২৯°

২৯. UNICEF এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর: The United Nations International Children's Emergency Fund.

৩০. একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ৯০০ বর্গমিটার, পরিসীমা কত?

সমাধান: ধরি, বর্গক্ষেত্রটির একবাহু = a

∴ " ক্ষেত্রফল = a^2

প্রশ্নমতে,

$a = ৯০০$

বা, $a^2 = ৩০^2$

$\therefore a = ৩০$

বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা = ৪a = ৪ × ৩০ = ১২০ মি.

∴ উত্তর: ১২০ মিটার

৩১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এর দৈর্ঘ্য কত?

উত্তর: ৩.৩২ কিলোমিটার।

৩২. ১৫ টাকা ২৫ টাকার শতকরা কত?

সমাধান: নির্ণেয় শতকরা = $\frac{১৫}{২৫} \times ১০০ = ৬০\%$

৩৩. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ার ন্যূনতম বয়স কত?

উত্তর: ২৫ বছর।

৩৪. NSSS এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর: Nationa Social Security Strategy.

৩৫. বাংলাদেশে বর্তমান মাথাপিছু গড় আয় কত?

উত্তর: ২৭৬৫ ডলার।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ'২০২৩

সময়: ৬০ মিনিট পরীক্ষার তারিখ : ২৮.০১.২০২৩ পূর্ণমান : ৪০

০১. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন:

প্রদত্ত শব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ	প্রদত্ত শব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ
উত্থাপন	উৎ + স্থাপন	ক্ষুধার্ত	ক্ষুধা + ঋত

০২. শুদ্ধ বানান লিখুন:

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
সমিচিন	সমীচীন	মুমুর্ষ	মুমূর্ষু

০৩. এক কথায় প্রকাশ করুন:

(ক) একই গুরুর শিষ্য - সতীর্থ।

(খ) যা বলা হয়নি - অনুক্ত।

০৪. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন:

তাল পাতার সেপাই (কৃশকায়, দুর্বল): তালপাতার সেপাই হয়ে সে ঐ বদমায়েশটার সাথে লাগতে গেল কেন?

অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া): এরকম বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালালে সহজেই অক্কা পেতে হবে।

০৫. বিপরীত শব্দ লিখুন:

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
স্মৃতি	বিস্মৃতি	আপন	পর

০৬. Translate into English:

(ক) দুইয়ে দুইয়ে চার হয়।

Ans: Two and two makes four.

(খ) সাত দিন যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে।

Ans: It has been raining for seven days.

০৭. Fill in the gaps:

(a) Mr. Karim is_____ M.B.B.S.

(b) He is too weak ____ walk.

Ans: a) an; b) to

০৮. Change the Gender:

main word	opposite gender	main word	opposite gender
Nephew	Niece	Lord	Lady

০৯. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন:

By dint of (বদৌলতে/বলে): Sohel succeeded by dint of hard work.

Above all (সর্বোপরি): This book is above all a story of a mother's love.

১০. Write past participle form:

Main Word	Past participle	Main Word	Past participle
Teach	Taught	Cut	Cut

১১. ১২ জন লোক একটি কাজ ৫ দিনে করতে পারে। ঐ কাজটি ১৫ জন লোক কত দিনে করতে পারবে?

সমাধান:

১২ জন লোক একটি কাজ করতে পারে ৫ দিনে

১ জন লোক একটি কাজ করতে পারে ৫ × ১২ দিনে

১৫ জন লোক একটি কাজ করতে পারে $\frac{৫ \times ১২}{১৫}$

= ৪ দিনে

১২. $x - \frac{1}{x} = 2$ হলে, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান:

$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2 = \left(x-\frac{1}{x}\right)^2 + 4.x.\frac{1}{x}$
$= 2^2 + 4$
$= 4 + 4$
$= 8$

১৩. সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন:

(ক) ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলে 'গোল্ডেন বুট' কে পান?

উত্তর: কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স)।

(খ) পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত?

উত্তর: ৬.১৫ কিলোমিটার।

(গ) নোয়াখালীর পূর্ব নাম কী?

উত্তর: নোয়াখালীর পূর্ব নাম 'ভুলুয়া'।

(ঘ) বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের উপজেলার নাম কী?

উত্তর: বাংলাদেশের সর্ব উত্তরে উপজেলা 'তেঁতুলিয়া'।

(ঙ)MRT এর পূর্ণরূপ লিখুন:

উত্তর: Mass Rapid Transit

(চ) বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কি?

উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

(ছ) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনের নাম কি?

উত্তর: সুন্দরবন।

(জ) সূর্যোদয়ের দেশ বলা হয় কোন দেশকে?

উত্তর: জাপান।

(ঝ) ভিয়েতনামের মুদ্রার নাম কি?

উত্তর: ডং।

(ঞ) তিন বিঘা করিডর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

উত্তর: তিস্তা নদী।

সমাজসেবা অধিদপ্তর

ইউনিয়ন সমাজকর্মী পদে নিয়োগ'২০২২

সময়: ৯০ মিনিট পরীক্ষার তারিখ : ২১.১০.২০২২ পূর্ণমান : ৭০

০১. $x - y = 2$ এবং $xy = 24$ হলে $(x+y)^2$ এর মান কত?

ⓚ ৯০ ⓛ ২২

ⓜ ১০০ ⓝ ২০ ● গ

ব্যাখ্যা:

$(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy$
$= 2^2 + 4 \times 24$
$= 4 + 96$
$= 100$

০২. কোনটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ?

ক ৬/৫ খ ১/২

গ ২/৩ ঘ ১১/১২ ● ক

০৩. কোনটি বড়?

ক ০.০৫ খ ০.৫

গ ০.২৫ ঘ ০.৫৫ ● ঘ

০৪. ল.সা.গু এর পূর্ণরূপ কী?

ক লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক খ লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণফল

গ লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক ঘ লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণক ● গ

০৫. বৃত্তের দৈর্ঘ্যকে কী বলে?

ক জ্যা খ ব্যাস

গ পরিধি ঘ বৃত্তচাপ ● গ

ব্যাখ্যা:

বৃত্ত (Circle) : একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে সমান দূরত্ব বজায় রেখে অপর একটি বিন্দু তার চারদিকে একবার ঘুরে এলে তাকে বৃত্ত বলে।

জ্যা (Chord) : বৃত্তের পরিধির যে কোন দুই বিন্দুর সংযোজক সরলরেখাকে জ্যা বলে। বৃত্তের দীর্ঘতম জ্যাকে ব্যাস বলে।

পরিধি (Circumference) : যে বক্ররেখা দ্বারা বৃত্ত সীমাবদ্ধ হয় তাই পরিধি।

ব্যাস (Diameter) : বৃত্তের কেন্দ্র ছেদকারী সকল জ্যাই ব্যাস।

০৬. কোনটি বর্গসংখ্যা নয়?

ক ১ খ ৪

গ ৫ ঘ ৯ ● গ

০৭. দুইটি সংখ্যার বর্গের অন্তর ৩ হলে সংখ্যা দুইটি কত?

ক ৪ ও ৯ খ ১ ও ২

গ ১৬ ও ২৫ ঘ ৩৬ ও ৪৯ ● খ

CamScanner

০৮. কবির সাহেবের তিন পুত্রের বয়স যথাক্রমে ৫ বছর, ৭ বছর ও ৯ বছর। তিনি ৪২০০ টাকা বয়স অনুপাতে পুত্রদের মাঝে ভাগ করে দিলেন। ৫ বছর বয়সী ছেলে কত টাকা পেল?

ⓚ ১০০০ ⓚ ১৪০০
ⓖ ১৮০০ ⓖ ২২০০ (ক)

ব্যাখ্যা:
টাকাগুলো ভাগ করে দিলে ৫ : ৭ : ৯ অনুপাতে

$$৫ \text{ বছর বয়সি ছেলে পাবে} = \frac{৫}{৫+৭+৯} \times ৪২০০$$
$$= ১০০০ \text{ টাকা}$$

০৯. ৩টি ৫ টাকায় কিনে ৫টি ৯ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?

ⓚ ৭% ⓚ ৯%
ⓖ ৮% ⓖ ৬% (গ)

ব্যাখ্যা:

$$১\text{টির ক্রয়মূল্য} = \frac{৫}{৩} \text{ টাকা}$$

$$১\text{টির বিক্রয়মূল্য} = \frac{৯}{৫} \text{ টাকা}$$

$$\text{লাভ} = \frac{৯}{৫} - \frac{৫}{৩} = \frac{২৭-২৫}{১৫} = \frac{২}{১৫} \text{ টাকা}$$

$$\text{শতকরা লাভ} = \frac{২}{১৫} \div \frac{৫}{৩} \times ১০০$$
$$= \frac{২}{১৫} \times \frac{৩}{৫} \times ১০০ = ১৫\%$$

১০. কোনো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ৪ বর্গমিটার হলে এর পরিসীমা কত?

ⓚ ৮ মিটার ⓚ ৪ মিটার
ⓖ ১২ মিটার ⓖ ২ মিটার (ক)

ব্যাখ্যা:
বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = ৪ বর্গমিটার
বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য = $\sqrt{৪}$ মিটার = ২ মিটার
বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা = (৪×২) মিটার = ৮ মিটার

১১. $x = 2, y = 4$ হলে $7x - 3y = ?$

ⓚ 2 ⓚ 4
ⓖ 7 ⓖ 1 (ক)

ব্যাখ্যা: $7x - 3y = 7.2 - 3.4 = 14 - 12 = 2$

১২. কোনো আসল সরল সুদে দ্বিগুণ হলে বার্ষিক সুদের হার কত?

ⓚ ২০% ⓚ ১০%
ⓖ ৫% ⓖ ৩০% (খ)

১৩. কোনো ত্রিভুজের একটি কোণ অপর দুইটি কোণের সমষ্টির সমান হলে এটি কোন ধরনের ত্রিভুজ?

ⓚ সমবাহু ⓚ সূক্ষ্মকোণী
ⓖ সমকোণী ⓖ স্থূলকোণী (গ)

১৪. সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি কোণের পরিমাণ-

ⓚ ৬০° ⓚ ৩০°
ⓖ ৭০° ⓖ ৮০° (ক)

১৫. দুইটি কোণের সমষ্টি ৯০ ডিগ্রি হলে এর প্রত্যেকটি কোণের নাম কী?

ⓚ সম্পূরক কোণ ⓚ পূরক কোণ
ⓖ সরলকোণ ⓖ স্থূলকোণ (খ)

১৬. চীন দেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আগমন করেন?

ⓚ আই সিং ⓚ ফা-হিয়েন
ⓖ হিউয়েন সাং ⓖ ইবনে বতুতা (খ)

১৭. ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন?

ⓚ ১২০০ সালে ⓚ ১২০৪ সালে
ⓖ ১২১২ সালে ⓖ ১২১১ সালে (খ)

ব্যাখ্যা: ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজি ১২০৪ সালে মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী সেনা নিয়ে নদীয়ার রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা জয় করেন।

১৮. কোন মুঘল সম্রাট বাংলার নাম দেন জান্নাতাবাদ?

ⓚ হুমায়ুন ⓚ বাবর
ⓖ আকবর ⓖ জাহাঙ্গীর (ক)

ব্যাখ্যা: মুঘল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সম্রাট নাসিরুদ্দিন মোহাম্মদ হুমায়ুন বাংলার রূপ প্রকৃতি এবং সম্পদের প্রাচুর্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলার নাম দেন জান্নাতাবাদ।

১৯. ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপনের সময় মুঘল সুবেদার কে ছিলেন?

ⓚ ইব্রাহিম খান ⓚ ইসলাম খান
ⓖ শায়েস্তা খান ⓖ মীর জুমলা (খ)

ব্যাখ্যা: ঢাকা ১৬১০ সালে সুবেদার ইসলাম খান চিশতি ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন। প্রথমবারের মত ঢাকা রাজধানী হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। তিনি মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীর নগর।

২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়-

ⓚ ১ জুলাই, ২০১৯ ⓚ ১ জুলাই, ১৯২১
ⓖ ১ জুলাই, ১৯১৯ ⓖ ১ জুলাই, ১৯২৩ (খ)

ব্যাখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১২ সালে নাথান কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯২১ সালের ১ জুলাই তিনটি হল, তিনটি অনুষদ ও ৮৭৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি যাত্রা শুরু করে।

২১. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সনে?

ⓚ ১৯১৬ ⓚ ১৯০৫
ⓖ ১৯২০ ⓖ ১৯১১ (ঘ)

ব্যাখ্যা: ১৭৬৫ সালের পর থেকেই বিহার ও উড়িষ্যা বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে সরকারী প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে বাংলা অতিরিক্ত বড় হয়ে যায় এবং ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে এটির সুষ্ঠু শাসন ক্রিয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গের সূত্রপাত এখান থেকেই। কিন্তু ১৯১১ সালে, প্রচণ্ড গণআন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়। দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গ হয় ১৯৪৭ সালে। এর ফলে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতে যুক্ত হয়। এই পূর্ববঙ্গই পরবর্তীকালে পাকিস্তানের কাছ থেকে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

২২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কতবার পরিবর্তন করা হয়েছে?

ⓚ ১৫ বার ⓚ ১৬ বার
ⓖ ১৭ বার ⓖ ১৮ বার (গ)

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের সংবিধান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশ গণপরিষদে এই সংবিধান গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর বা বাংলাদেশের বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকী হতে এটি কার্যকর হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের মোট ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে।

২৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মোট অনুচ্ছেদ সংখ্যা কত?

ⓚ ১৫২ ⓚ ১৫১
ⓖ ১৪৮ ⓖ ১৫৩ (ঘ)

ব্যাখ্যা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। এটি একটি লিখিত দলিল। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এই সংবিধান গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ বাংলাদেশের বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকী হতে এটি কার্যকর হয়। এটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় বিদ্যমান। এতে এগারো ভাগে মোট ১৫৩টি অনুচ্ছেদ ও একটি তফসিল রয়েছে।

২৪. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কোন তারিখে?

ⓚ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ ⓚ ১৪ এপ্রিল, ১৯৭১
ⓖ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ ⓖ ১২ এপ্রিল, ১৯৭১ (ক)

ব্যাখ্যা: মেহেরপুর জেলায় বৈদ্যনাথ তলায় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার বা মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয় ১০ এপ্রিল ১৯৭১। অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বৈদ্যনাথতলার নাম পরিবর্তন করে রাখেন মুজিব নগর। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহন করেন ১৭ এপ্রিল ১৯৭১। শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

২৫. 'গ্রিনপিস' কোন দেশের পরিবেশবাদী গ্রুপ?

ⓚ সুইজারল্যান্ড ⓚ নিউজিল্যান্ড
ⓖ নেদারল্যান্ডস ⓖ যুক্তরাজ্য (গ)

ব্যাখ্যা: গ্রিনপিস হল একটি বেসরকারী আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদি সংস্থা। বিশ্বের পঞ্চান্নটি দেশে এর শাখা রয়েছে যা নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম থেকে পরিচালিত হয়। এই সংস্থাটির মূল উদ্দেশ্য পৃথিবী নামক এই গ্রহের সব ধরনের জীববৈচিত্রের প্রতি পালনের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা। সংস্থাটি সারা বিশ্বে বন্য পরিবেশ ধ্বংশ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, অধিক হারে মাৎস্য শিকার, বাণিজ্যিক ভাবে তিমি শিকার এবং পারমাণবিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে আসছে।

২৬. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

ⓚ ১৯৩ ⓚ ১৯১
ⓖ ১৯৭ ⓖ ১৯২ (ক)

ব্যাখ্যা: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৯৫টি। জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩ । সর্বশেষ ১৯৩ তম সদস্য দেশ দক্ষিণ সুদান ১৪ জুলাই ২০১১ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এছাড়া জাতিসংঘের দুটি অসদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র রয়েছে। রাষ্ট্র দুটি হলো ভাটিকান সিটি এবং ফিলিস্তিন।

২৭. ACU এর পূর্ণরূপ কী?

ⓚ American Cluster Union
ⓚ Asian Clearing Union
ⓖ Asian Cluster Union
ⓖ American Clearing Union (খ)

২৮. বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি উপাধি দিয়েছিল-

ⓚ দ্য ইকোনমিষ্ট ⓚ দ্য টাইম
ⓖ দ্য গার্ডিয়ানস ⓖ দ্য নিউজ উইক (ঘ)

ব্যাখ্যা: ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল ম্যাগাজিনটি (নিউজউইক ম্যাগাজিন) তাদের প্রচ্ছদ জুড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দিয়ে লিড নিউজে তাকে অভিহিত করে 'পয়েট অব পলিটিক্স' বা 'রাজনীতির কবি' হিসেবে। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের জন্যই তাকে এ উপাধি দেওয়া হয়।

২৯. ইউরোপের রুটির ঝুড়ি বলা হয় কোন দেশকে?

ⓚ ইউক্রেন ⓚ পোল্যান্ড
ⓖ জার্মান ⓖ ইতালি (ক)

ব্যাখ্যা: ইউক্রেন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গম উৎপাদনকারী দেশ। তাই ইউক্রেনকে 'ইউরোপের রুটির ঝুড়ি' বলা হয়।

৩০. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন-

ⓚ ১৭ এপ্রিল, ১৯১৮ ⓚ ১৭ মার্চ, ১৯১৮
ⓖ ১৭ মার্চ, ১৯২০ ⓖ ১৭ মে, ১৯২০ (গ)

CS CamScanner

ব্যাখ্যা: স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত এই নেতা ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

৩১. 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি কার লেখা?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ কায়কোবাদ
ব্যাখ্যা: দুই বিঘা জমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা। এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের " চিত্রা" নামক কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা। বাংলার গ্রামীণ সমাজের শ্রেণীবিভেদ আর দুর্বলের উপর সবলের অনাচার - অবিচার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতাটি লিখেছেন। এই কবিতায় গরীব শ্রেণীর অসহায়ত্বর দিক দেখানো হয়েছে। এখানে একটি লোকের জমি জোর করে জমিদার এর দখলে নেওয়ার ঘটনা অতি নিপুণভাবে কবিতার ছন্দে বলা হয়েছে। এই কবিতার উপর ভিত্তি করে হিন্দি দো বিঘা জমিন চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করা হয়।

৩২. 'ছেলেটি দ্রুত দৌড়ায়।' 'দ্রুত' কোন পদের উদাহরণ?
ক বিশেষণ খ ক্রিয়া
গ ক্রিয়া বিশেষণ ঘ বিশেষ্য

৩৩. মন রূপ মাঝি = মনমাঝি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক বহুব্রীহি খ তৎপুরুষ
গ রূপক কর্মধারয় সমাস ঘ দ্বন্দ্ব

৩৪. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক মুমুর্ষু খ মুমূর্ষূ
গ মুমূর্ষু ঘ মুমুর্ষূ

৩৫. 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক অর্ণব খ অর্ক
গ প্রসূন ঘ পল্লব

৩৬. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?
ক ১০টি খ ৭টি
গ ৮টি ঘ ৬টি

বর্ণ	সংখ্যা	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ
মাত্রাহীন বর্ণ	১০টি	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)	৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ)
অর্ধমাত্রার বর্ণ	৮টি	১টি (ঋ)	৭টি (খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ)
পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৩২টি	৬ টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ)	২৬টি

৩৭. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?
ক কার খ ফলা
গ স্বরলিপি ঘ সম্প্রসারণ
ব্যাখ্যা: অ - ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হলে পূর্ণরূপের বদলে সংক্ষিপ্ত রূপ পরিগ্রহ করে। স্বরবর্ণের এ ধরনের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'কার' বলে। স্বরবর্ণের 'কার' চিহ্ন ১০টি।

৩৮. যা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কী বলে?
ক বিভক্তি খ উপসর্গ
গ অনুজ্ঞা ঘ কারক

৩৯. বাংলা উপসর্গ কয়টি?
ক ২০টি খ ২১টি
গ ১৯টি ঘ ১২টি
ব্যাখ্যা: খাঁটি বাংলা উপসর্গ মোট ২১টি।

বাংলা উপসর্গ ২১টি	অ, অঘা, অজ, অনা, অ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

৪০. সংখ্যা গণনার মূল একক-
ক শূন্য খ এক
গ ক্রম ঘ তারিখ

৪১. 'চোখের বালি' বাগধারাটির অর্থ কী?
ক প্রিয় বন্ধু খ বিরক্তিকর বস্তু
গ আকর্ষণ ঘ চোখের রোগ
ব্যাখ্যা: চোখের বালি একটি বাগধারা। যার অর্থ হলো শত্রু বা চক্ষুশূল।

৪২. 'উভয় সংকট' বাগধারার অর্থ কী?
ক দুই দিকে পথ খ দুই দিকে বিপদ
গ আসন্ন সংকট ঘ ভুলপথে গমন
ব্যাখ্যা: উভয় সংকট (দু'দিকেই বিপদ) - বড় সাহেবের কথামতো না চললে চাকরি যাবে, এদিকে জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাকেও হজম করতে পারছিনা- আমি পড়েছি উভয় সংকটে।

৪৩. বাংলা লিপির উৎস কী?
ক সংস্কৃত লিপি খ চীনা লিপি
গ আরবি লিপি ঘ ব্রাহ্মী লিপি
ব্যাখ্যা: বাংলা লিপির উৎস ব্রাহ্মীলিপি।

৪৪. বাংলাদেশের জাতীয় কবি কে?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ জীবনানন্দ দাশ
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ জসীমউদ্‌দীন
ব্যাখ্যা: ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলাম মারাত্মকভাবে স্নায়বিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে পড়লে আকস্মিকভাবে তার সকল সক্রিয়তার অবসান হয়। ফলে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু অবধি সুদীর্ঘ ৩৪ বছর তাকে সাহিত্যকর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রযোজনায় ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে তাকে সপরিবারে কলকাতা থেকে ঢাকা স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৬ সালে তাকে বাংলাদেশের জাতীয়তা প্রদান করা হয়। এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন

৪৫. বাক্যে যতিচিহ্ন দাঁড়ি (।) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?
ক এক সেকেন্ড
খ এক বলতে যে সময় প্রয়োজন
গ এক বলার দ্বিগুণ
ঘ থামার প্রয়োজন নেই

৪৬. কোন পুরুষবাচক শব্দের দুইটি স্ত্রীবাচক শব্দ আছে?
ক রাষ্ট্রপতি খ যোদ্ধা
গ দেবর ঘ কেরানী

৪৭. 'তারিখ' কোন ভাষার শব্দ?
ক আরবি খ ফারসি
গ পর্তুগিজ ঘ তুর্কি
ব্যাখ্যা: বাংলায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোকে ২টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়
ধর্ম সংক্রান্ত : আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওজু, কুরান, কিয়ামত, গোসল, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, হজ ইত্যাদি।
প্রশাসনিক ও সংস্কৃত শব্দ: আদালত, আলেম, ইনসান, ঈদ, উকিল, তারিখ, ওজর, ইজলাস, কলম, কিতাব, খারিজ ইত্যাদি।

৪৮. 'কবর' কবিতাটি কে লিখেছেন?
ক কায়কোবাদ খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ জসীমউদ্‌দীন
ব্যাখ্যা: "কবর" কবিতাটির রচয়িতা পল্লীকবি জসীমউদ্দীন। কবর কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে জসীমউদ্দীনের এক অবিস্মরণীয় অবদান। ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি কবি ফরিদপুর জেলার তাম্বুল খানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে কবর কবিতাটি প্রথম কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪৯. 'রবীন্দ্র' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক রবী + ইন্দ্র খ রবী + ঈন্দ্র
গ রবি + ইন্দ্র ঘ রবি + ঈন্দ্র

৫০. ক্রিয়ার কাল প্রধানত কত প্রকার?
ক ৩ খ ৪
গ ৫ ঘ ৬
ব্যাখ্যা: ক্রিয়ার যে রূপের দ্বারা ক্রিয়া ঘটার বিভিন্ন সময় বোঝায়, সেই সময়কে ক্রিয়ার কাল বলা হয়। অথবা কার্য সম্পন্ন হওয়ার সময়কেই ক্রিয়ার কাল বা কাল বলে। ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার। যথাঃ বর্তমান কাল, অতীত কাল এবং ভবিষ্যৎ কাল।

৫১. **He has no appetite .... food.**
ক to খ for
গ with ঘ about

৫২. **His words confirm .... his work.**
ক about খ into
গ with ঘ for

৫৩. **One of the student .... failed.**
ক has খ have
গ would ঘ will
ব্যাখ্যা: 'One of the' এর পর সবসময় plural noun হয়। এবং verb সবসময় singular হয়। এখানে One of the students দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে একজনকে বোঝাচ্ছে।

৫৪. **The thief ran away after he .... the police.**
ক saw খ seen
গ sean ঘ had seen
ব্যাখ্যা: The thief ran away after he had seen the police. (পুলিশকে দেখার পর চোরটি দৌড়ে পালালো)। এ ধরনের বাক্যে after- এর পর past perfect tense এবং before- এর আগে past perfect tense-এর অংশটি বসে। যেমনঃ ডাক্তার আসার আগে রোগীটি মারা গেল- The patient had died before the doctore came. দুটি কাজর মধ্যে যেটি আগে ঘটে সেটি past perfect tense হয় এবং পরের কাজটি past tense- এ হয়।

৫৫. **Which of the following is plural?**
ক furniture খ lingustics
গ geese ঘ news
ব্যাখ্যা: Goose অর্থ রাজহংসী। এর plural হলো geese। অন্যদিকে, furniture, lunguistice, news, economics -এ noun গুলো সর্বদা singular হয়।

৫৬. **He got his house .... last month.**
ক to paint খ painting
গ paint ঘ painted
ব্যাখ্যা: এখানে got একটি causative verb (প্রযোজক ক্রিয়া)। Get/got- এর দুটি structure রয়েছে-
(i) Subject + get/got + object (ব্যক্তিবাচক) + to verb.......
(ii) Subject + get/got + object (বস্তুবাচক) + v (p.p).......
প্রশ্নে 'his house' boject-টি বস্তুবাচক হওয়ায় (ii) নং নিয়ম অনুযায়ী verb-টি past participle হয়েছে। বাক্যটির অর্থ হলো- সে গত মাসে তার ঘর রং করিয়ে নিয়েছিল।

৫৭. **She made her daughter .... homework.**
ক do খ did
গ to do ঘ done
ব্যাখ্যা: Make/let/help ইত্যাদি causative verb-এর object ব্যক্তি/ বস্তু যাই হোক না কেন- এর পর verb -এর base form বসে। She made her daughter do homeworke. (তিনি তার মেয়েকে দিয়ে বাড়ির কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন।)

CS CamScanner

৫৮. **The man got used to .... a walk every morning.**
(ক) take (খ) taken
(গ) taking (ঘ) took ● গ
ব্যাখ্যা: বাক্যে mind, toorth, with a view to, look forword to, would you mind, get used to থাকলে এদের পরের verb- টির সাথে ing হয়।

৫৯. **He doesn't like company, So he has .... friends.**
(ক) a few (খ) few
(গ) many (ঘ) fewer ● খ

৬০. **There was .... water in the jug. She could quench her thirst.**
(ক) a little (খ) little
(গ) less (ঘ) the little ● ক
ব্যাখ্যা: A little দ্বারা অল্প পরিমাণ বোঝায়। এটি uncountable noun এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। Countable noun- এর বেলায় a few বসে।

৬১. **Which of the following is singular?**
(ক) trousers (খ) jeans
(গ) glasses (ঘ) athletics ● ঘ
ব্যাখ্যা: Athletics noun-টি সর্বদা singular হয়। যেসব জিনিসের দুটি অংশ থাকে সেগুলো সর্বদা plural হয়। যেমন-trousers-পাজামা, glasses- চশমা।

৬২. **Truth triumphs .... falsehood.**
(ক) on (খ) over
(গ) to (ঘ) for ● খ
ব্যাখ্যা: Triwmpb over (কারো ওপর বিজয় অর্জন করা) কাউকে পরাভূত করা। বাক্যটির অর্থ হলো- সত্য মিথ্যাকে পরাভূত করেছে।

৬৩. **The jury .... unanimous in giving verdict.**
(ক) was (খ) were
(গ) have (ঘ) has ● ক
ব্যাখ্যা: Jury শব্দটি collective noun এবং collective noun দ্বারা যখন একক সমষ্টি বোঝায় তখন verb singular হয় কিন্তু বিভাজন/বিভক্তি বোঝালে verb plural হয়। বাক্যটি unanimous শব্দটি দ্বারা একমত, সর্বসম্মত হওয়া বোঝাচ্ছে। তাই was সঠিক উত্তর।

৬৪. **They were sitting by a swimming pool. Here the underlined word is a-**
(ক) participle (খ) infinitive
(গ) gerund (ঘ) finite verb ● ক
ব্যাখ্যা: Participle- এ adjective- এর ফোর্স থাকে। Participle, adjective- এর মতো কাজ করে। Swimming শব্দটি 'pool' noun-টিকে modify করছে। Article + verb (ing) + noun- এভাবে থাকলে ing যুক্ত verb- টি participle হিসেবে গণ্য হয়।

৬৫. **A stitch in time saves ....**
(ক) money (খ) nine
(গ) time (ঘ) energy ● খ
ব্যাখ্যা: A stitch in time saves nine- সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়। এটি একটি idiom বা প্রবাদ বাক্য।

৬৬. **The child saw a flying bird. Here the underlined word is s-**
(ক) participle (খ) gerund
(গ) infinitive (ঘ) finite verb ● ক
ব্যাখ্যা: Participle, adjective এর মতো noun- কে modify করে। এখানে flying দ্বারা bird এর অবস্থা বোঝাচ্ছে। Flying bird- উড়ন্ত পাখি। তাছাড়া article + verb (ing) + noun থাকলে ing- যুক্ত শব্দটি participle হয়।

৬৭. **It was necessary that she .... the meeting.**
(ক) joined (খ) join
(গ) joins (ঘ) to join ● খ
ব্যাখ্যা: Necessary, inportant, suggested, advise, ask, demand, propose, request ইত্যাদি sunjunctive- এ শব্দগুলো principal clause- এ থাকলে এদের পরে that- যুক্ত clause- এর subject এর পরে সর্বদা verb-এর base form বসে।

৬৮. **If he helped me, I .... the work.**
(ক) did (খ) do
(গ) would have done (ঘ) would do ● ঘ
ব্যাখ্যা: Conditional- এর নিয়মানুযায়ী If- যুক্ত অংশ past tense হলে পরের অংশে past conditional (would, could, might) হয়।

৬৯. **I introduced my friend .... my parents.**
(ক) to (খ) with
(গ) between (ঘ) among ● ক
ব্যাখ্যা: কাউকে কারো সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া অর্থে introduce to হয়।

৭০. **Vice results .... misery.**
(ক) to (খ) for
(গ) with (ঘ) in ● ঘ
ব্যাখ্যা: Result in- ডেকে আনা, ফল হিসেবে আসা পর্যবসিত হওয়া। Vice results in misery হলো- পাপ দুঃখ ডেকে আনে।

সমাজসেবা অধিদপ্তর

ইউনিয়ন সমাজকর্মী'২০১৬

সময়: ৬০ মিনিট পরীক্ষার তারিখ: ২০.০৫.১৬ পূর্ণমান: ৭০

০১. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে?
(ক) ১৯০৫ (খ) ১৯১৬
(গ) ১৯২৩ ● ১৯১১
ব্যাখ্যা: ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ শাসক লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনামলে দিল্লীর এক সভাতে ব্রিটিশ রাজা পঞ্চম জর্জের উপস্থিতিতে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকাকে দ্বিতীয়বারের মত রাজধানী ঘোষণা করে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন।

০২. বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন কত তারিখ?
(ক) ১৭ জানুয়ারী ● ১৭ মার্চ
(গ) ১৭ মে (ঘ) ১৭ আগষ্ট
ব্যাখ্যা: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ১৭ মার্চ। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই দিনটি শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়।

০৩. স্বাধীনতা যুদ্ধে মহিলা বীর প্রতীক কত জন?
● ২ জন (খ) ৩ জন
(গ) ৪ জন (ঘ) ৫ জন
ব্যাখ্যা: ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য ২ জন নারী বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম এবং তারামন বিবি। ডা. সিতারা বেগম ২নং সেক্টরে এবং তারামন বিবি ১১ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন।

০৪. বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ কোনটি?
(ক) পূর্বাশা (খ) নিউমুর
● সেন্টমার্টিন (ঘ) হাতিয়া
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের দ্বীপ হলো সেন্টমার্টিন। সেন্টমার্টিন সংলগ্ন ছেঁড়া দ্বীপ হলো বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ বা ভূ-খণ্ড। হাতিয়া হলো নোয়াখালীর একটি দ্বীপ উপজেলা।

০৫. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী?
(ক) সীতাকুণ্ড (খ) কেওক্রাডং
(গ) চন্দ্রনাথ ● তাজিংডং
ব্যাখ্যা: তাজিংডং (বিজয় নামেও পরিচিত) বাংলাদেশের একটি পর্বতশৃঙ্গ। সরকারিভাবে এটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় বান্দরবন জেলার রুমা উপজেলার সাইচল পর্বত সারিতে অবস্থিত। সরকারি হিসেবে তাজিংডং পর্বতের উচ্চতা ১,২৮০ মিটার (৪১৯৮.৪ ফুট)।

০৬. বাংলাদেশে বেশি রেশম হয় কোন স্থানে?
● রাজশাহী (খ) রংপুর
(গ) ভোলা (ঘ) রাঙামাটি
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশে বেশি রেশম উৎপাদন হয় রাজশাহী অঞ্চলে। রংপুরে ও দিনাজপুরে কিছু রেশম উৎপাদন হয়। রাজশাহীতে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামে প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

০৭. বাংলাদেশের পার্লামেন্টের প্রতীক কী?
(ক) পদ্মফুল (খ) দোয়েল
● শাপলা (ঘ) বাঘ
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের পার্লামেন্টের প্রতীক হলো শাপলা। আবার শাপলা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। দোয়েল বাংলাদেশের জাতীয় পাখি আর বাঘ বাংলাদেশের জাতীয় পশু।

০৮. হাইতির রাজধানী কোনটি?
(ক) কেপটাউন ● পোর্ট অব প্রিন্স
(গ) পোর্ট অব স্পেন (ঘ) হারারে
ব্যাখ্যা: হায়তির রাজধানী-পোর্ট অব প্রিন্স। ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো এর রাজধানী-পোর্ট অব স্পেন। জিম্বাবুয়ের রাজধানী-হারারে। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী-কেপটাউন।

০৯. সুইডেনের মুদ্রার নাম কী?
(ক) পাউন্ড (খ) ডলার
● ক্রোনা (ঘ) পেসো
ব্যাখ্যা: ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত পুরাতন সদস্য (১৫টি) রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক ও সুইডেন ইউরো গ্রহণ করেনি। সুইডেন এখনও মুদ্রা হিসেবে ক্রোনা ব্যবহার করছে। অন্যদিকে পাউন্ড যেসব দেশে প্রচলিত সেগুলো হলো-যুক্তরাজ্য (পাউন্ড স্টার্লিং), সিরিয়া, সাইপ্রাস, লেবানন, সুদান ও মিশর। ডলার প্রচলিত রয়েছে এরূপ কিছু দেশ হলো: যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, পূর্ব তিমুর, কানাডা, জ্যামাইকা, অস্ট্রেলিয়া এবং পেসো প্রচলিত রয়েছে এরূপ কিছু দেশ হলো-ফিলিপাইন,

CS CamScanner

পিনি বিসাউ, মেক্সিকো, কিউবা, আর্জেন্টিনা, চিলি, কলম্বিয়া।

১০. পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী কোনটি?
ⓚ আমাজান ⓛ ভলগা
● নীলনদ ⓝ দানিয়ুব

ব্যাখ্যাঃ পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর নাম নীলনদ। এটি আফ্রিকার ১১টি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আমাজান পৃথিবীর প্রশস্ততম নদী। দানিয়ুবকে আন্তর্জাতিক নদী বলে।

১১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় কোন সালে?
● ১৯১৪ ⓛ ১৯১৫
ⓜ ১৯৩৯ ⓝ ১৯৪১

ব্যাখ্যাঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (বা WWI), এছাড়াও বিশ্বযুদ্ধ-১, বা মহাযুদ্ধ হিসাবে পরিচিত, একটি বৈশ্বিক যুদ্ধ যা ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই ইউরোপে শুরু হয় এবং ১১ নভেম্বর ১৯১৮ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ৬ কোটি ইউরোপীয়সহ আরো ৭ কোটি সামরিক বাহিনীর সদস্য ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম এই যুদ্ধে একত্রিত হয়।

১২. টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৬ এর চ্যাম্পিয়ন দেশ কোনটি?
ⓚ ভারত ⓛ নিউজিল্যান্ড
● ওয়েষ্ট ইন্ডিজ ⓝ পাকিস্তান

ব্যাখ্যাঃ ভারতে অনুষ্ঠিত টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৬ এর চ্যাম্পিয়ান দেশ হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রানার্স আপ হয় ইংল্যান্ড। ২০১৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের পুরুষ ও মহিলা চ্যাম্পিয়ন হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

১৩. আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস কোনটি?
ⓚ ৭ জানুয়ারী ⓛ ২০ ফেব্রুয়ারী
ⓜ ৬ জুলাই ● ৩ ডিসেম্বর

ব্যাখ্যাঃ প্রতি বছর ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়। অন্যদিকে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয় এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবার। ২০ ফেব্রুয়ারী হলো বিশ্ব ন্যায়বিচার দিবস।

১৪. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম কী?
ⓚ উথান্ট ⓛ বান কি মুন
ⓜ দ্যাগ হ্যামার শোল্ড ⓝ ট্রিগভেলাই

ক্র.নং	নাম	দেশের নাম	মেয়াদ
১	ট্রিগভেলি	নরওয়ে	১৯৪৬-১৯৫৩
২	দ্যাগ হেমারশোল্ড	সুইডেন	১৯৫৩-১৯৬১
৩	উ থান্ট	মায়ানমার	১৯৬১-১৯৭১
৪	কুর্ট ওয়াল্ডহেইম	অষ্ট্রিয়া	১৯৭২-১৯৮১
৫	পেরেজ দ্য কুয়েলার	পেরু	১৯৮২-১৯৯১
৬	বুট্রোস ঘালি	মিশর	১৯৯২-১৯৯৬
৭	কফি আনান	ঘানা	১৯৯৭-২০০৬
৮	বান কি মুন	দক্ষিণ কোরিয়া	২০০৭-২০১৬
৯	এন্টনিও গুটেরেস	পর্তুগাল	২০১৭-বর্তমান

১৫. শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস কোনটি?
ⓚ ১৬ ডিসেম্বর ⓛ ১২ ডিসেম্বর
● ১৪ ডিসেম্বর ⓝ ১৪ নভেম্বর

দিবসের নাম	তারিখ
জাতীয় শিক্ষক দিবস	১৯ জানুয়ারি
শহীদ দিবস/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি
জাতীয় ভোটার দিবস	১ মার্চ
জাতীয় পতাকা উত্তোলণ দিবস	২ মার্চ
জাতীয় শিশু দিবস	১৭ মার্চ
স্বাধীনতা দিবস/জাতীয় দিবস	২৬ মার্চ
মুজিবনগর দিবস	১৭ এপ্রিল
জাতীয় শোক দিবস	১৫ আগস্ট
সংবিধান দিবস	৪ নভেম্বর
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস	৭ নভেম্বর
সশস্ত্র বাহিনী দিবস	২১ নভেম্বর
মুক্তিযোদ্ধা দিবস	১ ডিসেম্বর
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস	১৪ ডিসেম্বর
বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর
জাতীয় কৃষি দিবস	১লা অগ্রহায়ন
কৃষিবিদ দিবস	১৩ ফেব্রুয়ারী

১৬. বার্ষিক ৫% হারে ৭৫০ টাকার ৪ বছরের মুনাফা কত?
ⓚ ২০০ টাকা ● ১৫০ টাকা
ⓜ ২৫০ টাকা ⓝ ৩০০ টাকা

ব্যাখ্যাঃ [P = ৭৫০, t = ৪ ; r = 5% = 0.05, I = ?]
I = Ptr = ৭৫০×৪×০.০৫ = ১৫০ টাকা

১৭. বাংলাদেশ ছাড়া কোন অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা?
● উড়িষ্যা ⓛ তামিল
ⓜ নাগপুর ⓝ মিজোরাম

১৮. তারিখ শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে?
ⓚ ফরাসি ● আরবি
ⓜ তুর্কি ⓝ পর্তুগিজ

১৯. রিক্সা কোন ভাষার শব্দ?
ⓚ গুজরাটি ⓛ পাঞ্জাবি
ⓜ তুর্কি ● জাপানি

ব্যাখ্যাঃ জাপানি ভাষার আরও কয়েকটি শব্দ হলো হারিকরি, প্যাগোডা, সাম্পান, জুডো, হাসনাহেনা

২০. প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুমূলক প্রতিশব্দকে কী বলে?
ⓚ অপিনিহিত ● পারিভাষিক শব্দ
ⓜ রূঢ়ি শব্দ ⓝ তৎসম শব্দ

২১. বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বর ধ্বনির সংখ্যা কয়টি?
ⓚ ১১টি ● ২৫টি
ⓜ ৪০টি ⓝ ৫০টি

ব্যাখ্যাঃ পাশপাশি দুটি স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি/সন্ধিস্বর/দ্বি-স্বর বলে। অথবা, একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বলে। বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি মোট ২৫টি।

২২. ব্রহ্মপুত্র শব্দের 'হ্ম' যুক্ত বর্ণটি কোন কোন বর্ণের সংযুক্ত রূপ?
ⓚ ম্+হ ● হ্+ম
ⓜ ক্+ষ ⓝ ষ্+ণ

সংযুক্ত বর্ণ	উদাহরণ	সংযুক্ত বর্ণ	উদাহরণ
ক্ত = ক্+ত	রক্ত, শক্ত	ক্ষ্ম = ক্+ষ+ম	লক্ষ্মী, লক্ষ্মণ
ক্ষ = ক্+ষ	রক্ষ, রক্ষা, শিক্ষা	হ্ন = হ্+ন	মধ্যাহ্ন, বহ্নি
ঙ্ক = ঙ্+ক	অঙ্ক, কঙ্কাল, লঙ্কা	হ্ণ = হ্+ণ	পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ
ঙ্গ = ঙ্+গ	অঙ্গ, মঙ্গল, সঙ্গীত	হ্ব = হ্+ব	হ্বদয়, সুহৃদ
জ্ঞ = জ্+ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা	হু = হ্+উ	হুকুম, হুঁশিয়ার
ঞ্ছ = ঞ+ছ	বাঞ্ছনীয়	ষ্ম = ষ্+ম	গ্রীষ্ম
ঞ্জ = ঞ+জ	অঞ্জনা, গঞ্জ, মঞ্জুরী	ন্ত = ন্+ত	অন্তর
ঞ্চ = ঞ+চ	সঞ্চয়, বঞ্চনা	ন্থ = ন্+থ	মন্থর
ট্ট = ট্+ট	অট্টালিকা, চট্টগ্রাম	ণ্ট = ণ্+ট	কণ্টক
ত্ত = ত্+ত	উত্তম, পত্তন, বিত্ত	ণ্ঠ = ণ্+ঠ	কণ্ঠ
ত্থ = ত+থ	উত্থান, উত্থিত	ণ্ড = ণ্+ড	কাণ্ড, ভাণ্ডার
ন্ধ = ন+ধ	বন্ধ, দুর্গন্ধ, সমৃদ্ধি	ষ্ট = ষ+ট	সুস্পষ্টরূপে
ন্ধ = ন+ধ	অন্ধ, বন্ধু, সন্ধ্যা	র্ক = র+ক	তর্ক
দ্ধ = দ্+ধ	লব্ধ	রূ = র+উ	রূপ
হ্ম = হ+ম	ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ		

২৩. উপরিউক্ত সন্ধিবদ্ধ শব্দ কোনটি?
ⓚ উপরিউক্ত ⓛ উপর্যপরি
● উপর্যুক্ত ⓝ উপরোক্ত

২৪. নিচের কোনটি রূপক কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ⓚ মনমরা ⓛ মনগড়া
● মনমাঝি ⓝ পরাণপ্রিয়

২৫. আছো তুমি জগৎ মাঝারে। এখানে 'মাঝারে' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ⓚ বাইরে ● ব্যাপ্তি
ⓜ মধ্যে ⓝ সঙ্গে

২৬. 'বিশ্বজনের হিতকর' এককথায় কী হবে?
ⓚ হিতকর ⓛ বিশ্বজনহিত
● বিশ্বজনীন ⓝ বিশ্বজনক

২৭. 'তাসার ঘর' বাগধারাটির অর্থ কী?
ⓚ ক্ষণস্থায়ী বস্তু ● অর্থের কুপ্রভাব
ⓜ তীব্রজ্বালা ⓝ অসম্ভব বস্তু

২৮. একটি অপূর্ণ বাক্যের শেষে অন্য বাক্যের অবতারণা করতে কী চিহ্ন বসে?
ⓚ ড্যাস ● কোলন
ⓜ সেমিকোলন ⓝ পূর্ণচ্ছেদ

আকৃতি	যতি-চিহ্নের নাম	বিরতি-কাল-পরিমাণ
,	কমা বা পাদচ্ছেদ	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন
;	সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ	১ (এক) বলার দ্বিগুণ সময়
।	দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	এক সেকেন্ড
?	জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন	এক সেকেন্ড
!	বিস্ময় চিহ্ন	এক সেকেন্ড
ঃ	কোলন	এক সেকেন্ড
ঃ-	কোলন ড্যাস	এক সেকেন্ড
–	ড্যাস	এক সেকেন্ড
-	হাইফেন	থামার প্রয়োজন নেই
'	ইলেক বা লোপ চিহ্ন	থামার প্রয়োজন নেই
"	উদ্ধরণ/উদ্ধৃতি চিহ্ন	'এক' উচ্চারণে যে সময় লাগে

১. দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।) ঃ বাক্যের শেষ বুঝাতে দাঁড়ি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ তুমি খাও।

২. কমা (,) ঃ বাক্যের মধ্যে যেখানে অল্প বিরতির প্রয়োজন হয় সেখানে কমা বসে। যেমন ঃ আমি ভাত, মাছ ও ডাল খাব।

৩. সেমিকোলন (;) ঃ বাক্যের কমার চেয়ে একটু বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে দুটি বাক্যের মাঝে সেমিকোলন বসে। যেমন ঃ মনোযোগ দিয়ে পড়; তাহলে পাশ করবে।

৪. জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) ঃ বাক্যে কোনো কিছু জানতে চাইলে বা জিজ্ঞাসা বুঝালে সে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসে। যেমন ঃ তোমার বাড়ী কোথায় ?

CS CamScanner

৫. **বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) ঃ** যে বাক্যে মনের আবেগ অর্থাৎ আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ পায় তার পরে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে। যেমন ঃ বাহ! কি সুন্দর।

৬. **হাইফে চিহ্ন (-) ঃ** যৌগিক বা সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো পৃথকভাবে দেখাতে হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ মা-বাবা, ভাই-বোন।

৭. **ড্যাস চিহ্ন (–) ঃ** জটিল ও যৌগিক বাক্যে দুই বা ততোধিক বাক্যের সংযোগ বুঝাতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন ঃ নিজের কাজ নিজে করতে শেখো–এতে তোমার মান যাবে না – বাড়বে।

৮. **কোলন (ঃ) ঃ** কোনো উদাহরন দিতে, কারো বক্তব্য বা রচনাংশ তুলে ধরতে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ শপথ নিলাম ঃ পাশ করবই।

৯. **কোলন ড্যাস (ঃ-) ঃ** উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত দিতে কোলন ড্যাস ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ কাল বা সময় তিন প্রকার ঃ বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

১০. **বিলুপ্ত বা লোপ চিহ্ন ঃ** বাক্যের পদ বা শব্দের মধ্যে একটি বর্ণ লেখা না হলে বা লোপ পেলে এ চিহ্ন বসে। যেমন ঃ হইল = হ'ল, যাইবে = যাবে।

২৯. **'অন্ধবধূ' কবিতায় কোন পাখির চেঁচিয়ে সারা হওয়ার কথা উল্লেখ আছে?**
ⓚ কাক ● চোখ গেল
ⓖ কোকিল ⓘ শালিক
ব্যাখ্যাঃ রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের কবিদের অন্যতম যতীন্দ্রমোহন বাগচী পল্লিপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও পল্লি জীবনের সুখ-দুঃখের কথা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সাবলীল ভাষা ও ছন্দে প্রকাশ করেছেন, যা সাধারণ পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী দাগ কাটে। তাঁর 'কাজলা দিদি' ও 'অন্ধবধূ' কবিতা দুটি সর্বাধিক জননন্দিত।

৩০. **'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' এটি কী?**
● প্রবাদ ⓘ ডাকের বচন
ⓖ খনার বচন ⓘ ছড়াংশ
ব্যাখ্যাঃ 'বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' এটি একটি প্রবাদ প্রবচন। প্রদত্ত প্রবার প্রবচনের মূল ভাব হচ্ছে যে ব্যক্তি বা বস্তুকে যে কাজে বা পরিবেশে মানায়, তাকে সেটাই করা উচিত, অন্যথা করলে কারো জন্য সেটা ভালো হয় না।

৩১. **কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?**
● অগ্নিবীনা ⓘ বিষের বাঁশি
ⓖ ছায়ানট ⓘ চক্রবাক
ব্যাখ্যাঃ কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম অগ্নিবীণা। অগ্নিবীণা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম জনপ্রিয় বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (অক্টোবর, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মোট ১২টি কবিতা আছে। কবিতাগুলি হচ্ছে প্রলয়োল্লাস (কবিতা), বিদ্রোহী, রক্তাম্বর-ধারিণী মা, আগমণী, ধূমকেতু, কামাল পাশা, আনোয়ার রণভেরী, শাত-ইল-আরব, খেয়াপারের তরণী, কোরবানী ও মোহররম।

৩২. **'প্রবাসের দিনগুলি' গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
ⓚ সৈয়দ মুজতবা আলী ⓖ সুফিয়া কামাল
● জাহানারা ইমাম ⓘ মলয় খান
ব্যাখ্যাঃ শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ১৯২৯-১৯৯৪। তিনি আজীবন একাত্তরের ঘাতক, দালাল রাজাকার, আল বদরদের শাস্তির দাবিতে সংগ্রাম করেছেন। তার মুক্তিযুদ্ধের উপর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ একাত্তরের দিনগুলি।

৩৩. **'ভানুসিংহ' কার ছদ্মনাম?**
● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓖ প্রমথ চৌধুরী
ⓖ শরৎচন্দ্র ⓘ গোলাম মোস্তফা

প্রকৃত নাম	উপাধি	ছদ্মনাম
মুকুন্দরাম	কবি কঙ্কন	-
মালাধর বসু	গুণরাজ খান	-
বাহরাম খান	দৌলত উজীর	-
ভারতচন্দ্র	রায়গুণাকর	-
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	যুগসন্ধিক্ষণের কবি	-
হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	বাংলার মিল্টন	-
মধুসূদন দত্ত	মাইকেল	-
মীর মশাররফ হোসেন	-	গাজী মি
বিহারীলাল চক্রবর্তী	ভোরের পাখি	-
আব্দুল করিম	সাহিত্য বিশারদ	-
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি	ভানুসিং
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ছন্দের যাদুকর	-
প্যারীচাঁদ মিত্র	-	টেকচাঁদ ঠা
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য সম্রাট	-
কাজী নজরুল ইসলাম	বিদ্রোহী কবি	-
ঈশ্বরচন্দ্র	বিদ্যাসাগর	গদ্যের জন
কাজেম আলী কোরায়েশী	-	কায়কো
কালিকানন্দ	-	অবধূত
কালীপ্রসন্ন সিংহ	-	হুতোম পেঁচা
গোবিন্দ দাস	স্বভাব কবি	-
জীবনানন্দ দাস	রূপসী বাংলার কবি, তিমির হননের কবি	-
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	-	বানভট্ট
সমর সেন	নাগরিক কবি	-
জসীম উদ্দীন	পল্লী কবি	-
গোলাম মোস্তফা	কাব্য সুধাকর	-
ফররুক আহমদ	মুসলিম রেনেসাঁর কবি	-
বিমল ঘোষ	-	মৌমাছি
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	-	বনফুল
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	-	নীললোহিত
শেখ আজিজুর রহমান	-	শওকত ওসমান
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	-	নীহারিকা দেবী
সমরেশ বসু	-	পরশুরাম
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী	-
ড. মনিরুজ্জামান	-	হায়াৎ মাহমুদ
মুকুন্দ দাস	চারণ কবি	-
প্রমথ চৌধুরী	-	বীরবল
আলাওল	কবিগুরু, মহাকবি	-
ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	ভাষাবিজ্ঞানী	-
শেখ ফজলুল করিম	সাহিত্যবিশারদ, কাব্য রত্নাকর	-
আব্দুল কাদির	ছান্দসিক কবি	-
সুকান্ত ভট্টাচার্য	কিশোর কবি	-
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	ক্লাসিক কবি	-
বিষ্ণু দে	মার্কসবাদী কবি	-
মোজাম্মেল হক	শান্তিপুরের কবি	-
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্বপ্নাতুর কবি	-
বেগম রোকেয়া	মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত	-
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	-	সুনন্দ
বিদ্যাপতি	মিথিলার/পদাবলীর কবি	-
অনন্ত বড়ু	-	বড়ু চণ্ডীদাস
রামনারায়ণ	তর্করত্ন	-
নজিবর রহমান	সাহিত্য রত্ন	-
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	দৃষ্টিহীন	-
বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	-	যাযাবর

৩৪. **'অন্নদামঙ্গল' কাব্য কোন যুগের কাব্য?**
ⓚ প্রাচীনযুগ ● মধ্যযুগ
ⓖ অন্ধকার যুগ ⓘ আধুনিক যুগ
ব্যাখ্যাঃ অন্নদামঙ্গল কাব্য মধ্য যুগের কাব্য। অন্নদামঙ্গল রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত একটি মঙ্গলকাব্য। কাব্যটি দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক। ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র এই কাব্য রচনা করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাংলায় প্রতিমায় দেবী অন্নপূর্ণার পূজা প্রচলন করেন। তিনিই ভারতচন্দ্রকে রায়গুণাকর উপাধি প্রদান করে দেবীর মাহাত্ম্যব্যঞ্জক একটি কাব্য রচনার অনুরোধ করেন।

৩৫. **অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক**
● মাইকেল মধুসূধন ⓖ বঙ্কিমচন্দ্র
ⓖ রবীন্দ্রনাথ ⓘ বিহারীলাল
ব্যাখ্যাঃ বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩)। ১৮৪৩ সালে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া মাইকেল তার 'পদ্মাবতী' নাটকে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটান। তবে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সফল প্রয়োগ ঘটান 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক 'শর্মিষ্ঠা' এবং সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'র রচিয়তা ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৩৬. **'যদ্যপি' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কী?**
ⓚ যদ+পি ● যদি+অপি
ⓖ যদ+অপি ⓘ যদ্য+অপি
ব্যাখ্যাঃ আরও কয়েকটি সন্ধিবিচ্ছেদঃ

মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ	মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ
বৃহস্পতি	বৃহৎ + পতি	নিজন্ত	নিচ্ + অন্ত
বনস্পতি	বন + পতি	স্বচ্ছ	সে + অচ্ছ
মনীষা	মনস্ + ঈষা	তন্বী	তনু + ঈ
পবন	পো + অন	নিরাময়	নির + আময়

৩৭. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
● Commission ⓖ Comission
ⓖ Comission ⓘ Comision

৩৮. **People শব্দটির Adjective**
ⓚ Popularity ⓖ Popularly
ⓖ Popularise ● Populous

৩৯. He is innocent - the charge.
● of (খ) with
(গ) to (ঘ) on

৪০. Deny শব্দটির Noun
● Denial (খ) Refuse
(গ) Deni (ঘ) Deniable

৪১. He has no control – himself.
(ক) on (খ) in
(গ) at ● over

ব্যাখ্যা: Control over somebody অর্থ কারো উপর নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব। শূন্যস্থানে over বসিয়ে বাক্যটির বাংলা: তার নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

৪২. Null and void এর বাংলা কোনটি?
● বাতিল (খ) পরিশেষে
(গ) অবশ্যই (ঘ) সঠিক

৪৩. কোনটি Material Noun নয়?
(ক) Ring (খ) River
(গ) Book ● Paper

Classification of noun

1. **Proper noun:** যে noun কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানকে বুঝায় তাকে Proper noun বলে। eg. The **Megna** is a big river. He went to the **Himalays**. **Rasel** lives in **Dhaka**. The elemphant has great strength.
2. **Common noun:** যে noun দ্বারা এক জাতীয় কোন কিছুর সাধারন নামকে বুঝায় তাকে Common noun বলে। eg. Nasiruddin was a pious **king**. Mina is a beautiful **girl**. Dhaka is big **city**.
3. **Collective noun:** যে noun এ কোন এক শ্রেনীর ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষকে না বুঝিয়ে তাদের অনেকের সমষ্টিকে বুঝায় তাকে Collective noun বলে। Eg. Our **team** is better than yours. The **police** dispersed the **crowd**. The **jury** found the prisoner guilty.
4. **Material noun:** যে noun এ কোন পদার্থের সমস্ত অংশকেই বুঝায়, তার কোন অংশকে পৃথক করে বুঝায় না তাকে Material noun বলে। eg. **Milk** is nutritious. **Fire** burns. The ring is made of **gold**. We eat **salt** with curry.
5. **Abstract noun:** যে noun কোন গুন, অবস্থা বা কাজের নাম বুঝায় তাকে Abstract noun বলে। eg. **Truth** must prevail in the long run. **Honesty** is the best policy. **Wisdom** is better than strength. **Forgiveness** is a great virtue. I have **friendship** with him. **Sorrow** and **happiness** come by turns.

৪৪. আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের জনক কে?
● Chaucer (খ) Johnson
(গ) Shakespeare (ঘ) G.B Shaw

ব্যাখ্যা: ইংরেজী সাহিত্যের জনক জিওফ্রে চসার (Geoffrey Chaucer)। একজন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে স্যার জিওফ্রে চসারের জীবনী ও লেখনী নিয়ে লেখার প্রচন্ড ইচ্ছের বহিঃপ্রকাশ ঘটালাম। জিওফ্রে চসার সম্ভবত ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনশহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৪৫. কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) Posesion ● Possession
(গ) Posession (ঘ) Possesion

৪৬. কোনটি Verb ?
(ক) Cloth (খ) Blood
(গ) Food ● Feed

৪৭. 'May Allah help you' What kind of sentence?
(ক) Assertive (খ) Imperative
● Optative (ঘ) Exclamatory

ব্যাখ্যা: Sentence ৫ প্রকার। যথাঃ

1. **Assertive Sentence.**
Example:
-English is an International Language. (Affirmative)
-We do not do bad things. (Negative)
2. **Interrogative Sentence.**
Example:
- Do you have your assignment ready?
3. **Imperative Sentence.**
Example:
- Take care of you.
- Give me the pen.
4. **Optative Sentence.**
Example:
- May you live long.
- May Allah bless you.
5. **Exclamatory Sentence.**
Example:
- Hurrah! Our cricket team has won the series.
- Alas! He has failed the competition.
- Bravo! You have done a great job.
- What a talented girl she is!

৪৮. Gentle এর বিপরীত কোনটি?
(ক) Shrewd (খ) Naive
● Rude (ঘ) Harsh

৪৯. Homely শব্দটি কোন parts of speech?
(ক) Noun ● Adjective
(গ) Verb (ঘ) Adverb

৫০. Thief এর plural কোনটি?
(ক) Thiefes ● Thieves
(গ) Thiefs (ঘ) Thives

৫১. Students are concerned – their result.
(ক) for (খ) in
(গ) on ● with

৫২. Climate হলো
(ক) আবহাওয়া (খ) পরিবেশ
● জলবায়ু (ঘ) ঋতু

৫৩. কোনটি স্ত্রীবাচক শব্দ?
(ক) Moon ● Queen
(গ) Boy (ঘ) None of them

৫৪. Beautiful শব্দটি কোন Parts of speech?
(ক) Noun ● Adjective
(গ) Verb (ঘ) Adverb

৫৫. Parts of speech কত প্রকার?
(ক) 5 (খ) 6
(গ) 7 ● 8

ব্যাখ্যা: Parts of speech ৮ প্রকার। যথাঃ

1. Noun – Tom lives in New York.
2. Pronoun – Did she find the book she was looking for?
3. Verb – I reached home.
4. Adverb – The tea is too hot.
5. Adjective – The movie was amazing.
6. Preposition – The candle was kept under the table.
7. Conjunction – I was at home all day, but I am feeling very tired.
8. Interjection – Oh! I forgot to turn off the stove.

৫৬. Truth শব্দটির adjective হবে
(ক) Truly (খ) True
(গ) Truism ● None of them

৫৭. করিম ও রহিম এর বেতেনের অনুপাত ৭:৫; করিমের বেতন রহিমের বেতন অপেক্ষা ৪০০ টাকা বেশি। রহিমের বেতন কত?
(ক) ৯০০ টাকা ● ১০০০ টাকা
(গ) ১১০০ টাকা (ঘ) ১৬০০ টাকা

৫৮. ৪০ থেকে ১০০ পর্যন্ত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার অন্তর কত?
(ক) ৫৯ ● ৫৬
(গ) ৬০ (ঘ) ৭০

সমাধান ঃ
৪০ ও ১০০ এর মধ্যে বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা = ৯৭
৪০ ও ১০০ এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা = ৪১
∴ এদের মধ্যে পার্থক্য = (৯৭ – ৪১) = ৫৬

৫৯. শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে ১ বছরের সুদ আসলের ১/৫ অংশ হবে?
(ক) ১০% (খ) ১৫%
● ২০% (ঘ) ২৫%

৬০. কোন সংখ্যার ১/২ অংশের সাথে ৬ যোগ করলে সংখ্যাটির ২/৩ অংশ হবে। সংখ্যাটি কত?
(ক) ৫৩ (খ) ৬৩
● ৩৬ (ঘ) ৩৫

৬১. $x - 2y = 8,\ 3x - 2y = 4$ সমীকরণ জোটে x এর মান কত?
(ক) -৫ ● -২
(গ) ২ (ঘ) ৫

৬২. ১ + ২ + ৩ + ৪ + ...+ ৯৯ কত?
(ক) ৪৬৫০ (খ) ৪৭৫০
(গ) ৪৮৫০ ● ৪৯৫০

সমাধান ঃ
(এখানে, প্রথম পদ = ১, সাধারন অন্তর = ৩ - ২ = ১, শেষ পদ = ৯৯, পদসংখ্যা = ৯৯)

$$\text{সমষ্টি বা যোগফল} = \frac{\text{শেষপদ} + \text{প্রথমপদ}}{২} \times \text{পদসংখ্যা} = \frac{(৯৯ + ১)}{২} \times ৯৯ = ৪৯৫০$$

অথবা

$$\frac{n(n+1)}{2} = \frac{৯৯(৯৯+১)}{২} = \frac{৯৯\times১০০}{২} = ৪৯৫০$$

৬৩. $x-4 = \frac{x-4}{x}$ সমীকরণের সমাধান
(ক) x = 1 (খ) x = 4
(গ) x = 1, x = 4 (ঘ) কোনটিই নয়

৬৪. বড় সংখ্যাটি কত?
● 2(x+2) (খ) 2x
(গ) x + 2 (ঘ) 2x + 1

৬৫. ABC ত্রিভুজের পরিসীমা কত একক?
(ক) ৯ (খ) ৬
(গ) ৪ ● ৩

৬৬. যে কোণের ডিগ্রির পরিমাপ ৯০° তাকে কী বলে?
● সমকোণ (খ) স্থূলকোণ
(গ) সরলকোণ (ঘ) সূক্ষ্মকোণ

সূক্ষ্মকোণ (Acute angle) ঃ এক সমকোণ থেকে ছোট কোণকে সূক্ষ্মকোণ বলে।

CS CamScanner

সমকোণ (Right angle) ঃ ৯০° এর সমান কোণকে সমকোণ বলে।

স্থূলকোণ (Obtuse angle) ঃ এক সমকোণ থেকে বড় কিন্তু দুই সমকোণ থেকে ছোট কোণকে স্থূল কোণ বলে।

সরল কোণ (Straight angle) ঃ দুইটি পরস্পর বিপরীত রশ্মি তাদের সাধারন প্রান্ত বিন্দুতে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে সরলকোণ বলে। অর্থাৎ যে কোণ ১৮০° বা দুই সমকোণের সমান।

৬৭. যে ত্রিভুজের তিন কোণ সমান তাকে কোন ধরনের ত্রিভুজ বলে?

ⓐ সমবাহু ⓑ বিষমবাহু
● সমকোণী ⓓ স্থূলকোণী

বিষমবাহু ত্রিভুজ (Scalence triangle) ঃ যে ত্রিভুজের সকল বাহুই অসমান।

সমবাহু ত্রিভুজ (Equilateral triangle) ঃ যে ত্রিভুজের সকল বাহুই সমান।

সমকোণী ত্রিভুজ (Right angle) ঃ যে ত্রিভুজের একটি কোন সমকোণ তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে।

স্থূলকোণী ত্রিভুজ (Obtuse triangle) ঃ যে ত্রিভুজের একটি কোণ ৯০° অপেক্ষা বড় তাকে স্থূলকোণী ত্রিভুজ বলে।

৬৮. $x:y = 5:6$ হলে $3x:5y = ?$

ⓐ 3:5 ● 1:2
ⓒ 6:5 ⓓ 15:30

৬৯. একটি সংখ্যা ৬৫০ থেকে যত বড় ৮২০ থেকে তত ছোট। সংখ্যাটি কত?

ⓐ ৭৮০ ⓑ ৭৮২
ⓒ ৭৯০ ● ৭৩৫

সমাধান ঃ

$$\text{সংখ্যাটি} = \frac{\text{ছোট সংখ্যা} + \text{বড় সংখ্যা}}{২} = \frac{৬৫০ + ৮২০}{২} = ৭৩৫$$

$$\text{শর্টকাট সূত্র ঃ } \frac{\text{ছোট সংখ্যা} + \text{বড় সংখ্যা}}{২}$$

৭০. ৪০ থেকে ১০০ পর্যন্ত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার অন্তর কত?

ⓐ ৩৫ ⓑ ৪২
ⓒ ৪৮ ● ৫৬

সমাধান ঃ

৪০ ও ১০০ এর মধ্যে বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা = ৯৭

৪০ ও ১০০ এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা = ৪১

∴ এদের মধ্যে পার্থক্য = (৯৭ – ৪১) = ৫৬

সমাজসেবা অধিদপ্তর

ইউনিয়ন সমাজকর্মী'২০১২

সময়ঃ ১.৩০ ঘন্টা পরীক্ষার তারিখ ঃ ০৮.০৬.১২ পূর্ণমান ঃ ১০০

বাংলা ঃ ৩০

১. সন্ধিবিচ্ছেদ করুন: ৫

উচ্ছেদ = উৎ+ছেদ

বিদ্যালয় = বিদ্যা+আলয়

গবেষণা = গো+এষণা

উদ্ধার = উৎ+হার

স্বাগত = সু+আগত।

২. এক কথায় প্রকাশ করুনঃ ৫

ক) যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে

(খ) একই মায়ের সন্তান

(গ) যে উপকারীর অপকার করে

(ঘ) একই সময়ে বর্তমান

(ঙ) যা লোকে বিদিত নয়

উত্তরঃ

ক) প্রোষিতভর্তৃকা

খ) সহোদর

গ) কৃতঘ্ন

ঘ) সমসাময়িক

ঙ) অবিদিত

৩. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন ঃ ৫

ক) লেফাফা দুরস্ত

খ) সোনার পাথর বাটি

গ) রাবণের চিতা

ঘ) মাছের মা

ঙ) ব্যাঙের সর্দি

উত্তরঃ

ক) লেফাফা দুরস্ত (বাইরে পরিপাটি) ঃ ভেতরে যাই থাকুক না কেন, সে আচরণে বেশ লেফাফা দুরস্ত।

খ) সোনার পাথর বাটি (অলীক বস্তু) ঃ আমার সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয় দেব কিন্তু তুমি যদি এখন সোনার পাথর বাটি চাও তবে আমি অপারগ।

গ) রাবণের চিতা (চির অশান্তি) ঃ একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে বুড়ির বুকে রাবণের চিতা।

ঘ) মাছের মা (নির্মম) ঃ ফুলকরি নিজের সন্তানের উপর দয়ামায়া নেই, সে যেন মাছের মা।

ঙ) ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ব্যাপার) ঃ প্রণয় বাবু টাকা দান করেছেন! এ ব্যাঙের সর্দি ছাড়া আর কী?

৪. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন ঃ ৫

ক) জনে জনে জিজ্ঞাসা কর

খ) গরু দুধ দেয়

গ) ক্ষুধার্তকে খাবার দাও

ঘ) তিনি কাল আসবেন

ঙ) আমরা কানে শুনি।

উত্তরঃ

ক) কর্মে ৭মী

খ) কর্মে শুন্য

গ) সম্প্রদানে ২য়া

ঘ) অধিকরণে শুন্য

ঙ) করণে ৭মী

৫. ভাবসম্প্রসারণ করুন ঃ ১০

দুঃখের মতো এত বড় পরশ পাথর আর নেই।

উত্তরঃ মূলভাব: বড় দুঃখ মানুষের সকল জড়তা ও দৈন্য দূর করে মানুষকে করে তোলে আত্মশক্তিতে বলীয়ান, দুঃখের দহনে জাগ্রত হয় মানবসত্তা এবং জীবন হয় আলোকিত। দুঃখের পরশেই মানুষ সত্যিকার মনুষ্যত্ব লাভ করে। তাই মানুষের জীবনের সকল প্রাপ্তির মূলে দুঃখ পরশপাথরের মতোই কাজ করে।

ভাবসম্প্রসারণঃ দুঃখের পর সুখ আসে এটাই পৃথিবীর চিরায়ত নিয়ম। দুঃখের দহনে পুড়েই মানুষ খাটি সোনা অর্থাৎ প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়। দুঃখ মানুষের সকল দৈন্য দূর করে জীবনকে সার্থক করে তোলে। পরশ পাথরের ছোঁয়ায় লোহা যেমন সোনায় পরিণত হয়, তেমনি দুঃখ নামক পরশ পাথরের ছোঁয়ায় মানুষের সব গ্লানি দূর হয়ে যায়। মানুষের বিবেক মহান হয়, অন্যের ব্যথায় সে ব্যথিত হয়। যে জীবনে কোনো দুঃখকষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, সে জীবন পূর্ণ জীবন নয়। কারণ তার মধ্যে কোনো সমবেদনার অনুভূতি নেই, দুঃখ দারিদ্র্যের সীমাহীন কষ্ট সে বুঝতে পারে না। বিলাসিতায় জীবন অতিবাহিত করলে সঠিকভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। জগতের সকল মহান ব্যক্তিরা দুঃখকে জয় করেই সাধনার শীর্ষে আরোহণ করেছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সারাজীবন দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু তবুও তা তাকে নিরাশ করেনি। তিনি লিখেছেন 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান। বাংলায় প্রবাদ আছে-কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না। তাই বলিষ্ঠ প্রত্যয়, দৃঢ় মনোবল নিয়ে দুঃখকে জয় করে সুখ ছিনিয়ে আনতে হবে। সাহসী মানুষ দুঃখকে জয় করার জন্য এমনই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শান্তির বাণী প্রচার করতে গিয়ে পদে পদে লাঞ্ছিত ও জর্জরিত হয়েছেন মহামানবগণ। তবুও তারা দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে গেছেন মানবজাতির মঙ্গলের জন্যে। এঁরা সবাই দুঃখ নামক পরশ পাথরে পুড়ে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছেন। দুঃখ ও কষ্টের মাধ্যমেই মানুষ জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। লাভ করে অনাবিল সুখ ও আনন্দ। তাই দুঃখে ভেঙে না পড়ে তাকে মোকাবিলা করার শক্তি অর্জন করাই হচ্ছে জীবন-সাধনার পূর্বশর্ত।

মূলভাব : পরশ পাথরের স্পর্শে লোহা যেমন খাঁটি সোনায় পরিণত হয়, তেমনি দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে মানবজীবন সার্থক হয়ে ওঠে।

English – 30

6. Write a paragraph on 'Our Liberation War'. 10

Ans: The name of our country is Bangladesh. Before 1971 it was known as East Pakistan. Then we were the part of then Pakistan. They started to oppress us in many ways. They did not give our rights. On 25 March 1971 the Pakistani army invaded our mother land. They killed many people and injured a lot. Many women were tortured by them. Thousands of them were raped and killed. Many people fled to India to survive. But people could not bear any more. They made themselves ready to face the Pakistani army. Many common people, with the help of Indian government, fought against them. They fought for Liberation. So it is called Liberation War of Bangladesh. Then Sheikh Mujib was the leader and General Ataul Gani Osmani was the Army Chief. Sheikh Mujibur Rahman played the lead role in gaining independence. He inspired people to fight for mother land. Common people of Bengal went to battle field with the dream of having a free mother land. And it was the great leader Sheikh Mujibur Rahman who made people dream for an independent country. It was not easy for the common people to fight against the trained armies of Pakistan. They fought for nine month and after nine month we gained our liberation. But this liberation took lives of more than thirty lakh of people. Now we are a free nation. We remember the freedom fighter with great respect.

7. Fill in the blanks with appropriate prepositions: 5

a) I was accompanined – my friends.

b) He is superior – me.

c) Dhaka is situated – the bank of the river Buriganga.

CS CamScanner

d) Please come alone – all relevant papers.
e) We should take care – our health.
Ans: a) by, b) to, c) on, d) with, e) of

8. Translate into English: 10

a) সে বাড়ি যায়।
b) মেয়েটি নাচতে নাচতে চলে গেল।
c) আমি চা অপেক্ষা দুধ বেশি পছন্দ করি।
d) নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।
e) সূর্য কি আমাদের কিরণ দেয় না?
f) যেতে চাও যাও।
g) সুন্দরবন দেশের দক্ষিণে।
h) আমি যদি ভালো খেলোয়াড় হতাম।
i) আমি দুই ঘন্টা যাবত পড়ছি।
j) সাকিব বাংলাদেশের ব্রাডম্যান।

উত্তরঃ
a) He goes home.
b) The girl went away dancing.
c) I prefer milk to tea.
d) A bad workman quarrels with his tools.
e) Does the sun not give us light?
f) Go if you want.
g) Sundarban is situated in south of Bangladesh.
h) I would I were a good player.
i) I have been reading for two hours.
j) Shakib is the Bradman of Bangladesh.

9. Make sentences with: 10

a) Skin and hone
b) Take after
c) Ways and means
d) Red handed
e) Look after

Ans:
a) Skin and hone (অস্থি চর্মসার) – Dysentery has made him skin and bone.
b) Take after (অনুরূপ/সদৃশ) – She takes after her mother.
c) Ways and means (উপায়) – He tried heart and soul to find out ways and means of earning.
d) Red handed (হাতে নাতে) – The police caught the thief red handed.
e) Look after (দেখা শোনা করা) – I look after may parents.

গণিত – ২০

১০. বার্ষিক শতকরা ৬১/২ টাকা হার সুদে কত টাকার ৩ বছর ৪ মাসে সুদে-আসলে ৭৮৮.৪০ টাকা হবে? ১০

১১. যদি $a^3 - b^3 = 513$ এবং হয়, তবে 5 এর মান কত? ৫

সমাধানঃ আমরা জানি

$a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab\,(a - b)$

বা, $513 = 3^3 + 3ab\,(3)$

বা, $513 = 27 + 9ab$

বা, $9ab = 513 - 27$

বা, $ab = \frac{486}{9}$

$\therefore ab = 54$ (Ans)

১২. সংজ্ঞা লিখুন ঃ ৫

ক) মৌলিক সংখ্যা

উত্তরঃ যে সংখ্যাগুলোকে ১ এবং সেই সংখ্যা ভিন্ন অন্য কোন পুর্ন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল পুর্ন সংখ্যা হয় না তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে। যেমনঃ ২, ৩, ৫ ইত্যাদি।

খ) ট্রাপিজিয়াম

উত্তরঃ ট্রাপিজিয়াম (Trapezoid) ঃ যে চতুর্ভুজের বিপরীত দুই বাহু পরস্পর সমান এবং অপর দুই বাহু অসমান তাকে ট্রাপিজিয়াম বলে।

সাধারণজ্ঞান – ২০

১৩. টীকা লিখুন ৫

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

উত্তরঃ বর্তমান বিশ্বে পরিবেশগত প্রধান সমস্যাসমূহের অন্যতম। এটি জলবায়ুগত এমন এক পরিবর্তন আসছে করছে, যা প্রক্রিয়াগতভাবে গ্রিনহাউজ প্রভাবের সাথে তুলনীয়। সমস্যাটিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি এজন্য যে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের রাসায়নিক গঠনটি একশত বৎসর পূর্বের অবস্থা থেকে ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে বর্তমানের প্রযুক্তিগত অর্জনের মাধ্যমে নিকট ভবিষ্যতে এই পরিবর্তিত অবস্থাকে পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একশত বৎসর পূর্বের গড় তাপমাত্রার তুলনায় বর্তমান বিশ্বে গড় তাপমাত্রা প্রায় ০.৬০ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ুগত পরিবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ২১ শতকের সমাপ্তিকালের মধ্যে বিশ্ব তাপমাত্রায় আরও অতিরিক্ত ২.৫ ডিগ্রি থেকে ৫.৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা যুক্ত হতে পারে। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের পানির স্ফীতি, উচ্চ পর্বতের বরফ শীর্ষ এবং মেরু অঞ্চলের হিমবাহের দ্রুত গলনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতার ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ পরিবর্তন ঘটতে পারে।

১৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুনঃ

ক) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস কবে?
খ) বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে?
গ) আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস কত তারিখ?
ঘ) ইতালির মুদ্রার নাম কি?
ঙ) যুক্তরাজ্যের আইনসভার নিম্নকক্ষের নাম কি?
চ) নিকারগুয়ার রাজধানীর নাম কি?
ছ) পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ কোনটি?
জ) বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান 'অ্যাপল' এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
ঝ) বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট কোনটি?
ঞ) পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র কোনটি?

উত্তরঃ
ক) ১০ জানুয়ারী
খ) রাষ্ট্রপতি
গ) ৩ ডিসেম্বর
ঘ) ইউরো
ঙ) কমন্স সভা (House of Commons)
চ) ম্যানগুয়া
ছ) ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলপথ
জ) স্টিভ জবস।
ঝ) সুন্দরবন
ঞ) ইন্দোনেশিয়া

১৫. পূর্নরূপ লিখুনঃ ৫

AIDS, NATO, RAM, IBRD, BRRI

Ans:
AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome.
NATO: North Atlantic Treaty Organization.
RAM: Random Access Memory.
IBRD: International Bank for Reconstruction and Development.
BRRI: Bangladesh Rice Research Institute.

সমাজসেবা অধিদপ্তর

শিক্ষক পদে নিয়োগ'২০২১

সময়ঃ ৯০ মিনিট পরীক্ষার তারিখ ঃ ০৩.০৪.২০২১ পূর্ণমান ঃ ৭০

১. এক কথায় প্রকাশ করুনঃ ৫

ক) যা সাধারনের মধ্যে দেখা যায় না - অসাধারণ।
খ) যে ব্যক্তির দুই হাত সমান চলে - সব্যসাচী।
গ) যার অন্য উপায় নেই - অনন্যোপায়।
ঘ) যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই - অবিসংবাদী
ঙ) যা বলা হয়নি - অনুক্ত।

২. নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করুনঃ ৫

গোবরে পদ্ম ফুল (অস্থানে মূল্যবান বস্তু) - মেথর পুত্র ডাক্তার, এ যেন গোবরে পদ্মফুল।
আট কপালে (হতভাগ্য) - ছেলে-মেয়েগুলো এতিম, আট কপালে।
তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) - হঠাৎ বড়লোক কিনা, তাই তামার বিষে বিবেকহীন হয়ে পড়েছে।
গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা) – আর গৌরচন্দ্রিকা না করে আসল কাজের মনযোগ দাও।
ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ) - মাসে এক হাজার টাকা মাইনে পেয়ে গাড়ি কিনতে চাও; তোমার দেখি ঘোড়া রোগ হয়েছে।

৩. সন্ধিবিচ্ছেদ করুনঃ ৫

প্রদত্ত শব্দ	সন্ধিবিচ্ছেদ
বিদ্যালয়	বিদ্যা + আলয়
গোস্পদ	গো + পদ
পুনরায়	পুনঃ + আয়
শঙ্কা	শম্ + কা
যাচ্ছেতাই	যা + ইচ্ছা + তাই

৪. বানান শুদ্ধ করুনঃ ৫

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
ডিগ্রি	ডিগ্রী
বুদ্ধীমতি	বুদ্ধিমতী
মুলত	মূলত
নিশব্দ	নিঃশব্দ
কাডারি	কাভারী

৫. ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ ৫

ক) নাচতে না জানলে উঠান বাকা।
Ans: A bad workman quarrels with his tools.
খ) আমার গরম লাগছে।
Ans: I feel hot.
গ) সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

CS CamScanner

Ans: It has been raining since morning.

ঘ) আমাদের গ্রামে দুইটি স্কুল আছে।

Ans: There are two schools in our village.

ঙ) ডাক্তার আসার পুর্বে রোগী মারা গেল।

Ans: The patient had died before the doctor came.

৬. নিচের **Phrases/Idioms** গুলোর অর্থসহ ইংরেজিতে বাক্য রচনা করুনঃ ৫

At all (আদৌ) I don't like it at all.

By hook or by crook (যে ভাবেই হোক) I will have to be successful by hook or by crook.

Get rid of (মুক্তি পাওয়া) Rahim got rid of bad company.

Blue blood (অভিজাত) Man should not boast of his blue blood.

At sixes and sevens (এলোমেলো) He found all his books on the table at sixes and sevens.

7. Fill in the gaps: ৫

a) He called – a doctor.
b) She lives – the USA.
c) He is – one eyed man.
d) She is very good – Mathematics.
e) We should not deviate – the right path.

Ans: a) in; b) in; c) a; d) at; e) from

8. Use right form of verbs in the folloiwng sentences: 5

a) The man (come) home yesterday.
Ans: The man came home yesterday.
b) It is many years since I (come) to Dhaka.
Ans: It is many years since I came to Dhaka.
c) I saw him (go).
Ans: I saw him going.
d) He will not go out if it (rain).
Ans: He will not go out if it rains.
e) He (leave) last night.
Ans: He left last night.

৯. একজন দোকানদার একটি দিয়াশলাই বক্স ১.৫০ টাকায় ক্রয় করে ২.০০ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে? ৫

সমাধানঃ

লাভ হয় = ২.০০ - ১.৫০ = ০.৫০ টাকা

১.৫০ টাকায় লাভ হয় ০.৫০ টাকা

১ " " " $\frac{০.৫০}{১.৫০}$ "

১০০ " " " $\frac{০.৫০\times১০০}{১.৫০}$ = ৩৩.৩৩ টাকা

১০. $p-\frac{1}{p}=8$ হলে প্রমান করুন হলে, $p^2+\frac{1}{p^2}=66$ ২.৫

সমাধানঃ

$$\begin{aligned} L.H.S &= p^2+\frac{1}{p^2} \\ &= \left(p-\frac{1}{p}\right)^2+2.p.\frac{1}{p} \\ &= (8)^2+2 \\ &= 64+2 \\ &= 66 \\ &= R.H.S \end{aligned}$$

L.H.S = R.H.S (Proved)

১১. উৎপাদকে বিশ্লেষন করুনঃ $x^2+7x+12$ ২.৫

সমাধানঃ

$$\begin{aligned} & x^2+7x+12 \\ &= x^2+4x+3x+12 \\ &= x(x+4)+3(x+4) \\ &= (x+4)(x+3) \end{aligned}$$

১২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিনঃ ১×৫ = ৫

ক) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত?
উত্তরঃ ১৮০°

খ) আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সুত্র কী?
উত্তরঃ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

গ) ০.২২×০.০২ = ? উত্তরঃ ০.০০৪৪

ঘ) ১২০° এর সম্পুরক কোণের মান কত?
উত্তরঃ ৬০°

ঙ) সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে কী বলে?
উত্তরঃ অতিভুজ।

১৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিনঃ ১×১৫ = ১৫

ক) বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনের নাম কী?
উত্তরঃ গণভবন।

খ) বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ জেলার নাম কি?
উত্তরঃ ভোলা।

গ) রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী?
উত্তরঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

ঘ) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয় কোন তারিখে?
উত্তরঃ ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ।

ঙ) 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত?
উত্তরঃ বঙ্গোপসাগরে।

চ) সার্কের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তরঃ কাঠমান্ডু (নেপাল)।

ছ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্টপতির নাম কি?
উত্তরঃ জো বাইডেন।

জ) WHO এর পুর্নরুপ লিখুন।
উত্তরঃ World Trade Organization.

ঝ) অস্থায়ী মুজিব নগর সরকার কোন তারিখে শপথ গ্রহণ করেন?
উত্তরঃ ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল।

ঞ) ঐতিহাসিক ছয়দফা' কত সালে ঘোষিত হয়?
উত্তরঃ ১৯৬৬ সালে।

ট) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন তারিখে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন?
উত্তরঃ ১০ জানুয়ারী।

ঠ) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস কোন তারিখে পালিত হয়?
উত্তরঃ ১৪ ডিসেম্বর।

ড) জাতিসংঘ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তরঃ ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর।

ঢ) 'বাশের কেল্লা' কে নির্মাণ করেন?
উত্তরঃ তিতুমীর।

ণ) 'পদ্মাসেতুর' দুই প্রান্তের জেলা দুইটির নাম কি?
উত্তরঃ মুন্সীগঞ্জ এবং শরীয়তপুর।

সমাজসেবা অধিদপ্তর

ফিল্ড সুপারভাইজার পদে নিয়োগ'২০২১

সময়ঃ ৯০ মিনিট পরীক্ষার তারিখ ঃ ০৩.০৪.২০২১ পুর্ণমান ঃ ৭০

১. এক কথায় প্রকাশ করুনঃ ৫

ক) ফল পাকলে যে গাছ মারা যায় - ওষধি।
খ) যে ব্যক্তির দুই হাত সমান চলে - সব্যসাচী।
গ) যার অন্য উপায় নেই - অনন্যোপায়।
ঘ) যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই - অবিসংবাদী।
ঙ) দুই বার জন্মে যে - দ্বিজ।

২. নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করুনঃ ৫

অর্ধচন্দ্র (গলা ধাক্কা) – শয়তানটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় কর।

আটি কপালে (হতভাগ্য) - ছেলে-মেয়েগুলো এতিম, আট কপালে।

তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) - হঠাৎ বড়লোক কিনা, তাই তামার বিষে বিবেকহীন হয়ে পড়েছে।

বক ধার্মিক/বিড়াল তপস্বী (ভন্ড সাধু) - তোমার মত বক ধার্মিকের মুখে এ ধরনের কাহিনী শোভা পায় না।

গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা) – আর গৌরচন্দ্রিকা না করে আসল কাজের মনযোগ দাও।

৩. সন্ধিবিচ্ছেদ করুনঃ ৫

প্রদত্ত শব্দ	সন্ধিবিচ্ছেদ
প্রত্যুষ	প্রতি + উষ
গোস্পদ	গো + পদ
পুনরায়	পুনঃ + আয়
শঙ্কা	শম্ + কা
দ্যুলোক	দিব্ + লোক

৪. বানান শুদ্ধ করুনঃ ৫

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
ডিগ্রি	ডিগ্রী
বুদ্ধীমতি	বুদ্ধিমতী
মুলত	মূলত
নিশব্দ	নিঃশব্দ
প্রনিত	প্রনীত

৫. ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ ৫

ক) অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।
Ans: A little learning is a dangerous thing.

খ) আমার গরম লাগছে।
Ans: I feel hot.

গ) সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

CS CamScanner

Ans: It has been raining since morning.

খ) আমাদের গ্রামে দুইটি স্কুল আছে।

Ans: There are two schools in our village.

ঙ) ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল।

Ans: The patient had died before the doctor came.

৬. নিম্নের Phrases/Idioms গুলোর অর্থসহ ইংরেজিতে বাক্য রচনা করুন: ৫

At sixes and sevens (এলোমেলো) He found all his books on the table at sixes and sevens.

Blue blood (অভিজাত) Man should not boast of his blue blood.

Burning question (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়) Corruption is the burning question in our country.

Get rid of (মুক্তি পাওয়া) Rahim got rid of bad company.

By turns (পালাক্রমে) My wife and I complete the household tasks by turns.

7. Fill in the gaps: 5

a) He is too weak – walk.

b) She lives – the USA.

c) He is – one eyed man.

d) She is very good – Mathematics.

e) We should not hanker – wealth.

Ans: a) to; b) in; c) a; d) at; e) after

8. Transform the following sentences as directed: 5

a) Man is mortal (Negative).

Ans: Man is not immortal.

b) Shut the door. (Passive)

Ans: Let the door be shut.

c) I called him (Passive)

Ans: He was called by me.

d) This sight is very beautiful (Exclamatory)

Ans: How beautiful the sight is!

e) He is the best boy (Comparative)

Ans: He is better than any other boy.

৯. নাবিল মিষ্টির দোকান থেকে প্রতি কেজি ২৫০ টাকা হিসাবে ২ কেজি সন্দেশ ক্রয় করলো। ভ্যাটের হার শতকরা ৪ টাকা হলে, সন্দেশ ক্রয় বাবদ সে দোকানদারকে কত টাকা দিবে? ৫

সমাধান:

১ কেজি মিষ্টির দাম = ২৫০ টাকা

২ " " " = ২৫০×২ = ৫০০ টাকা

১০০ টাকায় ভ্যাট দিতে হবে ৪ টাকা

১ " " " " $\frac{৪}{১০০}$ "

৫০০ " " " " $\frac{৪\times৫০০}{১০০}$ = ২০ টাকা

∴ দোকানদারকে দিতে হবে = ৫০০ + ২০ = ৫২০ টাকা

১০. $p - \frac{1}{p} = 8$ হলে প্রমান করুন হলে, $p^2 + \frac{1}{p^2} = 66$ ২.৫

সমাধান:

$$\text{L.H.S} = p^2 + \frac{1}{p^2}$$
$$= \left(p - \frac{1}{p}\right)^2 + 2.p.\frac{1}{p}$$
$$= (8)^2 + 2$$
$$= 64 + 2$$
$$= 66$$
$$= \text{R.H.S}$$

L.H.S = R.H.S (Proved)

১১. দুইটি সংখ্যার যোগফল ১০০ এবং বিয়োগফল ৫০ হলে, সংখ্যা দুইটি নির্ণয় করুন: ২.৫

সমাধান: মনে করি, দুটি সংখ্যার প্রথমটি x এবং অপরটি y

প্রশ্নমতে,

$x+y=100$ ·······(1)

$x-y=50$ ·········(2)

সমীকরণ (১+২) করে পাই,

$x+y+x-y=100+50$

$\Rightarrow 2x = 150$

$\therefore x = 75$

সমীকরণ (1) এ x এর মান বসীয়ে পাই,

$x + y = 100$

$\Rightarrow 75 + y = 100$

$\Rightarrow y = 100 - 75 \quad \therefore y = 25$

∴ সংখ্যা দুইটি ৭৫ এবং ২৫।

১২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন: ১×৫ = ৫

ক) চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি কত?

উত্তর: ৩৬০°

খ) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র কী?

উত্তর: ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{১}{২}$ (ভূমি × উচ্চতা)

গ) ০.৩৩×০.০২ = ?

উত্তর: ০.০০৬৬

ঘ) ১০০° এর সম্পূরক কোণের মান কত?

উত্তর: ৮০°

ঙ) সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে কী বলে?

উত্তর: অতিভুজ।

১৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন? ১×১৫ = ১৫

ক) বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সরকারী বাসভবনের নাম কী?

উত্তর: বঙ্গভবন।

খ) বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ জেলার নাম কি?

উত্তর: ভোলা।

গ) রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী?

উত্তর: সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

ঘ) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয় কোন তারিখে?

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ।

ঙ) 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: বঙ্গোপসাগরে।

চ) সার্কের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: কাঠমান্ডু (নেপাল)।

ছ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্টপতির নাম কি?

উত্তর: জো বাইডেন।

জ) ILO এর পূর্নরূপ লিখুন।

উত্তর: International Labour Organization.

ঝ) অস্থায়ী মুজিব নগর সরকার কোন তারিখে শপথ গ্রহণ করেন?

উত্তর: ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল।

ঞ) ঐতিহাসিক ছয়দফা' কত সালে ঘোষিত হয়?

উত্তর: ১৯৬৬ সালে।

ট) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন তারিখে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন?

উত্তর: ১০ জানুয়ারী।

ঠ) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস কোন তারিখে পালিত হয়?

উত্তর: ১৪ ডিসেম্বর।

ড) জাতিসংঘ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর।

ঢ) 'বাশের কেল্লা' কে নির্মাণ করেন?

উত্তর: তিতুমীর।

ণ) উত্তরা গণভবন' কোন জেলায় অবস্থিত?

উত্তর: নাটোর।

সমাজসেবা অধিদপ্তর

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক'২০২১

সময়: ৯০ মিনিট পরীক্ষার তারিখ: ০৩.০৪.২০২১ পূর্ণমান: ৭০

১. এক কথায় প্রকাশ করুন: ৫

ক) যা অধ্যয়ন করা হয়েছে - অধীত।

খ) যে ব্যক্তির দুই হাত সমান চলে - সব্যসাচী।

গ) যার অন্য উপায় নেই - অনন্যোপায়।

ঘ) যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই - অবিসংবাদী।

ঙ) যা বলা হয়নি - অনুক্ত।

২. নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: ৫

আট কপালে (হতভাগ্য) - ছেলে-মেয়েগুলো এতিম, আট কপালে।

তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) - হঠাৎ বড়লোক কিনা, তাই তামার বিষে বিবেকহীন হয়ে পড়েছে।

গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা) – আর গৌরচন্দ্রিকা না করে আসল কাজের মনযোগ দাও।

ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ) - ভাত জোটে না, বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করতে চায় গরীবের ঘোড়া রোগ আর কি।

উড়োকথা (মূল্যহীন কথা) - তোমার উড়ো কথায় পাড়ায় পাড়ায় দাঙ্গা লাগনো সত্যিই ভিত্তিহীন।

৩. সন্ধিবিচ্ছেদ করুন: ৫

প্রদত্ত শব্দ	সন্ধিবিচ্ছেদ
দুর্যোগ	দুঃ + যোগ
গোষ্পদ	গো + পদ
পুনরায়	পুনঃ + আয়
শঙ্কা	শম্ + কা
যাচ্ছেতাই	যা + ইচ্ছা + তাই

৪. বানান শুদ্ধ করুন: ৫

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
ভুমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
বুদ্ধীমতি	বুদ্ধিমতী
মুলত	মূলত
নিশব্দ	নিঃশব্দ
কান্ডারি	কান্ডারী

৫. ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: ৫

ক) নাচতে না জানলে উঠান বাকা।

Ans: A bad workman quarrels with his tools.

খ) আমার গরম লাগছে।

Ans: I feel hot.

গ) সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

CS CamScanner

Ans: It has been raining since morning.

ঘ) আমাদের গ্রামে দুইটি স্কুল আছে।

Ans: There are two schools in our village.

ঙ) ডাক্তার আসার পরে রোগী মারা গেল।

Ans: The patient died afater the doctor had come.

৬. নিচের Phrases/Idioms গুলোর অর্থসহ ইংরেজিতে বাক্য রচনা করুনঃ ৫

At sixes and sevens (এলোমেলো) He found all his books on the table at sixes and sevens.

Blue blood (অভিজাত) Man should not boast of his blue blood.

At all (আদৌ) I don't like it at all.

Get rid of (মুক্তি পাওয়া) Rahim got rid of bad company.

By hook or by crook (যে ভাবেই হোক) I will have to be successful by hook or by crook.

7. Fill in the gaps: 5

a) Smoking in injurious – health.

b) She lives – the USA.

c) He is – one eyed man.

d) She is very good – Mathematics.

e) We should not deviate – that right path.

Ans: a) to; b) in; c) a; d) at; e) from

8. Use right form of verbs in the folloiwng sentences: 5

a) What you (want) now?

Ans: What do you want now?

b) It is many years since I (come) to Dhaka.

Ans: It is many years since I came to Dhaka.

c) I saw him (go).

Ans: I saw him going.

d) He will not go out if it (rain).

Ans: He will not go out if it rains.

e) He (leave) last night.

Ans: He left last night.

৯. একজন দোকানদার একটি দিয়াশলাই বক্স ১.৫০ টাকায় ক্রয় করে ২.০০ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে? ৫

সমাধানঃ

লাভ হয় = ২.০০ - ১.৫০ = ০.৫০ টাকা

১.৫০ টাকায় লাভ হয় ০.৫০ টাকা

১ " " " $\frac{০.৫০}{১.৫০}$ "

১০০ " " " $\frac{০.৫০\times১০০}{১.৫০}$ = ৩৩.৩৩ টাকা

১০. $p-\frac{1}{p}=8$ **হলে প্রমান করুন হলে,** $p^2+\frac{1}{p^2}=66$ ২.৫

সমাধানঃ

$$\text{L.H.S} = p^2+\frac{1}{p^2}$$
$$=\left(p-\frac{1}{p}\right)^2+2.p.\frac{1}{p}$$
$$=(8)^2+2$$
$$=64+2$$
$$=66$$
$$=\text{R.H.S}$$

L.H.S = R.H.S (Proved)

১১. উৎপাদকে বিশ্লেষন করুনঃ $x^2+7x+12$ ২.৫

সমাধানঃ

$$x^2+7x+12$$
$$=x^2+4x+3x+12$$
$$=x(x+4)+3(x+4)$$
$$=(x+4)(x+3)$$

১২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিনঃ ১×৫ = ৫

ক) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত?

উত্তরঃ ১৮০°

খ) আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র কী?

উত্তরঃ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

গ) ০.৩৩×০.০৩ = ?

উত্তরঃ ০.০০৯৯

ঘ) ১০০° এর সম্পূরক কোণের মান কত?

উত্তরঃ ৮০°

ঙ) সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে কী বলে?

উত্তরঃ অতিভুজ।

১৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন? ১×১৫ = ১৫

ক) বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনের নাম কী?

উত্তরঃ গণভবন।

খ) বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ জেলার নাম কি?

উত্তরঃ ভোলা।

গ) রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী?

উত্তরঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

ঘ) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয় কোন তারিখে?

উত্তরঃ ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ।

ঙ) 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত?

উত্তরঃ বঙ্গোপসাগরে।

চ) সার্কের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তরঃ কাঠমান্ডু (নেপাল)।

ছ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নাম কি?

উত্তরঃ জো বাইডেন।

জ) WHO এর পূর্নরুপ লিখুন।

উত্তরঃ World Trade Organization.

ঝ) অস্থায়ী মুজিব নগর সরকার কোন তারিখে শপথ গ্রহণ করেন?

উত্তরঃ ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল।

ঞ) ঐতিহাসিক ছয়দফা' কত সালে ঘোষিত হয়?

উত্তরঃ ১৯৬৬ সালে।

ট) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন তারিখে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন?

উত্তরঃ ১০ জানুয়ারী।

ঠ) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস কোন তারিখে পালিত হয়?

উত্তরঃ ১৪ ডিসেম্বর।

ড) জাতিসংঘ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তরঃ ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর।

ঢ) 'বাশের কেল্লা' কে নির্মাণ করেন?

উত্তরঃ তিতুমীর।

ণ) 'পদ্মাসেতুর' দুই প্রান্তের জেলা দুইটির নাম কি?

উত্তরঃ মুন্সীগঞ্জ এবং শরীয়তপুর।

সমাজসেবা অধিদপ্তর

অফিস সহায়ক (স্থায়ী রাজস্ব) পদে নিয়োগ'২০২০

সময়ঃ ৬০ মিনিট পরীক্ষার তারিখ ঃ ১৮.১২.২০২০ পূর্ণমান ঃ ৭০

১. সন্ধিবিচ্ছেদ করুনঃ ৫

প্রদত্ত শব্দ	সন্ধিবিচ্ছেদ	প্রদত্ত শব্দ	সন্ধিবিচ্ছেদ
গণেশ	গণ + ঈশ	নাবিক	নৌ + ইক
সংযম	সম + যম	দিগন্ত	দিক্ + অন্ত
পরিষ্কার	পরি + কার		

২. এককথায় প্রকাশ করুনঃ ৫

ক) যা দমন করা যায় না = অদম্য।

খ) যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয় = নাতিশীতোষ্ণ।

গ) যা কষ্টে লাভ করা যায় = দুর্লভ।

ঘ) যে মেয়ের বিয়ে হয়নি = কুমারী।

ঙ) যার কোনো উপায় নেই = নিরুপায়।

৩. বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করুনঃ ১০

অকূল পাথার (মহাবিপদ) – এই অকূল পাথারে তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।

কৈ মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে না) – কৈ মাছের প্রাণ না হলে একমাস না খেয়ে লোকটি কিভাবে বেঁচে আছে?

গোঁফ খেজুরে (নিতান্ত অলস) – গোঁফ খেজুরে লোক দিয়ে কোনো কাজই হয় না।

ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ঘটনা) - জেলের বাপ্ত ঘুঘুকে দেখাচ্ছে জেলের ভয়, ব্যাঙের আবার সর্দি!

মণিকাঞ্চন যোগ (উপযুক্ত মিলন) - যেমন বর, তেমনি কনে, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ।

৪. Translate into English: 5

ক) আমাকে সেখানে যেতে হবে।

Ans: I have to go there.

খ) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

Ans: The sky is cloudy.

গ) বালিকাটি নাচতে নাচতে আসছে।

Ans: The girl is coming to dancing.

ঘ) লোকটি তিন দিন যাবত জ্বরে ভুগছে।

Ans: The man has been suffering from fever for three days.

ঙ) রহিম একজন সফল কৃষক।

Ans: Rahim is a successfull farmer.

5. Fill in the blanks: 6

a) – sky is blue.

b) I eat – apple every day.

c) We should abide – the rules.

d) He is zealous – freedom.

CS CamScanner

e) He is weak – Mathematics.
f) He is – one eyed man.
Ans: a) The; b) an; c) by; d) for; e) in; f) a

৬. Make sentences with the following (with meaning): 4

Blue Blood (অভিজাত বংশীয়) – He comes from a blue Blood.

All day long (সারাদিন)- He works all day long for his livelihood.

৭. একটি কলম ১১ টাকায় বিক্রয় করলে ১০% লাভ হয়। কলমটির ক্রয়মূল্য কত? ৫

উত্তরঃ ১০% লাভে বিক্রয়মূল্য = ১০০ + ১০ = ১১০ টাকা।
বিক্রয়মূল্য ১১০ টাকা হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

" ১ " " " $\frac{১০০}{১১০}$ "

" ১১ " " " $\frac{১০০×১১}{১১০}$ = ১০ টাকা

৮. $x + y = 4$ হলে $x^3 + y^3 + 12xy$ এর মান নির্ণয় করুন ৫

উত্তরঃ $x^3 + y^3 + 12xy$
$= (x + y)^3 - 3xy(x + y) + 12xy$
$= 4^3 - 3.4xy + 12xy$
$= 64 - 12xy + 12xy = 64$

৯. এক কথায় উত্তর দিনঃ ৫×২ = ১০

ক) সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে কী বলে?
উত্তরঃ অতিভুজ।

খ) ৩০° কোণের পূরক কোণ কত? **উত্তরঃ** ৬০ ডিগ্রি।

গ) কোন বর্গের একবাহুকে দ্বিগুণ করলে ক্ষেত্রফল কতগুন হবে?
উত্তরঃ চারগুণ

ঘ) ০.৫ এর শতকরা ২০ কত? **উত্তরঃ** ০.১%

ঙ) এক সরলকোণের পরিমাণ কত?
উত্তরঃ ১৮০°

১০. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিনঃ ৫×২ = ১০

ক) 'উইজার্ড অব দি ড্রিবল' খ্যাত দিয়াগো ম্যারাডোনা কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তরঃ ২৫ নভেম্বর ২০২০

খ) বাংলাদেশের জাতীয় শোক দিবস কত তারিখে পালিত হয়?
উত্তরঃ ১৫ আগষ্ট।

গ) বাংলাদেশকে প্রথম কোন দেশ স্বীকৃতি দেয়?
উত্তরঃ ভুটান।

ঘ) করোনা ভাইরাস চীনের কোন প্রদেশে প্রথম দেখা দেয়?
উত্তরঃ চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে।

ঙ) মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়?
উত্তরঃ ১১টি সেক্টরে।

সমাজসেবা অধিদপ্তর

গাড়িচালক/নিরাপত্তা প্রহরী/পরিচ্ছন্নতা কর্মী/বাবুর্চি-স্থায়ী/বাবুর্চি-অস্থায়ী'২০২০
সময়ঃ ৬০ মিনিট পরীক্ষার তারিখ ঃ ২০.১১.২০২০ পূর্ণমান ঃ ৪০

১. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কি? ০১
উত্তরঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য কতজন? ১
উত্তরঃ ৫০টি।

৩. বাংলাদেশে শহীদ দিবস কবে? ০১
উত্তরঃ ২১ ফেব্রুয়ারী।

৪. বাংলাদেশের বৃহত্তম বিভাগ কোনটি? ০১
উত্তরঃ চট্টগ্রাম বিভাগ।

৫. মুজিবনগর সরকার কবে গঠিত হয়? ০১
উত্তরঃ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের নাম কী? ০১
উত্তরঃ জো বাইডেন।

৭. জাতিসংঘের Champion of the Earth খেতাবপ্রাপ্ত কে? ০১
উত্তরঃ শেখ হাসিনা।

৮. বাংলাদেশের জাতীয় কবির নাম কী? ০১
উত্তরঃ কাজী নজরুল ইসলাম।

৯. জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে? ০১
উত্তরঃ সৈয়দ মইনুল হোসেন।

১০. 'সব কটা জানালা খুলে দাও' গানটির গীতিকার কে? ১
উত্তরঃ নজরুল ইসলাম বাবু।

১১. 'আমার বাবা একজন কৃষক' ইংরেজিতে অনুবাদ করুন। ১
Ans: My father is a farmer

১২. সে সাঁতার কাটছে' ইংরেজিতে অনুবাদ করুন। ১
Ans: He is swimming.

১৩. তুমি চা খাবে? ইংরেজিতে অনুবাদ করুন। ১
Ans: Will you take tea?

১৪. আমাকে ভুলে যেও না। ইংরেজিতে অনুবাদ করুন। ১
Ans: Do not forget me.

১৫. 'আমার একটি চাকরি দরকার' ইংরেজিতে অনুবাদ করুন। ১
Ans: I need a job.

১৬. I have – book. (Fill in the blank) 1
Ans: a

17. – glass is on the table. (Fill in the blank) 1
Ans: The

18. He is – honest man. (Fill in the blank) 1
Ans: an

19. He goes – school. (Fill in the blank) 1
Ans: to

20. Don't laugh – poor. (Fill in the blank) 1
Ans: at

২১. 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটির কবির নাম কী? ১
উত্তরঃ কুসুম কুমারী দাশ।

২২. 'অমৃত' এর বিপরীত শব্দ কী? ১
উত্তর ঃ গরল (বিষ)।

২৩. এককথায় প্রকাশ করুনঃ 'ময়ূরের ডাক' ১
উত্তরঃ কেকা।

২৪. গীতাঞ্জলি কাব্যের রচয়িতা কে? ১
উত্তরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৫. 'গুণবান' এর স্ত্রীলিঙ্গ লিখুন। ১
উত্তরঃ গুণবতী।

২৬. আধুনিক নাগরিক কবি কাকে বলা হয়? ১
উত্তরঃ সমর সেন।

২৭. এককথায় প্রকাশ করুনঃ হরিণের চামড়া ১
উত্তরঃ অজিন।

২৮. ইসলামী রেনেসাঁর কবি কাকে বলা হয়? ১
উত্তরঃ ফররুখ আহমেদ।

২৯. সন্ধিবিচ্ছেদ করুনঃ বিদ্যালয় ১
উত্তরঃ বিদ্যা + আলয়।

৩০. ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও' কোন কারকে কোন বিভক্তি? ১
উত্তরঃ সম্প্রদানে ৭মী।

৩১. ১২ জন লোক একটি কাজ ৯ দিনে করতে পারে। ১৮ জন লোকের ঐ কাজটি করতে কতদিন লাগবে? ৫
উত্তরঃ
১২ জন লোক কাজটি শেষ করে ৯ দিনে
১ " " " " " ১২×৯ "
১৮ " " " " " $\frac{১২×৯}{১৮}$ = ৬ দিনে।

৩২. ৩ হালি কলার দাম ২০ টাকা হলে ৩ ডজন কলার দাম কত? ৫
উত্তরঃ
৩ হালি = ১ ডজন
১ ডজন কলার দাম = ২০ টাকা
৩ " " " = ২০×৩ = ৬০ টাকা

সমাজসেবা অধিদপ্তর

হাউজ প্যারেন্ট কাম টিচার/সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর'২০২০
সময়ঃ ৯০ মিনিট পরীক্ষার তারিখ ঃ ২০.১১.২০২০ পূর্ণমান ঃ ৭০

১. অর্থসহ বাক্য লিখুনঃ ৫

আক্কেল সেলামি (বোকামির দন্ড) - বাজার না বুঝে পিঁয়াজ মজুদ করে আমাকে আক্কেল সেলামি ১ লাখ টাকা দিতে হলো।

একাদশে বৃহস্পতি (সৌভাগ্যের বিষয়) - সুমনের এখন একাদশে বৃহস্পতি যেটা ধরে সেটাই সোনা হয়।

গড্ডালিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) - বিত্তের মোহে সমাজের অনেক লোক গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়।

জিলাপির প্যাঁচ (কুটিল বুদ্ধি) - সুমনের মাথায় শুধু জিলাপির প্যাঁচ ভাল কাজের কোন নাম নাই।

গোঁফ খেজুরে (নিতান্ত অলস) - সুমনের মত গোঁফ খেজুরে লোক খুবই কম আছে।

২. এককথায় প্রকাশ করুনঃ ৫
ক) ইষৎ আমিষ গন্ধ যার - আষটে।
খ) যে পুরুষ বিয়ে করেছে - কৃতদার।
গ) যে ক্রমাগত রোদন করছে - রোরুদ্যমান।
ঘ) যে মেয়ের বিয়ে হয়নি - কুমারী।
ঙ) যে ভবিষ্যত না ভেবে কা করে - অবিমৃষ্যকারী।

৩. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুনঃ ৫
ক) ডাকার ডাক - কর্মকারকে শূন্য।
খ) তিলে তৈল হয় - অধিকরণে সপ্তমী।
গ) বিপদে মোরে করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা - অপাদানে সপ্তমী।
ঘ) আকাশে চাঁদ উঠেছে - অধিকরণে সপ্তমী।
ঙ) মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন - কর্তৃকারকে প্রথমা বা শূন্য।

৪. সন্ধিবিচ্ছেদ করুনঃ ৫
ক) অত্যুক্তি = অতি + উক্তি
খ) গবেষণা = গো + এষণা
গ) স্বাগত = সু + আগত
ঘ) সংলাপ = সম্ + লাপ
ঙ) পদ্ধতি পদ্ + হতি

৫. Make sentences with the following: 5

In lieu of (পরিবর্তে) - Give me this pen in lieu of that.

By fits and starts (অনিয়মিতভাবে/মাঝেমাঝে) - Marzia has been working on her master's thesis in fits and starts.

At large (মুক্তভাবে) - Birds fly at large in the sky.

Safe and Sound (নিরাপদে) - Marzia has arrived safe and sound in the hostel).

CS CamScanner

Red letter day (স্মরণীয় দিন) - 21 February is a red letter day in the history of Bangladesh.

6. Translate into English: 5

ক) আমি ঢাকার টিকেট কিনেছি।

Ans: I have bought a ticket for Dhaka.

খ) অপমানের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

Ans: Death is preferable to dishonour.

গ) আমি যদি রাজা হতাম।

Ans: If I were a king.

ঘ) রমনা পার্কের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম।

Ans: The natural scenery of Ramna Park is very charming.

ঙ) আমি সাত বছর যাবৎ ওকালতি করছি।

Ans: I have been practicing law for seven years

7. Correct the following sentences: 5

a) I was borne in Bangladesh.

Ans: I was born in Bangladesh

b) There were six student in the class.

Ans: There were six students in the class.

c) He bought many salt and sugar.

Ans: He bought a lot of salt and sugar.

d) He made an insulted remarks about her.

Ans: He made insulting remarks about her.

e) Swim is a good exercise.

Ans: Swimming is a good exercise.

8. Fill in the blanks with appropriate prepositions: 5

a) I am tired – this monotonous job.

Ans: of

b) Please abide – the rules.

Ans: by

c) He stares me – the face.

Ans: at

d) The pen is – the table.

Ans: on

e) Do not laugh – the poor.

Ans: at

৯. $a + b + c = 2$ এবং $ab + bc + ac = 1$ হলে $(a + b)^2 + (b + c)^2 + (c + a)^2$ এর মান কত?

সমাধানঃ

দেয়া আছে,

$a + b + c = 2$

$\Rightarrow (a + b + c)^2 = 2^2$

$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca = 4$

$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) = 4$

$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 2 \cdot 1 = 4$

$\therefore a^2 + b^2 + c^2 = 2$

প্রদত্ত রাশিমালা

$(a + b)^2 + (b + c)^2 + (c + a)^2$

$= a^2 + 2ab + b^2 + b^2 + 2bc + c^2 + c^2 + 2ac + a^2$

$= 2(a^2 + b^2 + c^2) + 2(ab + bc + ac)$

$= 2\times2 + 2\times1$

$= 4 + 2$

$= 6$ Ans.

১০. একটি শ্রেণীর প্রতিবেঞ্চে ৪ জন করে ছাত্র বসালে ৩টি বেঞ্চ খালি থাকে। আবার প্রতি বেঞ্চে ৩ জন করে বসালে ৬ জন ছাত্রকে দাড়িয়ে থাকতে হয়। ঐ শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা কত? ৫

সমাধানঃ

ধরি, বেঞ্চের সংখ্যা = ক টি

শর্তমতে,

(ক - ৩)৪ = ৩ক + ৬

বা, ৪ক - ১২ = ৩ক + ৬

বা, ৪ক - ৩ক = ৬ + ১২

বা, ক = ১৮

ঐ শ্রেণির ছাত্রসংখ্যা = ৩ক + ৬

= ৩×১৮ + ৬

= ৬০ জন

১১. সংজ্ঞা লিখুনঃ ৫

অতিভুজ ঃ সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে বলা হয় অতিভুজ। অতিভুজ সমকোণী ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহু। এটির বর্গ অন্য দুটি বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান, যেটি পিথাগোরাসের উপপাদ্য নামে পরিচিত।

সমকোণী ত্রিভুজ ঃ যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে।

রম্বস ঃ যে চতুর্ভুজ/সামান্তরিকের সকল বাহু সমান কিন্তু কোণগুলো সমকোণ নয় তাকে রম্বস বলে।

সামান্তরিক ঃ যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান কিন্তু কোণগুলো সমকোণ নয় তাকে সামান্তরিক বলে।

আয়তক্ষেত্র ঃ যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং কোণগুলো সমকোণ তাকে আয়তক্ষেত্র বলে।

১২. ঐতিহাসিক ছয়দফার দফাগুলো কি কি? ৫

উত্তরঃ

- ✓ পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রকৃতি
- ✓ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
- ✓ মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয়
- ✓ খাজনা ধার্য ও সংগ্রহের বিষয়
- ✓ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষমতা
- ✓ প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী ক্ষমতা

১৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুনঃ ১০

ক) 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরি মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান' উক্তিটি কার?

উত্তরঃ কবি.অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২)

খ) ২১ ফেব্রুয়ারী কবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে?

উত্তরঃ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর।

গ) বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরাঙ্গনা উপাধিপ্রাপ্ত হন কতজন নারী?

উত্তরঃ ৩৩৯ জন।

ঘ) 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে ছিলেন?

উত্তরঃ জহির রায়হান।

ঙ) বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তরঃ ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দীর বিচার অনুষ্ঠান (১৯৭৩ সালে)।

সমাজসেবা অধিদপ্তর

কোষাধ্যক্ষ যুক্ত গুদামরক্ষক/ধর্মীয় শিক্ষক/কটেজ মাদার/ডে-কেয়ার এসিসট্যান্ট/বড় ভাইয়া/খালাম্মা'২০২০

সময়: ৯০ মিনিট পরীক্ষার তারিখ : ২০.১১.২০২০ পূর্ণমান : ৭০

১. সকল কারকে শুন্য বিভক্তির একটি করে বাক্য লিখুন। ৬

উত্তরঃ

- ☞ আরিফ বই পড়ে - কর্তৃকারকে শূন্য
- ☞ ডাক্তার ডাক - কর্মকারকে শুন্য
- ☞ অহংকার পতনের মুল - করণে শুন্য
- ☞ আলো চাই - সম্প্রদানে শুন্য
- ☞ গাড়ী ঢাকা ছাড়ল - অপাদানে শূন্য
- ☞ এ বছর ভাল ফসল হয়েছে – অধিকরণে শূন্য

২. অর্থসহ বাক্য লিখুনঃ ৪

চোখের বালি (চক্ষুশূল) - সতীনের ঘরের ছেলেটি তার চোখের বালি।

চোখের পর্দা (লজ্জা) - তোমার চোখের পর্দা নেই বলেই এমন কাজ করেছ।

০৩. এককথায় প্রকাশ করুনঃ ৫

ক) আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা - আত্মকেন্দ্রিক।

খ) যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে - প্রত্যুৎপন্নমতি।

গ) ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে - জিতেন্দ্রিয়।

ঘ) কোনোভাবেই যা নিবারণ করা যায় না - অনিবার্য।

৪. সন্ধিবিচ্ছেদ করুনঃ ৫

প্রদত্ত শব্দ	সন্ধিবিচ্ছেদ
আশ্চর্য	আ + চর্য
পরস্পর	পর + পর
ষোড়শ	ষট্ + দশ
মনীষা	মনস্ + ঈষা
তস্কর	তৎ + কর

৫. Make sentences with the following: 5

Ans:

a) In cold blood (ঠান্ডা মাথায়) - Sumon killed the man in cold blood

b) In the long run (পরিণামে বা পরিশেষে) – You will have to suffer in the long run.

c) A lion share (বেশিরভাগ বা সিংহভাগ)– The lion's share of the credit must go to our development team.

d) By the by (প্রসঙ্গক্রমে) – By the way, what is your name?

e) All in all (সর্বেসর্বা) – Sumon is all in all in our family.

CS CamScanner

6. Translate into English: 5

ক) ঢাকা কোন দেশের রাজধানী?

Ans: Dhaka is the capital of which country?

খ) বাবা গতকাল রংপুর গেছেন।

Ans: My father went to Rangpur yesterday.

গ) পাখিটি আকাশে উড়ে।

Ans: The bird flies in the sky

ঘ) বাহ! তোমার কলমটি কী সুন্দর।

Ans: How beautiful your pen is!

ঙ) তুমি কি আমার সাথে আমার গ্রামে যাবে?

Ans: Will you go to my village with me.

7. Fill in the blank: 5

a) There is a chair – the table and the desk.
b) The book is – the table.
c) He is – London now.
d) I found it – the garden.
e) He died – fever.

Ans: a) between; b) on; c) in; d) in; e) of

৪. বাংলায় অনুবাদ করুনঃ ৫

a) I wish I knew you earlier.
উত্তরঃ আমি যদি আরো আগে তোমাকে চিনতাম।

b) Whom were you talking to?
উত্তরঃ তুমি কার সাথে কথা বলতেছিলে?

c) Pen through the line.
উত্তরঃ ছত্রটি কেটে দাও

d) Sinners suffer in the long run.
উত্তরঃ পাপীরা দীর্ঘমেয়াদে ভোগেন।

e) The house is under lock and key.
উত্তরঃ বাড়িটি তালবদ্ধ

৯. $a - \frac{1}{a} = 5$ হলে, $a^3 - \frac{1}{a^3}$ এর মান কত? ৫

সমাধানঃ

$$a^3 - \frac{1}{a^3} = \left(a - \frac{1}{a}\right)^3 - 3.a\frac{1}{a}\left(a - \frac{1}{a}\right)$$
$$= 5^3 - 3.5$$
$$= 125 - 15$$
$$= 140$$

১০. একটি বাশের ০.১৫ অংশ কাদায় ও ০.৬৫ অংশ পানিতে আছে। যদি পানির উপরে বাশটির দৈর্ঘ্য ৪ মিটার হয়, তাহলে সম্পুর্ন বাশটির দৈর্ঘ্য কত? ৫

সমাধানঃ

ধরি, বাঁশটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ক হাত

প্রশ্নমতে,

ক - (০.১৫ক + ০.৬৫ক) = ৪

বা, ক - ০.৮০ক = ৪

বা, ০.২০ক = ৪

বা, ক = $\frac{৪}{০.২০}$

বা, ক = $\frac{৪ \times ১০০}{২০}$

ক = ২০

উত্তরঃ ২০ মিটার।

১১. নিচের চিত্র হতে ও এর মান বের করুনঃ ৫

১২. পুর্নরুপ লিখুনঃ ৫

IEDCR = Institute of Epidemiology Disease Control and Research
UNHCR = United Nations High Commissioner for Refugees

১৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিনঃ ১০

ক) বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়?
উত্তরঃ ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

খ) 'আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি' উক্তটি কার?
উত্তরঃ ফিদেল ক্যাস্ট্রো (কিউবা)

গ) বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কী?
উত্তরঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

ঘ) বাংলাদেশের সংবিধানে মোট কতটি সংশোধনী হয়েছে?
উত্তরঃ ১৭টি

ঙ) সিপাহী বিদ্রোহ কত সনে সংঘটিত হয়?
উত্তরঃ ১৮৫৭ সালে

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ পরীক্ষা'২০১৯

সময়ঃ ১ ঘন্টা, তারিখ ঃ ০৫.০৭.২০১৯, পূর্ণমানঃ ৪০

বাংলা - ১৫

১. সন্ধিবিচ্ছেদ করুন ঃ ০৩

ক) তদ্রুপ; খ) ষড়ানন, গ) দুর্যোগ

উত্তরঃ ক) তৎ + রূপ; খ) ষট্ + আনন; গ) দুঃ + যোগ

২. শুদ্ধ করে লিখুনঃ ০১

ক) সমীচিন; খ) দুরাবস্থা; গ) নিরবিচ্ছিন্ন

উত্তরঃ ক) সমীচীন, খ) দুরবস্থা, গ) নিরবচ্ছিন্ন

৩. এককথায় প্রকাশ করুনঃ ০৩

ক) আপনাকে যে পন্ডিত মনে করে - পন্ডিতম্মন্য।

খ) যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপুর্ন - শ্বাপদসঙ্কুল।

গ) যা মর্ম স্পর্শ করে - মর্মস্পর্শী।

৪. অর্থসহ বাক্য রচনা করুনঃ ০৩

ক) আট কপালে (হতভাগ্য) - আমার মত আট কপালে এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

খ) রাবণের চিতা (চির অশান্তি) - রহিম সাহেবের মত এই সংসারে রাবণের চিতা লেগেই থাকে।

গ) যক্ষের ধন (অতি কৃপণের ধনরাশি) - এ দুনিয়াতে যক্ষের ধন বেশি দিন টিকে থাকে না।

৫. ভাব-সম্প্রসারণ করুনঃ ০৩

'দুর্নীতি জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায়'

উত্তরঃ যেকোনো প্রকার নীতিহীন তথা নীতিবিবর্জিত কাজকে এক কথায় বলা হয় দুর্নীতি। দুর্নীতি জাতির জীবনে মহামারি অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক এক অভিশাপ। দুর্নীতির বিষাক্ত ছোবল দেশ ও জাতির উন্নতির পথে বিরাট বাধা সৃষ্টি করে। দুর্নীতি জাতির উন্নতির গতিকে মন্থর করে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। অন্যান্য জীব হতে মানুষের পার্থক্য তার মনুষ্যত্ব। আর মনুষ্যত্বই মানুষের মধ্যে বিবেকবোধ, ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা, পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ সর্বোপরি উদারতা জাগিয়ে তোলে। মনুষ্যত্বই মানুষের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত করে। যার দ্বারা মানুষ নীতিবিরুদ্ধ নানা কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজ মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে দুর্নীতিযুক্ত কাজে লিপ্ত হয়। এদের কাছে কেবল নিজ স্বার্থই বড়। এরা দেশ ও জাতির কথা কখনো ভাবে না। আমাদের দেশে আজ এ দুর্নীতির প্রবলভাবে বিস্তার ঘটেছে। দেশের সকল ক্ষেত্রই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। সরকারি, বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান অর্থ, প্রতিপত্তি ও লাভের মোহে আক্রান্ত। নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্যে ন্যায় অন্যায় আজ অনেকের চোখে সমান। দুর্নীতির কারণে দেশ আজ ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। নিজ স্বার্থে দুর্নীতিবাজ মানুষ দেশের ধ্বংস ডেকে আনতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটছে আমাদের দেশের। এ থেকে পরিত্রাণ দরকার। মনে রাখতে হবে, দুর্নীতিমুক্ত দেশই উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে। দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণের কথা ভেবে নিজ অন্যায্য স্বার্থকে সকলের বিসর্জন দেওয়া উচিত। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে সুন্দর দেশ গড়তে হলে সকলকে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। কারণ দুর্নীতি জাতির উন্নয়নের গতিরোধ করে, সৎ ও ন্যায় পথে চলাকে বাধাগ্রস্ত করে।

ইংরেজি - ১৫

1. Transformation of sentences: 03

a) We eat in order to live. (Please make it complex)
b) Karim is as good as Rahim. (Please make it comparative)
c) What do you want? (Please make it passive voice)

Ans:
a) We eat so that we can live.
b) Karim is not worse than Rahim.
c) What is wanted by you?

2. Idioms and phrases: 03

a) Crying need; b) Hard and fast; c) In lieu of

Ans:
a) Crying need – A urgent or desperate need for someone or something.
b) Hard and fast – A rule or a distinction made fixed and definite.
c) In lieu of - The company is allowing workers to receive cash in lieu of vacation time.

3. Correct the following sentences: 03

a) Lima is the most excellent girl.
b) Each of the girls have got a prize.
c) What is the time in your watch?

Ans:
a) Lima is an excellent girl.
b) Each of the girls has got prize.
c) He is better today.

4. Translate into English: 03

ক) দিল্লী একটি বড় শহর।
খ) বালকটি সৎ
গ) আমাকে একটি গল্পের বই দাও।
ঘ) মধু খেতে মিষ্টি।
ঙ) এখন বর্ষাকাল। -

উত্তরঃ
ক) Delhi is a large city.
খ) The boy is honest.
গ) Give me a story book.
ঘ) Honey tastes sweet.
ঙ) It is rainy season.

CS CamScanner

গণিত - ১০

১. একটি ভেড়া ৮% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলে, ভেড়াটির আরও ৮০০ টাকা বেশি মূল্যে বিক্রয় করলে ৮% লাভ হত। ভেড়াটির ক্রয়মূল্য নির্ণয় করুন। ২.৫

সমাধানঃ

৮% ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য = (১০০ - ৮) = ৯২ টাকা

৮% লাভে বিক্রয় মূল্য = ১০০ + ৮ = ১০৮ টাকা

দুই বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য = ১০৮ - ৯২ = ১৬ টাকা

বিক্রয় মূল্য ১৬ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য = ১০০ টাকা

" " ১ " " " " = $\frac{১০০}{১৬}$ "

" " ৮০০ " " " " = $\frac{১০০\times৮০০}{১৬}$

= ৫০০০

২. একটি চৌবাচ্চা ৮,০০০ লিটার পানি ধরে। চৌবাচ্চাটির দৈর্ঘ্য ২.৫৬ মিটার এবং প্রস্থ ১.২৫ মিটার হলে, গভীরতা কত? ২.৫

সমাধানঃ

চৌবাচ্চাটির তলার ক্ষেত্রফল = (২.৫৬×১.২৫) মিটার

= ৩.২ বর্গমিটার

= ৩২০০০ বর্গসেমি

চৌবাচ্চায় পানি ধরে = ৮০০০ লিটার [১ লি = ১০০০ ঘন সেমি]

= (৮০০০×১০০০) ঘন সেমি

∴ চৌবাচ্চাটির আয়তন = ৮০০০০০০ ঘন সেমি

∴ চৌবাচ্চাটির গভীরতা = আয়তন/ক্ষেত্রফল

= ৮০০০০০০/৩২০০০

= ২৫০ সেমি

= ২.৫ মিটার

৩. সরল করুনঃ ২.৫

যদি $a^4 + a^2b^2 + b^4 = 3$ এবং $a^2 + ab + b^2 = 3$ হয়, তবে $a^2 + b^2$ এর মান কত?

৪. প্রমান করুনঃ ২.৫

$(a + b)^4 - (a - b)^4 = 8ab(a^2 + b^2)$

সমাধানঃ

R.H.S = $8ab(a^2 + b^2)$

= $4ab\times2(a^2 + b^2)$

= $\{(a + b)^2 - (a - b)^2\}\{(a + b)^2 + (a - b)^2\}$

= $\{(a + b)^2\}^2 - \{(a - b)^2\}^2$

= $(a + b)^4 - (a - b)^4$

= L.H.S

∴ R.H.S = L.H.S (Proved)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে নিয়োগ পরীক্ষা'২০১৯

সময়ঃ ১.৩০ ঘন্টা, তারিখ ঃ ০৫.০৭.২০১৯ পূর্ণমানঃ ৯০

বাংলা - ২০

১. সন্ধিবিচ্ছেদ করুন ঃ ০৫

ক) ক্ষুৎপিপাসা; খ) উদ্ধার; গ) শয়ন; ঘ) সুবন্ত; ঙ) বনৌষধি

উত্তরঃ

ক) ক্ষুৎ + পিপাসা

খ) উৎ + হার

গ) শে + অন

ঘ) সুপ + অন্ত

ঙ) বন + ওষধি

২. বানান শুদ্ধ করে লিখুনঃ ০৫

ক) নিলীমা; খ) তারুন্ন; গ) মৃতবৎসা; ঘ) অনুন্য; ঙ) নিরোপায়

উত্তরঃ

ক) নীলিমা

খ) তারুণ্য

গ) মৃতবৎসা

ঘ) অন্যূন

ঙ) নিরুপায়

৩. বাক্য সংকোচন করুনঃ ০৫

ক) যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়

খ) যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানেনা

গ) যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে

ঘ) যা বলা হয়নি।

ঙ) যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে।

উত্তরঃ

ক) সর্বংসহা

খ) অজ্ঞাতকুলশীল

গ) অবিমৃষ্যকারী

ঘ) অনুক্ত

ঙ) কাকবন্ধ্যা

৪. বিশ্লেষণ করুনঃ ০৫

দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণের বিকল্প নেই।

ইংরেজি - ২০

1. Fill in the blanks with correct forms of verbs: 05

a) Neither of the two pens (write) well.

b) Gymnastics (to be verb) my favourite sports.

c) Having gone to market, I (buy) a pen.

d) It is the proper time we (start) the word.

e) I prefer riding (to swim).

Ans:

a) writes; b) is; c) have bought; d) started; e) to swimming

2. Translate into English: 05

ক) এখন বৃষ্টি হচ্ছে।

খ) পানির অপর নাম জীবন।

গ) আমি কলকাতা যাওয়ার পূর্বে বাড়ী গিয়েছিলাম।

ঘ) শিশুটি কাদতে কাদতে ঘুমিয়ে গেল।

ঙ) সে রুম থেকে যায় না কেন?

উত্তরঃ

ক) It is raining now.

খ) The another name of water is life.

গ) I had gone home before I went Kolkata.

ঘ) The child went to sleep crying.

ঙ) Why doesn't he leave the room?

3. Fill in the blank: 05

a) The boy takes – his father.

b) I do not regret – the past.

c) He insisted – my going there.

d) All his efforts ended – smoke.

e) He is dull – hearing.

Ans:

a) after; b) to; c) on; d) in; e) of

4. Write a paragraph on 'Digital Banlgadesh' 05

Ans: Digital Bangladesh is at present a buzzword to the people of all classes. It means digitalizing Bangladesh by ensuring and ICT based society where information will be available on line and where all possible tasks of the government or semi-government will be performed using digital technology. The motto of digital Bangladesh is to establish technology based digital governance, e-commerce, e-agriculture, e-production, e-education, etc. emphasizing the overall development of the country and nation. For implementing this dream of digital Bangladesh, government has to take certain initiatives. First of all, uninterrupted power supply has to be ensured. We have to develop computer network infrastructures throughout the country. We also have to train our people to acquire ICT skill and ensure equitable access to digital governance services for all strata of the society. Digital governance will curb crime and corruption and pave the way for our country's rapid development. So, to see our country a digital one, government's commitment and people's co-operation are urgently required. Finally, our education should be computer bases and primary and secondary schools students should get easy access to the computer.

গণিত - ২০

১. কোনো শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ৮০ লক্ষ। ঐ শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে ৩০ হলে ৩ বছর পর ঐ ৫

২. একটি ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার ও প্রস্থ ৩.৫ মিটার। ঘরটির উচ্চতা ৩ মিটার এবং এর দেয়ালগুলো ১৫ সেমি পুরু হলে চার দেওয়ালের আয়তন কত? ৫

উত্তরঃ

দেয়ালের পুরুত্ব = ১৫ সেমি = ০.১৫ মিটার

দৈর্ঘ্যের দিকে দুইটি দেয়ালের আয়তন

= (৪ + ২×০.১৫)×৩×০.১৫×২ ঘনমিটার

= ৪.৩×৩×০.১৫×২

= ৩.৮৭ ঘনমিটার

প্রস্থের দিকে দুইটি দেয়ালের আয়তন

= ৩.৫×৩×০.১৫×২ ঘনমিটার

= ৩.১৫ ঘনমিটার

∴ দেয়ালগুলোর মোট আয়তন = ৩.৮৭ + ৩.১৫

= ৭.০২ ঘনমিটার

৩. উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুনঃ ৫

i) $x^2 + y^2 - 2xy - 1$

উত্তরঃ

$x^2 + y^2 - 2xy - 1$

$= (x - y)^2 - (1)^2$

$= (x - y + 1)(x - y - 1)$

ii) $27x^4 + 8xy^3$

উত্তরঃ

$27x^4 + 8xy^3$

$= x(27x^3 + 8y^3)$

$= x\{(3x)^3 + (2y)^3\}$

$= x\{(3x + 2y)(9x^2 - 6xy + 4y^2)\}$

৪. যদি $x - y = 8$ এবং $xy - 5$ হয়, তবে $x^3 - y^3 + 8(x + y)^2$ এর মান কত? ৫

উত্তরঃ

$x^3 - y^3 + 8(x + y)^2$

$= (x - y)^3 + 3xy(x + y) + 8\{(x - y)^2 + 4xy\}$

$= 8^3 + 3.5.8 + 8(8^2 + 4.5)$

$= 512 + 120 + 8(64 + 20)$

$= 632 + 672$

$= 1304$

কম্পিউটার বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান - ৩০

১. পূর্নরুপ লিখুনঃ 5

i) PDF, ii) EMS, iii) OMR, iv) VoIP, v) RAM

Ans: PDF – Portable Document Format.
EMS – Express Mail Service.
OMR – Optical Mark Recognition.
VoIP – Voice Over Internet Protocol.
RA – Random Access Memory

২. ই-মেইল কি? ই-মেইল কি কাজে ব্যবহার করা হয়? ৩

উত্তরঃ ই-মেইল এর কাজ হল দ্রুততম সময়ে এবং কমখরচে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

৩. ভাইরাস কি? দুইটি ইনপুট ও দুটি আউটপুট ডিভাইসের নাম লিখুন। ৫

উত্তরঃ কম্পিউটার ভাইরাস হল এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা ব্যবহারকারীর অনুমতি বা ধারনা ছাড়াই নিজে নিজেই কপি হতে পারে। দুটি ইনপুট ডিভাইসের নাম কি-বোর্ড, মাউস এবং দুটি আউটপুট ডিভাইসের নাম মনিটর ও প্রিন্টার।

৪. মনিটরের কাজ কি? ২

৫. ৩টি জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিনের নাম লিখুন। ৩

উত্তরঃ গুগল, ইয়াহু এবং বিং।

৬. ৩টি জনপ্রিয় সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট এর নাম লিখুন। ৩

উত্তরঃ ফেইসবুক, টুইটার এবং ইউটিউব।

৭. মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে Header, Watermark, Bold spelling & Grammer, Format Painter কোন Tool bar হতে পাওয়া যাবে?

উত্তরঃ Menu bar হতে

৮. PDA কোন ধরনের কম্পিউটার? ১

উত্তরঃ পার্সোনাল ডেটা অ্যাসিসটেন্ট কম্পিউটার।

৯. ১ ন্যানো সেকেন্ড হল এক সেকেন্ডের কত ভাগ? ১

উত্তরঃ এক সেকেন্ডের একশত কোটি ভাগের এক ভাগ।

১০. মাইক্রোপ্রসেসরের কাজ কী? ১

উত্তরঃ কম্পিউটারের স্মৃতিতে সঞ্চিত প্রোগ্রাম নির্বাহ করা এবং গাণিতিক যুক্তির কাজ করা।

১১. ইন্টেল কোন দেশের কোম্পানী? ১

উত্তরঃ আমেরিকান কোম্পানী।

সমাজসেবা অধিদপ্তর

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক'২০১৮

সময়ঃ ১ ঘন্টা পরীক্ষার তারিখ ঃ ১৪.০৯.১৮ পূর্ণমান ঃ ৭০

০১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন কোনটি?
(ক) মহাভারত (খ) রামায়ণ
(গ) বঙ্গনামা ● চর্যাপদ

০২. বচন ও লিঙ্গ ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
(ক) ভাষাতত্ত্ব ● রুপতত্ত্ব
(গ) ধ্বনিতত্ত্ব (ঘ) বাক্যতত্ত্ব

০৩. Pen through the line এর সঠিক অনুবাদ।
(ক) লাইনের উপর কলম ছোড়
(খ) লাইন বরাবর কলম চালাও
● লাইনটি কেটে দাও
(ঘ) লাইনটি মুছে ফেল

০৪. 'এ দেহে প্রান নেই' চিহ্নিত কোন কারকে কোন বিভক্তি?
● অধিকরনে ৭মী (খ) করণে ৭মী
(গ) কর্তায় ৭মী (ঘ) কর্মে মী

০৫. 'শ্রবন' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) শ্রী+অন (খ) শ্রবণ + আ
(গ) শ্রী + অনট (ঘ) শ্রব + অন
[নোটঃ সঠিক উত্তর হবে শ্রী + অন]

০৬. 'উড়নচণ্ডী' বাগধারাটির অর্থ কী?
(ক) উশৃঙ্খল ● অমিতব্যয়ী
(গ) নির্বোধ (ঘ) ভবঘুরে

০৭. 'নিশিত' শব্দের অর্থ কী?
(ক) গভীর রাত (খ) কর্ণা
(গ) শিকারী ● ধারাল

০৮. উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?
(ক) মনমাঝি ● ঘনশ্যাম
(গ) মুখচন্দ্র (ঘ) ক্রোধানল

০৯. 'যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই' এ কথায় কী বলে?
(ক) অনূঢ়া (খ) কুমারী
(গ) নবোঢ়া ● অবীরা

১০. 'হরতাল' কোন ভাষার শব্দ?
(ক) পাঞ্জাবী (খ) তুর্কি
(গ) জাপানী ● গুজরাটি

১১. কোনটির লিঙ্গান্তর হয় না?
(ক) বেয়াই (খ) সাহেব
● কবিরাজ (ঘ) গুরুশ

১২. কোন বানানটি অশুদ্ধ?
(ক) সূর্য (খ) সুবর্ণ
(গ) অনুষঙ্গ ● ফটোষ্ট্যাট

১৩. কোনটি বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ?
● গরিয়সী (খ) মানবী
(গ) মেধাবিনী (ঘ) কোনটিই নয়

১৪. 'বাবাকে বড় ভয় পাই' চিহ্নিত শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) কর্মে ২য়া (খ) কর্মে ৪র্থী
● অপাদানে ২য়া (ঘ) অপদানে ৫মী

১৫. কোনটি বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব?
(ক) ঝিকিমিকি ● মারামরি
(গ) ছটফট (ঘ) চালচলন

১৬. কোন পুরুষের অনুজ্ঞা পদ হয় না?
● উত্তম পুরুষ (খ) মধ্যম পুরুষ
(গ) নাম পুরুষ (ঘ) প্রথম পুরুষ

১৭. 'জন্ম' এর বিশেষণ রুপ কোনটি?
(ক) জনম ● জাত
(গ) সৃষ্টি (ঘ) জান্ম

১৮. 'আয়না আবুল মনসুর আহমেদের কোন ধরনের রচনা?
(ক) প্রবন্ধ (খ) কাব্যগ্রন্থ
● রম্যরচনা (ঘ) নাটক

১৯. 'সময়ের অনেক গভীরে ডুব দিয়ে/আমি আমার স্বদেশকে দেখেছি' কবিতাংশটি কার রচনা?
(ক) শামসুর রাহমান ● সৈয়দ আলী আহসান
(গ) সুভাষ মুখোপাধ্যায় (ঘ) সিকান্দার আবু জাফর

২০. Lexicography এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ কী?
(ক) ভাষাতত্ত্ব (খ) বাক্যতত্ত্ব
● অভিধানতত্ত্ব (ঘ) ধ্বনিতত্ত্ব

২১. The synonym of the word 'endure' is
● tolerate (খ) bear
(গ) close (ঘ) last

২২. The synonym of the word 'fecund' is
● fertile (খ) fake
(গ) strong (ঘ) fact

২৩. The antonym of the word 'grit' is
(ক) dust (খ) sand
(গ) pebbles ● timidity

২৪. The antonym of the word 'hurt' is
(ক) sad (খ) stricken
● cured (ঘ) mauled

২৫. The social environment in which people work or live is called
(ক) workplace (খ) work setting
(গ) contenxt ● milieu

২৬. One millionth of a second is called
(ক) nano-second ● micro-second
(গ) mini-second (ঘ) mili-second

২৭. Will you come - me to the store?
● with (খ) along
(গ) to (ঘ) by

২৮. If we had a boad, we – the river.
(ক) will cross ● would cross
(গ) shall (ঘ) will be crossing

২৯. Adjective of the word 'circle' is
(ক) encircle (খ) circle like
● circular (ঘ) circuler

৩০. My friend is – Arfican origin:
(ক) to ● of
(গ) from (ঘ) an

৩১. A – in time saves nine.
(ক) stick (খ) strict
(গ) stich ● stitch

৩২. Which is the correct spelling?
(ক) neumonia (খ) pnumonia
● pneumonia (ঘ) pneiumonia

৩৩. A noun referring to changes that our five senses cann't detect is called
(ক) proper noun (খ) common noun
(গ) material noun ● abstract noun

৩৪. The flower – sweet.
(ক) tastes ● smells
(গ) looks (ঘ) is seen

৩৫. The past form of the word 'tear' is
(ক) teared (খ) torn
● tore (ঘ) tears

৩৬. The noun form of the word 'do' is
(ক) did (খ) does
● deed (ঘ) daged

৩৭. The 60th Anniversary of an important event is called
● diamond jubilee (খ) golden jubilee
(গ) platinum jubilee (ঘ) silver jubilee

৩৮. Which word is opposite of 'Docile' is
● unruly (খ) complex
(গ) optimistic (ঘ) shrink

৩৯. My desk is a - ; I should clean it.
(ক) messy (খ) slob
● mess (ঘ) sloppy

৪০. I am tired, I – (go) to bed now.
(ক) going (খ) will go
● am going (ঘ) go

৪১. ১, ৩, ৯, ২৭, ৮১, ... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যাটি কত?
(ক) ১৬৯ (খ) ২১৬
(গ) ২৮৯ ● ২৪৩

৪২. সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ সংলগ্ন কো দুটির প্রতিটি
(ক) সরলকোণ ● সূক্ষ্মকোণ
(গ) পূরককোণ (ঘ) স্থূলকোণ

৪৩. কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে বড়?
(ক) ০.২ (খ) $\sqrt{০.০৯}$
● $\sqrt{০.১}$ (ঘ) ০.২৮

৪৪. দুটি সংখ্যার গুণফল ১৩৭৬। এদের ল.সা.গু ৮৬ হলে গ.সা.গু কত?
● ১৬ (খ) ১৮
(গ) ২২ (ঘ) ২৪

ব্যাখ্যাঃ
সংখ্যা দুটির গুণফল = ল.সা.গু × গ.সা.গু
বা, গ.সা.গু = $\frac{১৩৭৬}{৮৬}$ = ১৬

৪৫. একটি সংখ্যার ৪০% এর সাথে ৪৫ যোগ করলে ঐ সংখ্যাটিই হলে সংখ্যাটি কত?
(ক) ৮৫ (খ) ৮০
● ৭৫ (ঘ) ৭০

ব্যাখ্যাঃ ধরি, সংখ্যাটি ক
শর্তমতে,
ক এর ৪০% + ৪৫ = ক
বা, ০.৪ক + ৪৫ = ক
বা, ক - ০.৪ক = ৪৫
বা, ০.৬ক = ৪৫ ∴ ক = $\frac{৪৫}{০.৬}$ = ৭৫

৪৬. ১ হতে ১০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি?
● ২৫ (খ) ২০
(গ) ২১ (ঘ) ২৪

মৌলিক সংখ্যা বের করার জন্য এরাটোস্থেনিসের ছাকনি চুক্ত করতে হবে-

১	২	৩	৫	৭	১১	১৩	১৭	১৯	২০
২১		২৩		২৯	৩১		৩		৪০
৪১	৪১	৪৩		৫৩	৫৭	৫৯			৬০
৬১		৬১'		৬৭	৭১		৭	৭৯	৮০
৮১	৮৩			৮৯			৯		১০০

১ হতে ২০ পর্যন্ত = ৮টি
২১ " ৪০ " = ৪ "
৪১ " ৬০ " = ৫ "
৬১ " ৮০ " = ৫ "
৮১ " ১০০ " = ৩ "
মোট = ২৫টি

৪৭. কোনটি মূলদ সংখ্যা?
(ক) $\sqrt{১৩}$ (খ) $\sqrt{১১}$
● $\sqrt{২৫}$ (ঘ) $\sqrt{৩}$

৪৮. চিনির দাম ২০% কমল, কিন্তু চিনির ব্যবহার ২০% বৃদ্ধি পেল। এতে চিনি বাবদ ব্যয় শতকরা কত বাড়ল বা কমল?
(ক) ১% বাড়ল ● ৪% কমল
(গ) ৩% বাড়ল (ঘ) ২% কমল

ব্যাখ্যাঃ ২০% কমে চিনির মূল্য = ১০০ - ২০ = ৮০ টাকা
চিনির ব্যবহার ২০% বাড়ায়,
১০০ টাকার স্থলে চিনি ব্যবহার করা হয় = ১২০ টাকার
১ " " " " " " = $\frac{১২০}{১০০}$ "
৮০ " " " " " " = $\frac{১২০×৮০}{১০০}$
= ৯৬ টাকা
∴ চিনি বাবদ ব্যয় কমলো = ১০০ - ৯৬ = ৪ টাকা
অর্থাৎ ৪% কমলো।

৪৯. ২ঃ৩ এর ব্যস্তানুপাত
● ৩ঃ২ (খ) ৪ঃ৯
(গ) ৪ঃ৬ (ঘ) ১৬ঃ৮১

ব্যাখ্যাঃ ২ ঃ ৩ এর ব্যস্তানুপাত হল ৩ ঃ ২

৫০. If $a^3 - b^3 = 513$, and, $a - b = 3$, what is the value of ab?
(ক) 45 (খ) 54
● 54 (ঘ) 55

ব্যাখ্যাঃ
$a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$
বা, $513 = 3^3 + 3ab(3)$
বা, $513 = 27 + 9ab$
বা, $9ab = 513 - 27$
বা, $ab = \frac{486}{9}$ ∴ $ab = 54$

৫১. If $x^2 + y^2 = 8$, and $xy = 7$, find the value of $(x + y)^2$?
(ক) 14 ● 22
(গ) 25 (ঘ) 30

ব্যাখ্যাঃ
$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
$= (x^2 + y^2) + 2xy$
$= 8 + 2.7$
$= 8 + 14$
$= 22$

৫২. ১ থেকে ৪৯ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা গুলোর গড় কত?
(ক) ২৩ (খ) ২৪.৫
● ২৫ (ঘ) ২৪.৭৫

ব্যাখ্যাঃ
গড় = $\frac{\text{শেষপদ + প্রথমপদ}}{২}$ = $\frac{৪৯ + ১}{২}$ = $\frac{৫০}{২}$ = ২৫

৫৩. $\frac{x}{3} - \frac{x}{2} + 1 = 0$ হলে এর সমাধান কত?
● ৬ (খ) -৬
(গ) ০ (ঘ) ১

$\frac{x}{3} - \frac{x}{2} + 1 = 0$
or, $\frac{x}{3} - \frac{x}{2} = -1$
or, $\frac{2x - 3x}{6} = -1$ or, $-x = -6$ $\therefore x = 6$

৫৪. ১০০ টাকায় ১৫টি কমলা কিনে ১০০ টাকায় ১২টি বিক্রয় করলে শতকরা লাভ/ক্ষতি কত হবে?
(ক) ২০% লাভ (খ) ২৫% ক্ষতি
● ২৫% লাভ (ঘ) ২০% ক্ষতি

ব্যাখ্যাঃ ১৫টি কমলার ক্রয়মূল্য = ১০০ টাকা
১ " " " = $\frac{১০০}{১৫}$ = $\frac{২০}{৩}$
আবার
১২টি কমলার বিক্রয়মূল্য = ১০০ টাকা
১ " " " = $\frac{১০০}{১২}$ = $\frac{২৫}{৩}$
∴ লাভ হয় = $\frac{২৫}{৩}$ - $\frac{২০}{৩}$ = $\frac{৫}{৩}$ টাকা
$\frac{২০}{৩}$ টাকায় লাভ হয় = $\frac{৫}{৩}$ টাকা
১ " " " = $\frac{৫×৩}{৩×২০}$ "
১০০ " " " = $\frac{৫×৩×১০০}{৩×২০}$ = ২৫ টাকা

৫৫. $Log_3 81$ = কত?
(ক) 6 (খ) 3
(গ) 5 ● 4

ব্যাখ্যাঃ
Log_3^{81}
$= log_3^{(3)^4}$
$= 4log_3^3$
$= 4 × 1$ [∵ $log_3^3 = 1$]
$= 4$

৫৬. বিমসটেকভুক্ত দেশের সংখ্যা কয়টি?
(ক) ৫টি (খ) ৬টি
● ৭টি (ঘ) ৮টি

ব্যাখ্যাঃ BIMSTEC এর পূর্ণরূপ হল Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Co-operation. এর সদর দপ্তর বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭টি। যথাঃ বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল ও ভুটান।

৫৭. COMCOSA কী?
(ক) রাশিয়া-তুরস্ক চুক্তি (খ) সামরিক জোট
● ভারত-যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি (ঘ) বাণিজ্য জোট

৫৮. বিশ্বের রাজধানী কোন শহরে?
● নিউইয়র্ক (খ) রোম
(গ) লন্ডন (ঘ) টোকিও

৫৯. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম তারিখ কোনটি?
(ক) ১২ই মার্চ ● ১৭ই মার্চ
(গ) ২২ শে মার্চ (ঘ) ২৬ শে মার্চ

ব্যাখ্যাঃ জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় সম্ভ্রান্ত মুসলিম শেখ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

৬০. শব্দের তীক্ষ্ণতা মাপার একক কোনটি?
(ক) ক্যালরি (খ) জুল
(গ) এম্পিয়ার ● ডেসিবল

৬১. মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টর কেবল নৌ কমান্ডো দ্বারা গঠিত?
(ক) ১ নম্বর (খ) ৯ নম্বর
(গ) ১১ নম্বর ● ১০ নম্বর

৬২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নাম কী?
(ক) জনাব ফারুক খান (খ) জনাব রাশেদ খান মেনন
(গ) জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ (ঘ) জনাব মোঃ নাসিম

CS CamScanner

৬৩. MENA কোন দেশের সংবাদ সংস্থা?
(ক) সিরিয়া (খ) ইরান
(গ) লিবিয়া ● মিশর

৬৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী কে?
(ক) ডিক চেনি (খ) মাইক পম্পেও
● জে. মেটিস (ঘ) জে. হাষ্ট

৬৫. বিশ্ব সমাজকর্ম দিবস কবে পালিত হয়?
(ক) মার্চ মাসের ১ম মঙ্গলবার ● মার্চ মাসের ৩য় মঙ্গলবার
(গ) মার্চ মাসের ২য় মঙ্গলবার (ঘ) মার্চ মাসের ৪র্থ মঙ্গলবার

৬৬. বর্তমানে বিশ্বে সবচাইতে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির দেশ কোনটি?
(ক) বলিভিয়া ● ভেনেজুয়েলা
(গ) ব্রাজিল (ঘ) রাশিয়া

৬৭. কম্পিউটারের পরিচালনা সফটওয়্যার কোনটি?
● MS Widows (খ) MS Project
(গ) JAVA (ঘ) HTML

৬৮. কম্পিউটারের প্রধান প্রসেসিং ইউনিট কোনটি?
● CPU (খ) RAM
(গ) ROM (ঘ) Software

৬৯. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের নিয়মকে কী বলে?
(ক) নেটওয়ার্ক রুল (খ) ভিপিএন
(গ) ল্যান ● প্রটোকল

৭০. কম্পিউটারে ফাইল সেভ করার শর্টকাট কমান্ড কোনটি?
(ক) Alt + O ● Ctrl + S
(গ) Ctrl + O (ঘ) Ctrl + X

সমাজসেবা অধিদপ্তর

ফিল্ড সুপারভাইজার পদে নিয়োগ পরীক্ষা'২০১৮

সময়: ১ ঘণ্টা পরীক্ষার তারিখ : ১৪.০৯.১৮ পূর্ণমান : ৭০

০১. বাংলা ভাষার অভিধান প্রথম কে রচনা করেন?
(ক) উইলিয়াম কেরী ● ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
(গ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ঘ) ফাদার ম্যানয়েল

০২. 'বচন ও লিঙ্গ' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
(ক) ভাষাতত্ত্বে (খ) ধ্বনিতত্ত্বে
● রূপতত্ত্বে (ঘ) বাক্যতত্ত্বে

০৩. Lexicography এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ কী?
(ক) ভাষাতত্ত্ব ● অভিধানতত্ত্ব
(গ) ধ্বনিতত্ত্ব (ঘ) বাক্যতত্ত্ব

০৪. 'ষড়ঋতু' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কী?
(ক) ষড় + ঋতু (খ) ছয় + ঋতু
● ষট্‌ + ঋতু (ঘ) ষড্‌ + ঋতু

০৫. 'চক্ষুদান করা' বাগধারাটির অর্থ কী?
(ক) সেবা করা (খ) অপরাধ করা
● চুরি করা (ঘ) নষ্ট করা

০৬. 'ভবিষ্য না ভেবে কাজ করে যে' তাকে এক কথায় কি বলে
(ক) অবিসংবাদী (খ) নির্বাচনা
(গ) অপরিণামদর্শী ● অবিমৃশ্যকারী

০৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) অত্যাধিক (খ) আদ্যাক্ষর
● আবিষ্কার ● অদ্যাপি

০৮. 'পদ্মের' সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) মনসিজ (খ) অঞ্জন
● অরবিন্দ (ঘ) জলধর

০৯. কোনটি তৎসম শব্দ?
(ক) বাজনা (খ) দোকানদার
(গ) মানব ● ব্যাঙাচি

১০. কোনটির লিঙ্গান্তর হয় না?
(ক) বেয়াই (খ) সাহেব
● কবিরাজ (ঘ) রজক

১১. 'দর্শনমাত্র' কোন ধরনের সমাসের উদাহরণ?
(ক) প্রাদি সমাস ● নিত্য সমাস
(গ) দ্বিগু সমাস (ঘ) অব্যয়ীভাব সমাস

১২. Idiolect শব্দের অর্থ কী?
(ক) কথ্য ভাষা (খ) ব্যক্তিভাষা
(গ) প্রমিত ভাষা ● উপভাষা

১৩. বিশ্বকবি তার কোন কবিতাটি উৎসর্গ করেছিলেন বিদ্রোহী কবিকে?
● বসন্ত (খ) ঘরে বাইরে
(গ) সাজা (ঘ) ডাকঘর

১৪. 'জিজ্ঞাসিব জনে জনে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) অধিকরণে ৭মী ● কর্মে ৭মী
(গ) করণে ৭মী (ঘ) অপাদানে ৭মী

১৫. 'অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে/একদিন সে পাহাড় টলবেই' কবিতাংশটি কার রচনা?
● সিকান্দার আবু জাফর (খ) শামসুর রাহমান
(গ) সুভাষ মুখোপাধ্যায় (ঘ) ফররুখ আহমদ

১৬. 'কোথায় থাকা হয়?' বাক্যটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) কর্তৃবাচ্য (খ) কর্মবাচ্য
● ভাববাচ্য (ঘ) কর্তৃ-কর্মবাচ্য

১৭. 'অভি' কোন ভাষার উপসর্গ?
(ক) বাংলা ● তৎসম
(গ) আরবি (ঘ) ফারসি

১৮. 'কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্রের কোন ধরনের রচনা?
● রম্যরচনা (খ) কাব্যগ্রন্থ
(গ) প্রবন্ধ রচনা (ঘ) ঐতিহাসিক উপন্যাস

১৯. 'কুসুম' শব্দের সঙ্গে বহুবচনের কোন রূপটি মানান সই?
● নিচয় (খ) মালা
● দাম (ঘ) রাজি

২০. 'যত্ন করিলে রত্ন মিলিবে' এখানে 'করিলে' কোন ক্রিয়ার উদাহরণ?
(ক) অনুজ্ঞা (খ) দ্বিকর্মক
(গ) সমাপিকা ● অসমাপিকা

২১. Synonym of the word 'Compatriot' is
(ক) champion ● country man
(গ) fellow-man (ঘ) colleague

২২. Synonym of the word 'exhibit' is
(ক) out (খ) example
● display (ঘ) reference

২৩. Antonym of the word 'endure' is
(ক) bear ● close
(গ) last (ঘ) fade

২৪. Antonym of the word 'fecund' is
● sterile (খ) prolific
(গ) distress (ঘ) rich

২৫. 'Bird's eye view' menas
● a rough idea (খ) eyes of birds
(গ) eyes of a flock of birds (ঘ) a view of the sky

২৬. If we had a boat, we – the river.
(ক) will cross ● would cross
(গ) shall (ঘ) will be crossing

২৭. 'Paradise lost' was written by
(ক) George Orwel (খ) Stevension
(গ) Jonathan Swift ● John Milton

২৮. The social environment in which people work or live is called
(ক) workplace (খ) work setting
(গ) context ● milieu

২৯. One million of a second is called
(ক) nano-second ● micro-second
(গ) mini-second (ঘ) mili-second

৩০. Which is correctly spelt?
● queue (খ) queu
(গ) quew (ঘ) quee

৩১. They arrived here after you (left).
(ক) left (খ) leave
● had left (ঘ) will leave

৩২. Drawing or writing on a wall, etc. in public place is called
● graffiti (খ) painting
(গ) wall writing (ঘ) chika mara

৩৩. Adjective of the word 'circle' is
(ক) encircle (খ) circle like
● circular (ঘ) circuler

৩৪. His – please us all
(ক) slow coach (খ) silver spoon
(গ) weal and woe ● maiden speech

৩৫. Which word is opposite of 'Docile'?
(ক) Complex ● unruly
(গ) optimistic (ঘ) shrink

৩৬. My desk is a -, I should clean it.
(ক) messy ● mess
(গ) slob (ঘ) sloppy

৩৭. Which one of the following is nin singular form?
(ক) gentry (খ) aristocracy
● physics (ঘ) vermin

৩৮. 'A hard nut to crack' means
(ক) to finish nothing (খ) to come to
● a difficult problem (ঘ) tit for tat

৩৯. Choose the correct spelling.
(ক) asassination ● assassination
(গ) assasination (ঘ) asasination

৪০. 'I am tired, I – (go) to bed now.
● am going (খ) will go
(গ) going (ঘ) go

CS CamScanner

৪১. ১, ২৭, ১২৫, --- ধারাটির পরবর্তী সংখ্যাটি কত?
ⓐ ১৬৯ ● ৩৪৩
ⓖ ২৮৯ ⓓ ২১৬

৪২. প্রত্যেকটি অঙ্ক কেবল একবার নিয়ে ৮, ৯, ৭, ৬, ৩, ২ অঙ্কগুলো দ্বারা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা গঠন করা যায়?
ⓐ ৭৮ ⓑ ১৭০
ⓖ ১৯৪ ● ১২০
সমাধানঃ ৮, ৯, ৭, ৬, ৩, ২ অর্থাৎ মোট অংক সংখ্যা = ৬টি
তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা তৈরী করা যাবে = $^6p_3$ = ১২০টি

৪৩. কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে বড়?
ⓐ ০.২ ⓑ √০.০৯
● √০.১ ⓓ ০.২৮

৪৪. ৫,৯,১৩,১৭ ... ধারাটিতে ১৬৬ কত তম পদ?
ⓐ ৪২ ● ৪১ ⓖ ৪০ ⓓ ৩৯

৪৫. একটি সংখ্যার ৪০% এর সাথে ৪৫ যোগ করলে ঐ সংখ্যাটিই হলে সংখ্যাটি কত?
ⓐ ৮৫ ⓑ ৮০ ● ৭৫ ⓓ ৭০
সমাধানঃ ধরি, সংখ্যাটি ক
শর্তমতে,
ক এর ৪০% + ৪৫ = ক
বা, ০.৪ক + ৪৫ = ক
বা, ক - ০.৪ক = ৪৫
বা, ০.৬ক = ৪৫ ∴ ক = $\frac{৪৫}{০.৬}$ = ৭৫

৪৬. ১ হতে ১০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি?
● ২৫ ⓑ ২০
ⓖ ২১ ⓓ ২৪
মৌলিক সংখ্যা বের করার জন্য এরাটোস্থেনিসের ছাকনি মুখস্ত করতে হবে-

১	২	৩	৫	৭	১১	১৩	১৭	১৯	২০
২১		২৩		২৯	৩১		৩		৪০
৪১	৪১	৪৩		৫৩	৫৭	৫৯			৬০
৬১		৬১		৬৭	৭১		৭	৭৯	৮০
৮১	৮৩			৮৯			৯		১০০

১ হতে ২০ পর্যন্ত = ৮টি
২১ " ৪০ " = ৪ "
৪১ " ৬০ " = ৫ "
৬১ " ৮০ " = ৫ "
৮১ " ১০০ " = ৩ "
মোট = ২৫টি

৪৭. কোনটি মুলদ সংখ্যা
● √১৪৪ ⓑ √১১
ⓖ √৩ ⓓ √২

৪৮. চিনির দাম ২০% কমল, কিন্তু চিনির ব্যবহার ২০% বৃদ্ধি পেল। এতে চিনি বাবদ ব্যয় শতকরা কত বাড়ল বা কমল?
ⓐ ১% বাড়ল ⓑ ২% কমল
ⓖ ৩% বাড়ল ● ৪% কমল
সমাধানঃ ২০% কমে চিনির মুল্য = ১০০ - ২০ = ৮০ টাকা
চিনির ব্যবহার ২০% বাড়ায়,
১০০ টাকার স্থলে চিনি ব্যবহার করা হয় = ১২০ টাকার
১ " " " " " " = $\frac{১২০}{১০০}$ "
৮০ " " " " " " = $\frac{১২০×৮০}{১০০}$
= ৯৬ টাকা
∴ চিনি বাবদ ব্যয় কমলো = ১০০ - ৯৬ = ৪ টাকা
অর্থাৎ ৪% কমলো।

৪৯. ২ঃ৩ এর ব্যস্তানুপাতঃ
● ৩ঃ২ ⓑ ৪ঃ৯
ⓖ ৪ঃ৬ ⓓ ১৬ঃ৮১
সমাধানঃ ২ ঃ ৩ এর ব্যস্তানুপাত হল ৩ ঃ ২

৫০. If $a^2 - b^2 = 513$, and, $a - b = 3$, what is the value of ab?
ⓐ 45 ⓑ 54
● 54 ⓓ 55
সমাধানঃ
$a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab\,(a - b)$
বা, $513 = 3^3 + 3ab\,(3)$
বা, $513 = 27 + 9ab$
বা, $9ab = 513 - 27$
বা, $ab = \frac{486}{9}$
$\therefore ab = 54$

৫১. If $x^2 + \frac{1}{x^2} = 8$, and xy = 7, find the value of $(x+y)^2$
ⓐ 9 ● 22
ⓖ 3 ⓓ 14

৫২. $a + \frac{1}{a} = 2$ হলে $a^3 + \frac{1}{a^3}$ এর মান কত?
ⓐ 9 ● 2
ⓖ 14 ⓓ 3
সমাধানঃ
$a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3.\,a\frac{1}{a}\left(a + \frac{1}{a}\right)$
$= 2^3 - 3.2$
$= 8 - 6$
$= 2$

৫৩. $\frac{x}{3} - \frac{x}{2} - 1 = 0$ হলে এর সমাধান কত?
ⓐ 6 ● -6
ⓖ 0 ⓓ 1
সমাধানঃ $\frac{x}{3} - \frac{x}{2} - 1 = 0$
or, $\frac{x}{3} - \frac{x}{2} = 1$
or, $\frac{2x - 3x}{6} = 1$
or, $-x = 6$ ∴ $x = -6$

৫৪. ২% হারে মুনাফায় ১০০ টাকার ৩ বছরের মুনাফা অপেক্ষা ৩% হার মুনাফায় ঐ টাকার তিন বছরের মুনাফা কত বেশি হবে?
ⓐ ১ টাকা ⓑ ২ টাকা
● ৩ টাকা ⓓ ৪ টাকা
সমাধানঃ ১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ২ টাকা
১০০ " ৩ " " ২×৩ = ৬ টাকা
১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ৩ টাকা
১০০ " ৩ " " ৩×৩ = ৯ টাকা
∴ পার্থক্য = ৯ - ৬ = ৩ টাকা

৫৫. $Log_3 243$ = কত?
ⓐ 6 ● 5
ⓖ 4 ⓓ 3
সমাধানঃ
Log_3^{243}
$= log_3^{(3)^5}$
$= 5log_3^3$
$= 5×1$ [∴ $log_3^3 = 1$]
$= 5$

৫৬. বিমসটেকভুক্ত দেশের সংখ্যা কত?
ⓐ ৫টি ⓑ ৬টি
● ৭টি ⓓ ৮টি
সমাধানঃ BIMSTEC এর পুর্নরূপ হল Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Co-operation. এর সদর দপ্তর বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭টি। যথাঃ বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল ও ভুটান।

৫৭. 'বয়স্ক ভাতা' সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোন কার্যক্রমের আওতাধীন?
ⓐ দারিদ্র নিরসন
ⓑ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ
ⓖ কমিউনিটি ক্ষমতায়ন
● সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

৫৮. সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়
● ২০ জানুয়ারী ১৯৭২ ⓑ ১০ জানুয়ারী ১৯৭১
ⓖ ২৬ মার্চ ১৯৭১ ⓓ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

৫৯. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম তারিখ কোনটি?
ⓐ ১২ই মার্চ ● ১৭ই মার্চ
ⓖ ২২শে মার্চ ⓓ ২৬শে মার্চ

৬০. 'ইদলিব' কোন দেশের শহর?
ⓐ রাশিয়া ● সিরিয়া
ⓖ ইরান ⓓ তুরস্ক

৬১. মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টর কেবল নৌ কমান্ডো দ্বারা গঠিত?
● ১০ নম্বর ⓑ ৯ নম্বর
ⓖ ১১ নম্বর ⓓ ১ নম্বর

৬২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নাম কি?
ⓐ জনাব ফারুক খান ⓑ জনাব রাশেদ খান মেনন
ⓖ জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ ⓓ জনাব মোঃ নাসিম

৬৩. MENA কোন দেশের সংবাদ সংস্থা?
ⓐ সিরিয়া ⓑ ইরান
ⓖ লিবিয়া ● মিশর

৬৪. সাঁতার কাটা সহজ কোথায়?
● সাগরে ⓑ নদীতে
ⓖ পুকুরে ⓓ বিলে

CS CamScanner

৬৫. বিশ্ব সমাজকর্ম দিবস কবে পালিত হয়?
(ক) মার্চ মাসের ১ম মঙ্গলবার (খ) মার্চ মাসের ২য় মঙ্গলবার
● মার্চ মাসের ৩য় মঙ্গলবার (ঘ) মার্চ মাসের ৪র্থ মঙ্গলবার

৬৬. বাংলাদেশে কোন তারিখে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' পালিত হয়?
(ক) ১ জুন ● ২ জানুয়ারী
(গ) ৩ মে (ঘ) ১৪ মার্চ

৬৭. বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমানটির কী নামকরণ করা হয়?
(ক) ঈগল (খ) পালকী
● আকাশবীণা (ঘ) বলাকা

৬৮. ২০১৯ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে মোট কতটি দেশ অংশ নিবে?
(ক) ৪ (খ) ১২
(গ) ১৬ ● ১০

৬৯. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর পরীক্ষামূলক সম্প্রচার হয়
● ৪ সেপ্টেম্বর (খ) ৫ সেপ্টেম্বর
(গ) ৬ সেপ্টেম্বর (ঘ) ৮ সেপ্টেম্বর

৭০. চীনের ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলিবাবা ডটকম এর প্রতিষ্ঠাতা
(ক) জাকারবার্গ (খ) ইশিকাওয়া
● জ্যাক মা (ঘ) লি কুয়েন

সমাজসেবা অধিদপ্তর

অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ পরীক্ষা'২০১৮

সময়ঃ ১ ঘন্টা পরীক্ষার তারিখ ঃ ৩১.০৮.১৮ পূর্ণমান ঃ ৪০

০১. 'পরার্থ' শব্দের বিপরীত শব্দ কী?
● স্বার্থ (খ) অনুগ্রহ
(গ) স্বার্থপর (ঘ) স্বার্থম্বেষী

০২. ভাষার কোন রীতি নাটকে ও বক্তৃতায় অনুপযোগী?
(ক) কথ্য ভাষা (খ) উপভাষা
● সাধুভাষা (ঘ) চলিত ভাষা

০৩. সব ভাষায় ব্যাকরণের কয়টি মৌলিক অংশ থাকে?
(ক) ৫টি (খ) ৬টি
(গ) ১০টি ● ৪টি
ব্যাখ্যা ঃ ভাষার মৌলিক অংশ ৪টি। যথাঃ ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ।

০৪. 'নিষ্কর' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) নী+কর ● নিঃ+কর
(গ) নিষ্+কর (ঘ) নিস্+কর

০৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) মরিচিকা ● মরীচিকা
(গ) মরিচীকা (ঘ) মরীচীকা

০৬. 'মুক্ত' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √মু+ক্ত (খ) √মুক্+ত
(গ) √মুক+ক্ত (ঘ) √মুচ+ত
[সঠিক উত্তর হবে √মুচ্+ক্ত]

০৭. কোনটি উভয়লিঙ্গ?
● শিশু (খ) বৃক্ষ
(গ) নাবালক (ঘ) প্রৌঢ়
ব্যাখ্যা ঃ যে সব শব্দ দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতিকেই বুঝায় তাকে উভয়লিঙ্গ বলে। যথাঃ পাখি, শিশু, কবি ইত্যাদি।

০৮. 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে' কোন কবিতার অংশ?
● দুই বিঘা জমি (খ) পুরাতন ভৃত্য
(গ) চিত্রা (ঘ) আবেদন
ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত অংশটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের একটি বিখ্যাত কবিতা 'দুই বিঘা জমি'।

০৯. 'বুদ্ধিমান' এর বিশেষ্য পদ কোনটি?
● বুদ্ধি (খ) বুদ্ধিত্ব
(গ) বুদ্ধিমত্তা (ঘ) বোদ্ধা

১০. Propaganda এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?
(ক) ষড়যন্ত্র ● অপপ্রচার
(গ) প্রসার (ঘ) গুজব

১১. The sky is – us. Fill in the blank.
(ক) on (খ) upon
● above (ঘ) far

১২. Which one of the following sentences is correct?
(ক) Never tell the lie. ● Never tell a lie.
(গ) Never tell on lie. (ঘ) Never tell out lie.

১৩. Please be – when you cross this road.
(ক) careless ● careful
(গ) carefree (ঘ) caring

১৪. They play football. Write the passive voice of the sentence.
● Football is played by them.
(খ) Football played by them.
(গ) Football is played by they.
(ঘ) Football is played them.

১৫. Nasima is – university student.
(ক) the (খ) an
● a (ঘ) in
ব্যাখ্যা ঃ সাধারনত Vowel এর আগে an (যেমন ঃ An elder brother, an umbrella, an oldman) এবং Consonent এর আগে a বসে (যেমন ঃ A bird). কিন্তু O & U Vowel হওয়ার সত্ত্বেও an না বসে a বসে যখন O এর উচ্চারণ 'ও' এর মত না হয়ে 'ওয়া' এর মত হয়। যেমন ঃ A one-eyed man এবং U এর উচ্চারণ আ এর মত না হয়ে ইউ এর মত হয়। যেমন ঃ A university.

১৬. Feminie gender of 'cock' is
(ক) cocks ● hen
(গ) crow (ঘ) he-cocks

১৭. Foot শব্দটির plural form
(ক) foot ● feet
(গ) foots (ঘ) feets
ব্যাখ্যা ঃ

Singular	Plural	Singular	Plural
Foot	Feet	Goose	Geese
Man	Men	Tooth	Teeth
Woman	Women		

১৮. Which one of the following is a feminine gender?
● hen (খ) chairman
(গ) book (ঘ) table

১৯. Which of these is an adverb?
● quickly (খ) sly
(গ) quicker (ঘ) quickest

২০. Which is correctly spelt?
(ক) Charbohydrate (খ) Carbhohydrate
(গ) Carbohidrate ● Carbohydrate
ব্যাখ্যা ঃ Carbohydrate – অর্থ শর্করা।

২১. ২০, ২৩, ২৬, ২৯ ... ধারাটির ১০ম পদ কত?
(ক) ৪১ (খ) ৪৫
● ৪৭ (ঘ) ৪৩
ব্যাখ্যা ঃ ১ম পদ, a = ২০
সাধারণ অন্তর, d = ২৩ - ২০ = ৩
আমরা জানি, n তম পদ = a - (n – ১)d
∴ ১০তম পদ = ২০ + (১০ - ১)৩ = ২০ + ২৭ = ৪৭

২২. পরপর তিনটি সংখ্যার গুনফল ১২০, তাদের যোগফল কত?
(ক) ৯ (খ) ১২
(গ) ১৪ ● ১৫

২৩. বর্তমানে বাবা ও ছেলের বয়সের অনুপাত ৫ঃ২। ৫ বছর পূর্বে বাবার বয়স ২৫ বছর হলে ৫ বছর পর ছেলের বয়স কত হবে?
(ক) ১৯ বছর ● ১৭ বছর
(গ) ২৩ বছর (ঘ) ১৩ বছর
ব্যাখ্যা ঃ ধরি, বাবার বর্তমান বয়স ৫ক বছর
ছেলের " " ২ক "
৫ বছর পূর্বে পিতার বয়স ছিল (৫ক - ৫) বছর
শর্তমতে,
৫ক - ৫ = ২৫
বা, ৫ক = ২৫ + ৫
বা, ক = $\frac{৩০}{৫}$
∴ ক = ৬
∴ ছেলের বর্তমান বয়স = ২ক = ২×৬ = ১২ বছর
∴ ৫ বছর পর ছেলের বয়স = ১২ + ৫ = ১৭ বছর

২৪. টাকায় ৬টি দরে কোন পণ্য ক্রয় করে টাকায় ৫টি দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?
● ২০% (খ) ১৫%
(গ) ১৭% (ঘ) ২৩%
ব্যাখ্যা ঃ
৬টি পণ্যের ক্রয়মূল্য = ১ টাকা
১" " " = $\frac{১}{৬}$ "
আবার

৫টি পণ্যের বিক্রয়মূল্য = ১ টাকা

১ " " " $= \frac{১}{৫}$ "

$\therefore$ লাভ হয় $= \frac{১}{৬} - \frac{১}{৫} = \frac{৬ - ৫}{৩০} = \frac{১}{৩০}$ টাকা

$\frac{১}{৬}$ টাকায় লাভ হয় $= \frac{১}{৩০}$ টাকা

১ " " " $= \frac{১ \times ৬}{৩০ \times ১}$ "

১০০ " " " $= \frac{১ \times ৬ \times ১০০}{৩০ \times ১} = ২০$ টাকা

২৫. ১০৫০ টাকার ৮% নিচের কোনটি?
ⓐ ৮০ টাকা ● ৮৪ টাকা
ⓖ ৮২ টাকা ⓓ ৮৫ টাকা

ব্যাখ্যা ঃ ১০৫০ টাকার ৮%
= ১০৫০×০.০৮
= ৮৪ টাকা

২৬. ১ হেক্টর সমান কত একর?
ⓐ ২.৮ একর ⓑ ২.৭৫ একর
● ২.৫ একর ⓓ ১.৫ একর

২৭. $a + b = 8$, $ab = 15$ হলে $a^2 - b^2$ সমান কত?
● ১৬ ⓑ ৬৪
ⓖ ৩৪ ⓓ ৪৯

ব্যাখ্যা ঃ $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$
$= 8^2 - 4 \times 15$
$= 64 - 60$
$= 4$
$\therefore a - b = \sqrt{4} = 2$

এখন, $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
$= 8 \times 2$
$= 16$

২৮. $2x^2 - x - 3$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি?
ⓐ $2x + 3$ ⓑ $x - 1$
● $x + 1$ ⓓ $x + 2$

ব্যাখ্যা ঃ $2x^2 - x - 3$
$= 2x^2 - 3x + 2x - 3$
$= x(2x - 3) + 1(2x - 3)$
$= (2x - 3)(x + 1)$

২৯. একটি ক্রিকেট ম্যাচে প্রথম ১০ ওভারে গড় রান ৩.২। ঐ খেলায় ২৮২ রান অর্জনের জন্য পরবর্তী ৪০ ওভারে গড় রান কত হওয়া উচিত?
● ৬.২৫ ⓑ ৬.৫
ⓖ ৬.৭৫ ⓓ ৬.৮

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম ১০ ওভারে মোট রান = ৩.২×১০ = ৩২
অবশিষ্ট রান = ২৮২ - ৩২ = ২৫০

৪০ ওভারে গড়ে রান করতে হবে $= \frac{২৫০}{৪০}$
= ৬.২৫ রান

৩০. $a - \frac{1}{a} = 5$ হলে $a^2 + \frac{1}{a^2}$ এর মান কত?
● 27 ⓑ 25
ⓖ 20 ⓓ 23

ব্যাখ্যা ঃ
$a^2 + \frac{1}{a^2} = \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 2.a.\frac{1}{a} = 5^2 + 2 = 25 + 2 = 27$

৩১. 'মুজিবনগর' কোন জেলায় অবস্থিত?
ⓐ চুয়াডাঙ্গা ⓑ কুষ্টিয়া
● মেহেরপুর ⓓ খুলনা

ব্যাখ্যা ঃ মুজিবনগর মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত। এখানেই ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেন।

৩২. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব এর নাম কী?
ⓐ লক্ষণ সেন ⓑ সম্রাট আকবর
● সিরাজ-উ-দ্দৌলা ⓓ আলীবর্দি খাঁ

৩৩. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কত?
ⓐ ৩২৫ ● ৩০০
ⓖ ৩৪০ ⓓ ৩৫০

ব্যাখ্যা ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৩০০ এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৫০। সব মিলিয়ে আসন সংখ্যা ৩৫০টি

৩৪. ২০২২ সালে ফুটবল বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
● কাতার ⓑ রাশিয়া
ⓖ জাপান ⓓ ব্রাজিল

ব্যাখ্যা ঃ ২০২২ সালে ২২তম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে কাতারে এবং ২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালে ৩টি দেশে অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোতে।

৩৫. 'আবার তোরা মানুষ হ' চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে?
ⓐ আলমগীর কবির ⓑ জহির রায়হান
● খান আতাউর রহমান ⓓ চাষী নজরুল ইসলাম

ব্যাখ্যা ঃ

চলচ্চিত্র	নির্মাতা
আবার তোর মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির
ওরা ১১ জন	চাষী নজরুল ইসলাম
স্টপ জেনোসাইড	জহির রায়হান

৩৬. জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের কততম বৃহৎ রাষ্ট্র?
ⓐ ৫ম ⓑ ৬ষ্ঠ
ⓖ ৭ম ● ৮ম

ব্যাখ্যা ঃ বিশ্বজনসংখ্যা ২০১৮ অনুযায়ী

দেশের নাম	অবস্থান	দেশের নাম	অবস্থান
বাংলাদেশ	অষ্টম	পাকিস্তান	ষষ্ঠ
নাইজেরিয়া	সপ্তম	ব্রাজিল	পঞ্চম

৩৭. বাংলাদেশে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' কোন তারিখে পালিত হয়?
ⓐ ২৬শে মার্চ ⓑ ১৬ই ডিসেম্বর
● ১৪ই ডিসেম্বর ⓓ ২১শে ফেব্রুয়ারী

ব্যাখ্যা ঃ

দিবসের নাম	তারিখ
শহীদ দিবস/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি
জাতীয় শিশু দিবস	১৭ মার্চ
স্বাধীনতা দিবস/জাতীয় দিবস	২৬ মার্চ
জাতীয় শোক দিবস	১৫ আগস্ট
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস	১৪ ডিসেম্বর
বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর
জাতীয় কৃষি দিবস	১লা অগ্রহায়ণ

৩৮. বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ কোন সনে প্রতিষ্ঠিত হয়?
● ১৯৪৯ ⓑ ১৯৫১
ⓖ ১৯৫৬ ⓓ ১৯৫৭

ব্যাখ্যা ঃ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন।

৩৯. UNICEF এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ⓐ লন্ডন ⓑ জেনেভা
● নিউইয়র্ক ⓓ প্যারিস

ব্যাখ্যা ঃ

সদর দপ্তর	সংস্থাসমূহ
জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)	WHO. WTO (GATT) ILO. Red cross .UNHCR
ওয়াশিংটন ডিসি	IMF. Word Bank (IBRD. IDA. IFC) CARE,MIGA
নিউইয়র্ক	UN. UNDP, UNICEF, UNIFEM
ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)	OPEC
প্যারিস (ফ্রান্স)	UNESCO, INTERPOL
রোম (ইতালি)	FAO. IFAD
লন্ডন (যুক্তরাজ্য)	Common Wealth, Amnesty International
ঢাকা	CIRDAP. AAPP. IJSG
জেদ্দা (আরব)	OIC. IDB. GCC
ম্যানিলা (ফিলিপাইন)	ADB. IRRI
সিঙ্গাপুর সিটি	ASEAN. APEC
ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)	NATO. EU. BENELUX. EEC
ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	SEATO. ESCAP. BIMSTEC

৪০. পেরুর রাজধানী কোনটি?
ⓐ জাকার্তা ⓑ ভিয়েনা
ⓖ আঙ্কারা ● লিমা

ব্যাখ্যা ঃ

রাজধানী	দেশ	রাজধানী	দেশ
জাকার্তা	ইন্দোনেশিয়া	আঙ্কারা	তুরস্ক
ভিয়েনা	অষ্ট্রিয়া	লিমা	পেরু

CS CamScanner

সমাজসেবা অধিদপ্তর

হাউজ প্যারেন্ট কাম টিচার'২০১৮

সময়ঃ ১ ঘণ্টা পরীক্ষার তারিখ : ৩১.০৮.১৮ পূর্ণমান : ৭০

১. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন কে?
(ক) উইলিয়াম কেরী (খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
(গ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ঘ) এন. বি. হেলডেড

২. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
(ক) ভাষাতত্ত্বে **(খ) ধ্বনিতত্ত্বে**
(গ) রূপতত্ত্বে (ঘ) বাক্যতত্ত্বে

৩. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ দুটি কী কী?
(ক) ঐ, ঔ (খ) ই, উ
(গ) ও, উ (ঘ) এ, ঐ

৪. 'এ এক বিরাট সত্য' এ বাক্যে 'সত্য' কোনপদ?
(ক) বিশেষণ **(খ) বিশেষ্য**
(গ) ভাববিশেষণ (ঘ) ক্রিয়া

৫. অর্থবোধকতা কী?
(ক) মধ্যে **(খ) ব্যাপ্তি**
(গ) বাইরে (ঘ) নিত্য

৬. 'ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে যে' তাকে এক কথায় বলে :
(ক) অবিসংবাদী (খ) নির্ভাবনা
(গ) অপরিণামদর্শী **(ঘ) অবিমৃশ্যকারী**

৭. 'নিতান্ত মন্দভাগ্য' বোঝাতে বাগধারার ব্যবহার কোনটি?
(ক) আটকপালে (খ) ছাপোষা
(গ) ইঁদুর কপালে (ঘ) ব্যাঙের আধুলি

৮. 'অশ্ম' শব্দের অর্থ কী?
(ক) ঘোড়া **(খ) পাথর**
(গ) ধারাল (ঘ) ছাই

৯. 'Penny wise, pound foolish' এর সঠিক অনুবাদ হলো :
(ক) পেনিতে জ্ঞানী, পাউন্ডে বোকা
(খ) বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো
(গ) দেখতে বোকা কিন্তু চালাক
(ঘ) কম জ্ঞানী বেশি বোকা

১০. কোনটি লিঙ্গান্তর হয় না?
(ক) বেয়াই (খ) সাহেব
(গ) কবিরাজ (ঘ) রজক
ব্যাখ্যাঃ যে শব্দগুলোর কোনো স্ত্রীবাচক শব্দ হয় না সেগুলোকে নিত্য পুরুষবাচক শব্দ বলে। যেমনঃ কবিরাজ, পুরোহিত, জামাতা, অকৃতদার, যোদ্ধা, ঢাকী, কৃত্তিবাস।

১১. 'মতৈক্য' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) মত + এক **(খ) মত+ ঐক্য**
(গ) মত + এক (ঘ) মতঃ + ঊক

১২. 'অম্বু' শব্দের অর্থ কী?
(ক) পানি (খ) সাগর
(গ) আকাশ (ঘ) আগুন

১৩. 'সোনার তরী' 'বিষের বাঁশি' 'নকশীকাঁথার মাঠ' এগুলো কোন শ্রেণির বিশেষ্য?
(ক) সংজ্ঞাবাচক (খ) গুণবাচক
(গ) বস্তুবাচক (ঘ) ভাববাচক

১৪. 'এক থালাতে খাব মোরা' কোন কারকে কোন বিভক্তি :
(ক) অধিকরণে ৭মী (খ) কর্মে ১মা
(গ) করণে ৭মী (ঘ) অপাদানে ৭মী

১৫. 'ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে/হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে' কবিতাংশটি রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার অংশ?
(ক) স্বপ্ন (খ) উদ্বোধন
(গ) বলাকা (ঘ) পৃথিবী

১৬. 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়' বাক্যটি গঠন অনুসারে-
(ক) যৌগিক বাক্য (খ) সরল বাক্য
(গ) জটিল বাক্য (ঘ) আশ্রিত বাক্য

১৭. ফরাসি ভাষার শব্দের উদাহরণ কোনটি?
(ক) হরতাল (খ) পাদ্রি
(গ) কুপন (ঘ) তোপ

১৮. 'তিরিশ বসন্তের ফুল' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা :
(ক) হুমায়ূন আহমেদ **(খ) আশরাফ সিদ্দিকী**
(গ) সৈয়দ মুর্তজা আলী (ঘ) আল মাহমুদ

১৯. 'শৈবাল' শব্দের সঙ্গে বহুবচনের কোন রূপটি মানান সই?
(ক) নিকর (খ) মালা
(গ) দাম (ঘ) রাজি

২০. 'Manifesto' এর বাংলা প্রতিশব্দ :
(ক) শ্বেতপত্র **(খ) ইশতেহার**
(গ) প্রবন্ধ (ঘ) অভিজ্ঞান

২১. Synonym of the word 'perwuisite' is :
(ক) extra pay (খ) benefits
(গ) rights (ঘ) requrements

২২. Synonym of the worf 'perfidious' is :
(ক) trust worthy **(খ) treacherous**
(গ) heinous (ঘ) perfectionist

২৩. Antonym of the word 'rotate' is :
(ক) turn (খ) spin
(গ) stay (ঘ) whirl

২৪. Antonym of the word 'agony' is :
(ক) aging (খ) count
(গ) distress **(ঘ) happiness**

২৫. The idiom 'Through thick and thin' means –
(ক) come to a close
(খ) in all situations
(গ) live within one's income
(ঘ) stretch to limit

২৬. A verb that acts as moun is called :
(ক) participle **(খ) gerund**
(গ) adverb (ঘ) noun

২৭. 'Animal Farm' was written by :
(ক) George Orwell (খ) Stevension
(গ) Jonathan Swoft (ঘ) Mark Twain

২৮. Which is correctly spelt?
(ক) queue (খ) queu
(গ) quew (ঘ) quee

২৯. The 60th anniversary of an important event is :
(ক) golden jubilee **(খ) diamond jubilee**
(গ) platinum jubilee (ঘ) silver jubilee
ব্যাখ্যাঃ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ৬০ বছর পূর্তিকে বলে diam-ond jubilee। অন্যদিকে ৫০ বছর পূর্তিকে বলে golden jubilee, ৭৫ বছর পূর্তিকে বলে platinum jubilee এবং ২৫ বছর পূর্তিকে বলে silver jubilee।

৩০. Communications link by which information is received from space is :
(ক) upload (খ) download
(গ) downlink (ঘ) retrieve

৩১. To name things on a list one by one is known as :
(ক) enumerate (খ) count
(গ) estimate (ঘ) assess

৩২. Drawing or writing on a wall, etc., in a public place is called :
(ক) graffiti (খ) painting
(গ) wall writing (ঘ) chika mara

৩৩. Choose which is the most similar in meaning to word underlined in the sentence : Do not get upset about <u>trivial</u> matters.
(ক) unexpected **(খ) unimportant**
(গ) unusual (ঘ) uncertain

৩৪. He used to work in the city, —?
(ক) had he (খ) does he
(গ) has he **(ঘ) didn't he**

৩৫. 'He feels comparatively better today'. Find the incorrectly used word.
(ক) feels **(খ) comparatively**
(গ) better (ঘ) no mistake

৩৬. My desk is a —; I should clean it.
(ক) messy (খ) slob
(গ) mess (ঘ) sloppy

৩৭. Which one of the following is in singular form?
(ক) gentry (খ) aristocracy
(গ) physics (ঘ) vermin

৩৮. What is the feminine gender of 'swain'?
(ক) swainess (খ) witch
(গ) nymp (ঘ) bitch

৩৯. I live in the house — the corner.
(ক) on (খ) in
(গ) of (ঘ) to

৪০. But things will — tomorrow.
(ক) better (খ) improvise
(গ) increase **(ঘ) improve**

৪১. বৃত্তের ব্যাস দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলে এর ক্ষেত্রফল কতগুণ বৃদ্ধি পায়?
(ক) ৩ গুণ (খ) ৬ গুণ
(গ) ৪ গুণ (ঘ) ১২ গুণ
ব্যাখ্যাঃ বৃত্তের ব্যাস দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলে এর ক্ষেত্রফল $২^২$ বা ৪ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

৪২. বার্ষিক ৪.৫ টাকা হার মুনাফার কত টাকা বিনিয়োগে ৪ বছরে তা ৮২৬ টাকা হবে?
(ক) ৭২৫ টাকা **(খ) ৭০০ টাকা**
(গ) ৭০২ টাকা (ঘ) ৭২৬ টাকা
ব্যাখ্যাঃ আমরা জানি,
সুদাসল = আসল + সুদ
$C = p - I$
$\Rightarrow C = p + pnr$
$\Rightarrow ৮২৬ = p\left(১ + \frac{৪ \times ৪.৫}{১০০}\right)$
$\Rightarrow ৮২৬ = p\left(\frac{১১৮}{১০০}\right)$
$\Rightarrow p = \frac{৮২৬ \times ১০০}{১১৮}$
$\therefore p = ৭০০$

৪৩. কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে বড়?
(ক) ০.২ (খ) $\sqrt{০.২}$
(গ) $\sqrt{০.৩}$ (ঘ) ০.৩

৪৪. ৫, ৯, ১৩, ১৭, ... ধারাটিতে ১৬৫ কততম পদ?
(ক) ৩৩ (খ) ৩৭
(গ) ৪০ **(ঘ) ৪১**
ব্যাখ্যা : ৫, ৯, ১৩, ১৭, ...

CS CamScanner

ধারাটির ১ম পদ, $a = ৫$

" সাধারণ অন্তর, $d = ৯ - ৫ = ৪$

আমরা জানি, n তম পদ $= a + (n - ১) d$

$\therefore ৫ + (n - ১) ৪ = ১৬৫$

$\Rightarrow (n - ১) ৪ = ১৬০$

$\Rightarrow (n - ১) = ৪০$

$\therefore n = ৪১$

৪৫. টাকায় ৬টি জিনিস ক্রয় করে টাকায় ৪টি করে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?

(ক) ২০% (খ) ২৫%
(গ) ৩০% **(ঘ) ৫০%**

ব্যাখ্যা ঃ ৬টি জিনিসের ক্রয়মূল্য ১ টাকা

$\therefore$ ১" " " $\frac{১}{৬}$ "

আবার, ৪টি জিনিসের বিক্রয়মূল্য ১টাকা

$\therefore$ ১" " " $\frac{১}{৪}$ "

$\therefore$ ১টিতে লাভ হয় $= \left(\frac{১}{৪} - \frac{১}{৬}\right)$ টাকা

$= \frac{৩ - ২}{১২} = \frac{১}{১২}$ "

$\frac{১}{৬}$ টাকায় লাভ হয় $\frac{১}{১২}$ টাকা

$\therefore$ ১ " " " $\frac{৬}{১২}$ "

$\therefore$ ১০০ " " " $\frac{৬ \times ১০০}{১২}$ " = ৫০ টাকা

৪৬. ১ একরের ৫% সমান কত বর্গগজ?

(ক) ২৪২ (খ) ১৭৬
(গ) ৪৮৪ (ঘ) ৭৫০

ব্যাখ্যাঃ আমরা জানি, ১ একর = ৪৮৪০ বর্গগজ

$\therefore$ ৪৮৪০ এর ৫% $= ৪৮৪০ \times \frac{৫}{১০০} = ২৪২$

৪৭. কোনটি মূলদ সংখ্যা?

(ক) $\sqrt{১২১}$ (খ) $\sqrt{১১}$
(গ) $\sqrt{৩}$ (ঘ) $\sqrt{২}$

৪৮. একটি সরলরেখার উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল ঐ সরলরেখার এক-চতুর্থাংশের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফলের কত গুণ?

(ক) ১৬ (খ) ৪
(গ) ৮ (ঘ) ২

ব্যাখ্যা ঃ ধরি, একটি বর্গক্ষেত্রের বাহু a একক

$\therefore$ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল a^2 বর্গএকক

আবার, বর্গক্ষেত্রের বাহুর এক চতুর্থাংশ $\frac{a}{৪}$ বর্গএকক

" ক্ষেত্রফল $\left(\frac{a}{৪}\right)$ বর্গএকক $= \frac{a^2}{১৬}$ বর্গএকক

$\therefore$ বড় রেখার উপর অঙ্কিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ছোট রেখার উপর অঙ্কিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{a^2}{\frac{a^2}{১৬}}$ গুণ

$= a^2 \times \frac{১৬}{a^2}$ "

$= ১৬$ গুণ

৪৯. ২ ঃ ৩ এর সমানুপাত :

(ক) ৯ ঃ ৪ (খ) ৪ ঃ ৯
(গ) ৪ ঃ ৬ (ঘ) ১৬ ঃ ৮১

ব্যাখ্যা ঃ আমরা জানি, কোনো সমানুপাতিক রাশির ক্ষেত্রে, $a : b = c : d$

$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

এখানে, প্রশ্নানুসারে $a : b = ২ ঃ ৩$

এখন, অপশন (গ) বিবেচনা করে আমরা পাই,

$c : d = ৪ ঃ ৬$

$\Rightarrow \frac{c}{d} = \frac{৪}{৬}$

$\therefore \frac{c}{d} = \frac{২}{৩}$

সুতরাং অপশন (গ)ই হচ্ছে সঠিক উত্তর।

৫০. $x + y = 8, xy = 15$ হলে, $(x - y)^4 = ?$

(ক) 4 (খ) 8
(গ) 9 **(ঘ) 16**

ব্যাখ্যা ঃ আমরা জানি, $(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy$

$= (8)^2 - 4 \times 15$

$= 64 - 60 = 4$

$\therefore x - y = 2$

$\therefore (x + y) + (x - y) = 8 + 2$

$\Rightarrow 2x = 10$

$\therefore x = 5$

$\therefore y = 8 - 5 = 3$

সুতরাং, $(x - y)^4 = (5 - 3)^4 = 2^4 = 16$

৫১. $x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$ হলে $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান কত?

(ক) 1 (খ) $\sqrt{5}$
(গ) 3 (ঘ) $2\sqrt{5}$

ব্যাখ্যা ঃ $x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$

$\Rightarrow x^2 + 1 = \sqrt{5}x$

$\Rightarrow \frac{x^2 + 1}{x} = \sqrt{5}$

$\therefore x + \frac{1}{x} = \sqrt{5}$

সুতরাং, $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2.x.\frac{1}{x}$

$= (\sqrt{5})^2 - 2 = 5 - 2 = 3$

৫২. $a - \frac{1}{a} = 3$ হলে $a^3 - \frac{1}{a^3}$ এর মান কত?

(ক) 9 (খ) 18
(গ) 27 **(ঘ) 36**

ব্যাখ্যা ঃ $a^3 - \frac{1}{a^3} = \left(a - \frac{1}{a}\right)^3 + 3.a.\frac{1}{a}\left(a - \frac{1}{a}\right)$

$= (3)^3 + 3.3 = 27 + 9 = 36$

৫৩. $\frac{x}{4} - \frac{x}{3} + 1 = 0$ হলে এর সমাধান কত?

(ক) 0 (খ) 1
(গ) 6 **(ঘ) 12**

ব্যাখ্যা ঃ $\frac{x}{4} - \frac{x}{3} + 1 = 0$

$\Rightarrow \frac{x}{4} - \frac{x}{3} = -1$

$\Rightarrow \frac{3x - 4x}{12} = -1$

$\Rightarrow -x = -12$ $\therefore x = 12$

৫৪. ১টি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ২৬ বর্গমিটার হলে প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

(ক) ৭ মিটার (খ) ৭.৫ মিটার
(গ) ৭.৭৫ মিটার (ঘ) ৮ মিটার

ব্যাখ্যা ঃ ধরি,

সমবাহু ত্রিভুজের একবাহুর দৈর্ঘ্য a মিটার

$\therefore$ " " ক্ষেত্রফল $\frac{\sqrt{৩}}{৪} a^2$ বর্গমিটার

প্রশ্নমতে, $\frac{\sqrt{৩}}{৪} a^2 = ২৬$

$\Rightarrow a^2 = \frac{২৬ \times ৪}{\sqrt{৩}}$

$\Rightarrow a^2 = ৬০.০৪$

$\therefore a = ৭.৭৫$ মিটার (প্রায়)

৫৫. $\log_4 256 =$ কত?

(ক) 1 (খ) 2
(গ) 3 **(ঘ) 4**

ব্যাখ্যা ঃ $\log_4 256 = \log_4 4^4 = 4 \log_4 4 = 4 \times 1 = 4$

৫৬. কমনওয়েলথভুক্ত দেশের সংখ্যা কয়টি?

(ক) ৫২টি **(খ) ৫৩টি**
(গ) ৫৪টি (ঘ) ৫৫টি

ব্যাখ্যা ঃ সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীন এবং আশ্রিত দেশসমূহ নিয়ে কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয় ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১। এ সংস্থাটির বর্তমান সদস্য ৫৩টি। কমনওয়েলথের সর্বশেষ সদস্য রুয়ান্ডা (২৮ নভেম্বর ২০০৯)। এ সংস্থাটির সচিবালয় অবস্থিত লন্ডনের মার্লবরো হাউসে।

৫৭. গণতন্ত্র, জনকল্যাণ ও পুঁজিবাদ এ তিনের সমন্বয়ে গড়া কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার প্রবক্তা কে?

(ক) টি এইচ মার্শাল (খ) জন মিল
(গ) ম্যালকম রিজ (ঘ) এডাম স্মিথ

৫৮. এমবাপ্পে কোন দেশের ফুটবল খেলোয়াড়?

(ক) ব্রাজিল (খ) জার্মানি
(গ) ফ্রান্স (ঘ) মিশর

৫৯. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মতারিখ কোনটি?

(ক) ১২ মার্চ **(খ) ১৭ মার্চ**
(গ) ২২ মার্চ (ঘ) ২৬ মার্চ

৬০. 'ওয়ানগালা' বাংলাদেশের কোন উপজাতীয় ঐতিহ্যবাহী উৎসব?

(ক) রাখাইন (খ) সাঁওতাল
(গ) চাকমা **(ঘ) গারো**

৬১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের নাম কী?

(ক) জনাব ফারুক খান (খ) জনাব রাশেদ খান মেনন
(গ) জনাব নূর মোহাম্মদ (ঘ) জনাব মোঃ নাসিম

CS CamScanner

৬২. মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ বর্তমানে কততম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন?
(ক) ১৯ তম **(খ) ২১তম**
(গ) ২০ তম (ঘ) ২২তম

ব্যাখ্যাঃ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিবৃন্দ

১.	শেখ মুজিবুর রহমান	১৭.০৪.৭১ - ১২.০১.৭২
২.	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)	১৭.০৪.৭১ - ০৯.০১.৭২
৩	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	১২.০১.৭২ - ২৪.১২.৭৩
৪.	মোহাম্মদ উল্লাহ	২৪.১২.৭৩ - ২৫.০১.৭৫
৫	শেখ মুজিবুর রহমান	২৫.০১.৭৫ - ১৫.০৮.৭৫
৬	খন্দকার মোস্তাক আহমেদ	১৫.০৮.৭৫ - ০৬.১১.৭৫
৭	বিচারপতি এ এস এম সায়েম	০৬.১১.৭৫ - ২১.০৪.৭৭
৮	লে.জে. জিয়াউর রহমান	২১.০৪.৭৭ - ৩০.০৫.৮১
৯	বিচারপতি আব্দুস সাত্তার (অস্থায়ী)	৩০.০৫.৮১ - ১৯.১১.৮১
১০	বিচারপতি আব্দুস সাত্তার	২০.১১.৮১ - ২৩.০৩.৮২
১১	বিচারপতি এ এফ এম আহসান উদ্দিন চৌধুরী	২৪.০৩.৮২ - ১০.১২.৮৩
১২	লে.জে. এইচ এম এরশাদ	১০.১২.৮৩ - ০৬.১২.৯০
১৩	বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ	০৬.১২.৯০ - ০৯.১০.৯১
১৪	আব্দুর রহমান বিশ্বাস	০৯.১০.৯১ - ০৯.১০.৯৬
১৫	বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ	০৯.১০.৯৬ - ১৪.১১.০১
১৬	এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী	১৪.১১.০১ - ২১.০৬.০২
১৭	ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার (অস্থায়ী)	২১.০৬.০২ - ০৬.০৯.০২
১৮	অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দীন আহমেদ	০৬.০৯.০২ - ১২.০২.০৯
১৯	মোঃ জিল্লুর রহমান	১২.০২.০৯ - ২০.০৩.১৩
২০	আব্দুল হামিদ	২০.০৩.১৩ - ০৭.০২.১৮
২১	আব্দুল হামিদ	০৭.০২.১৮ - বর্তমান

৬৩. তাসনিম কোন দেশের সংবাদ সংস্থা?
(ক) সিরিয়া **(খ) ইরান**
(গ) মিশর (ঘ) লিবিয়া

৬৪. BIMSTEC কোন সনে প্রতিষ্ঠিত হয়?
(ক) ১৯৯৬ **(খ) ১৯৯৭**
(গ) ১৯৯৮ (ঘ) ২০০১

ব্যাখ্যাঃ ১৯৯৭ সালের ৬ জুন BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation) প্রতিষ্ঠিত হয়। BIMSTEC-এর সদর দপ্তর অবস্থিত ঢাকায়। এ সংস্থাটির বর্তমান সদস্য দেশ ৭টি।

৬৫. বিশ্ব সমাজকর্ম দিবস কবে পালিত হয়?
(ক) মার্চ মাসের ১ম মঙ্গলবার (খ) মার্চ মাসের ২য় মঙ্গলবার
(গ) মার্চ মাসের ৩য় মঙ্গলবার (ঘ) মার্চ মাসের ৪র্থ মঙ্গলবার

৬৬. বলিভার কোন দেশের মুদ্রার নাম?
(ক) বলিভিয়া **(খ) ভেনিজুয়েলা**
(গ) ব্রাজিল (ঘ) রাশিয়া

ব্যাখ্যা ঃ ভেনিজুয়েলার মুদ্রার নাম বলিভার। এছাড়া বলিভিয়া, ব্রাজিল ও রাশিয়ার মুদ্রার নাম যথাক্রমে বলিভিয়ানো, রিয়াল ও রুবল।

৬৭. ভারতীয় জনপ্রিয় লোকগীতি 'কাজরি' কোন সময়ের গান?
(ক) বসন্তকাল (খ) শীতকাল
(গ) বর্ষাকাল (ঘ) গ্রীষ্মকাল

ব্যাখ্যা ঃ ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার অঞ্চলের লোক সংগীত 'কাজরি' সাধারণত বর্ষাকালের সংগীত। এছাড়া উত্তর প্রদেশের কাশীতে 'লুনারক ছট' নামক একটি পর্বে কাজরি গাওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে।

৬৮. নিচের কোন সংস্থাটি বিশ্বে সমাজ সেবা প্রদান করে?
(ক) UNFPA (খ) IMF
(গ) UNICEF (ঘ) IDB

ব্যাখ্যা ঃ ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর United Nations Children's Fund (UNICEF) প্রতিষ্ঠিত হয়। UNICEF বিশ্বব্যাপি শিশুদের উন্নতি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

৬৯. কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিশক্তিকে কী বলে—
(ক) RAM **(খ) ROM**
(গ) hardware (ঘ) software

ব্যাখ্যা ঃ ROM এর পূর্ণরূপ হলো Read Only Memory। কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিশক্তিকে ROM বলে। অন্যদিকে RAM এর পূর্ণরূপ হলো Random Access Memory। RAM হলো কম্পিউটারের অস্থায়ী স্মৃতিশক্তি। Hardware ও Software হলো যথাক্রমে কম্পিউটারের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বস্তু।

৭০. আত্মজীবনীমূলক বই 'Beyond the Lines' এর রচয়িতা কে?
(ক) ওয়ারেন বাফেট (খ) বিল ক্লিনটন
(গ) বারাক ওবামা **(ঘ) কুলদিপ নায়ার**

ব্যাখ্যা ঃ ভারত তথা উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক, লেখক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক কুলদীপ নায়ারের আত্মজীবনীমূলক বই 'Beyond the Lines'।

সমাজসেবা অধিদপ্তর

তৃতীয় শ্রেণীর বিভিন্ন ২০১৮

সময়ঃ ১ ঘন্টা পরীক্ষার তারিখ ঃ ০৪.০৫.২০১৮ পূর্ণমান ঃ ৭০

বাংলা ঃ ২০ নম্বর

(প্রতিটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত/এককথায় উত্তর দিন। প্রশ্ন নম্বর ১-২০ পর্যন্ত: ১ ×২০ = ২০ নম্বর)

০১. ভাষার তিনটি মৌলিক অংশের নাম লিখুন।
০২. বাংলা বর্ণমালায় ট, ঠ, ড, ঢ,ণ বর্ণগুলোকে কী বর্ণ বলে?
০৩. Affidavit এর বাংলা প্রতিশব্দ কি?
০৪. 'বুদ্ধিমান' শব্দের বিশেষ্য পদ কি?
০৫. 'উপর্যুপরি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করুন।
০৬. 'গগনে উঠিল রবি লোহিত বরন' বাক্যটিতে চিহ্নিত শব্দের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন।
০৭. বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর চিহ্নিত কোন ধরনের দ্বিরুক্তির উদাহরণ?
০৮. 'গিরিশি' শব্দের অর্থ কি?
০৯. আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষা থেকে আগত শব্দে শ, ষ,ও স এর কোনটি ব্যবহার করা যাবে না?
১০. 'দ্রাঘিমা' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করুন।
১১. 'জ্যোৎস্নারাত' শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন।
১২. 'সাপটা ওখানে লুকিয়েছে' এ বাক্যে চিহ্নিত শব্দটি কোন পদ?
১৩. 'অবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পন্য উচিত নয়' এ বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী?
১৪. 'আবাহন' শব্দের বিপরীত শব্দ কি?
১৫. 'এখনই যাও, নচেৎ তার দেখা পাবে না' এটিকে সরলবাক্যে পরিনত করুন।
১৫. 'মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত' এর এক কথায় প্রকাশ কি হবে?
১৭. 'নরক গুলজার' বাগধারাটির অর্থ কি?
১৮. 'আরণ্যক' উপন্যাসের রচয়িতা কি?
১৯. 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সংগীত ভেসে আসে, ওরে কে ডাকে কাতর কণ্ঠে বলে আয়' এ গানটির রচয়িতা কে?
২০. 'Many a little pickle makes a mickle' বাক্যটির বঙ্গানুবাদ লিখুন।

English: 20 Marks

(প্রশ্ন নম্বর ২১-৩৫: ১×১৫ = ১৫ নম্বর ও প্রশ্ন নম্বর ৩৬: ৫×১=৫ নম্বর)

২১. What is the antonym of the word 'Garrulity'?
২২. What is the synonym of the word 'Knave'?
২৩. Write the negative form of the sentence 'Man is mortal'.
২৪. Write the feminine form of the word 'Cobs'.
২৫. Fill in the blank with appropriate prepositionp: He does not hanker – money.
২৬. Use appropriate preposition in the blank space. I am not accustomed – the lifelstyle.
২৭. Use the active voice of the sentence. His pen has been stolen'.
২৮. Translate into English 'বোকার মত আচরণ করো না'
২৯. Write the meaning of the idiom 'olive-branch' in englsih.
৩০. Translate into English 'আমার মাথা ঘুরছে'।
৩১. Translate into English 'সামাজিক কল্যাণ, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন' এ তিনটি সমাজসেবার মূলতন্ত্র
৩২. She was hardly hit by her father death. Correct the sentence.
৩৩. Translate into English 'তিনি কিছুকালের জন্য সেখানে বেড়ালেন'
৩৪. What is the verb form of 'Stable'?
৩৫. We often go fishing – the river bank. Fill in the blank with appropriate word.
৩৬. Write a paragraph on 'Creating a Better society through Empowerment of Women and Vulnerable People'

সাধারণজ্ঞান ঃ ১৫ নম্বর

(প্রশ্ন নম্বর ৩৭:-৫১: ১×১৫ = ১৫ নম্বর)

৩৭. কত সালে সমাজ কল্যান ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৩৮. জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক কে?
৩৯. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় আয় কত ডলার?
৪০. কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিশক্তিকে কি বলে?
৪১. এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
৪২. ২০১৮ সালে ফুটবল বিশ্বকাপের কততম আসর বসবে ও এটি কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
৪৩. বাংলাদেশের ক্রিকেটের সাকিব আল হাসানের টি-টুয়েন্টি ক্রিকেটে ৩০০তম উইকেটের শিকার হয় কোন খেলোয়াড়?
৪৪. 'কারাগারের রোজনামচা' বইটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কততম জন্মবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়?
৪৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের নাম কি?
৪৬. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?

CS CamScanner

৪৭. প্রতিষ্ঠিত হয় কোন কনফারেন্সের মাধ্যমে?
৪৮. বিশ্ব সমাজকর্ম দিবস কবে পালিত হয়?
৪৯. UNRISD এর পুর্নরুপ কি?
৫০. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন কি?
৫১. পাটের জিনোম আবিষ্কারকের নাম কি?

গণিত ঃ ১৫ নম্বর

নিম্নের গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করুন (৩ × ৫ = ১৫ নম্বর)

৫২. ১০,০০০ টাকা ২ বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সরল সুদের পার্থক্য ২৮৮ টাকা হলে সুদের হার কত?
৫৩. পুলক আবিরের চেয়ে দ্বিগুণ দক্ষ এবং একই কাজ আবিরের চেয়ে ৭৫ দিন কম সময়ে সম্পন্ন করতে পারে। তারা উভয়ে একত্রে কতদিনে কাজটি শেষ করতে পারবে?
৫৪. $2x-\frac{2}{x}=4$ হলে $x^2+\frac{1}{x^2}$ এর মান কত?
৫৫. সমাধান করুন: $\frac{6x+1}{15}-\frac{2x-4}{7x-1}=\frac{2x-1}{5}$
৫৬. ৫ + ১১ + ১৪ + ১৭ + ... ধারাটির কোন পদ ৩৯২?
৫৭. একটি সমবাহু ত্রিভুজের সবগুলো বাহু ১৬% বৃদ্ধি পাওয়াতে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত শতাংশ বৃদ্ধি পাবে?

উত্তরঃ

১. ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য।
২. মূর্ধণ্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ।
৩. হলফনামা।
৪. বুদ্ধি।
৫. উপরি+উপরি।
৬. অধিকরনে ৭মী।
৭. অব্যয়ের দ্বিরুক্তি।
৮. শিব/মহাদেব।
৯. য
১০. দীর্ঘ + ইমন।
১১. জ্যোৎস্না বিধৌত রাত (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।
১২. বিশেষ্য পদ।
১৩. আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
১৪. বিসর্জন।
১৫. এখনই না গেলে তার দেখা পাবে না।
১৬. মৃন্ময়।
১৭. হাসি ঠাট্টায় উজ্জীবিত আসর।
১৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৯. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
২০. দশের লাঠি একের বোঝা।
২১. Taciturnity.
২২. villain
23. Man is not immortal.
24. Pens
25. after
26. to
27. Some one has stolen his pen.
28. Do not behave like a fool.
29. a symbol of peace.
30. I am feel dizzy.
31. Social welfare, defense and empowerment are three main theme of social services.
32. She was hit-hard by her father's death.
33. He visited there for a few periods.
34. Stabilize.
35. along
36. Do your self.
৩৭. ১৯৮৯ সালে।
৩৮. ১৯৯৯ সালে এবং সরকার।
৩৯.
৪০. রম।
৪১. মার্ক জুকারবার্গ।
৪২. ২১তম আসর এবং রাশিয়ায়।
৪৩. রোহিত শর্মা।
৪৪. ৯৮তম।
৪৫.
৪৬. কামরুল হাসান।
৪৭. ব্রিটন উডস।
৪৮. ২১ মাচ।
৪৯. United Nations Research Institute for Social Development
৫০. উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ।
৫১. ড. মাকসুদুল আলম।
৫২. ১৬.৯৭%
৫৩. ৫০ দিনে।
৫৪. ১৭/৪
৫৫. ২৮
৫৬. ১২৯
৫৭. ৩৪.৫৬%

সমাজসেবা অধিদপ্তর

ফিল্ড সুপারভাইজার'২০১৭

সময়ঃ ১ ঘন্টা পরীক্ষার তারিখ ঃ ১৬.০৬.২০১৭ পূর্ণমান ঃ ৭০

০১. বাংলাদেশের জাতীয় গাছের নাম কি?
(ক) কলা গাছ ● আম গাছ
(গ) কাঁঠাল গাছ (ঘ) আপেল গাছ

০২. বাংলাদেশে Stock Exchange এর নিয়ন্ত্রকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নের কোনটি?
(ক) Ministry of Finance (খ) DSC
(গ) Bangladesh Bank ● SEC

০৩. বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট কোনটি?
(ক) EU ● WTO
(গ) NATO (ঘ) FIFA

০৪. গ্রীনহাউস ইফেক্টের পরিণতিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুতর ক্ষতি কি হবে?
(ক) বৃষ্টিপাত কমবে ● নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে
(গ) উত্তাপ বেড়ে যাবে (ঘ) সাইক্লোনের প্রবণতা বাড়বে

০৫. কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতি শক্তিকে কি বলে?
(ক) RAM ● ROM
(গ) Hardware (ঘ) Sofieare

০৬. সুষম খাদ্যের উপাদান কয়টি?
(ক) ৪টি (খ) ৫টি
● ৬টি (ঘ) ৭টি

০৭. White Elephant দ্বারা কি বুঝায়?
(ক) সাদা রং এর হাতি
(খ) মজুতদার
(গ) কালো বাজারজাতকারী
● কাজে আসে না অথচ দামী ও অসুবিধাজনক জিনিস

০৮. CNG এর অর্থ কী?
(ক) কার্বনমুক্ত নতুন পরিবেশ বান্ধব তেল
(খ) নতুন ধরনের ট্যাক্সি ক্যাব
(গ) সীসামুক্ত তেল
● কমপ্রেস করা প্রাকৃতিক গ্যাস

০৯. বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা কোনটি?
(ক) দিনাজপুর (খ) লালমনিরহাট
(গ) ঠাকুরগাঁও ● পঞ্চগড়

১০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
(ক) ১৯০৫ সালে (খ) ১৯১১ সালে
● ১৯২১ সালে (ঘ) ১৯৩৫ সালে

১১. সংসদ ভবনের স্থপতি কে?
(ক) মাজহারুল হক ● লুই আইকান
(গ) এফ. আর. খান (ঘ) নভেরা আহমেদ

১২. মুজিবনগর কোথায় অবস্থিত?
(ক) সাতক্ষীরায় ● মেহেরপুরে
(গ) চুয়াডাঙ্গায় (ঘ) নবাবগঞ্জে

১৩. কম্পিউটার কে আবিষ্কার করেন?
(ক) উইলিয়াম আটরেড (খ) ব্লেইসি প্যাসকেল
● হাওয়ার্ড এইকিন (ঘ) আবাকাস

১৪. বাংলাদেশ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস কবে?
● ১৪ ডিসেম্বর (খ) ১৬ ডিসেম্বর
(গ) ২১ ডিসেম্বর (ঘ) ২৩ ডিসেম্বর

১৫. কোথায় সাঁতার কাটা সহজ?
(ক) পুকুরে (খ) বিলে
(গ) নদীতে ● সাগরে

১৬. বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেছিলেন কে?
(ক) লক্ষণ সেন (খ) ইলিয়াস শাহ
● আকবর (ঘ) বিজয় সেন

১৭. বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের বর্তমান নাম কি?
(ক) বিটিটিবি (খ) বিটিসিসি
● বিটিসিএল (ঘ) বিটিআরসি

১৮. সম্প্রতি ভারত কোন নদীতে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মানের পরিকল্পনা করেছে?
(ক) গঙ্গা (খ) ফেনী
● বরাক (ঘ) ব্রহ্মপুত্র

১৯. কম্পিউটার হতে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান প্রযুক্তিকে কি বলা হয়?
(ক) ইন্টারকম ● ইন্টারনেট
(গ) ই-মেইল (ঘ) ইন্টারনীত

২০. পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোনটি?
(ক) শ্রীলংকা (খ) মালদ্বীপ
● বাংলাদেশ (ঘ) মালয়েশিয়া

২১. কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রকে কি বলা হয়?
(ক) মনিটর (খ) আউটপুট
● হার্ডওয়্যার (ঘ) সফটওয়্যার

২২. সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হয় কবে?
(ক) ২০০৫ (খ) ২০০৭
(গ) ২০০৯ ● ২০১১

২৩. কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক বাংলা শব্দ?
● সতীন (খ) বিধবা
(গ) সপত্নী (ঘ) বিপত্নী

২৪. বিশ্ব অটিজম দিবস কোনটি?
(ক) ২ ফেব্রুয়ারী ● ২ এপ্রিল
(গ) ২ জুন (ঘ) ২ জুলাই

CS CamScanner

২৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন জায়গার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর?
(ক) মেহেরপুর (খ) বৈদ্যনাথপুর
(গ) গোপালগঞ্জ (ঘ) আম্রকানন

২৬. সাধারণভাবে কোন কিছু করাকে কী বলে?
● বৃত্তি (খ) কাজ
(গ) পেশা (ঘ) ক্যারিয়ার

২৭. প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্প আমেরিকার কততম প্রেসিডেন্ট?
(ক) ৪৩ (খ) ৪৪
● ৪৫ (ঘ) ৪৬

২৮. ২০১৯ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেট কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) ভারত (খ) বাংলাদেশ
● ইংল্যান্ড (ঘ) সাউথ আফ্রিকা

২৯. ২০১৭-২০১৮ কর বর্ষ অনুযায়ী ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা কত?
(ক) ২,২০,০০০ টাকা (খ) ২,২৫,০০০ টাকা
● ২,৫০,০০০ টাকা (ঘ) ২,৭৫,০০০ টাকা

৩০. ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে
● ৭.৪% (খ) ৭.২%
(গ) ৬.৮% (ঘ) ৭.৮%

৩১. The child cried for – mother.
(ক) his (খ) her
● its (ঘ) none

৩২. Apple প্রযুক্তির সাথে নিম্নের কোন ব্যক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন?
(ক) এ্যাডওয়ার্ড স্নোডেন (খ) মাইকেল শুমেকারপ
(গ) ফিলিপ কটলার ● স্টিভ জবস

৩৩. He had a ? headache.
(ক) strong (খ) acute
(গ) serious ● bad

৩৪. The police is looking ? the case.
(ক) after (খ) for
(গ) up ● into

৩৫. 'সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে' এর ইংরেজি অনুবাদ কোনটি?
(ক) It is raining from morning.
(খ) It has been raining from morning.
● It has been drizzling since morning.
(ঘ) It is drizzling since morning.

৩৬. শুদ্ধ বানান কোনটি?
(ক) Humourous (খ) Humoxious
● Humorous (ঘ) Humorious

৩৭. Heart শব্দটির adjective কি?
(ক) Heartful (খ) Hearten
● Heartening (ঘ) Heart

৩৮. একটি Sentence এর প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে
(ক) Noun (খ) Pronoun
● Verb (ঘ) Adjective

৩৯. Plural
(ক) Actress ● Princes
(গ) Princess (ঘ) News

৪০. There is ? milk in the bottle.
● a little (খ) very little
(গ) few (ঘ) very few

৪১. Muna is ? the phone right now.
(ক) in ● on
(গ) at (ঘ) to

৪২. There were – guests than I expected.
(ক) less (খ) lesser
● fewer (ঘ) few

৪৩. I prefer tea – coffee.
(ক) than ● to
(গ) more than (ঘ) then

৪৪. 'Compulsive' শব্দটি একটি
(ক) Heartful (খ) Hearten
● Heartening (ঘ) Heart

৪৫. সঠিক Sentence কোনটি?
(ক) Everybody have gone there
(খ) Everybody are gone there
● Everybody has gone there
(ঘ) Everybody have went ghere

৪৬. বাক্য সংকোচন করুন: 'মৃত্তিকা দিয়ে তৈরী'
● মৃন্ময় (খ) মেটেল
(গ) চিন্ময় (ঘ) মন্ময়

৪৭. 'ক্ষ' এর বিশিষ্ট রূপ কোনটি?
● ক + ষ (খ) ক + ষ + ণ
(গ) ক + ষ + ম (ঘ) হ + ম

৪৮. 'রামগরুড়ের ছানা' কথাটির অর্থ কী?
(ক) কাল্পনিক জন্তু ● গোমড়ামুখো লোক
(গ) মুরগি (ঘ) পুরানোক্ত পাখি

৪৯. কোন বানানটি শুদ্ধ?
● মুমূর্ষু (খ) মুমুর্ষু
(গ) মূমুর্ষ (ঘ) মূমূর্ষু

৫০. 'ক্ষীয়মান' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) বৃহৎ (খ) বর্ধিষ্ণু
(গ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ● বর্ধমান

৫১. 'যা সহজে অতিক্রম করা যায় না' এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?
(ক) অনতিক্রম্য (খ) অলঙ্ঘ্য
● দুরতিক্রম (ঘ) দুর্গম

৫২. কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) সমিচীন (খ) সমীচিন
● সমীচীন (ঘ) সমিচিন

৫৩. লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি?
(ক) সাহেব (খ) বেয়াই
(গ) সঙ্গী ● কৃতদার

৫৪. মৌলিক শব্দ কোনটি?
● গোলাপ (খ) শীতল
(গ) মেয়ে (ঘ) গৌরব

৫৫. কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ?
(ক) বাক্ + দান = বাগদান (খ) উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ
● পর + পর = পরস্পর (ঘ) সম্ + সার = সংসার

৫৬. 'গোফ-খেজুরে' এই বাগ্ধিধির অর্থ কি?
(ক) আরামপ্রিয় (খ) উদাসীন
● নিতান্ত অলস (ঘ) পরমুখাপেক্ষী

৫৭. একটি সংখ্যার তিনগুণের সাথে দ্বিগুণ যোগ করলে ৯০ হয়। সংখ্যাটি কত?
(ক) ১৬ ● ১৮
(গ) ২০ (ঘ) ২৪

৫৮. ১ বর্গ ইঞ্চি কত বর্গ সেন্টিমিটারের সমান?
(ক) ০.০৯২৯ (খ) ৭.৩২
● ৬.৪৫ (ঘ) ৬৪.৫০

৫৯. ১৯, ৩৩, ৫১, ৭৩ ..... পরবর্তী সংখ্যাটি কত?
(ক) ৮৫ (খ) ১২১
● ৯৯ (ঘ) ৯৮

৬০. P এর মান কত হলে $4x^2 + px + 9$ একটি পূর্নবর্গ হবে?
(ক) ১০ ● ১২
(গ) ৯ (ঘ) ১৬

৬১. ১/২, ৫/৬, ৩/৪, ৫/১২ এর গড় কত?
(ক) ৫/৪ (খ) ৫/২
(গ) ৫/১২ ● ৫/৮

৬২. ৭০ ডিগ্রী কোণের সম্পুরক কোণ কোনটি?
(ক) ৩৬০ ডিগ্রি (খ) ১৮০ ডিগ্রি
● ১১০ ডিগ্রি (ঘ) ৯০ ডিগ্রি

৬৩. টাকায় ৮টি খেজুর ক্রয় করে ৬০ শতাংশ লাভ করতে হলে কী দরে বিক্রয় করতে হবে?
(ক) টাকায় ৬টি ● টাকায় ৫টি
(গ) টাকায় ৯টি (ঘ) টাকায় ২৪টি

৬৪. কতজন বালককে ১২৫টি কমলালেবু এবং ১৪৫টি কলা সমানভাবে ভাগ করে দেয়া যাবে?
(ক) ২৫ জনকে (খ) ১৫ জনকে
(গ) ৩৫ জনকে ● ৫ জনকে

৬৫. দুটি সংখ্যার ল.সা.গু ৪৮ এবং গ.সা.গু ৪। একটি সংখ্যা ১৬ হলে, অপরটি কত?
● ১২ (খ) ২২
(গ) ২৪ (ঘ) ৩২

৬৬. ১টি খুটির অর্ধাংশে মাটির নিচে এক-তৃতীয়াংশে পানির মধ্যে ও ১২ ফুট পানির উপরে আছে। খুটির দৈর্ঘ্য কত?
● ৭২ ফুট (খ) ৮০ ফুট
(গ) ৬০ ফুট (ঘ) ৫৪ ফুট

৬৭. ৪ টাকায় ৫টি করে কিনে ৫ টাকায় ৫টি করে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?
(ক) ৪৫% (খ) ৪৮.৫০%
(গ) ৫২.৭৫% (ঘ) ৫৬.২৫%

৬৮. একটি গাড়ির চাকা প্রতি মিনিটে ৯০ বার ঘুরে। এক সেকেন্ডে চাকাটি কত ডিগ্রি ঘুরে?
(ক) ১৮০ ডিগ্রি (খ) ২৭০ ডিগ্রি
(গ) ৩৬০ ডিগ্রি ● ৫৪০ ডিগ্রি

৬৯. পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বয়সের চারগুণ। ৬ বছর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দশগুণ ছিল। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কত?
(ক) ৫৬ ও ১৪ (খ) ৩২ ও ৭
● ৩৬ ও ৯ (ঘ) ৪০ ও ১০

৭০. পরপর দশটি সংখ্যার প্রথম ৫টির যোগফল ৫৬০ হলে শেষ ৫টির যোগফল কত?
● ৫৮৫ (খ) ৫৮০
(গ) ৫৭৫ (ঘ) ৫৭০

CS CamScanner

সমাজসেবা অধিদপ্তর
অফিস সহায়ক'২০১৭
সময়: ৪০ মিনিট পরীক্ষার তারিখ : ১০.০৩.১৭ পূর্ণমান : ৪০

০১. বাংলা ভাষার স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?
● ১১ ও ৩৯ ⓑ ১৩ ও ৩৮
ⓒ ১৫ ও ৪১ ⓓ ১০ ও ৩৭

০২. কোনো কিছুর নামকে বলে-
ⓐ বিশেষ্য ● বিশেষণ
ⓒ ক্রিয়া ⓓ অব্যয়

০৩. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরুস্কার পান নিম্নবর্ণিত কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য।
ⓐ অগ্নিবীণা ⓑ পথের পাঁচালি
● গীতাঞ্জলি ⓓ সোনার তরী

০৪. বাংলা ভাষার পদ কয় প্রকার?
ⓐ দুই প্রকার ⓑ চার প্রকার
ⓒ তিন প্রকার ● পাঁচ প্রকার

০৫. 'রিক্সা' কোন দেশি শব্দ?
ⓐ বাংলাদেশি ● জাপানি
ⓒ রুশ ⓓ চীনা

০৬. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি রচনা করেন-
ⓐ সৈয়দ শামসুল হক ⓑ কাজী নজরুল ইসলাম
● শামসুর রাহমান ⓓ হুমায়ুন আহমেদ

০৭. বাক্য কত প্রকার?
ⓐ দুই প্রকার ⓑ চার প্রকার
● তিন প্রকার ⓓ পাঁচ প্রকার

০৮. বাংলাদেশ ছাড়াও কোন জায়গায় মানুষের মুখের ভাষা বাংলা?
ⓐ নদীয়া ⓑ অযোধ্যা
ⓒ আরাকান ● পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম

০৯. মোদের গরব মোদের আশা আ! মরি বাংলা ভাষা' গানের রচয়িতা কে?
ⓐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ● অতুল প্রসাদ সেন
ⓒ কাজী নুজরুল ইসলাম ⓓ আব্দুল গাফফার চৌধুরী

১০. কোনটি নুজরুল রচিত নাটক নয়?
ⓐ আলেয়া ⓑ ঝিলমিল
ⓒ পুতুলের বিয়ে ● পদ্মবতী

১১. পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মিলনকে কী বলে?
● সন্ধি ⓑ সমাস
ⓒ কারক ⓓ অনুসর্গ

১২. 'নাবিক' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ⓐ নাবি + ইক ⓑ নো + ইক
ⓒ নাবি + ঋক ● নৌ + ইক

১৩. কোনটি উভয় লিঙ্গ?
ⓐ বিদুষী ● সন্তান
ⓒ কনে ⓓ কলম

১৪. সৌভাগ্যের বিষয় কথাটিকে কোন বাগধারা দিয়ে বুঝানো হয়েছে?
● একাদশে বৃহস্পতি ⓑ কেউকেটা
ⓒ এলাহী ভরসা ⓓ গোঁফ খেজুড়ে

১৫. নিম্নের কোন বানানটি সঠিক?
ⓐ সমীচিন ⓑ সমিচিন
● সমীচীন ⓓ সমিচীন

১৬. Honey is____ sweet.
● very ⓑ excessive
ⓒ too much ⓓ much to

১৭. কোনটি Abstract noun?
ⓐ city ⓑ obey
ⓒ boy ● Humility

১৮. Back up means-
ⓐ stop ⓑ continue
● support ⓓ explode

১৯. Which one is singular number?
● criterion ⓑ Phenomena
ⓒ oases ⓓ ultimate

২০. Time and tide ___ for none.
● wait ⓑ waited
ⓒ waiting ⓓ will

২১. "All at once" phrase কথাটির অর্থ -
ⓐ to ● Suddenly
ⓒ Quickly ⓓ slowly

২২. He has been ill ___ Friday last.
ⓐ from ⓑ of
● since ⓓ in

২৩. He is __ M.A.
ⓐ a ⓑ or
ⓒ the ● an

২৪. কোনটি conjunction এর উদাহরণ?
ⓐ very ● or
ⓒ for ⓓ of

২৫. Parts of speech কত প্রকার?
ⓐ three ⓑ two
● eight ⓓ five

২৬. The poor deprived __ their rigts.
● of ⓑ in
ⓒ to ⓓ for

২৭. The correct spelling is :
ⓐ fulfell ⓑ fullfil
ⓒ fulfill ● fulfil

২৮. We কোন person?
ⓐ second ● first
ⓒ third ⓓ fourth

২৯. The girl takes __ her mother.
ⓐ with ⓑ for
ⓒ to ● after

৩০. Everyone should __ the truth.
● speak ⓑ speaking
ⓒ spoken ⓓ to speak

৩১. ১ মাইল = কত কিলোমিটার?
ⓐ ১.১০ ⓑ ১.২১
ⓒ ১.৫২ ● ১.৬২

৩২. ৬ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি = কত?
ⓐ ৩৬ ইঞ্চি ● ৩৬ বর্গ ইঞ্চি
ⓒ ৩ বর্গ ফুট ⓓ ৩ ফুট

৩৩. ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত ডিগ্রী?
● ১৮০ ⓑ ৩৩
ⓒ ৬০ ⓓ ৪০

৩৪. ৭৫ টাকায় ১৫টি বলপেন কিনে ৯০ টাকায় বিক্রি করলে কত লাভ হবে।
ⓐ ১৬% ⓑ ১৭%
ⓒ ১৮% ⓓ ১৯%

৩৫. $(x+y)^2-(x-y)^2$ = কত?
ⓐ xy ● 4xy
ⓒ 3xy ⓓ 2xy

৩৬. ১০০০ মিলিয়নে কত টাকা হয়?
ⓐ ১০০ কোটি ⓑ ১০ কোটি
● ১০ লক্ষ ⓓ ১০০ লক্ষ

৩৭. ১ ইঞ্চিতে কত সেন্টিমিটার?
ⓐ ৩.২১ সে. মি. ⓑ ৩.৫৪ সে. মি.
ⓒ ১.৩২ সে. মি. ● ২.৫৪ সে. মি.

৩৮. ৬.৪৩ × ১০ = কত?
ⓐ ৫৪.৩ ● ৬৪.৩
ⓒ ৬১.২ ⓓ ৭৪.৫

৩৯. নিচের কোনটি প্রকৃতি ভগ্নাংশ?
ⓐ $\frac{৪}{৩}$ ⓑ $\frac{৫}{২}$ ● $\frac{৫}{৬}$ ⓓ $\frac{১৫}{৭}$

৪০. ১ ঘন্টা কত সেকেন্ড?
● ৩৬০০ সে. ⓑ ৩০০০ সে.
ⓒ ৩২০০ সে. ⓓ ৩৫০০ সে.

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সহকারী শিক্ষক'২০১৭
সময়: ৬০ মিনিট পরীক্ষার তারিখ : ১৬.০৬.১৭ পূর্ণমান : ৭০

০১. বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় কোনটি?
ⓐ বাংলা ⓑ বাঙালি
ⓒ বাংলাদেশের বাঙালি ● বাংলাদেশী

০২. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান কোথায়?
ⓐ ফরিদপুর ⓑ শরীয়তপুর
ⓒ মাদারীপুর ● গোপালগঞ্জ

০৩. বাংলাদেশ টেষ্ট ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক কে?
ⓐ মাশরাফি মর্তুজা ⓑ সাকিব আল হাসান
● মুশফিকুর রহিম ⓓ তামিম ইকবাল

০৪. কোন জাতীয় খাদ্য পাকস্থলীতে অনেক্ষন থাকে?
● আমিষ ⓑ শর্করা
ⓒ স্নেহ ⓓ ভিটামিন

০৫. নিচের কোনটি সর্বনাম?
ⓐ করিম ● কী
ⓒ বালক ⓓ এবং

০৬. স্ক্যানার কি ধরনের ডিভাইস?
● ইনপুট ⓑ মেমোরি
ⓒ আউটপুট ⓓ প্রসেসিং

০৭. OMR এর পূর্নরূপ কী
ⓐ Optimal mark Reader
● Optical Mark Reader
ⓒ Optical Mark Recognition
ⓓ Optical Magnetic Recognition

০৮. RAM কী?
● অস্থায়ী মেমোরি ⓑ স্থায়ী মেমোরি
ⓒ সহায়ক মেমোরি ⓓ হার্ডডিস্ক

০৯. ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
● ইমানুয়েল ম্যাক্রো ⓑ অ্যাঙ্গেলা ম্যার্কেল
ⓒ ম্যালকম টার্নবুল ⓓ জাস্টিন ট্রুডো

১০. বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি কোনটি?
● ঐক্য ও সংহতি ⓑ মমত্ববোধ
ⓒ ভ্রাতৃত্ববোধ ⓓ ধর্মীয় ঐক্য

১১. ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসে ব্যবসা করাকে কী বলা হয়?
ⓐ ই-শপিং ● ই-কমার্স
ⓒ এম বিজনেস ⓓ মোবাইল বিজনেস

CS CamScanner

১২. অর্থ কোন ধরনের সম্পদ?
(ক) খনিজ (খ) মানবীয়
(গ) প্রাকৃতিক ● অমানবীয়

১৩. কোন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা বাড়িতে অতিথি এলে পান সুপারি ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করে?
(ক) গারো ● গাসি
(গ) ওরাঁও (ঘ) ত্রিপুরা

১৪. কোনটি সৌরজগতের বস্তু নয়?
(ক) পৃথিবী (খ) ধুমকেতু
● গ্যালাক্সি (ঘ) চাঁদ

১৫. জাঙ্ক ফুডে নিচের কোন দ্রব্যের আধিক্য থাকে?
● চর্বি (খ) ভিটামিন
(গ) শর্করা (ঘ) আমিষ

১৬. বছরের বৃহত্তম দিন কোনটি?
(ক) ২৩ মার্চ ● ২১ জুন
(গ) ২৩ সেপ্টেম্বর (ঘ) ২৩ ডিসেম্বর

১৭. চির বসন্তের শহর নামে পরিচিতি কোন দেশ?
(ক) রোম (খ) নরওয়ে
(গ) ভেনিস (ঘ) এথেন্স

১৮. জাতীয় স্মৃতি সৌধের স্থপতি কে?
(ক) হামিদুর রহমান (খ) তানভীর কবীর
● মইনুল হোসেন (ঘ) নিতুন কুন্ডু

১৯. মাকড়সার কয়টি পা আছে?
(ক) ৪টি (খ) ৬টি
● ৮টি (ঘ) ১০টি

২০. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তাটি কোন সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল স্থানে প্রচারিত হয়েছিল?
(ক) পুলিশ বাহিনী ● ইপিআর
(গ) সেনাবাহিনী (ঘ) বিডিআর

২১. নামাজ, রোজা কোন ভাষার শব্দ?
(ক) আরবি ● ফারসি
(গ) উর্দু (ঘ) তুর্কি

২২. নিচের কোনটি একটি দেশী শব্দ?
(ক) আনারস (খ) চন্দ্র
(গ) কষ্ট ● কুলা

২৩. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি কে?
(ক) তানভীর কবীর ● হামিদুর রহমান
(গ) হামিদুজ্জামান (ঘ) অক্ষয় বাদল

২৪. কোন নদীটি বঙ্গ জনপদের উত্তরাঞ্চলের সীমান ছিল?
● পদ্মা (খ) মেঘনা
(গ) যমুনা (ঘ) সুরমা

২৫. 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) দৌলত কাজী
(গ) মীর মশাররফ হোসেন ● বেগম রোকেয়া

২৬. 'একুশে ফেব্রুয়ারী' প্রথম সংকলনের সম্পাদক কে?
(ক) শওকত ওসমান (খ) জহির রায়হান
(গ) দৌলত কাজী ● হাসান হাফিজুর রহমান

২৭. দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘতম সেতু ঢোলা-সাদিয়া কোন দেশে অবস্থিত?
(ক) বাংলাদেশ ● ভারত
(গ) পাকিস্তান (ঘ) শ্রীলংকা

২৮. ক্যালকুলাস কে আবিষ্কার করেন?
(ক) কোপার ● নিউটন
(গ) গ্যালিলিও (ঘ) আর্কিমিডিস

২৯. 'টপ্পা' কী?
● এক ধরনের গান (খ) নাচের মুদ্রা
(গ) এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র (ঘ) বিশেষ ধরনের খেলা

৩০. 'নিষ্ঠা' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) নিস্+ঠা ● নিঃ+ঠা
(গ) নিঃ+ষ্ঠা (ঘ) কোনোটিই নয়

৩১. 'ঐচ্ছিক' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) আবশ্যক (খ) আবশ্যকীয়
● আবশ্যিক (ঘ) অত্যাবশ্যক

৩২. একটি দেশে উৎপাদন বাড়লে কি হবে?
(ক) দারিদ্র্য বেড়ে যাবে (খ) বেকারত্ব বাড়বে
(গ) মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে ● কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে

৩৩. খাঁটি বাংলা উপসর্গ কয়টি?
(ক) ২০টি ● ২১টি
(গ) ২২টি (ঘ) ২৫টি

৩৪. কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক বাংলা শব্দ?
● সতীন (খ) বিধবা
(গ) সপত্নী (ঘ) বিপত্নী

৩৫. 'বিস্ময়' এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
(ক) বিসশয় (খ) বিস্‌ময়
● বিশ্‌শয় (ঘ) বিশ্‌ময়

৩৬. 'বন্ধুর' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) মিষ্টি ● মসৃণ
(গ) অমসৃণ (ঘ) সমতল

৩৭. 'শরতের শিশির' বাগধারাটির অর্থ কী?
(ক) সচেতন হওয়া (খ) কাশফুলের শিশির
(গ) দুঃসময়ের বন্ধু ● ক্ষণস্থায়ী

৩৮. 'কর্মে ক্লান্তি নেই' এই বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ কী?
(ক) ক্লান্তিহীন (খ) অক্লান্ত
● অক্লান্ত কর্মী (ঘ) অবিশ্রাম

৩৯. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কত?
(ক) ৮ ● ১০
(গ) ১২ (ঘ) ১১

৪০. 'সন্ধি' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
(ক) সম+ধি ● সম্‌+ধি
(গ) সম+স্বিধ (ঘ) সন+ধি

৪১. শুদ্ধ বানান কোনটি?
● পিপীলিকা (খ) বুদ্ধিবীধি
(গ) অগ্নাশয় (ঘ) অত্তস্বত্বা

৪২. 'আমার টাকা ছিল না' এর সঠিক ইংরেজি কোনটি?
(ক) I have no money ● I had no money
(গ) I was no money (ঘ) I has no money

৪৩. He died – an accident.
(ক) of (খ) by
(গ) for ● from

৪৪. 'ক্ষ' যুক্তাক্ষরটি কোন কোন অক্ষরের যুক্তরূপ?
(ক) ক + খ (খ) খ + স + ম
(গ) ক + খ + ম ● ক + ষ

৪৫. নিচের কোন শব্দটি verb
(ক) Cloth (খ) Blood
(গ) Food ● Feed

৪৬. Beautiful শব্দটি একটি
(ক) Noun (খ) Verb
● Adjective (ঘ) Adverb

৪৭. আমি শব্দটি কোন লিঙ্গ?
(ক) পুংলিঙ্গ (খ) স্ত্রী লিঙ্গ
(গ) ক্লীব লিঙ্গ ● উভয় লিঙ্গ

৪৮. Ten years – a long time to wait.
(ক) have been (খ) are
● is (ঘ) were

৪৯. Each learner of English – a good dictionary.
(ক) need (খ) is
(গ) are ● needs

৫০. I don't have – furniture.
● much (খ) more
(গ) many (ঘ) too

৫১. Ten thousand dollars – a lot of money.
(ক) are ● is
(গ) will (ঘ) were

৫২. He is – MBBS.
(ক) a ● an
(গ) The (ঘ) no article

৫৩. He – go to his home yesterday.
(ক) does not ● did not
(গ) do not (ঘ) has not

৫৪. লুপ্ত সংখ্যাটি কত? ৮১ ২৭, – ৩, ১।
(ক) ৬ ● ৯
(গ) ১২ (ঘ) ১৫

৫৫. I know him এর passive ফরমটি কি?
(ক) He is known by me
● He is known to me
(গ) He was k nown to me
(ঘ) He has been known by me

৫৬. 90^0 কোণের পূরক কোণের মান কত?
● 0^0 (খ) 90^0
(গ) 180^0 (ঘ) 360^0

৫৭. ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ৫ ঘণ্টার কত অংশ?
● ১/৩ (খ) ২/৩
(গ) ১/৪ (ঘ) ৩/৪

৫৮. ১, ৯, ২৫, ৪৯, ৮১......ধারাটির পরবর্তী সংখ্যাটি কত?
(ক) ১০০ ● ১২১
(গ) ১৪৪ (ঘ) ১৪৫

৫৯. কোন ভগ্নাংশটি ২/৩ থেকে বড়?
(ক) ৩৩/৫০ ● ৮/১১
(গ) ৩/৫ (ঘ) ১৩/২৭

৬০. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা?
(ক) ৬ (খ) ৮
(গ) ৯ ● ৭

৬১. টাকায় ৩টি করে লেবু কিনে টাকায় ২টি করে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ হবে?
● ৫০% (খ) ২০%
(গ) ৩০% (ঘ) ৩৩%

৬২. কোনো সংখ্যার ৮ গুণ থেকে ২ গুণ বিয়োগ করলে ৭২ হয়?
(ক) ২৭ (খ) ১৬
● ১২ (ঘ) ৩০

CS CamScanner

৬৩. কোন সংখ্যার ৪০% এর সাথে ৪২ যোগ করলে যোগফল হবে ঐ সংখ্যাটি। উহা কত?
● ৭০ ⓑ ৮০
ⓒ ৯০ ⓓ ৭৫

৬৪. যদি হয়, a + b = 2, ab =1, তবে a এবং b এর মান যথাক্রমে
ⓐ ০,২ ● ১,১
ⓒ -১,৩ ⓓ -৩,-৪

৬৫. x >y এবং z <০ হলে নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ xz>yz ⓑ x/y >y/z
ⓒ z/x >z/y ● xz <yz

৬৬. ৩, ৯, ও ৪ এর চতুর্থ সমানুপাতিক কত?
ⓐ ১১/৮০ ⓑ ১১/২০
ⓒ ১/৯ ⓓ ১/৮

৬৭. একটি নৌকার স্রোতের অনুকূলে ঘণ্টায় ৮ কিলোমিটার এবং স্রোতের প্রতিকূলে ৪ কিলোমিটার যায়। নৌকার বেগ কত?
ⓐ ২কিমি ⓑ ৩ কিমি
ⓒ ৪ কিমি ● ৬ কিমি

৬৮. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে কয়টি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়?
ⓐ একটি ● দুইটি
ⓒ তিনটি ⓓ চারটি

৬৯. ব্যাংকে কত টাকা রাখলে ৮ শতাংশ হারে মুনাফায় ২ বছরের চক্রবৃদ্ধি মুলধন ৫২০০ টাকা হবে?
ⓐ ৪৫৫৮.১৬ টাকা ⓑ ৪০৪০.৭৫ টাকা
● ৪৪৫৮.১৬ টাকা ⓓ ৫০৫০.৬০ টাকা

৭০. লুপ্ত সংখ্যাটি কত? ৮১ ২৭, ..., ৩, ১।
ⓐ ৬ ● ৯
ⓒ ১২ ⓓ ১৫

সমাজসেবা অধিদপ্তর

অফিস সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর'২০১২

সময়: ১.৩০ ঘণ্টা পরীক্ষার তারিখ : ১৫.০৬.১২ পূর্ণমান : ১০০

১. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

প্রদত্ত শব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ
বিদ্যালয়	বিদ্যা + আলয়
নায়ক	নৈ + অক
পরীক্ষা	পরি + ঈক্ষা
উদ্ধার	উৎ + হার
সংবাদ	সম্ + বাদ

২. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন :

ক. আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) – আকাশ কুসুম চিন্তা না করে ভাল কাজে মনোযোগ দাও।

খ. চাঁদের হাট (ধনেজনে পরিপূর্ণ সংসার) – ছেলেমেয়েরা সবাই প্রতিষ্ঠিত এখন তোমার সংসার তো চাঁদের হাট।

গ. অকাল কুষ্মাণ্ড (অপদার্থ) – আরাফাত একটা অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলে, ওর দ্বারা কিছুই হবে না।

ঘ. ইঁদুর কপালে (মন্দভাগ্য) – আনিস এমবিএ পাস করেও চাকরি পেল না, এমন ইঁদুর কপালে আর দেখিনি।

ঙ. কাঁঠালের আমসত্ত্ব (অসম্ভব বস্তু) – ক্লাস না করেও একবারে প্রথম বিভাগে পাস! এ যে দেখি কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

৩. এক কথায় প্রকাশ করুন :

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
যিনি বক্তৃতা দানে পটু	বাগ্মী
যা আঘাত পায়নি	অনাহত
উপকারীর অপকার করে যে	কৃতঘ্ন
যা বলা হয় নি	অনুক্ত
একই গুরুর শিষ্য	সতীর্থ

৪. নিচের শব্দগুলো শুদ্ধ করে লিখুন :

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
মুমুর্ষ	মুমূর্ষু
প্রত্যয়ন	প্রত্যয়ন
অশ্রুজল	অশ্রু
সমিচিন	সমীচীন
দুরবস্থা	দুরবস্থা

৫. অনুচ্ছেদ লিখুন :
"নগরায়ন ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য" এর উপর ১৫০ শব্দের একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

৬. **Write a paragraph on 'Deforestation.'**

Ans: When trees and vegetation in a forest are cleared out it is known as deforestation. The land that is thus obtained by clearing the forest is then used for various purposes such as creating residential or industrial-areas or for the practice of agriculture or for laying roads or railway tracks. There has been large scale deforestation in India over the past couple of centuries. Deforestation leads to serious ecological consequences. Wildlife species that live on trees lose their homes. They search for other habitats where they can live or they perish. Trees are also a source of food for man and many herbivorous wildlife species of the forests. By cutting down trees this source of food is destroyed. Forest products are also a source of livelihood for people who live near forests. When forests are cleared out these communities suffer. Deforestation also disturbs the hydrological cycle and climatic patterns.

৭. **Make sentences with appropriate meaning:**
a. **Cats and dogs** (মুষলধারে): It was raining cats and dogs.
b. **By virtue of** (বলে): I am a member on the committee by virtue of my seniority.
c. **At sixes and sevens** (এলোমেলো): The books are at sixes and sevens on the table.
d. **Pros and cons** (খুঁটিনাটি): I know the pros and cons of the matter.
e. **To and fro** (এদিক-ওদিক): He is moving to and from.

৮. **Fill in the blank with appropriate preposition :**
a. He is senior ___ me.
b. The snack is made ___ rice.
c. Bangladesh won ___ three wickets.
d. I have no money ___ hand.
e. The statement is supported ___ necessary documents.

Ans: a) to; b) by; c) by; d) in; e) with.

৯. **Translate into English :**
a. রামের পাঁচ ভাই।
Ans: Ram has four brothers.
b. পাখি আকাশে উড়ে।
Ans: Birds fly in the sky.
c. সে সাঁতার জানে না।
Ans: He doesn't know how to swim.
d. বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ।
Ans: Bangladesh is riverine country.
e. স্টেশনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে ট্রেন ছেড়ে দিল।
Ans: No sooner had he arrived the station than the train left.

১০. **Change the voice :**
a. **The mango tastes sweet.**
Ans: The mango is sweet when it is tasted.
b. **Who killed the snake?**
Ans: By whom was the snake killed.
c. **Do it.**
Ans: Let it be done.
d. **She fans herself.**
Ans: She is fanned by herself.
e. **People laugh at him.**
Ans: He was laughed at by people.

১১. 8% হার সুদে 750 টাকা এবং 6% হার সুদে 1250 টাকা বিনিয়োগ করলে মোট মূলধনের উপর গড়ে শতকরা কত হারে সুদ পাওয়া যাবে?

১২. একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য 32 মিটার এবং প্রস্থ 24 মিটার। এর ভিতরে চারদিকে 2 মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত?

১৩. $a+\frac{1}{a}=3$ হলে প্রমাণ করুন যে, $a^3+\frac{1}{a^3}=18$

১৪. দুটি সংখ্যার সমষ্টি 75, বৃহত্তর সংখ্যাটির এক-তৃতীয়াংশ 30 অপেক্ষা যত কম, ক্ষুদ্রতর সংখ্যাটির চারগুণ 50 অপেক্ষা তত বেশি। সংখ্যা দুটি নির্ণয় করুন।

১৫. অনুচ্ছেদ লিখুন :
"বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সমুদ্র বিজয়" এর উপর ৫টি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

১৬. নিচের শব্দগুলোর পূর্ণরূপ লিখুন :
BBC – British Broadcasting Corporation.
BGB – Border Guard Bangladesh.
ICDDR,B – International Centre of Diarrhoeal Diseases Research, Bangladesh.
SAARC – South Asjan Association for Regional Coorporation
ROM – Read Only Memory.

১৭. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :
ক. বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা কোনটি?

CamScanner

খ. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তারিখ ও সন কত?

গ. বাংলাদেশের মোট আয়তন কত বর্গ কি.মি.?

ঘ. বাংলাদেশের সরকারি নাম কি?

ঙ. বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান?

চ. মাইক্রোসফট এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

ছ. মিয়ানমার এর গণতন্ত্রপন্থী নেত্রীর নাম কি?

জ. 'তাহরীর স্কয়ার' কোথায় অবস্থিত?

ঝ. চায়নার মুদ্রার নাম কি?

ঞ. ইথিওপিয়ার রাজধানীর নাম কি?

উত্তরঃ

ক) পঞ্চগড়, খ) ১০ জানুয়ারী ১৯৭২, গ) ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিমি, ঘ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ঙ) সংসদীয় পদ্ধতি, চ) বিল গেটস ও পল অ্যালেন, ছ) অং সান সুচি, জ) কায়রো, মিশর, ঝ) ইউয়ান, ঞ) আদ্দিস আবাবা।

সাম্প্রতিক তথ্য

জনসংখ্যা ও উপজাতি

* বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা – ১৬ কোটি ৯১ লক্ষ।
* বর্তমানে বাংলাদেশে গড় আয়ুষ্কাল – ৭২.৮ বছর (পু: ৭১.২ বছর ও মহিলা – ৭৪.৫ বছর)।
* বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার – ১.৩৭%।
* বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব – ১,১৪০ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটার।

অর্থ ও বাণিজ্য

* বাজারে চালুকৃত নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর আছে – ১, ২ ও ৫ টাকার নোটে।
* বাজারে চালুকৃত ব্যাংক নোট – ৭টি (১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০)।
* ২০২২ – ২০২৩ (৫১তম) অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট বাজেট – ৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা।
* জিডিপি প্রবৃদ্ধি – ৭.২%
* মূল্যস্ফীতি – ৫,৩%

করদাতা	সীমা
সাধারণ করদাতা	৩,০০,০০০ টাকা
মহিলা, ৬৫ বছর উর্ধ্ব ও তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা	৩,৫০,০০০ টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪,৫০,০০০ টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৪,৭৫,০০০ টাকা

* বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় – ২৮২৪ মার্কিন ডলার।

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক

ক্র.	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠা
১	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২
২	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২
৪	রুপালী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২
৫	বেসিক ব্যাংক লিমিটেট	১৯৮৮
৬	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	২০০৯

বাংলাদেশে চালুকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ ঃ

ক্র.	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠা
১	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭৬
২	আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮২
৩	সিটি ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
৪	উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
৫	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
৬	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
৭	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৪
৮	ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯২
৯	ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৩
১০	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
১১	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
১২	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
১৩	ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৬
১৪	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯
১৫	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯
১৬	মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯
১৭	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯
১৮	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯
১৯	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯
২০	ব্যাংক এশিয়া	১৯৯৯
২১	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	২০০১
২২	ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	২০০১
২৩	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩
২৪	পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩
২৫	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩
২৬	মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩
২৭	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩
২৮	মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩
২৯	এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩
৩০	সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড	২০১৬
৩১	কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	২০১৯
৩২	বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২০২০
৩৩	সিটিজেন ব্যাংক লিমিটেড	২০২০

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক সমূহ ঃ

ক্র.	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠা
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৯৮৩
২	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৭
৩	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
৪	আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
৫	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯
৬	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯
৭	এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯
৯	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩
১০	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩

বিদেশী ব্যাংকসমূহ

ক্র.	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠা
১	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১৯৪৮
২	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৯৫৫
৩	সিটি ব্যাংক-এন এ	১৮১২
৪	এইচএসবিসি	১৮৬৫
৫	উরি ব্যাংক	১৮৯৯
৬	হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	১৯৪১
৭	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৪৯
৮	ব্যাংক আল ফালাহ লিমিটেড	১৯৯৭
৯	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন	১৯২০

বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ (তফসিলী) ঃ

ক্র.	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠা
১	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১৯৭৩
২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৯৮৭
৩	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	২০১০

* বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বাণিজ্যিক ব্যাংক - ৬১টি (রাষ্ট্রাত্ত-৬+বেসরকারী-৩৩+ইসলামী-১০+বিদেশী-৯+বিশেষায়িত-৩)।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গর্ভনরসমূহ ঃ

ক্র.নং	গর্ভনরের নাম	মেয়াদকাল
১	এ এন এম হামিদুল্লাহ	১৯৭২-১৯৭৪
২	এ কে এন আহমেদ	১৯৭৪-১৯৭৬
৩	এম নুরুল ইসলাম	১৯৭৬-১৯৮৭
৪	শেগুফতা বখত চৌধুরী	১৯৮৭-১৯৯২
৫	খোরশেদ আলম	১৯৯২-১৯৯৬
৬	লুৎফর রহমান সরকার	১৯৯৬-১৯৯৮
৭	ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন	১৯৯৮-২০০১
৮	ড. ফকরুদ্দিন আহমেদ	২০০১-২০০৫
৯	ড. সালেহ আহমেদ	২০০৫-২০০৯
১০	ড. আতিউর রহমান	২০০৯-২০১৬
১১	ফজলে কবির	২০১৬ - ২০২২
১২	আব্দুর রউফ তালুকদার	২০২২-বর্তমান

CS CamScanner

বাংলাদেশের সম্পদ

বাংলাদেশের মোট চা বাগান – ১৬৭টি।

জেলা	চা বাগানের সংখ্যা	জেলা	চা বাগানের সংখ্যা
মৌলভীবাজার	৯১	পঞ্চগড়	৮
হবিগঞ্জ	২৫	রাঙ্গামাটি	২
চট্টগ্রাম	২১	ঠাকুরগাও	১
সিলেট	১৯		

অ্যাটর্নী জেনারেলদের তালিকাঃ

ক্র.	নাম	মেয়াদকাল
১	এম. এইচ খন্দকার	২১.০১.৭২-১৭.১২.৭২
২	ফকির সাহাবউদ্দিন আহমেদ	১৮.১২.৭২-২১.০৩.৭৬
৩	সৈয়দ ঈশতিয়াক আহমেদ	২২.০৩.৭৬-০৬.০৫.৭৬
৪	খন্দকার আবু বকর	১০.০৫.৭৬-১৩.০৩.৮৫
৫	এম. নুরুল্লাহ	১৪.০৩.৮৬-০৬.০৪.৯০
৬	রফিক-উল-হক	০৭.০৪.৯০-১৭.১২.৯০
৭	আমিনুল হক	১৮.১২.৯০-১৩.০৭.৯৫
৮	এম. নুরুল্লাহ	২৬.০৭.৯৫-২৬.০৬.৯৬
৯	কে . এম. নবী	৩১.০৭.৯৬-৩০.০৫.৯৮
১০	মাহমুদুল ইসলাম	১৬.০৭.৯৮-০৯.১০.০১
১১	এ. এফ. হাসান আরিফ	১৪.১০.০১-৩০.০৪.০৫
১২	এ. জে. মোহাম্মদ আলী	৩০.০৪. ০৫-২৪.০১.০৭
১৩	ফিদা এম. কামাল	০৫.০২.০৭-১৬.০৭.০৮
১৪	সলাউদ্দিন আহমেদ	২০.০৭.০৮-১২.০১.০৯
১৫	মাহবুবে আলম	১৩.০১.০৯-২৭.৯.২০
১৬	আবু মোহাম্মদ আমিন	১১.১০.২০২০-বর্তমান

প্রধান বিচারপতিগণের তালিকাঃ

ক্র.	নাম	মেয়াদকাল
১	আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম	১২.০১.৭২-০৬.১১.৭৫
২	সৈয়দ এ.বি মাহমুদ হোসেন	০৭.১১.৭৫-০১.০২.৭৮
৩	কামালউদ্দিন হোসেন	০২.০২.৭৮-১২.০৪.৮২
৪	এফ.কে.এম আব্দুল মুনীম	১৩.০৪.৮২-৩০.১১.৮৯
৫	বদরুল হায়দার চৌধুরী	০১.১২.৮৯-৩১.১২.৮৯
৬	শাহাবুদ্দিন আহমদ	১৪.০১.৯০-০১.০২.৯৫
৭	মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	০১.০২.৯৫-৩০.০৪.৯৫
৮	এটিএম আফজাল	০১.০৫.৯৫-০১.০৬.৯৯
৯	মুস্তাফা কামাল	০১.০৬.৯৯-৩১.১২.৯৯
১০	লতিফুর রহমান	০১.০১.০০-২৮.০২.০১
১১	মাহমুদুল আমিন চৌধুরী	২৮.০২.০১-১৮.০৬.০২
১২	মাইনুর রেজা চৌধুরী	১৯.০৬.০২-২২.০৬.০৩
১৩	খন্দকার মাহমুদুর হাসান	২৩.০৬.০৩-২৬.০১.০৪
১৪	সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির হোসেন	২৭.০১.০৪-২৮.০২.০৭
১৫	মোঃ রুহুল আমিন	০১.০৩.০৭-৩১.০৫.০৮
১৬	এম এম রুহুল আমিন	০১.০৬.০৮-২২.১২.০৯
১৭	মোঃ তাফাজ্জুল ইসলাম	২৩.১২.০৯-০৭.০২.১০
১৮	মোহাম্মদ ফজলুল করিম	০৮.০২.১০-৩০.০৯.১০
১৯	এ.বি.এম খায়রুল হক	০১.১০.১০-১৭.০৫.১১
২০	মোঃ মোজাম্মেল হোসাইন	১৮.০৫.১১-১৬.০১.১৫
২১	সুরেন্দ্র কুমার সিনহা	১৭.০১.১৫-১১.১১.১৭
২২	সৈয়দ মাহমুদ হোসেন	০২.০২.২০১৮-৩০.১২.২১
২৩	হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী	৩০.১২.২১-বর্তমান

প্রধান নির্বাচন কমিশনারগণের তালিকাঃ

ক্র.	নাম	মেয়াদকাল
১	বিচারপতি এম ইদ্রিস	০৭.০৭.-৭২-০৮.০৭.৭৭
২	বিচারপতি এ.কে.এম নুরুল ইসলাম	০৮.০৭.৭৭-১৭.০২.৮৫
৩	বিচারপতি এ.টি.এম মাসুদ	১৭.০২:৮৫-১৭.০২.৯০
৪	বিচারপতি সুলতান হোসেন খান	১৭.০২.৯০-২৪.১২.৯০
৫	বিচারপতি এম.এ. রউফ	২৫.১২.৯০-১৮.০৪.৯৫
৬	বিচারপতি এ.কে.এম সাদেক	২৭.০৪.৯৫-০৬.০৪.৯৬
৭	মোহাম্মদ আবু হেনা	০৯.০৪.৯৬-০৮.০৫.০০
৮	এম. এ সাঈদ	২৩.০৫.০০-২২.০৫.০৫
৯	বিচারপতি এম. এ আজিজ	২৩.০৫.০৫-২১.০১.০৭
১০	ড. এ টি এম শামসুল হুদা	০৫.০২.০৭-০৫.০২.১২
১১	কাজী রকিব উদ্দীন	০৯.০২.১২-০৯.০২.১৭
১২	কে এম নুরুল হুদা	১৫.০২.১৭-১৪.০২.২২
১৩	কাজী হাবিবুল আউয়াল	২৭.০২.২২-বর্তমান

কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানগণের তালিকাঃ

ক্র.	নাম	মেয়াদকাল
১	ড. এ কিউ এম বজলুল করিম (১ম কমিশন)	১৫.৫.৭২-১৫.১২.৭৭
২	মহিউদ্দিন আহমদ (২য় কমিশন)	১৫.৫.৭২-১৫.১২.৭৭
৩	এম মইনুল ইসলাম	২২.১২.৭৭-২১.১২.৮২
৪	ফয়েজ উদ্দিন আহমদ	২২.১২.৮২-৩১.০৫:৮৬
৫	এস.এম আল হোসায়নী	০১.০৬.৮৬-০১.০৫.৯১
৬	অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দীন আহম্মেদ	১৪.০৯.৯১-৩১.০১.৯৩
৭	মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)	০১.০২.৯৩-০৬.০৩.৯৩
৮	প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা চৌধুরী	২৫.০৩.৯৮-২৩.০১.০২
৯	অধ্যাপিকা জেড.এন তাহমিনা বেগম	০৯.০৫.০২-০৭.০৫.০৭
১০	ড. সা'দাত হুসাইন	০৯.০৫.০৭-২৩.১১.১১
১১	এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী	২৭.১১.১১-২০.১২.১৩
১২	ইকরাম আহমেদ	২৪.১২.১৩-১৩.০৪.১৬
১৩	ড. মোহাম্মদ সাদিক	০২.০৫.১৬-১৮.৯.২০
১৪	মোঃ সোহরাব হোসেন	২১.০৯.২০-বর্তমান

বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ

গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপন্যাসের নাম

লেখকের নাম	উপন্যাসের নাম
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকান্ত, পথের দাবী, পল্লী সমাজ, বড়দিদি, মেজদিদি, দেবদাস, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, বৈকণ্ঠের উইল, দত্তা, শেষ প্রশ্ন, শেষের পরিচয়, চরিত্রহীন, বিরাজবউ।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দুর্গেশনন্দিনী, কপাল কুন্ডলা, রজনী, রাজসিংহ, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষ বৃক্ষ, মৃনালিণী, ইন্দিরা, ত্রয়ী উপন্যাস (সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী ও আনন্দমঠ)
ইমদাদুল হক মিলন	রূপনগর, সারাবেলা, ১২ রকমের মানুষ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	পদ্মা নদীর মাঝি, জননী, পুতুল নাচের ইতিকথা, শহর বাসের ইতিকথা
জহির রায়হান	হাজার বছর ধরে, বরফ গলা নদী, আর কত দিন, শেষ বিকেলের মেয়ে
শহীদুল্লাহ কায়সার	সারেং বউ, সংসপ্তক
হুমায়ুন আহমেদ	বহুব্রীহি, হিমু, রজনী, নন্দিত নরকে, অয়োময়, দারুচিনি দ্বীপ, শঙ্খনীল কারাগার, এইসব দিনরাত্রি, নক্ষত্রের রাত, দূরে কোথায়, কোথাও কেউ নেই, আজ রবিবার
বেগম রোকেয়া	অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন।
শওকত ওসমান	জননী, ক্রীতদাসের হাসি, বনি আদম, রাজা উপাখ্যান।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	পথের প্যাচালী, আরন্যক, অপরাজিতা, অশনি সংকেত, ইছামতি
সেলিনা হোসেন	জলোচ্ছ্বাস, পোকা মাকড়ের ঘর বসতি, কাটাতারে প্রজাপতি, যাপিত জীবন।
তারা সংকর বন্দোপাধ্যায়	একটি কালো মেয়ের কথা, কবি, ত্রয়ী উপন্যাস (গনদেবতা, ধাত্রীদেবতা ও পঞ্চগ্রাম)
সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ	লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো
সৈয়দ মুজতবা আলী	শবনম, অবিশ্বাস্য
মীর মোশাররফ হোসেন	রত্নাবতী, বিষাদ সিন্ধু, গাজী মিয়ার বস্তানী, উদাসীন পথিকের মনের কথা
আল মাহমুদ	উপমহাদেশ, কাবিলের বোন, আগুনের মেয়ে, ডাহুকী।
শামসুদ্দিন আবুল কালাম	কাশবনের কন্যা, কাঞ্চন মালা, কাঞ্চন গ্রাম, আলম নগরের উপকথা
অদ্বৈত মল্লবর্মন	তিতাস একটি নদীর নাম
প্যারী চাঁদ মিত্র	আলালের ঘরের দুলাল, আধ্যাত্মিক
নজিবর	আনোয়ারা
শওকত আলী	ওয়ারিশ, প্রদোশে প্রাকৃতজন
কাজী ইমদাদুল হক	আবদুল্লাহ
কালী প্রসন্নসিংহে	হুতুম পেঁচার নকশা
মোজাম্মেল হক	জোহরা
সৈয়দ শামসুল হক	সীমানা ছাড়িয়ে
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	রায় নন্দিনী
জসীম উদ্দিন	বোবা কাহিনী
শামসুর রাহমান	অক্টোপাস
রশীদ করিম	উত্তম পুরুষ
আবু জাফর শামসুদ্দিন	পদ্মা মেঘনা যমুনা
খন্দকার মোঃ ইলিয়াস	কত ছবি কত গান
আব্দুর রাজ্জাক	কন্যা কুমারী
হুমায়ুন কবীর	নদী ও নারী
দিলারা হাসেম	ঘর মন ও জানালা
নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী	রূপজালাল
প্রথমনাথ বিশি	কেরী সাহেবের মুন্সি
আবু ইসহাক	সূর্য দীঘল বাড়ি
আবুল মনসুর আহমেদ	আবে হায়াত, সত্য মিথ্যা, জীবন ক্ষুধা।
আলা উদ্দিন আল আজাদ	তেইশ নম্বর তৈল চিত্র, কর্ণফুলী
আব্দুল গাফফার চৌধুরী	চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান
ডাঃ নীলিমা ইব্রাহীম	বিশ শতকের মেয়ে
আহসান হাবীব	অরণ্যে নীলিমা, রানী খালের সাঁকো।
হুমায়ুন আজাদ	ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল

CS CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাটকের নাম

লেখকের নাম	নাটকের নাম
আব্দুল্লাহ আল মামুন	সেনাপতি, সুবচন নির্বাসন
মামুনুর রশীদ	ওরা কদম আলী, ইবলিশ
মুনীর চৌধুরি	কবর, রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি, মানুষ
দীন বন্ধুমিত্র	নীল দর্পন, লীলাবতি, কমলে কামিনী, নবীন তপস্বিনী।
মীর মোশাররফ হোসেন	জমীদার দর্পন, বসন্ত কুমারী, টালা অভিনয়, বেহুলা গীতাভিনয়
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	সাজাহান, নুরজাহান, তারাবাঈ
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতি, মায়াকানন।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	রমা, ষোড়শী, বিজয়া
কাজী নজরুল ইসলাম	পুতুলের বিয়ে, মধুমালা, ঝিলিমিলি, আলেয়া
শওকত ওসমান	আমলার মামলা, কাকর মনি, তস্কর ও লস্কর।
জসীম উদ্দিন	বেদের মেয়ে, পল্লীবধূ, মধুমালা, পদ্মপার, গ্রামে মায়া।
জিয়া হায়দার	এলেবেলে
নুরুল মোমেন	নেমেসিস
ইব্রাহীম খলিল	স্পেন বিজয়ী মুসা
ইব্রাহীম খাঁ	কাফেলা, ওমর ফারুক, আনোয়ার পাশা, কামাল পাশা।
সেলিম আল দীন	জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন, মনতাজীর ক্যাপ্টেন, চাকা, হাত হদাই, কিত্তন খোলা।
সিকান্দার আবু জাফর	সিরাজদ্দৌলা
তুলসী লাহিড়ী	ছেড়া তার, পথিক
আনিস চৌধুরী	মানচিত্র
আলাউদ্দিন আল আজাদ	নরকে লাল গোলাপ

গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাব্যগ্রন্থের নাম

লেখকের নাম	কাব্যগ্রন্থের নাম
মীর মোশাররফ হোসেন	মোসলেম বীরত্ব
জসীম উদ্দিন	রাখালী, নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদীয়ার ঘাট, মা যে জননী কাঁদে, ধানক্ষেত, মাটির ময়না, বালুচর
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	তিলোত্তমা সম্ভব, বীরঙ্গনা
সুকান্ত ভট্টাচার্য	ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস
শামসুর রাহমান	প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে, বিধ্বস্ত নীলিমা, বন্দী শিবির থেকে, নিরালোকে দিব্যরথ, বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, প্রথম গান।
জীবনানন্দ দাস	রূপসী বাংলা, ঝরা পালক, বনলতা সেন, ধূসর পান্ডুলিপি, মহা পৃথিবী, বেলা অবেলা, কাল বেলা।
ফররুখ আহমেদ	সাত সাগরের মাঝি, হাতেম তাই, নৌফেল ও হাতেম, সিরাজাম মুনীরা
গোলাম মোস্তফা	বুলবুলিস্তান, সাহারা, রক্তরাগ, বনি আদম, হাসনাহেনা
সুফিয়া কামাল	সাঝের মায়া
কায়কোবাদ	অশ্রুমালা, বিরহ বিলাপ, শিব মন্দির, অমিয় ধারা।
আহসান হাবিব	রাত্রিশেষ, ছায়া হরিণ, মেঘ বলে চৈত্রে যাব, সারা দুপুর, আশায় বসতি।
আল মাহমুদ	সোনালী কাবিন, পাখির কাছে ফলের কাছে, বখতিয়ারের ঘোড়া, লোক-লোকান্তর, কালের কলস।
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	অনল প্রবাহ

গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাব্যের নাম

কবির নাম	কাব্যের নাম
ফররুখ আহমেদ	সাত সাগরের মাঝি, পাঞ্জেরী, মেঘ বৃষ্টি আলোর দেশে।
জসীম উদ্দিন	কবর, রাখাল ছেলে, আসমানি, চাষার ছেলে।
বেগম সুফিয়া কামাল	রূপসী বাংলা, তাহারেই মনে পড়ে।
জীবনান্দ দাস	আবার আসিব ফিরে, বনলতা সেন, বাংলার তীরে।
সুকান্ত ভট্টাচার্য	ছাড়পত্র, আঠারো বছর বয়স, রানার, এক যে ছিল, উদ্যোগ।
শামসুর রাহমান	স্বাধীনতা তুমি, পণ্ডশ্রম, তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা।
কায়কোবাদ	আযান।
গোলাম মোস্তফা	বনভোজন, তরুণের অভিযান।
আব্দুল হাকিম	বঙ্গবানী।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কপোতাক্ষ নদ, বঙ্গভাষা।
সিকান্দার আবু জাফর	আমাদের সংগ্রাম চলবেই।
হোসনে আরা	সফদার ডাক্তার
অমিয় চক্রবর্তী	বাংলাদেশ
রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	বাতাসে লাশের গন্ধ
শেখ ফজলুল করিম	স্বর্গ ও নরক
আলী আহসান	একক সন্ধ্যায় বসন্ত, আমার পূর্ব বাংলা, প্রষ্টা
আহসান হাবিব	মেলা, মেঘনা পারের ছেলে।
আল মাহমুদ	লোলক

মহাকাব্যের নাম

লেখকের নাম	মহাকাব্যের নাম
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	মেঘনাদবধ
কায়কোবাদ	মহাশ্মশান
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্পেন বিজয় কাব্য
নবীনচন্দ্র সেন	ত্রয়ী মহাকাব্য (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস)
হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বৃত্রসংহার
বাল্মীকি	রামায়ণ
বেদব্যাস	মহাভারত
মিলটন	প্যারাডাইস লস্ট
ফেরদৌসি	শাহনামা

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনীর নাম

রচয়িতা	গ্রন্থের নাম
ইব্রাহিম খাঁ	ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র, নয়াচীনে এক চক্কর
ড. মুহম্মদ এনামুল হাই	বুলগেরিয়া ভ্রমণ
জসীম উদ্দীন	চলে মুসাফির, হলদে পরীর দেশে, যে দেশে মানুষ বড়
সঞ্জিব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পালামৌ
সৈয়দ মুজতবা আলী	দেশে বিদেশে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাশিয়ার চিঠি
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	তুরস্ক ভ্রমণ
এস ওয়াজেদ আলী	মোটর যোগে রাঁচি সফর
বেগম সুফিয়া কামাল	সোভিয়েতের দিনগুলি
অন্নদাশঙ্কর রায়	পথে প্রবাসে
নির্মলেন্দু গুণ	ভলগার তীরে, দিকবর্দের সঙ্গে
ফজল শামসুজ্জামান	অন্য পৃথিবী
সত্যেন সেন	পাতাকা বাহার
সৈয়দ আবদুস সুলতান	পথের দেখা, পঞ্চনদীর পলিমাটি
শহীদুল্লাহ কায়সার	পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ
জহুরুল হক	সাতসাতার
সৈয়দ আলী আহসান	প্রেম যেখানে সর্বস্ব
সানাউল হক	বন্দর থেকে বন্দরে
ইব্রাহিম খলিল	সীমান্তের চিঠি
আ.ন.ম বজলুর রশীদ	দ্বিতীয় পৃথিবীতে, দুই সাগরের দেশে, পথ ও পৃথিবী, পথ বেঁধে দিল

গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিশুতোষ গ্রন্থ

রচয়িতা	গ্রন্থের নাম
সুকুমার রায়	হ-য-ব-র-ল, বহুরূপী, খাই খাই, আবোল তাবোল, পাগলা দাশু
কাজী নজরুল ইসলাম	সাত ভাই চম্পা, ঝিঙে ফুল
জসীম উদ্দীন	ডালিম কুমার, এক পয়সার বাঁশি, হাসু
সুফিয়া কামাল	ইতল বিতল, নওল কিশোরের দরবারে
ফররুখ আহমদ	পাখির বাসা, হরফের ছড়া, ছড়ার আসর
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	বর্ণ পরিচয়
নির্মলেন্দু গুণ	কালোমেঘ, বাবা যখন ছোট্ট ছিলেন
আহসান হাবীব	ছুটির দিন দুপুরে, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	সেকেলের রূপকথা, ছোটদের রসুলুল্লাহ (সা.), শেষ নবীর সন্ধানে
বন্দে আলী মিয়া	ডাইনী বউ, কুঁচবরণের কন্যা, রূপকথা, চোর জামাই, মৃগপরী
সৈয়দ শামসুল হক	আলু বড় হয়, হডসনের বন্দুক, সীমান্তের সিংহাসন
শামসুর রাহমান	এলাটিং বেলাটিং, ধান ভানলে কুঁড়ো দিবো
শওকত ওসমান	তারা দুইজন, ওটেন সাহেবের বাংলো, ক্ষুদে সোসালিস্ট

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ

লেখকের নাম	ধরন	গ্রন্থসমূহ
সৈয়দ শামসুল হক	নাটক	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
	উপন্যাস	নিষিদ্ধ লোবান, নীলদংশন
আনোয়ার পাশা	উপন্যাস	রাইফেল রোটি আওরাত
শওকত ওসমান	উপন্যাস	জাহান্নাম হতে বিদায়, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য
	গল্প	জন্ম যদি তব বঙ্গে
হুমায়ূন আহমেদ	উপন্যাস	আগুনের পরশমনি, শ্যামল ছায়া
সেলিনা হোসেন	উপন্যাস	হাঙর নদী গ্রেনেড, যুদ্ধ
	প্রবন্ধ	একাত্তরের ঢাকা
মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	নাটক	বকুল পুরের স্বাধীনতা, বর্ণচোর, কী চাহ শঙ্খচিল
সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ	নাটক	তরঙ্গ ভঙ্গ

CS CamScanner

লেখকের নাম	ধরন	গ্রন্থসমূহ
জাহানারা ইমাম	স্মৃতিকথা	একাত্তরের দিনগুলি
সুফিয়া কামাল	স্মৃতিকথা	একাত্তরের ডায়েরি
এম আর আক্তার মুকুল	স্মৃতিকথা	আমি বিজয় দেখেছি
ড. নীলিমা ইব্রাহিম	প্রবন্ধ	আমি বীরাঙ্গনা বলছি
শামসুর রাহমান	সম্পাদিত গ্রন্থ	বাংলাদেশ কথা কয়
জহির রায়হান	চলচ্চিত্র	স্টপ জেনোসাইড
চাষী নজরুল ইসলাম	চলচ্চিত্র	ওরা এগার জন

গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রহসনের নাম

রচয়িতা	প্রহসনের নাম
দীনবন্ধু মিত্র	সধবার একাদশী, বিয়ে পাগল বুড়ো
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ
মীর মশাররফ হোসেন	এর উপায় কি?, ভাই ভাই এই তো চাই, একি, ফাঁস কাগজ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	গোড়ায় গলদ, বৈকুন্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, শেষ রক্ষা
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	এক ঘরে, কলি অবতার, প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম, আনন্দ বিহার
প্যারীচাঁদ মিত্র	মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	বেল্লিক বাজার বড়দিনের বকশিস, সপ্তমীতে বিসর্জন
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	কিছু কিছু বুঝি
মুন্সি নামদার	দুই সতীনের ঝগড়া, নন্দভাজের ঝগড়া, কলির বউ ঘর ভাঙানি, কলির বউ হাড় জ্বালানি, বড়গাঁয়ে শিয়াল রাজা, খেলারামের জাত
অমৃতলাল বসু	কালাপানি, চোরের ওপর বাটপারি, বিবাহ বিভ্রাট, ডিসমিশ, চাটুজ্যে ও বাড়ুজ্যে
রাম নারায়ন তর্করত্ন	উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান, যেমন কর্ম তেমন ফল
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের গ্রন্থসমূহ

লেখকের নাম	ধরন	গ্রন্থসমূহ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কাব্যগ্রন্থ	বনফুল, গীতাঞ্জলি, বলাকা, সঞ্চয়িতা, চিত্রা, মানসী, সোনারতরী, মহুয়া, চৈতালী
	নাটক	বসন্ত, কালের যাত্রা, শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, রাজা, মুক্তধারা, ডাকঘর, তাসের দেশ, রক্তকরবী, চন্ডালিকা, মালিনি, তাপসী
	উপন্যাস	গোরা, চার অধ্যায়, বৌ ঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষি, ঘরে বাইরে, শেষের কবিতা, করুণা, দুইবোন, মালঞ্চ, যোগাযোগ, নৌকা ডুবি, চোখের বালি
	ছোট গল্প	ছুটি, হৈমন্তি, পোস্টমাস্টার, কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, দেনা পাওনা, নষ্ট নীড়।
	প্রহসন	চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা, বৈকন্ঠের খাতা
কাজী নজরুল ইসলাম	উপন্যাস	বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা
	কাব্যগ্রন্থ	দোলনচাপা, মরুভাস্কর, ফণিমনসা, ভাঙ্গার গান, ঝিঙ্গে ফুল, সাম্যবাদী, সর্বহারা, প্রলয়শিখা, সন্ধ্যা, অগ্নিবীনা, বিষের বাঁশী, ছায়ানট, সিন্ধু হিন্দোল, নতুন চাঁদ

বাংলা সাহিত্যকর্মে নামের মিল

সংস্কৃতির ভাঙা সেতু (প্রবন্ধ)	আখতারুজ্জামান
সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (প্রবন্ধ)	শওকত ওসমান
সংস্কৃতির রূপান্তর ও বাঙ্গালির সংস্কৃতি প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)	গোপাল হালদার
সংস্কৃতির কথা (প্রবন্ধ)	মোতাহার হোসেন চৌধুরী
সংস্কৃতির সংকট (প্রবন্ধ)	বদরুদ্দিন উমর
জননী (উপন্যাস)	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
জননী (উপন্যাস)	শওকত ওসমান
সঞ্চয়িতা (কাব্য সংকলন)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সঞ্চিতা (কাব্য সংকলন)	কাজী নজরুল ইসলাম
মানচিত্র (নাটক)	আনিস চৌধুরী

মানচিত্র (কাব্য/কবিতা)	আলাউদ্দিন আজাদ
দেনা পাওনা (উপন্যাস)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দেনা পাওনা (ছোট গল্প)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জীবন ক্ষুধা (উপন্যাস)	আবুল মনসুর আহমেদ
মৃত্যু ক্ষুধা (উপন্যাস)	কাজী নজরুল ইসলাম
মরুভাস্কর (জীবনীগ্রন্থ)	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
মরু-ভাস্কর (কাব্য), মরুসূর্য	কাজী নজরুল ইসলাম
মরুসূর্য (কাব্য)	আ ন ম বজলুর রশীদ
শেষ বিকেলের মেয়ে (উপন্যাস)	জহির রায়হান
শেষ প্রশ্ন, শেষের পরিচয় (উপন্যাস)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শেষ লেখা, শেষ সপ্তক, শেষের কবিতা (উপন্যাস)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেষ পান্ডুলিপি	বুদ্ধদেব বসু
অভিযাত্রিক (কাব্য)	বেগম সুফিয়া কামাল
অভিযাত্রিক (উপন্যাস)	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অরণ্য গোধুলি (কাব্য)	বন্দে আলী মিয়া
অরণ্যে নীলিমা (উপন্যাস)	আহসান হাবিব
আরণ্য বহ্নি (উপন্যাস)	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
আরণ্যক (উপন্যাস)	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ধর্ম বিজয় (নাটক)	রাম নারায়ণ তর্করত্ন
রসুল বিজয় (কাব্য)	জয়েন উদ্দিন/সৈয়দ সুলতান
স্পেন বিজয় (মহাকাব্য)	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
সিন্ধু বিজয় (নাটক)	আকবর উদ্দীন
শ্রীকৃষ্ণবিজয় (কাব্য)	মালাধর বসু
পদ্ম গোখরা (গল্প)	কাজী নজরুল ইসলাম
পদ্ম রাগ (উপন্যাস)	বেগম রোকেয়া
পদ্মাবতী (নাটক)	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
পদ্মাবতী (কাব্য)	আলাওল
পদ্মাবলী (সমালোচনামূলক গ্রন্থ)	সৈয়দ আলী আহসান
নীল দংশন (উপন্যাস)	সৈয়দ শামসুল হক
নীলদর্পণ (নাটক)	দীনবন্ধু মিত্র
নীললোহিত (গল্প)	প্রমথ চৌধুরী
মহাভারত (মহাকাব্য)	বেদব্যাস
মহাশ্মশান (মহাকাব্য)	কায়কোবাদ
মহাপতঙ্গ (উপন্যাস)	আবু ইসহাক
মহাশিক্ষা	ইসমাইল হোসেন সিরাজী
রত্নাবতী (উপন্যাস)	মীর মোশাররফ হোসেন
রত্নাবলী (নাটক)	রাম নারায়ণ তর্করত্ন

উন্নত জীবন, মহৎ জীবন, উচ্চ জীবন, মহা জীবন, মানব জীবন (প্রবন্ধ)	ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের ডায়েরি	বেগম সুফিয়া কামাল
একাত্তরের নিশান	রাবেয়া খাতুন
একাত্তরের বর্ণমালা	এম আর আখতার মুকুল
একাত্তরের বিজয়গাথা	মেজর রফিকুল ইসলাম
একাত্তরের গীত	কাহরিয়ার কবির
একাত্তরের কথামালা	বেগম নুরজাহান
একাত্তরের রণাঙ্গন	শামসুল হুদা চৌধুরী
রক্তরাগ (কাব্য)	গোলাম মোস্তফা
রক্তকরবী (নাটক)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রক্তাক্ত প্রান্তর (নাটক)	মুনীর চৌধুরী
বাংলা ব্যাকরণ	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গৌড়ীয় ব্যাকরণ	রাজা রামমোহন রায়
আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ	জগদীশচন্দ্র ঘোষ
ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ)	ড. দীনেশচন্দ্র সেন
বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ)	সুকুমার সেন
ভাষা ও সাহিত্য (প্রবন্ধ)	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ভাষা ও সাহিত্য (প্রবন্ধ)	ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রবন্ধ)	ড. দীনেশচন্দ্র সেন
বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ)	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ).	মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান
বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রবন্ধ)	গোপাল হালদার
মুসলিম বাংলা সাহিত্য (প্রবন্ধ)	মুহম্মদ এনামুল হক
বাংলার লোকসাহিত্য (প্রবন্ধ)	ড. আনিসুজ্জামান
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য (প্রবন্ধ)	ড. মুহম্মদ শরীফ
বাঙালীর ইতিহাস (প্রবন্ধ)	ড. নীহাররঞ্জন রায়
ভবিষ্যতের বাঙালী (প্রবন্ধ)	এস ওয়াজেদ আলী
আত্মঘাতী বাঙালী (প্রবন্ধ)	নীরদ চন্দ্র চৌধুরী
সাবাস বাঙালী (প্রবন্ধ)	ড. অমৃতলাল বাবু

CS CamScanner

প্রকৃত নাম, ছদ্মনাম ও উপাধি

প্রকৃত নাম	উপাধি	ছদ্মনাম
মুকুন্দরাম	কবি কঙ্কন	-
মালাধর বসু	গুণরাজ খান	-
বাহরাম খান	দৌলত উজীর	-
ভারতচন্দ্র	রায়গুণাকর	-
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	যুগসন্ধিক্ষণের কবি	-
হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	বাংলার মিল্টন	-
মধুসূদন দত্ত	মাইকেল	-
মীর মশাররফ হোসেন	-	গাজী মিয়া
বিহারীলাল চক্রবর্তী	ভোরের পাখি	-
আব্দুল করিম	সাহিত্য বিশারদ	-
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি	ভানুসিংহ
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ছন্দের যাদুকর	-
প্যারীচাঁদ মিত্র	-	টেকচাঁদ ঠাকুর
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য সম্রাট	-
কাজী নজরুল ইসলাম	বিদ্রোহী কবি	-
ঈশ্বরচন্দ্র	বিদ্যাসাগর	গদ্যের জনক
কাজেম আলী কোরায়েশী	-	কায়কোবাদ
কালিকানন্দ	-	অবধূত
কালীপ্রসন্ন সিংহ	-	হুতোম পেঁচা
গোবিন্দ দাস	স্বভাব কবি	-
জীবনানন্দ দাস	রূপসী বাংলার কবি, তিমির হননের কবি	-
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	-	বানভট্ট
সমর সেন	নাগরিক কবি	-
জসীম উদ্দীন	পল্লী কবি	-
গোলাম মোস্তফা	কাব্য সুধাকর	-
ফররুক আহমদ	মুসলিম রেনেসাঁর কবি	-
বিমল ঘোষ	-	মৌমাছি
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	-	বনফুল
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	-	নীললোহিত
শেখ আজিজুর রহমান	-	শওকত ওসমান
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	-	নীহারিকা দেবী
সমরেশ বসু	-	পরশুরাম
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী	-
ড. মনিরুজ্জামান	-	হায়াৎ মাহমুদ
মুকুন্দ দাস	চারণ কবি	-
প্রমথ চৌধুরী	-	বীরবল
আলাওল	কবিগুরু, মহাকবি	-
ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	ভাষাবিজ্ঞানী	-
শেখ ফজলুল করিম	সাহিত্যবিশারদ, কাব্য রত্নাকর	-
আব্দুল কাদির	ছান্দসিক কবি	-
সুকান্ত ভট্টাচার্য	কিশোর কবি	-
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	ক্ল্যাসিক কবি	-
বিষ্ণু দে	মার্কসবাদী কবি	-
মোজাম্মেল হক	শান্তিপুরের কবি	-
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্বপ্নাতুর কবি	-
বেগম রোকেয়া	মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত	-
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	-	সুনন্দ
বিদ্যাপতি	মিথিলার/পদাবলীর কবি	-
অনন্ত বড়ু	-	বড়ু চন্ডীদাস
রামনারায়ণ	তর্করত্ন	-
নজিবর রহমান	সাহিত্য রত্ন	-
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	দৃষ্টিহীন	-
বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	-	যাযাবর

পত্রিকার নাম ও সম্পাদক

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	প্রকাশকাল
বেঙ্গল গেজেট	জেমস অগাস্টাস হিকি	১৭৮০
দিকদর্শন (মাসিক)	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	১৮১৮
সমাচার দর্শন	উইলিয়াম কেরী	১৮১৮
বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক)	নীলমণি হালদার	১৮২৯
সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক)	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৮৩১
সংবাদ প্রভাকর (দৈনিক)	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৮৩৯
তত্ত্ববোধিনী	অক্ষয় দত্ত	১৮৪৩
বঙ্গদর্শন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭২
ভারতী	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৭৭
সুধাকর (সাপ্তাহিক)	শেখ আব্দুর রহিম	১৮৯১
সবুজপত্র	প্রমথ চৌধুরী	১৯১৪
সওগাত	মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	১৯১৮
আঙ্গুর (শিশু পত্রিকা)	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১৯২০

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	প্রকাশকাল
মোসলেম ভারত (মাসিক)	মোজাম্মেল হক	১৯২০
ধুমকেতু	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯২২
কল্লোল (মাসিক)	দীনেশ রঞ্জন দাস	১৯২৩
লাঙ্গল	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯২৫
কালি-কলম (সচিত্র মাসিক)	শৈলজানন্দ	১৯২৬
শিখা (বার্ষিক)	আবুল হোসেন	১৯২৭
দৈনিক আজাদ	মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	১৯৩৫
সমকাল	সিকান্দার আবু জাফর	১৯৫৪
সাম্যবাদী	খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন	-

বিভিন্ন চরিত্র

চরিত্র	গ্রন্থের নাম	রচয়িতা
চাদ সওদাগর, বেহুলা, লক্ষীন্দর	মনসামঙ্গল (কাব্য)	কানা হরিদত্ত
রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি	শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন (কাব্য)	বড়ু চন্ডীদাস
ঈশ্বর পাটনী	অন্নদামঙ্গল (কাব্য)	ভারতচন্দ্র
পদ্মাবতী	পদ্মাবতী (কাব্য)	আলাওল
ঠকচাচা	আলালের ঘরের দুলাল (উপন্যাস)	প্যারীচাঁদমিত্র
নবীন মাধব	নীল দর্পণ (নাটক)	দীনবন্ধু মিত্র
নিম চাঁদ	সধবার একাদশী (প্রহসন)	দীনবন্ধু মিত্র
মেঘনাধ, প্রমীলা, রাবণ	মেঘনাধ বধ (মহাকাব্য)	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
কপালকুন্ডলা, নবকুমার	কপালকুন্ডলা (উপন্যাস)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রোহিনী, গোবিন্দলাল	কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)	ঐ
গফুর, মহেশ, আমিনা	মহেশ (ছোট গল্প)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হেমাঙ্গিনী, কাদম্বিনী, কেষ্টা	মেজদিদি (ছোট গল্প)	ঐ
শ্রীকান্ত, অভয়া, রাজলক্ষী	শ্রীকান্ত (উপন্যাস)	ঐ
সুরেশ, অচলা, মহিম	গৃহদাহ (উপন্যাস)	ঐ
সতিশ, সাবিত্রী, কিরণময়ী	চরিত্রহীন (উপন্যাস)	ঐ
দেবদাস, পার্বতী, চন্দ্রমুখী	দেবদাস (উপন্যাস)	ঐ
রতন	পোষ্টমাস্টার (ছোটগল্প)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মৃন্ময়ী	সমাপ্তি (ছোট গল্প)	ঐ
হৈমন্তী, গৌরী শঙ্কর, অপু	হৈমন্তী (ছোট গল্প)	ঐ
খুকী, রহমত	কাবুলীওয়ালা (ছোট গল্প)	ঐ
রাইচরণ	খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন (ছোট গল্প)	ঐ
কাদম্বিনী	জীবত ও মৃত (ছোট গল্প)	ঐ
অমল	ডাকঘর (নাটক)	ঐ
অমিত, লাবণ্য, শোভনলাল	শেষের কবিতা (উপন্যাস)	ঐ
মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী	চোখের বালি (উপন্যাস)	ঐ

CS CamScanner

চরিত্র	গ্রন্থের নাম	রচয়িতা
শর্মিলা, ঊর্মিলা	দুইবোন (উপন্যাস)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কুবের, কপিলা, গণেশ	পদ্মানদীর মাঝি (উপন্যাস)	মানিক বন্দোপাধ্যায়
ইমাম হোসেন, এজিদ	বিষাদ সিন্ধু (উপন্যাস)	মীর মোশাররফ হোসেন
অপু, দুর্গা	পথের পাঁচালী (উপন্যাস)	বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়
মজিদ, জমিলা	লালসালু (উপন্যাস)	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
টুনি, মকবুল, মন্তু	হাজার বছর ধরে (উপন্যাস)	জহির রায়হান
জয়গুন, হাসু	সূর্যদীঘল বাড়ী (উপন্যাস)	আবু ইসহাক

প্রাচীন/আদিম যুগ (৬৫০-১২০০)

- চর্যাপদের রচনাকাল - ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ (ড. শহীদুল্লাহর মতে) এবং ৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ (ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)।
- প্রাচীন যুগের নিদর্শন হল – চর্যাপদ।
- টীকাকার চর্যাপদের ব্যাখ্যা করেন - মুনি দত্ত।
- চর্যাপদ আবিষ্কার করেন - হর প্রসাদ শাস্ত্রী (উপাধি মহামহোপাধ্যায়)
- চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় - ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ গ্রন্থাগার/রয়েল লাইব্রেরী থেকে এবং (পাল আমলে)।
- চর্যাপদ প্রকাশিত হয় - ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা
- চর্যাপদে পদের বা গানের সংখ্যা - ৫০টি (শহীদুল্লাহের মতে)/৫১টি (সুকুমার সেনের মতে)।
- চর্যাপদে আবিস্কৃত মোট পদের সংখ্যা - সাড়ে ৪৬।
- চর্যাপদের মহিলা কবি - কুক্কুরী পা।
- চর্যাপদের আদিমতম রচয়িতা - লুইপা।
- চর্যাপদের ভাষাকে হর প্রসাদ শাস্ত্রী যে ভাষা বলে অভিহিত করেন - আলো আধারী।
- সাধারনত চর্যাপদের ভাষাকে বলে - সান্ধ্য/সন্ধ্যা ভাষা।
- চর্যাপদ যে ছন্দে রচিত - মাত্রাবৃত্ত।

মধ্য যুগ (১২০১-১৮০০)

- মধ্যযুগের যে গুলো আলোচিত হয় - অন্ধকার যুগ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, জীবনী সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, লোকসাহিত্য, নাথ সাহিত্য, মর্সিয়া সাহিত্য ও রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য।

অন্ধকার যুগ

- অন্ধকার যুগের সময়কাল - ১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল।
- শূণ্যপুরান (বৌদ্ধ ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ/বই) এর রচয়িতা - রামাই পন্ডিত।
- শূণ্যপুরান একটি - চম্পুকাব্য (গদ্য পদ্য মিশ্রিত)।
- হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেক শুভোদয়া - সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

- মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) রচনা করেন - বড়ু চন্ডীদাস (মধ্য যুগের আদি/প্রথম কবি)।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে খন্ড আছে - তেরটি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অপর নাম - শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল - চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রধান চরিত্র - তিনটি (রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই)।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিস্কার করেন - বসন্ত রঞ্জন রায় ১৯০৯ সালে পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়াল ঘর থেকে।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকাশিত হয় - ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।
- বাংলাভাষায় রচিত কোন লেখকের একক গ্রন্থ - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।

বৈষ্ণব পদাবলী

- রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে রচিত - বৈষ্ণব পদাবলী বা বৈষ্ণব কবিতাবলী।
- বৈষ্ণবপদাবলী বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত - মহাজন পদাবলি নামে।
- বৈষ্ণব পদকর্তাগণ বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত - মহাজন নামে।
- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম কবি - চন্ডীদাস।
- বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশই রচিত - ব্রজবুলি ভাষায়।
- ব্রজবুলি একটি - কৃত্রিম ভাষা এবং এটি বাংলা ও মৈথিলী ভাষার সংমিশ্রনে তৈরী।
- বাঙ্গালী না হয়েও বাঙ্গালী বৈষ্ণবের গুরুত্বপুর্ণ হয়ে আছেন - মিথিলার কবি বিদ্যাপতি।
- চন্ডীদাসের প্রকৃত নাম - অনন্ত।
- বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা - বিদ্যাপতি।
- বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম কবি - জ্ঞানদাস, চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস।

জীবনী সাহিত্য

- শ্রীচৈতন্যপ্রভু ও তার শিষ্যের জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত প্রথম জীবনী - শ্রীচৈতন্যভাগবত (রচনা করেন বৃন্দাবন দাস)।
- শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রথমে যে নামে পরিচিত ছিল - চৈতন্যমঙ্গল।
- বাংলাভাষায় সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল শ্রীচৈতন্য জীবনী হল - চৈতন্যচরিতামৃত (রচনা করেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ)।
- চৈতন্য জীবনী গ্রন্থকে যে নামে অভিহিত করা হয় - কড়চা নামে।
- কড়চা শব্দের শাব্দিক অর্থ - ডায়রি বা দিনলিপি।
- কড়চা শব্দটি এসেছে - কটকচ্ছ (প্রাকৃত) ও কৃতকৃত্য (সংস্কৃত) থেকে।
- চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করেন - নবদ্বীপে।

মঙ্গল কাব্য

- মনসা মঙ্গল তথা মঙ্গল কাব্যের আদি কবি - কানা হরিদত্ত
- মঙ্গলকাব্য গুলোকে শ্রেণীগত দিক নিয়ে দুভাগে ভাগ করা যায় - পৌরনিক শ্রেণী (অন্নদামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, গৌরী মঙ্গল) ও লৌকিক শ্রেণী (শিবমঙ্গল, মনসা মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল)।
- একটি মঙ্গলকাব্যে থাকে - ৫টি অংশ।
- মঙ্গল কাব্যের প্রধান শাখা - মনসা মঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল।
- মনসা মঙ্গল অন্য যে নামে অভিহিত - পদ্মাপুরান।
- মনসা মঙ্গল কাব্যের চরিত্র - চাঁদ সওদাগর, বেহুলা ও লখিন্দর।
- মনসা মঙ্গল কাব্যের অন্যান্য কবি - নারায়ণদেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ)।
- চন্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি - মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি - মানিক দত্ত।
- চন্ডীদেবীর কাহিনী নিয়ে রচিত - চন্ডীমঙ্গল।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য কবি - দ্বিজ মাধব, দ্বিজরাম দেব, মুক্তরাম সেন।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র - কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত।
- বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত কাব্যের নাম - মনসা বিজয়।
- বাইশা হল - মনসা মঙ্গল কাব্যের বাইশজন ছোট বড় কবি।
- মঙ্গল কাব্যে প্রধানত যে ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে - পয়ার ছন্দ।
- ধর্ম মঙ্গল কাব্যে দুটি কাহিনী রয়েছে - লাউসেনের কাহিনী ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী।
- ধর্ম মঙ্গল কাব্যের আদি কবি - ময়ূরভট্ট।
- ধর্ম মঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি - ঘনরাম সেন।
- সাপের অধিষ্ঠ দেবী 'মনসার' অপর নাম - কেতকা ও পদ্মাবতী।
- মধ্য যুগের সর্বশেষ ও রাজসভার কবি - ভারত চন্দ্র রায়গুনাকর।
- চাঁদ সওদাগরের বিদ্রোহ ও বেহুলার সতীত্ব কাহিনী নিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল - মনসা মঙ্গল কাব্য।
- চন্ডী ও অন্নদা - অভিন্ন, একই দেবীর দুই নাম।
- অন্নদা মঙ্গল - তিন খন্ডের।
- ভারত চন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করেন - মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।

অনুবাদ সাহিত্য

- শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের অনুবাদক - মালাধর বসু।
- সর্বপ্রথম অনুদিত গ্রন্থের নাম - শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
- শ্রীকৃষ্ণ বিজয় যে ভাষা থেকে অনুদিত হয় - সংস্কৃত ভাষা থেকে।
- শ্রীকৃষ্ণ বিজয় যে মুল গ্রন্থ থেকে অনুদিত হয়েছে - বেদব্যাস রচিত 'ভাগবত' থেকে।
- বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ' সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রামায়ণ নামে প্রথম অনুবাদ করেন - কৃত্তিবাস।
- প্রথম রামায়ন অনুবাদক মহিলা কবির নাম - চন্দ্রাবতী
- পদুমাবত নামক প্রণয় কাব্যটি হিন্দি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ পদ্মাবতী নাম দেন - আলাওল।
- বেদব্যাস রচিত 'মহাভারত' সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় 'মহাভারত' নামে প্রথম অনুবাদক - কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
- চট্টগ্রামের সেনানী শাসক পরাগল খানের নির্দেশে যে 'মহাভারত' অনুবাদ করেন - কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
- কবিন্দ্র পরমেশ্বর অনুদিত মহাভারতের নাম - পরাগলী মহাভারত।
- শ্রীকর নন্দী অনুদিত মহাভারতের নাম - ছুটিখানি মহাভারত।
- পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর প্রকৃত নাম - নসরত খাঁ।
- মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক - কাশীরাম দাস।
- রামায়ণের অনুবাদকগন - কৃত্তি বাস, চন্দ্রাবতী, দ্বিজমধুকন্ঠ, দ্বিজ ভবানীদাস, শংকর রামানন্দ ঘোষ।
- মহাভারতের অনুবাদকগণ - কাশীরাম দাস, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয়, গঙ্গাদাস।
- 'ইউসুফ-জুলেখা' নামক রোমান্টিক প্রণয়কাব্যটি ফারসি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন - শাহ মুহাম্মদ সগীর, আব্দুল হাকিম ও গরীবুল্লাহ।
- লাইলী-মজনু কাব্যের অনুবাদক হলেন - দৌলত উজীর বাহরাম খান, মুহম্মদ খাতের।

মর্সিয়া সাহিত্য

- 'মর্সিয়া' - একটি আরবি শব্দ ও অর্থ শোক প্রকাশ করা
- মর্সিয়া সাহিত্যের প্রথম/আদি কবির নাম - শেখ ফয়জুল্লাহ এবং রচিত কাব্যের নাম জয়নবের চৌতিশা।
- 'জঙ্গনামা' কাব্য রচনা করেন - দৌলত উজির বাহরামখান

CS CamScanner

- 'জঙ্গনামা' কাব্যের বিষয়বস্তু - কারবালার বিষাদময় যুদ্ধবিগ্রহ।
- মর্সিয়া সাহিত্যে অন্যান্য কবি - গরীবুল্লাহ, মুহম্মদ খান, হায়াৎ মাহমুদ, হামিদুল্লাহ খান।
- মুহম্মদ খান রচিত মর্সিয়া সাহিত্যের নাম - মক্তুল হোসেন।

নাথ সাহিত্য

- নাথ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছিল - নাথ সাহিত্য।
- নাথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনা গোরক্ষ বিজয় রচনা করেন - শেখ ফয়জুল্লাহ ও সম্পাদনা করেন আব্দুল করিম।

লোক সাহিত্য

- লোক সাহিত্য বলতে বুঝায় - জনসাধরনের মুখে মুখে প্রচলিত কথা (রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা) ধাধা, প্রবাদ, গীতিকা, লোকগীতি ও ছড়া।
- হারামনি হচ্ছে - বিখ্যাত প্রাচীন লোকগীতি সংকলন ও এর সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন।
- লোকগীতি বলতে বুঝায় - লোক সমাজের মুখে মুখে যে গীতি চলে এসেছে এবং এতে কোন কাহিনী থাকে না।
- Ballad শব্দের অর্থ - গীতিকা।
- লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হচ্ছে - ছড়া।
- গীতিকাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় - নাথ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা।
- মৈমনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন - ড. দীনেশচন্দ্র সেন এবং এটি বিশ্বের ২৩ টি ভাষায় অনুদিত হয়।
- মৈমনসিংহ গীতিকার শ্রেষ্ঠ পালার (মহুয়া পালা) রচয়িতা - দ্বিজ কানাই এবং এটি একটি প্রণয় আখ্যান।
- মৈমনসিংহ গীতিকার 'দেওয়ানা মদিনার' রচয়িতা - মনসুর বয়াতি।
- পূর্ববঙ্গ গীতিকার মধ্যে রয়েছে - নিজাম ডাকাতের পালা, কাফন চোরা, কমল সওদাগর।
- অবক্ষয় যুগ (১৭৬০ - ১৮৬০)
- অবক্ষয় যুগে যে টির উদ্ভব ঘটে - হিন্দুদের মধ্যে কবিগান ও মুসলমানদের মধ্যে পুঁথিসাহিত্য।
- হিন্দু সমাজে কবিগানের রচয়িতাদের বলা হত - কবিওয়ালা।
- মুসলমান সমাজে মিশ্র ভাষারীতির পুঁথি রচয়িতাদের বলা হত - শায়ের।
- কবিগানের আদি গুরু বলে পরিচিত - গোঁজলা গুঁই।
- পুঁথি সাহিত্য বলতে বুঝি - ইসলামী চেতনা সম্পৃক্ত।
- দোভাষী পুঁথি বলতে বুঝায় - কয়েকটি ভাষার (আরবি-ফারসি) শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথি।
- বটতলার পুঁথি বলতে বুঝায় - দোভাষী বাংলায় রচিত পুঁথি সাহিত্য (কলকাতার সস্তা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত)।
- দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম ও সার্থক কবি - ফকীর গরীবুল্লাহ।
- মিশ্র ভাষারীতিতে ফকীর গরীবুল্লাহ'র রচিত কাব্য গুলো হচ্ছে - আমীর হামজা (১ম অংশ), জঙ্গনামা, ইউসুফ-জুলেখা, সোনাভান, সত্যপীরের পুঁথি।
- সৈয়দ হামজার মিশ্র ভাষারীতিতে রচিত কাব্যগুলো হলো - আমীর হামজা (২য় অংশ), ইজ্জদের পুঁথি, হাতেম তাই।
- টপ্পা গানের জনক - নিধুবাবু'খ্যা রামানিধি গুপ্ত।
- পাচালীর রচয়িতাদের মধ্যে শক্তিশালী কবি ছিলেন - দাশরথি রায়।

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

- আরাকানের অধিবাসিরা সাধারনভাবে বাংলাদেশে পরিচিত - মগ নামে।
- আরাকান রাজসভায় প্রথম বাঙ্গালী কবি, আদি কবি ও লৌকিক কাহিনীর আদি রচয়িতার নাম - দৌলত কাজী।
- রাজসভার কবিদের মধ্যে যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য - দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদন, আব্দুল করীম খন্দকার, শমশের আলী।
- রাজসভার সর্বশ্রেষ্ঠ কবির নাম - আলাওল।
- রোসাঙ্গ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এবং আলাওলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন - কোরেশী মাগন ঠাকুর।
- কোরেশী মাগন ঠাকুর রচিত একটি কাব্য গ্রন্থের নাম - চন্দ্রাবতী।
- আলাওল যেসব কাব্য রচনা করেন - পদ্মাবতী, হপ্তপয়কর, তোহফা সেকান্দর নামা।
- আলাওলের তোহফা যে ধরনের কাব্য - নীতিবাক্য।
- মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওল রচনা করেন - পদ্মাবতী।
- দৌলত কাজীর যে কাব্যটি হিন্দি কবি সাধন এর মৈনাসত কাব্য অবলম্বনে রচনা করেন - সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী।

বিবিধ তথ্যাদি

- 'বিলেতে সাড়ে সাতাশ দিন' গ্রন্থটির রচয়িতা – মুহাম্মদ আব্দুল হাই।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করেন – ১৮২০ সালে।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচয়িতা– মাইকেল মধুসুদন দত্ত
- মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি – শাহ মুহাম্মদ সগীর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান – গীতাঞ্জলির জন্য (১৯১৩ সালে)।

- বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস – আলালের ঘরে দুলাল।
- মোতাহার হোসেন রচিত গ্রন্থ – সংস্কৃতির কথা।
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ – বাংলাদেশের একজন ভাষাবিদ।
- 'বিদায় হজ্জ' প্রবন্ধের লেখক – মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ।
- কবি শামসুর রাহমান জন্মগ্রহন করেন – ঢাকা জেলায়।
- 'লাইলী-মজনু' কাব্যের উপাখ্যান – ইরানের।
- আলাওল হলেন – মধ্যযুগের কবি।
- মুনীর চৌধুরী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা কালীন যে নাটকটি লিখেছিলেন – কবর।
- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' গানটির সুরকার ও গীতিকার যথাক্রমে – আলতাফ মাহমুদ (বর্তমান সুরকার), আব্দুল লতিফ (১ম সুরকার) ও আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী
- বাংলায় প্রথম কোরআন শরীফের অনুবাদ করেন – গিরিশচন্দ্র সেন।
- হুমায়ুন নামার রচয়িতা – গুলবদন বেগম।
- কাজী নজরুল ইসলামের কারাদন্ড হয়েছিল যে কবিতার রচনা জন্য – আনন্দময়ীর আগমনে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলামকে যে নাট্য রচনা উৎসর্গ করেছিলেন – বসন্ত।
- 'ঠাকুর মার ঝুলি' (রূপকথা) লিখেছেন – দক্ষিণারঞ্জন মিত্র।
- 'জিব্রাইলের ডানা' গল্পের রচয়িতা – শাহেদ আলী।
- মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য– ইউসুফ জুলেখা।
- 'বন্যেরা বনেই সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' কথাটির তাৎপর্য – জীব মাত্রই স্বাভাবিক অবস্থানে সুন্দর।
- 'ঠকচাচা' চরিত্রটি পাওয়া যায় – আলালের ঘরে দুলাল উপন্যাসে।
- 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত' উক্তিটি – প্রমথ চৌধুরীর।
- 'সমকাল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন – সিকান্দার আবু জাফর।
- ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যে গ্রন্থটি – নীল দর্পন।
- বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৫৫ সালে।
- কাজী নজরুল ইসলাম 'সঞ্চিতা' উৎসর্গ করেছিলেন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।
- 'রোহিনী' চরিত্রটি যে উপন্যাসে পাওয়া যায় – কৃষ্ণ কান্তের উইল।
- জীবনানন্দ দাসের জন্মস্থান – বরিশাল জেলায়।
- 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবি নজরুলের যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত – অগ্নিবীনা।
- নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গল্প ও কাব্যগ্রন্থের নাম যথাক্রমে – ব্যথার দান ও অগ্নিবীনা।
- নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত লেখা – বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী।
- বাংলা ভাষায় 'পদাবলীর' প্রথম কবি – চন্ডীদাস।
- মাইকেল মধুসুদন দত্তের দেশ প্রেমের প্রবল প্রকাশ ঘটেছে – সনেটে।
- 'মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা' রচয়িতা – অতুল প্রসাদ সেন।
- 'অগ্নিবীনা' কাব্য গ্রন্থে সংকলিত প্রথম কবিতা – প্রলয়োল্লাস।
- জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের যে গ্রন্থপুঞ্জ – স্বরবিতান কাব্যের গীতিবিতান কাব্যগ্রন্থের।
- ক্রীতদাসের হাসি – একটি প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস।
- বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে যে বিষয়টির প্রধানভাবে আছে – বাংলার প্রকৃতির কথা।
- 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নেই' বলেছেন – চন্ডীদাস।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' যে নাটকের গদ্য অনুবাদ – কমেডি অব এররস।
- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' প্রার্থনা করেছেন – ঈশ্বর পাটনী।
- 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' রচনা করেন – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- সনেটের অংশ – দুটি।
- শরৎচন্দ্রের যে উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল – পথের দাবী।
- 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল – অন্ত্যমিল নেই।
- বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সুচনা হয় – ষোড়শ শতকে।
- মঙ্গল যুগের সর্বশেষ কবির নাম – ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর।
- নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করা হয় যে নাটকটি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তাসের ঘর।
- যে নাটক দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতো ছুড়ে মেরেছিলেন – দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটক।
- যে কবিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুরোধে রচনা করেন – কাজী নজরুল ইসলামের কান্ডারী হুশিয়ার কবিতা।
- যে কাব্য বহুভাষায় রচিত হয় – জসীম উদ্দিনের নকশী কাথার মাঠ।
- যে কবিতা এডগার এলান পো'র টু হেলেন কবিতা অবলম্বনে রচিত – জীবনানন্দ দাসের বনলতা সেন কবিতা।
- যে রচনা কবি জীবনের বিশেষ প্রতীক হিসেবে গ্রহীত হয় – রবীন্দ্রনাথের সোনারতরী কাব্য।
- 'প্রলয় শিখা' কাব্য রচনার জন্য ছয় মাস কারারুদ্ধ হন – কাজী নজরুল ইসলাম।
- কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' কবিতা যেখানে প্রদত্ত হয় – আদালতে।

☞ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ও কারারুদ্ধ হয় – ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ কাব্য'।

☞ যে বই বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় – তসলিমা নাসরিনের উপন্যাস ক দ্বিখণ্ডিত

☞ কোন কবি বাঙ্গালী না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন – বিদ্যাপতি।

☞ মুল রামায়ণ রচিত – সংস্কৃত ভাষায়।

☞ আধুনিক যুগের পর্যায় – ১৮০১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

☞ ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন – হ্রাসি হ্যালহেড।

☞ আধুনিক কালের চলিত ভাষার প্রবর্তক – প্রমথ চৌধুরী।

☞ 'বীর বলের হাল খাতা গ্রন্থটি একটি – প্রবন্ধ।

☞ 'ময়মনসিংহ গীতিকা' সংগ্রহ করেন – ড. দীনেশচন্দ্র সেন।

☞ মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি – ভারতচন্দ্র।

☞ 'মহাভারতের' মুল রচয়িতা – বেদব্যাস।

☞ 'মহাভারতের এর অনুবাদ – কাশীরাম দাস।

☞ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান নাট্যকার – মীর মোশাররফ হোসেন।

☞ সনেটের জনক – পেত্রার্ক।

☞ জাগরনের কবি বলা হয় – মাইকেল মধুসুদন দত্তকে।

☞ বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার উদ্যোক্তা – মাইকেল মধুসুদন দত্ত।

☞ বাংলা ভাষার যতি চিহ্ন প্রচলন করেন – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

☞ বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন 'চর্যাপদ' এর আবিষ্কারক – হর প্রসাদ শাস্ত্রী।

☞ জীবনানন্দ দাস প্রধানত – প্রকৃতির কবি।

☞ 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' বলেছিল – কপালকুন্ডলা নবকুমারকে।

☞ আলাওলের 'পদ্মাবতী পুঁথি' প্রথম সম্পাদনা করেছেন – ড. মুহাম্মদ এনামুল হক।

☞ বাউল গানকে বলে – গৌণ সাহিত্য।

☞ 'পঞ্চ পান্ডব' বলা হয় – তিরিশের কবিদের।

☞ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা – শ্রীকান্ত।

☞ 'অভিস একটি – নাটক।

☞ 'মরিতে চাহিনা আমি এই সুন্দর ভুবনে' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

☞ Blue Blood অর্থ – আভিজাত্য।

☞ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র হচ্ছে – নদীর নাম মধুমতি।

☞ বাংলা ভাষার উৎস – ইন্দো-ইউরোপিয়ান।

☞ মুনীর চৌধুরীর অনূদিত নাটক - মুখরা রমনী বশীকরন।

☞ 'কবর' নাটকটি সর্বপ্রথম অভিনীত হয় - ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কয়েদী দ্বারা।

☞ 'রক্তাক্ত প্রান্তর' - একটি ঐতিহাসিক নাটক।

☞ বাংলায় টাইপ রাইটার নির্মাণ করেন - মুনীর চৌধুরী।

☞ সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার প্রধান বিষয় - অনাচার ও বৈষম্যের প্রতিবাদ।

☞ আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ি' - একটি সামাজিক উপন্যাস।

☞ 'জোঁক' গল্পের রচয়িতা - আবু ইসহাক।

☞ 'ধান কন্যা' গল্পের লেখক - আলাউদ্দিন আল আজাদ।

☞ 'চিলে কোঠার সেপাই ও খোয়াবনামা' উপন্যাস দুটির রচয়িতা - আকতারুজ্জামান ইলিয়াস।

☞ 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি যে প্রেক্ষাপটে রচিত - ৬৯'র গণ আন্দোলন।

☞ 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' গ্রন্থটির রচয়িতা - আকতারুজ্জামান ইলিয়াস।

☞ 'দুধে ভাতে উৎপাত' গল্পের রচয়িতা - আকতারুজ্জামান ইলিয়াস।

☞ 'গাভি বৃত্তান্ত (উপন্যাস) ও যদ্যপি আমার গুরু' (প্রবন্ধ) এর লেখক - আহমদ ছফা।

☞ 'এলেবেলে (রম্য রচনা)' গল্পের গল্পকার - হুমায়ুন আহমেদ।

☞ 'বহিপীর' নাটকটির নাট্যকার - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

☞ ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর রচিত উপন্যাস - লালসালু।

☞ সৈয়দ আলী আহসান ও মুহম্মদ আব্দুল হাই সহযোগে রচিত প্রবন্ধের নাম - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।

☞ গ্রীক ট্রাজেডি 'ইডিপাস' বাংলায় অনুবাদ করেন - সৈয়দ আলী আহসান।

☞ 'ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য' কাব্যের উপজীব্য - সাত সাগরের মাঝি (ফররুখ আহমদ)।

☞ শওকত ওসমান যে কাব্যের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ করেন - ক্রীতদাসের হাসি।

☞ 'পঞ্চতন্ত্র, ময়ূর কন্ঠী টুনিমেম ও চাচা কাহিনী' রম্য গল্পের লেখক - সৈয়দ মুজতবা আলী।

☞ রম্য রচনার লেখক হিসেবে সুপরিচিত - সৈয়দ মুজতবা আলী।

☞ 'পাদটীকা' ছোট গল্পের লেখক - সৈয়দ মুজতবা আলী।

☞ 'রঙ্গিলা নায়ের মাঝি' (গানের সংকলন) এর লেখক - জসীম উদ্দিন।

☞ জসীম উদ্দিনের যে কাব্যগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে - নকসী কাঁথার মাঠ।

☞ জসীম উদ্দিন জন্ম গ্রহণ করেণ - ফরিদপুর জেলায়।

☞ নকসী কাঁথার মাঠ কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ - The Field of Embroidered Quilt, E.M Mitford.

☞ কবি জসীম উদ্দিনের 'কবর' কবিতার বিষয়বস্তু - প্রিয়জন হারানের মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ।

☞ জীবনানন্দ দাসের 'রুপসী বাংলা' যার পরিচায়ক - স্বদেশ প্রীতি ও নিসর্গময়তা।

☞ কবি জীবনানন্দ দাসের ওপর যে বিদেশী গবেষক গবেষণা করেন - ক্লিনটন বি সিলি।

☞ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থটির রচয়িতা - আবুল মনসুর আহমেদ।

☞ 'ফুড কনফারেন্স ও গ্যালিভারের সফরনামা' রম্যগল্পের রচয়িতা - আবুল মনসুর আহমদ।

☞ 'বিশ্ব নবী' গ্রন্থের রচয়িতা - গোলাম মোস্তফা।

☞ 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র' ভ্রমন কাহিনীটি লিখেছেন - ইব্রাহিম খাঁ।

☞ 'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী' গ্রন্থটির রচয়িতা - এস ওয়াজেদ আলী।

☞ 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' লিখেছেন - নীহাররঞ্জন রায়।

☞ 'আত্মঘাতী বাঙ্গালী' লিখেছেন - নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

☞ 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধটি লিখেছেন - ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সুকুমার সেন।

☞ 'মতিচুর' গ্রন্থের রচয়িতা - বেগম রোকেয়া।

☞ বেগম রোকেয়া লেখনী ধারন করেছিলেন - নারীদের কুসংস্কারমুক্ত ও শিক্ষিত করতে।

☞ শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস - বড় দিদি।

☞ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস - শ্রীকান্ত (৪ খন্ডে প্রকাশিত)।

☞ ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র অংকিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের যে উপন্যাসে - গৃহদাহ।

☞ চলিত বাংলা গদ্যের সার্থক প্রবর্তন করেন - প্রমথ চৌধুরী।

☞ 'বীরবলের হালখাতা' প্রবন্ধের রচয়িতা - প্রমথ চৌধুরী।

☞ 'জীবনে জ্যাঠামি ও সাহিত্য ন্যাকামি, সহ্য করতে পারতেন না - প্রমথ চৌধুরী।

☞ প্রমথ চৌধুরী যে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রভাবিত করেছিলেন - চলিত ভাষার ব্যবহার করে।

☞ বিখ্যাত 'নীল দর্পণ' নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ - ইন্ডিগো প্লান্টিং মিরর।

☞ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মাইকেল মধুসুদন দত্তের প্রথম কাব্য - তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য।

☞ 'দি ক্যাপটিভ লেডি' কাব্যটি লিখেছেন - মাইকেল মধুসুদন দত্ত।

☞ বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক মহাকাব্য - মেঘনাদবধ।

☞ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যে প্রতিষ্ঠান 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করেন - সংস্কৃত কলেজ।

☞ হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রবর্তক - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

☞ যে গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সুচনা হয় - বেতাল পঞ্চবিংশতি।

☞ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা - প্রভাবতী সম্ভাষন।

☞ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' যে নাটকের গদ্য রুপ- কমেডি অব এররস।

☞ 'শকুন্তলা' গ্রন্থটি লিখেছেন - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

☞ শেক্সপিয়ারের নাটকের বাংলা গদ্যরুপ দিয়েছেন - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

☞ কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ - বিরহ বিলাপ।

☞ যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য রচিত হয়েছে - পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ।

☞ 'বিবি কুলসুম' রচনা করেছেন - মীর মোশাররফ হোসেন।

☞ 'বিষাদসিন্ধু' যে ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত - কারবালার যুদ্ধ।

☞ বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম নাট্যকার রচিত নাট্যগ্রন্থ - বসন্তকুমারী।

☞ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসিক - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

☞ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস - দুর্গেশ নন্দিনী (অর্থ দুর্গ প্রধানের কন্যা)।

☞ বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'রাজসিংহ' একটি - ঐতিহাসিক উপন্যাস।

☞ বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বিষবৃক্ষ' একটি - সামাজিক উপন্যাস।

☞ সাম্য গ্রন্থের রচয়িতা - বঙ্কিমচন্দ্র।

☞ তাজকেরাতুল আওলিয়া অবলম্বনে 'তাপসমালা' রচনা করেন - গিরিশ চন্দ্র সেন।

☞ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' একটি - আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

☞ নীল দর্পন নাটটি যে শহর থেকে প্রকাশিত এবং প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল - ঢাকা।

☞ 'কাঁঠালপাড়া' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

☞ 'কাঁঠাল পাড়ায়' জন্মগ্রহণ করেন - শামসুর রাহমান।

☞ 'বটতলার উপন্যাস' গ্রন্থের রচয়িতার নাম - রাজিয়া খান।

☞ মাইকেল মধুসুদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' যে ধরনের কাব্য - পত্র কাব্য।

☞ 'ছিন্ন পত্রে' অধিকাংশ পত্র যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা - ইন্দিরা দেবী।

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক উপন্যাস - গোরা।

☞ 'আত্মহত্যার অধিকার' যার লেখা - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

☞ বাংলা সাহিত্যে পঞ্চপান্ডব বলা হয় - ৫ জন কবিকে।

☞ 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' লিখেছেন - তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়।

☞ শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের খন্ড - ৪টি।

☞ বাংলাদেশের কবিদের কবি বলা হয় - নির্মলেন্দ গুন।

☞ 'খেলাঘর' যে ধরনের উপন্যাস - মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক।

বিখ্যাত আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা

রচয়িতা	গ্রন্থের নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	অসমাপ্ত আত্মজীবনী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আমার ছেলেবেলা, জীবনস্মৃতি
মীর মোশাররফ হোসেন	আমার জীবনী, বিবি কুলসুম, উদাসীন পথিকের মনের কথা
জাহানারা ইমাম	একাত্তরের দিনগুলি
সুফিয়া কামাল	একাত্তরের ডায়েরী
অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত	কল্লোল যুগ
আবুল মনসুর আহমদ	আত্মকথা
সৈয়দ আলী আহসান	আমার সাক্ষ্য
নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী	রুপজালাল
আবুল কালাম শামসুদ্দীন	অতীতের দিনের স্মৃতি
বুদ্ধদেব বসু	আমার ছেলেবেলা, আমার যৌবন
রশীদ করিম	জীবনমরণ
হুমায়ুন আহমেদ	কাঠ পেন্সিল, রং পেন্সিল
শহীদুল্লাহ কায়সার	রাজবন্দীর রোজনামচা

CS CamScanner

বাংলা ব্যাকরণ

বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ

বাংলা ভাষার প্রকারভেদ

১. লৈখিক (সাধু ও চলিত)

২. মৌখিক (চলিত বা কথ্য ও উপভাষা/আঞ্চলিক)

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সূতা	সুতো	তাহাদিগকে	তাদের
কূয়া	কুয়ো	তাহাকে	তাকে
জুতা	জুতো	উঁহাকে	ওকে
মন্য	মন	তাহার	তার
মিথ্যা/মিছা	মিছে	তাহাদের	তাদের
গৃহ	ঘর	ইহাদের	এদের
যাইতাম	যেতাম	ইহাকে	একে
করিতেছি	করছি,করতেছি	তাহাতে	তাতে
যাইব	যাব	তুলা	তুলো
কাহারা	কারা	পড়িল	পড়ল
সবাই	সবে	সহিত	সঙ্গে,সাথে
ইহারা	এরা	শুষ্ক/শুকনা	শুকনো
হইবে	হবে	পার হইয়া	পেরিয়ে

- গুরুচণ্ডালী দোষ বলতে বুঝায় – সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ।
- সাধু ভাষা সাধারণত অনুপযোগী – নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা ও আলাপ আলোচনায়।
- ভাষার মৌলিক অংশ – তিনটি (ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য)।
- যে ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট - সাধু ভাষা।
- সাধু ভাষা হচ্ছে - বানান নিষ্ঠ।
- চলিত ভাষা - বানান নিষ্ঠ নয়।
- সাধু ভাষার বানান - অপরিবর্তনশীল।
- চলিত ভাষার বানান - পরিবর্তনশীল।
- সাধু ভাষার ধ্বনি - সংস্কৃতধর্মী।
- সাধু ভাষায় প্রয়োগ বেশি - তৎসম শব্দের।
- চলিত ভাষায় প্রয়োগ বেশি - তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের।
- সাধু ভাষায় ক্রিয়া পদ ব্যবহৃত হয় - পূর্ণাঙ্গরূপে।
- চলিত ভাষায় ক্রিয়া পদ ব্যবহৃত হয় - সংক্ষিপ্ত রূপে।
- সাধু ভাষায় ব্যবহৃত হয় - তৎসম অব্যয়।
- চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় - তদ্ভব অব্যয়।
- বাংলা ভাষার মূল উৎস - প্রাকৃত ভাষা।
- আঞ্চলিক কথ্যভাষার অপর নাম - উপভাষা।
- চলিত ভাষার আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলে - প্রমিত ভাষা।
- সাধুরীতিতে যে পদটির দীর্ঘরূপ হয় না - অব্যয়।
- যে ভাষার রীতি পরিবর্তনশীল - চলিত রীতি।
- যে ভাষায় সাহিত্যে গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায় - সাধু ভাষায়।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাকে বলা হয় - কথ্য বা উপভাষা।
- সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য যে যে পদে বেশি পরিলক্ষিত হয় - ক্রিয়া ও সর্বনাম।
- বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রূপের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করেন - প্রমথ চৌধুরী।
- যে ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে - বঙ্গ-কামরূপী।

সাধু ও চলিত রীতির প্রয়োগ

সাধু রীতি : কোন ভাষা-রীতিতে এই প্রশ্ন লিখা হইয়াছে?
চলিত রীতি : কোন ভাষা-রীতিতে এ প্রশ্ন লেখা হয়েছে?
সাধু রীতি : অতঃপর তাহারা চলিয়া গেল।
চলিত রীতি : তারপর তারা চলে গেল।
সাধু রীতি : যে কথা একবার জমিয়ে বলা গিয়াছে, তাহার পর তার ফেনাইয়া ব্যাখ্যা করা চলে না।
চলিত রীতি : যে কথা একবার জমে বলা গেছে, তারপর তার ফেনিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না।
সাধু রীতি : অতঃপর বিভ্রান্তমুক্ত হইয়া রোগগ্রস্থ পিতা পুত্র সম্বন্ধে যাহা জানিতেন সকলই খুলিয়া বলিলেন।
চলিত রীতি : তারপ বিভ্রান্তমুক্ত হয়ে রোগগ্রস্থ পিতা পুত্র সম্বন্ধে যা জানতেন সবই খুলে বললেন।
সাধু রীতি : তিনি হাঁটিতে হাঁটিতে ভাবিতেছিলেন, শুধুমাত্র মনিষী-বাক্যেই তো জীবন্মৃত যুবসমাজের কল্যাণ বহিয়া আনিতে যথেষ্ট নহে।
চলিত রীতি : তিনি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলেন, শুধু মণিষী-বাক্যেই তো জীবন্মৃত যুব সমাজের কল্যাণ বয়ে আনতে যথেষ্ট নয়।
সাধু রীতি : একদা মরণ-সমুদ্রের বেলা ভূমিতে দাঁড়াইয়া কোন এক আরবীয় সাধক বলিয়াছিলেন।
চলিত রীতি : একদা মরণ-সমুদ্রের বেলা ভূমিতে দাঁড়িয়ে কোনো এক আরবীয় সাধক বলেছিলেন।
সাধু রীতি : জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রহারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল।
চলিত রীতি : জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রহারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।
সাধু রীতি : সে আসিবে বলিয়া ভরসাও করিতেছি না।
চলিত রীতি : সে আসবে বলে ভরসা ও করছি না।
সাধু রীতি : এইরূপ সাদৃশ্য অনেক চক্ষে পড়িবে।
চলিত রীতি : এরকম সাদৃশ্য অনেক চোখে পড়বে।
সাধু রীতি : বাবার তাহার সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন।
চলিত রীতি : বাবা তার সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।
সাধু রীতি : সে আসিবে বলিয়া ভরসাও করিতেছি না।
চলিত রীতি : সে আসবে বলে ভরসাও করছি না।
সাধু রীতি : তোমাকে দেখিয়া খুবই খুশি হইলাম।
চলিত রীতি : তোমাকে দেখে খুবই খুশি হলাম।

বাংলা ব্যাকরণে আলোচিত বিষয়

ধ্বনি তত্ত্ব	শব্দ তত্ত্ব/রূপ তত্ত্ব	বাক্য তত্ত্ব
সন্ধি, ণ-ত্ব-বিধান ও ষ-ত্ব-বিধান	লিঙ্গ, সমাস, কারক, বচন, ক্রিয়া, কাল, পুরুষ, উপসর্গ, বাচ্য, প্রত্যয়	যতিচিহ্ন, বাগধারা, পদ, ধ্বনি গঠন

ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ

রচয়িতা	ব্যাকরণ গ্রন্থ
ড. মুহম্মদ এনামুল হক	ব্যাকরন মঞ্জরী
নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ	ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরন
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	বাঙ্গালা ব্যাকরণ
জগদীশচন্দ্র ঘোষ	আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরন
রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার	প্রমিত বাংলাভাষার ব্যাকরন
বাংলা ব্যাকরণ (১৮৫২)	শ্যামাচরণ সরকার
ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩)	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গৌড়িয় ব্যাকরণ	রাজা রামমোহন রায়

ধ্বনি, বর্ণ, ধ্বনির পরিবর্তন, ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান

অঘোষ ধ্বনি ও ঘোষ ধ্বনি

অঘোষ ধ্বনি		ঘোষ ধ্বনি		
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
শ,ষ,স			হ	

স্বরধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস মুখের মধ্যে কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি। যেমনঃ অ, আ, ই, উ ইত্যাদি। বাংলায় স্বরধ্বনি ১১টি।

মৌলিকতা অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

ক) মৌলিক স্বর ঃ বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথাঃ অ, আ, ই, উ, এ্যা, এ, ও। ধ্বনিতত্ত্ববিদ মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা মূল স্বরধ্বনির তালিকায় নতুন 'এ্যা' ধ্বনি প্রতিষ্ঠা করেন।

খ) যৌগিক স্বরঃ পাশপাশি দুটি স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি/সন্ধিস্বর/দ্বি-স্বর বলে। অথবা, একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বলে। বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি মোট ২৫টি। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে ঃ ঐ (ও + ই) এবং ঔ (ও + উ)। অন্য যৌগিক স্বরের প্রতীক স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই।

অর্ধ-স্বরধ্বনি ঃ যে স্বরধ্বনি নিজে পূর্ণ অক্ষর গঠন করতে পারে না, কিন্তু অক্ষর গঠনে সহায়তা করে তাকে অর্ধ-স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় চারটি অর্ধ-স্বরধ্বনি রয়েছে। যেমনঃ ই, উ, য় এবং ও। উদাহরণঃ মই, ঢেউ, যায় এবং যাও।

উচ্চারণের কাল-পরিমাণ অনুযায়ী, স্বরধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

১) হ্রস্ব স্বরঃ অ, ই, উ, ঋ (৪টি)।

২) দীর্ঘস্বরঃ আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ (৭টি)।

ব্যঞ্জনধ্বনি

যে সকল ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জন ধ্বনি। যেমনঃ ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি। ব্যঞ্জন ধ্বনির লিখিত রূপকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলা হয়। বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণ ৩৯টি।

ব্যঞ্জন ধ্বনির শ্রেণি বিভাগ ঃ

স্পর্শ ধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনিঃ যে ব্যঞ্জনের উচ্চারণে ফুসফুসতাড়িত বাতাস মুখবিবরে কোথাও না কোথাও বাঁধা পেয়ে বেরিয়ে যায় এবং বাঁধা পেয়ে স্পষ্ট হয়, তাকে স্পর্শ ধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনি বলা হয়। ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বলে। উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে এদের পাঁচটি গুচ্ছে বা বর্গে বা পর্বে ভাগ করা হয়েছে।

বর্গ	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম	উচ্চারণের স্থান
ক-বর্গীয়	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ	জিহ্বার গোড়াশি ও তালুর নরম অংশের সংযোগে

CS CamScanner

বর্গ	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম	উচ্চারণের স্থান
চ-বর্গীয়	চ ছ জ ঝ ঞ	তালব্য বর্ণ	দন্তমূলের শেষাংশ ও জিহ্বার সহযোগে
ট-বর্গীয়	ট ঠ ড ঢ ণ	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ	দন্তমূল এবং জিহ্বার সম্মুখ ভাগ
ত-বর্গীয়	ত থ দ ধ ন	দন্ত বর্ণ	জিবের ডগা আর ওপর পাটি দাঁতের সংস্পর্শে
প-বর্গীয়	প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ	দুই ঠোঁটের সংস্পর্শে

উচ্চারণের স্থানভেদে ব্যঞ্জন ধ্বনির বিভাগ

উচ্চারণ স্থান	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
জিহবামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ বা জিহবামূলীয় বর্ণ
অগ্রতালু	চ ছ জ ঝ ঞ শ য য়	তালব্য বর্ণ
পশ্চাৎ দন্তমূল	ট ঠ ড ঢ ণ ষ র ড় ঢ়	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
অগ্র দন্তমূল	ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত্য বর্ণ
ওষ্ঠ্য	প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ

☞ পরাশ্রয়ী ধ্বনি - তিনটি (ং ঃ ঁ)

ধ্বনির পরিবর্তন

১. অপিনিহিতিঃ পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। অর্থাৎ পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে অপিনিহিতি বলে। যেমনঃ আজ>আইজ, আজি>আইজ, জালিয়া>জাইল্যা, সাধু>সাউধ, চারি>চাইর ইত্যাদি।

২. অসমীকরণঃ একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তাকে অসমীকরণ বলে। যেমনঃ টপ+টপ>টপাটপ, ধপ+ধপ>ধপাধপ ইত্যাদি।

৩. ধ্বনি বিপর্যয়ঃ শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমনঃ (ইংরেজি) বাক্স> (বাংলা) বাস্ক, (জাপানি) রিক্সা>(বাংলা) রিসকা।
অনুরূপ-পিশাচ>পিচাশ, লাফ>ফাল, ইত্যাদি।

৪. সমীভবনঃ শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন। যেমনঃ জন্ম>জম্ম, কাঁদনা>কান্না, গল্প>গপ্প, পদ্ম>পদ্দ, তৎ+হিত> তদ্ধিত ইত্যাদি।

ক. প্রগত সমীভবনঃ পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে প্রগত সমীভবন। যেমনঃ চক্র>চক্ক, পক্ব>পক্ক, পদ্ম>পদ্দ ইত্যাদি।

খ. পরাগত সমীভবনঃ পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, একে বলে পরাগত সমীভবন। যেমনঃ তৎ+জন্য>তজ্জন্য, তৎ+হিত>তদ্ধিত, উৎ+মুখ>উন্মুখ ইত্যাদি।

৫. বিষমীভবনঃ দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলা হয়। যেমনঃ শরীর>শরীল, লাল>নাল ইত্যাদি।

৬. দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতাঃ কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা। যেমনঃ পাকা>পাক্কা, সকাল>সক্কাল ইত্যাদি।

৭. ব্যঞ্জন বিকৃতিঃ শব্দ মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জন ধ্বনি ব্যহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমনঃ ধোপা>ধোপা, কবাট>কপাট, ধাইমা>দাইমা ইত্যাদি।

৮. ব্যঞ্জনচ্যুতিঃ পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি। যেমনঃ বউদিদি>বউদি, বড় দাদা>বড়দা ইত্যাদি।

৯. অন্তর্হতিঃ পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি বা বর্ণলোপ। যেমনঃ ফাল্গুন>ফাগুন, ফলাহার>ফলার, আলাহিদা>আলাদা ইত্যাদি।

১০. আদি স্বরাগম ঃ কোনো কারনে শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির আগে কোন স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন ঃ স্কুল>ইস্কুল, স্টেশন>ইস্টিশন, স্ত্রী>ইস্ত্রী।

১১. মধ্য স্বরাগম ঃ মধ্য স্বরাগমে সাধারণত সংযুক্ত ব্যঞ্জধ্বনির মাঝখানের স্বরধ্বনি আসে। যেমনঃ শ্লোক>শোলক, স্বপ্ন>স্বপন।

১২. অন্ত্য স্বরাগম ঃ কখনো কখনো উচ্চারনের সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে। যেমনঃ বেঞ্চ>বেঞ্চি, দিশ>দিশা, সত্য>সত্যি।

১৩. সম্প্রকর্ষ ঃ উচ্চারণের দ্রুততার জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনির লোপ। যেমনঃ জানালা>জানলা, সুবর্ণ>স্বর্ণ, আশা>আশ।

১৪. অভিশ্রুতি ঃ বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে। যেমন ঃ শুনিয়া>শুনে, চলিয়া>চলে, হাটুয়া>হাউটা>হেটো।

বর্ণের প্রকারভেদ ঃ মাত্রার উপর ভিত্তি করে বর্ণ তিন প্রকার

বর্ণ	সংখ্যা	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ
মাত্রাহীন বর্ণ	১০টি	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)	৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ)
অর্ধমাত্রার বর্ণ	৮টি	১টি (ঋ)	৭টি (খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ)
পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৩২টি	৬ টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ)	২৬টি

আধুনিক বাংলা ভাষায় মোট ৪৫টি বর্ণের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়।

প্রকার	বর্ণ		মোট
স্বরবর্ণ	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ		১১টি
ব্যঞ্জনবর্ণ	ক খ গ ঘ ঙ	৫টি	৩৯টি
	চ ছ জ ঝ ঞ	৫টি	
	ট ঠ ড ঢ ণ	৫টি	
	ত থ দ ধ ন	৫টি	
	প ফ ব ভ ম	৫টি	
	য র ল	৩টি	
	শ ষ স হ	৪টি	
	ড় ঢ় য় ৎ	৪টি	
	ং ঃ ঁ	৩টি	
সর্বমোট বর্ণ			৫০টি

সংযুক্ত বর্ণ

দুই বা তার চেয়ে বেশি ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে কোনো স্বর ধ্বনি না থাকলে ব্যঞ্জন ধ্বনি দুটি বা ধ্বনি কয়টি একত্রে উচ্চারিত হয়, তখন সংযুক্ত বর্ণ গঠিত হয়।

সংযুক্ত বর্ণ	উদাহরণ	সংযুক্ত বর্ণ	উদাহরণ
ক্ত = ক+ত	রক্ত, শক্ত	ক্ষ্ম = ক+ষ+ম	লক্ষ্মী, লক্ষ্মণ
ক্ষ = ক+ষ	রক্ষ, রক্ষা, শিক্ষা	হ্ন = হ+ন	মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, বহ্নি
ঙ্ক = ঙ+ক	অঙ্ক, কঙ্কাল, লঙ্কা	হ্ণ = হ+ণ	পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ
ঙ্গ = ঙ+গ	অঙ্গ, মঙ্গল, সঙ্গীত	হৃ = হ্+ঋ	হৃদয়, সুহৃদ
জ্ঞ = জ+ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা	হু = হ+উ	হুকুম, হুঁশিয়ার
ঞ্ছ = ঞ+ছ	বাঞ্ছা, বাঞ্ছিত, বাঞ্ছনীয়	ষ্ম = ষ+ম	গ্রীষ্ম
ঞ্জ = ঞ+জ	অঞ্জন, গঞ্জ, মঞ্জুষা	ন্ত = ন্+ত	অন্তর
ঞ্চ = ঞ+চ	সঞ্চয়, বঞ্চনা	ন্থ = ন্+থ	মন্থর
ট্ট = ট্+ট	অট্টালিকা	ণ্ট = ণ্+ট	কণ্টক
ত্ত = ত্+ত	উত্তম, পত্তন, বিত্ত	ণ্ঠ = ণ্+ঠ	কণ্ঠ
ত্থ = ত্+থ	উত্থান, উত্থিত	ণ্ড = ণ্+ড	কাণ্ড, ভাণ্ডার
ন্ধ = ন+ধ	বন্ধ, বৃদ্ধ, সমৃদ্ধি	ষ্ট = ষ+ট	সুস্পষ্টরূপে
ন্ধ = ন+ধ	অন্ধ, বন্ধু, সন্ধ্যা	র্ক = র+ক	তর্ক
ব্ধ = ব্+ধ	লব্ধ	রূ = র+ঊ	রূপ
হ্ম = হ+ম	ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ		

ণ-ত্ব বিধান এবং ষ-ত্ব বিধান

ণ-ত্ব বিধানঃ যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে দন্ত্য 'ন' এর স্থানে মূর্ধন 'ণ' ব্যবহৃত হয় তাকে ণ-ত্ব বিধান বলে। ণ-ত্ব বিধি তৎসম শব্দে প্রযোজ্য।

ণ-ত্ব বিধির প্রয়োগঃ

নিয়ম-১ঃ ট-বর্গী (ট, ড, ঢ) ধ্বনির আগে দন্ত্য 'ন' ব্যবহৃত হয়ে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে, সব সময় মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমনঃ ঘণ্টা, লণ্ঠন, লুণ্ঠন, কাণ্ড, দণ্ড, বণ্টন, কণ্টন ইত্যাদি।

নিয়ম-২ঃ তৎসম শব্দে ঋ, র, ষ এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমনঃ অন্বেষণ, উষ্ণ, ঋণ, কারণ, তৃণ, তৃষ্ণা, বর্ণ, বর্ণনা, বিকিরণ, ব্যাকরণ, ভীষণ, মরণ, সমীরণ ইত্যাদি।

নিয়ম-৩ঃ ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি, হয়, য়, ব, ং এবং ক-বর্গীয় ও প বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমনঃ কৃপণ (ঋ কারের পরে প, তার পরে ণ), হরিণ (র এর পরে ই, তার পরে ণ), অর্পণ (র্+প্+অ+ণ), লক্ষণ (ক+ষ+অ+ণ)। এরূপ অগ্রহায়ণ, অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, প্রবণ, অভ্যন্তরীণ, ক্ষীণজীবী, গৃহিণী, নিরূপণ, নিরীক্ষণ, পরিবহণ, প্রসারিণী, প্রণিপাত, প্রণয়ন, বিকিরণ, ব্রাহ্মণ, ভ্রমণ, মনোহারিণী, রামায়ণ, রূপায়ণ, শ্রাবণ, ষাণ্মাসিক, সংকীর্ণমনা, সর্বাঙ্গীন ইত্যাদি।

নিয়ম-৪ঃ কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ণ' হয় (নিত্য মূর্ধন্য-ণ)। যেমনঃ

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফণি বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়ঃ

- বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ণ' লেখার প্রয়োজন হয় না। যেমনঃ কর্নেল, গভর্নর।
- সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে ন হয়। যেমনঃ ত্রিনয়ন, ত্রিহায়ন, নির্নিমেষ, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার পরনিন্দা, অগ্রনায়ক, মূর্ধন্য, ধরন, রূপবান, সুদন, কনিষ্ঠ ইত্যাদি।

ষ-ত্ব বিধানঃ যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ' ব্যবহৃত হয় তাকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

ষ-ত্ব বিধির প্রয়োগঃ

নিয়ম-১ঃ অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র এর পরে প্রত্যয়ের স থাকলে তা 'ষ' হয়। যেমনঃ ভবিষ্যৎ (ভ্+অ+ব্+ই+ষ্-এর পরে ই এর ব্যবধান) মুমূর্ষ, চক্ষুষ্মান, চিকীর্ষা, নিষুতি ইত্যাদি।

নিয়ম-২ঃ ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমনঃ সুসুপ্ত>সুষুপ্ত, অভিসেক>অভিষেক,অনুসঙ্গ>অনুষঙ্গ,প্রতিসেধক>প্রতিষেধক, বিসম>বিষম, অনুস্থান>অনুষ্ঠান, প্রতিস্থাপন> প্রতিষ্ঠান, সুসমা>সুষমা।

নিয়ম-৩ঃ ক, র, ঋ-কার ও রেফ এর পর মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমনঃ ঋষি, কৃষক, তৃষ্ণা, উৎকৃষ্ট, বৃষ্টি, দৃষ্টি, কৃষ্টি, সৃষ্টি, বর্ষা, বর্ষণ, ঘর্ষণ ইত্যাদি।

নিয়ম-৪ঃ র-ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে 'ষ' হয়। যথাঃ পরিষ্কার, আবিষ্কার। কিন্তু অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে স হয়। যথাঃ পুরস্কার, নমস্কার, তিরস্কার।

নিয়ম-৬ঃ ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে মূর্ধন্য 'ষ' যুক্ত হয়। যেমনঃ অকৃষ্ট, কষ্ট, কনিষ্ঠ, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ ইত্যাদি।

নিয়ম-৫ঃ কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ষ' হয় (নিত্য মূর্ধন্য-ষ)'। যেমনঃ

আষাঢ়	শেষ	ঈষৎ	মেষ
বাষা	কলুষ	ভাষ্য	মানুষ।
ষোড়শ	কোষ	পৌষ	রোষ
ষট্	পুরুষ	ষণ্ড	প্রত্যুষ।
আভাষ	ভাষণ	অভিলাষ	পোষণ
উষর	তোষণ	উষা	শোষণ।
ঔষধ	বিষাণ	ষড়যন্ত্র	পাষাণ
বিশেষ	ভূষণ	সরিষা	দূষণ।

ষ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়ঃ

- দেশি, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য ষ লেখার প্রয়োজন হয় না। যেমনঃ অফিস, জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট, পোস্টার, ফটোস্ট্যাট ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে ষ হয় না।
- সংস্কৃত সাৎ প্রত্যয় যুক্ত পদে 'ষ' হয় না। যেমনঃ অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজী শব্দ	বাংলা অর্থ	ইংরেজী শব্দ	বাংলা অর্থ
Accused	আসামী/অভিযুক্ত	Imitation	অনুকরণ
Acknowledgement	প্রাপ্তিস্বীকার	Installation	স্থাপন
Acting	ভারপ্রাপ্ত	Intrusion	অনধিকার প্রবেশ
Adjournment	মূলতবি	Invoice	চালান
Affidavit	হলফনামা	Judge	হাকিম
Affiliation	সম্বন্ধীকরণ	Jurisdiction	এখতিয়ার
Agenda	আলোচ্যসূচী	Lawyer	আইনজীবি
Aggregation	সমষ্টি	Lyric	গীতিকার
Agitation	আন্দোলন	Ledger	খতিয়ান
Anatomy	শরীর বিদ্যা	Legend	কিংবদন্তি
Annexure	ক্রোড়পত্র	Longitude	দ্রাঘিমা
Archaeologist	প্রত্নতাত্ত্বিক	Manuscript	পাণ্ডুলিপি
Bail	জামিন	Mandate	আইনগত আদেশ
Brochure	পুস্তিকা	Memo	স্মারক
Capitalism	পুঁজিবাদ	Memorandum	স্মারক লিপি
Complainant	ফরিয়াদি	Factualism	বাস্তববাদ
Contract	চুক্তি	Monarchy	রাজতন্ত্র
Consumer	ভোক্তা	Moral	নৈতিক
Court	আদালত	Oath	শপথ/হলফনামা
Criminal Court	ফৌজদারী আদালত	Orbit	কক্ষপথ
Deputy	প্রতিনিধি	Orc	আকরিক
Diarrheoa	পেটের অসুখ	Paradise	স্বর্গ
Deputy Magistrate	উপশাসক	Pawn	বন্ধকী দ্রব্য
Dividend	লভ্যাংশ	Plaint	আর্জি
Existentialism	অস্তিত্ববাদ	Plaintiff	বাদি, ফরিয়াদি
Hypocorism	কপটতাবাদ	Planet	গ্রহ
Idolism	আদর্শবাদ	Plebiscite	গণভোট
Optimisms	আশাবাদ	Posthumous	মরণোত্তর
Patriotism	দেশপ্রেম	Probationn	শিক্ষানবিশ

ইংরেজী শব্দ	বাংলা অর্থ	ইংরেজী শব্দ	বাংলা অর্থ
Realism	বাস্তববাদ	Promissory note	প্রতিজ্ঞা পত্র
Secularism	ধর্ম নিরপেক্ষতা	Pseudonym	ছদ্মনাম
Domicile	স্থায়ী নিবাস	Queue	সারি/লাইন
Donor	দাতা	Ransom	মুক্তিপন
Drawee	গ্রাহক	Rebate	বাট্টা
Encumbrance	দায়ভার	Referendum	গণভোট
Episode	উপকাহিনি	Rejoinder	জবাব
Eviction	উৎখাতকরণ	Stakeholder	অংশীদার
Fare	ভাড়া	Secular	ধর্মনিরপেক্ষ
Finger Print	আঙ্গুলের ছাপ		
Fauna	প্রাণীকূল	Session Court	দায়রা আদালত
Flora	উদ্ভিদকূল	Scrutiny	সমীক্ষা
Footprint	পায়ের ছাড়	Skeleton	কঙ্কাল
Forfeit	বাজেয়াপ্ত করা	Sovereignty	সার্বভৌমত্ব
Fortnightly	পাক্ষিক	Suit	মামলা
Freight	মাল ভাড়া	Subjudice	বিচারাধীন
Frontier	সীমান্ত	Synipsis	সংক্ষিপ্ত সার
Furnace	চুল্লী	Theory	তত্ত্ব
Galaxy	ছায়াপথ	Troop	সেনাদল
Garrison	সেনাদল	Vendor	বিক্রেতা
Hostage	জিম্মি	Walk-out	সভা বর্জন
Hoarder	মজুতদার	Witness	স্বাক্ষী
Hypocrisy	ভণ্ডামি	Writ	পরোয়ানা

বিরাম/যতি/ছেদ চিহ্ন

আকৃতি	যতি-চিহ্নের নাম	বিরতি-কাল-পরিমাণ
,	কমা বা পাদচ্ছেদ	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন
;	সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ	১ (এক) বলার দ্বিগুণ সময়
।	দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	এক সেকেন্ড
?	জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন	এক সেকেন্ড
!	বিস্ময় চিহ্ন	এক সেকেন্ড
ঃ	কোলন	এক সেকেন্ড
ঃ-	কোলন ড্যাস	এক সেকেন্ড
–	ড্যাস	এক সেকেন্ড
-	হাইফেন	থামার প্রয়োজন নেই
'	ইলেক বা লোপ চিহ্ন	থামার প্রয়োজন নেই
"	উদ্ধরণ/উদ্ধৃতি চিহ্ন	'এক' উচ্চারণে যে সময় লাগে

১. **দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।) ঃ** বাক্যের শেষ বুঝাতে দাঁড়ি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ তুমি যাও।

২. **কমা (,) ঃ** বাক্যের মধ্যে যেখানে অল্প বিরতির প্রয়োজন হয় সেখানে কমা বসে। যেমন ঃ আমি ভাত, মাছ ও ডাল খাব।

৩. **সেমিকোলন (;) ঃ** বাক্যের কমার চেয়ে একটু বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে দুটি বাক্যের মাঝে সেমিকোলন বসে। যেমন ঃ মনোযোগ দিয়ে পড়; তাহলে পাশ করবে।

৪. **জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) ঃ** বাক্যে কোনো কিছু জানতে চাইলে বা জিজ্ঞাসা বুঝালে সে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসে। যেমন ঃ তোমার বাড়ী কোথায় ?

৫. **বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) ঃ** যে বাক্যে মনের আবেগ অর্থাৎ আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ পায় তার পরে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে। যেমন ঃ বাহ! কি সুন্দর।

৬. **হাইফে চিহ্ন (-) ঃ** যৌগিক বা সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো পৃথকভাবে দেখাতে হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ মা-বাবা, ভাই-বোন।

৭. **ড্যাস চিহ্ন (–) ঃ** জটিল ও যৌগিক বাক্যে দুই বা ততোধিক বাক্যের সংযোগ বুঝাতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন ঃ নিজের কাজ নিজে করতে শেখো–এতে তোমার মান যাবে না – বাড়বে।

৮. **কোলন (ঃ) ঃ** কোনো উদাহরন দিতে, কারো বক্তব্য বা রচনাংশ তুলে ধরতে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ শপথ নিলাম ঃ পাশ করবই।

CS CamScanner

৯. **কোলন ড্যাস (:-) :** উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত দিতে কোলন ড্যাস ব্যবহৃত হয়। যেমন : কাল বা সময় তিন প্রকার : বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

১০. **বিলুপ্ত বা লোপ চিহ্ন :** বাক্যের পদ বা শব্দের মধ্যে একটি বর্ণ লেখা না হলে বা লোপ পেলে এ চিহ্ন বসে। যেমন : হইল = হ'ল, যাইবে = যাবে।

বচন

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত একবচন এবং বহুবচন বাচক শব্দ

একবচন বচন	টা, টি, খানা, খানি
বহুবচন বচন	রা, গুলা, গুলি, গুলো দিগ, দের, প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কুল বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি প্রভৃতি সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

বহুবচন করার নিয়ম

উন্নত প্রাণিবাচক মনুষ্য শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ:

বহুবচন বাচক শব্দ	প্রয়োগ/ব্যবহার
গণ	দেবগণ, নরগণ, জনগণ, গণকবর
বৃন্দ	সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ
মণ্ডলী	নির্বাচকমণ্ডলী, শিক্ষকমণ্ডলী, সম্পাদ মণ্ডলী
বর্গ	পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ

অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ:

বহুবচন বাচক শব্দ	প্রয়োগ/ব্যবহার
পুঞ্জ	মেঘপুঞ্জ, দ্বীপপুঞ্জ
মালা	পর্বতমালা, বর্ণমালা
রাশি	বালিরাশি, জলরাশি
রাজি	তারকারাজি, বৃক্ষরাজি
আবলি	পুস্তকাবলি, পদাবলি, রচনাবলি
গুচ্ছ	কবিতাগুচ্ছ, কেশগুচ্ছ
দাম	কুসুমদাম, শৈবালদাম
নিকর	কমলনিকর
নিচয়	কুসুমনিচয়
গ্রাম	গুণগ্রাম

সংখ্যাবাচক শব্দঃ যে শব্দ দ্বারা সংখ্যা বুঝায়, তাকে গণনা বা সংখ্যাবাচক শব্দ বলে। সংখ্যাবাচক শব্দ সাত প্রকার। যথাঃ

১) অঙ্ক/সংখ্যাবাচক
২) পরিমাণ/ গণনাবাচক
৩) গুণবাচক
৪) ভগ্নসংখ্যাবাচক
৫) ভগ্নাংশবাচক
৬) ক্রম/পূরণবাচক
৭) তারিখবাচক

বিভিন্ন সংখ্যা গণনাবাচক, ক্রমবাচক ও তারিখ বাচক শব্দ সমূহঃ

সংখ্যা	গণনাবাচক	ক্রম/পূরণবাচক	তারিখবাচক
১	এক	প্রথম	১লা (পয়লা)
২	দুই	দ্বিতীয়	২রা (দোসরা)
৩	তিন	তৃতীয়	৩রা (তেসরা)
৪	চার	চতুর্থ	৪ঠা (চৌঠা)
৫	পাঁচ	পঞ্চম	৫ই (পাঁচই)
৬	ছয়	ষষ্ঠ	৬ই (ছয়ই)
৭	সাত	সপ্তম	৭ই (সাতই)
৮	আট	অষ্টম	৮ই (আটই)
৯	নয়	নবম	৯ই (নয়ই)
১০	দশ	দশম	১০ই (দশই)
১১	এগার	একাদশ	১১ই (এগারই)
১২	বার	দ্বাদশ	১২ই (বারই)
১৩	তের	ত্রয়োদশ	১৩ই (তেরই)
১৪	চৌদ্দ	চতুর্দশ	১৪ই (চৌদ্দই)
১৫	পনের	পঞ্চদশ	১৫ই (পনেরই)
১৯	উনিশ	উনবিংশ	১৯শে (উনিশে)
২০	বিশ/কুড়ি	বিংশ	২০শে (বিশে)
২১	একুশ	একবিংশ	২১শে(একুশে)
৫০	পঞ্চাশ	পঞ্চাশতম	
১০০	একশত	শততম	
১৫০	একশত পঞ্চাশ	সার্ধশত	
১০০০	হাজার/সহস্র	সহস্রতম	

পুরুষ

পুরুষঃ

✓ ব্যক্তি বা বস্তু নির্দেশক সর্বনামকেই ব্যাকরণে পক্ষ বা পুরুষ বলে।
✓ যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়ার রূপান্তর হয়, তাই পুরুষ।
✓ বিশেষ্য ও সর্বনামের বিভিন্ন প্রকৃতিকে ব্যাকরণে পুরুষ বলে।

করেছে, করেছো, করেছেন- বাংলা ক্রিয়ার এ তিনটি রূপ মর্যাদা ভেদের কারণে ব্যবহৃত হয়।

পুরুষের শ্রেণি-বিভাগঃ পুরুষ প্রধানত তিন প্রকার। যথাঃ

ক) উত্তম পুরুষঃ স্বয়ং বক্তাই উত্তম পুরুষ। যেমনঃ আমি, আমার, আমাকে, আমরা, আমাদের প্রভৃতি।

খ) মধ্যম পুরুষঃ প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাকে মধ্যম পুরুষ বলে। যেমনঃ তুমি, তোমরা, আপনি, আপনারা, তুই, তোরা প্রভৃতি।

গ) নাম পুরুষ বা প্রথম পুরুষঃ অনুপস্থিত পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণিই নাম পুরুষ। যেমনঃ সে, তারা, তিনি, তাঁরা, ওরা, এটা, এগুলো প্রভৃতি। উদাহরণঃ ওরা কি করে?

পুরুষের বচনভেদ

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	আমি (মুই)	আমরা (মোরা)
মধ্যম পুরুষ	তুমি, তুই, আপনি	তোমরা, তোরা,আপনারা
নাম পুরুষ	সে, তিনি, ও, তিনি, উনি	তারা, ওরা, এরা, ওঁরা

দ্বিরুক্তি শব্দ

দ্বিরুক্ত শব্দ : দ্বিরুক্ত অর্থ দু' বার উক্ত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ, একই বার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো দু'বার ব্যবহার করলে অন্য কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। একই শব্দ পরপর দু'বার ব্যবহৃত হলে তাকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। যেমন : রোজ রোজ, দিন দিন, ঠা ঠা, শন শন, পথে পথে ইত্যাদি।

দ্বিরুক্ত শব্দ নানা রকমের হতে পারে

(ক) শব্দের দ্বিরুক্তি :

- একই শব্দ দুইবার ব্যবহার করা হয় এবং শব্দটি অবিকৃত থাকে। যেমন : ভালো ভালো ফল, বড় বড় বই, ফোঁটা ফোঁটা পানি ইত্যাদি।
- একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক আর একটি শব্দ যোগ করে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ধন-দৌলত, খোঁজ-খবর, খেলা-ধুলা, লালন-পালন, বলা-কওয়া ইত্যাদি।
- দ্বিরুক্ত শব্দ-জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির আংশিক পরিবর্তন হয়। যেমন : বই-টই, মিট-মাট, ফিট-ফাট, বকা-ঝকা, গল্প-সল্প, রকম-সকম, তোড়-জোড় ইত্যাদি।
- সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ যোগে। যেমন : লেন-দেন, দেনা-পাওনা, টাকা-পয়সা, ধনী-গরীব, আসা-যাওয়া ইত্যাদি।

(খ) পদের দ্বিরুক্তঃ

- দুটি পদে একই বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়, শব্দ দুটি ও বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন : দেশে দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল, ঘরে ঘরে লেখা পড়া হচ্ছে, মনে মনে আমিও এ কথাই ভেবেছি।
- দ্বিতীয় পদের আংশিক ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পদ-বিভক্তি অবিকৃত থাকে। যেমন : আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে, চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে।

পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগঃ

বিশেষ্য পদযুগলের বিশেষণরূপে ব্যবহারঃ

সামান্যতা বোঝাতে : আমার জ্বর জ্বর লাগছে।
আধিক্য বোঝাতে : ভালো-ভালো আম, ধামা ধামা ধান, রাশি রাশি ধান।
ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
ধারাবাহিকতা বোঝাতে : বাড়ি-বাড়ি যাব, গ্রামে গ্রামে যাব, ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ।

বিশেষণ পদযুগলের বিশেষণ রূপে ব্যবহারঃ

সামান্যতা বোঝাতে : উবু উবু ভাব, কাল কাল চেহারা।
তীব্রতা বোঝাতে : নরম নরম হাত, লাল লাল ফুল।

সর্বনাম শব্দের ব্যবহারঃ

বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে : যে-যে যাবে, কে কে এলো?

ক্রিয়াবাচক শব্দের ব্যবহারঃ

পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

অব্যয়ের ব্যবহারঃ

ভাবে গভীরতা বোঝাতে : ছি ছি, তুমি কী করেছ?, আর হায় হায় করে লাভ কী!
পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : বার বার কামান গর্জে উঠল।
অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে : ভয়ে গা ছম ছম করছে।
ধ্বনিব্যঞ্জনা : বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, ঝির ঝির করে বাতাস বইছে।

ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার দ্বিরুক্তি : কোনো কিছু স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ কয়েকটি উপায়ে গঠিত হয়। যেমন :

মানুষের ধ্বনির অনুকার : ভেঁই ভেউ-মানুষের উচ্চস্বরে কান্নার ধ্বনি, এরূপ ট্যা ট্যা, হি হি, গুণ গুণ ইত্যাদি।

CS CamScanner

জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার ঃ ঘেউ ঘেউ (কুকুরের ধ্বনি), মিউ মিউ (বিড়ালের ডাক), কুহু কুহু (কোকিলের ডাক), কা কা (কাকের ডাক) ইত্যাদি।

বস্তুর ধ্বনির অনুকার ঃ কড়কড় (বজ্রের ধ্বনি), ঘচাঘচ (ধান কাটার শব্দ), মড়মড় (গাছ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ), ঝমঝম (বৃষ্টি পড়ার শব্দ), হু হু (বাতাস প্রবাহের শব্দ) ইত্যাদি।

লিঙ্গ

জেনে রাখা ভাল

- লিঙ্গ শব্দটির অর্থ - চিহ্ন বা লক্ষণ।
- পুরুষ, স্ত্রী, জড় পদার্থ ও উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি বোঝাতে যে চিহ্ন, লক্ষণ বা সংকেত ব্যবহার করা হয় তাকে লিঙ্গ বলে।
- 'লিঙ্গ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি - লিঙ্গ + অ।
- পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে স্ত্রী প্রত্যয় যোগ করে, স্ত্রীবাচক শব্দ আগে বা পরে বসিয়ে বা বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে- লিঙ্গান্তর করা হয়।

প্রকারভেদ ঃ লিঙ্গ প্রধানত চার প্রকার। যথা ঃ

পুংলিঙ্গ ঃ যা দ্বারা শুধু পুরুষ জাতি বুঝায়। যেমনঃ বাবা, ছেলে, দাদা, কিশোর ইত্যাদি

স্ত্রীলিঙ্গ ঃ যা দ্বারা শুধু স্ত্রী জাতীয় শব্দ বোঝায়। যেমনঃ মা, বোন, নানি, দাদি ইত্যাদি

ক্লীবলিঙ্গ ঃ যা দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতিকেই বুঝায়। যেমনঃ কবি, পাখি, শিশু, সন্তান ইত্যাদি

উভয়লিঙ্গ ঃ যা দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী জাতির কোনটিই বোঝায় না। যেমনঃ বই, ফুল, টেবিল, পর্বত ইত্যাদি।

নিত্য পুরুষবাচক শব্দ ঃ যে শব্দগুলোর কোন স্ত্রীবাচক শব্দ হয় না সেগুলোকে নিত্য পুরুষবাচক শব্দ বলে। যেমনঃ রাষ্ট্রপতি, কাজী, কৃত্তিবাস, কবিরাজ, পুরোহিত, জামাতা, অকৃতদার, কৃতদার, যোদ্ধা, ঢাকী, বিচারপতি, সেনাপতি প্রভৃতি।

নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ ঃ নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ বলতে শুধু স্ত্রীবাচক শব্দ বোঝায়। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের কখনও পুরুষবাচক শব্দ হয় না। যেমনঃ সতীন, সপত্নী, ললনা, কুলটা, বিমাতা, রূপসী, কমলা, পোয়াতী, লক্ষী, সজনী, সুজলা, সুফলা, অঙ্গনা, অন্তঃসত্ত্বা, অধীরা, গর্ভিনী, ধাই, সধবা, বিধবা, ডাইনি, বাইজি, সৎমা, অর্ধাঙ্গিনী, কলঙ্কিনী, অসূর্যম্পশ্যা, এয়ো, শাঁখিনী প্রভৃতি।

পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ	পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ
অজ	অজা	তনয়	তনয়া
অনুপম	অনুপমা	বিপুল	বিপুলা
প্রিয়	প্রিয়া	প্রাচীন	প্রাচীনা
মনোহর	মনোহরা	কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠা
নবীন	নবীনা	পতিত	পতিতা
অভাগা	অভাগী	ছাত্র	ছাত্রী
মামা	মামী	নট	নটী
কর্তা	কর্ত্রী	তাপস	তাপসী
গয়লা	গয়লানী	কামার	কামারনী
কুমার	কুমারনী	জেলে	জেলেনী
ধোপা	ধোপানী	বেদে	বেদেনী
ইন্দ্র	ইন্দ্রানী	বন	বনানী
ঠাকুর	ঠাকুরানী	অরণ্য	অরণ্যানী
অর্ধাঙ্গ	অর্ধাঙ্গিনী	বিনোদ	বিনোদিনী
চাতক	চাতকিনী	নাগ	নাগিনী
নন্দন	নন্দিনী	বাঘ	বাঘিনী
বিহঙ্গ	বিহঙ্গিনী	কর্মী	মহিলা কর্মি
কবি	মহিলা কবি		
পুলিশ	মহিলা পুলিশ	যাত্রী	মহিলা যাত্রী
অধ্যাপক	অধ্যাপিকা	পাঠক	পাঠিকা
বালক	বালিকা	শিক্ষক	শিক্ষিকা
সেবক	সেবিকা	গায়ক	গায়িকা
লেখক	লেখিকা	নায়ক	নায়িকা
পুত্র	কন্যা, পুত্রবধূ	দেবর	ননদ, ননদিনী, জা
ভাই	বোন, ভাবি	বন্ধু	বান্ধবী, বন্ধুপত্নী
শিক্ষক	শিক্ষিকা, শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষক পত্নী	দাদা	দাদি, বৌদি
গুণবান	গুণবতী	গরিয়ান	গরিয়সী
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী	প্রেয়স, প্রেয়াণ	প্রেয়সী
দাতা	দাত্রী	ধাতা	ধাত্রী
নেতা	নেত্রী	কর্তা	কর্ত্রী
কর্তা	গিন্নী	বাবা	মা
এঁড়ে	বকনা	ভাই	বোন
আবব্বা	আম্মা	পতি	জায়া
ছেলে	মেয়ে	স্বামী	স্ত্রী

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ	পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ
জনক	জননী	বাদশাহ	বেগম
পিতা	মাতা	সখা	সখী
নাটক	নাটিকা	মালা	মালিকা
গীত	গীতিকা	পুস্তক	পুস্তিকা
অরণ্য	অরণ্যানী	হিম	হিমানী
স্থূল	স্থূলী	বন	বনানী

উপসর্গ ও অনুসর্গ

- যে অব্যয় ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে তাকে উপসর্গ বলে।
- উপসর্গ বসে - শব্দের আগে।
- অনুসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, পদাশ্রিত নির্দেশক বসে - শব্দের পরে।
- উপসর্গ তিন প্রকার - (বাংলা, তৎসম/সংস্কৃত ও বিদেশী)।
- যে সব অব্যয় বিশেষ্য ও সর্বনামের পরে বসে বিভক্তির কাজ করে তাকে অনুসর্গ বলে।
- ৪টি বাংলা ও তৎসম উভয়ক্ষেত্রে পাওয়া যায় - সু, বি, নি, আ।

বাংলা উপসর্গ ২১টি	অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।
তৎসম উপসর্গ ২০টি	প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।
বিদেশী উপসর্গ	
ফারসি	কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, বে, বর, ব, কম।
আরবি	আম, খাস, লা, বাজে, গর, খায়ের।
উর্দু-হিন্দী	হার
ইংরেজি	সাব, হেড, ফুল, হাফ

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
ঈশ্বর	√ঈশ্+বর	উক্তি	√বচ্+ক্তি
কর্তা	√কৃ+তৃ	ক্রোধ	√ক্রুধ্+ঘঞ
কার্য	√কৃ+ঘ্যণ	খাওন	√খা+অন
কান্না	√কাঁদ্+না	খেলনা	√খেল্+অনা
কারক	√কৃ+ণক	খ্যাত	√খ্যা+ক্ত
ক্ষয়িষ্ণু	√ক্ষি+ইষ্ণু	গত	√গম্+ক্ত

শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
কৃত	√কৃ+ক্ত/ত	গম্য	√গম্+য
চরিত্র	√চর্+ইত্র	জনক	√জনি+ণক
জ্ঞাত	√জ্ঞা+ক্ত/ত	জাগরুক	√জাগ্+উক
ত্যাগ	√ত্যজ্+ঘঞ	দাতা	√দা+তৃচ
দর্শনীয়	√দৃশ্+অনীয়	দর্শক	√দৃশ্+ণক
দীপ্যমান	√দীপ্+শানচ্	ধার্য	√ধৃ+ণ্যৎ
দোলনা	√দুল্+অন্/না	ধার	√ধারি+অ
পাঠক	√পঠ্+ণক/অক	বক্তব্য	√বচ্+তব্য
পঠিত	√পঠ্+ক্ত	বিকৃত	√বি+√কৃ+ত
প্রিয়	√প্রী+অ	বর্তমান	√বৃৎ+মান
পাকড়াও	√পাকড়্+আও	বর্ধমান	√বৃধ্+শানচ
পাচক	√পচ্+ণক	বাঁধন	√বাঁধ্+অন
পাক	√পচ্+ঘঞ	ভক্তি	√ভজ্+ক্তি
বিধান	√বিন্+কৃদ্	ভুক্ত	√ভুজ্+ক্ত
যুক্ত	√যুজ্+ক্ত	ভবন	√ভূ+অন (অনট্)
যোদ্ধা	√যুধ্+তৃচ/তা	শান্তি	√শম্+ক্তি
যোগ	√যুজ্+ঘঞ	শোক	√শ্রু+ধা+আ
লেখক	√লিখ্+ণক	শ্রদ্ধা	√শ্রু+ধা+আ
লজ্জা	√লজ্+র	স্মারক	√স্মৃ+ণক
সৎ	√অস্+অৎ (শতৃ)	হত	√হন্+ক্ত
উপ্ত	√বপ্+ক্ত	নন্দন	√নন্দি+অন
গমন	√গম্+অন	মোড়ক	√মুড়্+অক
গতি	√গম্+ক্তি/তি	মহৎ	√মহ্+শতৃ
গীতি	√গৈ+ক্তি	মুক্ত	√মুচ্+ক্ত
গায়ক	√গৈ+ণক/অক	মরমর	√মর্+অ
গ্রাহী	√গ্রহ্+ণিন	মাতা	√মা+তৃচ্
কাঁদন	√কাঁদ্+অন	মিশুক	√মিশ্+উক
জাত	√জন্+ক্ত	মুক্তি	√মুচ্+ক্তি
জয়	√জি+অল	সৎ	√অস্+শতৃ
নয়ন	√নী+অন (নে+অন)	সহিষ্ণু	√সহ্+ইষ্ণু

বাক্য ও বাক্য পরিবর্তন

সরল বাক্য ঃ যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) এবং যা অন্য কোন বাক্যের সঙ্গে যুক্ত কিংবা সম্পর্কিত নয় তাকে সরল বাক্য বলে।

(**উদ্দেশ্য ঃ** যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তাই উদ্দেশ্য এবং **বিধেয়ঃ** উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাই বিধেয়। যেমন ঃ তিনি অতি দয়ালু। এই বাক্যে 'তিনি' উদ্দেশ্য পদ এবং 'অতি দয়ালু' বিধেয়।)

CS CamScanner

গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকারঃ

১. সরল বাক্য
২. মিশ্র বা জটিল বাক্য
৩. যৌগিক বাক্য

সরল বাক্য ঃ যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা বা উদ্দেশ্য এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া বা বিধেয় থাকে।

সরল বাক্যের উদাহরণ ঃ

- পুকুরে পদ্ম ফুল জন্মে।
- সুশিক্ষিত লোক মানেই স্বশিক্ষিত ।
- বিমল খুব ভাল ছাত্র।
- হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন আদর্শ মানব।
- মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।
- টাকা থাকলেও তিনি দান করেন না।
- তার বয়স বাড়লেও বুদ্ধি বাড়েনি।
- বিপদ-দুঃখ এক সময়ে আসে।
- বেশী নম্বর পাওয়ার কারণেই তুমি প্রথম হবে।
- লেখা পড়া করলে গাড়ি ঘোড়াতে চড়তে পারবে।
- কোথাও পথ না পেয়ে তোমার কাছে এসেছি।
- সত্য বললে মুক্তি পাবে।
- তাকে দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম।
- হাসান নিয়মিত পড়াশোনা করার কারণেই পুরস্কার পায়।
- ধনের ধর্মই অসাম্য।

জটিল বা মিশ্র বাক্য ঃ যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ডবাক্য ও এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে। যেমন ঃ "কাকলি বলল যে, জেরিনই কাজটি করেছে।" এখানে 'কাকলি বলল যে' প্রধান খন্ড বাক্য আর অপ্রধান বা আশ্রিত বাক্য হলো 'জেরিনই কাজটি করেছে।'

জটিল বা মিশ্র বাক্যের উদাহরণ ঃ

- যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে ।
- মা ছিল না বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয় নি।
- তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সখিনা বিবির কপাল ভাঙল।
- যেহেতু তুমি বেশী নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে।
- সে যে অপরাধ করেছে, তা মুখ দেখেই বুঝেছি।
- যখন মেঘ গর্জন করে, তখন ময়ূর নৃত্য করে।
- যদিও তার টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।
- তার বয়স বেড়েছে, বুদ্ধি বাড়েনি।
- যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
- যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে।
- হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন মানব যিনি ছিলেন আদর্শবান।
- লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।
- যেহেতু কোথাও কোন পথ পাইনি তাই তোমার কাছে এসেছি।
- যদি সত্য বল, তাহলে মুক্তি পাবে।
- যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।
- যেহেতু হাসান নিয়মিত পড়াশোনা করে সেজন্য সে পুরস্কার পায়।
- যে ব্যক্তির মাথায় বুদ্ধি নেই, সে পরের সমালোচনায় উদ্বিগ্ন হয়।
- সবাই জানে যে, কালো টাকার মালিকগণ সুখী হন না।
- লেখাপড়া বিষয়ে তার যে গভীর অনুরাগ ছিল, একথা বলা যায় না।
- যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে।
- আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম যে, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।
- তিনি বাড়ি আছেন কিনা আমি জানি না।
- খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি আমার দেশের মাটি।
- যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাবো।
- যদি বৃষ্টি হয়,তবে বের হব না।
- যারা ভাল ছাত্র, তারা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে
- যতই করিবে দান,ততই যাবে বেড়ে।
- যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই বিশ্বাস করবে।
- মা ছিল না বলে কেউ তার চুল বাধেনি।
- যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে।

যৌগিক বাক্য ঃ পরস্পর পৃথক ও নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পুর্ন বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। (ও, এবং, কিন্তু, কিংবা, তথাপি, অথচ, বরং ইত্যাদি যুক্ত হয়ে পরিপুর্ন অর্থ প্রকাশ করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।)

যৌগিক বাক্যের উদাহরণ ঃ

- তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি।
- বিপদ ও দুঃখ এক সময়ে আসে।
- মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।
- তার টাকা আছে কিন্তু তিনি দান করেন না।
- তুমি বেশী নম্বর পেয়েছে বলে প্রথম হবে।
- হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন মানব এবং তিনি ছিলেন আদর্শ মানব।
- লেখাপড়া কর তাহলে গাড়ি ঘোড়ায় চড়তে পারবে।
- কোথাও পথ পেলাম না বলে তোমার কাছে এসেছি।
- সত্য বল, তাহলে মুক্তি পাবে।
- তার দর্শন পেলাম, তারপর আমরা প্রস্থান করলাম।
- হাসান নিয়মিত পড়াশোনা করে বলে পুরস্কার পায়।
- তার চুল পেকেছে কিন্তু বুদ্ধি পাকেনি।

- মিথ্যা কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
- আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
- গিয়াস পড়াশোনা করেছিল প্রচুর কিন্তু পরীক্ষায় পাস করেনি।
- উদয়াস্ত পরিশ্রম করলো, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হল না।
- মানুষ সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রাত্রির আগমনে পুলকিত হয়ে থাকে।
- জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু কোন পথ দেখাতে পারলেন না ।
- সে যেতে চায় তথাপি বসে আছে।
- সে বলতে চায় তবু বলে না।

বাক্যের ধরন	বাক্যের রূপান্তর
সরল বাক্য	তার বয়স বাড়লেও বুদ্ধি বাড়েনি।
জটিল বাক্য	তার বয়স বেড়েছে, বুদ্ধি বাড়েনি।
যৌগিক বাক্য	তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি।
সরল বাক্য	টাকা থাকলেও তিনি দান করেন না।
জটিল বাক্য	যদিও তার টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।
যৌগিক বাক্য	তার টাকা আছে কিন্তু তিনি দান করেন না।
সরল বাক্য	মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।
জটিল বাক্য	যখন গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।
যৌগিক বাক্য	মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।
সরল বাক্য	বিপদ-দুঃখ এক সময়ে আসে।
জটিল বাক্য	যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখ আসে।
যৌগিক বাক্য	বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।
সরল বাক্য	বেশী নম্বর পাওয়ার কারণেই তুমি প্রথম হবে।
জটিল বাক্য	যেহেতু তুমি বেশী নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে।
যৌগিক বাক্য	তুমি বেশী নম্বর পেয়েছ বলে প্রথম হবে।
সরল বাক্য	হযরত মোহাম্মদ (স) ছিলেন একজন আদর্শ মানব।
জটিল বাক্য	হযরত মোহাম্মদ (স) ছিলেন একজন মানব যিনি ছিলেন আদর্শবান।
যৌগিক বাক্য	হযরত মোহাম্মদ (স) ছিলেণ একজন মানব এবং তিনি ছিলেণ আদর্শবান।
সরল বাক্য	সত্য বললে মুক্তি পাবে।
জটিল বাক্য	যদি সত্য বল তাহলে মুক্তি পাবে।
যৌগিক বাক্য	সত্য বল, তাহলে মুক্তি পাবে।
সরল বাক্য	কোথাও পথ না পেয়ে তোমার কাছে এসেছি।
জটিল বাক্য	যেহেতু কোথাও কোন পথ পাইনি তাই তোমার কাছে এসেছি।
যৌগিক বাক্য	কোথাও কোথাও কোন পথ পাইনি তাই তোমার কাছে এসেছি।

বাক্যের ধরন	বাক্যের রূপান্তর
সরল বাক্য	তাকে দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম।
জটিল বাক্য	সে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।
যৌগিক বাক্য	তার দর্শন পেলাম, তরপর আমরা প্রস্থান করলাম।
সরল বাক্য	হাসান নিয়মিত পড়াশোনা করার কারণেই পুরস্কার পায়।
জটিল বাক্য	যেহেতু হাসান নিয়মিত পড়াশোনা করে সেজন্য সে পুরস্কার পায়।
যৌগিক বাক্য	হাসান নিয়মিত পড়াশোনা করে বলে পুরস্কার পায়।
সরল বাক্য	লেখাপড়া করলে গাড়িঘোড়া চড়তে পারবে।
জটিল বাক্য	লেখাপড়া করলে গাড়িঘোড়া চলতে পারবে।
যৌগিক বাক্য	লেখাপড়া করে যেই, গাড়িঘোড়া চলে সেই।
সরল বাক্য	আমরা কথা না শুনলে অনুতাপ করবে।
জটিল বাক্য	যদি আমার কথা না শুন, ভবিষ্যতে অনুতাপ করবে।
যৌগিক বাক্য	আমার কথা না শুন তাহলে ভবিষ্যতে অনুতাপ করবে।
সরল বাক্য	তুমি অধম বলে আমি উত্তম হবো না কেন?
জটিল বাক্য	যদি তুমি অধম হও, তবুও আমি উত্তম হবো না কেন?
যৌগিক বাক্য	তুমি অধম, তাই বলে আমি উত্তম হবো না কেন?
সরল বাক্য	সত্যবাদীকে সকলে বিশ্বাস করে।
জটিল বাক্য	যে সত্য কথা বলে, তাকে সকলে বিশ্বাস করে।
যৌগিক বাক্য	সত্যবাদী বলেই তাকেক সকলে বিশ্বাস করে।
সরল বাক্য	কাজ অনুযায়ী ফল পাবে।
জটিল বাক্য	যেমন কাজ করবে, তেমন ফল পাবে।
যৌগিক বাক্য	কাজ কর, অনুরূপ ফল পাবে।

অর্থানুসারে বাক্য সাত প্রকার

১. বিবৃতিমূলক বা বর্ণনামূলক বা নির্দেশমূলক বাক্য ঃ

অস্তিবাচক বাক্য	নেতিবাচক বাক্য
অচিরেই তাদের ভুল ভাঙে	তাদের ভুল ভাঙতে দেরি হয় না।
জায়গাটা নির্জন	জায়গাটি জনবহুল নয়।
প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।	প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।
তোকে থাকতে হবে।	তুই যেতে পারবি না।
হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।	হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না।
মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ করে।	মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
এতে দোষের কি আছে।	এতে দোষ নেই।

২. প্রশ্নবোধক বাক্য ঃ যেমন ঃ তোমার নাম কী?

৩. অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য ঃ যেমন ঃ বল বীর বল উন্নত মম শির, ভাল ফলের চেষ্টা কর।

CS CamScanner

৪. ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য ঃ যেমন ঃ মহারাজের জয় হোক, খোদা তোমার মঙ্গল করুন।
৫. কার্যকারণাত্মক বাক্য ঃ কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলে না।
৬. সংশয়সূচক বাক্য ঃ বোধ হয়, ছেলেটা চাকুরি পেয়ে যাবে।
৭. বিস্ময় বা আবেগসুচক বাক্য ঃ হে সিন্ধু! বন্ধু মোর-মজিনু তব রূপে। হুররে, আমরা জিতেছি।

কাল

ক. বর্তমান কাল

১. সাধারণ বর্তমান ঃ যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে। যেমন ঃ সে ভাত খায়, আমি বাড়ি যাই, আমি পড়ি।

২. নিত্যবৃত্ত বর্তমান ঃ সাধারণভাবে এবং সচরারত যখন কোনো ক্রিয়া সংঘঠিত হয়। অর্থাৎ স্বাভাবিকতা বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে।

যেমন ঃ

স্বাভাবিকতা ঃ ভোরে সূর্য উদয় হয়, সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়।

অভ্যস্ততা ঃ আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই, বাঙালিরা ভাত খায়।

৩. ঘটমান বর্তমান ঃ যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝাবার জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ বালকেরা স্কুলে যাচ্ছে, হাসান বই পড়ছে।

৪. পুরাঘটিত বর্তমান ঃ ক্রিয়া পুর্বে শেষ হলে এবং তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে, পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। এতক্ষণ আমি অঙ্ক করেছি, সে স্কুলে গিয়েছে, সে পুরস্কার পেয়েছে।

খ. অতীত কাল

১. সাধারণ অতীত ঃ বর্তমান কালের পুর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। যেমন ঃ প্রদীপ নিভে গেল, শিকারি পাখিটিকে গুলি করল।

২. নিত্যবৃত্ত অতীত ঃ অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণত অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ পড়তাম, আগে প্রতি বছর এখানে খেলা হত, শৈশবে আম কুড়াতে আনন্দ পেতাম, আমরা তখন রোজ সকালে নদী তীরে ভ্রমণ করতাম, প্রতিদিন ফুল ফুটত।

৩. ঘটমান অতীত ঃ অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ে কথা বলা হয়েছে, তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি-ক্রিয়া সংঘটণের এরূপ ভাব বোঝায়। যেমন ঃ কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি পড়ছিল, আমরা তখন বই পড়ছিলাম।

৪. পুরাঘটিত অতীতঃ যে ক্রিয়া অতীতে বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। যেমন ঃ সে বার তাকে সুস্থই দেখেছিলাম, কাজটি কি তুমি করেছিলে? বৃষ্টি শেষ হবার পূর্বেই আমরা বাড়ি পৌঁছেছিলাম।

গ. ভবিষ্যৎ কাল

১. সাধারণ ভবিষ্যৎ ঃ যে ক্রিয়া পরে বা অনাগত কালে সংঘটিত হবে। যেমন ঃ আমরা মাঠে খেলতে যাব, শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে, কে জানত আমার ভাগ্যে এমন হবে।

২. ঘটমান ভবিষ্যৎঃ যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকে। যেমন ঃ তিনি ক্লাসে পড়াতে থাকবেন, আমরা পড়াশুনা করিতে থাকব।

৩. পুরাঘটিত ভবিষ্যঃ ঃ যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বোঝাতে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়। যেমন ঃ আমরা সেখানে গিয়ে থাকব, হয়ত তিনি এ বিষয়ে পড়ে থাকবেন।

বিভিন্ন কালের উদাহরণ

কাল	কালের বিভিন্ন রুপ	প্রয়োগ
বর্তমান কাল	সাধারণ বর্তমান	সে ভাত খায়।
	নিত্যবৃত্ত বর্তমান	সে রোজ সকালে ভাত খায়।
	ঘটমান বর্তমান	সে ভাত খাচ্ছে
	পুরাঘটিত বর্তমান	সে ভাত খেয়েছে।
অতীত কাল	সাধারণ অতীত	সে ভাত খেত
	নিত্যবৃত্ত অতীত	সে রোজ সকালে ভাত খেত
	ঘটমান অতীত	সে ভাত খাচ্ছিল
	পুরাঘটিত অতীত	আমরা উপস্থিত হওয়ার পুবেই সে ভাত খেয়ে ফেলল
ভবিষ্যৎ কাল	সাধারণ ভবিষ্যৎ	সে ভাত খাবে।
	ঘটমান ভবিষ্যৎ	সে ভাত খেতে থাকবে।
	পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	সে ভাত খেয়ে থাকবে।

বাচ্য

বাচ্যের প্রকারভেদ

১. কর্তৃবাচ্য ঃ যে বাক্যে কর্তার অর্থ-প্রাধান্য রক্ষিত হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয়। যেমন ঃ আমি ভাত খেয়েছি, ছাত্ররা অঙ্ক করছে।

২. কর্মবাচ্য ঃ যে বাক্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়। যেমনঃ আমার ভাত খাওয়া হয়েছে।

৩. ভাববাচ্য ঃ যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হয়। যেমন ঃ সে আসুক, আমার খাওয়া হল না, কখন আসা হলো, ভাত দেওয়া হয়নি, এ কাজ হবে না ইত্যাদি।

বাচ্য পরিবর্তন

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
আমি বই পড়েছি	আমার বই পড়া হয়েছে
রহিম বই কিনবে	রহিম কর্তৃক বই কেনা হবে
বিদ্বানকে সকলেই আদর করে	বিদ্বান সকলের দ্বারা আদৃত হন
খোদাতালা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন	বিশ্বজগৎ খোদাতাল কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে।
আমি ভাত খেয়েছি	আমার ভাত খাওয়া হয়েছে
নজরুল অগ্নিবীণা লিখেছেন	নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীণা লিখিত হয়েছে
আমি ফুল তুলিয়াছি	আমা দ্বারা ফুল তোলা হইয়াছে
আমি আম খাইয়াছি	আমার (আমা কর্তৃক) আম খাওয়া হইয়াছে

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
তুমি বেড়ালে	তোমার বেড়ানো হলো
তুমিই ঢাকা যাবে	তোমাকেই ঢাকা যেতে হবে
আমি আর গেলাম না	আমার আর যাওয়া হল না
তোমরা কখন এল?	তোমাদের কখন আসা হলো?
তোরা সব ভাতের যোগাড় কর	ভাতের যোগাড় করা হোক
তুমি হাটবে	তোমাকে হাটতে হবে
সে যে আসে	তার যেন আসা হয়
একটি গান কর	একটি গান করা হউক
এবার মাছ ধরি	এবার মাছ ধরা হউক
কোথায় থাক	কোথায় থাকা হয়

পদ প্রকরণ

পদঃ বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুই পদ।

পদের প্রকারভেদঃ পদগুলো প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ। সব্যয় পদ আবার চার প্রকার- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া। সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার। যথাঃ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় এবং ক্রিয়া।

বিশেষ্য পদ

যে পদের সাধারণত কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, সমষ্টি, বিষয়, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় বা কোনো কিছুর নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন- সুন্দর (বিশেষ্য) মাত্রেরই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে। সুন্দর (বিশেষ্য) মানুষকে নিজের দিকে টানে।

সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য ঃ যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের বিজ্ঞাপিত হয়। যথা-

✓ ব্যক্তির নাম ঃ নজরুল, ওমর, মাইকেল, জুলফিকার।
✓ ভৌগোলিক স্থানের নামঃ ঢাকা, বগুড়া, প্যারিস, লন্ডন, মক্কা।
✓ ভৌগোলিক সংজ্ঞাঃ (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি) করতোয়া, হিমালয়, আরব সাগর।
✓ গ্রন্থের নামঃ গীতাঞ্জলী, অগ্নিবীণা, শেষের কবিতা, সঞ্চিতা, বিশ্বনবী।

জাতিবাচক বিশেষ্যঃ যে পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়। যেমন- মানুষ, গরু, পাখি, পর্বত, নদী, ইংরেজ ইত্যাদি।

বস্তু বাচক বা দ্রব্য বাচক বিশেষ্য ঃ যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়। এই জাতীয় বস্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। যেমনঃ বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবণ, পানি ইত্যাদি।

সমষ্টিবাচজক বিশেষ্য ঃ যে পদে বিশকিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়। যেমনঃ সভা, জনতা, সমিতি, সমাজ, পঞ্চায়েত, মিছিল, ঝাঁক, বহর, দল, বাহিনী ইত্যাদি।

ভাববাচক বিশেষ্য ঃ যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়। যেমনঃ গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ)। এরূপ- ভোজন, শয়ন, দর্শন, দেখা, শোনা, অংশাংশি ইত্যাদি।

আবার ধাতুর বা প্রাতিপাদিকের পর আই প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। যেমনঃ ✓চড়্+আই=চড়াই, বড়্+আই = বড়াই ইত্যাদি।

বিশেষণ পদ

যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, ধর্ম ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমনঃ

✓ তিনটি বছর।
✓ এ যে আমাদের চেনা লোক।
✓ সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ আন্তরিক।

নাম বিশেষণঃ যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমনঃ খুব সুন্দর বই। সুন্দর শিশু।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ

✓ রূপবাচক ঃ নীল আকাশ, সবুজ মাঠ।
✓ গুণবাচক ঃ দক্ষ কারিগর, ঠান্ডা হাওয়া।
✓ অবস্থাবাচক ঃ তাজা মাছ, রোগা ছেলে।

CS CamScanner

- ✓ সংখ্যাবাচক ঃ হাজার লোক, দশ দশা।
- ✓ পরিমাণবাচক ঃ এক কেজি চাল, দু কিলোমিটার রাস্তা।
- ✓ অংশবাচক ঃ অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল।
- ✓ উপাদানবাচক ঃ বেলে মাটি, পাথুরে মূর্তি।
- ✓ প্রশ্নবাচক ঃ কতদূর পথ? কেমন অবস্থা?
- ✓ নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক ঃ এই লোক, সেইছেলে, ছাব্বিশে মার্চ।

বিভিন্ন শব্দের বিশেষ্য ও বিশেষণরূপ

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
চালাকী	চালাক	প্রাচুর্য	প্রচুর
অরণ্য	আরণ্যক	পৃথিবী	পার্থিব
অভ্যাস	অভ্যস্ত	কাবুলীওয়ালা	কাবুলী
আঘাত	আহত	পিপাসা	পিপাসিত
মানুষ	মনুষ্য	প্রণয়ন	প্রণীত
চাতুর্য/চতুরতা	চতুর	ইচ্ছা	ঐচ্ছিক
ইতিহাস	ঐতিহাসিক	ভূগোল	ভৌগোলিক
লাজ/লজ্জা	লাজুক	অবজ্ঞা	অবজ্ঞাত
জীবন	জীবনী	বিলাত	বিলাতী
সন্ধ্যা	সান্ধ্য	ডাকাত	ডাকাতি
বুদ্ধি/বুদ্ধিমত্তা	বুদ্ধিমান	সহন	সহনীয়
সৌন্দর্য	সুন্দর	দাহ/দগ্ধ	দাহ্য
স্বাতন্ত্র্য	স্বতন্ত্র	শৈত্য/শীত	শীতার্ত/শীতল
ন্যায়	ন্যায্য	সর্বজন	সর্বজনীন
দর্শন	দার্শনিক	ধীরতা	ধীর
দাক্ষিণ্য	দক্ষিণ	নৈপুণ্য	নিপুণ
দারিদ্র্য	দরিদ্র	সৌহার্দ্য	সৌহার্দিক
উৎকর্ষ	উৎকৃষ্ট	দৈন্য/দীনতা	দীন
সুতো	সুতি	দিক	দিগন্বর
ব্যাঘাত	ব্যাহত	মাধুর্য/মধুরতা	মধুর
গুরু	গরিষ্ঠ	স্নেহ	স্নেহী
গাম্ভীর্য	গম্ভীর	লবণ	লবণাক্ত,লবণিত

সর্বনাম পদ

সর্বনাম পদের শ্রেণীবিভাগ

পুরুষ বা ব্যক্তিবাচক	আমি, আমরা, তুমি তোমরা, সে, তোরা, তিনি, তারা, এ, এরা ইত্যাদি।
আত্মবাচক	আপনি, স্বয়ং, নিজে, খোদ ইত্যাদি।
সামীপ্যবাচক	এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।
দূরত্ববাচক	ঐ, ঐসব ইত্যাদি।
সাকুল্যবাচক	সব, সকল, সমুদয়, সর্ব, তাবৎ ইত্যাদি।
সংযোগজ্ঞাপক	যে, যিনি, যারা, যাহারা ইত্যাদি।
প্রশ্নবাচক	কি, কী, কে, কাহারা, কার, কিসে ইত্যাদি।
ব্যতিহারিক	নিজে-নিজে, আপনা-আপনি, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।
অনির্দিষ্টবাচক	কোন, কেহ, কেউ,কিছু ইত্যাদি।
অন্যাদিবাচক	অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

অব্যয় পদ

সমুচ্চয়ী অব্যয়ঃ যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়।

সংযোজক অব্যয়ঃ ও, এবং, তাই, আর, অধিকন্তু, সুতরাং প্রভৃতি। যেমনঃ ✓বাংলাদেশের পতাকায় সবুজ ও লাল রং আছে।.

বিয়োজক অব্যয়ঃ কিংবা, কিন্তু, বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো প্রভৃতি। যেমনঃ

✓লেখা পড়া কর, নতুবা ফেল করবে।

✓মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

সংকোচক অব্যয়: অথচ, কিন্তু, বরং প্রভৃতি। যেমন-

✓লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ।

✓তিনি বিদ্বান অথচ সৎ ব্যক্তি নন।

✓পলাশ দেখতে সুন্দর বটে কিন্তু গন্ধহীন।

অনন্বয়ী অব্যয়ঃ যেসব অব্যয় বাক্যের অন্য কোনো পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাভাষার শব্দাবলী

এক বা একাধিক বর্ণ (ধ্বনি) মিলিত হয়ে যদি কোনো অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে শব্দ বলে।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ ঃ শব্দকে প্রধানত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা

১। গঠন অনুসারে (মৌলিক ও সাধিত শব্দ)
২। অর্থ অনুসারে (যৌগিক, রূঢ় বা রূঢ়ি ও যোগরূঢ় শব্দ)
৩। উৎপত্তি অনুসারে (তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ)

গঠনের দিক থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগ

গঠনের দিক থেকে শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১। মৌলিক শব্দ
২। সাধিত শব্দ

১। **মৌলিক শব্দ ঃ** যে শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশে সক্ষম তাকে মৌলিক শব্দ বলে। একে আবার স্বয়ংসিদ্ধ শব্দও বলা হয়ে থাকে। যেমনঃ হাত, ফুল, বই, মুখ, গোলাম, ভাই, বোন, নদ, গাছ, গোলাপ, লাল ইত্যাদি।

২। **সাধিত শব্দ ঃ** মৌলিক শব্দ বা ধাতু প্রকৃতির সঙ্গে উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগে কিংবা সমাসনিষ্পন্ন হয়ে যেসব শব্দ গঠিত হয় তাদেরকে বলা হয় সাধিত শব্দ। যেমনঃ

উপসর্গ যোগে পরাজয়, উপহার, উপকার।
প্রত্যয় যোগে চলন্ত, উড়ন্ত, ঢাকাই।
সমাস যোগে নীল যে পদ্ম = নীল পদ্ম
মা ও বাবা = মা-বাবা।

অর্থের দিক থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগ

অর্থ অনুসারে শব্দকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ

১। যৌগিক শব্দ
২। রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ
৩। যোগরূঢ় শব্দ

১। **যৌগিক শব্দ ঃ** যেসব শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়যোগে গঠিত হয় এবং প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ করলে যে সকল শব্দের অর্থ পাওয়া যায়, তাদের যৌগিক শব্দ বলে। যেমনঃ

গৈ + অক = গায়ক, অর্থ- গান করে যে।
কৃ + তব্য = কর্তব্য, অর্থ- যা করা উচিত।
বাবু + আনা = বাবুয়ানা, অর্থ-বাবুর ভাব।

২। **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ ঃ-** যে সকল প্রত্যয় নিষ্পন্ন বা উপসর্গ যুক্ত শব্দ এর প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত অর্থ প্রকাশ না করে জনসমাজে প্রচলিত পৃথক অর্থ বোঝায় তাদেরকে বলা হয় রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ। যেমনঃ

হস্তী = হস্ত + ইন - হস্ত আছে যার। কিন্তু প্রচলিত অর্থে হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়।

বাঁশি = বাঁশ + ই = বাঁশ দিয়ে তৈরি। কিন্তু প্রচলিত অর্থে বাদ্যযন্ত্রকে বোঝায়।

৩। **যোগরূঢ় শব্দ ঃ** সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অর্থের অনুগামী না হয়ে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমনঃ

পঙ্কজ = পঙ্কে জন্মে যা, পঙ্কে অনেক কিছুই জন্মে। কিন্তু সাধারণত পঙ্কজ বলতে পদ্মফুলকে বোঝানো হয়। এ ছাড়া সরোজ, ডাকাত, রাজপুত, মহাযাত্রা, জলধি, অনুখ যোগরূঢ় শব্দ।

উৎপত্তি অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ

উৎপত্তি অনুসারে শব্দকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ-

১। তৎসম শব্দ
২। অর্ধ-তৎসম শব্দ
৩। তদ্ভব শব্দ
৪। দেশি শব্দ ও
৫। বিদেশি

১। **তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ঃ** যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে কোনো রূপ পরিবর্তন ছাড়াই সরাসরি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেসব শব্দকে তৎসম শব্দ বলা হয়। যেমনঃ চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভুবন, ধর্ম, পত্র, মনুষ্য, মস্তক, অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, অশ্ব, হস্তী, কর্ম, আকাশ, বায়ু, অরণ্য, পদ, বৃক্ষ, বস্তু, ভোজন, অন্য, কন্যা, পুষ্প, লতা, দন্ত্য, কর্ণ, নাসিকা, মাতৃ, পিতৃ, দধি, ভক্তি, কৃষ্ণ, লাভ, ক্ষতি, মুক্তি, শক্তি ইত্যাদি।

২। **অর্ধ-তৎসম শব্দ ঃ** যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে কিছুটা বিকৃত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব শব্দকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলা হয়। যেমনঃ

৩। **তদ্ভব শব্দ ঃ** যেসব সংস্কৃত শব্দ-যুগান্তর ধরে বিবর্তনের পথে প্রাকৃত অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলা হয়। তদ্ভব একটি পারিভাষিক শব্দ। উদাহরণ-

তৎসম	অর্ধ-তৎসম	তদ্ভব
কর্মকার	কর্মআর	কামার
হস্ত	হত্থ	হাত
চর্মকার	চম্মআর	চামার
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
কর্ণ	কন্ন	কান
বধূ	বহূ	বউ
পাদ	পাআ	পা
মাতা	মাআ	মা
সর্প	সপ্প	সাপ

তৎসম	অর্ধ-তৎসম	তৎসম	অর্ধ-তৎসম
শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ	মিথ্যা	মিছা
শ্রী	ছিরি	রাত্রি	রাত্তির
নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন	পিত্ত	পিত্তির
গ্রাম	গেরাম	কৃষ্ণ	কেষ্ট
মন্ত্র	মন্তর	পুত্র	পুতুর
প্রণাম	পেন্নাম	শত্রু	সতুর
গৃহিণী	গিন্নী	গাত্র	গতর
ঔষধ	ওষুধ	ক্ষুধা	খিদে

৪. দেশি শব্দ ঃ বাংলাদেশের আদি জনগোষ্ঠীর ভাষার যে শাব্দিক উপাদান এখনো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে দেশি শব্দ বলে।

জীবজন্তু ও পশুপাখি	খেকশিয়াল, বাবুই, নেংটি, হাঁড়ি, হোল, হুতুম ইত্যাদি।
গৃহস্থালী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র	খলুই, চাড়ি, চিমটা, ঝাটা, ঢেঁকি, পাতিল, বাখারি, বাতা, বিচালি, দরজা, সেউঁতি ইত্যাদি।
ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য	কদু, উচ্ছে, ইচড়, জলপাই, ফোঁপর, টেপারি, ধুন্দল, লাউ, থানকুনি, খোড়, নটে, আমানি, মলপো, বাতাসা, জারুল, ধনিচা, নিসিন্দা, হোগলা ইত্যাদি।
মাছ	টেংরা, চেলা, পারসে, পোনা, বাটা, লেঠা, বিঠা, গজাল, কাতলা ইত্যাদি।
অন্যান্য শব্দ	কুড়ি, ট্যাঙ্গা, ডাব, জোল, ডোম, মুড়ি, বাদুড়, মুলো, ডেলা, বড়সি, সড়কি, কোঁচ, তুলি, টিকারা, দাবা, চিক, নথ, মাকরি, মল, আটি, আছাড়, আড্ডা, চাটাই, ছোকরা, ডাব্বা, ডিগবাজি, ডোবা, মাঠ, মটকা, ঠাট্টা, কচি, ঠাঁসা, ঠুঁটো, পোকা, কলা, বোঝা, সলো, মই, মাচা, ঝাড়া, লাঠি, বোরা, বাখারি, পয়লা, পেট, পেটরা, কাউ, কাল, কোল, ঝিনুক ইত্যাদি।

৫। বিদেশি শব্দ ঃ বিভিন্ন বিদেশি ভাষা থেকে যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং বিকৃত কিংবা অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেসব শব্দকে বিদেশি শব্দ বলে। এসব শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি, ইংরেজি, ফরাসি, ওলন্দাজ, জাপানি, বর্মী, চীনা, তুর্কি ইত্যাদি শব্দের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। নিচে কিছু বিদেশি শব্দ প্রদত্ত হলো ঃ-

ফারসি শব্দ

আইন আদালত সংক্রান্ত	আইন-কানুন, ফরিয়াদী, ফরমান, নালিশ, সালিশ, মুনশি, কাজী, অছিয়তনামা, দরবার, পেশকার, ফৌজদারী, তামাদি।
রাজ্যসম্বন্ধীয়	নবাব, তখত, বাদশাহ, বাহাদুর, জমিদার, তালুকদার, খাজনা, তহসিলদার।
ধর্মসম্বন্ধীয়	জায়নামাজ, ঈদগাহ, নামাজ, রোজা, খানকাহ, দরগাহ, পরহেজগার, গুনাহ, খোদা, পয়গম্বর, দোজখ, বেহেশত, পয়গম্বর, ফেরেশতা।
শিক্ষাসম্বন্ধীয়	পীর, কাগজ, দোয়াত, বুজুর্গ।
বিবিধ ফারসি শব্দ	আজান, আমদানি, আতশবাজী, আফসোস, আবাদ, আদমি, রপ্তানি, জিন্দ, জানোয়ার, নমুনা, বদমাস, হাঙ্গামা, আয়না, আলু, আসমান, আস্তানা, আস্তে, ইরানি, একতারা, একটা, ওস্তাদ, কম, কামান, কারবার, কারসাজি, কারিগর, খানসামা, খুচরা, খুশি, গ্রেপ্তার, চশমা, চশমখোর, চাকর, চাদর, চাঁদা, চেহারা, জখম, জবানবন্দি, জামা, জামদানি, জোর, জোরদার, তন্দুর, তরমুজ, তীর, তীরন্দাজ, তোষামোদ, দরজা, দরদ, দরবেশ, দর্জি, দাগী, দারোয়ান, দালান, দূরবীন, দেরি, দোস্তী, নিশান, নিশানা, পর্দা, পশম, পাইকারি, পাজামা, পাঞ্জাবি, পোশাক, পোলাও, বখরা, বখশিস, বদ, বনাম, বন্দী, বরখাস্ত, বস্তা, বাগান, বাজার, বারবার, বালিশ, বেতর, মজা, মজাদার, মজুরি, মরিচ, মরিচা, মাহিনা, রসদ, রাস্তা, শিরোনামা, সবজি, সবুজ, সরকার, সরাসরি, সর্দি, সাজা, সাদাসাদি, সাবাস, সুদ, সুপারিশ, হাজার ইত্যাদি।

আরবি শব্দ

ধর্মসংক্রান্ত	আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওযু, কোরবানী, কুরআন, কেয়ামত, গোসল, জান্নাত, জাহান্নাম, তওবা, হজ, যাকাত, হালাল, হারাম, হরফ, হাল ইত্যাদি।
প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক	আলেম, আদালত, ইনসান, ঈদ, ইনসান, উকিল, ওজর, এজলাস, এলেম, কলম, কানুন, কিতাব, কেচ্ছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, মহকুমা, মুন্সেফ, মোক্তার, রায়, তারিখ, ইশারা, আদায়, আদব-কায়দা, খবর, খয়রাত ইত্যাদি।
বিবিধ আরবি শব্দ	অজুহাত, আকবর, আক্কেল, আজব, আতর, আবির, আমল, আমানত, আমিন, আলবৎ, আসবাব, আসল, ইনকিলাব, ইনাম, ইসলাম, এলাকা, ওজন, ওয়ারিশ, কবর, কবুল, কলাই, কাফন, কামাল, কামিজ, কায়দা, কুদরত, কেতাব, খতম, খাজনা, খেতাব, খেসারত, গরিব, ছবি, জনাব, জরিপ, জরিমানা, জাহাজ, জিনিস, তওবা, তহবিল, তামাম, দফা, দফারফা, দলিল, দাখিল, দালাল, দুনিয়া, দেনা, ছোঁয়া, দৌড়, দৌলত, নকল, নকশা, নগর, নবাব, নায়েব, নিকা, নূর, ফতোয়া, ফাজিল, ফায়দা, বই, বন্দুক, বদল, বাকি, বাতিল, বাদে, বাবদ, বিলাত, বোরকা, মক্কেল, মন, ময়দান, মসলা, মশাল, মসজিদ, মহরম, মাতব্বর, মাফ, মাল মালিক, মুনাফা, মুলতবী, মুসলিম, মুসাফির, লেবু, হেফাজত ইত্যাদি।

অন্যান্য বিদেশি শব্দ

ইংরেজি শব্দ	অফিস, আফিম, স্কুল, ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নোট, নভেল, পাউডার, পেন্সিল, ফুটবল, ব্যাগ, মাস্টার, লাইব্রেরী, হাসপাতাল, বাক্স, বোতল, কেক, চপ, কোট, প্যান্ট, ইস্কু, জজ, ইঞ্জিন, শেয়ার, থিয়েটার, টয়লেট, এসিড, ফিল্ম, ফ্যাশন, ফোন, বল, পেন, মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, রোড, ক্লাস, মেম্বার, মিটিং, সিটিং, হোটেল, মোটেল, ক্যালেন্ডার, টেবিল, চেয়ার, বাল্ব, টাইপ,
	টাইপরাইটার, ফটোকপি, ফটোস্ট্যাট, ফাস্টফুড, চপ, বার্গার, লাগেজ, কলাম, জ্যাম, রেডিও টেলিভিশন, গ্লাস, ডায়রি, হ্যান্ডবল ইত্যাদি।
পর্তুগিজ শব্দ	আনারস, আলপিন, পাউরুটি, চাবি, কফি, কাকাতুয়া, কেরানি, গরাদ, গাঁদা, গীর্জা, জানালা, গোলাপ, আলকাতরা, আচার, আলমারি, আয়া, বোমা, বোতাম, বালতি, বন্দর, বাসন, মিস্ত্রি, নিলাম, লোনা, পেঁপে, পিস্তল, পাউরুটি, পেরেক, ক্রুশ, পাদ্রি, যিশু, পেয়ারা, কামরাঙা, কপি, তোয়ালা, গুদাম, তামাক, মস্তরা, পাচার, বাতাবি, সাবান, টুপি, সালসা, বারান্দা, ফিতা, মাস্তুল, আতা, ফিরিঙ্গী, বোতল, গামলা, পাদরি, পিরিচ, পেরেক, পেয়ালে, বেহালা, বর্গা, সাবু ইংরেজি ইত্যাদি [শতাধিক বা তার বেশি পর্তুগিজ শব্দ রয়েছে বাংলা ভাষায়।]
ফারসি শব্দ	কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, বুর্জোয়া, মাদাম, ব্যালে, গ্যারেজ, এলিট, মেনু, বুফে, পিজা, সেমিজ, বিস্কুট, আঁশ, জাহাজ, খোরাকি, আঁতাত, ম্যাটিনি, রেনেসাঁ, দিনেমার ইত্যাদি।
ওলন্দাজ শব্দ	ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন।
হিন্দি শব্দ	বার্তা, পুরি, পানি, টহল, বাচ্চা, চানাচুর, মিঠাই, কাহিনী, খানাপিনা, সাচ্চা, দাদা, নানা ইত্যাদি।
গুজরাটি শব্দ	খদ্দর, হরতাল, জয়ন্তি।
সিংহলি শব্দ	সিডর, বেরিবেরি।
পাঞ্জাবি শব্দ	চাহিদা, শিখ।
ইতালিয়ান শব্দ	সনেট, মাফিয়া, ম্যাজেন্টা।
মেক্সিকান শব্দ	চকলেট।
দক্ষিণ আফ্রিকান শব্দ	জেব্রা
পেরুর শব্দ	কুইনাইন
জার্মান শব্দ	নাৎসি, কিন্ডারগার্টেন
তামিল শব্দ	চুরুট
তুর্কি শব্দ	উজবুক, উর্দি, উর্দু, কক্ষি, কাবু, কুর্নিশ,

	কুলি, কোর্মা, খাঁ, খান, চকমক, চিক, চোগা, চাকু, চাকর, তকমক, ঠাকুর, তকমা, বেগম, তালাশ, তুর্ক, বাবা, বাবুর্চি, মোগল, লাশ, সওগাত ইত্যাদি।
চীনা শব্দ	চা, চিনি, লিচু, এলাচি, লবি, সিন্দুর ইত্যাদি।
বর্মি শব্দ	ফিরাং, লুঙ্গি, ঘুঙ্গি, ঘুঘনি, লামা, জামা ইত্যাদি।
জাপানি শব্দ	রিকশা, হারিকিরি, প্যাগোডা, সাম্পান, জুডো, হাসনাহেনা ইত্যাদি।
গ্রিক শব্দ	দাম, কেন্দ্র, সুরঙ্গ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মিশ্র শব্দ

আইনজীবী-ফারসি + তৎসম	খ্রিস্টাব্দ-তদ্ভব + তৎসম
হেটোইম-ফারসি + ইংরেজি	ডাক্তারখানা-ইংরেজি + ফারসি
রাজাবাদশা-তৎসম + ফারসি	পকেটমার-ইংরেজি + বাংলা
হাটবাজার-বাংলা + ফারসি	কালিকলম-বাংলা + আরবি
হেডমৌলভী-ইংরেজি+ফারসি	মাস্টারমশাই-ইংরেজি + তদ্ভব
হেডপণ্ডিত-ইংরেজি+ তৎসম	চৌহদ্দি-ফারসি + আরবি

বিপরীত শব্দ

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ	মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
হাল	সাবেক	ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য
তাপ	শৈত্য	গ্রাম্য	শহুরে
হর্ষ	বিষাদ	জন্ম	মৃত্যু
সুলভ	দুর্লভ	সম্প্রসারণ	সংকোচন
সহিষ্ণু	অসহিষ্ণু	সংশ্লেষণ	বিশ্লেষণ
মসৃন	বন্ধুর	সজীব	নির্জীব
অনাবিল	আবিল	শ্রীযুক্ত	শ্রীহীন
ঔদ্ধত্য	বিনয়	আদিষ্ট	নিষিদ্ধ
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	পণ্ডিত	মূর্খ
সংশয়	প্রত্যয়	ইতর	ভদ্র
কোমল	কঠিন/কর্কশ	আসামী	ফরিয়াদী
জ্ঞানী	মূর্খ	গতি	স্থিতি
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	মনীষা	নির্বোধ
অনুরক্ত	বিরক্ত	চতুর	নির্বোধ
অর্পণ	গ্রহণ	আগম	নির্গম/লোপ
আগমন	নির্গমন	আস্থা	অনাস্থা
আস্তিক	নাস্তিক	ঐক্য	বিভেদ
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	আপন	পর

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ	মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
স্বচ্ছ	অস্বচ্ছ	বরখাস্ত	বহাল
স্থির	অস্থির, গতি	প্রফুল্ল	ম্লান
মুখ্য	গৌণ	মৃদু	প্রবল
মিত্র	শত্রু	লৌকিক	অলৌকিক
ব্যক্ত	গুপ্ত	কাপুরুষ	বীরপুরুষ
তস্কর	সাধু	আবির্ভূত	তিরোহিত
আরোহন	অবতরন	উজান	ভাটি
আর্দ্র	শুষ্ক	নবীন	প্রবীন
বিনীত	গর্বিত	অটবী	বন
প্রসন্ন	বিষণ্ন	ক্ষীয়মান	বর্ধমান
যোজক	বিয়োজক	অমৃত	গরল
প্রশস্ত	সংকীর্ণ	তিমির	আলো
সংক্ষিপ্ত	বিস্তৃত	মুক্ত	বদ্ধ
স্থাবর	জঙ্গম	চপল	গম্ভীর
উত্তপ্ত	শীতল	অর্বাচীন	প্রাচীন
নন্দিত	বিষণ্ন	বিশ্রী	সুন্দর
অলীক	সত্য	নির্মল	পঙ্কিল
সুরভী	পুতি	প্রভাত	সন্ধ্যা
অগ্র	পশ্চাৎ	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
অজ্ঞ	বিজ্ঞ	তারুণ্য	বার্ধক্য
ইতিবাচক	নেতিবাচক	গোপন	প্রকাশ
উদ্ধত	বিনীত/নম্র	বীর	বীরাঙ্গনা
উগ্র	নম্র/সৌম্য	জোয়ার	ভাটা
উত্তাপ	শৈত্য	উদ্যম	বিরাম

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

সূর্য	দিবাকর, রবি, দিনকর, বিভাকর, প্রভাকর, সবিতা, অর্ক, তপন, আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, মার্তণ্ড, অংশুমালী, কিরণমালী
আকাশ	আসমান, গগণ, ছায়ালোক, দ্যুলোক, নভোমণ্ডল, অন্তরীক্ষ, অম্বর, ব্যোম।
চন্দ্র	চাঁদ, সুধাকর, শশী, হিমকর, নিশাপতি, শশধর, নিশাকর, নিশাপতি, ইন্দ্র, সুধাংশু, শশাংক, শিতাংশু, কুমুদিনীনাথ, দ্বিজরাজ, সোম, মৃগাংক, সুধাকর, বিধু, চন্দ্রমা, হিমাংশু।
চক্ষু	আঁখি, চোখ, অক্ষি, দর্শন, দৃষ্টি, নয়ন, লোচন, নেত্র

পদ্ম	কমল, পংকজ, শতদল, নলিনী, সরোবর, অরবিন্দ, উৎপল, রাজীব, সরোজ।
গৃহ	ঘর, ধাম, আবাস, আলয়, নিলয়, ভবন, বাড়ি, নিকেতন, আশ্রয়, কক্ষ, বাসস্থান, নিবাস।
কূল	তট, কিনারা, তীর, সৈকত, ধার, পাড়।
কপাল	ললাট, ভাল, ভাগ্য, নিয়তি, অদৃষ্ট, অলিক।
জল	পানি, জীবন, পয়ঃ, তোয়, উদক, সলিল, বারি, নীর, অম্বু, অপ।
পৃথিবী	ধরা, জগৎ, ভুবন, বিশ্ব, ভূমণ্ডল, ভূ, বসুন্ধরা, ধরনী, মহী, দুনিয়া, ভূলোক, বসুধা, বসুমতি, উর্বি, মেদিনী, ধরিত্রী, পৃথি, ক্ষিতি।
অগ্নি	আগুন, অনল, পাবক, শিখা, সর্বভূক, দহন, হুতাশন, বহ্নি, জাতবেদা, হুতাশ, কৃশানু।
কলহ	ঝগড়া, দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিরোধ।
বাতাস	বায়ু, বাত, অনিল, হাওয়া, পবন, সমীর, সমীরন।
মাতা	জননী, মা, প্রসূতি, গর্ভধারিনী, আম্মা, জনয়িত্রী।
অন্ধকার	আঁধার, তিমির, আন্ধার, তমসা, তম, তমিস্র, শর্বর।
ইচ্ছা	বাসনা, কামনা, সাধ, অভিলাষ, আকাংখা, অভিপ্রায়, লালসা, আগ্রহ, স্পৃহা, লিপ্সা, মনোরথ।
যুদ্ধ	সংগ্রাম, সমর, বিগ্রহ, রণ।
মৃত্যু	ইন্তেকাল, মরন, বিনাশ, পরলোক-গমন, চিরবিদায়, নিধন, নাশ, নিপাত, অন্ত, দেহত্যাগ।
নদী	স্রোতস্বিনী, স্রোতস্বতী, নির্ঝরিনী, তটিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, গাঙ, শৈবালিনী, কল্লোলিনী, সরিৎ।
আনন্দ	হর্ষ, পুলক, খুশি, সুখ, আহ্লাদ, বিকাশ, স্ফিতি, স্ফুরন, আমোদ, উল্লাস, উচ্ছ্বাস।
বন্ধু	সখা, মিত্র, বান্ধব, সুহৃদ।
ভ্রমর	মধুকর, ষটপদ, মধুপ, ভোমরা, মৌমাছি, মধুলেহ, অলি
বন	জঙ্গল, অরন্য, কানন, অটবী, বিপিন, কান্তার, বিজন, গহন।
পর্বত	অচল, অদ্রি, গিরি, পাহাড়, ভূধর, শৈল, ভূভৃৎ, নগ, মহীধর, ক্ষিতিধর।
বিদ্যুৎ	তড়িৎ, চপলা, সৌদামিনি, বিজলী, দামিনী, ক্ষণপ্রভা।
কথা	ভাষা, বাণী, উক্তি, বচন, বাক্য।
সমুদ্র	অর্নব, জলধি, জলনিধি, পারাবার, বারিধি, রত্নাকর, সাগর, সিন্ধু, দীর্ঘিকা, প্রণালী, গাঙ, উদধি, পয়োধি, রত্নাকার।

রাত্রি	শর্বরী, নিশা, নিশীথিনী, বিভাবরী, রজনী, যামিনী, ত্রিযামা, নিশি।
ঢেউ	উর্মি, তরঙ্গ, লহরী, বীচি।
পাথর	অশ্ম, পাষাণ, মনি।
ইতি	অবসান, শেষ, বিরাম।
খড়্গ	অসি, কৃপাণ, তরবারি, তলোয়ার।
কোকিল	পরভৃত, পিক, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, বসন্তদূত, অন্যপুষ্ট।

বানান শুদ্ধিকরণ

অশুদ্ধ বানান	শুদ্ধ বানান	অশুদ্ধ বানান	শুদ্ধ বানান
সমীচিন	সমীচীন	কল্যান	কল্যাণ
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু	গুন	গুণ
প্রসংশো	প্রশংসা	দুর্ণাম	দুর্নাম
পুরস্কার	পুরস্কার	দধিচী	দধীচি
ধ্বংশ	ধ্বংস	ত্বহায়ন	ত্রিহায়ণ
মরিচিকা	মরীচিকা	ঘরনি	ঘরণী
মুহুর্ত	মুহূর্ত	ছান্দসীক	ছান্দসিক
ময়ুর	ময়ূর	সদ্যজাত	সদ্যোজাত
রুপায়ন	রূপায়ন	নিরহংকারি	নিরহংকারী
নিপিড়িত	নিপীড়িত	বাল্মিকি	বাল্মীকি
ভবিষৎবানী	ভবিষ্যৎবানী	দুষন	দূষণ
শারিরীক	শারীরিক	শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
পাষান	পাষাণ	উতপাদ	উৎপাত
বীভিষিকা	বিভীষিকা	শ্রাদ্ধঞ্জলি	শ্রদ্ধাঞ্জলি
শশীভূষণ	শশিভূষণ	পিপিলিকা	পিপীলিকা
নিরীক্ষন	নিরীক্ষণ	নীশিথিনী	নিশীথিনী
সায়ত্ব শাসন	স্বায়ত্ত শাসন	গৃহিনী	গৃহিণী
দর্শণ	দর্শন	ক্ষিতিশ	ক্ষিতীশ
অনুকুল	অনুকূল	উন্মেশ	উন্মেষ
পিপিলিকা	পিপীলিকা	সুধিগন	সুধীগণ
সান্তনা	সান্ত্বনা	শরীসৃপ	সরীসৃপ
নিরিহ	নিরীহ	অনুজ্ঞ	অনুজ্ঞ
ন্যুনধিক	ন্যূনাধিক	দুস্প্য	দুষ্প্রাপ্য
উন্মিলিত	উন্মীলিত	একান্নতি	একান্নবর্তী
কৃষিজিবি	কৃষিজীবী	ভাগ্যরথী	ভাগীরথি
দুরীভুত	দূরীভূত	আদ্যাক্ষর	আদ্যাক্ষর
তেজক্রীয়তা	তেজস্ক্রিয়তা	ঈন্দ্রজালিক	ঐন্দ্রজালিক

CS CamScanner

অশুদ্ধ বানান	শুদ্ধ বানান	অশুদ্ধ বানান	শুদ্ধ বানান
নিরীক্ষন	নিরীক্ষণ	মুহুর্মুহ	মুহুর্মুহু
শুস্রূষা	শুশ্রূষা	ইন্দ্রীয়	ইন্দ্রিয়
সূক্ষন	সূক্ষ্ম	সর্বাঙ্গীন	সর্বাঙ্গীণ
আদ্যাক্ষর	আদ্যক্ষর	মনোহারিনি	মনোহারিণী
অনুসুয়া	অনুসূয়া	সর্ববিব্যাহারে	সমভিব্যাহারে
প্রতিদ্বন্দি	প্রতিদ্বন্দ্বী	ব্যাতিত	ব্যতীত
গগন	গগণ	দন্দ	দ্বন্দ্ব

বাক্য শুদ্ধিকরণ

অশুদ্ধ : আশা করি তুমি আরোগ্য হইয়াছে।
শুদ্ধ : আশা করি তুমি আরোগ্য লাভ করিয়াছে।
অশুদ্ধ : তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।
শুদ্ধ : তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।
অশুদ্ধ : সকল সুধীমণ্ডলী উপস্থিত আছেন।
শুদ্ধ : সুধীমণ্ডলী উপস্থিত আছেন।
অশুদ্ধ : মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ।
শুদ্ধ : মাতৃহীন শিশুর কি দুঃখ।
অশুদ্ধ : তাহার সৌজন্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
শুদ্ধ : তার সৌজন্যতাবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
অশুদ্ধ : আমি সন্তোষ হইলাম।
শুদ্ধ : আমি সন্তুষ্ট হলাম।
অশুদ্ধ : আজকাল বিদ্বান মেয়ের অভাব নেই।
শুদ্ধ : আজ কাল বিদুষী মেয়ের অভাব নেই।
অশুদ্ধ : ক্ষমা একটি মহান গুন।
শুদ্ধ : ক্ষমা একটি মহৎ গুন।
অশুদ্ধ : ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।
শুদ্ধ : ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
অশুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।
শুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
অশুদ্ধ : তুমি নির্দোষী নও।
শুদ্ধ : তুমি নির্দোষ নও।
অশুদ্ধ : সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।
শুদ্ধ : সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।
অশুদ্ধ : চন্দ্র উদয় হল।
শুদ্ধ : চন্দ্র উদিত হল।
অশুদ্ধ : ঐক্যতাই বল।
শুদ্ধ : একতাই বল।
অশুদ্ধ : এতে আশ্চর্য হলাম।
শুদ্ধ : এতে আশ্চর্যান্বিত হলাম।

অশুদ্ধ : একটা গোপন কথা বলি।
শুদ্ধ : একটা গোপনীয় কথা বলি।
অশুদ্ধ : এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়স্ক।
শুদ্ধ : এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ।
অশুদ্ধ : এ কাজে তার হস্ত পাকা।
শুদ্ধ : এ কাজে তার হাত পাকা।
অশুদ্ধ : ইতো পূর্বে তার সংবাদ পাইনি।
শুদ্ধ : ইতঃপূর্বে তার সংবাদ পাইনি।
অশুদ্ধ : এই পুস্তকের আবশ্যক আমার নাই।
শুদ্ধ : এই পুস্তকের আবশ্যকতা আমার নাই।
অশুদ্ধ : প্রধান শিক্ষিকা সভায় সভাপতিত্ব করেন।
শুদ্ধ : প্রধান শিক্ষিকা সভায় সভানেত্রীত্ব করেন।
অশুদ্ধ : তার এখন সংকট অবস্থা।
শুদ্ধ : তার এখন সংকটাপন্ন অবস্থা।
অশুদ্ধ : নুরজাহান পরম সুন্দরী ছিলেন।
শুদ্ধ : নুরজাহান পরমা সুন্দরী ছিলেন।
অশুদ্ধ : আমার কথাই প্রমাণ হল।
শুদ্ধ : আমার কথাই প্রমাণিত হল।
অশুদ্ধ : তোমার সাথে আমার একটি গোপন পরামর্শ আছে।
শুদ্ধ : তোমার সঙ্গে আমার একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
অশুদ্ধ : আমি বড় অপমান হইয়াছি।
শুদ্ধ : আমি বড় অপমানিত হইয়াছি।
অশুদ্ধ : ইহা প্রমান হইয়াছে।
শুদ্ধ : ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।
অশুদ্ধ : দারিদ্র্যতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
শুদ্ধ : দরিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
অশুদ্ধ : সে তার শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র।
শুদ্ধ : সে তার শিক্ষকের একান্ত বাধ্য ছাত্র।
অশুদ্ধ : তিনি শীঘ্রই আরোগ্য হইবেন।
শুদ্ধ : তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করবেন।
অশুদ্ধ : সমস্ত ছাত্রগণই পড়াশোনায় অমনোযোগী নহে।
শুদ্ধ : সমস্ত ছাত্র পড়াশোনায় অমনোযোগী নহে।
অশুদ্ধ : অধিকাংশ লোকেকে স্বাক্ষরতা করা আমাদের উদ্দেশ্য।
শুদ্ধ : অধিকাংশ লোককে স্বাক্ষর করা আমাদের উদ্দেশ্য।
অশুদ্ধ : ব্যাধিই সংক্রেমক, স্বাস্থ্য নয়।
শুদ্ধ : ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।
অশুদ্ধ : প্রথম সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন।
শুদ্ধ : প্রথম সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

সন্ধি-বিচ্ছেদ

মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ	মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ
বৃহস্পতি	বৃহৎ + পতি	নিজন্ত	নিচ্‌ + অন্ত
বনস্পতি	বন + পতি	স্বচ্ছ	সে + অচ্ছ
মনীষা	মনস্‌ + ঈষা	তন্বী	তনু + ঈ
পবন	পো + অন	নিরাময়	নির + আময়
গীতাঞ্জলি	গীত + অঞ্জলি	যদাপি	যদি+অপি
জনৈক	জন + এক	নিষ্পাপ	নিঃ + পাপ
ততোধিক	ততঃ + অধিক	মাধ্যমিক	মাধ্যম + ষ্ণিক
নীরব	নিঃ + রব	বগালার	বগা + দার
নীরস	নিঃ + রস	অর্ধশন	অর্ধ + এশন
অতএব	অতঃ + এব	মাননীয়	মনি + অনীয়
প্রাতঃকাল	প্রাতঃ + কাল	পর্যালোচনা	পরি + আলোচন
পিত্রালয়	পিতৃ + আলয়	উল্লাস	উৎ + লাস
মহৈশ্বর্য	মহা + ঐশ্বর্য	প্রত্যেক	প্রতি + এক
পদ্ধতি	পদ + হতি	পরোপকার	পর + উপকার
সন্ধ্যায়	সম্‌ + ধ্যা	যথার্থ	যথা + অর্থ
উদ্যোগ	উৎ + যোগ	পরিচ্ছেদ	পরি + ছেদ
সচ্চরিত্র	সৎ + চরিত্র	পরিচ্ছন্ন	পরি + ছন্ন
সচ্চিন্তা	সৎ + চিন্তা	সংস্কৃতি	সম + কৃতি
উচ্ছ্বাস	উৎ + শ্বাস	গবাক্ষ	গো + অক্ষ
অহরহ	অহঃ + অহ	অন্যান্য	অন্য + অন্য
সংগত	সম্‌ + গত	দুস্থ	দুঃ + স্থ
যাচ্ছেতাই	যা + ইচ্ছা + তাই	উদ্ধত	উৎ + হত
সংঘ	সম্‌ + ঘ	রাজ্ঞী	রাজ + নী
অহংকার	অহম্‌ + কার	সংবাদ	সম্‌ + বাদ
সংখ্যা	সম্‌ + খ্যা	সিংহাসন	সিংহ + আসন
সংলাপ	সম্‌ + লাপ	দুশ্চর	দুঃ + চার
মহেন্দ্র	মহা + ইন্দ্র	তপোবন	তপঃ + বন
সৈনিক	সিন + এক	ছেলেমি	ছেলে + আমি
বজ্জাত	বদ + জাত	সুদর্শন	সম + দর্শন
নিষ্ঠা	নিঃ + ঠা	দিগন্ত	দিক + অন্ত
কিংবা	কিম্‌ + বা	মনঃকষ্ট	মনঃ + কষ্ট
ষষ্ঠ	ষষ্‌ + থ	উন্নয়ন	উৎ + নয়ন
কৃষ্টি	কৃষ + তি	দুর্যোগ	দুঃ + যোগ
বিচ্ছেদ	বি + ছেদ	অপর্যাপ্ত	অপঃ + আপ্ত
সিংহ	সিন্‌ + হ	কিন্তু	কিম্‌ + তু
চলচ্চিত্র	চলৎ + চিত্র	অভ্যাস	অভি + আস

মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ	মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ
সম্মান	সম্‌ + মান	তস্কর	তৎ+ কর
সম্রাট	সম্‌ + রাট	ভূর্ধ্ব	ভূ + উর্ধ্ব
যজ্ঞ	যজ্‌ + ন	লবণ	লো + অন
মনোহর	মনঃ + হর	প্রাণান্ত	প্রাণ + অন্ত
শিরচ্ছেদ	শিরঃ + ছেদ	বিপজ্জনক	বিপদ + জনক
ইতস্তত	ইতঃ + তত	নিষ্ফল	নিঃ + ফল
পুনরায়	পুনঃ + আয়	শীতার্ত	শীত + ঋত
দুর্যোগ	দুঃ + যোগ	তৃষ্ণার্ত	তৃষ্ণা + ঋত
মনোযোগ	মনঃ + যোগ	উদ্ধার	উৎ + হার
পুরস্কার	পুরঃ + কার	ক্ষুৎপিপাসা	ক্ষুধা + পিপাসা
তিরস্কার	তিরঃ + কার	অপেক্ষা	অপ + ঈক্ষা
আবিষ্কার	আবিঃ + কার	অরণ্য	অরণ + য
ষোড়শ	ষট্‌ + দশ	দুর্দান্ত	দুঃ + দন্ত
গবাক্ষ	গো + অক্ষ	অন্বেষণ	অনু + এষণ
আশ্চর্য	আ + চর্য	প্রৌঢ়	প্র +ঊঢ়
ষড়ঋতু	ষট্‌ + ঋতু	সংসার	সম্‌+সার
নাবিক	নৌ+ইক	মনস্তাপ	মনঃ+তাপ
দুশ্চরিত্র	দুঃ+চরিত্র	চিরুনি	চির+উনি
অত্যন্ত	অতি+অন্ত	জমানো	জমা+আনো
অধোগতি	অধঃ+গতি	ধার	ধারি+অ
মোড়ক	মুড়+অক	বৈঠক	বৈঠ+ক
কাঁদুনি	কাঁদ+উনি	দংশন	দম্‌+শন
সঙ্গীত	সম্‌+গীত	উন্নত	উৎ+নত
প্রাতরাশ	প্রাতঃ+আশ	একত্রিত	একত্র + ইত
তথৈবচ	তথা + এবচ	প্রিয়ংবদা	প্রিয়ম + বদা
শতাব্দী	শত + অব্দী	বনৌষধি	বন + ওষধি
আবিষ্কৃত	আবিঃ + কৃত	নায়ক	নৈ + অক
পর্যন্ত	পরিঃ + অন্ত	গায়ক	গৈ + অক
নির্ভয়	নিঃ + ভয়	নয়ন	নে + অন
হিমাচল	হিম + অচল	বৃষ্টি	বৃষ + তি
শুভেচ্ছা	শুভ + ইচ্ছা	নিষ্ঠুর	নিঃ + ঠুর
পরীক্ষা	পরি + ঈক্ষা	নির্জল	নিঃ + জল
ইত্যাদি	ইতি + আদি	দ্যুলোক	দিব্‌ + লোক
রবীন্দ্র	রবি + ইন্দ্র	পাগলামি	পাগল + আমি
ভবন	ভো + অন	ক্ষুধার্ত	ক্ষুধা + ঋর্ত
রত্নাকর	রত্ন + আকর	গবেষণা	গো + এষণা

পাতনে সিদ্ধ সন্ধি ঃ যেসব ক্ষেত্রে সন্ধি নিয়মানুসারে হয় । তাকে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলে।

পাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধিঃ

মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ	মূলশব্দ	সন্ধি-বিচ্ছেদ
অন্যান্য	অন্য + অন্য	অক্ষৌহিণী	অক্ষ + ঊহিনী
কুলটা	কুল + অটা	গবাক্ষ	গো + অক্ষ
গবেন্দ্র	গো + ইন্দ্র	গবেশ্বর	গো + ঈশ্বর
প্রৌঢ়	প্র + ঊঢ়	মার্তণ্ড	মার্ত + অণ্ড
বিম্বোষ্ঠ	বিম্ব + ওষ্ঠ	রক্তোষ্ঠ	রক্ত + ওষ্ঠ
শারঙ্গ	শার + অঙ্গ	শুদ্ধোধন	শুদ্ধ + ওদন
সীমান্ত	সীমন্ + অন্ত	স্বৈর	স্ব + ঈর

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধিঃ

মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ	মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ
আশ্চর্য	আ + চর্য	একাদশ	এক্ + দশ
গোষ্পদ	গো + পদ	তস্কর	তৎ + কর
দ্যুলোক	দিব্ + লোক	পরস্পর	পর + পর
পতঞ্জলি	পতৎ + অঞ্জলি	বনস্পতি	বন + পতি
বৃহস্পতি	বৃহৎ + পতি	মনীষা	মনস্ + ঈষা
ষোড়শ	ষট্ + দশ		

নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধিঃ

মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ	মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ
অহরহ	অহঃ + রহ	অহর্নিশ	অহঃ + নিশ
আস্পদ	আঃ + পদ	প্রাতঃকাল	প্রাতঃ + কাল
বাচস্পতি	বাচঃ + পতি	ভাস্কর	ভাঃ + কর
মনঃকষ্ট	মনঃ + কষ্ট	শিরঃপীড়া	শিরঃ + পীড়া
হরিশ্চন্দ্র	হরিঃ + চন্দ্র		

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জন সন্ধিঃ

মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ	মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ
উত্থান	উৎ + স্থান	উত্থাপন	উৎ + স্থাপন
পরিষ্কার	পরি + কার	পরিষ্কৃত	পরি + কৃত
সংস্কার	সম + কার	সংস্কৃতি	সম + কৃতি

কারক ও বিভক্তি

☞ কর্তৃকারক ঃ কে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্তৃকারক।

☞ কর্ম কারক ঃ কি/কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্মকারক।

☞ করন কারক ঃ করন শব্দটির অর্থ যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। কিসে/কিসের সাহায্যে/কার সাহায্যে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই করন কারক।

☞ সম্প্রদান কারক ঃ যদি স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা হয় তাই সম্প্রদান কারক।

☞ অপাদান কারক ঃ কোথা থেকে/কি হতে/কিসের হতে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই অপাদান কারক।

বিচ্যুত ঃ গাছ থেকে পাতা পড়ে, মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে, সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না।

গৃহীত ঃ শুক্তি থেকে মুক্তো মেলে, দুধ থেকে দই হয়।

জাত ঃ জমি থেকে ফসল পাই, খেজুর রসে গুড় হয়, টাকায় টাকা হয়।

বিরত ঃ পাপে বিরত হও

আরম্ভ ঃ সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু

দূরীভূত ঃ দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে

রক্ষিত ঃ বিপদ থেকে বাঁচাও

ভীত ঃ বাঘকে ভয় পায় না কে?

স্থান ত্যাগ ঃ গাড়ি স্টেশন ছাড়ে।

☞ অধিকরন কারক ঃ কোথায়/কিসে/কখন দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা অধিকরন কারক অথবা স্থান, কাল, পাত্র ও সময় বুঝালে।

অধিকরনের প্রকারভেদ ঃ

১. কালাধিকরণ, ২. আঁধারাধিকরণ, ৩. ভাবাধিকরণ

ভাবাধিকরণ ঃ যদি কোনো ক্রিয়াবচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনো রূপ ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। যেমন ঃ সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়, আলোয় আঁধার কাটে, কান্নায় শোক কমে।

বিভক্তি নির্ণয়ের সহজ উপায়

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বা শূন্য	০/অ	রা/এরা
দ্বিতীয়া	কে, রে	দের, দিগকে
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	দিগের দ্বারা, দের দ্বারা
চতুর্থী	কে, রে	দের, দিগকে
পঞ্চমী	হতে, থেকে, চেয়ে	দিগ হতে, দের হতে
ষষ্ঠী	র, এর	দিগের, দের
৭মী	এ, য়, তে	দিগে, দিগেতে

কর্তা কারক

☞ আরিফ বই পড়ে - কর্তৃকারকে শূন্য
☞ বাঁশি বাজে – কর্তায় শূন্য
☞ বাজনা বাজে – কর্তায় শূন্য
☞ পুলিশ চোর ধরেছে – কর্তায় শূন্য
☞ তোমার যাওয়া উচিত – কর্তায় ৬ষ্ঠী
☞ ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ মিল - কর্তায় ৭মী
☞ বুলবুলিতে ধান খেয়েছে – কর্তায় ৭মী
☞ রতনে রতন চেনে – কর্তায় ৭মী
☞ দশে মিলে কাজ করি – কর্তায় ৭মী
☞ ঘোড়ায় গাড়ি টানে – কর্তায় ৭মী
☞ বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি খায় – কর্তায় ৭মী
☞ লোকে বলে – কর্তায় ৭মী
☞ চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে – কর্তায় ৭মী
☞ টাকায় বাঘের দুধ মিলে – কর্তায় ৭মী
☞ টাকায় কিনা হয় – কর্তায় ৭মী

কর্ম কারক

☞ কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে - কর্মে শুন্য
☞ ডাক্তার ডাক - কর্মকারকে শুন্য
☞ কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল – কর্মে শূন্য
☞ জল পড়ে পাতা নড়ে – কর্মে শূন্য
☞ এমন ছেলে আর দেখিনি - কর্মে শূন্য
☞ শুক্রবার স্কুল বন্ধ - কর্মে শূন্য
☞ আমার গানের মালা আমি করব কারে দান - কর্মে শুন্য
☞ আমি বই পড়ি - কর্মে ১মা
☞ আমাদের একটি গল্প বলুন - কর্মে ৬ষ্ঠী
☞ কি সাহসে ওখানে গেলে - কর্মে ৭মী
☞ এ সুতার কাপড় হয় না – কর্মে ৭মী
☞ গুনহীনে ত্যাগ কর – কর্মে ৭মী
☞ আমার গানের মালা আমি করব কারে দান - কর্মে ৭মী

করণ কারক

☞ অহংকার পতনের মুল - করনে শুন্য
☞ ছোট মুখে বড় কথা মানায় না – করনে শূন্য
☞ অহংকার পতনের মুল - করনে শূন্য
☞ কালির দাগ দাও - করনে ৬ষ্ঠী
☞ হাতের কাজ দেখাও - করনে ৬ষ্ঠী
☞ হাতের তৈরী জিনিস – করনে ৬ষ্ঠী
☞ তিনি চোখে দেখেন না - করনে ৭মী
☞ ধর্মের কল বাতাসে নড়ে – করনে ৭মী
☞ বড় হও নিজের চেষ্টায় – করনে ৭মী
☞ নৌকায় নদী পার হলাম - করনে সপ্তমী
☞ টাকায় অসাধ্য সাধ্য হয় - করনে ৭মী
☞ আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি – করনে ৭মী
☞ এ কলমে ভাল লেখা হয় না – করনে ৭মী

সম্প্রদান কারক

☞ মৃতজনে দেহ প্রাণ – সম্প্রদানে ৭মী
☞ গৃহহীনে গৃহ দাও – সম্প্রদানে ৭মী
☞ দুঃখীকে দয়া কর – সম্প্রদানে ৪র্থী
☞ দরিদ্রকে ধন দাও – সম্প্রদানে ৪র্থী
☞ দীনে দয়া কর – সম্প্রদানে ৭মী
☞ ভিখারীকে সাহায্য কর – সম্প্রদানে ৪র্থী
☞ ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও – সম্প্রদানে ৪র্থী
☞ সৎপাত্রে কন্যা দান কর – সম্প্রদানে ৭মী
☞ দিব তোমা শ্রদ্ধাভক্তি – সম্প্রদানে ৪র্থী
☞ অন্ধজনে দেহ আলো – সম্প্রদানে ৭মী
☞ সমিতিতে চাদা দাও – সম্প্রদানে ৭মী

অপাদান কারক

☞ এ সন্তান হতে দুঃখ দূর হবে না – অপদানে শূন্য
☞ গাড়ী ঢাকা ছাড়ল – অপদানে শূন্য
☞ গাড়ী স্টেশন ছাড়ল – অপদানে শূন্য
☞ পরের দিন উৎসব – অপদানে শূন্য
☞ গাড়ী স্টেশন ছাড়ল - অপাদানে শুন্য
☞ এই বনে বাঘের ভয় নাই – অপদানে ৬ষ্ঠী
☞ তিলে তৈল হয় – অপদানে ৭মী
☞ এই বনে বাঘের ভয় নাই - অপাদানে ৬ষ্ঠী
☞ যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয় - অপাদানে ৬ষ্ঠী
☞ যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয় – অপদানে ৬ষ্ঠী
☞ পরীক্ষা আসলে চোখে জল করে – অপদানে ৭মী
☞ পরাজয়ে ডরে না বরি – অপদানে ৭মী
☞ আমি কি ডরাই শখী ভিখারী রাঘবে – অপদানে ৭মী
☞ কত ধানে কত চাল তা আমি জানি – অপদানে ৭মী
☞ সব ঝিনুকে মুক্ত পাওয়া যায় না – অপদানে ৭মী
☞ পাপে বিরত হও - অপাদানে ৭মী
☞ বিপদে আমি না যেন করি ভয় – অপদানে ৭মী
☞ পরাজয়ে ডরে না বীর - অপাদানে ৭মী
☞ ধন হইতে সুখ হয় না - অপদানে ৭মী
☞ ছাদে পানি পড়ে – অপাদানে ৭মী

CS CamScanner

অধিকরণ কারক

- নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা - অধিকরনে শূন্য
- তিনি চট্টগ্রাম যাচ্ছেন – অধিকরণে শূন্য
- এ বছর ভাল ফসল হয়েছে – অধিকরণে শূন্য
- বাড়ী ঘুরে আস - অধিকরনে ১মা
- আজকে নগদ কালকে ধার - অধিকরনে ২য়া
- নদীর মাছ সুস্বাদ - অধিকরনে ৬ষ্ঠী
- এই নদীর মাছ বড় – অধিকরণে ৬ষ্ঠী
- পড়াশোনায় মন দাও - অধিকরনে ৭মী
- তিনি শুক্রবারে আসবেন – অধিকরণে ৭মী
- নদীতে মাছ আছে – অধিকরণে ৭মী
- বনে বাঘ থাকে – অধিকরণে ৭মী
- বসন্তে কোকিল ডাকে – অধিকরণে ৭মী
- এ বাড়ীতে কেউ নেই – অধিকরণে ৭মী
- গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল – অধিকরণে ৭মী
- কান্নায় শোক কমে – ভাবাধিকরনে ৭মী
- সে অংকে খুব কাঁচা - অধিকরনে ৭মী
- প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরন - অধিকরনে ৭মী
- বাড়ী থেকে নদী দেখা যায় - অধিকরনে ৭মী
- শিশুগন দেয় মন নিজ নিজ পাঠে - অধিকরনে ৭মী
- গোয়ালে গরু আছে - অধিকরনে ৭মী
- আষাঢ়ে বৃষ্টি নামে - অধিকরনে ৭মী

সমাস

- সমাস ভাষাকে – সংক্ষেপ করে।
- সমাস সাধারনত - ৬ প্রকার (দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি)।
- সমাস ব্যাকরণের যে অংশে আলোচ্য বিষয় – রুপতত্ত্ব।
- সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম - সমস্ত পদ।
- যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না - নিত্য সমাসের।
- যে কয়টি শব্দ মিলে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটিকে - ব্যাসবাক্য বলে।
- যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না তাকে বলে - অলুক সমাস।
- সমাসের সাথে কিছুটা মিল আছে - সন্ধির।
- প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোন বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় - উপমেয়।
- উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয় তাকে বলে - উপমিত।
- যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটির নাম - সমস্যমান পদ।
- পূর্বপদে উপসর্গ বসে যে সমাস হয় তাকে বলে - প্রাদি সমাস।
- সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশকে বলা হয় - পূর্বপদ।
- সমাসযুক্ত পদের পরবর্তী অংশকে বলা হয় - উত্তরপদ বা পরপদ।
- সমস্তপদকে ভেঙ্গে যে বাক্যাংশ করা হয় তার নাম - সমাসবাক্য/ ব্যাসবাক্য/বিগ্রহবাক্য।
- পূর্বপদ প্রধান সমাস - অব্যয়ীভাব
- উভয়পদ প্রধান সমাস - দ্বন্দ্ব
- কোন পদই প্রাধান্য পায় না - বহুব্রীহি।
- যদি উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হয় তখন তাকে বলে - রুপক কর্মধারয় সমাস।
- সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় - দ্বিগু।
- বিশেষণের সাথে বিশেষ্যের যে সমাস হয় তাকে বলে - কর্মধারয় সমাস।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অসাধ্য	নয় সাধ্য	নঞ তৎপুরুষ
অকাল	ন কাল	"
অনাদর	ন আদর	"
অজানা	ন জানা	"
অজ্ঞান	ন জ্ঞান	"
অভাব	ন ভাব	"
অনাচার	ন চার	"
বেয়াদব	ন আদব	"
আগাছা	নয় গাছা	"
অকৃতজ্ঞ	ন কৃতজ্ঞ	"
অভদ্র	নয় ভদ্র	"
বেসরকারী	নয় সরকারী	"
অনেক	নয় এক	"
অকাতর	ন কাতর	"
অনাবৃষ্টি	ন বৃষ্টি	নঞ তৎপুরুষ
অনুচিত	ন উচিত	"
আপাদমস্তক	পা হতে মাথা পর্যন্ত	অব্যয়ী ভাব
আকণ্ঠ	কণ্ঠ পর্যন্ত	"
আমরন	মরণ পর্যন্ত	"
আসমুদ্র	সমুদ্র পর্যন্ত	"
উপশহর	শহরের সদৃশ	"
উপকূল	কূলের সমীপে	"
উপভাষা	ভাষার সদৃশ	"
উপদ্বীপ	দ্বীপের সদৃশ	"

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
উপনদী	নদীর সদৃশ	অব্যয়ী ভাব
উপকথা	কথার সদৃশ	"
প্রতিজন	জন জন	"
প্রতিদিন	দিন দিন	"
প্রত্যহ	অহ অহ	"
নিরামিষ	আমিষের অভাব	"
উপজেলা	জেলার সদৃশ	"
উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	"
গরমিল	মিলের অভাব	"
প্রতিগৃহে	গৃহে গৃহে	"
বেকার	কারের অভাব	"
বেহায়া	হায়ার অভাব	"
অল্প বুদ্ধি	অল্প বুদ্ধি যার	বহুব্রীহি
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার	"
এক ঘরে	এক ঘরে থাকে যে	"
একচোখা	একদিকে চোখ যার	"
কোকিলকণ্ঠী	কোকিলের ন্যায় কণ্ঠ যার	"
খোশমেজাজ	খোশ মেজাজ যার	"
দশানন	দশ আনন যার	"
নীল কণ্ঠী	নীল কণ্ঠ যার	"
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	"
মহাত্মা	মহান আত্মা যার	"
সতীর্থ	সমান তীর্থ যার	"
সহোদর	সমান উদর যার	"
সস্ত্রীক	স্ত্রীর সাথে বর্তমান	"
বিড়াল চোখ	বিড়ালের মত চোখ যার	"
আরমন	মরন পর্যন্ত	"
আটচালা	আট চালা বিশিষ্ট যে ঘর	বহুব্রীহি
অল্প বয়সী	অল্প বয়স যার	"
সর্বশ্রেষ্ঠ	সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে	"
সুবর্ন	সু বর্ন যার	"
আয়কর	আয়ের উপর কর	"
টকমিষ্ঠি	টক ও মিষ্টি	দ্বন্দ্ব
টাকা-পয়সা	টাকা ও পয়সা	"
তাল মাতাল	তাল ও মাতাল	"
ছেলেমেয়ে	ছেলে ও মেয়ে	"
জমাখরচ	জমা ও খরচ	"

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
রাজাবাদশা	রাজা ও বাদশা	"
লেখা পড়া	লেখা ও পড়া	"
নয়ছয়	নয় ও ছয়	"
ঘর বাড়ি	ঘর ও বাড়ি	"
আমরা	সে, তুমি ও আমি	"
যাতায়ত	যাওয়া ও আসা	"
ত্রিফলা	তিন ফলের সমাহার	"
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	"
সেতার	তিন তারের সমাহার	"
ষড়ঋতু	ছয় ঋতুর সমাহার	দ্বিগু
সাতসমুদ্র	সাত সমুদ্রের সমাহার	"
চৌরাস্তা	চার রাস্তার সমাহার	"
ত্রিকাল	তিন কালের সমাহার	"
ত্রিভুবন	তিন ভুবনের সমাহার	"
ত্রিজগৎ	তিন জগতের সমাহার	"
পঞ্চ নদ	পঞ্চনদের সমাহার	"
পঞ্চবটী	পঞ্চবটের সমাহার	"
চৌমাথা	চার মাথার সমাহার	"
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	"
আলুভাজা	ভাজা যে আলু	কর্মধারায়
উড়োজাহাজ	উড়ে যে জাহাজ	"
কাঁচকলা	কাঁচা যে কলা	"
কাপুরুষ	কু যে পুরুষ	"
কাঁচাপাকা	খানিক কাঁচা খানিক পাকা	"
কাচামিঠা	যা কাঁচা তাই মিঠা	"
মহানবী	মহান যে নবী	"
লাটসাহেব	যিনি লাট তিনিই সাহেব	কর্মধারায়
প্রতিবাদ	প্রতি যে বাদ	"
ফুলশার্ট	ফুল যে শার্ট	"
বীরপুরুষ	বীর যে পুরুষ	"
মহারাজা	মহান যে রাজা	"
একাদশ	একের অধিক দশ	"
মহা পুরুষ	মহান যে পুরুষ	"
ঈগল পাখি	ঈগল নামের যে পাখি	"
রাজর্ষি	যিনি রাজা তিনিই ঋষি	"
গজমূর্খ	গজের ন্যায় মূর্খ	"

CS CamScanner

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি
গালাগালি	গলায় গলায় যে ভাব	"
চুলাচুলি	চুলে চুলে যে যুদ্ধ	"
ঠেলাঠেলি	ঠেলায় ঠেলায় যে কাজ	"
হাসাহাসি	হাসতে হাসতে যে কাজ	"
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে লড়াই	"
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ	"
ঘরজামাই	ঘরে অশ্রিত জামাই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঘিভাত	ঘি মাখা ভাত	"
চালকুমড়া	চালে ধরে যে কুমড়া	"
জীবনবীমা	জীবনের জন্য বীমা	"
পলান্ন	পল মিশ্রিত অন্ন	"
বৌভাত	বৌ পরিবেশন করা ভাত	"
হাত ঘড়ি	হাতে পরার ঘড়ি	"
হাত পাখা	হাতে চালিত পাখা	"
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	"
মৌমাছি	মধু সঞ্চয়ী যে মাছি	"
হাটুজল	হাটু পরিমান জল	"
পুরুষ সিংহ	পুরুষ সিংহের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	"
পদ্মচরন	চরন পদ্মের ন্যায়	"
করপল্লব	কর পল্লবের ন্যায়	"
চরণকমল	চরণ কমলের ন্যায়	"
নরসিংহ	নর সিংহের ন্যায়	"
ফুল কুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়	"
ফুলবাবু	বাবু ফুলের ন্যায়	"
চাঁদবদন	বদন চাঁদের ন্যায়	"
বিদ্যাধন	বিদ্যা রূপন ধন	রূপক কর্মধারয়
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	"
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	"
শোকানল	শোক রূপ অনল	"
পরাণ পাখি	পরাণ রূপ পাখি	"
আনন্দ সাগর	আনন্দ রূপ সাগর	"
সংসার সাগর	সংসার রূপ সাগর	"
ক্রোধানল	ক্রোধ রূপ নল	"
তুষার ধবল	তুষারের ন্যায় ধবল	উপমান কর্মধারয়
তুষার শুভ্র	তুষারের ন্যায় শুভ্র	"

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
মিশকালো	মিশের মত কাল	উপমান কর্মধারয়
কমলাক্ষ	কমলের ন্যায় অক্ষ	"
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্যসমাস
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	"
যুগান্তর	অন্য যুগ	"
লোকটি	একটি লোক	"
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	"
কলাবেচা	কলাকে বেচা	২য়া তৎপুরুষ
চির সুখী	চিরকাল ব্যাপীয়া সুখ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অর্ধমৃত	অর্ধ রূপে মৃত	"
ক্ষনস্থায়ী	ক্ষণকাল ব্যাপীয় স্থায়ী	"
সংখ্যাতীত	সংখ্যাকে অতীত	"
শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষার মন্ত্রী	"
রাজধানী	রাজার ধানী	"
রাজ কুমার	রাজার কুমার	"
রাজপথ	পথের রাজা	"
রাজপুত্র	রাজার পুত্র	"
ফুলবাগান	ফুলের বাগান	"
প্রশ্নকর্তা	প্রশ্নের কর্তা	"
জনপথ	জনগনের পথ	"
গণতন্ত্র	গনের তন্ত্র	"
চাবাগান	চায়ের বাগান	"
গালভরা	গালে ভরা	৭মী তৎপুরুষ
গাছপাকা	গাছে পাকা	"
বনবাস	বনে বাস	"
ভোজনবিলাসী	ভোজনে বিলাসী	"
মনমরা	মনে মরা যে	"
ঋনমুক্ত	ঋন হতে মুক্ত	৫মী তৎপুরুষ
গদিচ্যুত	গদি হতে চ্যুত	"
পদচ্যুত	পদ হতে চ্যুত	"
দল ছুট	দল হতে ছুট	"
জেলমুক্ত	জেল হতে মুক্ত	"
আগাগোড়া	আগা হতে গোড়া	"
মনগড়া	মন দ্বারা গড়া	৩য় তৎপুরুষ
মধুমাখা	মধু দ্বারা মাখা	"
কাঁচি ছাটা	কাঁচি দ্বারা ছাটা	"

এক কথায় প্রকাশ/বাক্য সংকোচন

অ

অগ্রে যে গমন করে – অগ্রগামী।
অকালের ফুল – অকাল কুসুম।
অনু সংক্রান্ত যা – আণবিক।
অণুকে দেখা যায় যার দ্বারা – অণুবীক্ষণ।
অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণকারী – আততায়ী।
অতি আসন্ন – প্রত্যাসন্ন।
অতি গুণবান পুত্রের জননী – রত্নগর্ভা।
অতি দীর্ঘ নয় – নাতিদীর্ঘ।
অতি বিকট হাসি – অট্টহাসি।
অতি মূল্য যার – মহার্ঘ্য, অমূল্য।
অতিশয় ধনশালী ব্যক্তি – ধনকুবের।
অতিথির আপ্যায়ন – আতিথ্য।
অতি উন্নত মতি যার – মহামতি।
অতি কষ্টে যা নিবারণ করা যায় – দুর্নিবার।
অতীত কাহিনী – ইতিহাস।
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ যিনি জানতে পারে – ত্রিকালদর্শী।
অধিক উক্তি – অত্যুক্তি।
অধিক বয়স যার – বয়োবৃদ্ধ।
অন্ত নেই যার – অনন্ত।
অন্বেষণ করার ইচ্ছা – অন্বেষা।
অর্থ হীন উক্তি – প্রলাপ।
অর্ধেক রাজী – নিমরাজী।
অগভীর সতর্ক নিদ্রা – কাকনিদ্রা।
অল্প কথা বলে যে – মিতভাষী।
অল্পক্ষণের জন্য – ক্ষণিক।
অল্পেই ভাঙে যা – ক্ষণভঙ্গুর।
অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতিক – চতুরঙ্গ।
অশ্বের ডাক – হ্রেষা।
অকালে জাত কুষ্মাণ্ড – অকাল কুষ্মাণ্ড।
অকালে যে পেকে গেছে – অকালপক্ব।
অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা – প্রত্যুদ্গমন।
অগ্রে দান গ্রহণ করে যে – অগ্রদানী।
অগ্রে বর্তমান থাকে যে – অগ্রবর্তী।
অর্থ নাই যার – নিরর্থক।
অনায়াসে লাভ করা যায় এমন – অনায়াসলভ্য।
অন্য ভাষায় রূপান্তর – অনুবাদ।
অভ্র লেহন করে যে – অভ্রংলেহী।
অশ্বে আরোহণ করে যে ব্যক্তি বা সৈনিক – অশ্বারোহী।
অশ্রুর দ্বারা সিক্ত – অশ্রুসিক্ত।
অস্ত্রের দ্বারা উপচার – অস্ত্রোপচার।
অসম সাহস যার – অসমসাহসিক।
অস্থায়ীভাবে বাস করার মত স্থান – বাসা।
অহঙ্কার করে যে – অহঙ্কারী।
অনাবৃত দেহে রৌদ্র স্নান – সূর্যস্নান।
অনুকরণ করার ইচ্ছা – অনুচিকীর্ষা।
অনুসরণ করে যে – অনুসারী।
অনুকরণে ইচ্ছুক – অনুচিকীর্ষু।
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা – অনুসন্ধিৎসা
অনেকের মধ্যে এক – অন্যতম।
অপকার করার ইচ্ছা –অপচিকীর্ষা।
অপঘাতে মৃত্যু – অপমৃত্যু।
অপরের দুঃখে যে দুঃখিত হয় – দরদী।
অবলীলার সঙ্গে – সাবলীল।
অবশ্যই যা হবে – অবশ্যম্ভাবী।
অরিকে দমন করে যে – অরিন্দম।
অলঙ্কারের শব্দ - শিঞ্জন।
অসৎপথে গমন করে যে – উন্মার্গগামী।
অসূয়া নেই এমন নারী – অনসূয়া।
অক্ষির সম্মুখে – প্রত্যক্ষ।
অক্ষীর সমীপে – সমক্ষ।
অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে কাজ করে করে – অবিমৃশ্যকারী।
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে না যে – অবিবেচক।
অগ্রে গণনার যোগ্য – অগ্রগণ্য।
অগ্রে জন্ম যার – অগ্রজ।
অত্যন্ত প্রফুল্ল – উৎফুল্ল।
অধ্যাপনা করেন যিনি – অধ্যাপক।
অন্ত নেই যার – অনন্ত।
অন্ত্য যে ইষ্টি – অন্ত্যেষ্টি।
অন্তর্গত অপ যার – অন্তরীপ।
অন্তরে অবস্থান করেন যিনি – অন্তর্যামী।
অন্য উপায় নেই যার – অনন্যোপায়।
অন্য কাল – কালান্তর।
অন্য কারো প্রতি আসক্ত হয় না যে নারী – অনন্যা।
অন্য কোনো কর্ম নেই যার – অনন্যকর্মা।
অন্য গতি না থাকায় – অগত্যা।
অন্য গৃহ – গৃহান্তর।
অন্য দিকে মন নেই যার – অনন্যমনা।
অন্য দেশ – দেশান্তর।

অন্য বিষয়ে বা দিকে মন যার – অন্যমনস্ক।
অন্য ভাষায় রূপান্তরিত – অনূদিত।
অন্য যুগ – যুগান্তর।
অনুগতের ভাব – আনুগত্য।

আ

আদব কায়দা জানে না যে – আদরণীয়।
আদি নেই যার – অনাদি।
আনন্দের সঙ্গে বর্তমান – সানন্দ।
আপনার বর্ণ লুকায় যে – বর্ণচোরা।
আবক্ষ জলে নেমে স্নান – অবগাহন।
আবেগ জনিত কণ্ঠস্বর – গদগদ।
আমৃত্যু যুদ্ধ করে যে – সংশপ্তক।
আরাধনার যোগ্য যিনি – আরাধ্য।
আরোগ্য হওয়া কঠিন এমন – দুরারোগ্য।
আলস্য নেই যার – নিরালস।
আশীতে বিষ যার – আশীবিষ।
আয় অনুসারে ব্যয় করে যে – মিতব্যয়ী।
আয়নায় প্রতিফলিত রূপ – প্রতিবিম্ব।
আড়ম্বরের সঙ্গে বর্তমান - সাড়ম্বর।
আড়ালে থেকে অন্যের কথা শোনা - আড়িপাতা।
আশ্রয় নেই যার – নিরাশ্রয়।
আহ্বান করা হয়েছে যাকে – আহূত।
আকাশের মত রঙ – আকাশী (নীল)।
আকাশে গমন করে যা – বিহগ, বিহঙ্গ।
আত্ম বিষয়কেই সর্বস্ব বলে মনে করে - আত্মসর্বস্ব।
আদরের সাথে – সাদরে।
আদি হতে অন্ত পর্যন্ত – আদ্যন্ত, আদ্যোপান্ত।
আপনাকে যে ভুলে থাকে – আপনভোলা, আত্মভোলা।
আপনাকে যে হত্যা করে – আত্মঘাতী।
আসমানের মত রঙ – আসমানী।
আকারের সঙ্গে বিদ্যমান – সাকার।
আকাশ ও পৃথিবী - ক্রন্দসী।
আগমনের কোন তিথি নেই যার – অতিথি।
আগুনের ফুলকি – স্ফুলিঙ্গ।
আগে যা চিন্তা করা হয়নি – অচিন্তিতপূর্ব।
আকাশে উড়ে বেড়ায় যে – খেচর।
আমিষের অভাব – নিরামিষ।
আজন্ম শত্রু – জাতশত্রু।
আট প্রহর পরার মতো - আটপৌরে।
আট মাসে জন্ম যার – আটাশে।

ই

ইহলোকের পরবর্তী লোক – পরলোক।
ইহার তুল্য বা সদৃশ – ঈদৃশ।
ইচ্ছামত কাজ বা আচরণ যে করে – স্বেচ্ছাচারী।
ইচ্ছার অনুরূপ বা অধীন – ঐচ্ছিক।
ইন্দ্রকে জয় করেছে যে – ইন্দ্রজিৎ।
ইতস্তত ভ্রমণ – বিচরণ।
ইতস্তত গমনশালী – ভ্রাম্যমাণ।
ইতিপূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তি – দাগী।
ইতিহাস জানেন যিনি – ঐতিহাসিক।
ইরাবতে জাত – ঐরাবত।
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন যিনি – জিতেন্দ্রিয়।
ইষ্টকে অতিক্রম না করে – যথেষ্ট।

ঈ

ঈষৎ পাংশুবর্ণ – কয়রা।
ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ – ধূসর।
ঈষৎ পীতবর্ণ – পীতাভ।
ঈশ্বরে যার বিশ্বাস নেই – নাস্তিক।
ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে – আস্তিক।
ঈষৎ রক্তবর্ণ – আরক্ত।
ঈষৎ বক্র – বঙ্কিম।
ঈষৎ আমিষ্য গন্ধবিশিষ্ট – আঁষটে।
ঈষৎ রুগ্ন – রোগাটে।

উ

উপস্থিত আছে যা – বর্তমান।
উপাধি আছে যার – উপাধিক।
উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার – প্রত্যুৎপন্নমতি।
উভয় তীর আছে যার – পারাবার।
উভয় হাত যার সমান চলে – সব্যসাচী।
উপায় নেই যার – নিরুপায়।
উড়ন্ত পাখির ঝাঁক – বলাকা।
উৎসবের নিমিত্ত নির্মিত গৃহ – মণ্ডপ।
উচ্চ হাস্যকারী – অট্টহাসক।
উর্বর নয় যা – অনুর্বর।
উল্লেখ করা হয় না যা – উহ্য।
উল্লেখ নেই অথচ যার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় – উহ্য।
উচিৎ নয় যা – অনুচিত।
উপকার করার ইচ্ছা – উপচিকীর্ষা।
উপকার স্বীকার করে না যে – অকৃতজ্ঞ।
উপকারীর অপকার করে যে – কৃতঘ্ন।

উপমা নেই যে নারীর – নিরুপমা।
উদিত হয়নি যা – অনুদিত।
উদিত হচ্ছে এমন – উদীয়মান।
উপন্যাস রচয়িতা – ঔপন্যাসিক।
উপনিষদ সম্বন্ধীয় – ঔপনিষদ।
উপমা নেই যার – নিরুপমা/অনুপম।
উপযুক্ত বয়স হয়েছে যার – সাবালক।
উন্নত নয় যা – অনুন্নত।

ঊ

ঊর্ধ্ব বাহু যার – ঊর্ধ্ববাহু।
ঊর্ধ্ব মুখে সাঁতার – চিৎসাঁতার।
ঊর্ণ নাভিতে যার – ঊর্ণনাভ।
ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা – অবতরণ।
ঊর্ধ্ব দিকে গতি যার – ঊর্ধ্বগতি।
ঊর্ধ্ব দিকে বিচরণ করে যে – ঊর্ধ্বচারী।

ঋ

ঋণ দেয় যে – উত্তমর্ণ।
ঋণগ্রস্ত অবস্থা – ঋণিতা।
ঋণ শোধে অসমর্থ যে – দেউলিয়া।
ঋণ গ্রহণ করে যে – অধমর্ণ।
ঋষি সম্বন্ধীয় – আর্ষ।

এ

একটুতেই যে ক্রুদ্ধ হয় – বদরাগী, রগচটা।
এক গোত্র যার – সগোত্র।
এক থেকে আরম্ভ করে – একাদিক্রমে।
একই কর্মের সঙ্গী – সহকর্মী।
একই অর্থের শব্দ - প্রতিশব্দ।
একান্ত অনুগত – নেওটা।
একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় যে – যাযাবর।
এক সঙ্গে বসবাস – সহবাস।
এক মতের ভাব – ঐকমত্য
এক যুগের সারা, অন্য যুগের শুরু – যুগসন্ধি।
একবার সন্তান প্রসব করেন যিনি – কাকবন্ধ্যা।
একবার শুনলেই যার মনে থাকে – শ্রুতিধর।
একবস্তুকে অন্য বস্তু মনে করা – মতিভ্রম।
এক দিনের পথ – মঞ্জিল।
এক পাড়ার লোক – পড়শি।
একতান বিশিষ্ট স্বর – ঐকতান।
এক জন্ম থেকে অন্য জন্ম – জন্মজন্মান্তর।
এইমাত্র যে স্নান করেছে – সদ্যোস্নাত।
একদিকে গোঁ যার – একগুঁয়ে।
একত্র আগত – সমাগত।
একা একা কথা বলা – স্বগতোক্তি।
এখনও যার শত্রু জন্মায়নি – অজাতশত্রু।
একের পরিবর্তে অন্য – বিকল্প।
একই সময়ে বর্তমান – সমসাময়িক।
একই সঙ্গে – যুগপৎ।
একই মায়ের পুত্র – সহোদর।
এসেছেন যিনি অথচ অপরিচিত – আগন্তুক।
এলো কেশ যে নারীর – এলোকেশী।
এখন ভস্মে পরিণত হয়েছে – ভস্মীভূত।
এখন বশে এসেছে – বশীভূত।
এক বিষয়ে যার চিত্ত নিবিষ্ট – একাগ্রচিত্ত।
একই কালে বর্তমান – সমকালীন।
একই গুরুর শিষ্য – সতীর্থ।
একই ধারায় বয়ে চলেছে যা – ধারাবাহিক।
একই পথের পথিক – হামরাহী।
একই বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্ত যার – একাগ্রচিত্ত।

ঐ

ঐক্যের অভাব – অনৈক্য।
ঐশ্বর্যের অধিকারী যিনি – ঐশ্বর্যবান।
ঐতিহাসিক কালের পূর্ববর্তী – প্রাগৈতিহাসিক।

ও

ওপরের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি – ঊর্ধ্বদৃষ্টি।
ওজন পরিমাপক – তুলাদণ্ড।
ঔষধি থেকে জাত – ঔষধ।
ঔষধ সংযোগে রক্ষিত মৃতদেহ – মমি।
ঔষধের দোকান – ঔষধালয়।

ক

কন্যার পুত্র – দৌহিত্র।
কর্ণ পর্যন্ত – আকর্ণ।
কণ্ঠ পর্যন্ত –আকণ্ঠ।
করার যোগ্য – করণীয়।
কর দিতে হয় না যে জমির – নিষ্কর।
কোথাও উঁচু কোথাও নিচু – বন্ধুর।
ক্রমাগত দুলছে এমন – দোদুল্যমান।
ক্রমশ নিচু – নাবাল।
কর্মে চারণ করে যে – কর্মচারী।
কল্যাণ কামনায় উচ্চারণ – আশীর্বাদ।
কষ্ট সহ্য করতে পারে যে – কষ্টসহিষ্ণু

কষ্টে নিবারণ করা যায় যা – দুর্নিবার।
কাঁচের তৈরি ঘর – শিশমহল।
কূলের যোগ্য – অনুকূল।
কোথাও হতে ভয় নেই যায় – অকুতোভয়।
কষ্টে উচ্চারণ করতে হয় যা – দুরুচ্চার্য।
কখনো মৃত্যু হয় না যার – অমর।
কচি ঘাসে ঢাকা জমি – শাদ্বল।
কথায় পটু – বাগীশ।
কথায় কথায় যে কাঁদে – ছিচকাঁদুনে।
কথা যে বলতে পারে না – অবলা।
কথায় যা প্রকাশ করা যায় না – অনির্বচনীয়।
কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত – রত্নী।
কিছু নেই যার – নিঃস্ব।
কুবেরের ধন রক্ষক – যক্ষ।
কুৎসিত আকার যার – কদাকার।
কুম্ভ করে যে – কুম্ভকার।
কৃষি মাতা যে দেশের – কৃষিমাতৃক।
কৃষি যার জীবিকা – কৃষিজীবী।
কৃত্রিম জলাশয় – পুষ্করিণী।
কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি – অমাবস্যা
কমুদশোভিত পুষ্করিণী – কৌমুদিনী।
কেবল এক বিষয়ে চিত্ত যার – একাগ্রচিত্ত।
কেবল তাই – তন্মাত্র।
কোকিলের ডাক – কুহু।
কোনো উপকারে আসে না যে গাছ – আগাছা।
কোন কিছু থেকেই যে ভীত নয় – অকুতোভয়।
কোনো কিছু পাবার ইচ্ছা – লিপ্সা।
কোনো কিছুর চারদিকে আবর্তন – প্রদক্ষিণ।
কোন বিষয়ে নতুন পথ নির্দেশ করে যে – পথিকৃৎ।
কাতর না হয়ে – অকাতরে।
কোথাও নত কোথাও উন্নত – নতোন্নত।
কর্মে অতিশয় দক্ষ – কর্মঠ।
কর্মে অতিশয় কুশল – কর্মকুশল।
কর্মে যার ক্লান্তি নেই – অক্লান্তকর্মী।
কামনা দূর হয়েছে যার – বীতকাম।
ক্রমশই বর্ধিত হচ্ছে যা – ক্রমবর্ধমান।
কি করতে হবে তা যে বুঝতে পারে না – কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
কেউ জানতে না পারে এই রূপ ভাবে – অজ্ঞাতসারে।
ক্রমকে বজায় রেখে – যথাক্রমে, ক্রমান্বয়ে।
ক্রমে এসেছে – ক্রমাগত।

ক্ষণস্থায়ী প্রভা যার – ক্ষণপ্রভা।
ক্ষণে ক্ষণে যার খেয়াল বদলায় – খামখেয়ালী।
ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে যা – ক্ষীয়মান।
ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য – ক্ষমার্হ।
ক্ষুদ্র নাটক – নাটিকা।

খ

খাজনা আদায় করে যে – খাজাঞ্চি।
খুব শীত নয় খুব গরমও নয় – নাতিশীতোষ্ণ।
খাওয়ার উপযুক্ত – খাদ্য।
খেয়া পার করে যে – পাটনী।
খোশ (আনন্দে পূর্ণ) মেজাজ যার – খোশমেজাজী।
খাওয়ার ইচ্ছা – ক্ষুধা।
খাওয়ার জন্য যে খরচ – খাই খরচ।
খেলায় দক্ষ যিনি – খেলোয়াড়।
খ্যাতি আছে যার – খ্যাতিমান।

গ

গমন করতে পারে যে – জঙ্গম।
গমন করে না যে – নগ।
গলায় গলায় যে ভাব – গলাগলি।
গ্রন্থাদির টীকা – দীপিকা।
গ্রন্থের সংকলন ও পরিমার্জক – সম্পাদক।
গিরির ঈশ – গিরিশ।
গিরিরাজের কন্যা – গিরিজা।
গুরুগৃহে বাস করে যে – অন্তেবাসী।
গুরুর পত্নী – গুর্বী।
গুরুর ভাব – গরিমা।
গৃহের প্রধান প্রবেশদ্বার – দেউড়ি।
গোচরে নয় যা – অগোচরে।
গোপন করতে ইচ্ছুক – জুগুপ্সু
গোপনে অবস্থান – অজ্ঞাতবাস।
গোপনে সংবাদ সংগ্রহকারী – গুপ্তচর।
গরুর পা থেকে ধুলো ওড়ে যখন – গোধূলি।
গরুর মুখের মতো মুখ – গোমুখ।
গোয়ালার মেয়ে – গোপী।
গৌরবের সঙ্গে বর্তমান – সগৌরবে।
গ্রীবা যার সুন্দর – সুগ্রীব।
গোলাপের মতো রঙ যার – গোলাপী।
গজের মুখের মত মুখ যার – গজানন।
গণনার যোগ্য নয় যা – নগণ্য।
গবাদি পশুর পাল – বাথান।

গভীর জ্ঞান - প্রজ্ঞা।
গভীর রাত্রি – নিশীথ।

ঘ

ঘৃণার যোগ্য – ঘৃণ্য, ঘৃণার্হ।
ঘরে পালিত যে জামাই – ঘরজামাই।
ঘটনার বিবরণ দান – প্রতিবেদন।
ঘরের অভাব যার – হা-ঘরে।
ঘরের দিকে মুখ যার – ঘরমুখো।
ঘাম ঝরে পড়েছে এমন – গলদঘর্ম।
ঘুমাচ্ছে এমন – ঘুমন্ত।
ঘুরছে যা – ঘূর্ণায়মান।
ঘোড়া রাখার জায়গা – আস্তাবল।
ঘর নেই যার – হা-ঘর।

চ

চক্ষু লজ্জা নেই যার – চশমখোর।
চক্ষুর নিমেষকাল – পলক।
চর্বিত খাদ্যের পুনরায় চর্বণ – জাবর।
চার রাস্তার মিলনস্থল – চৌরাস্তা।
চার পা বিশিষ্ট – চৌপায়া।
চামড়ার কাজ বৃত্তি যার – চর্মকার।
চৌত্রিশ অক্ষরের স্তব – চৌতিশা।
চোখের জল – অশ্রু।
চোখ সুন্দর যে নারীর – সুনয়না।
চট করে মেজাজ খারাপ করেন যিনি – বদমেজাজী।
চতুর্দশপদী কবিতা – সনেট।
চতুর্দিকে প্রচার – সম্প্রচার।
চলছে এমন ছবি – চলচ্চিত্র।
চুষে খেতে হয় এমন – চোষ্য।
চিরকাল মনে রাখার যোগ্য –চিরস্মরণীয়।
চাঁদের মতন – চাঁদপানা।
চর্বণ করে খাওয়া যায় যা – চর্ব্য।
চিরস্থায়ী নয় যা – নশ্বর।
চিরকালব্যাপী স্থায়ী – চিরস্থায়ী।
চিবিয়ে খেতে হয় যা – চর্ব্য।
চক্ষুর সম্মুখে – প্রত্যক্ষ।
চক্ষুর আড়ালে – পরোক্ষ।
চন্দ্র চূড়াতে যার – চন্দ্রচূড়।

ছ

ছয় মাস অন্তর – ষান্মাসিক।
ছল করে কান্না – মায়াকান্না।
ছিন্ন বস্ত্র – চীর।
ছেদনের যোগ্য – ছেদ্য।
ছোট গীতি কবিতা – গীতিকা।
ছেলে ধরে যে – ছেলেধরা।
ছায়া প্রধান তরু – ছায়াতরু।

জ

জন্ম থেকে অন্ধ – জন্মান্ধ।
জঙ্গলে বা বনে উৎপন্ন – বানাড়ে।
জয় সূচক উৎসব – জয়ন্তী।
জয়লাভ করার ইচ্ছা – জিগীষা।
জয় করা কঠিন এমন – দুর্জয়।
জলজ্বল করছে এমন – জাজ্বল্যমান।
জ্বলন্ত ধূমের পুচ্ছযুক্ত জ্যোতিষ্ক – ধূমকেতু।
জানার ইচ্ছা – জিজ্ঞাসা।
জানু পর্যন্ত লম্বিত – আজানুলম্বিত।
জাতি থেকে ভ্রষ্ট – জাতিভ্রষ্ট।
জানা যায় না যা – অজ্ঞেয়।
জানা উচিৎ – জ্ঞাতব্য।
জায়া ও পতি – দম্পতি।
জীবনধারণের উপায় – জীবিকা।
জীবন থেকেও মৃতের মতো – জীবন্মৃত।
জনবহুল স্থান – জনাকীর্ণ।
বর জনে এসেছেন যিনি – বরযাত্রী।
জটা আছে যার –জটাধর।
জলেও চরে স্থলেও চলে – উভচর।
জলে জন্ম যার – জলজ।
জলে চরে যে – জলচর।
জমির জরিপকারী সরকারি কর্মচারী – কানুনগো।
জমির পরিমাপ – জরিপ।
জানতে ইচ্ছুক – জিজ্ঞাসু।
জানবার ইচ্ছা – জিজ্ঞাসা।
জন্ম নেই যার – অজ।
জল পানের জন্য দেয় অর্থ – জলপানি।

ঝ

ঝিনুকের গর্ভজাত রত্ন – মুক্তা।
ঝন ঝন শব্দ – ঝঙ্কার, ঝনৎকার।

ট

টকটকে লাল – কাল্তা।
টাকা ধার দেয়ার কাজ – মহাজনী।
টাকাকড়ি ও সম্পদ – ধনদৌলত।

CS CamScanner

ঢোল পড়েনি এমন – নিঢোল।

ঠ

ঠান্ডা ও গরম – শীতোষ্ণ।
ঠান্ডায় পীড়িত – শীতার্ত।
ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত – প্রতীপ

ড

ডিঙি বাইবার দাঁড় – বৈঠা।
ডিম ফোটাবার জন্য তাপ – তা।
ডিম্বাশয়ের মধ্যে প্রাণকোষ – ডিম্বাণু।
ডুব দিয়ে আনে যে – ডুবুরী।
ডাক বহন করে যে – ডাকহরকরা।
ডালিমের কুঁড়ি – আনারকলি

ঢ

ঢিপির মতো – ঢ্যাপসা।
ঢাকায় প্রস্তুত – ঢাকাই।
ঢাক বাজায় যে – ঢাকী।

ত

তুমি ও সে – তোমরা।
তবলায় দক্ষ বা নিপুণ – তবলচি।
তপস্যার নিমিত্ত বন – তপোবন।
তীর নিক্ষেপে ওস্তাদ – তীরন্দাজ।
তিন পদের সমাহার – ত্রিপদী।
তার মতো – তাদৃশ।
তালের সমতাহীন/অভাব – বেতাল।
তালু থেকে উচ্চারিত – তালব্য।
তর্কের সঙ্গে বর্তমান – সতর্ক।
তর্কশাস্ত্রে পটু – তার্কিক।
ত্বরায় গমন করে যে – তুরগ।
তিন ভাগের এক ভাগ – তেহাই।
তিন বেণীর সমাহার – ত্রিবেণী।
তিন ফলের সমাহার – ত্রিফলা।
তিন নয়ন (লোচন) যার – ত্রিনয়ন।
তুচ্ছ জ্ঞানে অবহেলা – তাচ্ছিল্য।
তেলে যা ভাজা হয় – তেলেভাজা।
তিন মোহনার মিলন যেখানে – তেমোহনা।
তুলা দ্বারা তৈরি – তুলোট।

থ

থেমে থেমে চলার ভঙ্গি – ঠমক।
থই পাওয়া যায় না যেখানে – অথৈ।
থাবার আঘাত – থাপ্পড়।

দ

দ্বীপের সদৃশ – উপদ্বীপ।
দীর্ঘকাল ব্যাপী চর্চা – অনুশীলন।
দীনের ভাব – দৈন্য।
দিবসের শেষভাগ – অপরাহ্ণ।
দিবসের মধ্যভাগ – মধ্যাহ্ন।
দিবসের প্রথমভাগ – পূর্বাহ্ণ।
দিনে একবার মাত্র আহার করেন যিনি – একাহারী।
দুষ্ট আচার যার – দুরাচার।
দশরথের পুত্র – দাশরথি।
দশ আনন বা মুখ যার – দশানন।
দমের অভাব – বেদম।
দমন করা যায় না যাকে – অদম্য।
দাঁতে বিষ যার – আশিবিষ।
দার পরিগ্রহ করেননি যিনি – অকৃতদার।
দানের বিপরীত – প্রতিদান।
দান করার যোগ্য – দেয়।
দান করা হয় যা – দাতব্য।
দ্রব হয়েছে যা – দ্রবীভূত।
দর্শনশাস্ত্র জানেন যিনি – দার্শনিক।
দায় আছে যার – সদয়।
দুই পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি – উপত্যকা।
দুই দিকে অপ (জল) যার – দ্বীপ।
দুগ্ধ হতে পোষ্য লাভ করে যে – দুগ্ধপোষ্য।
দুষ্কর যেখানে গমন করা – দুর্গম।
দুঃখজনক ঘটনা – দুর্ঘটনা।
দুবার বলা – দ্বিরুক্তি।
দুই সময়ের মিলনের মুহূর্ত – সন্ধিক্ষণ।
দুই রথীর যুদ্ধ – দ্বৈরথ।
দুইবার জন্ম যার – দ্বিজ।
দূরকে দেখাবার যন্ত্র – দূরবীন।
দূরের ঘটনা দেখা যায় যাতে – দূরদর্শন।
দর্শন করতে ইচ্ছুক – দিদৃক্ষু।
দেখার ইচ্ছা – দিদৃক্ষা।
দেখার যোগ্য – দ্রষ্টব্য।
দৈনন্দিন জীবনের লিখিত বিবরণ – রোজনামচা।
দেহে, মনে ও কথায় – কায়মনোবাক্যে।
দেশের প্রতি প্রেম আছে যার – দেশপ্রেমিক।
দান করেন যিনি – দাতা।
দিন ও রাত্রিব্যাপী – দিবারাত্রি।

দিনের আলো ও রাত্রির অন্ধকারের সন্ধিক্ষণ – গোধূলী।
দমন করা কষ্টকর যাকে – দুর্দমনীয়।
দূর ভবিষ্যৎ ভেবে দেখে না যে – অদূরদর্শী।

ধ

ধন জয় করেন যিনি – ধনঞ্জয়।
ধর্মই আত্মা যার – ধর্মাত্মা।
ধনু দ্বারা যুদ্ধে নিপুণ যিনি – ধনুর্ধর।
ধনুকের শব্দ – টংকার।
ধী শক্তির অধিকারী – ধীমান।
ধীরে যে গমন করে – ধীরগামী, মন্দগামী।
ধ্যানের যোগ্য – ধ্যেয়।
ধ্যানে যিনি মগ্ন – ধ্যানস্থ।
ধারা ধরে যা চলে – ধারাবাহিক।
ধানের মতো যার রং – ধানী।
ধান থেকে উৎপন্ন – ধেনো।
ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান – ধর্মিষ্ঠ।
ধূলায় পরিণত – ধূলিসাৎ।
ধূলার মতো রঙ যার – পাংশুল।
ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট – ধোঁয়াটে।
ধৈর্য অবলম্বন – সবুর।

ন

নূপুরের ধ্বনি – নিক্বণ।
নাটকের পাত্রপাত্রী – কুশীলব।
নাই শোক যার – অশোক।
নাই মূল যার – নির্মূল।
নাই মল যার – নির্মল।
নাই মমতা যার – নির্মম।
নব প্রসূতা গাভী – ধেনু।
নদীর বালুকাময় তট – সৈকত।
নদী মাতা যে দেশের – নদীমাতৃক।
নতুনত্বে বিরোধী – রক্ষণশীল।
নতুন সূর্য – নবারুণ।
নতুন আরম্ভ – মহরৎ।
নতুন অন্নের উৎসব – নবান্ন।
নগরের উপকণ্ঠে – উপনগর।
নয় বাধ্য – অবাধ্য।
নয় প্রিয় – অপ্রিয়।
নয় অতিদীর্ঘ – নাতিদীর্ঘ।
নমস্কারের যোগ্য – নমস্য।
নাই ফল যার – নিষ্ফল।
নাই পক্ষ যার – নিরপেক্ষ।
নাই কর্ম যার – নিষ্কর্মা
নাই ঈমান যার – বেঈমান।
নাই আশা যার – নিরাশা।
নাই আবরণ যার – দিগম্বর।
নাই আনন্দ যার – নিরানন্দ।
নাই রাজা যে দেশে – অরাজক।
নাসিকা থেকে উচ্চারিত – নাসিক্য।
নারীর লীলায়িত নৃত্য – লাস্য।
ন্যাকার ভাব – ন্যাকামি।
ন্যায় বিচার – ইনসাফ।
ন্যায্য অধিকার – হক।
নৌকা চালায় যে – নাবিক।
নৌ বা নৌকা চলাচলের যোগ্য – নাব্য।
নেশার দ্রব্য – মাদক।
নৃত্যকলার উদ্ভাবক – নটরাজ।
ন্যায় শাস্ত্র জানেন যিনি – নৈয়ায়িক।
নিকৃষ্ট ব্যক্তি – অন্ত্যজ।
নিজেই পতি নির্বাচন করে যে – স্বয়ংবরা।
নিজেকে পণ্ডিত মনে করে যে – পণ্ডিতম্মন্য।
নিন্দা করার ইচ্ছা – জুগুপ্সা
নিত্য আনন্দ যার – নিত্যানন্দ।
নিজেদের পরিচালিত শাসন – স্বায়ত্তশাসন।
নিজেকে হীন মনে করে যে – হীনমন্য।
নিজেকে হত্যা করে যে – আত্মঘাতী।
নিজেকে সামলাতে পারে না যে – অসংযমী।
নিমন্ত্রণ না করা সত্ত্বেও যিনি উপস্থিত - অনাহূত।
নতুন বিবাহিত স্ত্রী – নবোঢ়া।
নেই রদ (দাঁত) যার – নীরদ।

প

পাঁজরের হাড় কম যার – ঊনপাঁজুরে।
পরে জন্মেছে যে – অনুজ।
পরিমিত ব্যয় করে যে – মিতব্যয়ী।
পরিমিত কথা বলে যে – মিতভাষী।
পরিমাণ মতো খায় যে – মিতাহারী।
পরাজিত করা যায় না এমন – অপরাজেয়।
পরস্পরের মধ্যে প্রীতি – সম্প্রীতি।
পঞ্চবর্ষের সমাহার – পঞ্চবটী।
পঞ্চ নদী যেখানে – পঞ্চনদ, পাঞ্জাব।
পঞ্চ আনন যার – পঞ্চানন।

CS CamScanner

পঁচিশ বছর পূর্তির জন্য যে উৎসব – রজতজয়ন্তী।
পড়ার উপযুক্ত – পাঠ্য।
পয় আছে যার – পয়মন্ত।
পশুকে হত্যা করে যে – কসাই।
পশ্চাতে গমন করে যে – অনুগামী।
পথিকের আহারাদি করার গৃহ – পান্থশালা
পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে চলে যে – পথিক।
পথ চলার খরচ – পাথেয়।
পট আঁকেন যিনি – পটুয়া।
পঙ্‌ক্তিতে বসার অযোগ্য – অপাঙ্‌ক্তেয়।
পত্নী বিগত যার – বিপত্নীক।
পঞ্চাশ বছর পূর্তির জন্য যে অনুষ্ঠান – সুবর্ণজয়ন্তী।
পদ্মের মতো সুন্দর চোখ যার – কমলাক্ষ।
প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি – মুখপাত্র।
প্রত্যেক মুহূর্ত – প্রতিক্ষণ।
প্রত্যহ যা করতে হয় – প্রত্যাহিক।
প্রকৃত অবস্থায় থাকে যা – প্রকৃতিস্থ।
প্রকৃষ্ট ঘটনার বিবরণ – প্রতিবেদন।
প্রকাশিত কিছুর জন্য অপেক্ষা – প্রতীক্ষা।
প্রভাতের প্রথম তারা – শুকতারা।
প্রবেশার্থে দেয়া অর্থ বা টিকিট – প্রবেশিকা।
প্রবেশ ইচ্ছুক – বিবিক্ষু।
প্রবেশ করার ইচ্ছা – বিবিক্ষা।
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত – আদ্যন্ত।
প্রতিরোধ করা যায় না – অপ্রতিরোধ্য।
প্রতিবিধান করার ইচ্ছা – প্রতিবিধিৎসা।
প্রতিবিধান করতে ইচ্ছুক – প্রতিবিধিৎসু।
পাঁচরকম জিনিস আছে যাতে – পাঁচমিশালী।
প্রাক্কালে ছিল যা – প্রাক্তন।
পানের যোগ্য – পেয়।
পান করার ইচ্ছা – পিপাসা।
পা থেকে মাথা পর্যন্ত – আপাদমস্তক।
পাখির পাখার শব্দ – ঝটপট।
পাখির ডানা – পক্ষ, পাখা।
পাখির ডাক – কূজন।
পাঠ সমাপনান্তে ছাত্রছাত্রীদের মিলন – সমাবর্তন।
পাহাড়ের নিম্নমুখী পথ – উৎরাই।
পাহাড়ের উপরকার সমতলভূমি – গিরিতট।
পালকি বহন করে যারা – বেহারা।
পাণ্ডুর পুত্র – পাণ্ডব।

প্রাপ্তি স্বীকার পত্র – রাসদ।
প্রায় নেই বললেই চলে – বিরল।
প্রায় রাজি – নিমরাজি।
পিতার পিতামহ – প্রপিতামহ।
প্রিয় কথা বলে যে নারী – প্রিয়ংবদা।
পূজার উপকরণ – অর্ঘ্য।
পুনঃ পুনঃ রোদন করে যে – রোরুদ্যমান।
পোষণের যোগ্য – পোষ্য।
পেতে ইচ্ছে করছে যে বস্তু – ঈপ্সিত।
পেতে ইচ্ছে হয় যা – কাম্য।
পেতে ইচ্ছুক – ঈপ্সু।
পেতে ইচ্ছা – ঈপ্সা।
পৃথিবী ও পার্থিব সবকিছুর জ্ঞান – ভূয়োদর্শন।
পা ধুইবার জল – পাদ্য।
পিতার ভ্রাতা – পিতৃব্য।
প্রতিকার করার ইচ্ছা – প্রতিচিকীর্ষা।
প্রতিকার করতে ইচ্ছুক – প্রতিচিকীর্ষু।
পূজা পাওয়ার যোগ্য – পূজার্হ।
পূর্ণিমার চাঁদ – রাকা, পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণেন্দু।
পুরাণ সম্বন্ধীয় বিষয় – পৌরাণিক।
পূর্ব হতে – আনুপূর্বিক।
পূর্বে ছিল এখন নেই – ভূতপূর্ব।
পূর্বে যা ঘটেনি – অভূতপূর্ব।
পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে যা – দেদীপ্যমান।
পূর্বে যা দেখা যায়নি – অদৃষ্টপূর্ব।
পূর্বে সুপ্ত পরে উত্থিত – সুপ্তোত্থিত।

ফ

ফিকা কমলা রঙ – বাসন্তী।
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় – ওষধি।
ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা – ফাল্গুনী।
ফিটফাট গোছের তরুণ যুবক – ফটিকচাঁদ।
ফৌজদারী উচ্চ আদালত – দায়রা।
ফেলে দেয়ার যোগ্য – ফেলনা।
ফেনা সহ বর্তমান – সফেন।
ফুলের মধু – মকরন্দ।
ফুলের গন্ধে সুবাসিত – ফুলেল।
ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয় যে পাত্র – ফুলদানি।
ফুল তোলা মসলিন শাড়ি – জামদানি।
ফুরোয় না যা – অফুরন্ত।
ফুটছে এমন – ফুটন্ত।

ব

বয়সের তুল্য – বয়স্য।
বয়সে সবার ছোট – কনিষ্ঠ।
বস্ত্র কিংবা পত্রের শব্দ – মর্মর।
বর্ষের শেষে আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন – সালতামামি।
বক্রভাবে গমন করে যে – ভুজগ, ভুজঙ্গ।
বর্ণনা করা যায় না যা – অবর্ণনীয়।
বর্ণ চুরি করে যে – বর্ণচোরা।
বন্যা যা ভাসিয়ে আনে – বানভাসি।
বর্তমান ও অতীতের হিসাব – হস্তবুদ।
বকের মতো কপট ধার্মিক – বকধার্মিক।
বছরে দু বার ফসল ফলে যে জমিতে – দোফসলী।
বাইরে আদবকায়দায় দক্ষ অথচ ফাঁকিবাজ – লেফাফাদুরস্ত।
বালকত্ব কাটেনি যার – নাবালক।
বর্তমান দিনের চালচলন – হালচাল।
বয়স্ক লোকের ভাব – জ্যাঠামি।
ব্যবসার দ্রব্যাদি – বেসাতি।
বদ মেজাজ যার – বদমেজাজী।
বহুর মধ্যে একটি – অন্যতম।
বহু প্রচলিত উক্তি – প্রবচন।
বহু ছিদ্র যুক্ত – ঝাঁঝরা।
বনে প্রতিপালিত – বুনো।
বনের অগ্নি – দাবানল।
বপন করা হয়েছে – উপ্ত।
বরফের মতো সাদা – তুষারধবল।
বরণের যোগ্য যিনি – বরেণ্য।
বসে আছে যে – আসীন।
বলা হয়েছে যা – উক্ত।
বাস্তু হতে উৎখাত হয়েছে যে – উদ্বাস্তু।
বালুকাময় ভূমি – বেলাভূমি।
বাসস্থান না জেনে থাকা – অজ্ঞাতবাস।
বালক, বৃদ্ধ ও বণিতা সবাই – আবালবৃদ্ধবনিতা।
বার মাসের কাহিনী – বারমাস্যা।
বাতাসে উড়ে যায় এমন – উদ্বায়ী
বাড়ছে যা - বাড়ন্ত।
বাড়ির সম্মুখভাগ – সদর।
বাক্যের দ্বারা কৃত কলহ – বচসা
বাঘের চামড়া – কৃত্তি।
বাঘের ডাক – হুংকার।
বর্ণমালার ক্রম রক্ষা করে – বর্ণানুক্রমিক।

বাণিজ্যের স্থান – বন্দর।
ব্যাকরণ জানেন যিনি – বৈয়াকরণ।
বিপরীত ভাব – বৈপরীত্য।
ব্যাঙের ডাকের শব্দ – মকমকি।
বিদ্যা আছে যার – বিদ্বান।
বাগদত্তা হয়ে যে নারীর বিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে হয় – অন্যপূর্বা।
বিভিন্ন দিক জয় করেছেন যিনি – দিগ্বিজয়ী।
বিড়ালের মতো অক্ষি যার – বিড়ালাক্ষী।
বিশেষভাবে মুগ্ধ – বিমুগ্ধ।
বিশেষ খ্যাতি আছে যার – বিখ্যাত।
বিশেষভাবে দর্শন – বীক্ষণ।
বিড়ালের ডাক – ঝিঁকন।
বিবাদ করছে এমন – বিবদমান।
বেনারসে তৈরি – বেনারসী।
বিদেশে থাকে যে – প্রবাসী।
বুকে হেঁটে চলে যে – উরগ।
বৃক্ষাদির নতুন কচি শাখা বা পাতা – কিশলয়।
বৃষ্টির জল – শীকর।
বেশি কথা বলে যে – বাচাল।
বেলাকে অতিক্রান্ত – উদ্বেল।
বেদের বচন – বেদবাক্য।
বেতন নেয়া হয় না যাতে – অবৈতনিক।
বেদ সম্বন্ধীয় – বৈদিক।
বনে বাস করে যে – বনবাসী।
বরণ করার যোগ্য – বরণীয়।
বহুর মধ্যে প্রধান – শ্রেষ্ঠ।
বয়সের তুল্য – সমবয়সী।
বহু গৃহ হতে ভিক্ষা সংগ্রহক – মাধুকর।
বিচার করে কাজ করে না যে – অবিমৃষ্যকারী।
বিশ্ববাসীর জন্য হিত/বিশ্বজনের নিমিত্তে হিত – বিশ্বজনীন।
বিধিকে অতিক্রম না করে – যথাবিধি।
বিনয় যার স্বভাব – বিনীত।
বিনয়ের সঙ্গে বর্তমান – সবিনয়।
বিশ্বকে জয় করেছে যে – বিশ্বজিৎ।
বিশ্বাস করার যোগ্য – বিশ্বাস্য।
বিপরীত কল্পনা – বিকল্প।
বিনাশ নেই যার – অবিনশ্বর।
বীণা পাণিতে যার – বীণাপাণি।
বীণার শব্দ – ঝংকার, নিক্কণ।
বৃহৎ অরণ্য – অরণ্যানী।

বুদ্ধের উপাসক – বৌদ্ধ।
বুদ্ধি হত হয়েছে যার – হতবুদ্ধি।
বীর সন্তান প্রসব করে যে – বীরপ্রসূ।
ভ
ভক্ষণের ইচ্ছুক – বুভুক্ষু।
ভয় পাওয়া যায় যা থেকে – ভীম।
ভূ-গর্ভস্থ পথ – সুড়ঙ্গ।
ভূ-কেন্দ্রের দিকে জড় পদার্থের আকর্ষণ – অভিকর্ষ।
ভীরু যে পুরুষ – কাপুরুষ।
ভিক্ষার অভাব – দুর্ভিক্ষ।
ভ্রাতাদের পরস্পর প্রীতি – সৌভ্রাত্র।
ভাগ্য হত হয়েছে যার – হতভাগ্য।
ভাগ্য পরীক্ষার খেলা – লটারি।
ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বিচার জ্ঞান – বিবেক।
ভাবা যায় না যা – অভাবনীয়।
ভ্রমরের শব্দ – গুঞ্জন।
ভূগোল সম্বন্ধীয় – ভৌগোলিক।
ভবিষ্যৎ কি হবে দেখে যে – অপরিণামদর্শী।
ভস্মে পরিণত হয়েছে যা – ভস্মীভূত।
ভেতরে প্রবেশ – সন্নিবেশ।
ভবিষ্যতে হবে এমন – ভাবী।
ভাত যাদের প্রধান খাদ্য – ভেতো।
ভাগ করে যে – ভাজক।
ভাতের অভাব – হা-ভাত।
ভাতের অভাব আছে যার – হা-ভাতে।
ভদ্রসুলভ আচরণ – সৌজন্য।
ভয় নেই যার – নির্ভীক।
ভরণের যোগ্য – ভৃত্য।
ভবিষ্যতে যা ঘটবে – ভবিতব্য।
ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করে যে – দূরদর্শী।
ভক্ষণের ইচ্ছা – বুভুক্ষা।
ভোগ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভ – নির্বাণ।
ম
মধুর গন্ধ যুক্ত – সুগন্ধি।
মধু পান করে যে – মধুপ।
মনকে মত্ত করে যে – মন্মথ।
মল্লে মল্লে যে যুদ্ধ – মল্লযুদ্ধ, কুস্তি।
মরতে বসেছে যে – মুমূর্ষু।
মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন – উপাবৃত্ত।
মাছের মতো অক্ষি যার – মীনাক্ষী।

মস্তকের আচ্ছাদন – মাথাল।
মহৎ যে বীর – মহাবীর।
মহাকাব্যের অধ্যায় – সর্গ।
ময়ূরের কণ্ঠের রঙ যার – ময়ূরকণ্ঠী।
ময়ূরের ডাক – কেকা।
মাটি দিয়ে শিল্পকর্ম করে যে – মৃৎশিল্পী।
মনের ভাব – মানসিক।
মনে মনে করা অঙ্ক – মানসাঙ্ক।
মনে জন্মে যা – মনোজ।
মনুষ্য জাতির কল্যাণ – লোকহিত।
মন হরণ করে যা – মনোহর।
মম উপলব্ধি করে যা – মরমী।
মর্মস্পর্শ করে যা – মর্মস্পর্শী।
মাতা বৎসল যার – মাতৃবৎসল।
মানব হতে ইতর – মানবেতর।
মূল রোগের আনুষঙ্গিক অন্য রোগ – উপসর্গ।
মুষ্টি দ্বারা পরিমাপযোগ্য – মুষ্টিমেয়।
মূলের সঙ্গে বর্তমান – সমূল।
মৃগ চলাচলের রাস্তা – মার্গ।
মৃগের ন্যায় নয়ন যে নারীর – মৃগনয়না।
মৃত দেহের সৎকার – সদগতি।
মুগ্ধ করে যে নারী – মোহিনী।
মুসলমান সমাজের বিবাহ বিচ্ছেদ – তালাক।
মন্ত্রীর সদৃশ – উপমন্ত্রী।
মাথা পেতে নেয়ার যোগ্য – শিরোধার্য।
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক – মুমুক্ষু, মুক্তিকামী।
মূর্তির ন্যায় যা – প্রতিমূর্তি।
মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত – মৃন্ময়।
মিথ্যা ধারণা – ভ্রান্তি।
মিতার অভাব – মিতালী।
মেঘের ডাক – মন্দ্র।
মেঘের ন্যায় শ্যাম – ঘনশ্যাম।
মরার মতো – মৃতবৎ।
মরণ পর্যন্ত/মৃত্যু পর্যন্ত – আমরণ, আমৃত্যু।
য
যা ঘটবেই – অবশ্যম্ভাবী, ভবিতব্য।
যা গলে যায় – দ্রব।
যা গতিশীল – জঙ্গম।
যা কাজের অযোগ্য – অকেজো।
যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে – বর্ধিষ্ণু।

যা ক্রমাগত ক্ষয় পাচ্ছে – ক্ষয়িষ্ণু।
যদু বংশে জন্ম যার – যাদব।
যথা বিহিত শ্রদ্ধা নিবেদন – অভিবাদন।
যত দিন জীবন ততদিন – যাবজ্জীবন।
যা অতিক্রম করা যায় না – অনতিক্রম্য।
যা অনায়াসে বুঝতে পারা যায় – বোধগম্য।
যা অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল নয় – নাতিশীতোষ্ণ।
যা চলছে – চলমান, চলন্ত।যা একটুও ভাঙেনি – অটুট।
যা উচ্চারণ করা যায় না – অনুচ্চার্য।
যা উদিত হচ্ছে – উদীয়মান।
যা আগে হয়নি – অভূতপূর্ব।
যা আইনের চোখে নিষিদ্ধ – বেআইনি।
যা অর্জন করা হয়েছে – অর্জিত।
যা অস্বীকার করা যায় না – অনস্বীকার্য।
যা অনুকরণ করা যায় না – অননুকরণীয়।
যা চিবিয়ে খেতে হয় – চর্ব্য।
যা ধূম উদগীরণ করছে – ধূমায়মান।
যা দেহে সম্পর্কিত – দৈহিক।
যা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে – চিরন্তন।
যা চেটে খেতে হয় – লেহ্য।
যা চুষে খেতে হয় – চোষ্য।
যা পশুর উপযুক্ত – পাশবিক।
যা প্রকাশ পেয়েছে – প্রকাশিত।
যা প্রকাশিত হবে – প্রকাশ্য।
যা পান করলে কখনো মৃত্যু হয় না – অমৃত।
যা পানের যোগ্য নয় – অপেয়।
যা পিশাচের উপযুক্ত – পৈশাচিক।
যা পুনঃ পুনঃ জ্বলছে – জাজ্বল্যমান।
যা পুষ্টি দান করে – পুষ্টিকর।
যা পূর্বে ছিল এখন নেই – ভূতপূর্ব।
যা পূর্বে কখনো হয়নি – অভূতপূর্ব।
যা বোধগম্য করা দুঃসাধ্য – দুর্বোধ্য।
যা মনকে মুগ্ধ করে – মনোমুগ্ধকর।
যা মঞ্জুর হয়নি – নামঞ্জুর।
যা হৃদয়ে গমন করে – হৃদয়ঙ্গম।
যা হৃদয় বিদীর্ণ করে – হৃদয়বিদারক।
যা হতে পারে না – অসম্ভব।
যা সামান্য নয় – অসামান্য।
যা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না – দুর্লঙ্ঘ্য
যা সহজে লাভ করা যায় না – দুর্লভ।

যা সহজে জয় করা যায় না – অজেয়।
যা সকলের কল্যাণের জন্য রচিত – সর্বজনীন।
যা শুধুমাত্র কথায় প্রকাশ করা হয় – মৌখিক।
যা লোকে বিদিত হয় না – অলৌকিক।
যা মাথা পেতে নেয়ার যোগ্য – শিরোধার্য।
যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে – আস্তিক।
যার ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই – নাস্তিক।
যার ঈমান নেই – বেঈমান।
যার অন্য বা দ্বিতীয় নেই – অনন্য, অদ্বিতীয়
যার অন্য গতি নেই – অনন্যগতি।
যাতে জল ধারণ করে – জলধি।
যাতে কোনো নাম উল্লেখ থাকে না – বেনামী
যাতে একটি মাত্র তান – ঐকতান।
যাকে পরাভূত করা যায় না – অপরাজেয়।
যাকে শাসন করা কঠিন – দুঃশাসন।
যাকে পোষণ করতে হয় –পোষ্য।
যাকে পালন করা হয়েছে – পালিত।
যাকে চেনা যায় না – অচিন।
যার স্বামী বিদেশে থাকে – প্রোষিতভর্তৃকা।
যার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত – প্রতিবন্ধী।
যার ভাতের অভাব আছে – হা-ভাতে।
যার বাস জ্ঞাত নয় – অজ্ঞাতবাস।
যা বচনে বা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না – অনির্বচনীয়।
যা বপন করা হয়েছে – উপ্ত।
যা বলা হয়েছে – উক্ত।
যা বলা হয়নি – অনুক্ত।
যা বলতে হবে – বক্তব্য।
যা বহুকাল ধরে প্রচলিত – সনাতন।
যা বহু কষ্টে লাভ করা যায় – দুর্লভ।
যার নাশ আছে – নশ্বর।
যার নাম লিখিত আছে – নামাঙ্কিত।
যার দ্বারা লেখা যায় – লেখনী।
যার দাড়ি জন্মায়নি – অজাতশ্মশ্রু।
যার কাজ গাধার মতো – হাঁদা।
যার কুলশীল জানা যায়নি – অজ্ঞাতকুলশীল।
যার লজ্জা শরম নেই – বেশরম।
যার শত্রু জন্মায়নি – অজাতশত্রু।
যার সব কিছু চুরি হয়ে গিয়েছে – হৃতসর্বস্ব।
যার সংখ্যা হয় না – অসংখ্য।
যার সংস্কার করা হয়েছে – সংস্কৃত।

যার আগমনের কোন তিথি নেই – অতিথি।
যার আহারে সংযম আছে – মিতাহারী।
যার বোল নেই – অবলা।
যার চোখের পলক পড়ে না – অপলক।
যার চিত্ত এক বিষয়ে নিবিষ্ট – একাগ্রচিত্ত।
যার পিঠ বেঁকে গিয়েছে – ন্যুব্জ।
যার বিনাশ হয়নি – অবিনশ্বর।
যার বিনাশ নাই – অবিনাশী।
যার স্ত্রী বিদেশে থাকে – প্রোষিতপত্নীক।
যার দুটি অর্থ হয় – দ্ব্যর্থক।
যার মৃত্যুকাল উপস্থিত – মুমূর্ষু।
যার স্পৃহা দূর হয়েছে – বীতস্পৃহ।
যার কোনো কিছু চাওয়ার নেই – অকিঞ্চন।
যার কোনো নজির নেই – বেনজির।
যা বিলুপ্ত হচ্ছে – বিলীয়মান।
যা স্থানান্তর করা যায় – অস্থাবর।
যা স্থানান্তর করা যায় না – স্থাবর।
যা বচনের অতীত – অনির্বচনীয়।
যা জয় করা হয়েছে – বিজিত।
যা গ্রহণ করার যোগ্য – গ্রাহ্য।
যা অদূর ভবিষ্যতে হবার কোনো আশা নেই – সুদূরপরাহত।
যারা মূর্তি পূজা করে – পৌত্তলিক
যার কোনো কিছুতে ভয় নেই – অকুতোভয়।
যার পিতা ও মাতা নেই – অনাথ।
যার জন্ম নেই – অজ।
যিনি বহু দেখেছেন – বহুদর্শী।
যিনি ব্যাকরণ জানেন – বৈয়াকরণ।
যিনি উপন্যাস লেখেন – ঔপন্যাসিক।
যিনি অনেক দেখেছেন – ভূয়োদর্শী
যিনি গবেষণা করেন – গবেষক।
যিনি পথ দেখিয়ে চলেন – পথপ্রদর্শক।
যিনি বক্তৃতায় পটু – বাগ্মী।
যিনি স্মৃতিশাস্ত্র ভালো বোঝেন – স্মার্ত।
যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের বৃত্তান্ত জানেন – ত্রিকালজ্ঞ।
যিনি বাক্যে অতি দক্ষ – বাচস্পতি।
যিনি বাঘের চামড়া পরিধান করেন – কৃত্তিবাস।
যিনি নিজেকে হীন মনে করেন – হীনমন্য।
যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন – কৃতবিদ্য।
যিনি বিধান প্রদান করেন – বিধাতা।
যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন – যুধিষ্ঠির।

যার ঘরের অভাব আছে – হাঘরে।
যার চক্ষুলজ্জা নেই – চশমখোর।
যার জন্য কোন কর দিতে হয় না – নিষ্কর।
যার তল স্পর্শ করা যায় না – অতলস্পর্শ।
যার পত্নী বিগত হয়েছে – বিপত্নীক।
যার বর্ণ পরিচয় হয়নি – নিরক্ষর।
যার ভর্তা (স্বামী) বিগত হয়েছে – মৃতভর্তৃকা।
যার মধ্যভাগ নিচু – অবতল।
যার মধ্যে রহস্য থাকে – রহস্যময়।
যার যশ আছে – যশস্বী
যার রসবোধ আছে – রসিক।
যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢাক – দামামা।
যুদ্ধে পরাস্ত করা যায় না যে ভূমিকে – অযোধ্যা।
যুদ্ধ হতে পলায়ন করে না যে সৈন্য – সংশপ্তক।
যুদ্ধ সম্বন্ধীয় – সামরিক।
যে অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ এসেছে – আগন্তুক।
যে অবস্থায় মানুষ দুঃখ পায় – কৈবল্য।
যে আচার বা প্রথা অতিক্রম করেছে – অত্যাচারী।
যে আশা ফলবতী হবার নয় – দুরাশা।
যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে – কৃতজ্ঞ।
যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না – কৃতঘ্ন।
যে গাছে ফুল হয় না ফল হয় – বনস্পতি।
যে কারো পরোয়া করে না – বেপরোয়া।
যে কাজের অযোগ্য – অকেজো।
যে কর্মের অযোগ্য – অকর্মণ্য।
যে কর্ম প্রতিদিন করা হয় – নিত্যকর্ম।
যে কর দেয় – করদ।
যে কথা তীরের মতো মর্মভেদী – বাক্যবাণ।
যে কটু কথা বলে – দুর্বাক।
যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় – ভবঘুরে।
যে কষ্ট সইতে পারে – কষ্টসহিষ্ণু।
যে আদব কায়দা জানে না – বেয়াদব।
যে নারী অন্যের নিন্দা করে না – অনসূয়া।
যে নারীর অনেক গরু আছে,– গোমতী।
যে ধরলে আর ছাড়ে না – নাছোড়বান্দা।
যে দার পরিগ্রহ করেনি – অকৃতদার।
যে দণ্ডের দ্বারা ভূমি খনন করে – বরাহ।
যে তরু ভক্তের বাসনা পূর্ণ করে – কল্পতরু।
যে জন্মগ্রহণ করেছে – জাতক।
যে জলে ডুবে যাচ্ছে – নিমজ্জমান।

যে জমিতে কোনো ফসল হয় না – ঊষর।
যে নারীর স্বামী পুত্র আছে – বীরা।
যে নারীর সন্তান হয় না – বন্ধ্যা।
যে নারী পূর্বে অপরের স্ত্রী ছিল – অন্যপূর্বা।
যে নারী সবসময় হাস্যমুখী – সুস্মিতা।
যে নারী সূর্যকে দেখেনি – অসূর্যম্পশ্যা।
যে নারী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত – পতিব্রতা।
যে নারীর কথায় কোনো সংকোচ নেই – প্রগলভা।
যে নারীর চোখ সুন্দর – সুনয়না।
যে বিষয় ভীতি উৎপাদন করে – বিভীষিকা।
যে ব্যক্তি গুণীর আদর করে – গুণগ্রাহী।
যে বাস্তু হারিয়েছে – বাস্তুহারা।
যে বার্তা নিয়ে গমন করে – দূত।
যে বালির নিচে চোরা গহ্বর থাকে – চোরাবালি।
যে বা যা দাঁড়িয়ে আছে – দণ্ডায়মান।
যে হিসাব করে ব্যয় করে না – অমিতব্যয়ী।
যে হাতে কলমে কাজ করে দক্ষতা লাভ করেছে – করিতকর্মা।
যে স্ত্রীর বশীভূত – স্ত্রৈণ।
যে স্বল্পকাল জীবিত থাকে – স্বল্পায়ু।
যে সহজেই ভয় পায় – ভীতু।
যে সহজে সকলের কথা বিশ্বাস করে – কানপাতলা।
যে সরোবরে প্রচুর পদ্ম জন্মে – পদ্মাকর।
যা লাফিয়ে চলে – প্লবগ।
যা শুয়ে আছে – শায়িত।
যা মনে জন্মেছে – মনজ।
যে ভূমি উর্বর নয় – অনুর্বর।
যে মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয় – সংবর্ত।
যে মেঘের মতো গর্জন করে – মেঘনাদ।
যে মেয়ের তুলনা হয় না – অনন্যা।
যে মেয়ের বিয়ে হয়নি –অনূঢ়া।
যে যন্ত্রের সাহায্যে দিকনির্ণয় করা যায় – কম্পাস।
যে যানে মহাকাশে গমন করে – মহাকাশযান।
যে যাত্রায় কেউ গমন করলে আর ফেরে না – অগস্ত্যযাত্রা।
যে রক্ত শোষণ করে – রক্তচোষা।
যে রাজা ঋষির মতো জীবনযাপন করে – রাজর্ষি।
যেখানে মৃত জীবজন্তু ফেলা হয় – ভাগাড়।
যা অবশ্যই ঘটবে – অবশ্যম্ভাবী।
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে – অধীত।
যা আঘাত পায় নাই – অনাহত।
যা আঘাত দ্বারা সহজে ভাঙে না – ঘাতসহ।

যা হেমন্তকালে জন্মে – হৈমন্তিক।
যা আশা করা যায় তার অধিক – আশাতীত।
যা উড়ে যাচ্ছে – উড্ডীয়মান।
যা বর্ণনা করা যায় না – অবর্ণনীয়।
যা ডুবে যাচ্ছে – ডুবন্ত।
যা দমন করা যায় না – অদম্য।
যা দেখা যায় না – অদৃশ্য।
যা নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে – পরিবর্তনশীল।
যা পরলোক সম্বন্ধীয় – পারলৌকিক।
যা পরিমাণ করা যায় না – অপরিমেয়।
যা প্রশংসার যোগ্য – প্রশংসনীয়।
যা বিনা আয়াসে লাভ করা যায় – অনায়াসলভ্য।
যা বিনা যত্নে উৎপন্ন করা হয়েছে – অযত্নসম্ভূত।
যা বিনা যত্নে লাভ করা হয়েছে – অযত্নলব্ধ।
যা ভেদ করা দুঃসাধ্য – দুর্ভেদ্য।
যা ভস্ম হয়েছে – ভস্মীভূত।
যা মাটি ভেদ করে উঠে – উদ্ভিদ।
যা মর্মকে স্পর্শ করে – মর্মস্পর্শী।
যা মরার মতো – মৃতবৎ।
যে নারীর (বিধবা) পুনরায় বিয়ে হয়েছে – পুনর্ভূ।
যে নারীর মুখ চন্দ্রের মতো সুন্দর – চন্দ্রমুখী।
যে নারীর রূপ আছে – রূপসী।
যে নারীর হাসি শুচি – শুচিস্মিতা।
যে নারীর স্বামী বর্তমান – সধবা।
যে পথ দিয়ে বায়ু চলাচল করে – বাতায়ন।
যে প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে – সরীসৃপ।
যে পাখি বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জল পান করে না – চাতক।
যে পালায়ন করে আত্মগোপন করেছে – ফেরারী।
যে পরকে আশ্রয় করে বাঁচে – পরজীবী।
যে পথের দুধারে গাছ থাকে – বীথি।
যে ভাগ্য গণনা করে – দৈবজ্ঞ।
যা যুক্তি সঙ্গত নয় অযৌক্তিক।
যা লঙ্ঘন করা উচিৎ নয় – অলঙ্ঘনীয়।
যা শিরে ধারণ করার যোগ্য – শিরোধার্য।
যা সহজে ভেঙে যায় – ভঙ্গুর।
যা সাধারণত দেখা যায় না – অসাধারণ।
যা সহজে পরিপাক করতে পারা যায় না – গুরুপাক, দুষ্পাচ্য।
যা সম্পন্ন করতে অনেক অপব্যয় হয় – ব্যয়বহুল।
যা সারাদিন ব্যবহার করা হয় – আটপৌরে।
যার আকার কুৎসিত – কদাকার।

CS CamScanner

যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে – প্রত্যুৎপন্নমতি।
যে দিনে একবার আহার করে – একাহারী।
যে নারী স্বয়ং পতি বরণ করে – স্বয়ংবরা।
যে পুরুষ বিবাহ করেছে – কৃতদার।
যে বাস্তু হতে উৎখাত হয়েছে – উদ্বাস্তু।
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ – শ্বাপদসঙ্কুল।
যে বা যা প্রবীণ বা প্রাচীন নয় – অর্বাচীন।
যে (ভাই) অগ্রে জন্মগ্রহণ করেছে – অগ্রজ।
যে (ভাই) পরে জন্মগ্রহণ করেছে – অনুজ।
যার বাসস্থান নাই – অনিকেত/অনিকেতন।
যে রমণীর সুন্দর কেশ আছে – সুকেশা, সুকেশিনী।
যে রোগ নির্ণয়ে হাতড়িয়ে মরে – হাতুড়ে।
যে সকল বস্তু ভক্ষণ করে – সর্বভুক।
যে স্তন্য পান করে – স্তন্যপায়ী।
যার গন্ধ নেই – নির্গন্ধ, গন্ধহীন।
যার জায়া যুবতী – যুবজানি।
যার প্রভা ক্ষণকাল স্থায়ী হয় – ক্ষণপ্রভা।
যার রোগ নেই – নীরোগ।
যার লজ্জা নেই – নির্লজ্জ, বেহায়া।
যার সর্বস্ব চুরি গিয়েছে – হৃতসর্বস্ব।
যার নিজের বলতে কিছু নেই – নিঃস্ব।
যারা এক মাতার গর্ভে জন্মেছে – সহোদর।
যা পূর্বে শোনা যায়নি – অশ্রুতপূর্ব।
যিনি সৃষ্টি করেন – স্রষ্টা।
যে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা করে – পৃষ্ঠপোষক।
যে কোনো বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে – বীতস্পৃহ।
যে গাঁজার নেশা করে – গেঁজেল।
যে তৃণাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে – তৃণভুক।

র

রাত্রি শেষের ম্লান জ্যোৎস্না – কালজ্যোৎস্না।
রঘু বংশে জন্ম যার – রাঘব।
রস আস্বাদন করা হয় যার দ্বারা – রসনা।
রস বোধ আছে যার – রসিক।
রসের কথা – রসিকতা।
রঙ্গ পরিহাসে নিপুণা নারী – রঙ্গিলা।
রঙ্গমঞ্চে দর্শনীয় চিত্রপট – দৃশ্যপট।
রাজনৈতিক চুক্তি – সন্ধি।
রাজপথে যে ডাকাতি করে – রাহাজানি।
রাত্রির শেষভাগ – কালনিশা।
রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণ – প্রত্যূষ।
রাতের শিশির – শবনম।
রাজীবের (পদ্মের) মতো লোচন যার – রাজীবলোচন।
রেশম ও পশমের দ্বারা প্রস্তুত – মখমল।
রীতিকে অতিক্রম না করে – যথারীতি।
রূপের যোগ্য – অনুরূপ।
রূপে যাকে ধরা যায় না – অরূপ।
রোগ ভীতিকে জয় করে যে – ভেষজ।
রোধের বিপরীত – প্রতিরোধ।
রোহিত মৎস্য – রুই
রব শুনে যারা এসেছে – রবাহূত।
রস আছে যাতে – রসাল।
রস আছে যার – রসিক।

ল

লক্ষ্য করার যোগ্য – লক্ষণীয়।
লাভের ইচ্ছা – লিপ্সা।
লাফিয়ে চলে যা – প্লবগ।
লিখিত খসড়া – পাণ্ডুলিপি।
লাঠি খেলায় পটু – লাঠিয়াল।

শ

শবদাহাদির চরম সংস্কার – অন্ত্যেষ্টি।
শত অব্দের সমাহার – শতাব্দী।
শত পাপড়ি যুক্ত ফুল – শতদল।
শতবর্ষ পূর্তির জন্য অনুষ্ঠান – শতবার্ষিকী।
শত ভাগে বিভক্ত – শতধা।
শরণ করার যোগ্য যিনি – শরেণ্য।
শরৎকালে সম্পর্কিত – শারদ।
শঙ্কার সাথে বর্তমান – সশঙ্ক।
শাসন করা যায় যাকে – শিষ্য।
শিবের বাদ্যযন্ত্র – ডমরু।
শিক্ষা করছে যে – শিক্ষানবিশ।
শুনলেই যার মনে থাকে – শ্রুতিধর।
শোনবার যোগ্য – শ্রাব্য।
শক্তির উপাসনা করে যে – শাক্ত।
শুভ কামনা করে যে – শুভাকাঙ্ক্ষী।
শুভক্ষণে জন্ম যার – ক্ষণজন্মা।
শ্রদ্ধার সঙ্গে দেয় – শ্রাদ্ধ।
শুষ্ক পত্রের ধ্বনি – মর্মর।
শৃঙ্খলা মানে না যে – উচ্ছৃঙ্খল।
শ্বেত বর্ণ গাভী – ধবলা।
শৈশব হতে – আশৈশব।

শোভন হৃদয় যার – সুহৃদ।
শক্তি বা শক্তিকে অতিক্রম না করে – যথাশক্তি।
শত্রুকে পীড়া দেয় যে – পরন্তপ।
শত্রুকে হনন করে যে – শত্রুঘ্ন।

ষ

ষাট বছর পূর্তির অনুষ্ঠান – হীরকজয়ন্তী
ষোল বছর বয়স যে মেয়ের – ষোড়শী।

স

সকল পদার্থ ভক্ষণ করে যে - সর্বভুক।
সমান উদর যাদের – সহোদর বা সোদর।
সমান গোত্র যার – সগোত্র।
সবার অজ্ঞাতে লুকানো ধন – গুপ্তধন।
সব সময় হরিৎ যে কান্তার – চিরহরিৎ।
সব কিছু সহ্য করে যে – সর্বংসহা।
সব কিছু জানে যে – সবজান্তা, সর্বজ্ঞ।
সকলের চেয়ে ভালো – সর্বোত্তম।
সব কিছু খায় যে – সর্বভুক।
সঙ্গে চরে যে – সহচর।
সংস্কার বিহীন ব্যক্তি – ব্রাত্য।
সংসদের সদস্য – সাংসদ।
সৎকুলে জাত – কুলীন।
সরোবরে জন্ম যার – সরোজ।
সরকারি সাহায্য – অনুদান।
সম্পূর্ণ বিপরীত – বিপ্রতীপ।
সম্পূর্ণ নতুন – অভিনব।
সন্ধি করতে ইচ্ছুক – সন্ধিৎসু।
সম্মুখের কুঞ্চিত কেশ – অলক।
সম্রাট বা রাজাদের বিবরণ – শাহানামা।
সর্বজনের কল্যাণে – সর্বজনীন।
সার নেই যার মধ্যে – অন্তঃসারশূন্য।
সাপ খেলানো বৃত্তি যার – সাপুড়ে।
স্বর্ণকারের মজুরি – বানি।
সুন্দর আকৃতি এমন – সুদর্শন।
স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুবরণ – সহমরণ।
স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান – সস্ত্রীক।
সুহৃদের ভাব – সৌহার্দ্য।
সুন্দর প্রভা যার – সুপ্রভা।
সুন্দর মুখ যে নারীর – সুমুখী।
সুন্দর গন্ধযুক্ত – সুগন্ধ।
সুখের অভাব – অসুখ।
সভায় সদস্য – সভ্য।
সর্বভূমির অধীশ্বর – সার্বভৌম।
সরোবরে জন্মায় যা – সরোজ।
সাধ্যকে না ছাড়িয়ে – যথাসাধ্য।
সূর্যের পুত্র – সৌরি।
সকলের মধ্যে শুরু – গরিষ্ঠ।
সোমের পুত্র – সৌম্য।
স্পৃহা দূর হয়েছে যার – বিগতস্পৃহ, বীতস্পৃহ।
স্পৃহা নেই যার – নিস্পৃহ।
স্থান থেকে স্থানান্তরে যায় যে – যাযাবর।
সাত বা তিন তারের সমাহার – সেতার।
সময়ের পক্ষে সমীচীন – যুগোপযোগী।
সুরের ধ্বনি – তান।
সমান বয়স যাদের – সমসাময়িক।
সমুদ্র হতে হিমালয় পর্যন্ত – আসমুদ্রহিমাচল।
সহজে যা পরিপাক হয় না – দুষ্পাচ্য।
সিংহের ধ্বনি – নাদ।
স্বয়ং যে হয়েছে – স্বয়ম্ভু।

হ

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকের সমাহার – চতুরঙ্গ।
হত্যা করার ইচ্ছা – জিঘাংসা।
হরিণের চামড়া – অজিন।
হরেকরকম কণ্ঠস্বর সহ বলে যে – হরবোলা।
হর্ষের সঙ্গে বর্তমান –সহর্ষ।
হস্তী আরোহী সৈন্যদল – গজানীক।
হয়তো হতে পারে – সম্ভব্য।
হাতের চতুর্থ আঙুলি – অনামিকা।
হাস্যরসাত্মক নাটক – প্রহসন।
হিত সাধন করে যে – হিতকর।
হিংসার ভাব – হিংস্রতা।
হিসাব জ্ঞান নেই যার – বেহিসেবী।
হৃদয়ের পক্ষে প্রীতিকর – হৃদ্য।
হাতির বাসস্থান – পিলখানা।
হাতির ডাক – বৃংহিত।
হাতি ধরা ফাঁদ – খেদা।
হাটের মতো গণ্ডগোল – হট্টগোল।
হাটে ক্রয়-বিক্রয় করে যে – হাটুরে।

CS CamScanner

বাগধারা

অ

অ আ ক খ (প্রাথমিক জ্ঞান) - তুমি তো দেখি বিজ্ঞানের অ আ ক খ জানো না, এ প্রকল্প করবে কেমনে?

অথৈ জল (ভীষণ বিপদ) – উপার্জনক্ষম ছেলেটার মৃত্যুতে পিতা অথৈ জলে পড়লেন।

অকাল কুষ্মাণ্ড (অপদার্থ, অকেজো) – অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেটার ওপর এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া ঠিক হবে না।

অর্ধচন্দ্র (গলা ধাক্কা) – শয়তানটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় কর।

অন্ধকারে ঢিল মারা (আন্দাজে কাজ করা) – অন্ধকারে ঢিল মেরে সব কাজ সঠিকভাবে করা যায় না।

অদৃষ্টের পরিহাস (ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা) – অদৃষ্টের পরিহাসে অনেক সময় রাজাও ভিখারী হয়ে যায়।

অহি নকুল সম্বন্ধ (ভীষণ শত্রুতা) – দু'ভাইয়ের মধ্যে এখন অহি নকুল সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে।

অন্ধকার দেখা (দিশেহারা হয়ে পড়া) – এ বিপদে আমি যে সব অন্ধকারে দেখছি।

অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া) – বছর খানেক অসুখে ভুগে গত রাত্রে রহিম সাহেব অক্কা পেয়েছেন।

অন্ধের যষ্টি/অন্ধের নড়ি (একমাত্র অবলম্বন) – বৃদ্ধ বাবার অন্ধের যষ্টি/অন্ধের নড়ি ছেলেটিও আজ অকালে প্রাণ হারালো।

অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) – তার কাছে সাহায্য চাওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র।

অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী (অল্প বিদ্যার গর্ব) – অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী বলেই অর্বাচীন শহীদ মিয়া শিক্ষকের সমালোচনা করে।

অগাধ জলের মাছ (অত্যন্ত কৌশলী) – দেখতে সাদাসিধে হলেও আসলে সে একজন অগাধ জলের মাছ।

অমাবস্যার চাঁদ (অদর্শনীয়) – তুমি যে একেবারে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে উঠলে, আজকাল তোমাকে দেখিই না।

অগ্নি পরীক্ষা (চরম পরীক্ষা) – আমরা বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের অগ্নি পরীক্ষায় জয়লাভ করেছি।

অকুল পাথার (মহাবিপদ) – এই অকুল পাথারে তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।

অন্ন মারা (জীবিকা বন্ধ করা) – দরিদ্রের অন্ন মেরে নিজের ভুঁড়ি বাড়ানো ঠিক না।

অন্ন ধ্বংস করা (অপচয়) – কাজ না করে বসে বসে অন্ন ধ্বংস কর না।

অগ্নি শর্মা (খুবই রাগান্বিত) - ছেলেটির বেয়াদবি দেখে বাবা রেগে অগ্নিশর্মা হলেন।

অগস্ত্য যাত্রা (শেষ বিদায়) - ভক্তদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে মহানায়ক অগস্ত্য যাত্রা করলেন।

অনুরোধে ঢেকি গেলা (অনুরোধে দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে সম্মতি জ্ঞাপন) - বন্ধুত্ব রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় অনুরোধে ঢেকি গিলতে হয়।

অনধিকার চর্চা (সীমার বাইরে পদক্ষেপ) - আমি ব্যবসায়ী মানুষ, সাহিত্যের আলোচনা আমার জন্য অনধিকার চর্চা।

অকাল বোধন (অসময়ে আবির্ভাব): তোমার অকালবোধনে আমি বিরক্ত হয়েছি।

অষ্টরম্ভা (ফাঁকি) - ভালোভাবে পড়াশুনা না করলে পরীক্ষায় তোমার সব অষ্টরম্ভা ধরা পড়বে।

আ

আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া (দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তি) – হারানো মেয়েকে ফিরে পেয়ে মা-বাবা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

আঁতে ঘা (প্রাণে আঘাত) – এমন আঁতে ঘা দিয়ে কথা বললে সবারই রাগ হয়।

আদিখ্যেতা (ন্যাকামি) – দু'বেলা যার ভাত জোটে না বিরিয়ানিতে তার অরুচি, আদিখ্যেতা কার কাকে বলে।

আঁকু পাঁকু করা (ছটপট করা) – ছেলের জন্য বরাবরই বাব-মায়ের মনটা আঁকু পাঁকু করে।

আগডুম বাগডুম (অর্থহীন কথা) – ওসব আগডুম বাগডুম না বলে আসল কথায় মনযোগ দাও।

আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) – বসে বসে আকাশ কুসুম না ভেবে ভাল কাজ করতে শিখ।

আক্কেল সেলামী (বোকামির শাস্তি) – বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ করতে গিয়ে তাকে আক্কেল সেলামী দিতে হলো।

আক্কেল গুড়ুম (বুদ্ধিলোপ) – সেদিনের ছেলে রহিম, সে তোমার সামনে সিগারেট ধরাল, দেখে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।

আঁধার ঘরের মানিক (প্রিয়বস্তু) – বহুদিন পর ছেলেকে কাছে পেয়ে মা-বাবা যেন আঁধার ঘরের মানিক পেয়েছে।

আদার বেপারী (সামান্য বিষয়ে ব্যস্ত ব্যক্তি) – করিম সাহেব সবসময় আদার বেপারী হয়ে জাহাজের খবর নেয়।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) – রহিমের মত আমড়া কাঠের ঢেকি আর কেউ নেই।

আষাঢ়ে গল্প (খোশ গল্প) – এমন বৃষ্টির দিনে আষাঢ়ে গল্প ছাড়া আসর জমা সম্ভব না।

আদা জল খেয়ে লাগা (কোমর বেঁধে লাগা) – গতবছর পরীক্ষায় ফেল করে মেয়েটি এবার আদা জল খেয়ে লেগেছে।

আলালের ঘরে দুলাল (ধনীর সযত্নে লালিত সন্তান/অতি আদরের) – তার মতো আলালের ঘরের দুলালকে দিয়ে এ কাজ সম্ভব নয়।

আঠারো মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রতা) – তুমি কুঁড়ে মেয়ে, তোমার আঠারো মাসে বছর, তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

আকাশ পাতাল (প্রচুর ব্যবধান) – ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

আদায় কাঁচ কলায় (শত্রুতা) – রহিমের সঙ্গে করিমের আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক, তারা একে অপরের দুশমন।

আকাশ ভেঙে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে ছেলেটির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

আমতা আমতা করা (ইতস্তত করা) – আমতা আমতা না করে স্পষ্ট কথায় তোমার নিজের দোষ স্বীকার কর।

আট কপালে (হতভাগা) - ছেলে-মেয়েগুলো এতিম, আট কপালে।

আকাশে তোলা (অতিরিক্ত প্রশংসা করা) – আমাদের সমাজের চাটুকাররা ধনী ব্যক্তিদের কথায় কথায় আকাশে তোলে।

আঙুল ফুলে কলা গাছ (হঠাৎ বড়লোক হওয়া) - আঙুল ফুলে কলাগাছ হলেও ধরাকে সরা জ্ঞান করতে নেই।

আপন ঢাক আপনি বাজানো (নিজের প্রশংসা নিজে করা): আজকাল আপন ঢাক আপনি বাজাতে হয়।

আকাশ ধরা (বৃষ্টি বন্ধ হওয়া) - এতক্ষণে আকাশ ধরেছে, এবার বাড়ি যাই।

ই, ঈ

ইতর বিশেষ (পার্থক্য) – তার মেয়ে দুটি রূপে ও গুণে প্রায় সমান, ইতর বিশেষ আছে বলে মনে হয় না।

ইঁদুর কপালে (মন্দ ভাগ্য) – ছেলেগুলো ইঁদুর কপালে বলেইতো একে একে পরিবারের সবাইকে হারালো।

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ক) – ইঁচড়ে পাকা ছেলেদের সঙ্গে সর্বদা এড়িয়ে চলা উচিত।

ঈদের চাঁদ (বহু প্রত্যাশিত বস্তু) – হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে পিতা-মাতা যেন ঈদের চাঁদ হাতে পেলেন।

ইলশে গুঁড়ি (গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি): আজ সকাল থেকে ইলশে গুড়ি পড়ছে।

উ, ঊ

উঠে পড়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা) – গ্রামের দুষ্ট ছেলেটাকে তাড়ানোর জন্য সবাই উঠে পড়ে লেগে গেল।

উড়ো চিঠি (বেনামী পত্র) – ডাকাতরা জমিদার বাড়িতে উড়ো চিঠি দিয়ে ডাকাতি করার চেষ্টা করেছিল।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (একজনের দোষ অন্যজনের ঘাড়ে চাপানো) – মালিকের টাকা চুরির ব্যাপারে ছেলেকে বাঁচানোর জন্য গিন্নি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

উত্তম মধ্যম (প্রহার) – গ্রামের লোকেরা ডাকাতটিকে ধরে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দিল।

উড়নচণ্ডী (অমিতব্যয়ী) – উড়নচণ্ডী হয়ে বাপের হোটেলে আর খাওয়ার চেষ্টা কর না।

উভয় সংকট (দু'দিকে বিপদ) – একদিকে সত্য অন্যদিকে আপনজনের শাস্তি, এ যেন আমার উভয় সংকট।

উড়ে এসে জুড়ে বসা (অবাঞ্ছিতভাবে এসে সর্বেসর্বা হওয়া) – জীবনে কখনো সংসারের খোঁজ নেয়নি, এখন বাবার চাকরির টাকা দেখে সংসারে উড়ে এসে জুড়ে বসার চেষ্টা করছে।

উলুবনে মুক্তা ছড়ানো (অযোগ্য স্থানে মূল্যবান দ্রব্য রাখা) – তাকে দেশের অচলাবস্থার কথা বলা আর উলুবনে মুক্তা ছড়ানো একই কথার সামিল।

উনিশ বিশ (সামান্য পার্থক্য) – চেহারায় যথেষ্ট অমিল থাকলেও মেধার দিকে রুমি-সুমি উনিশ বিশ হবে।

উনপাঁজুরে (দুর্বল) – তার মতো উনপাঁজুরে লোক দিয়ে এ কাজ কখনও হবে না।

এ, ও

এক কথার মানুষ (দৃঢ় সংকল্প) – সাজু বরাবরই এক কথার মানুষ – ওর কথায় ও কাজে গরমিল হয় না।

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো (একই মতে বিশ্বাসী) – দু'জনের আচার-আচরণ দেখছি একই রকম, তোমরা কি একই ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছ নাকি?

এলাহি কাণ্ড (খুব বড় রকমের) – কি হে ফরিদ, তোমাদের বাড়িতে এত হৈচৈ কিসের? মনে হচ্ছে এলাহী কাণ্ড।

এক চোখা (পক্ষপাতদুষ্ট) – গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একচোখা বিচারের জন্যই আজ মেয়েটি গৃহহারা হয়েছে।

এক ঢিলে দুই পাখি মারা (এক প্রচেষ্টায় দুই উদ্দেশ্য সাধন করা) – বেড়াতে এসে হ্রদ দেখাও হল বিকালের ব্যায়ামও হলো, এ যেন এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

এসপার ওসপার (মীমাংসা) – তালবাহানা না করে বিষয়টির এসপার ওসপার করে ফেলাই ভাল।

এক মাঘে শীত যায় না (পুনরায় বিপদ ঘটার সম্ভাবনা) – আমার ১০০০ টাকা নিয়ে সে পালিয়েছে, দেখা যাক একমাঘে শীত যায় কি না?

এলোপাতাড়ি (বিশৃঙ্খলা) – এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে শত্রু পক্ষের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

একাদশে বৃহস্পতি (সৌভাগ্যের বিষয়) – এখন রহিমের একাদশে বৃহস্পতি, ধূলোমুঠোও সোনামুঠো হচ্ছে।

ওষুধ পড়া (ঠিকমতো কাজ হওয়া) – ঠিকমতো ওষুধ পড়েছে বলেই আমাদের দুষ্টামি কমেছে।

ওজন বুঝে চলা (অবস্থা বুঝে চলা) – যিনি জীবনে ওজন বুঝে চলে সেই সফল হয়।

ওঁত পাতা (সুযোগের অপেক্ষায়) – গ্রামের ডাকাত ধরার জন্য পুলিশ ওঁত পেতে বসে আছে।

ক

....

কূপমণ্ডুক (সীমাবদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন) – তোমার মত কূপমণ্ডুক লোক দিয়ে এক কাজ হবে না।

কানকাটা (বেহায়া, নির্লজ্জ) – তুমি তো একটা কানকাটা লোক, গতকাল তাড়িয়ে দেয়া সত্ত্বেও আজ আবার এসেছ।

কেষ্ট-বিষ্টু (বিশিষ্ট ব্যক্তি) – রসুলপুরের আমিরুল ইসলাম সাহেব অনেকদিন রাজনীতি করে বেশ কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে উঠেছেন।

কংস মামা (শত্রুভাবাপন্ন নিকট আত্মীয়) – কংস মামাই যে কোনো দিন তোমার মহাক্ষতি করতে পারে।

কাক ভূষণ্ডী (দীর্ঘায়ু ব্যক্তি) – রহিমের মত কাক ভূষণ্ডী লোক এ গ্রামে আর কেউ নেই।

কাষ্ঠ হাসি (আন্তরিকতাশূণ্য নকল হাসি) – তাকে দেখা মাত্রই আমির কাষ্ঠ হাসি হেসে চলে গেলেন।

কথায় চিড়ে ভিজে না (ফাঁকা আওয়াজে কাজ হয় না) – লোকের উপকার করতে গেলে শুধু কথায় চিড়ে ভিজে না কাজ দেখাতে হয়।

কলুর বলদ (নির্বিকারে পরিশ্রম করা) – কলুর বলদের মতো শুধু খেটেই গেলে চলবে না, জীবনে উন্নতিও করতে হবে।

কুঁড়ের বাদশা (ভয়ানক কুঁড়ে) – তুমি দেখছি একটা কুঁড়ের বাদশা, শুধু খাও আর গল্প কর।

কান পাতলা (যে সব কথাই বিশ্বাস করে) – তার মতো কান পাতলা লোকের সাথে সংসার করা বড় মুশকিল।

কৈ মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে না) – কৈ মাছের প্রাণ না হলে একমাস না খেয়ে লোকটি কিভাবে বেঁচে আছে?

কাঁচা পয়সা (নগদ প্রচুর উপার্জন) – ব্যবসায়ীদের কাঁচা পয়সার সাথে পাল্লা দেয়া আমাদের সাজে না।

কাঁচা ঘুম (হালকা ঘুম) – দুপুরের খাবারের পর সবারই কাচা ঘুম দেয়া উচিত।

কেতা দুরস্ত (পরিপাটি) – ওহে বাপু শুধু কেতা দুরস্ত হলেই চলবে না, কিছু বিদ্যারও প্রয়োজন আছে।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা (শত্রু দিয়ে শত্রু বিনাশ করা) – সে আমার বিরুদ্ধে গিয়ে কিছুই করতে পারবে না, তার মেয়েকে পিছে লাগিয়েছি, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে জানি।

কত ধানে কত চাল (অভিজ্ঞতা অর্জন) – পরের টাকায় নবাবী না করে নিজে রোজগার কর, তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল।

কথার কথা (প্রসঙ্গগত যা বলা হয়) – যা বলেছে তা কথার কথা মাত্র, কী ঘটে, কে জানে?

কেটে পড়া (সরে যাওয়া/পালানো) – পকেটমার আমার পকেটের টাকাগুলো নিয়ে দ্রুত কেটে পড়ল।

কড়ায় গণ্ডায় (সম্পূর্ণ/পুরোপরি) – সে কড়ায় গণ্ডায় তার কাছ থেকে সকল পাওনা বুঝে নিল।

কাঁঠালের আমসত্ত্ব (অসম্ভব বস্তু) – ঐ হাড়কিপটের কাছ থেকে দান পাওয়া আর কাঁঠালের আমসত্ত্ব একই কথা।

কাঠের পুতুল (নির্জীব, অসার) – রাজা কাঠের পুতুলের মতো সিংহাসনে বসেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীই দেশ শাসন করতেন।

কুল কাঠের আগুন (তীব্র জ্বালা) – তার কথার খোঁচায় আমার সারা দেহে কুল কাঠের আগুন জ্বলছে।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ (সামান্য থেকে অসামান্য পরিস্থিতি) – ব্যাপারটা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করনা, তাহলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয়ে আসবে।

কেউ কেটা (সামান্য) – ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে যেও না, ও একজন কেউ কেটা লোক নয়।

কেঁচে গণ্ডূষ (পুনরায় আরম্ভ) – আবার কেঁচো গণ্ডূষ করতে হবে দেখছি, সবটাই ভুল হয়েছে।

কাচা হাত (অদক্ষ/অপক্ক) - লোকটির লেখা ভালো নয়, দেখেই মনে হয় কাচা হাতের লেখা।

কান কথা (গোপন কথা) - বন্ধু-বান্ধবের মজলিসে কান কথা আমি শুনতে চাই না।

কড়ার ভিখারি (দীন) - তোমার মতো কড়ার ভিখারির কাছে দয়া প্রত্যাশা করি না।

কপাল ফেরা (অবস্থার উন্নতি হওয়া) - ছেলেটি বিদেশ যাওয়ায় তার পরিবারে কপাল ফিরেছে।

কান খাড়া করা (সতর্ক হওয়া) - রাস্তাঘাটে কান খাড়া করে চলতে হয়, তা না হলে বিপদ হয়।

কাছা ঢিলা (অসাবধান) - কাছা ঢিলা ব্যক্তিকে কোন বড় রকমের দায়িত্ব দিতে নেই।

কাগজে বাঘ (মিথ্যা জুজু): রাশিয়া মোটেই কাগজে বাঘ নয়।

কালে ভদ্রে (কদাচিৎ): কালে-ভদ্রে দেখা সাক্ষাৎ হলে আন্তরিকতা জন্মাতে পারে না।

কুয়োর ব্যাঙ (সংকীর্ণমনা লোক): আলমের মতো কুয়োর ব্যাঙ আর দেখিনি।

কলির সন্ধ্যা (কষ্টের সূচনা): একমাত্র রোজগারী পুত্রকে হারিয়ে বৃদ্ধার কলির সন্ধ্যার সূচনা হলো।

কলকাঠি নাড়া (গোপনে কু পরামর্শ দেওয়া): যারা কলকাঠি নাড়ে তারা কখনও মানুষের ভালো করতে পারে না।

কিস্তিমাত (সফলতা লাভ): সবচেয়ে বড় পুরস্কারটা পেয়ে সে একেবারে কিস্তিমাত করেছে।

খ

....

খুঁটে খাওয়া (উপযুক্ত হয়ে অন্ন সংস্থান করা) – কিছুদিন আগেও আয়শার দুর্দিন ছিল, এখন আল্লাহর বিশেষ রহমতে তারা দু'বেলা দু'মুঠো খুঁটে খেতে শিখেছে।

খোদার খাসি (হৃষ্টপুষ্ট) – বসে বসে বাবার অন্ন খেয়ে শরীরটা একেবারে খোদা খাসি বানিয়েছো।

খাল কেটে কুমির আনা (স্বীয় দোষে বিপদে পড়া) - আরিফকে স্থান দিয়ে আমি যেন খাল কেটে কুমির এনেছি, ওর জন্য আমাকে বিপদে পড়তে হলো।

খয়ের খাঁ (চাটুকার) - তুমিতো চৌধুরী পরিবারের খয়ের খাঁ।

খণ্ড প্রলয় (তুমুল কাণ্ড/ভীষণ ব্যাপার) - গতকাল কবির ও আবিরের মধ্যে একটা খণ্ডপ্রলয় বেধে গিয়েছিল।

খেজুরে আলাপ (অকাজের কথা): খেজুরে আলাপ বাদ দিয়ে আসল কথা বল।

গ

....

গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) - গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে উন্নতির পথে চল।

গণেশ উল্টানো (উঠে যাওয়া, ফেল মারা) - অসৎ কর্মচারীদের চুরির ফলে তার দোকানটির গণেশ উল্টিয়েছে।

গরিবের ঘোড়া রোগ (অবস্থার অতিরিক্ত অন্যায় ইচ্ছা) - দু'বেলা ভাত জোটে না সে কিনতে চায় গাড়ী, এ যেন গরিবের ঘোড়া রোগ।

গভীর জলের মাছ (অতি চালাক) – রফিকুল ইসলাম সাহেবের সাথে পাল্লা দেয়া এত সহজ নয়, তিনি গভীর জলের মাছ।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল (প্রাপ্তির আগেই আয়োজন) - তোমার চাকরি হলে আমাদের খাওয়াবে, এ গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ছাড়া আর কিছুই না।

গা ঢাকা দেওয়া (আত্মগোপন) – লোকটি ঘটনার পর গা ঢাকা দিয়েছে, পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুজছে।

গাছে তুলে মই কাড়া (সাহায্যের আশা দিয়ে সাহায্য না করা) - আমাকে এগিয়ে দিয়ে সরে পড়েছ, একেই বলে গাছে তুলে দিয়ে মই কাড়া।

গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো (কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা) - গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে সংসার ঠিকমত চালাতে পারবে না তো।

গোকুলের ষাঁড় (নিষ্কর্ম) – এ পাড়ার ছেলেগুলো গোকুলের ষাঁড়, এদের দ্বারা এ সমাজের কোনো উন্নতি হবে না।

গোল্লায় যাওয়া (নষ্ট হওয়া, অধঃপাতে যাওয়া) - অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারানোর পরে ছেলেটি গোল্লায় গেল।

গোবর গণেশ (অকর্মণ্য) - বড়লোকের ছেলেরা বাবা-মার আদরে অনেকেই গোবর গণেশ হয়।

গোঁফ খেজুরে (নিতান্ত অলস) – গোঁফ খেঁজুরে লোক দিয়ে কোনো কাজই হয় না।

গোড়ায় গলদ (শুরুতে ভুল) - অংক মিলবে কেমন করে, তোমার তো গোড়াতেই গলদ।

গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা) – আর গৌরচন্দ্রিকা না করে আসল কাজের মনযোগ দাও।

গুড়ে বালি (আশায় নিরাশ হওয়া) - তুমি ভাবছ আমি তোমাকে টাকা দিব, সে গুড়ে বালি।

গোবরে পদ্মফুল (নিচ বংশে মহৎ ব্যক্তি) – নিরক্ষর পিতা-মাতার মেধাবী পুত্র, ও যে গোবরে পদ্মফুল।

গাছ পাথর (হিসাব নিকাশ) – আমরা সেকেলে, আমাদের বয়সের কি গাছপাথর আছে।

গদাই লস্করি চাল (অতি ধীর গতি/আলসেমি) - ওহে বাবু তাড়াতাড়ি হাত চালাও, অমন গদাই লস্করী চালে কাজ করলে সব পণ্ড হবে।

গলগ্রহ (পরের বোঝাস্বরূপ থাকা) - সিরাজের মামা তাদের পরিবারে গলগ্রহ হয়ে বেচে আছে।

গোঁয়ার গোবিন্দ (নির্বোধ অথচ হঠকারী) - গোঁয়ার গোবিন্দের মতো কাজ করলে ঠকতে হয়।

গৌরী সেনের টাকা (বেহিসেবি অর্থ): গৌরী সেনের টাকা দু'হাতে খরচ করেও শেষ করা যায় না।

ঘ

....

ঘর ভাঙানো (সংসার বিনষ্ট করা) - তোমার মতো ঘর ভাঙানো বৌ আর দেখি নি।

ঘাটের মরা (অতি বৃদ্ধ) - টাকার জন্য বাবা-মা মেয়েকে ঘাটের মরার হাতে তুলে দিল।

CS CamScanner

ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ) - মাসে এক হাজার টাকা মাইনে পেয়ে গাড়ি কিনতে চাও; তোমার দেখি ঘোড়া রোগ হয়েছে।

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া (মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা) - বড় বাবুকে না জানিয়ে বড় সাহেবকে বলা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতো।

ঘোড়ার ঘাস কাটা (অকাজে সময় নষ্ট করা) - ঘোড়ার ঘাস না কেটে আসল কাজের সময় দাও।

ঘোড়ার ডিম (অবাস্তব) - ভাল করে লেখাপড়া না করলে পরীক্ষায় ঘোড়ার ডিম পাবে।

ঘুঘু চরানো (সর্বনাশ করা) - খারাপ লোকের সঙ্গে কখনও বন্ধুত্ব করবে না, সে তোমার ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে।

ঘাড় ভাঙা (জবরদস্তি করে আদায় করা) - মানুষের ঘাড় ভেঙে সবসময় ভোট আদায় করা যায় না।

ঘাড়ে ভূত চাপা (দুর্বুদ্ধি হওয়া) - এ কাজ তুমি করলে কীভাবে, তোমার ঘাড়ে ভূত চেপেছে নাকি?

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া (বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ): জলিল অনেক চেষ্টার ফলে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

চ

চক্ষুদান করা (চুরি করা) - কোন ব্যক্তি তার কলমটার চক্ষু দান করল?

চাঁদের হাট (আনন্দের প্রাচুর্য) - ধনে জনে রহিম সাহেবের সংসার যেন চাঁদের হাট।

চিনির বলদ (ভারবাহী কিন্তু ফল লাভের অংশীদার নয়)- সংসারে চিনির বলদের মতো খেটে মরছি, কিছুই পাচ্ছি না।

চোখের বালি (চক্ষুশূল) - সতীনের ঘরের ছেলেটি তার চোখের বালি।

চোখের পর্দা (লজ্জা) - তোমার চোখের পর্দা নেই বলেই এমন কাজ করেছ।

চোখ কপালে তোলা (বিস্মিত হওয়া) - এমন অদ্ভুত বাঁশিওয়ালাকে দেখে মেয়রের চোখ কপালে উঠল।

চোখের মণি (প্রিয়) - ছেলেটি বৃদ্ধ পিতা-মাতার চোখের মণি।

চোখে সরষে ফুল দেখা (অত্যন্ত বিপন্নবোধ করা) - গরিব পিতা-মাতার ছেলে চাকরি না পেয়ে চোখে সরষে ফুল দেখছে।

চোরাবালি (প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ) - লোভের চোরাবালিতে পড়ে লোকটির কি পরিণতিই না হলো।

চামচিকের লাথি (নগণ্য ব্যক্তির কটূক্তি) - ক্ষমতা চলে গেলে চামচিকের লাথিও সহ্য করতে হয়।

চিনির পুতুল (শ্রমকাতর) - তোমার মতো এমন চিনির পুতুলকে নিয়ে আমার এ কাজ চালানো বড়ই মুশকিল।

চুনোপুটি (নগণ্য) - এত বড় গানের আসরটি আলীর মতো চুনোপুটি শিল্পীই মাতিয়ে দিল।

চিনে/ছিনে জোঁক (নাছোড়বান্দা) - রুহুল সামান্য কয়টি টাকার জন্য চিনে জোঁকের মতো সারাদিন তার পিছু লেগেই রয়েছে।

চুল পাকানো (অভিজ্ঞতাসম্পন্ন) – এ বিষয়ে জামান সাহেব চুল পাকানো লোক, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ছ

ছ কড়া ন কড়া (সস্তা দর) - নিলামের মাল, তাই ছ'কড়া ন'কড়ায় খুব সহজেই বিক্রি হয়ে গেল।

ছা পোষা (অত্যন্ত গরিব) - আমার মতো ছা পোষা লোকের কোনো শখ থাকতে নেই।

ছিনিমিনি খেলা (নষ্ট করা) - পরের টাকায় ছিনিমিনি খেলার অভ্যাস ছেড়ে দাও।

ছেলের হাতের মোয়া (সহজলভ্য বস্তু) - এ ছেলের হাতের মোয়া নয় যে চাইলেই পাবে।

ছাই চাপা আগুন (সুপ্ত তেজস্বিতা) - রনি যে একদিন ছাই চাপা আগুন হয়ে বেরোবে, তা কি কেউ বুঝতে পেরেছিল?

ছক্কাপাঞ্জা করা (বড় বড় কথা বলা) – তার মত লোকের ছক্কাপাঞ্জা বিবরণে কারো আস্থা নেই।

ছাঁদনাতলা (বিবাহের মণ্ডপ) - রহিম যাই করুক না কেনো, আসলে সে ছাঁদনাতলায় যাচ্ছে না।

জ, ঝ

জগদ্দল পাথর (কঠিন চিন্তা) - মেয়ের বিয়ের ভাবনাটিই যেন দরিদ্র কৃষকের জগদ্দল পাথরের মতো বুকে চেপে আছে, কবে যে সুরাহা হবে তা কে জানে?

জগাখিচুড়ি পাকানো (গোলমাল বাধানো) - বিষয়টি জগাখিচুড়ি পাকিয়ে সে সরে পড়ল।

জিলাপির প্যাঁচ (কুটিলতা) - জিলাপির প্যাঁচ সম্পন্ন লোকটিকে সবকিছু খুলে বলো না।

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ (উভয় সঙ্কট) - ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ায় মায়ের অবস্থা জলে কুমির ডাঙায় বাঘ কারও পক্ষে কোনো কথা বলার উপায় নেই।

জাল গোটানো (কাজ শেষ করে যাবার জন্য আয়োজন করা) - সারাদিন অনেক কাজ করেছি, এবার জাল গোটানোর পালা।

জবরজং (জমকালো কিন্তু বেমানান) – জবরজং পোশাকে তোমাকে একটুও মানায়নি।

জোড়ের পায়রা (ঘনিষ্ঠ বন্ধু) - দুজন যেন জোড়ের পায়রা, সব সময় একসাথে ঘুরে বেড়ায়।

ঝাঁকের কৈ (এক দলভুক্ত) - পাড়ার সন্ত্রাসী ছেলেগুলোই হলো ঝাঁকের কৈ, তাকে পুলিশ ধরলেই সব ধরা পড়বে।

ঝিকে মেরে বউকে বোঝানো (একজনকে শাস্তি দিয়ে অন্য জনকে শেখানো) - অপরাধ করেছে বড় ভাই আর মারধর করলে ছোট ভাইকে, বলি ঝিকে মেরে বউকে শেখাতে চাও নাকি?

ঝোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ মত কাজ করা) - ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পেরেছে বলেই সে কৃতকার্য হয়েছে।

ট, ঠ

টাকার গরম (ধনের অহংকার) - টাকার গরমে আতাউর সাহেবের মাটিতে পা পড়ে না।

টেক্কা দেওয়া (প্রতিযোগিতা করা) - বর্তমান যুগে মেয়েরাই ছেলেদের সঙ্গে বেশি টেক্কা দিচ্ছে।

টইটুম্বুর (ভরপুর) - বর্ষাকালে নদী, খাল, বিল, ক্ষেত সবকিছু পানিতে টইটুম্বুর হয়ে থাকে।

টনক নড়া (চৈতন্যোদয় হওয়া/সচেতন হওয়া) - কারখানার শ্রমিকদের দল বেঁধে আন্দোলনের ফলেই মালিকের টনক নড়েছে।

টাকার কুমির (ধনী ব্যক্তি) - পাজী সাহেব টাকার কুমীর, কিন্তু কৃপণের একেবারে হাড্ডি।

টায়ে টায়ে (কোনো মতে) - টায়ে টায়ে আমি সংসার চালাচ্ছি।

টোপ ফেলা (সুকৌশলে সুযোগের জন্য চেষ্টা): আলম সাহেব নির্বাচনে জেতার জন্য টোপ ফেললেন।

ঠাট বজায় রাখা (অভাব চাপা রাখা) - অভাবে পড়লেও তিনি ঠাট বজায় রেখে চলেছেন।

ঠোঁট কাটা (স্পষ্ট-বক্তা) - আচ্ছা, ঠোঁট কাটা লোক তো তুমি, তার মুখের উপর অতগুলো কথা বলে ফেললে।

ঠেলার নাম বাবাজি (চাপে পড়ে কাবু) - শেষ পর্যন্ত করিমের কাছ থেকে টাকা আদায় হলো, আসলে ঠেলার নাম বাবাজি।

ঠেলা দিয়ে গঙ্গায় ফেলা (জোর করে কাজ করানো): করিম অলস, তাকে ঠেলা দিয়ে গঙ্গায় ফেলতে হয়।

ড

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কাজ করা) - ছেলেটিকে ভালই জানতাম; কিন্তু সে যে এমন ডুবে ডুবে জল খায় তা কে জানতো?

ডান হাত (প্রধান সহযোগী) - মন্টু মাঝি কিন্তু চোরাকারবারীদের ডান হাত বলেই আমরা শুনেছি।

ডাক ছেড়ে কাঁদা (সশব্দে ক্রন্দন) - ছেলের পরীক্ষার ফল দেখে এখন আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

ডুব মারা (অদৃশ্য হওয়া) - সেই যে বিয়ের পর ডুব মারলে আর দেখা দিলে না।

ডান হাতের ব্যাপার (খাওয়া, আহার) - একটু অপেক্ষা কর ভাই, আমি চট করে ডান হাতের ব্যাপারটা সেরে নেই।

ডুমুরের ফুল (দুর্লভ বস্তু) - তুমি তো দেখছি একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছো।

ঢ

ঢাক পেটানো (প্রচার করা) - বর্তমান সমাজে নিজের ঢাক নিজে না পিটালে কোথাও মূল্য পাওয়া যায় না।

ঢাকের কাঠি (মোসাহেব, চাটুকার) - সমাজের ধনী লোকের ঢাকের কাঠি অনেকেই হতে চায়।

ঢাকের বাঁয়া (অপ্রয়োজনীয়) - আমি কি একেবারেই ঢাকের বাঁয়া, তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না?

ঢেঁকির কুমির (অপদার্থ) - বাড়িতে বসে বসে খেয়ে আর ঘুমিয়ে তুমি দেখছি ঢেঁকির কুমির হয়েছ।

ঢাক ঢাক গুড় গুড় (গোপন রাখার চেষ্টা) - কোর্টে সাক্ষ্য দেবো তো ঢাক ঢাক গুড় গুড় করতে পারবো না, সত্য কথা বলব।

ত

তৈলের মাথায় তৈল দেওয়া (যার আছে তাকে আরও দেওয়া) - এই দুনিয়ার সবাই তৈলের মাথায় তৈল দেয়, গরীব লোকদের কেউ নেই।

তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী) - এ সংসার তাসের ঘর; কী নিয়ে আমরা এখানে বড়াই করি।

তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) - হঠাৎ বড়লোক কিনা, তাই তামার বিষে বিবেকহীন হয়ে পড়েছে।

তিলকে তাল করা (বাড়িয়ে বলা) - ওর স্বভাবই হলো তিলকে তাল করা, ওর কথায় কোনো গুরুত্ব দেওয়া ঠিক হবে না।

তাক লাগানো (অবাক করে দেওয়া) - সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম করেও আমাদের পরীক্ষার ফল দেখে সবারই তাক লেগে গেছে।

তুলসী বনের বাঘ (ভণ্ড) - দেখতে তোমাকে সোজা মনে হলেও আসলে তুমি একজন তুলসী বনের বাঘ।

তুষের আগুন (দীর্ঘস্থায়ী ও দুঃসহ যন্ত্রণা) - স্বাধীনতার যুদ্ধে ছেলেকে হারিয়ে বাবা-মায়ের মন তুষের আগুনে জ্বলছে।

তীর্থের কাক (প্রতীক্ষারত) - সে তীর্থের কাকের মতো হা করে বসেছিল।

তাল পাতার সেপাই (ক্ষণজীবী) – করিমের মত তালপাতার সেপাই দিয়ে এ কাজ হবে না।

CS CamScanner

ঢালকানা (ভালোমন্দ বোধহীন) - ঢালকানা লোকদের নিয়ে চলা মুশকিল।

ত্রিশঙ্কু অবস্থা (অনিশ্চিত অবস্থা): পড়াশোনা শেষ, চাকরী না পেয়ে এখন ত্রিশঙ্কু দশায় আছি।

থ

থ বনে যাওয়া (স্তম্ভিত হওয়া) - তোমার কাণ্ড দেখে আমি তো থ বনে গেলাম।

থই থই করা (পরিপূর্ণ করা) - বর্ষার অবিরাম বর্ষণে নদী-নালায় পানিতে থই থই করছে।

দ

দা-কুমড়া (ভীষণ শত্রুতা) - ভাইয়ে ভাইয়ে দা-কুমড়ো সম্বন্ধ! বল কি বাপু?

দায় সারা (যেমন-তেমন) - বাড়ি মেরামতে তোমার এমন দায়-সারা কাজ আমার মনঃপুত হলো না।

দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক) - দু'জনের মধ্যে দহরম মহরম দেখছি, বন্ধুত্ব টিকলেই হয়।

দু মুখো সাপ (দু জনকে দু রকম কথা বলে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী) - লোকটা দু'মুখো সাপ; তার সামনে কোনো কথা বলা ঠিক হবে না।

দুধের মাছি (সু সময়ের বন্ধু) - অর্থই সব, অর্থ থাকলে কি আর দুধের মাছির অভাব হয়?

দক্ষযজ্ঞ (বিরাট সমারোহ) – খান সাহেবের বাড়িতে বিয়ের হৈ চৈ পড়েছে, যেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।

দিবা স্বপ্ন (অলীক কল্পনা) – দিবা স্বপ্ন না দেখে ভালো কাজে মনযোগ দাও।

দুধে ভাতে থাকা (সুখে থাকা): আমাদের দেশের সন্তানেরা যেন থাকে দুধে ভাতে।

ধ

ধরাকে সরা জ্ঞান করা (সকলকে তুচ্ছ ভাবা) - কালোবাজারের কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে সে এখন সকলকেই ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

ধর্মের ষাঁড় (অকর্মণ্য) - লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রুহুল এখন ধর্মের ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ধর্মের কল (সত্য) - ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি (কৌশলে কার্যোদ্ধার) - ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের কাজ হেড মাস্টার সাহেবের অপছন্দ, কেননা তিনি খাঁটি মানুষ।

ধামাধরা (তোষামুদে) - সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের অধিকাংশই সেক্রেটারির ধামাধরা লোক।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির (ধার্মিক) – ধর্ম পালন করেই রহিম সাহেব ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়েছেন।

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে (পাপ গোপন না থাকা): দারোগা সাহেবের ঘুষ খাওয়ার কথা প্রকাশ পেলে সবাই বলাবলি করতে লাগল যে ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।

ন

ননীর পুতুল (শ্রমবিমুখ) - আহা রোদের আঁচ সয় না, যেন ননীর পুতুল।

নয় ছয় (অপচয়) - এতগুলো টাকা দু'দিনেই ছেলেটি নয় ছয় করে উড়িয়ে দিল।

নাড়ীর টান (গভীর ও আন্তরিক মমত্ববোধ) – নাড়ির টানেই রহিম সাহেব দেশে ফিরে এসেছেন।

নেই আঁকড়া (একগুঁয়ে) - তোমার মত নেই আঁকড়া লোকের সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়াই বকমারি।

নথ নাড়া (অহংকার করা): চাকুরি পেয়ে মেয়েটি নথ নাড়ে চলছে।

প

পটল তোলা (মারা যাওয়া) - এভাবে মূলধন অপচয় করলে শীঘ্রই ব্যবসায়ে পটল তুলতে হবে।

পালের গোদা (দলপতি) - পালের গোদাকে পুলিশ ধরতে পারেনি, অন্যদের হাতে হাতকড়া পড়েছে।

পাকা ধানে মই দেয়া (অনিষ্ট করা) - আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি যে, আমার ক্ষতি করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছো?

পুঁটি মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে যায়) - এমন পুঁটি মাছের প্রাণ নিয়ে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ কীভাবে করবে?

পুকুর চুরি (বড় রকমের চুরি) - প্রশাসন শিথিল হলেই কর্মচারীরা পুকুর চুরি করতে সাহস পায়।

পোয়াবারো (অতিরিক্ত সৌভাগ্য) - ধনীর একমাত্র আদরের দুলালীকে বিয়ে করে রফিকের এখন পোয়াবারো।

পায়াভারি (অহঙ্কার) - পরীক্ষায় প্রথম হয়ে দৈত্রীর পায়াভারী হয়েছে। সে এখন কারও সাথে ভালভাবে কথাই বলে না।

পরের ধনে পোদ্দারি (অন্যের অর্থের যথেচ্ছ ব্যয়) - পরের ধনে পোদ্দারি আর কত দিন করবে, এখন নিজের পায়ে দাঁড়াও।

পঞ্চমুখ হওয়া (অতিশয় প্রশংসা করা) – করিমের লেখা দেখে শিক্ষক পঞ্চমুখ না করে পারলেন না।

পত্রপাঠ (অবিলম্বে): পত্রপাঠ বাড়িতে চলে আসবে।

ফ

ফপর দালালি (অতিরিক্ত চালবাজি) - সবখানে ফপর দালালি চলে না, জায়গা বুঝে কাজ করতে হয়।

ফুলবাবু (বিলাসী) - ঘরে নেই চাল, অথচ ফুলবাবু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফতো নবাব (সম্বলহীন বড়লোক) - করিম বেপারী এখন ফতো নবাব।

ফোড়ন দেওয়া (টিপ্পনি কাটা) - ঝগড়া-ঝাটি তো ওদের ভাইয়ে ভাইয়ে, তার মধ্যে ফোড়ন দেয়া অনুচিত।

ব

বালির বাঁধ (অস্থায়ী বস্তু) - সংসার জীবনে সুখ-দুঃখ ঠিক যেন বালির বাধের মত।

ব্যাঙের আধুলি (সামান্য ধন বা সম্পদ) - এ ব্যাঙের আধুলি দিয়ে তুমি জীবনে কিছু করতে পারবে না।

ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ঘটনা) - দাগি চোরকে দেখাও জেলের ভয়, ব্যাঙের আবার সর্দি।

বিষবৃক্ষ (অনাচারের উৎস) - দেশ থেকে সন্ত্রাসের বিষবৃক্ষ তুলে ফেলতে হবে।

বক ধার্মিক/বিড়াল তপস্বী (ভণ্ড সাধু) - রহিমের মত বক ধার্মিক এ গ্রামে দ্বিতীয় আর কেই নেই।

বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘুষ গ্রহণ) - তার কাছে এ ধরনের কাজ করা যেন বা হাতের ব্যাপার।

বাঘের দুধ/চোখ (দুষ্প্রাপ্য বস্তু) - এ দুনিয়ায় টাকা হলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়।

বিসমিল্লায় গলদ (গোড়ায় গলদ) - অঙ্ক তোমার মিলবে কেমন করে, বিসমিল্লায় যে গলদ করে বসে আছ।

বুদ্ধির ঢেকি (নিরেট মূর্খ) - তোমার মতো বুদ্ধির ঢেকি ছেলে দিয়ে কোন কাজ হবে না।

বসন্তের কোকিল (সুসময়ের বন্ধু) - টাকা পয়সা হলে বসন্তের কোকিলের অভাব হয় না।

বিনা মেঘে বজ্রপাত (হঠাৎ বিপদ): পিতার মৃত্যু সংবাদ আমার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই।

ভ

ভালুক জ্বর (ক্ষণস্থায়ী জ্বর) – তোমার চিন্তা করার কোন কারণই নেই, এ তোমার ভালুকজ্বর ছাড়া আর কিছু নয়।

ভরা ডুবি (সর্বনাশ) - মামলায় হেরে গিয়ে তার ভরা ডুবি হয়েছে।

ভূতের বেগার (অযথা শ্রম) - সারা জীবন ভূতের বেগার খাটলাম, এখন দেখছি সবই বৃথা।

ভিজে বিড়াল (কপটচারী) - সে একজন ভিজা বিড়াল, বাইরে শান্ত ভিতরে কুট।

ভুষণ্ডির কাক (দীর্ঘজীবী) - করিম সাহেব এই গ্রামের মধ্যে একজন ভুষণ্ডির কাক।

ম

মগের মুল্লুক (অরাজক দেশ) - দুর্নীতির কারনে বাংলাদেশ আজ মগের মুল্লুক এ পরিণত হয়েছে।

মুখ তুলে চাওয়া (সদয় হওয়া) – এতদিন আল্লাহ পাক তার প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন।

মাকাল ফল (অন্তঃসার শূন্য) – মাকাল ফল সম্পন্ন লোককে কেউ পছন্দ করে না।

ম্যাও ধরা (ধাক্কা সামলানো) – কাজটা তো অনেক ভালো, কিন্তু ম্যাও ধরবে কে?

মাথা গলানো (অনধিকার চর্চা) - রহিম ও করিমের পারিবারিক কলহে তোমার মাথা গলানো উচিত নয়।

মণিকাঞ্চন যোগ (উপযুক্ত মিলন) - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমেরিকার মিতালী যেন মণিকাঞ্চন যোগ।

মন না মতি (অস্থির মানব মন) - মানব মন, তার তো পরিবর্তন ঘটতে পারে, কথায় বলে মন না মতি।

মুখে খই ফোটা (অনর্গল কথা বলা): ছেলেটির মুখে সব সময় খই ফোটে, এক বার কথা শুরু করলে থামতেই চাই না।

য

যক্ষের ধন (কৃপণের কড়ি) – তার পিতার সম্পত্তিটি সে যক্ষের ধনের মতো আকড়ে ধরে রেখেছে।

র

রাঘব বোয়াল (সর্বগ্রাসী ক্ষমতাবান ব্যক্তি) - সমাজপতিরা রাঘব বোয়াল হয়ে গরিবের সর্বনাশ করে।

রাবণের চিতা (চির অশান্তি) – রাবণের চিতা সম জ্বলিছে হৃদয়।

রাবণের গোষ্ঠী (যে পরিবারে অনেক লোক) – এ রাবণের গোষ্ঠীর খাবার জোগাড় করা কি এত সহজ কাজ?

রাশভারি (গম্ভীর প্রকৃতির) – আমাদের বড় সাহেব খুব রাশভারি লোক, তাঁর সাথে বুঝে সুঝে কথা বলো।

রাহুর দশা (দুঃসময়) – সুখের পায়রারা সব উড়ে গেছে! এখন আমার রাহুর দশা, তাই কেউ কাছে আসে না।

রুই-কাতলা (পদস্থ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি) – দেশের সুযোগ সুবিধা রুই কাতলারাই বেশি ভোগ করে।

CS CamScanner

ল

লেফাফা দুরস্ত (বাইরের ঠাট বজার রেখে চলেন যিনি) – এই লেফাফা দুরস্ত লোকটিকে দেখে কি মনে হয়, ইনি কপর্দক শূন্য?

শ

শকুনি মামা (কুটিল ব্যক্তি) – তোমার মতো এমন শকুনি মামার মুখ দেখাও পাপ।

শাঁখের করাত (দুই দিকেই বিপদ) – সত্য কথা বললে বাবার ক্ষতি, মিথ্যা কথা বললে মায়ের ক্ষতি, আমার হয়েছে শাঁখের করাতের অবস্থা।

শাপে বর (অনিষ্টে ইষ্ট লাভ) – আমাকে ফেলে যাওয়ায় আমার রোজগার হলো হাজার টাকা, একেই বলে শাপে বর।

শিরে সংক্রান্তি (বিপদ মাথার ওপর) – আমার এখন শিরে সংক্রান্তি, আর তুমি এসেছ শিবের গান গাইতে।

শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়া (আলস্যে সময় নষ্ট করা) – এভাবে শুয়ে শুয়ে লেজ না নাড়িয়ে কাজে মন দাও, নইলে পরে বিপদে পড়বে।

শরতের শিশির (সুসময়ের বন্ধু) – শরতের শিশির থেকে দূরে থাকাই ভালো।

শিবরাত্রির সলতে (একমাত্র জীবিত বংশধর) - চৌধুরী সাহেব তার শিবরাত্রির সলতেকে কখনও দূরে যেতে দেয় না।

ষ

ষোল আনা/কলা (পুরোপুরি) – গরিবের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে করিম সাহেব ষোল আনাই/কলাই ভুল করেছেন।

ষোল কলায় পূর্ণ (সম্পূর্ণ) – ক্ষতি যা হবার তা ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে, এবার পথে বসতে হবে।

স

সবুরে মেওয়া ফলে (ধৈর্যে সুফল মিলে) – বিয়ের ব্যাপারে এত তাড়াহুড়া করতে নেই, সবুরে মেওয়া ফলে কথাটা কি সহজেই ভুলে গেলে?

সাত খুন মাফ (অত্যধিক প্রশ্রয়) – যেভাবে ছেলের সাত খুন মাফ করছো তাতে একদিন তোমাকে আফসোস করতে হবে।

সাপে নেউলে (শত্রুতা ভাব) – দুই বন্ধুর মধ্যে এখন সাপে নেউলে সম্পর্ক চলছে।

সাত পাঁচ (বিবিধ) – সাত পাঁচ ভেবে লাভ নেই, কাজে মন দাও।

সাপের পাঁচ পা দেখা (অহঙ্কারী হওয়া) – কেরানী থেকে বড় সাহেব হয়ে সে এখন সাপের পাঁচ পা দেখেছে।

সোনায় সোহাগা (উপযুক্ত মিলন) – যেমন রূপসী কনে; তেমনি গুণী বর এ যেন সোনায় সোহাগা।

সাক্ষী গোপাল (নিষ্ক্রিয় দর্শক) – তোমাদের এ পারিবারিক কলহে আমার সাক্ষী গোপাল হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

সস্তার তিন অবস্থা (কম দামের জিনিস ত্রুটিপূর্ণ) – তার ল্যাপটপ কেনার দুই মাসের মধ্যেই খারাপ হয়ে গেল, সস্তার তিন অবস্থা যাকে বলে।

সোনার পাথর বাটি (অলীক বস্তু) – আমার সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয় দেব, কিন্তু তুমি যদি এখন সোনার পাথর বাটি চাও তাহলে আমি অপারগ।

সবে ধন নীলমণি (একমাত্র অবলম্বন) – সবেধন নীলমণি ছেলেকে হারিয়ে করিম সাহেব শোকাতুর হয়েছেন।

স্বরসতীর বরপুত্র (সর্বাপেক্ষা বিদ্বান) – বিদ্যাসাগর সবার কাছে স্বরসতীর বরপুত্র হিসেবে পরিচিত।

হ

হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা প্রকাশ করা) – খবরদার, আমার পিছু লেগো না, যদি লাগো তা হলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব কিন্তু বলে দিচ্ছি।

হাত টান (চুরির অভ্যাস) – ছেলেটার একটু হাতটান আছে, ঘরের জিনিস সাবধানে রেখ।

হ য ব র ল (বিশৃঙ্খলা) – যা বলতে চাও তা পরিষ্কার করে বল, নইলে তোমার এ হ-য-ব-র-ল উক্তি কোনো কাজে লাগবে না।

হাড়ে হাড়ে চেনা (মর্মান্তিকভাবে চেনা) – রহিম মুন্সীকে সবাই না চিনলেও আমি তাকে হাড়ে হাড়ে চিনি।

হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল) – বিপদের দিনে এ কটা টাকাই আমার হাতের পাঁচ।

হোমরা চোমরা (গণ্যমান্য ব্যক্তি) – জনাব রাজীব সাহেব অত্র এলাকার একজন হোমরা চোমরা হিসেবে পরিচিত।

হিতে বিপরীত (উল্টো ফল) – লোকটাকে শাস্তি দিলাম ভালো হওয়ার জন্য অথচ হিতে বিপরীত হয়ে গেল।

হাড় হাভাতে (হতভাগ্য) – একেবারে হাড় হাভাতে ছেলে, তাকে দিয়ে কিছুই হবে না।

হালে পানি পাওয়া (পাত্তা পাওয়া) – যতই চেষ্টা কর, হালে পানি পাবে না।

হাতে কলমে (বাস্তব বা প্রায়োগিক শিক্ষা) – মেয়েটা লেখাপড়া বেশি না করলেও হাতে কলমে বেশ কাজ শিখেছে।

হাত পাতা (সাহায্য চাওয়া, ভিক্ষা চাওয়া) – রহিম সাহেবের সবসময় মানুষের কাছে হাত পাতে।

হেস্ত নেস্ত (মীমাংসা) – এ বিরোধের একটা হেস্তনেস্ত না করলে বিপদ আরও বাড়বে।

হাড়হদ্দ (নাড়ী নক্ষত্র) – দুই দিনের ছেলে আসলাম, আমারই ওপর চোখ রাঙায়, আমি ওর হাড়হদ্দ জানি।

হাত ভারি (কৃপণ) - রহিম সাহেবের প্রচুর ধন সম্পদ থাকার পরও তার হাত ভারি রয়ে গেছে।

হাতির পাঁচ পা দেখা (দুঃসাহসী হওয়া): আমার ছেলে তুমি, তুমি আমাকে মান না, হাতির পাঁচ পা দেখেছ।

পত্র লিখন

১. একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা সম্পর্কে আপনার প্রিয় বন্ধুকে একটি চিঠি লিখুন।

চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা
১২.০৯.২০২১

প্রিয় রিতা
আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছো। কিছুদিন আগে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। আল্লাহর রহমতে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি। তোমাকে এখন সেই ঘটনাই বলব। সেদিন আমরা পরিবারের সবাই মিলে কক্সবাজারের সাফারি পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অনেক আনন্দ করে বাড়ি ফিরছি। এমন সময় হঠাৎ করে পিছন থেকে একটি ট্রাক জোড়ে ধাক্কা দেয়। এতে আমাদের বাস গতি হারিয়ে একটি ব্রীজের দেয়ালে আঘাত খেয়ে থেমে যায়। আল্লাহর রহমত যে বাসটি নীচে খাঁদে পড়েনি। আমরা সামান্য আহত হলেও ওই বাসের দুই জন যাত্রী মারা যায় আর বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। সেদিনের সেই দৃশ্য আমি কোনোদিন ভুলবনা। আজ আর নয়। তোমার আব্বু আম্মুকে আমার সালাম দিও এবং আমাদের জন্য দোয়া করতে বলবে।
ইতি
অপু

	ডাকটিকিট
প্রেরক	প্রাপক
অপু	রিতা
চৌদ্দগ্রাম	বাঞ্ছারামপুর
কুমিল্লা	বি.বাড়িয়া

২. একুশের বইমেলা সম্পর্কে প্রবাসী বন্ধুকে একটি চিঠি লিখুন।

মিরপুর, কুষ্টিয়া
৩০.০৯.২০২১

প্রিয় আবির
পত্রের শুরুতেই রইল হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আশা করছি বাড়িতে সবাইকে নিয়ে ভালোই আছো। কয়েকদিন আগে তোমার একটি চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে তুমি এ বছরের বই মেলা সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। ভাষা শহিদ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে প্রতি বছর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয় বইমেলার। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে ধূমপান, রাজনৈতিক হই হুল্লা, বিদেশী বইয়ের আমদানি, খাবার স্টল ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারেও যে ভূমিকা রাখা হয়েছে তাও প্রশংসার দাবিদার। সর্বোপরি বই মেলাকে এখন আদর্শ বই মেলাই মনে হয়। এসব নিয়মনীতির জন্যে ক্রেতা ও দর্শকের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বইও বিক্রি হচ্ছে আগের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। বাংলা একাডেমি আয়োজিত একমাস ব্যাপী এই বইমেলার প্রথম দিন থেকেই নেমেছিল জনতার ঢল। অগণিত মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে মেলার সুবিশাল অঙ্গন। পরিণত হয় লেখক প্রকাশক পাঠকের মিলনমেলায়। মেলায় এবার নতুন পুরাতন প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি এবং বিক্রিও বেশি। জ্ঞানীগুণী ছোট বড় সব লেখকেরই উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় দ্বিগুণ বই বিক্রি করতে পেরে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশকগণ বেশ খুশি। বই ছাড়াও বাংলা একাডেমি, পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে একটানা একুশ দিন আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যে আয়োজন করে থাকে তাও আমাদের জ্ঞান বিকাশে প্রভূত সাহায্য করে। তবে এবারের আয়োজন ছিল বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। সে যাই হোক মানুষের জ্ঞান পিপাসা যতই বাড়বে বই মেলার মাহাত্ম্য ততই বাড়বে। বিকাশ ঘটবে এ দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির। আমি শীঘ্রই তোমার জন্য কিছু বই সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিবো। আজ আর নয়।ভালো থেকো। তোমার আব্বু-আম্মুকে আমার সালাম দিও আর ছোটদের আদর দিও।
ইতি
আনারুল

	ডাকটিকিট
প্রেরক	প্রাপক
আনারুল	আবির
মিরপুর	রূপগঞ্জ
কুষ্টিয়া	নারায়ণগঞ্জ।

৩. মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে বন্ধুকে একটি চিঠি লিখুন।

আড়াইহাজার
নারায়ণগঞ্জ
৩০.০৭.২০২০

প্রিয় আনিস
প্রথমেই আমার অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি তুমি অনেক ভালো আছো। আমার অবস্থা খুব একটা ভালোনা। মনটা খুবই বিষন্ন। দুদিন আগে আমার চোখের সামনে একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে যার বিভৎস্য দৃশ্য বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সে ঘটনার কথাই এখন তোমাকে বলব। সেদিন কয়েক বন্ধু মিলে আমরা আমাদের এক বন্ধুকে দেখতে বারডেম হাসপাতালে গিয়েছিলাম। চলে আসার সময় রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক তখন আমাদের পাশ দিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস সাঁ করে দ্রুত ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম। অনেক লোক জড়ো হল। ভীড় ঠেলে কাছে গিয়ে দেখি রাস্তার উপরে একটি রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। তখনও ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। সবাই শুধু দেখছে যেন তামাশা। আমি আর থাকতে পারলাম না, লোকটিকে নিয়ে দ্রুত হাসপাতালে গেলাম। সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টা করেও রোগীকে বাঁচাতে পারল না। পরে জানলাম ঘাতক বাসটিকে আটক করা হয়েছে কিন্তু ড্রাইভার পালিয়ে গেছে। আমার মনের অবস্থা যে কেমন, তোমাকে লিখে বোঝাতে পারবনা। বর্তমানে সড়ক দুর্ঘটনা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাহোক, তুমি রাস্তাঘাটে সাবধানে চলবে,তাড়াহুড়ো করবেনা। কেননা সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি। আজ আর না। দোয়া করো। বাড়ির বড়দের আমার সালাম আর ছোটদের স্নেহ দিও।

ইতি
আকরাম হোসেন

	ডাকটিকিট
প্রেরক	প্রাপক
আকরাম হোসেন	আনিস
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।	দুমকি, পটুয়াখালী।

৪. টাকা চেয়ে পিতার নিকট একটি পত্র লিখুন।

ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
তারিখ ১২.০৪.২০২১

শ্রদ্ধেয় আব্বু
আমার সালাম নিও। আশা করি ভাল আছো।আমিও ভালো আছি। আব্বু, আগামি ১৬ মার্চ আমাদ্রে স্কুলে/বিদ্যালয়ে পিকনিক হবে। আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকে দুইশো টাকা করে দিতে হবে। কিন্তু আমার কাছে এখন কোনো টাকা নেই। আব্বু, আমি পিকনিকে যেতে চাই। তাই যত তাড়াতাড়ি পার তুমি অবশ্যই টাকা পাঠাবে। বাসার সবাই কেমন আছে? আম্মুকে সালাম ও বাবুকে আমার আদর দিও। আমার জন্য দোয়া করো।
ইতি
মোঃ আবির হোসেন

	ডাকটিকিট
প্রেরক	প্রাপক
মোঃ আবির হোসেন	আকবর হোসেন
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।	গলাচিপা, পটুয়াখালী।

৫. তোমার দেখা যে কোন একটা জায়গার বর্ণনা দিয়ে একটি পত্র লিখুন।

বন্দর, নারায়ণগঞ্জ
তারিখঃ ২৩.০৯.২০২০

প্রিয় রফিক
কেমন আছো? আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছো। গতকাল আমাদের স্কুল থেকে শিক্ষা সফরে গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে নিয়ে গিয়েছিল। জায়গাটি এত সুন্দর যে তোমাকে বললে তোমারও অনেক ভালো লাগবে। স্কুলের সবাই বাসে করে সকাল ৭:৩০ মিনিটে আনন্দ করতে করতে দশটার সময় সাফারি পার্কে গিয়ে উপস্থিত হলাম। চারিদিকে সবুজ গাছপালা, কয়েকটা ছোট বড় ঝিল, আর সেই ঝিলে আছে অনেক হাঁস। কি সুন্দর করে তারা পানিতে খেলা করে! এরপর আমরা গেলাম বিভিন্ন রকমের ম্যাকাও পাখির ঘরে। তারপর প্রজাপতির সংগ্রহশালায়। কতো রকমের যে প্রজাপতি আছে, না দেখলে আমি জানতামই না। এই পার্কে বন্য প্রাণিকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়না। প্রাণিরা নিজেদের স্বাধীন মতো ঘুরে বেড়ায়। পার্কের বিশেষ বাসে চড়ে সেইসব প্রাণীদের দেখেছি। আরো দেখেছি প্রাণিদের নিদর্শন নিয়ে বানানো জাদুঘর। সবশেষে হাতির পিঠে চড়লাম। ভয় আর আনন্দ মিলে খুব ভালো লাগলো। এরপর দুপুরের খাওয়া শেষে আনন্দ করেই ফিরে এলাম। এটা আমার এক অন্য রকম শিক্ষা সফর, যার অভিজ্ঞতা তোমায় লিখে শেষ করতে পারব না। তুমি বেড়াতে আসলে তোমাকে নিয়েও সেসব দেখিয়ে আনব। আজ আর নয়। তোমার আব্বু আম্মুকে আমার সালাম দিও এবং আমাদের জন্য দোয়া করতে বলবে।

ইতি
কামরুল

	ডাকটিকিট
প্রেরক	প্রাপক
মোঃ কামরুল	রফিক
বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।	বাউফল, পটুয়াখালী।

৬. বন্ধুর মা মারা যাওয়ায় তার সান্ত্বনা দিয়ে একটি পত্র লিখুন।

বিরামপুর, দিনাজপুর
তারিখঃ ২৩.০৪.২০২০

প্রিয় নয়ন
আমার ভালোবাসা ও আন্তরিক সমবেদনা রইল। গতকাল তোমার চিঠি পেয়ে তোমার মায়ের মৃত্যুর কথা জানতে পারলাম। জেনে খুবই কষ্ট পেলাম। নয়ন, তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। মনের দিক থেকে তোমাকে অনেক শক্ত হতে হবে। তোমাকে খালাম্মার স্বপ্ন পূরণের জন্য কাজ করে যেতে হবে। খালাম্মা আমাকে অনেক ভালোবাসতেন আর তিনি আমাকেও তার ছেলের মতো দেখতেন। আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে। বলার কিছুই নাই। খালাম্মার আত্মার শান্তির জন্য সবসময় দোয়া করি। আরও দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁকে বেহেশত নসিব করেন এবং তোমাকে এই কষ্ট বহনের শক্তি দেন। নয়ন, দোয়া করছি তোমার আম্মা জান্নাতবাসী হোক। আল্লাহ তোমাকেও ধৈর্য ধরার শক্তি দান করুক। তোমাদের বাড়ির সবাইকে আমার সালাম ও সমবেদনা জানিও।

ইতি
সোনিয়া

	ডাকটিকিট
প্রেরক	প্রাপক
সোনিয়া	নয়ন
বিরামপুর, দিনাজপুর	নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ

৭. তোমার দেখা কম্পিউটার/বিজ্ঞান মেলার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর
তারিখঃ ০৬.০৯.২০১৮

প্রিয় মাবিয়া
আমার অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। গতকাল তোমার একটি চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে তুমি জানতে চেয়েছ কিছুদিন আগে যে বিজ্ঞান মেলা হয়েছিলো আমি সেখানে গিয়েছিলাম কিনা। হ্যা, আমি বিজ্ঞান মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। এমনিতেই বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার আমাকে ভীষণ শিহরিত করে আর যেখানে আমার কলেজ অংশগ্রহণ করেছে সেখানে কি আমি আর না গিয়ে থাকতে পারি? তাই বুঝতেই পারছ এ মেলা আমার জন্য কতটা আনন্দের। সেই মেলার কথা জানাতেই আজ তোমার কাছে চিঠি লিখতে বসেছি। মেলার ভিতর প্রবেশ করেই দেখি সে এক বিশাল রমরমা অবস্থা। স্কুল এবং কলেজ নামে দুটো আলাদা বিভাগ খোলা হয়। আমি এতে অংশ না নিলেও আমার বন্ধুরা তিনটি দল হয়ে অংশ নেয়। প্রত্যেকটি দলই বর্তমান বাংলাদেশকে কিভাবে আরো উন্নত আর সমৃদ্ধশালী করা যায় অর্থাৎ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার বিষয় নিয়ে হাজির হয়। বিজ্ঞানের অল্পকিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে তারা যে কলাকৌশল দেখিয়েছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। আমাদের বন্ধুরা যেসব আবিষ্কার নিয়ে উপস্থিত হয় তাহলো- সাশ্রয়ী মূল্যে রেফ্রিজারেটর তৈরি, উদ্ভিদ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ভূমিকম্পরোধে অ্যালার্ম তৈরি। অন্যান্য স্কুল কলেজ থেকেও খুদে বিজ্ঞানীরা অসাধারণ সব আবিষ্কার নিয়ে হাজির হয়। সেখানে ছিল স্বল্পব্যয়ে সেচব্যবস্থা, ইলেক্ট্রনিক মিউজিক ইত্যাদি বিজ্ঞান মেলাকে আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল করে তুলেছিল। এই মেলা দুইদিন ব্যাপী চলে। শেষ দিনে মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী মেলায় প্রধান অতিথি হয়ে উপস্থিত থেকে মেলা পরিদর্শন করেন। সব শেষে তিনি খুদে বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে নানা দিক নির্দেশনা দিয়ে

CS CamScanner

বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই মেলায় আমাদের কলেজ প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে এবং নটরডেম কলেজ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই মেলার পর আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নতুন নতুন আবিষ্কার করার এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। সত্যি বলতে কি, এ মেলা দেখে বিজ্ঞান জগত ও তার আবিষ্কার আমার জীবনে এনে দিয়েছে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যাক, আজ আর লিখবনা। তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকলাম। আজ আর নয়। আমি ভালো আছি, তোমার আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম দিও।

ইতি
ববিতা

প্রেরক	ডাকটিকিট প্রাপক
ববিতা	মাবিয়া
মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর	মেহেন্দী গঞ্জ, বরিশাল

আবেদনপত্র

১. বাড়ীতে নতুন গ্যাস সংযোগ চেয়ে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদন পত্র লিখুন।

তারিখঃ ০৪.০১.২০১৯

ব্যবস্থাপক
তিতাস গ্যাস এন্ড ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

বিষয়ঃ বাড়ীতে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য আবেদন।

প্রিয় মহোদয়
বিনীত নিবেদন এই যে, আমি রূপগঞ্জ উপজেলার কেন্দুয়া গ্রামের অধিবাসী। আমার বাড়ির আশে পাশের বাড়িগুলোতে গ্যাস লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। আমার বাড়ীতেও গ্যাস লাইন সংযোগ করা প্রয়োজন। আমি নিয়মিত হোল্ডিং ট্যাক্সসহ অন্যান্য কর প্রদান করি।
অতএব জনাবের নিকট আমার আকুল আবেদন এই যে, আমার বাড়ীতে অতিসত্তর গ্যাস লাইন সংযোগ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হল।

নিবেদক

....
(মোঃ আরমান হোসেন)
কেন্দুয়া, কাঞ্চন
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

২. বিশেষ প্রয়োজনে দুই দিনের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের আবেদন জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন পত্র লিখুন।

তারিখঃ ১০.০১.২০১৯

উপজেলা কৃষি অফিসার
উপজেলা কৃষি অফিস
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

বিষয়ঃ নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন।

জনাব
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি অত্র কৃষি অফিসের একজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা। আগামী ১০.০২.২০১৯ তারিখে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড অফিসার (ক্যাশ) পদের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আমি উক্ত পরীক্ষার একজন পরীক্ষার্থী। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আমাকে আমার নিজ জেলায় যেতে হবে। এজন্য ০৯.০২.২০১৯ থেকে ১০.০২.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট দুই দিনের ছুটি প্রার্থনা করছি।
অতএব, আপনার নিকট আবেদন এই যে, আমাকে উক্ত দুই দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

নিবেদক

....
(মোঃ আজমারুল হক)
উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা
উপজেলা কৃষি অফিস
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৩. নৈমিত্তিক ছুটি চেয়ে আপনার অফিসের বস অর্থাৎ উপজেলা কৃষি অফিসারের কাছে একটি আবেদন পত্র লিখুন।

তারিখঃ ০২.০২.২০১৮

উপজেলা কৃষি অফিসার
উপজেলা কৃষি অফিস
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
বিষয়ঃ নৈমিত্তিক ছুটির জন্য আবেদন।

প্রিয় মহোদয়
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি অত্র প্রতিষ্ঠানের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা। আগামী সপ্তাহে আমার ছোট বোনের শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি আমার ছোট বোনের বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বড় ভাই হিসেবে বিবাহ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করতে চাই। তাই উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা আমার একান্ত প্রয়োজন।

অতএব প্রার্থনা এই যে, উপরিউক্ত কারণ বিবেচনা করে আমাকে ২ (দুই) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করার ব্যাপারে আপনার সদয় মর্জি হয়।
নিবেদক

....
(মোঃ মাইনুল হোসেন)
উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা
উপজেলা কৃষি অফিস
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

০২. শারীরিক অসুস্থতার জন্য ০১ (এক) দিনের ছুটি চেয়ে জেলা জজ বরাবর দরখাস্ত লিখুন।

উত্তরঃ
তারিখঃ ১০.০১.২০২৩

জেলা জজ
জেলা জজ আদালত
কুষ্টিয়া।

বিষয়ঃ একদিনের নৈমিত্তিক ছুটির জন্য আবেদন।

জনাব
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী আপনার অফিসের একজন অফিস সহায়ক হিসেবে কর্মরত আছি। আমি গত ০৮.০১.২০২২ তারিখে শারীরিক অসুস্থতার জন্য অফিসে আসতে পারিনি।
অতএব, আপনার নিকট আবেদন এই যে, আমাকে উক্ত এক দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

নিবেদক

....
(মোঃ আজমারুল হক)
অফিস সহায়ক
জেলা জজ আদালত, কুষ্টিয়া।

CamScanner

৪. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পাঁচটি বইয়ের তালিকা দিয়ে সেগুলো প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে কোনো প্রকাশনা সংস্থায় একটি পত্র লিখুন।

তারিখ ঃ ০২.০৯.২০১৮

ব্যবস্থাপক
প্রফেসর'স প্রকাশন
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা।

বিষয়ঃ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই পাঠানোর জন্য আবেদন।

জনাব
সালাম নিবেন। আশা করি ভাল আছেন। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার এবং স্পর্ধার প্রতিনাম। আপনাদের প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বইগুলো গুনে ও মানে অনেক ভাল এবং ব্যতিক্রম বলে আমার বিশ্বাস। গুনে মানে ভাল এবং উন্নত মানের হওয়ায় একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে নিম্নে উল্লেখিত বইগুলো ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করছি।
অনুগ্রহপূর্বক তালিকাবদ্ধ বইগুলো আমার ঠিকানায় ভিপি যোগে পাঠানোর অনুরোধ করছি। বইয়ের মুল্য বাবদ অগ্রিম ১০০০/- টাকা মানি অর্ডার করে পাঠালাম। বাকি টাকা বইগুলো পাওয়ার পর পরিশোধের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।
নিবেদক

....
(মোঃ আমির হোসেন)
গ্রামঃ রানীপুরা, ডাকঘরঃ কাঞ্চন
উপজেলাঃ রুপগঞ্জ, জেলা ঃ নারায়ণগঞ্জ।

বইয়ের তালিকাঃ
১. জাহান্নাম হতে বিদায়।
২. হাঙর নদী গ্রেনেড
৩. আমি বিজয় দেখেছি।

৫. অফিস সামগ্রী চেয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট একটি আবেদনপত্র লিখুন।

তারিখঃ ২১.০১.২০২০

সচিব মহোদয়
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
আগারগাঁও, ঢাকা।
বিষয় ঃ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা। আমার কার্যালয়ে কিছু জিনিসপত্রের অতীব জরুরী প্রয়োজন, তা আপনার অনুমতি সাপেক্ষে ক্রয়যোগ্য।
অতএব, মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের একটি তালিকা সংযুক্তি হিসেবে দেয়া হলো। আশা করছি আপনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক

....
(মোঃ আবির হোসেন)
উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা
রুপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ।

সংযুক্তিঃ

১. কম্পিউটার	৪টি
২. প্রিন্টার	২টি
৩. ফটোকপি মেশিন	১টি
৪. সিলিং ফ্যান	২টি
৫. চেয়ার	৫টি
৬. টেবিল	৩টি

৬. স্থানীয় সরকার বিভাগে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লিখুন।

তারিখঃ ২৬.০৯.২০১৪

বরাবর
পরিচালক
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিষয়ঃ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে চাকরীর জন্য আবেদন।

প্রিয় মহোদয়
যথাবিহীন সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, গত ২০.০৬.২০১৪ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম যে আপনার অধীনে কিছু সংখ্যক অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে লোক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে আপনার সদয় অবগতির জন্য নিম্নে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেশ করলামঃ

নাম	ঃ মোঃ মহিদুল ইসলাম
পিতার নাম	ঃ মোঃ আকবর আলী
মাতার নাম	ঃ মোসাঃ আমিনা বেগম
জন্মতারিখ	ঃ ২০.১১.১৯৮৮
বর্তমান ঠিকানা	ঃ ১৩৫/সিদ্দিক বাজার, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ গ্রাম ও ডাকঘরঃ আমুলিয়া, উপজেলাঃ বোয়ালিয়া, জেলাঃ ফরিদপুর।
বয়স	ঃ ২৬ বছর ৩ মাস ১০ দিন
ধর্ম	ঃ ইসলাম (সুন্নি)
জাতীয়তা	ঃ বাংলাদেশী (জন্মসূত্রে)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

পরীক্ষার নাম	শাখা	ফলাফল	পাসের সন	বোর্ড/বিশ্ব
এসএসসি	বিজ্ঞান	জিপিএ ৪.৫	২০০৭	রাজশাহী
এইচএসসি	বিজ্ঞান	জিপিএ ৪.৫	২০০৯	রাজশাহী
বিকম (অনার্স)	হিসাববিজ্ঞান	দ্বিতীয় শ্রেণী	২০১৪	জাতীয় বিশ্ব
এমএম	হিসাববিজ্ঞান	দ্বিতীয় শ্রেণী	২০১৫	জাতীয় বিশ্ব

এতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা, উপর্যুক্ত তথ্যাদির আলোকে আমাকে উক্ত পদে নিয়োগ প্রদান করা হলে আমি আমার কর্মদক্ষতার মাধ্যমে অত্র প্রতিষ্ঠানের সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হব।

নিবেদক

....
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)

সংযুক্তিঃ
১. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র এবং মার্কশিটের সত্যায়িত কপি।
২. সদ্য তোলা পার্সপোর্ট সাইজের ৩ কপি রঙ্গিন ছবি।
৩. ভোটার আইডি কার্ড।
৪. চারিত্রিক সনদপত্র।
৫. সকল প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

৭. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর নিকট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পদে চাকুরি চেয়ে একটি আবেদনপত্র লিখুন।

তারিখঃ ২৬.০৯.২০১৪

বরাবর
মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ী, ঢাকা।

বিষয়ঃ 'উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা' পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।

প্রিয় মহোদয়
যথাবিহীত সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, গত ২০.০৩.২০১৪ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার অধীনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পদে লোক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে আপনার সদয় অবগতির জন্য নিম্নে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেশ করলামঃ

নাম	ঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম
পিতার নাম	ঃ মোঃ আমির আলী

CS CamScanner

মাতার নাম ঃ মোসাঃ সালমা বেগম
জন্ম তারিখ ঃ ২০.১১.১৯৯৮
বর্তমান ঠিকানা ঃ ১৩৫/সিদ্দিক বাজার, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম ও ডাকঘরঃ আমুলিয়া,
উপজেলাঃ বোয়ালিয়া, জেলাঃ ফরিদপুর।
বয়স ঃ ২৬ বছর ৩ মাস ১০ দিন
ধর্ম ঃ ইসলাম (সুন্নি)
জাতীয়তা ঃ বাংলাদেশী (জন্মসূত্রে)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

পরীক্ষার নাম	শাখা	ফলাফল	পাশের সন	বোর্ড/কৃষি কলেজ
এসএসসি	বিজ্ঞান	জিপিএ ৫.০	২০১৫	রাজশাহী
কৃষি ডিপ্লোমা	কৃষি	জিপিএ ৫.০	২০১৯	ঢাকা এটিআই

অভিজ্ঞতা ঃ প্রযোজ্য নয়।
ব্যাংক ড্রাফট নম্বর ঃ ২০০৪৩/১৯, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, ডেমরা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

এতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা, উপর্যুক্ত তথ্যাদির আলোকে আমাকে উক্ত পদে নিয়োগ প্রদান করা হলে আমি আমার কর্মদক্ষতার মাধ্যমে অত্র প্রতিষ্ঠানের সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হব।
নিবেদক

....
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)

সংযুক্তিঃ
০১. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
০২. প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র।
০৩. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
০৪. ২(দুই) কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
০৫. ২০০ টাকা মূল্যমানের ব্যাংক ড্রাফট।

৮. সদ্য নির্মিত ভবনে গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি আবেদনপত্র লিখুন।

তারিখঃ ০৩.০৫.২০২০

নির্বাহী প্রকৌশলী
তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ
ডেমরা, ঢাকা।

বিষয়ঃ নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদানের আবেদন।

প্রিয় মহোদয়
সবিনয় নিবেদন এই যে, সম্প্রতি ডেমরা থানাধীন সারুলিয়া বাজারে আমাদের নিজস্ব জমিতে একটি তিনতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বাড়ীতে গ্যাস সংযোগ না থাকায় আমরা সেখানে আবাসন শুরু করতে পারছি না। এ ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চয়তা প্রদান করতেছি যে, বাড়ীটিতে গ্যাস সংযোগ দিলে কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলব এবং প্রয়োজনীয় জামানত ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহন করব। এতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন এই যে, অনতিবিলম্বে উক্ত ভবনটিতে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করতে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

নিবেদক

....
(মোঃ আইনাল হোসেন)
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

৯. আপনার ছোট বোনের বিবাহ উপলক্ষে একটি আমন্ত্রন পত্র লিখুন।

জনাব
আগামী ২০ জানুয়ারী ২০২০, শুক্রবার বাদ জুমা আমার একমাত্র ছোট বোন মৌসুমী আক্তারের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলা নিবাসী মোহাম্মদ আযহারুল আলমের পুত্র মোহাম্মদ আনোয়ারুল আলমের বিবাহ সুসম্পন্ন হবে।
অনুষ্ঠানে আপনার/আপনাদের সদয় উপস্থিতি ও দোয়া একান্তভাবে কামনা করছি।
নিবেদক
'ক'

বিয়ের অনুষ্ঠান ও প্রীতিভোজ
স্থান ঃ প্রিয়া কমিউনিটি সেন্টার, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
সময় ঃ দুপুর ২: ০০ টা
বরের আগম ঃ দুপুর ২.০১ মিনিট
আকদ ঃ দুপুর ২.০৫ মিনিট
প্রীতিভোজ ঃ দুপুর ২.৩০ মিনিট

১০. আপনার এলাকায় বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে একটি আমন্ত্রন পত্র রচনা করুন।

সুধী
নতুন স্বপ্নের সুষমা ও নতুন আশা ও আশ্বাসের হাতছানি নিয়ে আসছে শুভ নববর্ষ ২০২৭। এ উপলক্ষে আগামী পহেলা বৈশাখ ২০২৭, ১২ই এপ্রিল ২০২০ শনিবার সকাল ১০.০০ টায় ধানমন্ডী হাইস্কুল মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে সবান্ধব উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
এলাকাবাসীর পক্ষে
মোঃ আজমারুল হোসেন

অনুষ্ঠান স্থান ও সময়সূচী
স্থান ঃ ধানমন্ডি হাইস্কুল মিলনায়তন
তারিখ ঃ পহেলা বৈশাখ, ২০২৭
সময় ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা

১১. আপনার একলাকায় একটি নলকূপ স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট একটি আবেদন পত্র লিখুন।
তারিখঃ ০২.০২.২০১৯

চেয়ারম্যান
ভোলব ইউনিয়ন পরিষদ
রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

বিষয়ঃ পানীয় জলের অভাব দুরীকরণে একটি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব
সবিনয় নিবেদন এই যে, ভোলাব ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বাসুন্দাপুর একটি ঘনবসতিপূর্ন ও নিম্ন আয়ের লোক অধ্যুষিত একটি এলাকা। এখানে পানীয় জলের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। নলকুপের উপর নির্ভরশীল এলাকাটিতে যে কয়টি নলকুপ ছিল তা দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এগুলোর সংস্কার প্রচেষ্টাও কোন কাজে লাগেনি। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে এলাকায় প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। জনস্বাস্থ্যের খাতিরে এলাকার দুস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য একটি গভীর নলকুপ স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।
এমতাবস্থায়, অত্র এলাকায় হতদরিদ্র মানুষের উপকারর্থে একটি গভীর নলকুপ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে

....
(মোঃ আকমল হোসাইন)
বাসুন্দাপুর, ভোলাব, রুপগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ।

১২. আলোকিত মানুষ গড়ার জন্য আপনার এলাকায় একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট একটি আবেদন লিখুন।

উত্তরঃ

তারিখঃ ২৩.০৯.২০২১

বরাবর
জেলা প্রশাসক
নারায়ণগঞ্জ।
বিষয়ঃ পাঠাগার স্থাপনের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন।

জনাব
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আড়াইহাজার উপজেলাধীন দুপ্তারা গ্রামের অধিবাসী। এ গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। গ্রামে শিক্ষিতের হার দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি দাখিল মাদ্রাসা এবং একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, জ্ঞান পিপাসু ছেলেমেয়েদেরকে জ্ঞানপিপাসা মিটানোর জন্য ছয় কিলোমিটার দুরবর্তী উপজেলা শহরে পাঠাগারে যেতে হয়। তাই এ গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই এই গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন বলে অত্র গ্রামবাসী

CS CamScanner

মনে করে। ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার আবেদন করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি।
এমতাবস্থায়, মহোদয়ের কাছে আকুল আবেদন, এই গ্রামে একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য করে বাধিত করবেন।
নিবেদক
মোঃ আতিকুর রহমান
গ্রামবাসীর পক্ষে

১৩. আপনার এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিকার প্রার্থনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লিখুন।

তারিখঃ ১২.০৯.২০২১

বরাবর
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

বিষয়ঃ বিদ্যুৎ বিভ্রাট প্রসংগে।

জনাব
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা রূপগঞ্জ উপজেলার কেন্দ্রয়া গ্রামের অধিবাসী। আমাদের গ্রামটি একটি বর্ধিষ্ণু ও জনবহুল গ্রাম। এ গ্রামে প্রায় ছয় হাজার লোক বাস করে। তিন বছর পূর্বে আমাদের এই গ্রামটি বিদ্যুতায়িত হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বিদ্যুতায়নের পর থেকে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভ্রাট এলাকার একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ১০/১৫ বার বিদ্যুৎ চলে যায়। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ একেবারেই থাকে না। ফলে জনজীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। নলকূপ এবং অন্যান্য কল-কারখানা বন্ধ হয়ে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনারও দারুণ ব্যাঘাত ঘটছে। ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার অভিযোগ দাখিল করার পরও কোন সুরাহা হয়নি।
এমতাবস্থায়, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন যে বিদ্যুৎ সরবরাহে আর যেন বিঘ্ন না ঘটে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে মর্জি হয়।

নিবেদক
মোঃ আজমারুল হক
গ্রামবাসীর পক্ষে

১৪. আপনার এলাকার একটি রাস্তা মেরামত/সংস্কারের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করে সংবাদ পত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্রসহ প্রতিবেদন রচনা করুন।

তারিখঃ ২৫.০৯.২০২১

বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক প্রথম আলো
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

জনাব
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় এলাকাবাসীর পক্ষে আমার নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করে অত্র এলাকাবাসীর দুর্দশা লাঘবে যথাযথ কর্তৃপক্ষে দৃষ্টি আকর্ষন করে অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।
নিবেদন
মোঃ আব্দুর রহমান

রাস্তার সংস্কার চাই

নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রূপগঞ্জ-আড়াইহাজার সড়কটি অত্র এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ন সড়ক। জেলা শহরের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী এ রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বাস, ট্রাক, বেবিটেক্সি ও রিক্সাসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ও হাজার হাজার লোক যাতায়ত করে। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবত বন্যায় রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। তাছাড়া এবারের বন্যায় রাস্তাটির স্থানে স্থানে ভাঙনের সৃষ্টি হয়ে যাতায়তের সম্পূর্ন অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কয়েক বছর পূর্বে রাস্তাটিতে ইট বসানো হয়েছিল এবং কিছু অংশ পাকা করা হয়েছিল। কিন্তু বহুদিন যাবৎ সংস্কার না হওয়ায় রাস্তাটি অকেজো হয়ে পড়েছে। অথচ এ রাস্তার পাশেই বাজার, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজসহ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। রাস্তাটির বিভিন্ন স্থানে এমনই গর্তের সৃষ্টি হয়েছে যে, কোনক্রমেই সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যায় না। তাই রাস্তাটির আশু সংস্কারের ব্যবস্থা না হলে যাতায়তে অত্র এলাকার জনগণের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না।
এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন এই যে, অনতিবিলম্বে উক্ত রাসআটির সংস্কার কাজ করে অত্র এলাকার জনগনের দুর্দশা লাঘবে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

নিবেদক
মোঃ আব্দুর রহমান
এলাকাবাসীর পক্ষে

১৫. আপনার এলাকায় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি-জনজীবনে দুর্ভোগ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করে সংবাদ পত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্রসহ প্রতিবেদন রচনা করুন।

তারিখঃ ০১/০৪/২০১৫

সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক
আর কে মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।

জনাব
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক প্রথম ইত্তেফাক' পত্রিকায় এলাকাবাসীর পক্ষে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে অত্র এলাকাবাসীর দুর্দশা লাঘবে যথাযথ কর্তৃপক্ষে দৃষ্টি আকর্ষন করে অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

নিবেদক
মোঃ হামিদুর রহমান

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি-জনজীবনে দুর্ভোগ

সম্প্রতি সাধারণের ব্যবহার্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির স্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে জনজীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্ভোগ। বলা বাহুল্য বর্তমানে অধিকাংশ দ্রব্যের মূল্য ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। আকস্মিক ও অস্বাভাবিক এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ বহু। যেমনঃ
১। এদেশে প্রায়ই দেখা যায় যে, মুনাফালোভী মজুতদাররা অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেয়।
২। সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি। দেশের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ এরূপ ভাতা পেলেও এর ফলে ক্ষতির শিকার হয় সমাজের সাধারণ শ্রেণির বৃহত্তম অংশ।
৩। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু নীতিমালার অভাবেও বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়।
অথচ উপর্যুক্ত কারণগুলোর ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এখনও সুদূর পরাহত। তাই অবিলম্বে এ অনাকাঙ্ক্ষিত মূল্যবৃদ্ধি জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এর প্রতিরোধকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।
অপ্রত্যাশিত এরূপ মূল্য বৃদ্ধি এদেশে নতুন নয়। প্রতিদিন সকালে বাজারে ঢুকেই এদেশের মানুষ জানতে পারে মূল্যবৃদ্ধির খবর। কি কারণে এ বৃদ্ধি, তার খবর জানা এদেশে অসম্ভব। অথচ বিশ্বের যে কোনো দেশের ক্ষেত্রে এমন ঘটলে জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে জনসাধারণের কাছে সরকারকে জবাবদিহি করতে হয়। অথচ এদেশে তা অকল্পনীয়। এখানে জনগণ যেন বিষয়টিকে খাপতভাবে মেনে নিয়েছে এবং সরকারও দায়মুক্ত। ফলে লাভের পাল্লা ভারী হচ্ছে কিছু অসাধু মুনাফাখোর ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং প্রথাগতভাবে সরকারও নিজেকে দায়মুক্ত ভাবছে ও তা মেনে নিয়েছে। ফলে লাভের পাল্লা ভারী হচ্ছে কিছু অসাধু মানুফাখোর ব্যবসায়ী শ্রেণি ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের। তাছাড়া অনুন্নত দেশের মূল্যমান হ্রাস পাচ্ছে। উৎপাদিত পণ্য বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় হার মানছে। আর নীতিজ্ঞানহীন বিবেকশূন্য সম্প্রদায় এসব সমস্যার ঘোঁলা পানিতে মাছ শিকারে তৎপর। তারা কখনো কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে, কখনো বা চোরাকারবারের মাধ্যমে সেই কৃত্রিম সঙ্কটের শূন্যতা পূর্ণ করছে। এভাবেই দেশি মুদ্রা ও পণ্য এ দুটি পথেই মার খাচ্ছে। পাশাপাশি জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। কেননা, গড়পড়তা আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল একটি বাজার ব্যবস্থা যে কোন দেশের সরকারের কাছে তার জনগণের প্রাণের দাবি।
নিবেদক
নিরালা এলাকাবাসীর পক্ষে
মোঃ হামিদুর রহমান
রংপুর।

১৬. দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রয়োজনীতা উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য সংবাদ পত্রে একটি পত্র লিখুন।

তারিখ ঃ ০৫/০৪/২০১৯

সম্পাদক
দৈনিক ভোরের কাগজ
বাংলামটর, ঢাকা।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত স্বনামধন্য 'দৈনিক ভোরের কাগজ' পত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত পত্রটি চিঠিপত্র কলামে ছাপালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

নিবেদক
মোঃ আক্তারুল হক
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

দাতব্য চিকিৎসালয় চাই

সাতক্ষীরা জেলার শ্রীনগর একটি জনবহুল ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। প্রায় ৯০০০ অধিবাসী অধ্যুষিত এ গ্রামটিতে শিক্ষার হার প্রায় ৮৩%। গ্রামের অধিকাংশই চাকরিজীবী এবং বড় ব্যবসায়ী। এ গ্রামে ১টি ডিগ্রী কলেজ, ৫টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ৩টি সরকারি ব্যাংকসহ পাঁচটি ব্যাংক আছে। এ গ্রামটি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে "সবার জন্য স্বাস্থ্য" এ শ্লোগান কে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার কাজ করে গেলেও এ গ্রামে ভালো ডাক্তার বা চিকিৎসার কোনো সুব্যবস্থা নেই। এ গ্রামের মানুষদের সামান্য চিকিৎসার প্রয়োজনে প্রায় ৩০ কিঃমিঃ দূরে জেলা সদরে যেতে হয়। ফলে গরিব জনসাধারণ বাধ্য হয়ে হাতুড়ে ডাক্তারদের শরণাপন্ন হচ্ছে এবং তাদের ভুল চিকিৎসার ফলে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ব্যাপারটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ কয়েকবার জানানো হলেও তাতে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

বিনীত
মোঃ আক্তারুল হক
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

১৭. আপনার এলাকায় বন্যার্তদের জন্য সাহায্যের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য সংবাদ পত্রে একটি পত্র লিখুন।

তারিখঃ ৩০.০৮.২০১৯

সম্পাদক
দৈনিক ইনকিলাব
আর কে মিশন রোড,ঢাকা।

জনাব
আপনার বহুল প্রচারিত স্বনামধন্য 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত পত্রটি চিঠিপত্র কলামে ছাপালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

নিবেদক
আশিক আহমেদ
শিবচর, মাদারীপুর।

বন্যার্তদের জন্য সাহায্যের আবেদন

মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার অন্তর্গত বরপাড়া একটি জনবহুল গ্রাম। প্রতিবারের মতো এবারও এই গ্রামটি সর্বনাশা বন্যার মরণ ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি। এবারের বন্যা স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা। খরস্রোতা গোমতি নদীর বাঁধ ভেঙ্গে এবং অবিরাম বৃষ্টির ফলে সম্পূর্ণ থানা আজ বন্যাকবলিত। অনেক কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবনের জলের তোড়ে ডুবে গেছে, ভেঙ্গেগেছে ঘর-বাড়ি। ভেসে গেছে অসহায় মানুষ, গরু-বাছুর এবং সোনার ফসল। হাজার হাজার মানুষ পানিবন্দি মানবেতর জীবনযাপন করছে। বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে দেখা দিয়েছে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি ব্যাধি। ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অবিলম্বে খাদ্য, পানীয়জল এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা না করলে দুর্গতদের রক্ষা করা অসম্ভব। অতএব, অত্র গ্রামের জনজীবনের বিপর্যস্ত অবস্থা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি প্রার্থনা করছি।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
আশিক আহমেদ
শিবচর, মাদারীপুর।

১৮.আপনার এলাকায় ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশা নিধনের আহ্বান জানিতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংবাদ প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লিখুন।

তারিখ ঃ ০৫/০৪/২০২০

সম্পাদক
দৈনিক ভোরের কাগজ
বাংলামটর, ঢাকা।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত স্বনামধন্য 'দৈনিক ভোরের কাগজ' পত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত পত্রটি চিঠিপত্র কলামে ছাপালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

নিবেদক
মোঃ সামসুল হক
ধানমন্ডি, ঢাকা

এডিস মশার উপদ্রব থেকে পরিত্রাণ চাই

ঢাকা শহরের ধানমন্ডি একটি ঘনবসতিপুর্ন এলাকা। এখানে বহুলোকের বসবাস, তদুপরি এখানে অনেক গুরুত্বপুর্ন প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। কিন্তু সন্ধ্যার পর এখানে মশার উপদ্রবে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু বহনকারী এডিস মশার প্রকোপে জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। গত মাসে এ মশার কামড়ে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়েছে শতাধিক মানুষ। কয়েক জনের মৃত্যুও ঘটেছে। তাই মানুষ এখন আতঙ্কিত। মানুষের মনে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার এক অজানা ভয়। তাই এলাকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ডেঙ্গু আতঙ্কে স্থবির হয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কড়া নির্দেশ দিলেও দায়িত্ব পালনকারীরা করছে গাফিলতি। মাঝে মধ্যে ওষুধ ছিটাইয়ে কত্যব্য শেষ করছে সিটি কর্পোরেশন। অথচ প্রথমেই দরকার এডিস মশার উৎপত্তিস্থল পরিষ্কার করা, যেমন-মজা পুকুর, মরা খাল, আবর্জনার স্তুপ, নর্দমা ইত্যাদি। এছাড়া ফুলের টব, অব্যবহৃত কৌটা, ড্রাম, নারকেলের মালা, ভাঙা হাঁড়ি-পাতিল, গাড়ির টায়ার ইত্যাদিতে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। তাই সরকারী উদ্যোগে মশার এসব উৎপত্তিস্থল পরিস্কার করতে হবে এবং যাতে নতুনভাবে মশা জন্মাতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
এমতাবস্থায়, এডিস মশার আক্রমণ থেকে অত্র এলাকার জনসাধারণকে বাঁচানোর জন্য সিটি কর্পোরেশনসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১৯. আপনার এলাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাব সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট একটি পত্র রচনা করুন।

তারিখ ঃ ০৫/০৪/২০২১

সম্পাদক
দৈনিক ভোরের কাগজ
বাংলামটর, ঢাকা।
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত স্বনামধন্য 'দৈনিক ভোরের কাগজ' পত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত পত্রটি চিঠিপত্র কলামে ছাপালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

নিবেদক
মোঃ আকবর হোসেন
বিরামপুর, দিনাজপুর।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা চাই

দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার হরিহরপুর একটি জনবহুল গ্রাম। গ্রামের মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় এখানে নলকূপের ব্যবস্থা নিতান্ত কম বলে গ্রামবাসীরা বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে দারুন কষ্টে দিনাতিপাত করছে। অধিকন্তু অতি সম্প্রতি তিনটি নলকূপের মধ্যে দুটি নলকূপ অকেজো হয়ে যাওয়ায় গ্রামবাসীদের দুর্গতির অন্ত নেই। গ্রামের পুকুরগুলোতে কচুরিপানা ও ময়লা আবর্জনায় পরিপুর্ন। এমনকি শুষ্ক মৌসুমে এগুলো শুকিয়ে যায়। তখন প্রাণ বাঁচানো মানুষের কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, পানির অপর নাম জীবন। ফলে বিশুদ্ধ পানির অভাবে পুকুর ও নদী-নালা থেকে সংগৃহীত দুষিত পানি পান করার ফলে প্রতি বছরই টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে এ গ্রামের বহুলোক অকালে মৃত্যু হচ্ছে। এ ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বারবার ব্যর্থ হয়েছি।
এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আকুল আবেদন এই যে, অনতিবিলম্বে উক্ত গ্রামে অন্তত তিনটি নলকূপ স্থাপন এবং পুরোনোগুলো মেরামত করে জন জীবনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে মর্জি হয়।

CS CamScanner

২০. মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সতর্ক করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লিখুন।

সম্পাদক
দৈনিক ইনকিলাব
আর কে মিশন রোড,ঢাকা।

জনাব
আপনার বহুল প্রচারিত স্বনামধন্য 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত পত্রটি চিঠিপত্র কলামে ছাপালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

নিবেদক
আবির আহমেদ
কালাই, জয়পুরহাট।

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন চাই

বিশ্ব আজ মাদকদ্রব্যের ভয়াল ছোবলে দিশেহারা। এর প্রভাবে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রগতির চাকা যেন থমকে দাড়িয়ে গেছে। মাদকদ্রব্যের নীল দংশনে বর্তমান যুব সমাজ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাই মানব সভ্যতার চলমান ধারাকে গতিশীল রাখতে হলে এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে। মাদকাশক্তির কুপ্রভাব আমাদের সমাজ জীবনকে নানাভাবে বিষিয়ে তুলছে। মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীদের বেশির ভাগই চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষন ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হচ্ছে। এর ফলে আমাদের আর্থ-সামাজি তথা সামগ্রিম কর্মকান্ড ব্যহত হচ্ছে। কোমলমতি ছাত্ররা আজ কলমের পরিবর্তে হাতে তুলে নিচ্ছে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য। ফলে অকালে তারা বিদায় নিচ্ছে এ সুন্দর পৃথিবী থেকে। মাদকদ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো আফিম। আর আফিম থেকেই বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় সর্বনাশা হেরোইন। বাংলাদেশে হেরোইন আজ সব মাদককে ছাড়িয়ে গেছে। বস্তির ঝুপড়ি ঘরে নিরাপদে চলছে হেরোইনের পুরিয়া বিক্রির মহড়া। দেদারসে এই বিষ গ্রহণ করছে যুবসমাজ। এছাড়া ফেন্সিডিল, গাজা, প্যাথেড্রিন ইত্যাদি মাদকও গ্রহণ করছে যুবসমাজ। ফলে তারা হারিয়ে ফেলছে স্বাভাবিক বোধ-বিশ্বাস। নেশা মাত্রই মানুষের স্নায়ুকে দুর্বল করে দেয়, নিঃশেষ করে দেয় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ক্রমশ ভোতা হয়ে আসে ওদের মেধা-মনন ও প্রজ্ঞা চেতনা। এদের খিদে নেই, ঘুম নেই, সময়ের বোধ নেই। এরা অস্বাভাবিক, এরা জীবিত থেকেও মৃত। একটি দেশের আগামী নেতৃত্বকে সমূলে ধ্বংস করার এ এক গভীর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র।

এমতাবস্থায় দেশ ও জাতিকে এই দুরারোগ্য মরণব্যাধি নেশার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীনে একটি স্বতন্ত্র সেল গঠন করতে হবে। মাদকদ্রব্য বিক্রেতাদের আস্তানাসমূহে যৌথ অভিযান চালাতে হবে এবং তাদেরকে সমূলে উৎখাত করতে হবে। আর এজন্য চাই সর্বস্তরের জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং সমন্বিত উদ্যোগ।

২১. আপনার এলাকায় যানজট নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষনপূর্বক সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লিখুন।

সম্পাদক
দৈনিক ইনকিলাব
আর কে মিশন রোড,ঢাকা।

জনাব
আপনার বহুল প্রচারিত স্বনামধন্য 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত পত্রটি চিঠিপত্র কলামে ছাপালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

নিবেদক
আনসার আলী
গ্রীনরোড, ঢাকা

ঢাকা শহরে যানজটের নিরসন চাই

রাজধানী ঢাকা দেশের প্রাণকেন্দ্র। নানা কাজে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এ শহরের রাজপথ দিয়ে চলাফেরা করে। তাদের চলাফেরার প্রধান যানবাহন হলো রিক্সা ও নানা প্রকার মোটর গাড়ি। মানুষ ও যানবাহনের তুলনায় এ শহরের রাস্তা-ঘাট খুবই সংকীর্ণ। তাই বর্তমানে এ শহরের যানজট একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। শহরের ব্যস্ততম এলকা বিশেষ করে মহাখালী রেলগেইট, ফার্মগেইট, শাহবাগ, মগবাজার মোড়, মৌচাক মোড়, নবাবপুর, নর্থ সাউথ রোড, ইসলামপুর, সায়েদাবাদ,

মতিঝিল ও গুলিস্তান এলাকায় প্রতিনিয়ত যানজট লেগেই থাকে। যানজটের কারণে লক্ষ লক্ষ যাত্রী ও পথচারীকে প্রতিদিন অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সাধারণ যাত্রী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণকে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় অপচয় হয়। যনজটের কারণে অফিসগামী লোকজন যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হতে পারে না, মুমূর্ষু রোগীকে যথাসময়ে হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব হয় না, পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিক সময়ে তাদের পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারে না। এভাবে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তাদের অতি জরুরী প্রয়োজন" থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন মূল্যবান সময় ও সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা নিরসনে প্রয়োজনীয় কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে না।
এমতাবস্থায় রাজধানী ঢাকা শহরের যানজট নিরসণের আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন কামনা করছি।

২২. আপনার ছোট বোনের বিবাহ উপলক্ষে একটি আমন্ত্রন পত্র লিখুন।

জনাব
আগামী ২০ জানুয়ারী ২০২০, শুক্রবার বাদ জুমা আমার একমাত্র ছোট বোন মৌসুমী আক্তারের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলা নিবাসী মোহাম্মদ আযহারুল আলমের পুত্র মোহাম্মদ আনোয়ারুল আলমের বিবাহ সুসম্পন্ন হবে।
অনুষ্ঠানে আপনার/আপনাদের সদয় উপস্থিতি ও দোয়া একান্তভাবে কামনা করছি।
নিবেদক
'ক'

বিয়ের অনুষ্ঠান ও প্রীতিভোজ

স্থান	ঃ প্রিয়া কমিউনিটি সেন্টার, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
ময়	ঃ দুপুর ২: ০০ টা
রের আগম	ঃ দুপুর ২.০১ মিনিট
াকদ	ঃ দুপুর ২.০৫ মিনিট
িতিভোজ	ঃ দুপুর ২.৩০ মিনিট

৩. আপনার এলাকায় বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে একটি আমন্ত্রনপত্র রচনা করুন।

সুধী
নতুন স্বপ্নের সুষমা ও নতুন আশা ও আশ্বাসের হাতছানি নিয়ে আসছে শুভ নববর্ষ ২০২৭। এ উপলক্ষে আগামী পহেলা বৈশাখ ২০২৭, ১২ই এপ্রিল ২০২০ শনিবার সকাল ১০.০০ টায় ধানমন্ডী হাইস্কুল মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে সবান্ধব উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
এলাকাবাসীর পক্ষে
মোঃ আজমারুল হোসেন

অনুষ্ঠান স্থান ও সময়সূচী

স্থান	ঃ ধানমন্ডি হাইস্কুল মিলনায়তন
তারিখ	ঃ পহেলা বৈশাখ, ২০২৭
সময়	ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা

CS CamScanner

ভাব-সম্প্রসারণ

চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ

চরিত্র মানব জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলির মধ্যে অন্যতম একটি। মানব জীবনের ভূষণ হিসেবে এটি কাজ করে। কথায় আছে, সম্পদ হারালে কোনো ক্ষতি হয় না, স্বাস্থ্য হারালে কিছুটা ক্ষতি হয় কিন্তু চরিত্র হারালে সব কিছুই খোয়া যায়। চরিত্রের মৌলিক উপাদান গুলো হলো সততা, প্রেম, পরোপকারিতা, সত্যনিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা এবং কর্তব্য পরায়ণতা হলো। তাই বিখ্যাত ইংরেজ লেখক স্যামুয়াল স্মাইলস তাঁর "Character" নিবন্ধে বলেছেন "The crown and glory of life is character." বস্তুত চরিত্র শ্রেষ্ঠ সম্পদ; নামমাত্র নৈতিকতা বা ন্যায়নিষ্ঠাই চরিত্র নয়। চরিত্রের মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে মানুষের যাবতীয় গুণাবলি ও আদর্শের। এসব সদগুণ তাকে চরিত্র শক্তিতে বলীয়ান করে তোলে। স্পর্শ-মণির ছোঁয়ায় লোহা যেমন সোনায় পরিণত হয়, তেমনি সচ্চরিত্র মানুষের পশুবৃত্তি ঘুচিয়ে দেয়। সে হয়ে ওঠে বিবেকের কাছে কলুষমুক্ত, পরোপকারী, নির্লোভ, ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের সেবক। কিন্তু চরিত্র শক্তিতে বলীয়ান না হলে মানুষ সহজেই অপকর্মে লিপ্ত হয় নৈতিক অধঃপতন ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হলেও সে জাতির জীবন হয়ে ওঠে কলঙ্কিত। চরিত্রহীন লোককে কেউ পছন্দ করে না, সমাজে এদের কোনো মূল্য নেই। এরা সমাজের কোনো উপকারে আসে না, বরং ক্ষতি করে। এ জন্য সবাই তাদের এড়িয়ে চলে। চরিত্র দোষেই তাদের স্থান হয় পশুস্তরে। পক্ষান্তরে চরিত্রবান লোক কেবল জীবনে মহত্ত্বই অর্জন করেন না, মৃত্যুর পরও তারা স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকেন। সচ্চরিত্র বলে তারা সমাজ ও জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ও উন্নতির পথে আলোক বর্তিকার মতো কাজ করেন। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো পৃথিবীর সকল ধর্মগুরু ও মনীষীগণ। বস্তুত মানুষ মহৎ, গৌরবান্বিত মর্যাদার অধিকারী হয় সচ্চরিত্রের কারণেই। তা না হলে তার স্থান হয় নিম্নস্তরে। অর্থ, স্বাস্থ্য, বিদ্যা একটি মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ করতে পারে না। পরিপূর্ণ মানুষ হতে হলে তাকে সচ্চরিত্রবান হতে হয়। এজন্য প্রতিটি মানুষের সচ্চরিত্র ভালো মানস গঠনের সহায়ক আর ভালো মানস ভালো সমাজ ও জাতি গঠনের সহায়ক। জাতির উন্নতির অন্তরায় হচ্ছে চরিত্রহীন জনগোষ্ঠী।

গ্রন্থগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন

একমাত্র গ্রন্থই হচ্ছে মানুষের জ্ঞানের ধারক ও বাহক। মানুষ তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটায় গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে। মানুষ সেই বিদ্যাকে কাজে লাগায় নিজের ও অন্যের প্রয়োজনে। মানুষ জগৎকে উদ্ভাসিত করতে পারে বিদ্যার আলোকে। শাশ্বত সত্য-সুন্দরের পথ নির্দেশ করে। কিন্তু বিদ্যা যদি কেবল গ্রন্থগতই হয় তবে তা কোনো কাজেই লাগে না। গ্রন্থগত বা পুঁথিগত বিদ্যা মানুষকে যথার্থ জ্ঞানী করে তুলতে পারে না। বিদ্যাকে জীবনের উপযোগী করে তোলার মধ্যেই এর যথার্থ উদ্দেশ্য নিহিত। কাজেই তত্ত্বীয় জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞানও থাকা দরকার। বিদ্যা অর্জন করে তাকে কাজে লাগাতে হবে। কেবল মুখস্থ করে লেখাপড়া করলে তা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা যায় না। ব্যবহারিক জীবনে যে জ্ঞান কোনো কাজে আসে না সে জ্ঞান দ্বারা যেমন নিজেরও কোনো উপকার হয় না তেমনি জগতেরও কোনো কল্যাণসাধন হয় না। প্রকৃতপক্ষে সেই বিদ্যার কোনো মূল্য নেই যে বিদ্যা প্রয়োজনের সময় কাজে আসে না। তেমনি মানুষের জীবনে ধন-সম্পদেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই ধন-সম্পদ অর্জন করতে হয়। পরের ধন-সম্পদকে নিজের মনে করা কিংবা নিজের ধন-সম্পদ অন্যের কাছে জমা রেখে নিজের বলে হিসাব করা চরম বোকামি। কারণ অন্যের নিকট জমা রাখা ধন-সম্পত্তি প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। সুতরাং বিদ্যাকে যেমন সুন্দর ও সার্থক জীবনের জন্যে আয়ত্ত করতে হবে, ঠিক তেমনি ধন-সম্পদ অন্যের কাছে অহেতুক গচ্ছিত না রেখে নিজের আয়ত্তে রাখতে হবে। যাতে বৃহত্তর মানবকল্যাণে তা কাজে লাগানো যায় তথা দেশ ও দশের মঙ্গলে ব্যবহার করা যায়।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

মানুষ অনুশাসন এবং ন্যায়-নীতির মানদণ্ড গড়ে তুলেছে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য। কিন্তু কিছু মানুষ রয়েছে যারা অন্যায় ও অবৈধ কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হয় এসব ন্যায়-নীতি অমান্য করে। এরা সমাজের চোখে অন্যায়কারী এবং আইনের চোখে

অপরাধী হিসাবে বিবেচিত। আবার যারা অন্যায়ের প্রতিবিধান বা বিরুদ্ধাচরণ করে না বরং শৈথিল্যের সঙ্গে তা মেনে নেয়, সূক্ষ্ম বিচারে তারাও অপরাধী। কারণ অন্যায়ের বিচার না করলে তা প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে। মানব জীবনে ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। এ হিসাবে অপরাধীকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এমনটি মনে হলেও মনে রাখা দরকার যে, ক্ষমারও নির্দিষ্ট সীমা থাকতে হবে। অন্যথায় সমাজে অন্যায় বেড়ে গিয়ে তা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। বিবেকবান মানুষ হিসাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার চেতনার অধিকারী হলেও অনেক সময় মানুষ নানা কারণে দিনের পর দিন অন্যায়কে সহ্য করে। সরাসরি অন্যায় না হলেও এটি অন্যায়কে সহযোগিতা করার নামান্তর। অনেকে নীরবে অন্যায়কে সহ্য করে চলে বিপদের ঝুঁকির কারণে। আর তাই আজ আমাদের সমাজে অপরাধীদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলছে এসব প্রবণতার কারণে। সুতরাং এই কথা বলা যায় যে, অন্যায়কারী এবং অন্যায় সহ্যকারী উভয়ই সম অপরাধে অপরাধী।

জন্ম হউক যথা তথা, কর্ম হউক ভালো

আশরাফুল মাখলুখাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ কর্মের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা তার এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে জন্মের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্য দিয়ে নয়। জন্মের ব্যাপারে মানুষের নিজের কোনো হাত নেই। ধনী বা দরিদ্র, উঁচু বা নিচু পরিবারে তার জন্ম হওয়াটা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। তবুও মানুষকে বংশ বা ধর্মের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। যা ন্যায়সঙ্গত নয়। কারণ সমাজের নিচু তলায় জন্মগ্রহণ করেও অনেকে কর্মের মাধ্যমে অনেক বড় হতে পারেন। অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছেন মানব সমাজের ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমেরিকার আব্রাহাম লিংকেন, জর্জ ওয়াশিংটন, ভারতের এ.পি.জে আবুল কালাম আজাদ, ফ্রান্সের নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, প্রমুখ ব্যক্তিদের কথা। পদ্মফুলের সৌন্দর্যই বড়। পঙ্কে জন্মেছে বলে তাকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। নিচুকুলে জন্মগ্রহণ করলেই যে নিচু হতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। তার কৃতকর্মই তাকে উঁচু নিচুর পরিচয় করিয়ে দেয়। মানুষ সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে কি না সেটাই বিবেচ্য বিষয় সে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক বা যে কাজই করুক না কেনো সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, বংশগৌরবই মানুষের যথার্থ পরিচয় নয়। তাই জন্ম কোথায় হলো এ বিষয়টা একেবারে অলৌকিক ও অবাস্তব। সুতরাং বলা যায়, মানুষের আসল পরিচয় বহন করে তার মহৎ কর্মই মাধ্যমেই, জন্মের মাধ্যমে নয়।

পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষ পরিচিত। এ পৃথিবীর সব কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে ফুল। ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভ সকলকে মোহিত করে। আর ফুল তার জীবনকে সার্থক করে তোলে সেই সৌন্দর্য ও সৌরভ অপরের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। আর এর বিনিময়ে সে কোনো প্রতিদান চায় না। মানুষের চারিত্রিক মাধুর্যও হওয়া উচিত ফুলের মতোই সুন্দর, পবিত্র ও নির্মল। জগতের মহৎ, সাধু ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা অন্যের মঙ্গলে নিজের জীবন অবলীলায় উৎসর্গ করেছেন; তাঁরা ফুলের মতোই নিজের সর্বস্ব মানব কল্যাণে বিলিয়ে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করেন। মানুষের কল্যাণের জন্যে তারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজ করে থাকেন। বস্তুত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা জীবনের সার্থকতা নয়। মানুষ শুধু ভোগ-বিলাস ও নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্যই জন্ম নেয়নি। সে তার জ্ঞান ও ক্ষমতার দ্বারা অপরের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে পারে। প্রতিটি মানুষ যদি পরের কল্যাণ সাধন ও আনন্দ দানের জন্য কাজ করে তাহলে সমাজ সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠবে। যেদিন আমরা ফুলকে আদর্শ ভেবে পরের কল্যাণে জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারবো সেদিনই আমাদের সমাজ জীবনে দুঃখ, যন্ত্রণা, বৈষম্যের অবসান ঘটবে। মানুষের জীবন কল্যাণময় ও আনন্দঘন হয়ে উঠবে। সেই ব্যক্তি দেশ ও জাতির জন্য অভিশাপস্বরূপ যে ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক এবং নিজের স্বার্থের জন্য যেকোনো অপকর্ম করতে দ্বিধাবোধ করে না। সে জন্যে বলা যায় মানবজীবন সার্থক হয়ে উঠে তখনই, যখন মানুষ নিজেকে পুষ্পের মতো বিকশিত করে এবং নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে নিজেকে নিয়োজিত করে। তাই ব্যক্তি স্বার্থের কথা চিন্তা না করে সবার কথা ভাবতে হবে। মানুষের জীবন তখনই পুষ্পের মতো সুন্দর ও সৌরভময় হবে যখন নিজের জীবন পরার্থে উৎসর্গ করতে পারবে।

CS CamScanner

দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য

মানব জীবনে মহামূল্যবান একটি সম্পদ হলো বিদ্যা। কিন্তু তার চেয়েও মূল্যবান হচ্ছে চরিত্র। চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর সমান। লোকসমাজে সেই সব ব্যক্তির কোনো সম্মান নেই যারা বিদ্বান হওয়া স্বত্ত্বেও চরিত্রহীন। সবাই তাকে ঘৃণা করে। কেউ তার সাথে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া করতে চায় না। যে তার সাথে চলাফেরা করে সেও চরিত্রহীন হয়ে পড়ে। তাই কেউ তার সাহচর্য কামনা করে না। কথিত আছে, সাপের মাথায় নাকি মহামূল্যবান মণি থাকে। এই মণি কেউ পেলে সে অনেক টাকা পয়সার অধিকারী হতে পারে। কিন্তু কোনো লোকই এই মণি পাওয়ার জন্য সাপের সাহচর্য চায় না। কেননা সাপ বিষধর, তার দংশনে শুধু জ্বালা আর যন্ত্রণা, অবশেষে মৃত্যু। ঠিক তেমনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এইসব চরিত্রহীন বিদ্বান ব্যক্তিদের সর্বদাই ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হতে হয়। তখন অনেক সাধনা করে যে বিদ্যা অর্জন করা হয়, তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। অতএব দুর্জন বিদ্বান হলেও তার সংস্পর্শ আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে।

স্বদেশের উপকারে নেই যার মন, কে বলে মানুষ তারে, পশু সেই জন?

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ছিলেন একজন বিখ্যাত-সাহিত্যিক। তিনি বলেছেন একজন মানুষ নানা গুণের অধিকারী হতে পারে, কিন্তু সে যদি দেশের কোনো কল্যাণ না করে থাকে, তাহলে প্রকৃত প্রস্তাবে সে নরাধম, ঘৃণিত, বর্বর। দেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকান্ড দ্বারাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় নির্ধারিত হয়। ইসলাম ধর্মে উল্লেখ করা হয়েছে দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। সনাতন হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে জন্মভূমি স্বর্গস্বরূপ, মাতৃস্থানীয়; তাকে রক্ষা করা সবার একান্ত কর্তব্য। মানুষ ও পশুর মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পশুর কাজ খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য আস্তানার চিন্তা করা এবং এর জন্য ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য পশুর সাথে লড়াই করা। একটি পশু এবং সেই মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, যে মানুষ কেবল বৈষয়িক নানা কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত থেকে নিজের সুখ ও স্বার্থের প্রচেষ্টা করে জীবন পার করে, দেশের কল্যাণে নিজেকে মনোনিবেশ করে না, দেশ ও দেশের জন্য কিছু করে না। কারণ পশুর কর্মকান্ড ও তার কর্মকান্ডের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রকৃত মানুষ তারাই যাদের মধ্যে দেশ প্রেম রয়েছে। যারা শ্রম দিয়ে, অর্থ দিয়ে দেশ ও জাতির নিরন্তর সেবা করে যাচ্ছে তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। দেশপ্রেমিকেরা কখনো মাথা নত করে না। তাই তো প্যালেস্টাইনের এক কবি বলেছেন স্বদেশের মাটি স্পর্শ করার সময় ছাড়া আমার শির আর কখনো নত হয় না। স্বদেশের মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে যার কোনো দৃষ্টি নেই, কেবল নিজের স্বার্থের জন্য, নিজের সুবিধা প্রাপ্তির জন্য যে তৎপর, বিবেকহীন পশুর সাথে তার কোনো পার্থক্যই নেই। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এর উদাহরণ আছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একদল নরপশুর আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা আমাদের স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি রূপে কাজ করেছে। নিজেদের স্বার্থের জন্য যারা দেশের স্বাধীনতাকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে তারা আসলে পশুর চেয়েও অধম। ইংরেজি সাহিত্যিক বায়রন এর মতে যে তার দেশকে ভালোবাসতে পারে না, সে কিছুই ভালোবাসতে পারে না। সেই ব্যক্তি দেশ ও সমাজের জন্য কলঙ্ক হয়ে বেঁচে থাকে যে ব্যক্তি সমাজকে ও দেশকে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর করতে চেষ্টা না করে

প্রাণ থাকিলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকিলে মানুষ হয় না।

মহান সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রাণ ছাড়াও মন ও বুদ্ধিমত্তা থাকার কারণে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। গাছপালা, পশুপাখি ও অন্যান্য প্রাণীর শুধু প্রাণ আছে। তারা খাদ্য সংগ্রহ করে, বেড়ে উঠে, পূর্ণতা লাভ করে ও বংশবিস্তার করে। এতে তাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া স্বত্বেও অনেক প্রাণীর মন নেই। তারা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারে না। কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে পশুপাখির মতো জীবনধারণ করলে প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। মানুষ মনুষ্যত্ব নামক মহৎ গুণাবলি অর্জন করতে পারে মানব মনের বিকাশের মাধ্যমে। মানুষ বিবেকবোধের অধিকারী কারণ মানুষের মন ও হৃদয় আছে। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করতে পারে। মনের সৎ চিন্তা, আবেগ ও প্রেম জীবনকে পূর্ণতা দেয়। মনের শক্তির জোরেই মানুষ বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে উড়িয়েছে বিজয় পতাকা। মননশক্তি

ও মনুষ্যত্ব অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ সকল প্রাণীর উপর স্থান পেয়েছে। এই মনুষ্যত্ব অর্জন করার প্রধান শর্ত হলো মনকে অহিংস, নির্লোভ, সংযমী ও মঙ্গলকামী করে তুলতে হয়। এজন্য মানুষকে অনেক প্রচেষ্টা, জ্ঞানসাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। মানুষকে পশুত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে কেবল মানবিক গুণাবলি।একজন সত্যিকারের মানুষ অসহায়কে সাহায্য করে, সহানুভূতি দেখায়। দেশ, জাতি ও মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে। একজন আদর্শ মানুষের নিম্নোক্ত গুণাবলি থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন: সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও বিবেকবোধ প্রভৃতি।

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি সত্য বলে, "আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?"

একজন মানুষের জীবনে সত্যের সন্ধান একান্ত কাম্য। কিন্তু এ সত্য অন্বেষণের কাজটি মোটেই সহজসাধ্য নয়। দিন-রাত যেমন এক সাথে গাঁথা, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা তেমনি একই সাথে গাঁথা। মন্দ ছাড়া ভালো অর্থহীন, মিথ্যা ছাড়া সত্য অর্থহীন। সমাজে এমন অনেক হাজারও মানুষ লক্ষ্য করা যায় যারা, কুপথে চলে যাবার ভয়ে জীবনের পথে বের হতে চান না। তারা তাদের চারপাশে সব দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে শুধু সত্যের চর্চা করতে চান। কিন্তু সত্য কখনও কারও জীবনে নিজে নিজে ধরা দেয় না। সে কখনো সত্যের মূল্য বুঝে না, যে মানুষ মিথ্যাকে চেনে না, মন্দকে চেনে না। সে ভালোর মর্ম অনুধাবন করতে পারে না। সাতাঁর শিখতে হলে যেমন পানিতে নামতে হয়, তেমন জীবনে সত্য ও সুন্দরের বিকাশ ঘটাতে চাইলে সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ প্রভৃতি অভিজ্ঞতার পথে জীবনকে চালিত করতে হয়। ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দর, পাপ-পুণ্য সব পাশাপাশি বিচরণ করবে সেটাই স্বাভাবিক। যে মিথ্যার কুহক থেকে সত্যকে টেনে বের করে আনবে সেই তো প্রকৃত মানুষ। সে জন্যে জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতার দরকার। মন্দের রূঢ়ার্থ যার অজানা, ভালোর সৌন্দর্য উপলব্ধি করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব না। বাস্তবের সাথে তার জীবনের কোনো সংযোগই ঘটে না, যে কুহকের ভয়ে জীবন দ্বার রুদ্ধ করে রাখে। সুতরাং তার পক্ষে কখনই সত্য দিয়ে জীবন সুসজ্জিত করা সম্ভব নয়। তাই সত্যকে পেতে গেলে মিথ্যার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু সমাজের এমন এক শ্রেণির মানুষ যারা যাবতীয় অর্থসম্পদ নিজেদের কুক্ষীগত করতে সদা সচেষ্ট থাকে। এই বিত্তবান শ্রেণির লোকেরা নিজেদের অঢেল ধন-সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও সম্পদের লোভ ত্যাগ করতে পারে না। তাদের এই বিকৃত লোভের শিকার হয় দরিদ্র ও অসহায় মানুষেরা। আর এই ধারা প্রচলিত হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। জমিদাররা যেমন বিপুল সম্পদের মালিক হয়েও সামান্য খাজনার জন্য দরিদ্র প্রজার সহায়-সম্বলটুকু কেড়ে নিতে কুণ্ঠিতবোধ করতো না, তেমনি বর্তমানেও ক্ষমতা পিপাসু একটা শ্রেণি নিজেদের জন্য একের পর এক সম্পদের ইমারত গড়ে তুলছে। আর এই সম্পদ আহরণের নেশায় মত্ত হয়ে তারা নিজেদের মানবতাকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না। তারা সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মানুষদের অধিকারবঞ্চিত করে নিজেদের সম্পদের পাহাড় বানিয়ে চলে ক্রমাগত। কেননা তাদের আরো সম্পদ, আরো ভোগ-বিলাসিতার প্রয়োজন। বিত্তবানদের এই ধরণের বিকৃত অর্থলিপ্সার কোনো সীমা নেই বরং দিনে দিনে তাদের লালসা বাড়তেই থাকে। অঢেল সম্পদের মালিক হয়েও, আরো পাওয়ার ইচ্ছা তাদেরকে অমানুষে পরিণত করে। নিজেদের সম্পদ আরো বাড়িয়ে তোলার নেশায় তারা ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সাদা-কালো কোনো কিছুই বাছ-বিচারি করে দেখে না। কেউ তিনবেলা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারলেই খুশি, আবার কেউ হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না; আরো সম্পদের অভাবে সে কাতর। আরো সম্পদশালী হতে গিয়ে তারা সুদ, ঘুষ, চুরির মতো নানারকম দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। এমনকী অর্থলিপ্সায় কাতর এই বিত্তবান লোকগুলো গরিবের মুখের অন্ন, মাথা গোঁজার নিরাপদ আশ্রয়, ন্যূনতম শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারগুলো হরণ করে নিজেদের সম্পদের পাহাড় আকাশচুম্বী করে তোলে। আর ঠিক এভাবেই সমাজে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। দরিদ্রের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে ধনীরা হয় আরো ধনী, অন্যদিকে যারা দরিদ্র তারা আরো বেশি দরিদ্র হয়ে পড়ে। জীবনধারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা যোগান না দিতে পেরে তারাবস্তির ঘুপচি ঘরে, অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

CS CamScanner

তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলে। আর এজন্য সে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, পাশাপাশি মানবতার কল্যাণে কাজ করে। সমাজে মানুষ তার কর্মের কারণে দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তম এবং অধম। উত্তম সর্বদাই মানব কল্যাণে নিয়োজিত। যাবতীয় ভালো এবং জনহিতকর কাজ সে সম্পাদন করে থাকে। অপরদিকে অধম কখনোই মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয় না। মানবধর্ম ভুলে সে আপন কাজে ব্যস্ত হয়। সমাজ-সংসার তাদের কাছ থেকে কিছুই পায় না। কোনো সমাজেই সে অনুকরণীয় হতে পারে না। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে আমাদের রয়েছে ভাল-মন্দ নির্ণয়ের ক্ষমতা বিবেকবোধ এবং চিন্তার ক্ষমতা। যে তার স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে ভাল-মন্দের বিচার না করে খারাপ কাজে লিপ্ত হয় সে সমাজে অধম হিসেবে বিবেচিত হয়। উত্তম স্বভাবের মানুষ সমাজের অন্য মানুষদের উত্তম হওয়ার প্রেরণা যোগায়। দুনিয়ার সর্বত্রই উত্তম মানুষগণ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার সাথে স্মরণীয়। অন্যদিকে অধম কোনো সমাজেই সমাদৃত নয়। একজন মানুষ সমাজে তার অবস্থান সৃষ্টি করে জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তাশীল মনের প্রখরতা দিয়ে। অধম সব সময়ই অকল্যাণকর কাজে রত। উত্তম এবং অধমের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয় তাদের কাজ, চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। আর সেজন্যই উত্তম সর্বদা অধমের চেয়ে আলাদা। সে কখনোই অন্যের সাথে নিজের তুলনা করে না। উত্তম তাই অধম থেকে নিজেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে এবং সমাজে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। মূলত প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকলে মানুষ শত অধমের সঙ্গে থেকেও উত্তম মানুষ তথা ভালো মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছে। সে স্বীয় মেধা-মনন, বিবেক-বুদ্ধির গুণেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। কোনো মানুষই অপরাধী হয়ে পৃথিবীতে আসে না। প্রতিটি মানুষই নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর বিরূপ পরিবেশ, নেতিবাচক পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে অনেক সময় তার বিবেক-বুদ্ধি, ন্যায়-অন্যায়, বিচারবোধ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। সে তখন পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মানুষের এই পাপ কার্যে লিপ্ত হওয়ার পেছনে মুখ্যত সে নিজে দায়ী নয়। তাই পাপকার্য ঘৃণিত ও বর্জনীয় হলেও পাপীকে বর্জন করা উচিত নয়। বরং তাকে কলুষতামুক্ত জীবনে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া অন্য সকল মানুষেরই দায়িত্ব এবং কর্তব্য। পাপ এক ধরনের ব্যাধি। মানুষ রোগ-ব্যাধিকে ঘৃণা করলেও রোগাক্রান্ত মানুষকে ঘৃণা করে বর্জন করতে পারে না। পাপ ময়লা-আবর্জনা স্বরূপ। ময়লা-আবর্জনা ধারণকারী ডাস্টবিনকে কেউ সযত্নে ঘরে তুলে রাখে না। পাপরূপী আবর্জনাকে ধারণ করলেও মানুষ কিন্তু ডাস্টবিন নয়। ডাস্টবিন জন্ম থেকেই ডাস্টবিন। আর মানুষ জন্ম থেকেই মানুষ। আবর্জনা পরিষ্কার করলেও ডাস্টবিন গ্রহণীয় নয়। কিন্তু মানুষ পাপমুক্ত হলে সভ্যসমাজে সাদরে গ্রহণীয়। দিনের পর দিন অপরাধ করলেও মহান স্রষ্টা তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলেন না। পর্যাপ্ত সুযোগ ও সময় দান করেন আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সুস্থ-সুন্দর জীবনে ফিরে আসার জন্য। ভয়ঙ্কর অপরাধীকেও দেখা যায় অনুতপ্ত হয়ে আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। ইতিহাসে এরূপ বহু নজির আছে। বস্তুত পাপী বড় অসহায়, দুঃখী। সে আরও অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়তে পারে যদি তাকে ঘৃণায় দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। সে গভীর অন্ধকারে চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে যদি সে আলোকিত জীবনে ফিরে আসার সুযোগ না পায়।

কীর্তিমানের মৃত্যু নাই

মানুষ মরণশীল অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে প্রত্যেকেই অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর পৃথিবীর সাথে মানুষের চির বিচ্ছেদ ঘটে মৃত্যুর মাধ্যমেই। কিন্তু কিছু কিছু ব্যক্তি তাদের অমর কীর্তির জন্য মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকেন মানুষের মধ্যে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ), ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যীশু খ্রিষ্ট, গৌতম বুদ্ধ এঁরা সকলেই মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে এক সময় মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তাঁরা আজও আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন তাঁদের মহান কীর্তির জন্য। সক্রেটিস, এরিস্টটল নেই, রয়েছে তাঁদের দর্শন; শেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ নেই, রয়ে গেছে তাঁদের কাব্য। নিউটন, আইনস্টাইন চলে গেছেন, রেখে গেছেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও মতবাদ, যা আধুনিক বিজ্ঞানের চালিকাশক্তি রূপে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে; পিকাসো, ভিঞ্চি আজ আর নেই আজও অম্লান আছে তাঁদের চিত্রকর্ম; বিটোফেন, মোজার্ট নেই, রয়েছে তাঁদের সুরসৃষ্টি। এভাবেই মানুষ বেঁচে থাকে তাদের মহান কর্মের মাধ্যমে। কীর্তিমান মানুষের মৃত্যু হয় না, পৃথিবীতে তাঁরা কৃতকর্মের মহিমায় লাভ করেন অমরত্ব। জগৎ এবং জীবনের জন্য কল্যাণকর কাজ করে পৃথিবীতে বেঁচে থাকেন, তাঁদের অম্লান কীর্তিই তাঁদেরকে বাঁচিয়ে রাখে পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে, মননে। ক্ষণস্থায়ী জীবনে যে ব্যক্তি জীবনকে উৎসর্গ করেন মানবকল্যাণে, নিজেকে নিয়োজিত করে মহৎকর্মে, গৌরবময় কীর্তির স্বাক্ষর রেখে জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারেন, যদিও তাঁর দেহের বিনাশ সাধন হয়, তবুও তাঁর স্বকীয় সত্তা থাকে মৃত্যুহীন। তার গৌরবময় কীর্তিই তাঁকে যুগ থেকে যুগান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে বাঁচিয়ে রাখে।

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

পদ্মকে তুলতে গিয়ে কাঁটার ভয় করলে চলবে না। কাঁটার ভয়ে বা কাঁটার আঘাতে যদি কেউ পদ্ম তুলতে না যায়, তাহলে তার পক্ষে পদ্ম আহরণ সম্ভব হবে না। তেমনি দুঃখকে বাদ দিয়ে জীবনে সুখের আশা করা যায় না। একটিকে চাইতে গেলে অপরটিকে মেনে নিতে হয়। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ জয়-পরাজয় ইত্যাদি নিয়েই আমাদের জীবন। একটি অপরটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। দুঃখকে বাদ দিলে জীবনে সুখের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। দুঃখের মধ্য দিয়েই জীবনে সুখের আস্বাদ লাভ করা যায়। দুঃখের ভয়ে যে তার নিজ কর্ম থেকে বিরত থাকে তার পক্ষে সুখ লাভ করা সম্ভব নয়। সফলতার পথ কণ্টকাকীর্ণ। এই কাঁটার ভয়ে যে সেই পথে হাঁটে না সে কখনো সফল হয় না। দুঃখ-যন্ত্রণা, পরিশ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষ তার গন্তব্যে পৌঁছায়। আর যারা দুঃখ-যন্ত্রণা, ক্লান্তির ভয়ে ভীত হয় তারা সহজেই ঝরে পড়ে সাফল্যের পথ থেকে। তাই সকল প্রতিকূলতাকে বরণ করেই মানুষকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। পৃথিবীতে যাঁরা বড় হয়েছেন, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁরা সবাই সাধনার দ্বারা দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করেই হয়েছেন। পরাজয়ের গ্লানি, পরিশ্রমের কষ্টকে জয় করার মাধ্যমেই সফলতা অর্জন করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন ব্যর্থতাই মানুষের জীবনের প্রথম সাফল্য।

সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি থেকে অর্জিত শিক্ষা এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা মূলত পরীক্ষা পাশের শিক্ষা, জীবিকার্জনের শিক্ষা। সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে এ শিক্ষা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তাই স্কুল কলেজের শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থে সুশিক্ষা বলা যায় না। সুশিক্ষার অর্থ স্বশিক্ষা। স্কুল-কলেজের শিক্ষার পাশাপাশি স্বচেষ্টায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্ঞানান্বেষণ সুশিক্ষার পর্যায়ে পড়ে। সুশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি হবেন কুসংস্কারমুক্ত, তার চিন্তা হবে সুদূরপ্রসারী, বৈজ্ঞানিক ও মুক্তবুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত। এমন অনেক ডিগ্রিধারী লোক আছেন যাদের শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনচর্চার কোনো সামঞ্জস্য ঘটেনা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষের বাহ্যিক অবয়ব তৈরি করতে পারলেও তার অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারে না। মূলত শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞানশক্তি অর্জন করা। শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে অর্জন সাপেক্ষ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান আহরণের পথ অনেক সময় সুগম হলেও তাতে পূর্ণতা আসে না। স্বশিক্ষায় অর্জিত জ্ঞান ছাড়া মানুষের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হয় না। স্বশিক্ষা মানুষকে সুদূর প্রসারী জ্ঞানদান করে। তখন তিনি বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়ে উঠেন, পরিশীলিত রুচিবোধে হয়ে উঠেন উদার ও নম্র স্বভাবের। বস্তুত প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান মুখ্য নয়। পৃথিবীতে অনেক স্বশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, যারা প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছাড়াই মুক্ত চিন্তা ও জ্ঞান দিয়ে মানবতার উপকার করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। স্বচেষ্টায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এঁরা জ্ঞান রাজ্যে বিচরণ করেছেন। তাই বলা যায় যারা প্রকৃত অর্থেই শিক্ষিত আর জ্ঞানী তারা সকলেই স্বশিক্ষায় শিক্ষিত।

শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির, লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

মহৎ মানুষ হিংসা, দীনতা, হীনতা ও স্বার্থপরতা থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। উদার, মানব প্রেমিক এসব মানুষ সর্বদা সকল মানুষের মঙ্গল চিন্তা করেন। তাদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও কর্ম দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণসাধন করেন। তারা কখনো আপন গৌরবের কথা, উপকারের কথা অন্যের কাছে

CS CamScanner

গর্ব করে প্রচার করেন না। সমাজের মানুষকে তারা বটবৃক্ষ হয়ে আগলে রাখেন। তারা নিঃস্বার্থভাবে অপরের জন্য কাজ করে যান। বিপরীতে আমাদের সমাজে কিছু হীন, স্বার্থপর মানুষ আছে যারা সর্বক্ষণ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অন্যের উপকারের কথা স্বীকার করতে চায় না। বরং কখনো যদি উপকারীর সামান্যতম উপকার করতে পারে, তবে তা অতিরঞ্জিত করে প্রচার করে। তারা কখনোই বুঝতে চেষ্টা করে না যে তারা কতটা ক্ষুদ্রমনা। এই অকৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় শৈবালের জীবনে। শৈবালের জন্ম দিঘীর জলে, দিঘীর জলেই তার অবস্থান। দিঘী তাকে পরম মমতায় তার জলে স্থান দেয়। সেই জলেই শৈবালের বেড়ে ওঠা। শৈবালের উচিত দিঘীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। কিন্তু তা না করে মিথ্যে বাহাদুরি দেখায়। কেননা, শৈবালের ডগায় রাতের শিশির বিন্দু জমে। এক সময় তা দীঘির জলে পড়ে। অকৃতজ্ঞ শৈবাল তখন অহংকার করে এই বলে যে, সে দীঘিকে এক ফোঁটা পানি দিয়েছে। তার এই এক ফোঁটা পানি নিতান্তই তুচ্ছ যা দীঘির তেমন কোনো উপকারে আসে না। বরং এতে শৈবালের হীনমন্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের সমাজের অকৃতজ্ঞ মানুষগুলোও শৈবালের মতোই।

আত্মশক্তি অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে। আত্মশক্তি অর্থাৎ মানুষের নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে বাড়ানোই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আত্মশক্তি মানুষের মাঝে সুপ্ত অবস্থায় থাকে বলে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ নিজের শক্তিকে বুঝতে পারে না। শিক্ষা সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। জগতে নিজের অবস্থানকে মজবুত করে ধরে রাখতে শিক্ষার প্রয়োজন। তাই শিক্ষাকে সারা বিশ্বে একটা নির্দিষ্ট ধাপ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। কারণ জ্ঞানীগুণীরা জানেন শিক্ষা গ্রহণ না করে কেউ সফল হতে পারে না। আর যারা অশিক্ষিত, শিক্ষা গ্রহণ করে না তারা নিজেদের শক্তিকে বিকশিত করতে পারে না। তবে শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা মানুষকে সফল করতে পারে না। এমন শিক্ষা অর্জন করতে হবে যা মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তোলে এবং প্রতিকূল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। আত্মশক্তি মানুষকে স্বনির্ভর হতে শেখায়, মানুষকে যোগ্য করে গড়ে তোলে এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী করে। আত্মশক্তি আত্মবিশ্বাসেরই প্রতিরূপ। তাই প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে পারে এমন শিক্ষা অর্জন করতে হবে। জীবনে সফল হতে হলে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়, অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়। নিজের যোগ্যতা না থাকলে কেউ এতসব প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে পারে না। আর এই যোগ্যতা অর্জিত হয় শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। এছাড়া মানুষের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের পথ দেখায় শিক্ষা। তবে যে শিক্ষা আত্মবিশ্বাসকে বাড়াতে পারে না সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। কারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে বাড়ানো। আত্মশক্তি না থাকলে মানুষ পরনির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। যা কারো কাছেই পছন্দনীয় নয়। তাই শিক্ষা গ্রহণ করে আত্মনির্ভর হয়ে নিজেকে দেশ ও সমাজের যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশ পরিচয়
সেই আশরাফ জীবন যাহার পুণ্য কর্মময়

মানুষের যশ, গৌরব, সম্মান, প্রতিপত্তি সবই নির্ভর করে কর্মের ওপর, জন্মের ওপর নয়। সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় আশরাফ ও আতরাফ-এ দুই শ্রেণির মধ্যে সামাজিক বৈষম্য থাকলেও আধুনিক সভ্যতায় তা একেবারে অর্থহীন। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বংশ পরিচয়ের ভূমিকা গৌণ। এখানে কর্মময় জীবনের অবদানই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পদ্মফুলের সৌন্দর্যই বড়। পঙ্কে জন্মেছে বলে তাকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। মানুষের জন্মের ব্যাপারে নিজের কোনো হাত থাকে না। নিচু কুলে জন্মগ্রহণ করে জগতে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা নিজ মহৎ কর্মের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, ফ্রান্সের নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, ভারতের এ. পি. জে আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও নিজ কৃতকর্মের দ্বারা বিশ্বে আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে কর্মের মাধ্যমেই মানুষের প্রকৃত বিচার হয়। নিচুকুলে জন্মগ্রহণ করে সে নিচু হতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। তার কৃতকর্মই তাকে পরিচয় করিয়ে দেয় বিশ্বের দরবারে। মহৎ কার্যাবলির মাধ্যমে সে সবার কাছে প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তার মহৎ গুণাবলীর

জন্যই সে প্রশংসিত হয় যুগ যুগ ধরে। তখন তার জন্ম কোথায় হলো দেখা হয় না, তার কর্মই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, বংশ গৌরব বা ধর্ম মানুষকে যথার্থ পরিচয় দিতে পারে না। তার কৃতকর্ম ভালো না হলে সকলেই তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। পৃথিবীতে এমন অনেক উদাহরণ মেলে যারা উঁচু বংশে জন্মগ্রহণ করেও বিভিন্ন পাপকর্মের কারণে সমাজে বারবার ধিকৃত হয়েছেন। সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই মানুষের উচিত বংশ গৌরবের বড়াই না করে আপন কর্মের মাধ্যমে নিজেকে সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করা। এতেই জীবনের সার্থকতা নিহিত।

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর, মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেতে সুরাসুর।

মানুষ পার্থিব জগতের বাইরেও মৃত্যুর পরে এক নতুন জগৎ কল্পনা করে। যা স্বর্গ ও নরকের সমন্বয়ে গঠিত। ধর্মীয় চিন্তা থেকে মানুষ পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের হিসাব করে থাকে। আর এই অনুভূতি থেকেই স্বর্গ ও নরক লাভের কথা ভাবে। নরক একটি ভয়ংকর জায়গা যেখানে শাস্তি দেয়া হয়। আর স্বর্গ হচ্ছে অনাবিল সুখ-শান্তির জায়গা। মানুষ পৃথিবীতে কৃতকর্ম অনুসারে স্বর্গ ও নরকে জায়গা করে নিবে। যারা ভালো কাজ করবে তারা স্বর্গে বাস করবে। আর যারা খারাপ কাজ করবে তারা নরকে বাস করবে। মূলত এই স্বর্গ-নরক আর কিছুই নয়, এটা মানুষের কর্মফলের উপর নির্ভর করে। মানুষের প্রতিদিনকার কাজের মাঝেই স্বর্গ-নরক বিরাজমান। লোভ-লালসা, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা মানুষকে পশুতে পরিণত করে। ফলে সে ন্যায় অন্যায়ের সীমারেখা ভুলে যায়। নিজেকে নানা রকম খারাপ কাজে জড়িয়ে ফেলে। আর এসব কারণেই সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। পৃথিবীতে নেমে আসে এক নরক যন্ত্রণা। এ সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে মানুষকে অন্যায় ছেড়ে ন্যায়ের পথে আসতে হবে। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, সৌহার্দ্য গড়ে তুলতে হবে। একে অন্যের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। অন্যের কল্যাণ সাধনের জন্য সর্বদা চেষ্টা করতে হবে। এমন কোনো কাজ করা যাবে না যাতে অন্যের ক্ষতি হয়। সকলে যদি সৎ ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে, তাহলেই কেবল এ পৃথিবীতে স্বর্গীয় সুখ লাভ করা সম্ভব।

অর্থই অনর্থের মূল

সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণের জন্য মানুষ অর্থের ওপর নির্ভর করে। অর্থ আবশ্যক মানুষের প্রয়োজন মেটায় বলে অর্থ ছাড়া জীবনকে অনেকেই অর্থহীন মনে করে। মানুষের প্রতিপত্তি সম্মান বর্তমান সমাজে অর্থ দ্বারা নির্ণয় করা হয়। তাই মানুষের অর্থ অর্জনের চেষ্টার কমতি নেই। অর্থ যেমন মানুষের সকল সুখ-শান্তি, মর্যাদা, প্রতিপত্তি সবকিছুর মূলে কাজ করে তেমনি হানাহানি, প্রতিহিংসা, অশান্তি তথা সমস্ত অপকর্মের মূলেও কাজ করে। অর্থের লোভেই মানুষ নীতিবর্জিত হয়ে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। অর্থের কারণেই আপনজনের ভালোবাসাহীনতা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছেদ, বন্ধুতে বন্ধুতে বিচ্ছেদ, জাতি-জাতিতে হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হয়। জগতের যাবতীয় অনাসৃষ্টি, অঘটন, বিশৃঙ্খলা সবকিছুর মূলে রয়েছে অর্থ। অর্থ এমন এক উপাদান যার নেশায় মানুষ নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতম কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। অর্থ নেশায় চিন্তা-চেতনা, আচার-ব্যবহার, কাজকর্ম সবকিছুই অর্থমুখী হয়ে ওঠে। অর্থের জন্য মানুষ মানুষকে হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। অর্থ এমন এক জিনিস যার মোহে পড়ে মানুষ নীতি, চরিত্র, বিবেক বিসর্জন দেয়। অর্থের অযাচিত বা অপব্যবহার ধ্বংসই ডেকে আনে, অর্থ হয়ে উঠে সকল অশান্তির উৎস। অর্থের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি মানুষকে পশুত্বের মোড়কে আবৃত করে। সে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থকে বাদ দিয়ে নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। জগতের সকল অপকর্মের পেছনেই অর্থনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় জড়িত। অর্থই মানুষকে কুপথের দিকে ধাবিত করে।

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

প্রত্যেক প্রাণীই একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে। সেই পরিবেশেই সে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। আপন পরিবেশের সাথে তার এক ধরণের সম্পর্ক গড়ে উঠে সেখানেই তাকে সবচেয়ে ভালো মানায়। প্রতিটি প্রাণীই আপন পরিবেশ ছাড়া চলতে পারে না। বন্য প্রাণীর জন্য সুন্দর স্থান হলো বনভূমি। বন্য প্রাণীরা মানুষের সাথে বসবাস করতে পারবে না। নিজস্ব পরিবেশই তাদের সুখ দিতে পারে। বনের পাখিদের বৈশিষ্ট্য হলো আকাশে উড়ে বেড়ানো। সেই পাখিকে দামী খাঁচায় ভরে রাখলেও সে আনন্দ পাবে না। আবার শিশুদের জন্য মায়ের কোলই হলো

CS CamScanner

উপযুক্ত স্থান। মায়ের কোল ছাড়া অন্য কারো কোলে রাখলে সে তৃপ্তি পায় না। লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি, পাবলো পিকাসো প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মে শিশুকে মায়ের কোলেই স্থান দিয়েছেন। কৃষকদের জন্য উপযুক্ত স্থান গ্রাম। জমিতে ফসল ফলানোই তাদের কাজ। শহর তাদের কাছে খাপছাড়া মনে হবে। জলের পরিবেশেই মাছের বৃদ্ধি, জল থেকে ডাঙ্গায় তুললে মাছ মরে যায়। এভাবে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই নিজস্ব বাসস্থান ব্যতীত স্বাধীনভাবে চলতে পারে না। পৃথিবীকে সুন্দরভাবে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রতিটি প্রাণীর আপন আপন পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং প্রতিটি প্রাণী পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ

জীবনে ভোগ ও লালসার কোনো পরিতৃপ্তি নেই। মানুষ যতই ধন-সম্পদ ভোগ করে তার ভোগের লালসা ততই বর্ধিত হতে থাকে। ফলে অপরিমিত ভোগের ব্যবস্থাও তার কাছে অতি সামান্য বলে মনে হয় এবং অন্তরের দিক থেকে সে খুব দরিদ্র হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত লাভের অতৃপ্ত দর্শন তাকে এমনভাবে জর্জরিত করে ফেলে যে, তার সুখ-সম্পদ যত অধিকই হোক, এটা তার কাছে পর্যাপ্ত বলে মনে হয় না। আরও অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার অন্তরে একটি দুঃখানুভূতি জাগিয়ে তোলে। যা আছে তা ভোগে আনন্দ লাভ করতে তখন তার অবসর থাকে না। পক্ষান্তরে প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে সমাজ ও দেশর প্রতি বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমাদের অন্তরে এক অনির্বচনীয় সুখ ও শান্তির ধারা বয়ে যায় যদি তাদের বিপদে এগিয়ে আসতে পারি এবং তাদের পাশে থেকে সেবা করতে পারি। এটা মানুষকে সকল দুঃখ ভুলিয়ে দিয়ে তার কাছে বেহেশতি সুখের সওগাত তুলে ধরে। অতএব ভোগে সুখ লাভ করা যায় না। নিজেকে প্রতিনিয়ত পরার্থে নিয়োগ করে রাখলেই প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়।

গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু

এ বিশ্বজগত স্থিতিশীল নয়। অনন্তকাল ধরে এটি তার আপন নিয়মে চলছে। যেদিন এর ব্যত্যয় ঘটবে সেদিন মহাপ্রলয় সংগঠিত হবে। এ বিশ্বজগতের মতো মানুষের জীবনও চলমান। এই চলমান জীবনে বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে প্রতি পদে পদে সংগ্রাম করতে হয়। কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রাম মানুষকে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দেয়। নদী যখন বয়ে চলে তখন তার বুকে ময়লা আবর্জনা জমে না। কিন্তু যদি নদীর গতি রোধ করা হয় তাহলে নদীটি ছোট হয়ে যেতে থাকে। এবং এক সময় এটি বিলীন হয়ে যায়। বিবর্তনবাদের জনক বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন বলেছেন প্রকৃতির জগতে যে অধিকতর যোগ্য সেই টিকে থাকবে।' অর্থাৎ সকল বাধা বিপত্তিকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে যারা এগিয়ে যেতে পারে তারাই প্রকৃত পরিশ্রমী। তাদের হাতেই রয়েছে সাফল্যের চাবিকাঠি। আর যারা অলস, কর্মহীন তারা জড় পদার্থের মতো। এরা সমাজ সভ্যতার কোনো উপকারতো করেই না বরং গতিশীল জীবনকে ব্যাহত করে। কর্মহীন জীবন মৃত্যুরই নামান্তর। সুতরাং গতিশীলতা ছাড়া মানবজীবন যথার্থ পরিচয় বহন করে না। গতিশীলতাই মানুষের সকল কর্মকে সফল করে তোলে। মৃত্যু অবধি মানুষ এই গতিশীলতাকে পুঁজি করে জীবন পরিচালনা করে এবং সাফল্য লাভ করে।

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড

মানুষের সমুন্নত দেহ গঠনের মূলে রয়েছে মেরুদন্ড মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে মেরুদন্ডর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেরুদন্ডহীন মানুষ চলৎশক্তিহীন, দাঁড়াতে-বসতে অক্ষম। তাই মেরুদন্ডহীন মানুষের জীবন অর্থহীন ও গ্লানিময়। একটি জাতি যখন অন্যান্য জাতির সাথে সমানভাবে দাঁড়াতে না পারে বা চলতে না পারে তখন সেই জাতির উন্নতির পথ থেমে পড়ে। হালবিহীন নৌকা যেমন তীরে পৌঁছাতে পারে না তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নত হতে পারে না। শিক্ষা এবং উন্নয়ন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। কোনো জাতির উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। উন্নয়ন কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়, স্বয়ংক্রিয় কোনো ব্যাপারও নয়, তা সরাসরি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যে জাতি যত-শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। সর্বোত্তম শিক্ষা মানুষের মস্তিষ্কবৃত্তিকে সজাগ

করার পাশাপাশি হৃদয়বৃত্তিকেও জাগ্রত করে। শুধু মস্তিষ্কবৃত্তি প্রগত হলে কোনো জাতি হয়তো কেবল প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন করতে পারে, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে। কিন্তু কোনো জাতির হৃদয়বৃত্তি জাগ্রত না হলে সে জাতির সার্বিক উন্নয়ন সাধন হয় না। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে মানুষের স্তরে উন্নীত করে। আর মানুষ যখন প্রকৃত মানুষের স্তরে উন্নীত হয়, তখন তাদের চূড়ান্ত উন্নয়ন সম্পন্ন হওয়ার পথে কোনো বাধা থাকে না। শিক্ষা হচ্ছে সেই শক্তি যে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানুষ সমাজ ও জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধন করতে পারে। মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন 'শিক্ষাই হচ্ছে মানুষের শক্তি।' এই শক্তিবলে বলীয়ান হয়ে একটি জাতি পরিপূর্ণ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কারমুক্ত হয়ে একটি জাতি সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে। অন্য সকল উন্নত জাতির পাশাপাশি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ডাক্তার, কবি, সাহিত্যিক, প্রকৌশলী,বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক প্রভৃতি। আজকের দিনে যারা শিশু তারাই হবে আগামী দিনের জাতির পথ প্রদর্শক। তারা বড় হয়ে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে। তাদের সুনাম দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিটি শিশুর মধ্যে লুকিয়ে আছে সুপ্ত প্রতিভা। তাকে খুঁজে বের করে কাজে লাগাতে হবে। পৃথিবীর মহামানব ও মনীষীদের জীবন লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তারা শিশুকাল থেকেই নানা বিষয়ে আগ্রহী ও প্রতিভাবান ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, নিউটন, আইনস্টাইন, আব্রাহাম লিংকন প্রমুখের মধ্যে শিশুকাল হতেই সম্ভাবনার বীজ দেখা দিয়েছিল। শিশুরা উপযুক্ত পরিবেশ পেলে বিশ্বকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারে। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ বলেছেন 'শিশুরাই জাতির পিতা'। কাজেই শিশুরা যদি উপযুক্ত শিক্ষা অর্জন করতে পারে তাহলেই দেশের মঙ্গল, জাতির উন্নতি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের দেশের অনেক শিশু অবহেলা-অনাদরে, অশিক্ষা-কুশিক্ষা এবং অপুষ্টিসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। আবার অনেক শিশু জীবন পরিচালনার তাগিদে জড়িয়ে পড়ছে শিশু শ্রমে। শিশুরা নানাভাবে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ এই শিশুরাই আগামী দিনের নেতৃত্ব দিবে। শুধুমাত্র শিশুর স্বার্থের জন্যই নয় বরং দেশের উন্নতি ও জাতির কল্যাণের জন্যই শিশু বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত জরুরী।

যে সহে, সে রহে

জীবনে চলার পথ অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। নানা রকম বাধা-বিপত্তি, গ্লানি, হতাশা, দুঃখ-শোক, ভয়, দারিদ্র্য প্রভৃতি বিরুদ্ধ শক্তি এসে বারবার মানুষের চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এসব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে মানুষকে এ পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়। আর পদে পদে এসব প্রতিবন্ধকতার সাথে লড়তে মানুষের মধ্যে সবার আগে যে মহৎ গুণটির থাকা প্রয়োজন সেটি হলো সহনশীলতা। পৃথিবীর ইতিহাসে যারা চির স্মরণীয় হয়ে আছে তাদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের জীবনের অন্যতম মূলমন্ত্র ছিল সহিষ্ণুতা তথা সহনশীলতা। যুগে যুগে মহামানবেরা সাধারণ মানুষদের কল্যাণের পথে দেখিয়েছেন তাদের অসীম ধৈর্য শক্তির গুণে। এ পথে চলতে গিয়ে তাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্নরকম অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তারা অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেননি। মুহাম্মদ (স.) কিংবা যিশু খ্রীষ্টের জীবন সহনশীলতার অসামান্য নিদর্শন। কেবল মহামানবদের জীবন নয় বরং সাধারণ মানুষের জীবনেও পদে পদে আছে নৈরাশ্যের বেদনা, পরাজয়ের গ্লানি, ব্যর্থতার ক্লান্তি, বিপদের আশঙ্কা। এসবের বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করে মানুষকে এ বিশ্ব সংসারে তার অবস্থান তৈরি করে নিতে হয়। আর ধৈর্য তথা সহনশীলতা হচ্ছে এই সংগ্রামের মূল পাথেয় বা শক্তি। সহনশীল ব্যক্তি পরাজয়, ব্যর্থতা, হতাশা, ক্লান্তি, ভয় প্রভৃতির কাছে কখনোই মাথা নত করে না। উপরন্তু এসবের বিরুদ্ধে ধৈর্য সহকারে সংগ্রাম করে সফলতার পথে এগিয়ে যায়। কেননা সে জানে অধৈর্য্য হলে এই প্রতিকূল শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। মানুষ কঠিন বাস্তবতার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয় একমাত্র সহনশীলতার গুণেই। সহনশীলতা বা ধৈর্যের গুণেই স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস বারবার যুদ্ধে পরাজিত হয়েও মাকড়সার জাল বোনা দেখে যুদ্ধ জয়ের স্বপ্ন দেখেন এমনকি যুদ্ধে জয়লাভও করেন। তাই ব্যর্থতাকে ভয় না পেয়ে বরং সহিষ্ণুতাকে ধারণ করে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

CS CamScanner

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু

মানুষের মধ্যে পার্থিব জগতে কোনো কিছু অর্জনের জন্য যে, দুর্দমনীয় বাসনার সৃষ্টি হয় তার নামই লোভ। মানব জীবনে সবচেয়ে ক্ষতিকর এক রিপু হলো লোভ। মানুষ বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে এই লোভের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে। তখন ভাল-মন্দের বিচার-বিবেচনা জ্ঞান থাকে না। মানুষের মতো মনুষ্যত্ববোধ অন্য পশু পাখির মধ্যে নেই। লোভ মানুষের সেই মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট করে দেয়। আর মনুষ্যত্বহীন মানুষের পশুর মতো বিচার, বুদ্ধি, বিবেক লোপ পায়। লোভ এমনই এক তাড়না যা মানুষকে পশুতে রূপান্তরিত করে। মানুষ পাপ পুণ্যের কথা ভুলে যায় লোভের কারণেই।এর ফলে সে ভালো-মন্দ, পাপ-পুন্য কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে যায় পাপের পথে, ধ্বংসের পথে। লোভী ব্যক্তি যে শুধু নিজের ক্ষতি করে তাই নয়। সে নিজের সাথে সাথে সমাজেরও ক্ষতি করে। অপরদিকে লোভহীন মানুষ পাপ থেকে দূরে থাকে। স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনযাপন করে। এমন নির্মল সুন্দর জীবন পাওয়া লোভী মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। মানুষ মূলত গর্হিত কাজে লিপ্ত হয় লোভের তাড়নায়। এসকল নীতি বিবর্জিত কাজ পাপ কাজ বলে বিবেচিত হয়। এর ফলে সৃষ্টিকর্তা মানুষের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হন। আর মানুষের মানবিকতার আত্মিক মৃত্যু ঘটেএই নীতি বিবর্জিত পাপ কাজের কারনেই।

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

মানুষের জীবন কর্মময়। আর এই কর্মময় জীবনে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর প্রবল আগ্রহই কর্মশক্তির মুল হিসেবে কাজ করে। অসাধ্যকে সাধন করতে আগ্রহের সঙ্গে নিষ্ঠার প্রয়োজন। ইচ্ছাশক্তি মানুষকে সব বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করে। প্রতিদিনই আমাদের কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। পৃথিবীতে বিনা বাধায় কানো কাজই করা যায় না। প্রত্যেক কাজেই কিছু না কিছু বাধা-বিপত্তি ও সুবিধা-অসুবিধা থাকে। সেই বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধা অতিক্রম করতে পারলেই সাফল্য আসে। এজন্য প্রয়োজন প্রবল ইচ্ছা। ইচ্ছা থাকলে কোনো কাজ আটকে থাকে না। ইচ্ছাই মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়।,ইচ্ছাই সকল কর্মের প্রেরণা। দৃঢ় ইচ্ছার কাছে সকল বাধা হার মানে। প্রবল ইচ্ছা নিয়ে কোনো কাজ করলে অতি কঠিন কাজও শেষ হয়ে যায়। পৃথিবীর মহান ব্যক্তিরা এভাবেই সব ধরনের বিপত্তি অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। সম্রাট নেপোলিয়ান তার সেনাবাহিনীসহ আল্পস পর্বতের কাছে গিয়ে অসীম উৎসাহে বলে ওঠেন; আমার বিজয় অভিযানের মুলে আল্পস পর্বত থাকবে না। মূলত তিনি আল্পস পার হতে পেরেছিলেন ও ইচ্ছা শক্তি ও আত্মশক্তির বলে। ইচ্ছাশক্তি হলো মানুষের সকল কাজের মুল। মানুষকে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দিতে ইচ্ছাশক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ওপারেতে সর্বসুখ বিশ্বাস।

মানুষের জীবন সুখ-দুঃখ, বেদনা নিয়েই গড়ে উঠেছে। জীবনে কেউই চিরন্তন সুখী বা দুঃখী নয়। সে সব সময় নিজের চেয়ে অন্যকে সুখী ভাবে। কারণ মানুষ তার অসীম চাহিদার সমন্বয় করতে পারে না। ক্ষুদ্র জীবন পরিসরে মানুষ যখন যেটি চায় সেটিই তার একমাত্র আরাধ্য বস্তু নয়। একটি জিনিসের অভাব মেটানোর পর অন্য জিনিসের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অনেক সময় এই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। অনুরূপ নদীর এক তীর ভাবে অপর তীরে সুখ-শান্তি সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। অপর তীরের ধারণা একই। তাই উভয়কেই অতৃপ্ত এবং অসন্তুষ্ট দেখা যায়। নদীর এক কূল ভাবে যাবতীয় শোভা-সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্র ওপারে। অন্য কূল তার নিজের সুখের কথা ভুলে একই রকম অতৃপ্তির যন্ত্রণায় কাতর হয়। ফলে এমন চিন্তা সুখ শান্তির ব্যাঘাত ঘটায়। মানুষের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ঠিক তেমনি। সে সর্বদাই নিজেকে অন্যের চেয়ে দুঃখী ভাবে। মানুষ আসলে নিজেই জানে না সে কী চায়, কী তার কাম্যবস্তু। সে যা চায়-তা পাওয়ার পর তার প্রতি তার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং আরও নতুন কিছু চায়। অপরের প্রাপ্তি দেখে হিংসাবোধ করে। পরকে সুখী মনে করে পরশ্রীকাতর হয়ে পড়ে। আর তখনই মানুষ অন্যের অকল্যাণ প্রত্যাশা করে। তারা নিজের সুখে তৃপ্ত হতে পারে না তাদের কাছে তখন অন্যের সুখই বড় হয়ে উঠে। মূলত এ ধরণের লোকেরা প্রতিনিয়ত না পাওয়ার অতৃপ্তিতে ভোগে। তারা অপরের প্রাপ্তি দেখে হা-হুতাশ করে কখনও নিজেদের প্রাপ্তির মধ্যে সুখ খুঁজে না। ফলে সব কিছুই তাদের কাছে অতৃপ্তিদায়ক থেকে যায়।

আলো বলে, অন্ধকার তুই বড় কালো, অন্ধকার বলে, ভাই তাই তুমি আলো।

আমরা প্রকৃতিতে আলো এবং অন্ধকারের উপস্থিতি লক্ষ্য করি মূলত প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের ফলেই। প্রতিনিয়ত যথা সময়ে দিনের শেষে অন্ধকারের কালো চাদর পৃথিবীকে ঢেকে দেয়। সকালে রাতের আঁধার ফুরিয়ে এলে সূর্যের আলোয় পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ আলোকিত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মেই এমনটা ঘটে। দিনের স্নিগ্ধতা আর রাতের কোমলতা এসব কিছুকে সৃষ্টিকর্তার অফুরন্ত নিয়ামত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সুন্দর এই পৃথিবীতে পরস্পর বিপরীতধর্মী বিষয় ও বস্তুসমূহের মধ্যে তীব্র আকর্ষণ বিরাজ করে। এসব উপাদানের দ্বান্দ্বিক পালা বদল প্রক্রিয়া সর্বদা সচল এবং অস্তিত্বমান। জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-ধ্বংস, আলো-আঁধার, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ এসব কিছুই পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যদিও বৈশিষ্ট্যগতভাবে এরা একে অপরের বিপরীত। নিজের জীবন প্রতিটি জীবের কাছে অমূল্য সম্পদ। জন্মের পর মৃত্যু অবধারিত বলেই বেঁচে থাকাটা এত মধুর। পৃথিবীতে জীবনের কোনো মূল্যই থাকতো না যদি মৃত্যুর উপস্থিতি না থাকতো। ধ্বংস সব সময়ই অমঙ্গলজনক এবং এটা কারো কাম্য নয়। ধ্বংস পৃথিবীর বুকে কান্না, হাহাকার, ও আর্তনাদ ডেকে আনে। ধ্বংসের এমন ভয়ানক রূপ আছে বলেই মানুষ সৃষ্টিকে লালন করে। মানুষ তখনই সুস্থতার গুরুত্ব বুঝতে পারে যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর সেজন্যেই মানুষ চাই তার সুস্বাস্থ্য রক্ষা করে চলতে। সুখ-দুঃখও তেমন বিপরীতধর্মী উপাদান বলে একে অপরের পরিপূরক। দুঃখ মানুষের মনকে যদি ব্যথিত করতে না পারতো তাহলে মানুষ সুখ ও আনন্দবোধের মর্ম বুঝতে পারতো না। সুখ লাভের আশায় মানুষ দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করতে রাজি হয়। ঠিক একইভাবে প্রকৃতিতে অন্ধকারের উপস্থিতির কারণেই আলো এত মহিমাময় হয়ে উঠেছে। যদি প্রকৃতিতে অন্ধকার না থাকতো তবে আলোর গৌরব এবং দীপ্তি এসব কিছুই ম্লান হয়ে যেত।

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন

যে কোনো কোনো পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। কিন্তু এর থেকেও আরও কঠিন কাজ হলো সেই অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। স্বাধীনতা লাভ অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। কিন্তু তা খুব সহজে লাভ করা যায় না। বহু ত্যাগ স্বীকার ও কষ্টের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় এবং স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে বহু রক্তপাতের মাধ্যমে। কারণ শক্তিমত্ত শাসকেরা কখনই পদানত জাতিকে স্বাধীনতা দান করে না, রক্তপাতের মাধ্যমেই তা অর্জন করতে হয়। তবে স্বাধীনতা অর্জিত হলেই চিরস্থায়ী হয় না। স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য আরও বেশি শক্তির প্রয়োজন। কারণ স্বাধীন দেশের ভেতরে ও বাইরে শত্রুর অভাব থাকে না। সকলের হিংস্রাত্মক দৃষ্টি থেকে দেশকে রক্ষার করার প্রয়োজন রয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বেকার শত্রুরা অদৃশ্যভাবে দেশের ক্ষতি করে। তাদের পরাজিত করা অত্যান্ত কঠিন। যথেষ্ট শক্তিশালী ও সচেতন না হলে অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার মর্যাদা দানের মাধ্যমেই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয় এবং তা খুব কঠিন।

দশের লাঠি একের বোঝা

মানুষের একার তেমন কোনো শক্তি নেই, সবার মিলিত শক্তির কোনো তুলনা নেই। একা যেখানে কোনো কাজের উপযুক্ত বলে গণ্য হয় না, সেখানে অনেকে একত্রিত হয়ে একটা বৃহৎ শক্তিতে রূপ লাভ করে। সমবায়ের মধ্যে যথার্থ শক্তি নিহিত। অন্যদিকে একার পক্ষে যে কাজ করা কঠিন তা বহুজনে ভাগ করে করলে খুব সহজে সমাধা হয়ে যায়। মানুষের সামাজিক জীবন সে উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জীবন হয়ে ওঠে সুখময়। যৌথ জীবনের এই বৈশিষ্ট্য থেকেই মানুষ একতাবদ্ধ জীবনযাপনে নিয়োজিত হয়েছে।

মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই আজ বিশ্ব এত বেশি উন্নত এবং সভ্যতার অগ্রগতিও এত বেশি সাধিত হয়েছে। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের উৎকর্ষের পেছনে বহু মানুষের অবদান কাজ করছে। তাই একার মধ্যে মানুষ কোনো কল্যাণ খুঁজে পায় না। বরং একা যে কাজটি পারে না, দশজনের হাতে পড়ে তা খুব সহজে শেষ হয়ে যায়। আবার দশ জনের কাজ যদি একজনের ওপর পড়ে, তবে তা সম্পাদন করা মোটেই সহজ হয় না। লাঠি যখন একজনের হাতে ব্যবহৃত হয় তা হালকা ও তুচ্ছ বলে মনে হয়। কিন্তু দশজনের লাঠি একজনের হাতে দিলে তা তখন বোঝা হয়ে ওঠে। তেমনি দশজনের কাজ একজনের জন্য বোঝা। আবার একজনের বোঝা দশজনের জন্য সাধারণ ব্যাপার।

CS CamScanner

এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সমবায় পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। এর ফলে জীবনের যৌথ উদ্যোগের নানা নমুনা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। সমবেত উদ্যোগই জীবনকে সুখের আকর করতে পারে- এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

পরিশ্রম ছাড়া কেউ কখনো তার ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারেনি। ছাত্রজীবনে শিক্ষা লাভের জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম। পরিশ্রম ছাড়া জীবনে কেউ সফলতা লাভ করতে পারেনি। একমাত্র পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষ তার ভাগ্যকে বদলাতে পারে। পক্ষান্তরে কিছু কিছু ব্যক্তি আছে যারা কর্মবিমুখ। শ্রম বিমুখতা ও অলসতা জীবনে বয়ে আনে নিদারুণ অভিশাপ। যারা অলস তারা জীবনে কখনোই উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারেনা। তারা দেশ ও জাতির জন্য বোঝাস্বরূপ। মানবজীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে অলসতায় গা না ভাসিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আমরা যদি একজন ভালো ক্রিকেটার অথবা ফুটবলার হতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের পরিশ্রম করতে হবে নয়তোবা আমরা ভালো ফুটবলার কিংবা ক্রিকেটার কিছুই হতে পারব না। আধুনিক বিশ্বের প্রত্যেকটি উন্নত জাতির উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা প্রত্যেককেই নিরন্তর প্রচেষ্টা শ্রম সাধনার বিনিময়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

আপনারে বড় বলে বড় সে নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সে হয়

পৃথিবীতে বিচিত্র লোকের বসবাস। কেউ কেউ নিজেকে প্রচার করতে উন্মুখ। আর কেউ নিজেকে প্রচার করতে বিমুখ। আত্মপ্রচারে লিপ্ত মানুষ নিজেকে বড় বলে জাহির করে বেড়ায়। সে নিজেকে পরোপকারী, উদার, মহান বলে সবার সামনে তুলে ধরে আত্মতুষ্টি লাভ করে। এতে করে তার হীনমন্যতার প্রকাশ পায়। সে আসলে বড় মনের মানুষ নয়। সে সমাজের জন্য যেসব কাজ করে তা লোক দেখানো। লোকে তাকে মর্যাদা দেয় না। জগতে যারা বড় হয়েছেন তারা কেউ আত্মপ্রচার করে বড় হননি। সাধারণ মানুষই তাদেরকে বড় বলে স্বীকার করেছে। যারা পরোপকার করেন, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেন, নিজেদের স্বার্থের চিন্তা না করে অপরের স্বার্থে নিজেদের নিয়োজিত করেন, তারাই সত্যিকারের বড় মানুষ। তারা সমাজের জন্য কাজ করে আনন্দ লাভ করেন। তাদের নিঃস্বার্থ কাজগুলো সমাজে প্রচারিত হোক তারা তা চান না। তারা তাদের কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার, চাল-চলনে সকলের মনে স্থান লাভ করেন। সবাই তাঁদেরকে সম্মান দেখায় এবং সুনাম করে। তারা আত্মপ্রচার করে এ সম্মান ও সুনাম অর্জন করেন না। আর যারা নিজেদেরগুণ প্রকাশ করে বেড়ায়, নিজেদের বড় বলে প্রচার করে, তারা আসলেই গুণী ও বড় মানুষ নয়। আত্মপ্রচার করে কখনও বড় মানুষ হওয়া যায় না। বড় মানুষ হতে হলে অপরের কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে। তাহলেই লোকে বড় মানুষ বলে তার সুনাম করবে। এতেই মানবজীবনের পরম সার্থকতা নিহিত।

নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে বড় করে তোলে

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ সীমিত সময় নিয়ে আসে। এই স্বল্পায়ু মানুষ টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এর মধ্যে কিছু মানুষ নিজের ব্যক্তি স্বার্থের জন্যেই জীবনের মূল্যবান সময়টুকু ব্যয় করে। এরা মানুষের হৃদয়ে স্থান লাভ করতে পারে না। আর কিছু মানুষ মানব কল্যাণেই তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে থাকেন। এরা পৃথিবীর বুকে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। এসব মানব কল্যাণকামী ব্যক্তি কর্মের গুণের দ্বারাই তাঁদের নামকে বড় করে তুলেছেন। অনেক মা-বাবা চিন্তাভাবনা করে বিখ্যাত ব্যক্তির নামে সন্তানের নাম রাখেন। আশা করেন, নামের গুণে তাদের সন্তানেরা বিখ্যাত হবে কিন্তু আসলে তা হয় না। মহৎ ব্যক্তিরা চরিত্রগুণে, চেষ্টা ও মহৎ কার্য দ্বারা স্বনামে গৌরবান্বিত ও মর্যাদাশীল হয়ে উঠেছেন। স্থান পেয়েছেন ইতিহাসের পাতায়, হয়েছেন স্মরণীয় ও বরণীয়। তেমনি পিতা-মাতার আশা পূরণ করতে হলে নামের বড়াই না করে শ্রম, নিষ্ঠা ও কর্মগুণে নিজেকে মহৎ করে গড়ে তুলতে হবে। কারণ গুণই মানুষের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কর্মের গুণেই ব্যক্তির নাম হয় স্মরণীয় ও বরণীয়। গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তার পরিচয় গন্ধ বিতরণ করে মানবচিত্তকে মুগ্ধ করার মধ্যে। পৃথিবীতে মহৎ প্রাণ ব্যক্তিরা কখনো নিজ স্বার্থকে বড়ো করে দেখেননি। তারা সমগ্র মানবের কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিবেদিত করেছেন। এ ধরনের মহৎ ব্যক্তিরা জীবদ্দশায়ই

মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি যেমন লাভ করেন, তেমনি মৃত্যুর পরেও যুগ যুগ ধরে মানুষের অন্তরে বেঁচে থাকেন। অন্যদিকে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা অঢেল বিত্ত-বৈভব ও অহংকার নিয়ে পৃথিবীতে নিজ স্বার্থ নিয়ে জীবন যাপন করেছেন, তারা পৃথিবীতে যেমন সম্মান ও গৌরব অর্জন করতে পারেননি তেমনি মৃত্যুর পরও বেশিদিন মানুষ তাদের স্মরণ রাখেনি। কারণ মানুষের বিচার্য বিষয় তার গুণ ও কর্ম, নাম নয়। যেমনঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এরা সকলেই নামে নয়, মহৎ কর্মগুণে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন এবং ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে তাদের নাম লেখা থাকবে।

মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়

মানবজীবনের সার্থকতা তার কর্মে প্রতিফলিত হয়। বয়স বা জীবনের স্থায়িত্ব দ্বারা মানুষের সাফল্য নির্ণীত হয় না। সময়ের অনন্ত প্রবাহে মানবজীবনের স্থায়িত্ব বেশি নয়। মানুষ খুব অল্প সময়ের জন্যই পৃথিবীতে আসে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। আর এই সম্পাদিত কর্তব্য-কর্ম দ্বারাই নির্ণীত হয় জীবনের সার্থকতা কিংবা ব্যর্থতা। যারা সময়কে কাজে লাগিয়ে জীবনের স্বল্প পরিসরে মহৎ কর্ম সাধন করতে পারেন, মানুষ ও মানবতার কল্যাণে। নিজেকে নিয়োজিত রাখতে সমর্থ হন- তারা মৃত্যুর পরও মানুষের মন থেকে হারিয়ে যান না। তাঁদের কর্মের মাহাত্ম্য তাদের মানুষের মনে স্থায়ী আসন দান করে। যুগের পর যুগ মানুষ তাদের স্মরণ করে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। মরণ তাঁদেরকে ছিনিয়ে নিলেও তাদের কর্ম-কীর্তিকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। কৃতী মানুষেরা তাদের কর্মগুণে বেঁচে থাকেন। তাদের জীবনের সার্থকতা পরিমাপ করা হয় কর্ম দিয়ে। বয়সের হিসাবে তাঁদের জীবনের মেয়াদ নির্ণীত হয় না। পক্ষান্তরে, যারা দীর্ঘদিন বেঁচে থেকেও মহৎকর্ম সম্পাদন করতে পারেন না, তারা তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে চিরতরে হারিয়ে যান। পৃথিবীর মানুষ তাদের সহজেই ভুলে যায়। তাদের বাঁচার হিসাব বয়স দ্বারা নির্ধারিত হয়। এসব মানুষের জীবন সময়ের অনন্ত স্রোতে তলিয়ে যায়। তাই সংক্ষিপ্ত মানবজীবনকে দীর্ঘায়িত করতে প্রয়োজন মহৎ কর্মসম্পাদন। কর্ম-গৌরব ছাড়া সংক্ষিপ্ত মানবজীবনকে প্রলম্বিত করার আর বিকল্প উপায় নেই। যে সকল মনীষীর নাম আজও মানুষের মুখে মুখে পৃথিবীর দিকে দিকে উচ্চারিত হয়, যাদের আমরা পরম শ্রদ্ধাভরে আজও স্মরণ করি তাঁরা ছিলেন মহান কর্মবীর। কর্মগুণেই তারা মানুষের মনে বেঁচে আছেন ও বেঁচে থাকবেন। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, মহাত্মা গান্ধী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ মনীষীগণের দৈহিক মৃত্যু তাঁদের মানুষের মন থেকে কেড়ে নিতে পারেনি। তারা তাদের জীবনের বয়সকে অতিক্রম করে আজও পৃথিবীতে বেঁচে আছেন।

CS CamScanner

বাংলা অনুচ্ছেদ

সড়ক দুর্ঘটনা

সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের সুষ্ট স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোরের সংবাদপত্র হাতে নেওয়া থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও পড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশের সড়ক পথের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আমাদের দেশের সড়ক দুর্ঘটনার জন্য এককভাবে কেউ দায়ী নয়। নানাবিধ কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। যেমনঃ সরু রাস্তা ও রাস্তায় ডিভাইডার না থাকা। চালকদের অসাবধানতা, অদক্ষতা ও লাইসেন্সবিহীন অদক্ষ চালক। অতিরিক্ত মালামাল ও যাত্রী বোঝায় যানবাহন। সড়কের এবং ফুটপাতের ওপর অবৈধ হাটবাজার ও স্থাপনা। বিকল্প যানবাহনের সুবিধা পর্যাপ্ত না থাকা। সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনার অভাব। বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় যেসব চিত্র পাওয়া যায় তা সত্যিই ভয়াবহ ও দুঃখজনক। ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় দুর্ঘটনার হার কম নয়। আজকাল ছোট শহর থেকে শুরু করে গ্রামের দিকেও অনেক বেশি দুর্ঘটনা ঘটছে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ। এটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বহিঃপ্রাঙ্গনে অবস্থিত। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে এখানে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়ে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। এটি ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত অন্যতম পর্যটন বিন্দু। প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছিল অতিক্রুত এবং নিতান্ত অপরিকল্পিতভাবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ শুরু করে রাত্রির মধ্যে তা সম্পন্ন করে। শহীদ মিনারের খবর কাগজে পাঠানো হয় ঐ দিনই। শহীদ বীরের স্মৃতিতে এই শিরোনামে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ছাপা হয় শহীদ মিনারের খবর। মিনারটি তৈরি হয় মেডিকেলের ছাত্র হোস্টেলের (ব্যারাক) বার নম্বর শেডের পূর্ব প্রান্তে। কোণাকুণিভাবে হোস্টেলের মধ্যবর্তী রাস্তার গা-ঘেঁষে। উদ্দেশ্য বাইরের রাস্তা থেকে যেন সহজেই চোখে পড়ে এবং যে কোনো শেড থেক বেরিয়ে এসে ভেতরের লম্বা টানা রাস্তাতে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে। শহীদ মিনারটি ছিল ১০ ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট চওড়া। মিনার তৈরির তদারকিতে ছিলেন জিএস শরফুদ্দিন (ইঞ্জিনিয়ার শরফুদ্দিন নামে পরিচিত), ডিজাইন করেছিলেন বদরুল আলম; সাথে ছিলেন সাঈদ হায়দার। তাদের সহযোগিতা করেন দুইজন রাজমিস্ত্রী। মেডিকেল কলেজের সম্প্রসারণের জন্য জমিয়ে রাখা ইট, বালি এবং পুরান ঢাকার পিয়ারু সর্দারের গুদাম থেকে সিমেন্ট আনা হয়। ভোর হবার পর একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় মিনারটি। ঐ দিনই অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে, ২২ ফেব্রুয়ারির শহীদ শফিউরের পিতা অনানুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে দশটার দিকে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। উদ্বোধনের দিন অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনাবাহিনী মেডিকেলের ছাত্র হোস্টেল ঘিরে ফেলে এবং প্রথম শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলে। এরপর ঢাকা কলেজেও একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হয়, এটিও একসময় সরকারের নির্দেশে ভেঙ্গে ফেলা হয়।

নদী দূষন ও প্রতিকার

নদীমাতৃক দেশ আমাদের ঐ সোনার বাংলাদেশ। এ দেশের ওপর দিয়ে রয়ে চলেছে অসংখ্য নদ-নদী। সারা দেশ জুড়ে মাকড়শার জালের মত বিস্তৃত নদীগুলোর সম্পর্ক আমাদের প্রাণের সাথে। কিন্তু অপরিকল্পিত বাধ নির্মাণ, নদী শাসন, ভয়াবহ দূষণ এবং চারপাশের লোভী চক্রের লোলুপ দৃষ্টি ও অবৈধ দখলদারিত্বের কালো থাবায় নদীগুলো হয়ে পড়েছে সংকুচিত। ফলশ্রুতিতে এক সময়ের স্রোতস্বিনীর উচ্ছ্বলতা ও অফুরন্ত প্রবাহমানতায় অবাধ ছুটে চলা যৌবনা নদীগুলো আজ মৃত্যুপথযাত্রী। তারপর থেমে নেই নদী নির্যাতন; বরং বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়তই। ওয়াসার স্যুয়ারেজ নির্গমনসহ নদ-নদীর পানিতে সব ধরনের কঠিন, গৃহস্থালি ও সেনিটারি তরল বর্জ্যের মিশ্রন রোধ করা। নদীর তীরে শিল্প কারখানার নির্মাণ বন্ধ করাসহ শিল্প-কারখানার রাসায়নিক ও ট্যানারি বর্জ্য পরিশোধন বাধ্যতামূলক করে এর নিরাপদ অপসারণ নিশ্চিত করা। মহানগরে শতভাগ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। নৌযানের বর্জ্য যানের ভিতরে শোধন করা বা বন্দরে শোধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয়। এই দিবসটি উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বজুড়ে ভাষা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সচেতনতা বাড়ানো। এটি ইউনেস্কো দ্বারা সর্বপ্রথম ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তার পর থেকে প্রতি বছর এটি পালিত হচ্ছে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি বাংলা ও উর্দু ভাষার বিতর্কের কারণে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় চার যুবককে হত্যা করা হয়েছিল। ভাষা সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং বিকাশের এবং এটি সারা বিশ্ব জুড়ে প্রচার করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কারণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশ্বজুড়ে পালিত হয়, যদিও এটি বাংলাদেশের একটি সরকারী ছুটি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান বিভাগের সময়, প্রদেশ বাংলা দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল: পশ্চিমাংশটি ভারতবর্ষে পরিণত হয়েছিল এবং পূর্ব অংশটি পূর্ববাংলা নামে পরিচিত যা পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল। এ সময় ভাষাগত ইস্যুসহ অনেকগুলি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা ছিল। ১৯৪৮ সালে যখন সরকার উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসাবে ঘোষণা করল তখন এটি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি ভাষায় প্রতিবাদের জন্ম দেয়। এই প্রতিবাদ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং পুলিশ গুলিবিদ্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বিক্ষোভকারীকে হত্যা করে শেষ হয়। তাদের মাতৃভাষার লড়াইয়ের সময় শিক্ষার্থীদের মৃত্যুকে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্মরণ করা হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল ১৯৭১ সালে সংঘটিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সংগ্রাম, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লে একটি জনযুদ্ধের আদলে গেরিলাযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা ঘটে। ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঢাকায় অজস্র সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ ও ইপিআরকে হত্যা করে এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দল আওয়ামী লীগ প্রধান বাঙালিদের তৎকালীন জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ৮ম পূর্বক বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-প্রধান মেজর জিয়াউর রহমান ও চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতা এমএ হান্নান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে সারাদেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধ যুদ্ধ; জীবন বাঁচাতে কয়েক হাজার আওয়ামী লীগের নেতারা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে অশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর), ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ, সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্য এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষ দেশকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কব্জা থেকে স্বাধীন করতে কয়েক মাসের মধ্যে গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে গেরিলা বাহিনী সারাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময় বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে নূন্যতম অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সাহায্য লাভ করে। ডিসেম্বরের শুরুর দিকে যখন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন তারা গেরিলা বাহিনীর কাছে পরাজয়ের লজ্জা এড়াবার জন্য এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ৩ ডিসেম্বর ভারতে বিমান হামলার মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

আয়কর মেলা

দেশের মানুষের আয়কর প্রদানে উৎসাহিত করতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আয়কর বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক সারাদেশ ব্যাপী আয়কর মেলার আয়োজন করে থাকে। মেলায় পুরাতন করদাতারা আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারেন এবং নতুন করদাতারা নিবন্ধিত হয়ে আয়কর প্রদান করতে পারেন। করদাতাদের সাহায্যার্থে মেলাতে থাকে তথ্যকেন্দ্র যেখানে নতুন করদাতাদের পাশাপাশি পুরাতন করদাতারও আয়কর প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ এবং সাহায্য পেয়ে থাকেন। কোন করদাতা যদি তার আয়কর নির্ণয়ে (ক্যালকুলেশন) সমস্যার সম্মুখীন হন তবে তথ্যকেন্দ্রের কর্মকর্তারা বিগত বছরের জন্য তার প্রদেয় করের পরিমাণ

CS CamScanner

নির্ণয় করে দেন। পাশাপাশি একজন করদাতা যদি না জেনে থাকেন যে তিনি কোন কর অঞ্চলের আওতাভুক্ত তবে তিনিও তথ্যকেন্দ্র থেকে সহায়তা পেতে পারেন। করদাতা এবং সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য মেলায় থাকে ফুড কোর্ট। এছাড়া দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য মেলা চলাকালীন সময়ে কোন কোন দিন বিকেল বেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়ে থাকে। এনবিআর জনগণকে কর দিতে উৎসাহিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এনবিআর করদাতাদের জন্য বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে এবং আয়কর মেলা হচ্ছে এসব সেবাকে সবার মধ্যে তুলে ধরার একটি বড় সুযোগ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক শিল্প

পোশাকশিল্পে বাংলাদেশ বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। এ দেশের তৈরি পোশাকশিল্প রপ্তানি বাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বেকার সমস্যা সমাধান, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ শিল্পের অবদান উৎসাহজনক। ১৯৭৭ সালে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ দেশে পোশাক শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে পোশাক শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ শুরু হয়। তখন ১২৫টি পোশাক তৈরির কারখানা নিয়ে এ শিল্পের যাত্রা। বিগত বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, দেশীয় উদ্যোগের সক্রিয় ভূমিকার ফলে বর্তমানে কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ৯০০টিতে। বর্তমানে প্রায় ১২ লাখ নারী-পুরুষ পোশাক শিল্পে কর্মরত, এর ৮৫ শতাংশ নারী। এর মধ্যে অর্ধশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই বেশি। দেশের তৈরি পোশাক শিল্প জাতীয় আয়ের ৬৪ শতাংশ সরবরাহ করছে। ১৯৯৫ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে ১৮৫ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ১০০ শতাংশই রপ্তানিমুখী। বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। সুতরাং এ খাত যে বিপুল সম্ভাবনাময়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সবচেয়ে বড় ক্রেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এর পরই ইউরোপ ও কানাডা। বিশ্বের ৩০টি দেশে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়ে থাকে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি বেলজিয়াম ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি হয়ে থাকে। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি পোশাকের বেশ কদর রয়েছে। ফলে এর বাজার যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোশাক শিল্প বিরাট অবদান রাখবে এবং দেশের বেকার সমস্যা সমাধানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাকশিল্প সুদূরপ্রসারী অবদান রেখে চলেছে। পোশাকশিল্প বিকশিত হওয়ার ফলে দেশের রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশের প্রায় ১০০টি বায়িং হাউস পোশাক সামগ্রী কেনাবেচায় নিয়োজিত। জাতীয় আয়ের প্রায় ৬৪ শতাংশ আসে এ খাত থেকে। তবে এই আয় নির্ভর করে রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর।

বনায়ন

বনায়ন বন ব্যতীত অন্যভাবে ব্যবহৃত জমিতে বৃক্ষরোপণ প্রক্রিয়া। পক্ষান্তরে পুনর্বনায়ন হলো বিদ্যমান নিঃশেষিত বৃক্ষবনে আবার বৃক্ষরোপণ। বন বিভাগের অধীনস্থ বনগুলির শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ: পার্বত্য বন, ম্যানগ্রোভ বন ও সমতলীয় বন। ক্রান্তীয় চিরসবুজ ও আধা-চিরসবুজ প্রজাতি অধ্যুষিত বন আছে দেশের পার্বত্য পূর্বাঞ্চলে। পার্বত্য বনে চার শতাধিক বৃক্ষ প্রজাতি রয়েছে। একটি হিসাব অনুযায়ী লক্ষাধিক হেক্টর পার্বত্য বনের জায়গায় মূল্যবান ও দ্রুতবর্ধনশীল প্রজাতির আবাদ গড়ে তোলা হয়েছে। পার্বত্য বনে বার্ষিক প্রায় ১২,০০০ হেক্টর জমিতে আবাদ করা হচ্ছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রায় ১৮ লক্ষ একর বনভূমি বরাদ্দ আছে। ম্যানগ্রোভ বন দক্ষিণ-এশিয়ার ক্রান্তীয় উপকূলের অনেকগুলি অঞ্চলকে আড়াল করে রেখেছে। এই বনের বাস্তুসংস্থানিক গুরুত্ব সমধিক। এগুলির অর্থনৈতিক তাৎপর্যও আছে। সমুদ্র থেকে কেবল ভূমি উদ্ধার নয়, এগুলি অতি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রত্যক্ষ উৎসও। চাষাবাদের জন্য সুন্দরবন অনুপযুক্ত অঞ্চল এবং বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ বিধায় জায়গাটি প্রায় জনহীন: ব্যতিক্রম শুধু প্রত্যন্ত উত্তর এলাকা যেখানে ভূমি পুনরুদ্ধার চলছে। জোয়ারসেচিত এই বনটি অভ্যন্তর ভাগে প্রায় ১২০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু উপকূলীয় বন রয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ৫০ হাজার হেক্টর জুড়ে, তাতে বেশির ভাগই কেওড়া ও বাইন গাছ। ইদানিং এ ধরনের বনায়নের পরিমাণ বার্ষিক ৮,০০০ হেক্টরের বেশি। উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম ঘূর্ণিঝড় ও আনুষঙ্গিক জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে পরিবেশীয় নিরাপত্তা যোগায়। অধিকন্তু এই বনভূমি সুস্থিত এবং তা নতুন জেগে ওঠা জায়গাগুলিকে চাষ উপযোগী করে আর সেইসঙ্গে জ্বালানি ও মণ্ডের কাঠের চাহিদা মেটায়।

নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে নারীরা তাদের পূর্বের অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের যোগ্যতা ও অর্জনকে তুলে ধরতে পারেন এবং পরিবার, সমাজ বা গণজীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের সিদ্ধান্ত ও অবস্থানকে তুলে ধরেন। নারীর ক্ষমতায়ন মূলত অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক অবকাঠামোতে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি মাধ্যম বা উপায়, যার মাধ্যমে নারীরা নিজেদের মেধা ও যোগ্যতাকে প্রকাশ করতে পারেন এবং নিজেদের অধিকারগুলো আদায়ে সচেষ্ট হতে পারেন। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব, যখন কোনও বাধা বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই নারীরা শিক্ষা, কর্মজীবন এবং নিজেদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনার জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাগুলো ব্যবহারের সুযোগ পান। নারীর ক্ষমতায়নই হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ও সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম চাবিকাঠি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি নারীদের ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ। ১৯৬৭ সালে মহিলা লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু নারীদের মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সব পর্যায়ে নারীদের সম অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে রাষ্ট্রের বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাও সংযোজন করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরপরই সব পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা, নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য অসংখ্য নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করেন এবং বাস্তবিক অর্থে সব পর্যায়ে তা সুসংহত ও কার্যকর করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র একটি অস্থায়ী বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবার পর এর নাম বদলে বাংলাদেশ বেতার করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা থেকে সম্প্রচার শুরু করে বাংলাদেশ বেতার যা এতকাল রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীর মনোবলকে উদ্দীপ্ত করতে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিল। যুদ্ধের সময়ে প্রতিদিন মানুষ অধীর আগ্রহে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্য অপেক্ষা করত। 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটি এ বেতার কেন্দ্রের সূচনা সঙ্গীত হিসাবে প্রচারিত হতো।

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে ঢাকা শহরের কয়েক হাজার নিরস্ত্র বাঙালি নিধন করে এবং একই সাথে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পূর্বে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা এবং একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা প্রদান করে যান। এরই প্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ দুপুর বেলা চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বাদামতলী বেতার কেন্দ্র হতে প্রথম বারের মত স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ঐ বার্তা পাঠ করেন। এর মধ্যেই তৎকালীন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন বেতারকর্মী সিদ্ধান্ত নেন যে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে তারা বেতারের মাধ্যমে কিছু প্রচার করবেন। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তারা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে কাজে লাগানোর চিন্তা করেন এবং তার নতুন নাম দেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। তবে তারা নিরাপত্তার কারণে আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে কাজে না লাগিয়ে শহর থেকে কিছু দূরে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে চলে যান এবং ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে প্রথম প্রচার করেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। সে সময়েই এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি আবার পাঠ করেন। প্রায় ১ ঘণ্টা অনুষ্ঠান করার পর তারা পরদিন সকাল ৭টায় পরবর্তী অনুষ্ঠান প্রচারের ঘোষণা দিয়ে সেদিনের পর্ব শেষ করেন।

বাংলা নববর্ষ

পয়লা বৈশাখ বা পহেলা বৈশাখ (বাংলা পঞ্জিকার প্রথম মাস বৈশাখের ১ তারিখ) বঙ্গাব্দের প্রথম দিন, তথা বাংলা নববর্ষ। দিনটি সকল বাঙালী জাতির ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণের দিন। দিনটি বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ হিসেবে বিশেষ উৎসবের সাথে পালিত হয়। ত্রিপুরায় বসবাসরত বাঙালিরাও এই উৎসবে অংশ নিয়ে থাকে। সে

CS CamScanner

হিসেবে এটি বাঙালিদের একটি সর্বজনীন লোক উৎসব হিসাবে বিবেচিত। গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে বাংলাদেশের প্রতি বছর ১৪ই এপ্রিল এই উৎসব পালিত হয়। বাংলা একাডেমী কর্তৃক নির্ধারিত আধুনিক বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে এই দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চান্দ্রসৌর বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে ১৫ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ পালিত হয়। এছাড়াও দিনটি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ছুটির দিন হিসেবে গৃহীত। বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা দিনটি নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করার উপলক্ষ হিসেবে বরণ করে নেয়। এই উৎসব শোভাযাত্রা, মেলা, পান্তা ভাত খাওয়া, হালখাতা খোলা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়। বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্যবাহী শুভেচ্ছা বাক্য হল "শুভ নববর্ষ"। নববর্ষের সময় বাংলাদেশে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ২০১৬ সালে, ইউনেস্কো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত এই উৎসব শোভাযাত্রাকে "মানবতার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য" হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলা দিন পঞ্জীর সাথে হিজরী এবং খ্রিস্টীয় সনের মৌলিক পার্থক্য হলো হিজরী সন চাঁদের হিসাবে এবং খ্রিস্টীয় সন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এ কারণে হিজরী সনে নতুন তারিখ শুরু হয় সন্ধ্যায় আকাশে নতুন চাঁদ দৃশ্যমান হওয়ার পর আর খ্রিস্টীয় সনে নতুন দিন শুরু হয়। পহেলা বৈশাখ রাত ১২টা থেকে শুরু না হয়ে সূর্যোদয় থেকে শুরু এ নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে, ঐতিহ্যগত ভাবে সূর্যোদয় থেকে বাংলা দিন গণনার রীতি থাকলেও ১৪০২ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ থেকে বাংলা একাডেমী এই নিয়ম বাতিল করে আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে রাত ১২.০০ টায় দিন গণনা শুরুর নিয়ম চালু করে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের সুফল-কুফল

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের দৈনন্দিন জীবন করেছে সহজবোধ্য, দূরে বসবাসরত কাছের মানুষকে এনে দিয়েছে অতি নিকটে। কিন্তু এর ব্যবহার করতে হবে ইতিবাচক ফলাফলের উদ্দেশ্যে, আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে বরং সামাজিক ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির স্বার্থে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদের সবার মাঝে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ইতিবাচক ব্যবহার সুনিশ্চিত করলে একদিন আমাদের দেশ এক সুন্দর আগামীর পথে এগিয়ে যাবে। তাই তরুণদের উচিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা, অনেক বেশি সময় এক্ষেত্রে ব্যয় না করা, ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা এবং উদ্ভাবনীমূলক ও সৃজনশীল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে আনন্দের সাথে জীবনকে উপভোগ করা। যোগাযোগ মাধ্যমের এই বিস্ময়কর অগ্রযাত্রার ফলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ যেন একটি ক্ষুদ্র জনপদে রূপ নিয়েছে। পুরো বিশ্ব এখন আমাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এত ইতিবাচক দিক থাকার পরেও এর অপব্যবহার এবং তার ফলে সৃষ্ট নেতিবাচক ঘটনা বেশ উদ্বেগজনক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রায়ই কোন আলোচিত ঘটনার প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে 'গুজব' ছড়িয়ে যাওয়া এখন বেশ নিয়মিত। এছাড়া বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে ইভটিজিং, হুমকি, প্রতারণা ব্ল্যাকমেইলিং এর মত নানাবিধ সাইবার ক্রাইম এর মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া অশুভ লক্ষণ যা সামাল দেওয়া যথেষ্ট দুরূহ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দ্বারা সংঘটিত এসব অপরাধ প্রবণতা মানবজীবনে সৃষ্টি করেছে নানা জটিলতা। এসব মাধ্যমে আমরা বাস্তবতা বিবর্জিত হয়ে অন্যের সাথে ভার্চুয়ালি পরিচিত হচ্ছি, যেখানে সম্পর্কগুলো বাস্তবতা থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরা এসব ভার্চুয়াল সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছি, এর ফলে আমাদের প্রকৃত সম্পর্কগুলো হুমকির মুখে পড়ছে। আপনজন ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

স্বাধীনতা দিবস

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস যা ২৬শে মার্চ তারিখে পালিত বাংলাদেশের জাতীয় দিবস। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে (কাল রাত) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করে। ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণের ডাক দেন। ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে এই দিনটিকে বাংলাদেশে জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয় এবং সরকারিভাবে এ দিনটিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকার গভীর রাতে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) নিরীহ জনগণের উপর

হামলা চালায়। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গোলাবর্ষণ করা হয়, অনেক স্থানে নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয় এবং অনেক স্থানে পরিকল্পিতভাবে হত্যাকান্ড চালানো হয়। এমতাবস্থায় বাঙালিদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং অনেক স্থানেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা না করেই অনেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। পরবর্তিতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাবার পর আপামর বাঙালি জনতা পশ্চিম পাকিস্তানী জান্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়।

করোনা ভাইরাস

করোনা ভাইরাস বলতে ভাইরাসের একটি শ্রেণিকে বোঝায় যেগুলি স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখিদেরকে আক্রান্ত করে। মানুষের মধ্যে করোনা ভাইরাস শ্বাসনালীর সংক্রমণ ঘটায়। এই সংক্রমণের লক্ষণ মৃদু হতে পারে, অনেক সময় যা সাধারণ সর্দি কাশির ন্যায় মনে হয় (এছাড়া অন্য কিছুও হতে পারে, যেমন রাইনো ভাইরাস), কিছু ক্ষেত্রে তা অন্যান্য মারাত্মক ভাইরাসের জন্য হয় থাকে, যেমন সার্স, মার্স এবং কোভিড-১৯। অন্যান্য প্রজাতিতে এই লক্ষণের তারতম্য দেখা যায়। যেমন মুরগির মধ্যে এটা ঊর্ধ্ব শ্বাসনালী সংক্রমণ ঘটায়, আবার গরু ও শূকরে এটি ডায়রিয়া সৃষ্টি করে। মানবদেহে সৃষ্ট করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এড়ানোর মত কোনো টিকা বা অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। করোনা ভাইরাস ১৯৩০ এর দশকে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। প্রথমদিকে মুরগির মধ্যে সংক্রামক ব্রঙ্কাইটিস ভাইরাস হিসেবে এটি প্রথম দেখা যায়। পরে সাধারণ সর্দি-হাঁচি-কাশিতে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এরকম দুই ধরনের ভাইরাস পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে পাওয়া ভাইরাস দুটি 'মনুষ্য করোনা ভাইরাস ২২৯ই' এবং 'মনুষ্য করোনা ভাইরাস ওসি৪৩' নামে নামকরণ করা হয়। করোনা ভাইরাসে লক্ষণসমূহঃ জ্বর,অবসাদ, শুষ্ক কাশি, বমি হওয়া, শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যাথা, অঙ্গ বিকল হওয়া, মাথা ব্যাথা, পেটের সমস্যা, মুখ ও নাকের স্বাধ হারিয়ে যাওয়া, পায়ের পাতায় ঘাঁস হওয়া

ডিজিটাল বাংলাদেশ

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' একটি প্রত্যয়, একটি স্বপ্ন, যা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। বিরাট এক পরিবর্তন ও ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন এগিয়ে চলছে। একুশ শতকে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ৬ জানুয়ারি ২০০৯ শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বারের মতো শপথ নেন। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের বছরে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণই ছিল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান বিষয়। ১২ ডিসেম্বর, ২০০৮ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করে যে '২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ 'ডিজিটাল বাংলাদেশে' পরিণত হবে। একটি উন্নত দেশ, সমৃদ্ধ ডিজিটাল সমাজ, একটি ডিজিটাল যুগের জনগোষ্ঠী, রূপান্তরিত উৎপাদন ব্যবস্থা, নতুন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি মিলিয়ে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নই দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ডিজিটাল বাংলাদেশ বস্তুত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে সমৃদ্ধি ও উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম, ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণ করবে। 'বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি' ১৭ থেকে ১২ নভেম্বর ২০০৯ এ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ সামিট' নামক এ বিষয়ে প্রথম শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে, যাতে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো আলোচিত হয়। আর এভাবেই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ এ পরিণত হবার পথে এগিয়ে চলেছে।

ছয় দফা কর্মসূচি

ছয়দফা কর্মসূচি পাকিস্তানের দু অংশের মধ্যকার বৈষম্য এবং পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিক শাসনের অবসানের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচি। তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবহেলা ও

CS CamScanner

[illegible] বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোচ্চার হন। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় নেতারা তাসখন্দ-উত্তর রাজনীতির গতিধারা নিরূপণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক জাতীয় সম্মেলন আহবান করেন। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলনে যোগদানের জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি লাহোর পৌঁছেন। পরদিন সাবজেক্ট কমিটির সভায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি হিসেবে 'ছয়দফা' প্রস্তাব পেশ করেন এবং তা সম্মেলনের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরদিন পশ্চিম পাকিস্তানি পত্র পত্রিকায় ছয়দফার বিবরণ ছাপিয়ে শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরূপে চিত্রিত করা হয়। ফলে শেখ মুজিব ৬ ফেব্রুয়ারির সম্মেলন বর্জন করেন। ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়দফা প্রস্তাব এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

মুজিব বর্ষ

মুজিব বর্ষ হল বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালনের জন্য ঘোষিত বর্ষ। বাংলাদেশ সরকার ২০২০-২১ সালকে মুজিব বর্ষ হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত এ বর্ষ উদযাপন করা হবে। বাংলাদেশের জাতির পিতা এবং বঙ্গবন্ধু খ্যাত নেতা অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে) ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। আবার ২০২১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীনতার অর্ধ-শত বার্ষিকীতে পদার্পন করবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমান ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় ঘোষিত বর্ষটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ট্রাফিক জ্যাম

বর্তমানে বাংলাদেশের শহর ও নগরবাসীর কাছে ট্রাফিক জ্যাম এক ভয়াবহ সমস্যা। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বেশ কয়েকটি শহরের তুলনায় ঢাকা শহরে ট্রাফিক জ্যাম সবচেয়ে বেশি। ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যামের একটি অন্যতম কারণ হলো অধিক জনসংখ্যা। এই বাড়তি জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যানবাহন। আর বাড়তি জনসংখ্যার জন্য পরিকল্পিতভাবে রাস্তা-ঘাট না বাড়ায় ট্রাফিক জ্যাম বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রতিদিনই বিশেষ করে অফিস শুরু ও ছুটির সময় মহাখালী, ফার্মগেইট, আসাদগেইট, গুলিস্থান, মতিঝিল, সদরঘাটসহ প্রভৃতি ব্যস্ততম এলাকায় ভয়াবহ ট্রাফিক জ্যামের সৃষ্টি হয়। বাসা থেকে বেরিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছতে স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে লাগার কথা ২০ থেকে ২৫ মিনিট সময়, সেখানে এই অসহনীয় যানজটের কারণে লাগছে এক ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা। এই দুর্বিষহ ট্রাফিক জ্যামে নগরীর জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা যানবাহনে আটকে থাকায় নগরবাসীর কাজকর্মে স্থবিরতা নেমে এসেছে। সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

রূপকল্প ২০২১

রূপকল্প ২০২১ (ভিশন ২০২১ নামেও পরিচিত) ছিল ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হওয়ার আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি নির্বাচনী ইশতেহার। এটি দেশের বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরের জন্য বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক রূপরেখা হয়ে ওঠে। এই নীতিটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিগত আশাবাদীতার নীতিমালা হিসাবে সমালোচিত হয়েছে এবং গণমাধ্যমের রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, কম খরচে ইন্টারনেটে প্রবেশ, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন এর অন্তর্ভুক্ত। এই রূপকল্প ২০২১ হল ২০২১ সালের মধ্যে দেশ কোন অবস্থানে যাবে, এবং এই বছরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী পালন করবে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করাও এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

এটির প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যেখানে দরিদ্রতা সম্পূর্ণরূপে দূর হবে।

- ✓ গণতন্ত্র ও কার্যকর সংসদ
- ✓ রাজনৈতিক কাঠামো, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের অংশগ্রহণ
- ✓ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব এড়ানো
- ✓ রাজনৈতিক সংস্কৃতির রূপান্তর
- ✓ দুর্নীতি থেকে মুক্ত সমাজ
- ✓ ক্ষমতায়ন এবং মহিলাদের জন্য সমান অধিকার
- ✓ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উদ্যোগ
- ✓ বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের অবস্থান

আমার দেশ

সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামল আমাদের এই দেশ বাংলাদেশ। মাঠের পর মাঠ, এঁকে-বেঁকে চলেছে অসংখ্য নদী, চারিদিকে সবুজ সবুজ ছোট বড় বিভিন্ন গাছ, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ, বিভিন্ন পেশার মানুষ মিলে-মিশে একসঙ্গে বসবাস করে এই ছোট্ট দেশে। এই অপরূপ দৃশ্য দেখলে মন ভরে যায়। মনে হয় যেন স্বর্গের থেকেও সুন্দর জায়গা এই দেশ। বাংলাদেশ একটি ছোট্ট দেশ। এই ছোট্ট দেশের আয়তন মাত্র ৫৬,১৭৭ বর্গমাইল বা ১,৪৭,৬৭০ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও বার্মা, দক্ষিণে মিয়ানমার ও বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয় এবং উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয়। বাংলাদেশ একটি বৈচিত্রময় দেশ। এ দেশে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বসবাস করে যেমন: চাকমা, গারো, ত্রিপুরা, মুরং, তংচঙ্গা ইত্যাদি। এদের ভাষা এদের নিজেদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে এরাও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে। তারা সবাই এই ছোট্ট দেশে একসঙ্গে মিলে-মিশে বসবাস করে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনেকটাই কৃষির উপর নির্ভরশীল। তদুপরি এদেশের রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে কৃষিপণ্য থেকে বর্তমানে ২০১১ থেকে ২০১২ অর্থবছরে কৃষির অবদান প্রায় ২০%। বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী কৃষিদ্রব্যগুলো হল: পাট, চা ও তামাক। এগুলো রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। একটি দেশের অন্যতম সম্পদ হচ্ছে যে দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। কিন্তু বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যার অক্ষর জ্ঞান নেই। তাই শিক্ষার হার বাড়ার জন্য বর্তমানে সৃজনশীল শিক্ষার প্রচলন ঘটছে। বাংলাদেশে অনেক ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। যেমন: মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি, লালবাগ দুর্গ, ওয়ারী-বটেশ্বর, সোনারগাঁও ইত্যাদি। বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে বাংলায় ইংরেজদের আগমন ঘটে। বাণিজ্য করার পর ইংরেজরা বাংলার নবাবদের পরাজিত করে নিজে শাসন করে এই বাংলা। প্রায় ২০০ বছর ইংরেজরা বাংলায় শাসন করে। অত্যাচার করে এদেশের নিরীহ নিরপরাধ মানুষের উপর। তারপর ভারতবর্ষের মানুষেরা ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়। স্বাধীন করে ভারতবর্ষকে। বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন দেশ। কিন্তু অনেক বছর আগে বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল না ছিল পরাধীন। ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের অবসান হওয়ার পর ভারত ও পাকিস্তান আলাদা হয়ে যায়। পাকিস্তান বাংলাদেশকে নিজেদের অধীন করে। অত্যাচার-অনাচার করে বাংলাদেশের মানুষের উপর। এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেশকে স্বাধীন করার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী ভয়ানক যুদ্ধ। নয় মাস ধরে চলে এই যুদ্ধ। ৩০ লাখ মানুষ প্রাণ হারায় এ যুদ্ধে। তবুও পাকিস্তানিরা জয়লাভ করতে পারেনি। পরাজিত হয় বাংলাদেশের কাছে। জন্ম হয় এক নতুন রাষ্ট্রের। যার নাম বাংলাদেশ। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের দেশের জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছে দেশকে স্বাধীন করেছে। তারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে বলেই বাংলাদেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিল। আমরাও আমাদের এই দেশকে অনেক ভালোবাসব। কবির ভাষায়: 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

হাজার বছরের বাঙালি জাতির ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) শ্রেষ্ঠতম বাঙালি। গণতান্ত্রিক মূল্যচেতনা, শোষণ মুক্তির আকাঙ্খা এবং অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এ ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যই বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদী ভাবনার মূল কথা। বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে অনিবার্যভাবে এসে যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। দেশের স্বার্থের কাছে, জনগণের স্বার্থের কাছে তিনি নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন এ কারণেই বোধ করি কবি-মনীষী অন্নদাশংকর রায় বাংলাদেশের আরেক নাম রেখেছেন Mujibland। এক অর্থে, বঙ্গবন্ধুই একটা পর্বের বাংলাদেশের ইতিহাস। তার জীবন ও কর্মের ক্রমিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা বিশেষ সময়খণ্ডের কথা আমরা জানতে পারি। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির শৃঙ্খল থেকে তিনি বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন দেশকে স্বাধীন করতে। এই মুক্তির সংগ্রামে তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ ভেবে জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, কিশোর বয়স থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন প্রতিবাদ, সর্বদা বলেছেন সত্য ও ন্যায়ের কথা এবং এভাবে হয়ে উঠেছেন স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক। সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে তিনি কখনও দূরে সরে যাননি, ভীত ও অত্যাচারের মুখেও সর্বদা তিনি সত্য ও ন্যায়ের কথা বলেছেন, শোষিত মানুষের

অধিকারের কথা বলেছেন। শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর এই নির্ভীক অবস্থানের কারণে তিনি কেবল বাংলাদেশেই নয়, শোষিত-নির্যাতিত বিশ্বমানব সমাজেরও অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত আলজিয়ার্সের জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের কথা, যেখানে তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন 'বিশ্ব আজ দু'ভাবে বিভক্ত শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন এসব স্থানে শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়, বিশ্বের শোষিত নির্যাতিত মানুষ বাঙালির বঙ্গবন্ধুকে বরণ করে নেয় নিজেদের নেতা হিসেবে।

একুশে ফেব্রুয়ারী

একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এটি বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের একাধারে মর্মান্তিক ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি বিজড়িত একটি দিন। ১৯৫২ সালের এ দিনে (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৯) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহীদ হন। তাই এ দিন শহীদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বঙ্গীয় সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালি মুসলমানের আত্ম-অন্বেষায় যে ভাষা চেতনার উন্মেষ ঘটে, তারই সূত্র ধরে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভাষা-বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন হয় এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তার চরম প্রকাশ ঘটে। ওই দিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়। এতে আবুল বরকত, আবদুল জব্বার ও আবদুস সালামসহ কয়েকজন ছাত্ররা হতাহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সমবেত হয়। নানা নির্যাতন সত্ত্বেও ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি পুনরায় রাজপথে নেমে আসে। তারা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের জন্য অনুষ্ঠিত গায়েবি জানাজায় অংশগ্রহণ করে। ভাষা শহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ, যা সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারী গুঁড়িয়ে দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারির এ ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে ৯ মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তখন থেকে প্রতি বছর এ দিনটি জাতীয় 'শোক দিবস' হিসেবে উদ্যাপিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা এক মিনিটে প্রথমে রাষ্ট্রপতি এবং পরে একানিক্রমে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষকবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং সর্বস্তরের জনগণ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার-এ এসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এ সময় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' গানের করুণ সুর বাজতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হয়। এদিন শহীদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে রেডিও, টেলিভিশন এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেশের সংবাদপত্রগুলিও বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যে চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে বাঙালিরা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, আজ তা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এক ও অবিচ্ছেদ্য বিষয়। স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর কাছে কোনো আকস্মিক বিষয় ছিল না, বরং ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনিবার্য জাতীয় স্বাধীনতার দিকে তিনি বাংলার জনগণকে প্রস্তুত করেছিলেন। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্যে যেমন দেশের ভৌগোলিক স্বাধীনতার কথা অন্তর্ভুক্ত তেমনি মানুষের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের

আকাঙ্ক্ষাও ধারণ করেছে ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। বঙ্গবন্ধু '৭১ এর ৭ই মার্চ যে ভাষণ দিয়েছিলেন ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঙালির হাজার বছরের দুঃখ-বেদনা, বঞ্চনা এবং ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে থাকার ইতিহাস, কৃষক, কৈবর্ত, উপজাতিদের বিদ্রোহ প্রভৃতির বারুদ ঠাসা উপাদানে তার সচেতন এবং অবচেতন মনে এই ভাষণটি তৈরি হয়ে প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়েছিল। এ দিন লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের উপস্থিতিতে এই মহান নেতা ঘোষণা করেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।' একাত্তরের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর এই উদ্দীপ্ত ঘোষণায় বাঙালি জাতি পেয়ে যায় স্বাধীনতার দিকনির্দেশনা। এরপরই দেশের মুক্তিকামী মানুষ ঘরে ঘরে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একাত্তরের ৭ই মার্চে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র হয়ে পড়ে। একইভাবে এ ভাষণ শুধু রাজনৈতিক দলিলই নয়, জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় বিধানের একটি সম্ভাবনাও তৈরি করে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘের শিক্ষাবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো।

জলবায়ু পরিবর্তন

কোন জায়গার গড় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদী ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন যার ব্যাপ্তি কয়েক যুগ থেকে কয়েক লক্ষ বছর পর্যন্ত হতে পারে তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল; যেমন- জৈব প্রক্রিয়াসমূহ, পৃথিবী কর্তৃক গৃহীত সৌর বিকিরণের পরিবর্তন, ভূত্বক গঠনের পাতন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ইত্যাদি। তবে বর্তমান কালে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন বললে সারা পৃথিবীর ইদানীং সময়ের মানবিক কার্যকর্মের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন বোঝায় যা ভূমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি বেশি পরিচিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বাতাস, ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রধান কারন হচ্ছে গ্রিনহাউস এফেক্ট। শক্তি উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানির পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, মিথেন সহ নানা ধরনের ক্ষতিকারক গ্যাস বৃদ্ধি পায় এবং এই গ্যাস গুলো আমাদের বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে চলেছে। ফলাফল স্বরূপ মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে,যার কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী নিম্ন অঞ্চলগুলো প্লাবিত হচ্ছে। মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়া মেরু অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: এসিড বৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি বড় কারন হচ্ছে অধিক পরিমাণে বৃক্ষ নিধন এবং নতুন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিস্থাপন। এইসব কারখানা থেকে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত করে চলছে। এই সকল গ্যাস পরিবেশ এবং জলবায়ুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। অন্যদিকে বৃক্ষের রয়েছে এইসকল ক্ষতিকর গ্যাসগুলো গ্রহণ করে, সেগুলোকে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা। কিন্তু আমরা সেই বৃক্ষ গুলোকেও নিধন করে চলেছি। বনের পর বন উজাড় করে চলছে শিল্প কারখানা এবং নতুন নতুন ভবন তৈরি করা হচ্ছে।

একুশে গ্রন্থমেলা

অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ব্যাপকভাবে পরিচিত একুশে বইমেলা, স্বাধীন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলোর অন্যতম। প্রতি বছর পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে এই মেলা বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে ও বর্ধমান হাউজ ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অমর একুশে গ্রন্থমেলা বাংলা একাডেমির মুখোমুখি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তবে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনেও মেলার একটি অংশ আয়োজন করা হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ বাংলা ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গের যে বীরত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই এই মাসে আয়োজিত এই বইমেলার নামকরণ করা হয় অমর একুশে গ্রন্থমেলা। ই মেলার ইতিহাস স্বাধীন বাংলাদেশের মতোই প্রাচীন। যতদূর জানা যায়, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে বটতলায় এক টুকরো চটের ওপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। এই ৩২টি বই ছিলো চিত্তরঞ্জন সাহা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমান মুক্তধারা প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা বই। এই বইগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রথম অবদান। ১৯৭২ থেকে

CS CamScanner

১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি একাই বইমেলা চালিয়ে যান। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে অন্যান্যরা অনুপ্রাণিত হোন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমিকে মেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মেলার সাথে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি; এই সংস্থাটিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন সাহা। ১৯৮৩ সালে কাজী মনজুরে মওলা বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে বাংলা একাডেমিতে প্রথম "অমর একুশে গ্রন্থমেলা"র আয়োজন সম্পন্ন করেন। কিন্তু স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষা ভবনের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে ট্রাক তুলে দিলে দুজন ছাত্র নিহত হয়। ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর সেই বছর আর বইমেলা করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৪ সালে সাড়ম্বরে বর্তমানের অমর একুশে গ্রন্থমেলার সূচনা হয়। সেই ৩২টি বইয়ের ক্ষুদ্র মেলা কালানুক্রমে বাঙালির সবচেয়ে স্বনামধন্য বইমেলায় পরিণত হয়েছে। বাংলা একাডেমি চত্বরে স্থান সংকুলান না-হওয়ায় ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বইমেলা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারণ করা হয়েছে এ বছর ২৯৯টি অংশগ্রহণকারী প্রকাশকের মধ্যে ২৩২জন কে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্টল বরাদ্দ করা হয়, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে মেলায় ২৪০জন এবং ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে সর্বোচ্চ ৪২৫ জন প্রকাশক অংশগ্রহণ করেছিল।

পর্যটন শিল্প

মানুষের একে অপরকে জানার আগ্রহ থেকেই পর্যটনের বিকাশ ঘটেছে। হয়ত পর্যটনের নামে নয়, কিন্তু পর্যটন বিষয়টি অনেক পুরাতন। মার্কোপোলো, ইবনে বতুতা, ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং-সহ বিশ্ববিখ্যাত পর্যটকরা ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছেন, সেই সময়ে যখন যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল খুবই কষ্টকর; সেই সময়েও ভ্রমণ পিপাসুরা ঘুরে বেড়িয়েছিলেন দেশে দেশে। এসব বিখ্যাত পর্যটকের অনেকেই এ উপমহাদেশে এসেছিলেন যে কথা আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পাই। আজ পর্যটনের যে ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে পৃথিবীব্যাপী, দেশে দেশে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ পর্যটন শিল্প, লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশ-দেশান্তরে। পর্যটন এমনই এক অর্থনৈতিক খাত যেখানে প্রচুর বিনিয়োগ না করেও বিপুল আয় করা সম্ভব। পর্যটনের জন্য তেমন নতুন কিছু সৃষ্টি করতে হয় না। শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণকে রূপান্তরের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করলেই চলে। পর্যটন স্পটগুলোকে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করলেই এ খাতে বিপুল আয় করা সম্ভবপর। বিশ্বের অনেক দেশ আছে যাদের জাতীয় আয়ের বিরাট অংশই পর্যটন খাত হতে আসে। বাংলাদেশ একটি সুপ্রাচীন দেশ। প্রাচীনত্বের গরিমায় বাংলা সারা বিশ্বে পরিচিত। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ-দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দারুণভাবে উন্নতি লাভ করেছে। আমরা জানি খ্রিস্টপূর্বকালে বিশ্ব জয় করেছিল বাংলার মসলিন। পৃথিবীব্যাপী এদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল সোনারগাঁও-এ তৈরি সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিনের মাধ্যমে। দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে দেশের জন্য আর্থিক সমৃদ্ধি আনয়ন করেছে। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা বর্তমান। কেননা, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন রয়েছে বাংলাদেশে যা বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণে রাখতে পারে ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত যা অবিচ্ছিন্নভাবে ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। আরো একটি কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে গৌরবজনক আসন অলংকৃত করে আছে, তা একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বস্তুত ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের দেশটি যেন প্রাকৃতিক এক মিউজিয়াম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর উপমহাদেশের এ দেশটি তাই মন-মাতানো, দৃষ্টিনন্দন এবং কবি লেখক তৈরিতে সহায়ক হয়েছে। চোখ জুড়ানো মন ভুলানো এ দেশ আমার আপনার গর্ব। এর সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে কবি পেয়েছে ভাষা, মানুষ পেয়েছে আশা। পর্যটক চোখ খুলে মন ভরে উপভোগ করে এর সৌন্দর্য, মেটায় অন্তরের তৃষ্ণা ভ্রমণের মাধ্যমে। বাংলাদেশের অনুপম নিসর্গ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পর্যটন শিল্প প্রসারের অনন্য উপাদান। এ অনুপম নৈসর্গিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উপভোগের জন্য বাংলাদেশে যুগে যুগে হাতছানি দিয়েছে কাছের ও দূরের ভ্রমণ পিপাসুদের। তারা অবাক হয়ে দেখেছে এই পৃথিবীতে এমন একটি দেশ আছে যা ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, সবুজ শ্যামল প্রকৃতিময় আর আছে সুখ-শান্তি সমৃদ্ধির অফুরন্ত ভাণ্ডার। সম্প্রতি দেশে উৎসাহজনকহারে বাড়ছে বিদেশি পর্যটক ও পর্যটক খাত থেকে আসা বৈদেশিক মুদ্রার আয়। তবে প্রতিবেশি দেশগুলোর তুলনায় তা অতি ক্ষুদ্র। বর্তমানে বাংলাদেশের পর্যটন খাতের সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ

স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে স্বাভাবিকভাবে বোঝায় প্রযুক্তিনির্ভর নির্মল ও স্বচ্ছ তথা নাগরিক হয়রানিবিহীন একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণ প্রক্রিয়া, যেখানে ভোগান্তি ছাড়া প্রত্যেক নাগরিক পাবে অধিকারের নিশ্চয়তা এবং কর্তব্য পালনের সুবর্ণ এক সুযোগ। সেই স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখাকে চার ভাগে ভাগ করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি-এ শব্দগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্মার্ট বাংলাদেশ থিওরিকে বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব, যার মূল সারমর্ম হলো-দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে, উইথ স্মার্ট ইকনোমি; অর্থাৎ, অর্থনীতির সব কার্যক্রম আমরা এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিচালনা করব। স্মার্ট গভর্নমেন্ট ইতোমধ্যে আমরা অনেকটা করে ফেলেছি। সেটিও করে ফেলব। আর আমাদের গোটা সমাজটাই হবে স্মার্ট সোসাইটি। এ বিবেচনায় ২০২১ থেকে ৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও প্রণয়ন শুরু হয়ে গেছে, অর্থাৎ '২১ থেকে '৪১ পর্যন্ত সময়ে কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে, তার একটা কাঠামো পরিকল্পনা বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রণয়ন করে ফেলেছে, যা জনগণের জন্য অন্যতম আশীর্বাদ বয়ে আনবে।

কর্ণফুলী টানেল

ব্যাখ্যাঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল বা বঙ্গবন্ধু টানেল বা বঙ্গবন্ধু সুড়ঙ্গ বা কর্ণফুলী সুড়ঙ্গ হল কর্ণফুলী নদীর নিচে অবস্থিত নির্মাণাধীন সড়ক সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গটি কর্ণফুলী নদীর দুই তীরের অঞ্চলকে যুক্ত করবে। এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক যুক্ত হবে। বঙ্গবন্ধু টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৪৩ কিলোমিটার। এই সুড়ঙ্গটি নির্মিত হলে এটিই হবে বাংলাদেশের প্রথম সুড়ঙ্গ পথ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নদী তলদেশের প্রথম ও দীর্ঘতম সড়ক সুড়ঙ্গ পথ। চীনা প্রতিষ্ঠান চায়না কমিউনিকেশন এন্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সিসিসিসি) এই সুড়ঙ্গ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চট্টগ্রাম শহর প্রান্তের নেভাল একাডেমির পাশ দিয়ে শুরু হওয়া এই সুড়ঙ্গ নদীর দক্ষিণ পাড়ের আনোয়ারা প্রান্তের চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড এবং কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার লিমিটেড কারখানার মাঝামাঝি স্থান দিয়ে নদীর দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছাবে। কর্ণফুলী নদীর মধ্যভাগে কর্ণফুলী সুড়ঙ্গ অবস্থান করবে ১৫০ ফুট গভীরে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৩ ফেব্রুয়ারি থেকেই টানেল দিয়ে যানবাহন চলাচল করবে বলে আশা করছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (বা ইন্ডাস্ট্রি ৪.০) হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। স্বয়ংক্রিয়করণ, উন্নত যোগাযোগ এবং স্ব-পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমস্যার বিশ্লেষণ এবং নিরূপণ করতে সক্ষম স্মার্ট মেশিন তৈরী করার জন্য বড় আকারে মেশিন-টু-মেশিন যোগাযোগ (এমটুএম) এবং ইন্টারনেট অব থিংসে (আইওটি) কে একসাথে করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শব্দটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন একদল বিজ্ঞানী যারা জার্মান সরকারের জন্য একটি উচ্চ প্রযুক্তিগত কৌশল তৈরী করছিলেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নির্বাহী চেয়ারম্যান ক্লাউস শোয়াব ২০১৫ সালে ফরেন অ্যাফেয়ার্স এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধের মাধ্যমে শব্দটিকে বৃহৎ পরিসরে উপস্থাপন করেন। "চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে আয়ত্ত করা" ছিল ২০১৬ সালে সুইজারল্যান্ডের ডেভোস-ক্লোস্টারস এ অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভার বিষয়বস্তু ১০ অক্টোবর, ২০১৬ সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম স্যান ফ্রান্সিস্কোতে তাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কেন্দ্র উদ্বোধনের ঘোষণা দেয়। এটি (চতুর্থ শিল্প বিপ্লব) শোয়াবের ২০১৬ সালে প্রকাশিত বইয়ের বিষয় এবং শিরোনামও ছিল। শোয়াব এই চতুর্থ যুগের জন্য এমন সব প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং বায়োলজি (সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেমস) কে একত্রিত করে এবং পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের অগ্রগতির ওপর জোর দেয়। শোয়াব আশা করেন এই যুগটি রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ন্যানো টেকনোলজি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, বায়োটেকনোলজি, ইন্টারনেট অফ থিংস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অফ থিংস, ডিসেন্ট্রালাইজড কনসেনসাস, পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের এবং সম্পূর্ণ স্বশাসিত যানবাহন এর ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রযুক্তির যুগান্তকারী যুগ হিসেবে চিহ্নিত হবে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্রেট রিসেট প্রস্তাবনায় চতুর্থ শিল্প প্রিবকে COVID-19 মহামারী পরবর্তী অর্থনীতি পুনর্গঠনের কৌশলগত টেকসই সমাধান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

CS CamScanner

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার পর সেদিন বাঙালী জীবনে নতুন ভোর আর নতুন বাচার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তা হলো না ১৯৪৭ থেকে আবার শুরু হলো নতুন সংগ্রাম। আবার জন্ম নিল বাংলা মায়ের বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তান। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান দূরত্বটা হাজার মাইলেরও বেশী। মাঝখানে আর একটা দেশ ভারতবর্ষ। এত দূরত্ব এত বাধা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তান এ অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করলো শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে। ধর্মের কারনেই বাঙালীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবন পুনরায় শৃঙ্খলিত হলো। ১৯৭১ এর ২৬শে মার্চ যে মুক্তি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সেটা কোনো হঠাৎ আন্দোলন ছিল না। ইতিপূর্বে আরো কয়েকটা আন্দোলন হলো। ১৯৪৮ খ্রীঃ ভাষা আন্দোলন-টা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতিদানের লড়াই। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে হলো শিক্ষা আন্দোলন। শিক্ষার সর্বজনীন অধিকারই ছিল এর মূল লক্ষ্য। তবে শুধুমাত্র শিক্ষার দাবীতেই এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরো কিছু অধিকারের দাবী। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আয়ুব খান দেশের শাসনভার দখল করে নেন। একদিকে সামরিক শাসন অপরদিকে শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার পূর্ব বঙ্গের মানুষের আর মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এরূপ পরিস্থিতিতে আওয়ামীন লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী জাতির জন্য স্বায়ত্বশাসন দাবী করলেন এবং পেশ করলেন ৬ দফা দাবী। এ দাবীর মূল বক্তব্য ছিল প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের স্বায়ত্বশাসন দান। এ দাবীর পর আওয়ামীন লীগের ছোট বড়ো অনেক নেতাই কারারুদ্ধ হলেন। মুজিবর রহমানকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে করা হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। শুরু হলো দেশজুড়ে আন্দোলন, নেতৃত্বে এগিয়ে এলো ছাত্রসমাজ। আন্দোলনের ভয়াবহতায় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। তবে জনগণের অসন্তোষ তাতে থামেনি। ভেতরের অসন্তোষ শুধু স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায়। কারণ বাঙালী জাতি বুঝতে পেরেছিল যে কোনো উপায়ে স্বাধীনতা আনতেই হবে। আর সেই স্বাধীন ভোর হতে বেশী বাকি নেই। সালটা ১৯৭০। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এই নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক আসনে জয়যুক্ত হলো আওয়ামীন লীগ নেতা মুজিবর রহমান। তার এই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় রাতের ঘুম কেড়ে নিল । শুরু হলো মুজিবর রহমান বিরোধী ষড়যন্ত্র। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই মার্চ মুজিবর এক ঐতিহাসিক ভাষন দিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস যে ভাষনকে চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করবে। তাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল এই শোষণ আর শাসনের স্বরূপ। এসবের শেষ প্রস্তুতি হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে এলো ২৫ শে মার্চের সেই কালো রাতকে। হাজারো সংখ্যায় পাকিস্তানি সেনা রাস্তায় নেমে পড়লো। শুরু হলো নিষ্ঠুরভাবে বাঙালী হত্যা সঙ্গে চললো সরকারি বেসরকারী ঘরবাড়ি ধ্বংস, গৃহে অগ্নিসংযোগ, মহিলাদের সন্মানহানী। সে রাতে পাকিস্তানি সেনারা যাকে যেভাবে পেয়েছে তাকে সেভাবেই গুলি করেছে। ঢাকা সেদিন সত্যিই আতঙ্কের রাত। সে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও বহু ছাত্র নিহত হলো। সে রাতেই মুজিবর রহমান গ্রেপ্তার হলেন। পরদিন অর্থাৎ ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হলো। শুরু হলো দেশজুড়ে আন্দোলন। দেশের সর্বশ্রেনীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লো। ছাত্র থেকে শুরু করে কৃষক, শ্রমিক কেউই এ আন্দোলন থেকে পিছিয়ে যায়নি সেদিন। গড়ে উঠল মুক্তিবাহিনী , শুরু হলো গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ। এই সময় বহু মানুষ জীবন বাচাবার তাগিদে ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। ২৭শে মার্চ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মুক্তি যুদ্ধকে সমর্থন জানালেন। কূটনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক সবদিক থেকেই ভারতবর্ষ সাহায্যের হাত এগিয়ে দিলো। নভেম্বরে গঠিত হলো মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড । একে একে পাকিস্তানী ঘাটির পতন ঘটতে লাগল। দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী চলা এই যুদ্ধ অবশেষে পূর্ণতা পেল ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৯৩০০০ পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করলো। ঘড়িতে তখন বিকেল ৫টা ১ মিনিট, পাকিস্তান আত্মসমর্পণের দলীলে স্বাক্ষর করলো। লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগে বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ জয়ী হলো। বাংলাদেশ আজ অনেকটাই উন্নতির পথে। জাতীয় জীবনের অনেক বাধাই সে কাটিয়ে উঠেছে। আরো উন্নতি করুক আমার বাবা মায়ের ফেলে আসা এ জন্মভূমি।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী হলো ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর নয়মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছরপূর্তি পালনের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত একটি বার্ষিক পরিকল্পনা। সরকার ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের ঘোষণা দেয়। আভিধানিক ভাষায়, "সুবর্ণজয়ন্তী" শব্দটি মূলত কোনো ঘটনার ৫০ বছরপূর্তিকে নির্দেশ করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশে গণহত্যা চালায়। এই গণহত্যায় শুধুমাত্র ঢাকাতেই ৬ থেকে ৭ হাজার সাধারণ মানুষ সেই রাতে প্রাণ হারায়। বাংলাদেশে এই দিনটি জাতীয় গণহত্যা দিবস নামে পরিচিত। সেই দিন রাত ১২ টার পর (২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করায় ১৯৭২ সাল থেকেই বাংলাদেশ ২৬শে মার্চ কে "স্বাধীনতা দিবস" হিসাবে পালন করে আসছে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। এই দিনটি ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশ বিজয় দিবস হিসাবে পালন করছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা ও যুদ্ধে বিজয় অর্জনের ৫০ বছর পূর্ণ হয়। তাই স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০২১ সালকে 'সুবর্ণজয়ন্তী' হিসাবে পালন করা হয়। ২০০৮ সালের সংসদীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারের মধ্যে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে "রূপকল্প ২০২১" ঘোষণা করে, যেখানে ২০২১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল, ডিজিটাল ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রত্যয় নেয়া হয়।

নবান্ন উৎসব

'নবান্ন' শব্দের অর্থ 'নতুন অন'। নবান্ন উৎসব হল নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম রান্না উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষি সংশ্লিষ্ট অনেক উৎসব রয়েছে। নবান্ন উৎসব এর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণই কৃষিজীবী। কঠিন মাটিকে তারা তাদের শ্রম ও শক্তির দ্বারা নমনীয় করে সেখানে প্রাণের জোয়ার সৃষ্টি করে। রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অসম্ভব খাটুনির পর খেতের সোনালি ফসল যখন তারা ঘরে তুলতে পারে তখন তাদের প্রাণের আনন্দের বান ডেকে যায়। নবান্ন উৎসব এই আনন্দমুখর প্রাণেরই উৎসব। হেমন্তের শুরু থেকেই সারা বাংলার ঘরে ঘরে ফসল তোলার ধুম পড়ে যায়। তখন এই লোকো উৎসব গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে পালিত হয়। উৎসবের দিন ভোর না হতেই ছেলেমেয়েরা ঘরের বাইরে এসে ছড়া কেটে দাঁড় কাকদের নিমন্ত্রণ করত। এ দিন ভোরে নতুন ধানের নতুন চাল পেঁকিতে কোটা হয়। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ির প্রবীণরা পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং ছোটো ছেলে-মেয়েরা নতুন জামা-কাপড় পরে। এরপর বাড়ির উঠোনে গর্ত করে জ্যান্ত কই মাছ ও দুধ দিয়ে একটি বাঁশ পোঁতা হয়। একে বলে বীর বাঁশ। বীর বাঁশের প্রতিটি কঞ্চিতে নতুন ধানের ছড়া বাঁধা হয়। বীর বাঁশ পোঁতার পর একটি কলার খোলে চাল মাখা কলা ও নারকেলের নাড়ু কাককে খেতে দেওয়া হয়। কাককে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এ পর্বটির নাম কাকবলি। এই অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ আহার করে না। শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে পূজা এবং নবান্ন দিয়ে পরে সকলে আহার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ বেশ ঘটা করেই পালন করে নবান্ন উৎসব। বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে রাজধানীবাসী উপভোগ করে থাকে। নানা রকমের পিঠাপুলির আয়োজন থাকে নবান্ন উৎসবে। আমাদের দেশে নবান্ন উৎসবে অঞ্চলভেদে চলে জারি, সারি, মুর্শিদি, লালন, পালা ও বিচার গান। আর মেলায় পাওয়া যায় নানা স্বাদের খাবার। ছোটদের বাড়তি আনন্দ দিতে মেলায় আসে নাগরদোলা, পুতুল নাচ, সার্কাস, বায়োস্কোপ। ক্রমান্বয়ে এই লোক উৎসবটি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমান সময়ে নবান্ন উৎসবের ব্যাপকতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। আমাদের উচিত বাংলা ও বাঙালির এই লোক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখা।

পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণ হল মানুষের কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে পরিবেশের উপাদানে অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশ কোনো একটি জীবের অস্তিত্ব বা বিকাশের ওপর ক্রিয়াশীল সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতা, যেমন চারপাশের ভৌত

অবস্থা, জলবায়ু ও প্রভাববিস্তারকারী অন্যান্য জীব ও জৈব উপাদান। কোনো কারণে এই পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়াকে পরিবেশ দূষণ বলে। বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, মাটি দূষণ, খাদ্য দূষণ, আর্সেনিক দূষণ, তেজস্ক্রিয় দূষণ, ওজোন গ্যাস হ্রাস, গ্রিন হাউস ইফেক্ট ইত্যাদি সবকিছুই পরিবেশ দূষণের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত মানব সৃষ্ট বিভিন্ন কারণই পরিবেশ দূষণের জন্যে বিশেষভাবে দায়ী। বিশ্ব পরিবেশের দ্রুত অবনতি হচ্ছে, বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে এ অবনতি হয়েছে আরও দ্রুত। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন পাস হয়েছে। কিন্তু জনবিস্ফোরণ, বনাঞ্চলের অবক্ষয় ও ঘাটতি এবং শিল্প ও পরিবহ ব্যবস্থার অভাবের দরুন দেশের পরিবেশ এক জটিল অবস্থার দিকে পৌঁছতে যাচ্ছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে যেমন কাজে লাগাচ্ছে বা প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করছে, প্রকৃতিও তেমনি আহত রূপ নিয়ে মানুষের তথা সমগ্র প্রাণপুঞ্জের ঠিক সমপরিমাণ বিরোধিতা করতে তৎপর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের বিজয় গৌরবে মোহান্ধ মানুষ পৃথিবীর পরিবেশকে বিষাক্ত করেছে। আজও করছে। ছড়িয়ে দিচ্ছে ক্ষতিকর সব আবর্জনা। তার ফল হয়েছে বিষময়। পরিবেশ দূষিত হয়েছে। আর দূষিত পরিবেশ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। তাই গোটা জীবজগতের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। বর্তমানে পরিবেশ দূষণ মানবসভ্যতার জন্যে বিরাট হুমকি স্বরূপ।

যানজট নিরসনে মেট্রোরেল

বাংলাদেশের মেগা প্রকল্প গুলোর মধ্যে বর্তমানে চলমান রয়েছে মেট্রোরেল। যার বাস্তবায়ন বদলে দিবে মেগা সিটি ঢাকার চেহারা। রাজধানী ঢাকাকে যানজট মুক্ত করতে এই মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। এই প্রকল্পের ৭৫ শতাংশ অর্থ ব্যয় করছে জাইকা নামক সংস্থা। এবং বাকি ২৫ শতাংশ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন। এই রেল ব্যবস্থাটি শুধু মাত্র রাজধানী ঢাকার জন্যে নির্মাণ করা হচ্ছে। এর প্রথম ধাপ নির্মাণ হচ্ছে উত্তরা-মতিঝিল রুটে। ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্পকে বলা হয় ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট। সংক্ষেপে একে MRT বলা হয়। এই প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয় ২০১৩ সালে। যার উদ্দেশ্য ছিলো রাজধানীর অতিমাত্রার যানজট কমিয়ে আনা। এবং এর উদ্দেশ্য কৌশলগত এই পরিবহন পরিকল্পনা গৃহিত হয়। এটি দেশের প্রথম মেট্রোরেল প্রকল্প। প্রথমে এর লাইন সংখ্যা ধরা হয় ৩টি। কিন্তু ২০১৬ সালে প্রণীত সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা অনুসারে এর লাইনের সংখ্যা ৫টি করা হয়। মোট ২০.১ কিলোমিটার দীর্ঘ ৬টি লাইনকে নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের ২৬ জুন উদ্বোধন করা হয় ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্পের নির্মাণ কাজ। ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্পের একটি রেল হলো এম আর টি লাইন ৬। এটি উত্তর-মতিঝিলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক অব্দি বিদ্যমান। এই ২০.১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে এখন থেকে ঢাকা বাসীর প্রয়োজন হবে মাত্র ৩৫ মিনিট। এই রুটের ১৫টি স্টেশন থাকবে। এই রেলের পুরোটি পথ উড়াল সড়ক, এটি মাটি হতে প্রায় ১৩ মিটার উপরে। যেহেতু এটি যানজট নিরসনে নির্মিত তাই উড়াল সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। সড়ক নির্মাণের পরই শুরু হয়েছিল রেল পথের কাজ। ছাড়াও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দ নিরোধের জন্যে শব্দ নিরোধক দেয়াল থাকবে এর দু'পাশে। ২০১৯ এর জুলাইয়ের মধ্যে এর উত্তরা হতে আগারগাঁও অব্দি ১২ কিলোমিটার সড়ক এর মধ্যে ৪ কিলোমিটার উড়াল সড়ক নির্মাণ করা গিয়েছে। এছাড়া আগারগাঁও-মতিঝিল ৮.১২ কিলোমিটার পথে পাইলিং ও পিলারের কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে করা হচ্ছিলো। মসজিদের শহর ও রিকশার শহর থেকে যে কবে আমাদের রাজধানী যানজটের শহর হয়ে দাঁড়িয়েছে তা আমরা ভুলেই গিয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানী মুখি বিশাল জনসংখ্যার ফলে দিন রাত যানজট বিদ্যমান এখানে। ১৫ মিনিটের রাস্তায় লাগে ১ ঘন্টা। এতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে ঢাকার জনসাধারণ। তাই এই মেট্রোরেল তাদের এই দুঃসহ যন্ত্রণা হতে রক্ষা করবে। মুক্তি দিবে যানজট থেকে। এছাড়া প্রতি বছর লক্ষকোটি টাকা যানজটের ফলে অপচয় হয় তা রোধ হবে। গতিশীল হবে অর্থনীতি। তাই মেট্রোরেলের গুরুত্ব অপরিসীম।

ENGLISH

Correction/Right Form of Verb

Subject-Verb Agreement

☑ Subject-এর head-word অনুসারে verb বসে। অর্থাৎ head-word singular হলে verb singular হবে এবং head-word plural হলে verb plural হবে।

Example:
Inc: The quality of the mangoes are good.
Cor: The quality of the mangoes is good.
Inc: His choice of words are excellent.
Cor: His choice of words is excellent.
Inc: The color of her eyes are blue.
Cor: The color of her eyes is blue.
Inc: A number of boys was present.
Cor: A number of boys were present.
Inc: There are a book on the table.
Cor: There is a book on the table.
Inc: There is two books on the table.
Cor: There are two books on the table.

☑ Many a/an এর পরে noun ও verb singular হয়। কিন্তু many এর পরে noun ও verb উভয়ই plural হয়।
[Many a/an + Noun (sing) + verb (sing.)] & [Many + Noun (Pl.) + verb (Pl.)]

Example:
Inc: Many a rich men live here.
Cor: Many a rich man lives here.
Inc: Many a boys were presnt.
Cor: Many a boy was present.
Inc: Many man was absent in the meeting.
Cor: Many people were absent in the meeting.

☑ Relative prononun এর পরের verb টি সাধারনত relative pronoun এর ঠিক পূর্বের noun/pronoun অর্থাৎ antecedent (পূর্বপদ) অনুসারে বসে।

Example:
Inc: It is I who is responsible.
Cor: It is I who am responsible.
Inc: It was you who was to blame.
Cor: It was you who were to blame.
Inc: He is one of those who does not smoke.
Cor: He is one of those who do not smoke.
Inc: I killed the mosquitoes that was disturbing me.
Cor: I killed the mosquitoes that were disturbing me.

☑ And দ্বারা যুক্ত দুটি পদ আলাদা দুইজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করলে দুটি পদের পূর্বেই the বসে এবং পরের verb টি plural হয়। কিন্তু দুটি পদ একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করলে শুধুমাত্র প্রথম পদটির পূর্বে the বসে ও পরের verbটি singular হয়।

Example:
Inc: The headmaster and the secretary of our school was present.
Cor: The headmaster and the secretary of our school were present.
Inc: The magistrate and judge were present.
Cor: The magistrate and judge was present.

☑ And দ্বারা যুক্ত একাধিক noun যদি একই বস্তু বা একই ভাব নির্দেশ করে, তাহলে subject & verb singular হয়।

Example:
Inc: Bread and butter are my favourie breakfast.
Cor: Bread and butter is my favourite breakfast.
Inc: Slow and steady win the race.
Cor: Slow and steady wins the race.
Inc: The horse and carriage are at the gate.
Cor: The horse and carriage is at the gate.

[ব্যতিক্রম ঃ And দ্বারা যুক্ত একাধিক noun যদি একই বস্তু বা একই ভাব নির্দেশ না করে তাহলে subject & verb plural হয়। যেমনঃ Bread and butter have been bought from the market. Time & tide wait for none.]

☑ দুটি subject যদি and দ্বারা যুক্ত হয় তবে plural verb হবে।

Example:
Inc: Jamal and I walks to school.
Cor: Jamal and I walk to school.
Inc: Shamim and I are going to the cinerma.
Cor: Shamim and me are going to the cinerma.

☑ Collective noun এর পর singular verb বসে। কিন্তু বিচ্ছিন্নতা/ভিন্নতা বুঝালে Collective noun এর পর plural verb বসে।

Example:
Inc: The jury are giving its verdict today.
Cor: The jury is giving its verdict today.
Inc: The jury was divided into two groups.
Cor: The jury were divided into two groups.

CS CamScanner

☑ "As well as, with, together with, along with, including, excluding, accompanied by, no less than, in addition to, followed by, and + no/not" থাকলে প্রথম subject অনুযায়ী verb বসে।

Example:
Inc: The chairman, along with the members, were present.
Cor: The chairman, along with the members, was present.
Inc: Jerin as well as her brothers are good.
Cor: Jerin as well as her brothers is good.
Inc: I, and not kamal has done it.
Cor: I, and not kamal have done it.

☑ সাধারনত একাধিক person বিশিষ্ট subject এ 2nd person, 3rd person ও 1st person (231) এই ক্রমানুসারে বসে। কিন্তু দোষ স্বীকার বুঝালে বিপরীত ক্রমানুসারে (132) বসে।

Example:
Inc: I, you and he did the work.
Cor: You, he and I did the work.
Inc: You, he and I are guilty.
Cor: I, he and you are guilty.

আবার subject অনুসারে possesive case বসে।

Example:
Inc: You and he should do his duty.
Cor: You and he should do your duty.
Inc: You and I have findished your duty.
Cor: You and I have findished our duty.
Inc: Everyone has got his prize.
Cor: Everyone has got his/her prize.
Or Everyone has got their prize.

Everyone, everybody, someone, somebody, none, no one, no body, জাতীয় শব্দগুলি grammatically singular এবং এদের পরে সব সময় singular verb বসে।

Example:
Inc: Everyone/everybody want to be happy.
Cor: Everyone/everybody wants to be happy.
Inc: Some one are calling you.
Cor: Some one is calling you.
Inc: Nobody like a liar.
Cor: Nobody likes a liar.
Inc: None were present there.
Cor: None was present there.

কিন্তু আধুনিক ইংরেজিতে সমস্যা এড়াতে এগুলোর পরে plural pronoun/determiner ব্যবহার করা হয়।

Example:
Everybody should do their duty.
None should disobey their parents.

এগুলোর পরে His/her ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু শুধু his কিংবা her ব্যবহার করা হলে gender-biased হয়ে যাবে।

Example:
Inc: One should do his duty.
Cor: One should do one's duty.

☑ Each/every/either/Neither/Any/No/None/No one/More than one ইত্যাদির পরে Noun/pronoun এবং verb singular হয়। কিন্তু Each of the/One of the/None of the/Either of the/Neither of the/Every of the ইত্যাদির পরে Noun/pronoun plural হয় এবং verb singular হয়।

Example:
Inc: Each girl/boy have got a prize.
Cor: Each girl/boy has got a prize.
Inc: No bus and no train were seen.
Cor: No bus and no train was seen.
Inc: Either of the pen will do.
Cor: Either of the pens will do.
Inc: One of them are going.
Cor: One of them is going.
Inc: Neither of the girls were beautiful.
Cor: Neither of the girls was beautiful.

☑ Or, but, nor দ্বারা দুই/ততোধিক Noun/Pronoun থাকলে শেষেরটি অনুযায়ী verb বসে।

Example:
Inc: You or I were there.
Cor: You or I was there.

তবে দুটো noun/pronoun এর মধ্যে একটি singular ও অন্যটি plural অন্যটি হলে সাধারনত singular noun টি আগে ও plural nounটি পরে বসে এবং পরেরটি অনুসারেই verb বসে।

Example:
Inc: Neither the stars nor the moon was visible.
Cor: Neither the moon nor the stars were visible.

☑ Infinitive, gerund, clause ইত্যাদি বাক্যের subject হিসেবে থাকলে ঐ subject কে 3rd person singular number হিসেবে গণ্য করে সেই অনুসারে পরের verb বসাতে হবে।

Example:
Inc: To tell lies are a great sin.
Cor: To tell lies is a great sin.
Inc: The reading of novels are interesting.
Cor: The reading of novels is interesting.
Inc: That you finished the novels were known to me.
Cor: That you finished the novels was known to me.

☑ একক দূরত্ব (Distance), পরিমাণ (Quantity), সময় (Time), ওজন (Weight), বয়স (Age), অর্থ (Taka/money) ইত্যাদির পরে verb singular হয়।

Example:
Inc: Fifty miles are a long distance.
Cor: Fifty miles is a long distance.
Inc: Tk. 5000 were spent.
Cor: Tk. 5000 was spent.
Inc: Twelve years are a long time.
Cor: Twelve years is a long time.

কিন্তু সময়ের এককে আলাদাভাবে বিবেচনা করলে সেখানে plural verb বসবে।

Example:
Inc: Twelve years has passed.
Cor: Twelve years have passed.

☑ Adjective এর পূর্বে the বসলে তা plural noun হয় এবং verb ও plural হয়।

Example:
Inc: The virtuous is always happy.
Cor: The virtuous are always happy.
Inc: The poor is born to suffer.
Cor: The poor are born to suffer.

Noun/Pronoun/Number

☑ 'It is' পর সাধারনত pronoun এর subjective form হয়।

Example:
Inc: It is me who did it.
Cor: It is I who did it.
Inc: It is them who are to blame.
Cor: It is they who are to blame.

☑ Information, news, issue, brick, hair, luggage, alphabet, machinery, equipment, furniture, scenery, poetry, advice, politics, civics, physics, economics, statistics, mathematics, genetics, ethics, mars, the USA ইত্যাদি সাধারনত singular হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Example:
Inc: The sceneries of Cox's Bazar are charming.
Cor: The scenery of Cox's Bazar is charming.
Inc: I have bought a lot of furnitures.
Cor: I have bought a lot of furniture.
Inc: The passenger lost his luggages.
Cor: The passenger lost his luggage.
Inc: The wages of sin are death.
Cor: The wages of sin is death.
Inc: Mothe gave me many advices.
Cor: Mother gave me much advice.
Inc: You gave me wrong informations.
Cor: You gave me wrong information.
Inc: The news are false.
Cor: The news is false.
Inc: The medical equipments are costly.
Cor: The medical equipment is costly.
Inc: Measles are a contagious disease.
Cor: Measles is a contagious disease.
Inc: Mars are a planet in our solar system.
Cor: Mars is a planet in our solar system.

☑ People (জনসাধারণ), cattle (গবাদিপশু), vegetables (শাকসব্জি), goods (মালপত্র), circumstances (পরিস্থিতি), marks (নম্বর), pains (কষ্ট), studies (লেখাপড়া), works (রচনাবলী), customs (শুল্ক), airs (ভাব/ধরন), premises (বহির্বাটি), arms (অস্ত্র), irons (শিকল), manners (আচরণ), quarters (কোয়ার্টার), agends (ক্ষতিপূরন), scissors (কাচি), pants, trousers, spectacles (চশমা), pliers (প্লাস), tongs (চিমটা), parts (দক্ষতা/যোগ্যতা), letters (বিদ্যা), out of sorts (অসুস্থ), out of spirits (হতোদ্যম), out of doors (বাহিরে), orders, annual returns, no bounds ইত্যাদি সাধারনত plural হিসেবে ব্যবহৃত হয়

Example:
Inc: The circumstances is bad.
Cor: The circumstances are bad.
Inc: Cattle is grazing in the field.
Cor: Cattle are grazing in the field.
Inc: I have read the work of Tagore.
Cor: I have read the works of Tagore.
Inc: I am fond of vegetable.
Cor: I am fond of vegetables.
Inc: He is out of sort / out of spirit.
Cor: He is out of sorts / out of spirits.
Inc: No order has yet been passed.
Cor: No orders have yet been passed.

☑ Sheep (ভেড়া), Dear (হরিণ), salmon (রুই), canon (কামান), innings এ গুলো singular ও plural একই হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Example:
Inc: They had five deers.
Cor: They had five deer.
Inc: They caught two salmons.
Cor: They caught two salmon.

☑ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে প্রথমটি One-এর বেশি হলে দ্বিতীয়টির সঙ্গে 's' যোগ হয় (যেমন: two-thirds), কিন্তু

CS CamScanner

প্রথমটি one হলে দ্বিতীয়টির সঙ্গে 's' যোগ হয় না (যেমনঃ one-third)। আবার এই ভগ্নাংশের পরে noun singular হলে verb singular এবং noun plural হলে verb plural হয়।

Example:
Inc: Two-third of the mango is rotten.
Cor: Two-thirds of the mango is rotten.
Inc: One-third of the manoges is rotten.
Cor: One-third of the mangoes are rotten.
Inc: Three-fourths of the candidates was present.
Cor: Three-fourths of the candidates were present.

☑ সাধারনত pair, dozen, score, hundred, thousand, million ইত্যাদির পূর্বে নির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক শব্দ (one, two, three যেমনঃ ইত্যাদি) এবং অনির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক শব্দ (যেমন : some, several, a few, many ইত্যাদি) থাকলে এদের সঙ্গে 's' যোগ করে plural করা যায় না। কিন্তু এদের পুনঃ পুনঃ উক্তি (যেমন : ডজন-ডজন, কুড়ি-কুড়ি, শত-শত, হাজার-হাজার, ইত্যাদি) বুঝালে এদের সঙ্গে যোগ 's' করে plural করতে হয়

Example:
Inc: I need three **dozens** eggs.
Cor: I need three **dozen** eggs.
Inc: He gave me five **thousands** taka.
Cor: He gave me five **thousand** taka.
Inc: I bought several **scores** of mangoes.
Cor: I bought several **score** of mangoes.
Inc: **Hundred** of people attended the function.
Cor: **Hundreds** of people attended the function.
Inc: Several **hundreds** people attended the meeting.
Cor: Several **hundred** people attended the meeting.

Adjective/Degree

☑ যেহেতু senior, junior, superior, inferior, prior, prefer, preferable, ইত্যাদি শব্দগুলো Latin comparative, ফলে এদের পূর্বে কোন comparative degree এর শব্দ বসে না। এদের positive বা superlative degree হয় না এবং এদের পরে than না বসে 'to' বসে এবং person এর object বসে। আবার, prefer এর পরে অন্য verb থাকলে তাদের gerund (verb + ing) বসে।

Example:
Inc: Jerin is **more senior** to Nasrin.
Cor: Jerin is **senior to** Nasrin.
Inc: This shirt is **more preferable than** that.
Cor: This shirt is **preferable to** that.
Inc: He prefers to write than to read.
Cor: He prefers writing to reading.
Inc: Arzu is more junior than I.
Cor: Arzu is junior to me.

☑ সাধারনত একই ব্যক্তি বা বস্তুর দুটি গুণ/দোষ/অবস্থার মধ্যে তুলনা বোঝালে comparative degree করতে more + positive degree ব্যবহার করা হয়; r/er যোগ করা যায় না

Example:
Inc: He is **cleaverer** than intelligent.
Cor: He is **more clever** than intelligent.
Inc: Jerin is **braver** than strong.
Cor: Jerin is **more brave** than strong.

☑ একই সঙ্গে more/relatively/comparatively ও er এবং most ও est অর্থাৎ sentence এ double বা double superlative হয় না।

Example:
Inc: I feel **comparatively better** today.
Cor: I feel **better/comparatively well** today.
Inc: Ms. Jerin is the **most wises** woman in the town.
Cor: Ms. Jerin is the **wisest** woman in the town.

☑ Unique, chief, golden, unanimous, ideal, perfect প্রভৃতি adjective সাধারনত positive degree তে ব্যবহৃত হয়, comparative বা superlative degree তে ব্যবহৃত হয় না।

Example:
Inc: This is the **most unique** case.
Cor: This is a **unique** case.
Inc: It was the **most golden** opportunity.
Cor: It was a **golden** opportunity.
Inc: Mr. Chowdhury is the **most chief** justice.
Cor: Mr. Chowdhury is the **chief** justice.

Some other rules

☑ Subordinate clause interrogative হয় না সবসময় assertive হয়। অর্থাৎ subject এর পরে verb বসে। এক্ষেত্রে principal clauseটি interrogative হলে শেষে (?) চিহ্ন এবং principal clauseটি assertive হলে শেষে full stop (.) বসে

Example:
Inc: Do you know when **will he** come?
Cor: Do you know when **he will** come.
Inc: Tell me who **is that man**?
Cor: Tell me who **that man is**.
Inc: He asked me why **did you go** there?
Cor: He asked me why **you went** there?

☑ No sooner......than, hardly/scarely....when ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রথম clause এ past perfect tense এবং পরের clause এ past Indefinite tense হয়।

Example:
Inc: No sooner we reached the station **when** the train had left.
Cor: No sooner had we reached the station **than** the train left.
Inc: Hardly had Mim come **than** we had left.
Cor: Hardly had Mim come **when** we left.

Some example

Inc: I need some **blotting**.
Cor: I need some **blotting paper.**
Inc: The boy lives in the **boarding.**
Cor: The boy lives in the **boarding house.**
Inc: He is my **elder/younger.**
Cor: He is my **elder brother or sister/younger brother or sister.**
Inc: My father visited Dhaka, Diajpur, Chittagong, Barisal and others.
Cor: My father visited Dhaka, Dinajpur, Chittagonj, Barisal and **other places.**
Inc: He will buy pens, ink and **others.**
Cor: He will buy pens, ink and **other things/articles.**
Inc: I shall look up the word in the **dictionary book.**
Cor: I shall look up the word in the **dictionary.**
Inc: The student lives in a **lodging house.**
Cor: The student lives in a **lodging.**
Inc: Popy is my **cousin sister.**
Cor: Popy is my **cousin.**
Inc: I shall go to the **butcher's shop.**
Cor: I shall go to the **butcher's.**
Inc: The man gave false **witness (সাক্ষী).**
Cor: The man gave false **evidence (সাক্ষ্য).**
Inc: There is no **place (স্থান)** in the bench.
Cor: There is no **room (বসার জায়গা)** in the bench.
Inc: I gave him seventy **money.** (Money - অনির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক শব্দের পরে বসে।)
Cor: I gave him seventy **taka.** (taka- নির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক শব্দের পরে বসে।)
Inc: I have no/some/a lot of **taka** in my pocket.
Cor: I have no/some/a lot of **money** in my pocket.
Inc: Today's **climate (জলবায়ু)** is very hot.
Cor: Today's **weather (আবহাওয়া)** is very hot.
Inc: The **weather** of Cox's Bazar is very healthy.
Cor: The **climate** of Cox's Bazar is very healthy.
Inc: He applied for **teachery/lecturership.**
Cor: He applied for **teachership/lecturership.**
Inc: We enjoyed the **theatre (নাট্যশালা).**
Cor: We enjoyed the **play (নাটক).**
Inc: Television is a wonderful discovery (আবিষ্কার-যার অস্তিত্ব পূর্বেই ছিল।)
Cor: Television is a wonderful invention (আবিষ্কার - যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না।)
Inc: America is the **invention** of Columbus.
Cor: America is the **discovey** of Columbus.
Inc: We can not live without **wind.** (বাতাস যার গতি আছে)
Cor: We can not live without air (বাতাস যা পৃথিবীকে ঢেকে রয়েছে এবং যা নিয়ে নিঃশ্বাস চলে).
Inc: It was a **true (সত্য) fact (সত্য ঘটনা).**
Cor: It was a **fact**/It was a **true statement.**
Inc: Quote the poem from **heart (হৃদয়)**
Cor: Quote the poem from **memory (স্মৃতি)**.
Inc: Learn it by **memory.**
Cor: Learn it by **heart.**
Inc: He has **addiction** (আসক্তি/খারাপ কাজের অভ্যাস) to studies
Cor: He has **devotion** (অনুরক্তি/ভালো অর্থে) to studies.
Inc: He has **devotion** to drugs.
Cor: He has **addiction** to drugs.
Inc: He is a **famous (বিখ্যাত)** thief.
Cor: He is a **notorious (কুখ্যাত)** thief.
Inc: Wordsworth was a **norotious** poet.
Cor: Wordsworth was a **famous** poet.
Inc: He **denied** (কোন ঘটনা/সত্যতা অস্বীকার করা) to go there.
Cor: He **refused** (কোন কাজ করতে অস্বীকার করা) to go there.
Inc: The man **refused** that he was a thief.
Cor: The man **denied** that he was a thief.
Inc: Dhaka is a **popular (জনপ্রিয়)** city.
Cor: Dhaka is a **populour (জনবহুল)** city.
Inc: Dickens is a **populous** novelist.
Cor: Dickens is a **popular** novelist.
Inc: His **childish** (ছেলেমি-মন্দ অর্থে) simplicity is praiseworthy.
Cor: His **childlike** (শিশুসুলভ-ভাল অর্থে) simplicity is praiseworthy.
Inc: **Good night** (বিদায় সম্ভাষণ), how are you?
Cor: **Good evening** (সাক্ষাতের সম্ভাষণ), how are you?

সাধারনত 'be verb' এর সঙ্গে due to (জন্য) এবং অন্য verb এর সঙ্গে owing to (জন্য) বসে।

Example:
Inc: The boy was successful **owing to** hard work.
Cor: The boy was successful **due to** hard work.
Inc: The steamer service **has been** cancelled **due to** fog.
Cor: The steamer service **has been** cancelled **owing to** fog.

Some More example:

Inc: Bubul speaks the English like the English
Cor: Bubul speaks English like the English
Inc: Rich are not always happy
Cor: The rich are not always happy
Inc: Quaran is a holy book
Cor: The Quaran is a holy book
Inc: Jhumais a big river
Cor: The Jhuma is a big river
Inc: Everybody love his country
Cor: Everybody loves his country

CS CamScanner

Inc: Each of the Girls have got a prize
Cor: Each of the Girls has got a prize
Inc: Rahim, as well as, his friends are interested in Music
Cor: Rahim, as well as, his friends is interested in Music
Inc: we like our country
Cor: We love our country
Inc: I love novel
Cor: I like novel
Inc: It is I who is very unfortunate
Cor: It is I who am very unfortunate
Inc: I know the boy who have got the prize
Cor: I know the boy who has got the prize
Inc: He is a student, is he?
Cor: He is a student, isn't he?
Inc: He is not going to college, isn't he
Cor: He is not going to college, is he?
Inc: Neither he nor his brother are guilty
Cor: Neither he nor his brother is guilty
Inc: Either you or your daughter have got the pen
Cor: Either you or your daughter has got the pen
Inc: It is raining for two hours
Cor: It has been raining for two hours
Inc: He lives in Dinajpur since 1990
Cor: He has been living in Dinajpur since 1990
Inc: I do not think of go there
Cor: I do not think of going there
Inc: He is compred with a lion
Cor: He is compred to a lion
Inc: Let he do the work
Cor: Let him do the work
Inc: You, he and I will go there
Cor: I, he and you will go there
Inc: I, he and you are guilty.
Cor: You, he and I am guilty
Inc: He is a fool
Cor: He is a foolish
Inc: Milton was compared to Homer
Cor: Milton was compared with Homer
Inc: The doctor saw my pulse
Cor: The doctor felt my pulse
Inc: The principal saw my certificate
Cor: The principal looked at my certificate
Inc: The boy sank
Cor: The boy drowned
Inc: The ship drowned
Cor: The ship sank
Inc: He will give the final examination
Cor: He will appear at the examination
Inc: I am fond for my father
Cor: I am fond of my father

Inc: You should stick at your principles
Cor: You should stick to your principles
Inc: They discussed about the matter
Cor: They discussed the matter
Inc: She resigned from the post
Cor: She resigned the post
Inc: My sister prohibited me to do the work
Cor: My sister prohibited me from doing the work
Inc: He will refrain to do it
Cor: He will refrain from doing it
Inc: Piya is taller than me
Cor: Piya is taller than I am
Inc: Jarin is as tall as me
Cor: Jarin is as tall as I
Inc: Milk is more preferable than tea
Cor: Milk is preferable to tea
Inc: He is more junior than me
Cor: He is junior to me
Inc: Scarcely had the teacher entered the class room than the sudents stood up
Cor: Scarcely had the teacher entered the class room when the sudents stood up
Inc: No sooner had we started our journey when it began to rain.
Cor: No sooner had we started our journey than it began to rain.
Inc: He went to school by foot
Cor: He went to school on foot
Inc: The climate of dinajpur are better than Dhaka
Cor: The climate of Dinajpur is better than that of Dhaka
Inc: The roads of dinajpur are wider than Barisal
Cor: The roads of Dinajpur are wider than those of Barisal
Inc: The two boys helped one another
Cor: The two boys helped each another
Inc: The three boys loved each other
Cor: The three boys loved one another
Inc: One should do his duty
Cor: One should do one's duty or, One should do his/her duty
Inc: I have ten money in my pocket
Cor: I have ten taka in my pocket
Inc: The weather of chittagong is good for health
Cor: The climate of Chittagong is good for health
Inc: Today's Climate is very fine
Cor: Today's weather is very fine
Inc: I have bought a dictionary book
Cor: I have bought a dictionary
Inc: Please give me some blotting
Cor: Please give me some blotting papers
Inc: Monisha lives in the boarding
Cor: Monisha lives in the boarding house
Inc: He reads the daily
Cor: He reads the daily newspaper

Inc: Arafat works in the custom department
Cor: Arafat works in the custom department
Inc: He is a man of letter
Cor: He is a man of letters.
Inc: Rehena is a woman of part
Cor: Rehena is a woman of parts
Inc: Arafat wants some expensive good
Cor: Arafat wants some expensive goods
Inc: The cat jumped on the wall
Cor: The cat jumped over the wall
Inc: The book is over the table
Cor: The book is on the table
Inc: Two-fourths of the work are finished
Cor: Two-fourths of the work is finished
Inc: Two-third of the students are absent
Cor: Two-thirds of the students are absent
Inc: One-thirds of the students are present
Cor: One-third of the students are present
Inc: Physics are a difficult subject
Cor: Physics is a difficult subject
Inc: Ill news run fast
Cor: Ill news runs fast
Inc: I like vegetable
Cor: I like vegetables
Inc: His circumstance is good
Cor: His circumstances are good
Inc: I know the true fact
Cor: I know the fact
Inc: He will go to Dhaka today night
Cor: He will go to Dhaka tonight
Inc: He will go to Rangpur this day morning
Cor: He will go to Rangpur this morning
Inc: Computer is a wonderful discovery
Cor: Computer is a wonderful invention
Inc: No less than twenty boys were present there
Cor: No fewer than twenty boys were present there
Inc: He prefers to read than to write
Cor: He prefers reading to writing
Inc: Liza feels comparatively better today
Cor: Liza feels better today or, Liza feels comparatively well today
Inc: Unless you do not read attentively, you will not pass the exam
Cor: Unless you read attentively, you will not pass the exam.
Or, If you do not read attentively you will not pass the exam.

Change the following sentences as directed

1. Look – the word in the dictionary. (up)
2. Do the work. (Change the voice)
   Ans: Let the work be done.
3. He said to me, 'give me the book. (Narration)
   Ans: He told me to give him the book.
4. He insisted me to do the work. (Correct the sentence)
   Ans: He insisted on my doing the work.
5. It has been raining since two hours. (Correct the sentence)
   Ans: It has been raining for two hours.
6. The large white house sold yesterday.(Correct the sentence)
   Ans: The large white house was sold yesterday.
7. My son does not like vegetable. (Correct the sentence).
   Ans: My son does not like vegetables.
8. It is not possible to make – the loss. (Appropriate preposition
   Ans: up
9. She is fond – swimming. (of)
10. – sun rises in the east. (The)
11. Open – pae twenty. (at)
12. He read a book. (Correct the sentence)
    Ans: He reads a book.
13. Pay close attention – what I say. (to)
14. Rahim and Karim is brothers. (Correct the sentence)
    Ans: Rahim and Karim are two brothers.
15. Pray for her/his early recovery. (Correct the sentence)
    Ans: Pray for her/his speedy recovery.
16. The letter (post) yesterday. (Use right form of verb)
    Ans: The letter was posted yesterday.
17. I was flattered. (Voice)
    Ans: Somebody flattered me.
18. I do not know what is his plan. (Correct the sentence)
    Ans: I do not know what his plan is.
19. You need not to worry. (Correct the sentence)
    Ans: You need not worry.
20. Do you know where does he live? (Correct the sentence)
    Ans: Do you know where he lives.
21. She said me a fool. (Correct the sentence)
    Ans: She told me a fool.
22. My friend said to me, 'Let's more'. (Narration)
    Ans: My friend proposed me that we should do more.
23. Ali is better than anybody in the class. (Correct the sentence)
    Ans: Ali is better than any other boy in the class.
24. Take care of your health. (Voice)
    Ans: Let your health be taken care of.
25. Walking in the garden a snake bit him. (Correct the sentence)
    Ans: While walkikng in the garden, a snake bit him.
26. I was astonished at his work. (Voice)
    Ans: He was astonished me.
27. I knw that they were horribly expensive. (Make it simple)

Ans: I know they were horribly expensive.
28. She saw the poor man lying on the floor. (Make it compound)
Ans: She saw the poor man who was lying on the floor.
29. How deep her love for Jim was! (Make it assertive)
Ans: Jim was very deep love for her.
30. Advise the students to follow hygiene rules. (Voice)
Ans: Let the students be advised to follow hygiene rules.
31. What an exciting match it was. (Make it assertive)
Ans: It was a great exciting match.
32. I am sure it is a mistake. (Make compound)
Ans: I am sure and it is a mistake.
33. As soon as I reached home, it rained heavily. (Make it negative)
Ans: No sooner had I reached home, it rained heavily.
34. Fayt's is one of the most expensive restaurants. (Maek it positive)
Ans: Very few restaurants are as expensive as Fayot's.
35. It – hard last night. (rain)
Ans: It rained hard last night.
36. He – there for three hours. (lie)
Ans: He has been lying there for three hours.
37. The climate of Rajshahi is as good as Rangpur. (Correct the sentence)
Ans: The climate of Rajshahi is as good as Rangpur's.
38 A few number of boys participated in the meeting. (Correct the senentec)
Ans: A few numbers of boys participated in the meeting.
30. The child is the father of the man. (Correct the sentence)
Ans: The child is father of the man.
31. Khaleque is stronger of two brothers. (Correct the sentence)
Ans: Khaleque is the stronger of the two brothers.
32. Three-fourthes of membe was present in the meeting. (Correct the senentec)
Ans: Three-fourths of the members were present in the meeting.
33. Unless you do not work hard, you will fail. (Correct the sentence)
Ans: Unless you work hard, you will fail.
34. One of the train is late. (Correct the sentence)
Ans: One of the trains is late.
35. Please sit besides me. (Correct the sentence)
Ans: Please sit beside me.
36. The is the most unique opportunity. (Correct)
Ans: The is a unique opportunity.
37. She is listening classical music.(Correct)
Ans: She is listenting to classical music.
38. The food is very tasteful. (Correct)
Ans: The food is very tasty.
39. The equipments of the gym is expensive. (Correct)
Ans: The equipment of the gym is expensive.
40. It was a most unique work. (Correct)
Ans: It was a unique work.
41. The boy is a foolish. (Correct)
Ans: The boy is a fool.
42. Today is very hot. (Correct)
Ans: It is very hot today.
43. The quality of mangoes are not good. (Correct)
Ans: The quality of mangoes is not good.
44. I want to know what is the matter. (Correct)
Ans: I want to know what the matter is.
45. Your watch is better than her. (Correct)
Ans: Your watch is better than that of her.
46. The chairman gave a very good speech. (Correct)
Ans: The chairman deliverd a very good speech.
47. She assisted me to do the work. (Correct)
Ans: She assisted me in doing the work.
48. He has come last night. (Correct)
Ans: He came last night.
49. She is in temper. (Correct)
Ans: She is in a temper.
50. Rahim is my cousin brother. (Correct)
Ans: Rahim is my cousin.
51. Always tell the truth. (Correct)
Ans: Always speak the truth.
52. My watch is better than you. (Correct)
Ans: My watch is better than yours.
53. Every mother loves her child. (Make it negative)
Ans: There is no mother but loves her child.
54. Does a fly fly. (Make it assertive)
Ans: A fly flies.
55. He is the tallest boy in the class. (Make it positive)
Ans: No ther boy in the class is so tall as he.
56. What a beautiful bird it is! (Make it assertive
Ans: It is a very beautiful bird.
57. One of the boys were responsible for this. (Correct it)
Ans: One of the boys was responsible for this.
58. He has gone to Dhaka last night. (Correct)
Ans: He went to Dhaka last night.
59. He prevented me to smoke. (Correct)
Ans: He prevented me from smoking.
60. He has been reading in this school from 2000. (Correct)
Ans: He has been reading in this school since 2000.

Article

☑ কোন নামের সাথে Union, United Kingdom, Republic, Empire বা dynasty থাকে, সে সকল নামের সাথে the বসে।
Example: The USA, The UAE, The Soviet Union etc.

☑ খেলাধুলার নামের আগে the বসে না।
Example:
Inc: We played the baseball at afternoon.
Cor: We played baseball at afternoon.

☑ সাধারনত Magazine এর নামের আগে the বসে না।
Example: Dhaka Courier, Reader's Digest.

☑ Business এর নামের আগে the বসে না। যেমন ঃ Grameen Phone, Banglalink. কিন্তু Business এর নামের শেষে Company থাকলে the বসে।
Example: The Jamuna Oil Company Ltd.

☑ সংবাদপত্র (Newspaper) এর নামের আগে the বসে। Example: The Daily Star, The Daily Prothom Alo

☑ জাতীর (Nation) নামের আগে the বসে।
Example: The Indian, The Chineese.

☑ মরুভূমি (Dessert), সাগর (Sea), মহাসাগর (Ocean), খাল (Canal), উপদ্বীপ (Peninsula), উপসাগর (Gulf/Bay), নদী (River), সেতু (Bridge), চিড়িয়াখানা (Zoo) ইত্যাদির নামের আগে the বসে।
Example:
The Sahara, The Red Sea, The Indian Ocean, The Panama Canal, The Korean Peninsula, The Bay of Bengal, The Mexican Gulf, The Padma, The Jamuna Multipurpose Bridge,The Dhaka Zoo.

☑ Noun এর আগে যদি Cardinal number (first, second, third etc.) থাকে, তবে এদের আগে the বসে।
Example:
Ms. Jerin lives on the Second floor.
The third person was Ms. Jerin.
(ব্যতিক্রম ঃ কিন্তু Cardinal Phrase এ the বসে না।
Example: At first sight, at first glance, on second thought etc.)

☑ সাধারনত Vowel এর আগে 'an' এবং Consonent এর আগে 'a' বসে। যেমন ঃ A bird, An elder brother, an umbrella, an old man. কিন্তু 'O & U' Vowel হওয়ার সত্ত্বেও 'an' না বসে 'a' বসে যখন O এর উচ্চারণ ও এর মত না হয়ে 'ওয়া' এর মত হয়। যেমন ঃ A one-eyed man এবং U এর উচ্চারণ আ-এর মত না হয়ে ইউ এর মত হয়। যেমন ঃ A university.

☑ 'H' Consonant হওয়ার সত্ত্বেও এর আগে 'an' বসে। যদি 'H' এর উচ্চারণ silent থাকে। যেমন ঃ an hour, an honest man, an honour, an heir etc.

Example of Article
Inc: Always speak truth.
Cor: Always speak the truth.
Inc: The man is mortal.
Cor: Man is mortal.
Inc: My house is near the Banani.
Cor: My house is near Banani.
Inc: Jerin lives in USA.
Cor: Jerin lives in the USA.
Inc: He plays guitar well.
Cor: He plays the guitar well.
Inc: I get up early in morning.
Cor: I get up early in the morning.
Inc: I shall go to cinema today.
Cor: I shall go to the cinema today.
Inc: He caught me by hand.
Cor: He caught me by the hand.
Inc: People come from whole district.
Cor: People come from the whole district.
Inc: Have you listened to radio news this morning?
Cor: Have you listened to the radio news this morning?
Inc: Benefit of doubt.
Cor: The benefit of doubt.
Inc: He had headache yesterday.
Cor: He had a headache yesterday.
Inc: Jerin is a MS in Agricultural Extension.
Cor: Jerin is an MS in Agricultural Extension.
Inc: Give me hundred taka note.
Cor: Give me a hundred taka note.
Inc: Do not make noise.
Cor: Do not make a noise.
Inc: Let us go out for walk.
Cor: Let us go out for a walk.
Inc: It is quarter to seven.
Cor: It is a quarter to seven
Inc: He is a L.L.B
Cor: He is an L.L.B
Inc: She is an B.Com
Cor: She is a B.Com

CS CamScanner

Number

Singular noun এর শেষে f বা fe থাকলে Plural করার সময় f বা fe এর পরিবর্তে v বসে এবং তারপর es যোগ করে Plural করতে হয়।

Singular	Plural	Singular	Plural
Calf	Calves	Half	Halves
Knife	Knives	Leaf	Leaves
Life	Lives	Loaf	Loaves
Self	Selves	Sheaf	Sheaves
Shelf	Shelves	Thief	Thieves
Wife	Wives	Wolf	Wolves

কিন্তু Noun এর শেষে if, ief, eef, oof বা rf থাকলে শুধু s যোগ করে Plural করতে হয়।

Singular	Plural	Singular	Plural
Belief	Beliefs	Brief	Briefs
Chief	Chiefs	Cliff	Cliffs
Dwarf	Dwarfs	Gulf	Gulfs
Hoof	Hoofs	Proof	Proofs
Roof	Roofs.		

কিছু Noun এ শেষে o এবং o এর পূর্বে একটি Consonant থাকলেও শুধু s যোগ করে Plural করতে হয়।

Singular	Plural	Singular	Plural
Canto	Cantos	Photo	Photos
Piano	Pianos		

যে সকল Singular noun এর শেষে y এবং y এর পূর্বে consonant রয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে y এর পরিবর্তে i এবং শেষে es যোগ করে plural করতে হয়।

Singular	Plural	Singular	Plural
Army	Armies	Baby	Babies
Body	Bodies	Country	Countries
Fly	Flies	Lady	Ladies
Foot	Feet	Goose	Geese
Man	Men	Tooth	Teeth
Woman	Women		

Singular	Plural
Agendum (আলোচ্য বিষয়)	Agenda
Aquarium (কাঁচের মৎস্যাধার)	Aquaria/Aquariums
Bacterium	Bacteria
Corrigendum (শুদ্ধিপত্র)	Corrigenda
Curriculum (পাঠ্যক্রম)	Curricula
Datum (তথ্য, উপাত্ত)	Data
Dictum (সত্য বাণী, নীতি বাক্য)	Dicta

Singular	Plural
Erratum (শুদ্ধিপত্র)	Errata
Forum (আলোচনা সভা)	Fora/Forums
Gymnasium(ব্যায়ামাগার)	Gymnasia Gymnaiums
Medium(মাধ্যম)	Media
Memorandum (স্মারকলিপি)	Momoranda
Optimum (সর্বানুকুল অবস্থা)	Optima
Symposium (আলোচনা সভা)	Symposia

Singular	Plural
Analysis (বিশ্লেষণ)	Analyses
Basis (ভিত্তি)	Bases
Diagnosis (রোগ নির্ণয়)	Diagnoses
Oasis (মরুদ্যান)	Oases
Thesis (গবেষণামূলক প্রবন্ধ)	Theses
Axis (অক্ষ)	Axes
Crisis (সংকট)	Crises
Hypothesis (অনুমান)	Hypotheses
Synopsis (সংক্ষিপ্তসার)	Synopses
Parenthesis (বন্ধনী)	Parenthese
Alumnus (প্রাক্তন ছাত্র)	Alumni
Focus (কেন্দ্র)	Foci/Focuses
Genius (প্রতিভা)	Genii/Geniuses
Locus (সঞ্চারপথ)	Loci
Radius (ব্যাসার্ধ)	Radii/Raduses
Stimulus (উদ্দীপক)	Stimuli
Syllabus (পাঠ্যসূচি)	Syllabi/Syllabuses
Appendix (পরিশিষ্ট)	Appendices/Appendixes
Index (সূচক)	Indices/Indexes
Radix (উৎস)	Radices
Vertex (শীর্ষ)	Vertices/Vertexes

Singular	Plural	Singular	Plural
Book	Books	Pen	Pens
Cat	Cats	Boy	Boys
Dog	Dogs	Bus	Buses
Ass	Asses	Dish	Dishes
Branch	Branches	Stomach	Stomaches
Fox	Foxes	Fez	Fezes

Singular	Plural	Singular	Plural
Mango	Mangoes	Zero	Zeroes
Hero	Heroes	Echo	Echoes
Bamboo	Bamboos	Cuckoo	Cuckoos
Studio	Studios	Mouse	Mice
Louse	Lice	Dormous	Dormise

Gender

Gender প্রধানত চার প্রকার

1. Masculine gender (পুং লিঙ্গ)
2. Feminie gender (স্ত্রী লিঙ্গ)
3. Common gender (উভয় লিঙ্গ)
4. Neuter gender (ক্লীব লিঙ্গ)

Masculine gender	Femine gender
Boar (শূকর)	Sow (শূকরী)
Brother (ভাই)	Sister (বোন)
Buck (হরিণ)	Doe (হরিণী)
Drake (পাতিহাঁস)	Duck (পাতিহাঁসী)
Drone (পুং মৌমাছি)	Bee (স্ত্রী মৌমাছি)
Gander (রাজহংস)	Goose (রাজহংসী)
Lad (বালক)	Lass (বালিকা)
Stag (হরিণ)	Hind (হরিণী)
Tailor (দর্জি)	Seamstress (মহিলা দর্জি)
Wizard (যাদুকর)	Witch (মহিলা যাদুকর)
Auther (লেখক)	Authoress (লেখিকা)
God (দেবতা)	Goddess (দেবী)
Host (অতিথিসেবক)	Hostess (অতিথিসেবিকা)
Lion (সিংহ)	Lioness (সিংহী)
Manager (ব্যবস্থাপক)	Manageress (মহিলা ব্যবস্থাপক)
Patron (পৃষ্ঠপোষক)	Patroness (পৃষ্ঠপোষিকা)
Poet (কবি)	Poetess (মহিলা কবি)
Prince (রাজপুত্র)	Princess (রাজকন্যা)
Actor (অভিনেতা)	Actress (অভিনেত্রী)
Emperor (সম্রাট)	Empress (সম্রাজ্ঞী)
Governor (অভিভাবক)	Governess (অভিভাবিকা)
Hunter (পুরুষ শিকারী)	Huntress (মহিলা শিকারী)
Tiger (বাঘ)	Tigress (বাঘিনী)
Tutor (শিক্ষক)	Tutress (শিক্ষিকা)
Waiter (পরিচারক)	Waitress (পরিচারিকা)

Masculine gender	Femine gender
Boy-baby (ছেলে শিশু)	Girl-baby (মেয়ে শিশু)
Billy-goat (পাঠা)	Nanny-goat (পাঠী)
Father-in-law (শ্বশুর)	Mother-in-law (শাশুড়ি)
Fisherman (জেলে)	Fisherwoman (জেলেনী)
Jack-ass (পুরুষ গাধা)	She-ass (মাদী গাধা)
Milk-man (গোয়ালা)	Milk-maid (গোয়ালিনী)
Peacock (ময়ূর)	Peahen (ময়ূরী)
Duke (সম্ভ্রান্ত পুরুষ)	Duchess (সম্ভ্রান্ত নারী)
Administrator (পরিচালক)	Administratrix (পরিচালিকা)
Hero	Heroine

Tag question

i) **Statement এ 'I am' থাকলে tag question এর verb 'aren't হয়।**

Example:

Inc: I am your friend, **amn't I?**

Cor: I am your friend, **aren't I ?**

ii) **Statement এ 'used to' থাকলে tag question এর verb 'did' হয়।**

Example:

Inc: He used to play football, **isn't it?**

Cor: He used to play football,**didn't he?**

Inc: She used not to smoke, **used she?**

Cor: She used not to smoke, **did she?**

iii) **Statement এ 'had better/had rather' থাকলে tag question এর verb hadn't হয়।**

Example:

Inc: You had better stay here, **shouldn't you?**

Cor: You had better stay here, **hadn't you?**

iv) **যখন কোন imperative বাক্যে command কিংবা request প্রকাশ করে তখন তার সঙ্গে tag question 'will you' হবে।**

Example:

Inc: Turn the fan on, **won't you?**

Cor: Turn the fan on, **will you?**

Inc: Please lend me some money, **could you?**

Cor: Please lend me some money, **will you?**

v) **যখন কোন imperative বাক্যে কোন offer কিংবা invitation প্রদান করে তখন তার সঙ্গে tag question হিসেবে 'won't you' বসে।**

Example:

Inc: Have a cup of tea, **will you?**

Cor: Have a cup of tea, **won't you?**

vi) 'Let us' যখন proposal কিংবা suggestion প্রকাশ করে তখন তার সাথে tag question হিসেবে 'shall we' কিন্তু 'let' যখন permission বুঝায় তখন tag question হিসেবে 'will you' বসে।

Example:
Inc: Let us eat something, **don't we?**
Cor: Let us eat something, **shall we?**
Inc: Let them play here, **won't you?**
Cor: Let them play here, **will you?**

vii) **Statement এ যদি common gender এর singular noun থাকে তাহলে tag question এর subject হিসেবে he বসে।**

Example:
Inc: A doctor serves the sick, **don't they?**
Cor: A doctor serves the sick, **doesn't he?**

viii) **Statement এ যদি everyone, no one, someone জাতীয় indefinite pronoun থাকে তাহলে tag question এর subject হিসেবে they বসে।**

Example:
Inc: Nobody liked her, **did any?**
Cor: Nobody liker4 her, **did they?**

Identifying Parts of Speech

Classification of noun

1. **Proper noun:** যে noun কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানকে বুঝায় তাকে Proper noun বলে। eg. The **Megna** is a big river. He went to the **Himalaya. Rasel** lives in **Dhaka**. The **elemphant** has great strength.
2. **Common noun:** যে noun দ্বারা এক জাতীয় কোন কিছুর সাধারন নামকে বুঝায় তাকে Common noun বলে। eg. Nasiruddin was a pious **king.** Mina is a beautiful **girl.** Dhaka is big **city.**
3. **Collective noun:** যে noun এ কোন এক শ্রেণীর ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষকে না বুঝিয়ে তাদের অনেকের সমষ্টিকে বুঝায় তাকে Collective noun বলে। Eg. Our **team** is better than yours. The police dispersed the **crowd.** The **jury** found the prisoner guilty.
4. **Material noun:** যে noun এ কোন পদার্থের সমস্ত অংশকেই বুঝায়, তার কোন অংশকে পৃথক করে বুঝায় না তাকে Material noun বলে। eg. **Milk** is nutritious. **Fire** burns. The ring is made of **gold.** We eat salt with curry.
5. **Abstract noun:** যে noun কোন গুন, অবস্থা বা কাজের নাম বুঝায় তাকে Abstract noun বলে। eg. **Truth** must prevail in the long run. **Honesty** is the best policy. **Wisdom** is better than strength. **Forgiveness** is a great virtue. I have **friendship** with him. **Sorrow and happiness** come by turns.

Verb	Noun	Adjective	Adverb
Accept	Acceptance	Acceptable	Acceptably
Act,activate	Action, activity	Active	Actively
Accelerate	Acceleration	Accelerated	-
Add	Addition	Additional	Additionally
Admit	Aumission	Admissive,admissible	-, Admissibly
Advise	Advice	Advisable	Advisably
Agree	Agreement	Agreeable	Agreeably
Allow	Allowance	Allowable	Allowably
Appreciate	Appreciation	Appreciable	Appreaciably
Attend	Attention, attendance	Attentive	Attentively
Authorize	Authority	Authoritative	Authoritatively
Attract	Attraction	Attractive	Attractively
Beautify	Beauty	Beautiful	Beautifully
Brief	Brevity	Brief	
Bless	Blessing	Blessed	
Break	Breach, breakage	Broken	
Bleed	Blood	Bloody	
Circulate	Circulation	Circular	
Celebrate	Celebration, celebrity	Celebrated	--
Choose	Choice	Chosen, choosable	--
Close	Closure	Closed	-

Verb	Noun	Adjective	Adverb
Commit	Commitment	Committed	-
Comprehend	Comprehension	Comprehensible	-
Compel	Compulsion	Compulsive, compulsory	Compulsively, compulsorily
Conclude	Conclusion	Conclusive	Conclusively
Confide	Confidence	Confident, confidential	Confidenly, confidentilly
Consider	Consideration	Considerable	Considerably
Construct	Construction	Constructive	Constructively
Continue	Continuity	Continuous	Continuously
Cooperate	Cooperation	Cooperative	Cooperatively
Decide	Decision	Deceptive	Decisively
Define	Definition	Defined, definite	Definitely
Derive	Derivation	Derivative	Derivatively
Describe	Description	Descriptive	Descriptively
Destroy	Destruction	Destructive	Destructively
Detect	Detection	Detective	-
Determine	Determination	Determined	-
Differ	Difference	Different	Differently
Divide	Division	Divisional, divisible	Divisionally, divisibly
Dark	Darken	Darkness	
Edit	Edition	Editorial	-
Educate	Education	Educational	Educationally
Elect	Election	Elective	Electively
Employ	Employment, employer	Employed	-
Engage	Engagement	Engaged	-
Enable	Ability	Able	-
Establish	Establishment	Established	-
Extend	Extension	Extensive	Extensively
Fail	Failure	Failed	-
Fix	Fixation	Fixed	Fixedly
Generate	Generation	Generative	Generatively
Govern	Government	Governmental	Governmentally
Guide	Guidance	Guided	guidedly
Hesitate	Hesitation	Hesitant	Hesitantly
Help	Help	Helpful, helpless	Helpfully, helplessly
Identify	Identication	Identified	-
Ignore	Ignorance	Ignorant	Ignorantly
Include	Inclution	Inclusive	Inclusively
Instruct	Instruction	Instructive	Instructively
Inform	Information	Informative	Informatively
Join	Joint	Joint	Jointly
Know	Knowledge	Knowledgeable	Knowledgeably
Laugh	Laughter	Lauhable	Laughably
Manage	Management	Manageable	Manageably
Marry	Marriage	Marriabeably	-
Measure	Measurement	Measurable	Measurably

Verb	Noun	Adjective	Adverb
Mix	Mixer,mixture	Mixed	-
Move	Movement	Movable	Movably
Neglect	Negligence	Negligent, negligible	Negligently, negligibly
Notify	Notification	Notified	-
Obey	Obedience	Obedient	Obediently
Oblige	Obligation	Obligatory	Obligatorily
Observe	Observation	Observational	Observationally
Occupy	Occupation	Occupational	Occupationally
Operate	Operation	Operational	Operationally
Oppose	Opposition	Opposite	Oppositely
Organize	Organization	Organized	Orgnisedly
Perform	Performance	Performed	-
Permit	Permission	Permissible	Permissibly
Please	Pleasure	Pleasant	Pleasantly
Pollute	Pollution	Pollutant, polluted	Pollutantly
Practise	Practice	Practical	Practically
Present	Presentation	Presentable	Presentably
Prscribe	Prescription	Prescriptional	-
Produce	Production	Productive	Productively
Provide	Provision	Provisional	Provisionally
Purify	Purification	Purifed	-
Qualify	Qualification	Qualified	-
Receive	Receipt,reception	Receptive	Receptively
Refer	Reference	Referntial	Referentially
Relay	Relation	Related	Relatively
Resume	Resumption	Resumed	-
Satisfy	Satisfaction	Satisfied	Satisfactorily
See	Sight	Visual	Visually
Select	Selection	Selective	Selectively
Separate	Separation	Separable	Separably
Speak	Speech	Spoken	-
Solve	Solution	Solved	-
Use	Use,usefulness	Usefull	Usefully
Value	Valuation	Valuable	Valuably
Vary	Variation,variance, variablility	Variant, various, variable	Variantly, various, variably
Verify	Verification,verifier	Verifiable	Verifiably

Appropriate Prepositon

- Adapt to (sth) – খাপ খাওয়ানো।
- Accede to – সম্মত হওয়া।
- Adhere to – লেগে থাকা।
- Adjacent to – সন্নিহিত।
- Admit to – অবকাশ থাকা।
- Afraid to – ভীত।
- Answerable to – কৈফিয়ত দেয়া।
- Antipathy to – ঘৃণা।
- Appointed to – নিযুক্ত।
- Ascend to – আরোহণ করা।
- Alternative to – বিকল্প।
- Attend to – মনোযোগ দেয়া।
- Averse to – বিমুখ।
- Acceptable to (sth) – গ্রহণযোগ্য।
- Access to – প্রবেশাধিকার।
- Akin to – সমজাতীয়।
- Alive to – সজাগ।
- Allergic to (sth) – ভীষণ অপছন্দ।
- Amenable to – বাধ্য।
- Agree to (proposal) – প্রস্তাবে রাজি হওয়া।
- Absent from – অনুপস্থিত থাকা।
- Abound with, in – প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান থাকা।
- Abstain from (sth) – বিরত থাকা।
- Account for (sth) – জবাবদিহি করা।
- Accused of – অভিযুক্ত।
- Agree to with (a person) – ব্যক্তির সাথে সম্মত হওয়া।
- Angry with (sb) – কারও সাথে রাগান্বিত হওয়া।
- Angry for - কোন কাজে রাগান্বিত হওয়া।
- Angry at – ক্ষুব্ধ।
- Anxious about (sth) – উদ্বিগ্ন।
- Anxious for (sb) – চিন্তিত।
- Apart from – ব্যতীত।
- Apathy towards – অনাগ্রহ।
- Apology to (sb) – কারও কাছে ক্ষমা চাওয়া।
- Apology for (sth) – কোন কারণে ক্ষমা চাওয়া।
- Appetite for – ক্ষুধা।
- Apply for – দরখাস্ত করা
- Appointment with (sb) – সাক্ষাতের সময়।
- Argue with – তর্ক করা।
- Argue over – কোন বিষয়ে তর্ক করা।
- Argue against – বিপক্ষে বলা।
- Arrive at – পৌঁছানো।
- Ascend from – উপরে ওঠা।
- Ashamed of – লজ্জিত।
- Ask for – চাওয়া।
- Ask about – খোঁজ করা।
- Assured of – আশ্বাস দেয়া।
- At launch – দুপুরের খাবার।
- At the bottom – নিচে।
- At the fork – রাস্তার মোড়ে।
- At the sight of – দর্শনে।
- At the weekend – সপ্তাহান্তে।
- Attend on – সেবা করা।
- Authority on – বিশেষজ্ঞ।
- Authority over – কর্তৃত্ব।
- Aware of – অবহিত/সচেতন।
- Bad at (sth) – অদক্ষ।
- Below poverty line – দারিদ্র সীমার নিচে।
- Beneficial/Conduct to – উপকারী।
- Bent upon – সংকল্পবদ্ধ।
- Bias against – বিপক্ষে।
- Bias towards – পক্ষে।
- Blind of – অন্ধ।
- Blind to – উদাসীন।
- Boast of – অহংকার।
- Break in – কথার মাঝে কথা বলা।
- Breakdown of – ভেঙে ভেঙে বিস্তারিত লেখা।
- Bridge over – সেতু।
- Brood over – চিন্তা করা।
- Burden with – ভারাক্রান্ত।
- Business with (sb) – ব্যবসা করা।
- By heart – মুখস্ত করা।
- Care for – যত্নবান।
- Catch at – আকড়ে ধরা।
- Change into – এক জিনিস হতে অন্য জিনিসে পরিণত হওয়া।
- Cause for – কারণ।
- Charge with – অভিযুক্ত করা।
- Coincide with – একই সময়ে ঘটা।
- Combination of – সমন্বয়।

CS CamScanner

☞ Compare to – ভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনা করা।
☞ Compare with – একই জিনিসের মধ্যে তুলনা করা।
☞ Compatible with – সামঞ্জস্যপূর্ণ।
☞ Compensate for – ক্ষতিপুরণ দেয়া।
☞ Competent for – যোগ্য।
☞ Complain of/about (sth) – নালিশ করা।
☞ Complain to (sb) – নালিশ করা।
☞ Comply with – সম্মত হওয়া।
☞ Concern with – জড়িত।
☞ Concern for – উদ্বিগ্ন।
☞ Condemn to – দন্ডিত করা।
☞ Conducive to – উপকারী।
☞ Confidence in – আত্মবিশ্বাসী।
☞ Confident of – আশাবাদী।
☞ Conform to – অনুসরণ করা।
☞ Congenial to – উপযোগী।
☞ Congratulate of – অভিনন্দন জানানো।
☞ Consist in – বিদ্যমান থাকা।
☞ Consist of – গঠিত।
☞ Consolidate for – শক্তিশালী করা।
☞ Contemporary of – সমসাময়িক।
☞ Contrary to – বিপরীত।
☞ Contribution to – অবদান।
☞ Control over – নিয়ন্ত্রণ।
☞ Convinced of – বিশ্বাস জন্মানো।
☞ Cope with – এটে ওঠা।
☞ Count upon/on – নির্ভর করা।
☞ Creep up – বৃদ্ধি পাওয়া।
☞ Cruise to – জয়লাভ করা।
☞ Cause for – অভিশাপ দেয়া।
☞ Deal in (sth) – ব্যবসা করা।
☞ Deal/business with (sb) – আচরণ করা।
☞ Debar from (sth) – বাধা দেয়া।
☞ Decide upon – সিদ্ধান্ত নেয়া।
☞ Delegate to – প্রতিনিধি।
☞ Depend on/upon – নির্ভর করা।
☞ Derive from (sth) – উৎসারিত হওয়া।
☞ Descend on/upon – আক্রমণ করা।
☞ Desire for – অভিলাষ।
☞ Desist from – বিরত থাকা।

☞ Destitute of (sth) – অভাব থাকা।
☞ Detrimental to (sb/sth) – ক্ষতিকর।
☞ Divide between – দুইয়ের মাঝে বন্টন করা।
☞ Divide among – অনেকের মাঝে বন্টন করা।
☞ Devoid of – বিহীন
☞ Die of – রোগে মরা।
☞ Die from – কোন কিছুর জন্য মারা যাওয়া।
☞ Die by – কোন কিছুর দ্বারা মারা যাওয়া।
☞ Die for – দেশের জন্য মারা যাওয়া।
☞ Differ from, with, on – ভিন্ন হওয়া।
☞ Differ with (sb) – মতের মিল না হওয়া।
☞ Difficulty in – সমস্যা।
☞ Disappointed at, by, with – হতাশ।
☞ Discourage from (sb from sth) – বাধা দেয়া।
☞ Dispense with – ত্যাগ করা।
☞ Distinguish between – পার্থক্য করা।
☞ Dressed in – পরিহিত।
☞ Drop to – নিচে নামানো/নিচু করা।
☞ Dull of – বধির।
☞ Dwell in – বাস করা।
☞ Dwell on, upon – আলোচনা করা।
☞ Easy in – সরল।
☞ Effect of – প্রভাব।
☞ Eligible for – যোগ্য।
☞ Enter into – আবদ্ধ হওয়া।
☞ Entitled to – অধিকারী।
☞ Entrust to (sb) – বিশ্বাস করে দেয়া।
☞ Entrust with (sth) – বিশ্বাস করে দেয়া।
☞ Equal to – যোগ্য।
☞ Essential to/for – অত্যাবশ্যক।
☞ Exception to – ব্যতিক্রম।
☞ Exclude from – বাদ দেয়া।
☞ Exempt from – অব্যহতি দেয়া।
☞ Experience in – অভিজ্ঞতা।
☞ Face with – সম্মুখীন হওয়া।
☞ Fall in – ব্যর্থ হওয়া।
☞ Faith in – বিশ্বাস।
☞ Fantasize about – কল্পনা করা।
☞ Fed up with – বিরক্ত।
☞ Fatigued by – ক্লান্ত।

☞ Feed on, with – খেয়ে বাচা।
☞ Fond of – প্রিয়।
☞ Genious for – দক্ষতা।
☞ Good at – ভালো/দক্ষ।
☞ Guilty of – অপরাধী।
☞ Get into – মিশে যাওয়া।
☞ Give in – মেনে নেয়া।
☞ Go down – ডুবে যাওয়া।
☞ Hanker after – আকাঙ্ক্ষা করা।
☞ Heart of – মূল বিষয়।
☞ Hit upon – পরিকল্পনা নেয়া।
☞ Ignorant of – অজ্ঞ।
☞ Imposed on – আরোপিত।
☞ Incapable of – অক্ষম।
☞ Incentive to – উৎসাহদায়ক।
☞ Indebted to, for – ঋণী।
☞ Independent of – স্বাধীন।
☞ Indifferent to – উদাসীন।
☞ Indispensable to – অত্যাবশ্যকীয়।
☞ Indulge in – আসক্ত হওয়া।
☞ Indulge with – প্রশ্রয় দেয়া।
☞ Inferior to – হীন/নিচু।
☞ Innocent to – নির্দোষ।
☞ Inquiry into – তদন্ত করা/খতিয়ে দেখা।
☞ Insist on – জেদ করা।
☞ Intent on, upon – দৃঢ় সংকল্প।
☞ Interest in – আগ্রহ।
☞ Interfere with – হস্তক্ষেপ করা।
☞ Jump into – লাফ দেয়া।
☞ Key to – চাবিকাঠি।
☞ Know about – জানা।
☞ Laugh at – হাসা।
☞ Learn of, about – শেখা/জানতে পারা।
☞ Liable to – দায়ী।
☞ Liberate from, in – মুক্ত করা।
☞ Liking for – পছন্দ।
☞ Lit with – আলোকিত।
☞ Long for – আশা করা।
☞ Monument tô – স্মৃতি ভাস্কর্য।
☞ Mourn for – শোক করা।

☞ Consist of /Make up of – গঠিত।
☞ Necessity for – প্রয়োজনীয়তা।
☞ Object to – আপত্তি করা।
☞ Obliged to, for – বাধিত থাকা।
☞ Originated from – উৎপত্তি হওয়া।
☞ Observant of – তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন।
☞ Part with (sth) – বিদায় জানানো।
☞ Part from (sb) – বিদায় জানানো।
☞ Pray for – প্রার্থনা করা।
☞ Penalty for, with – শাস্তি।
☞ Perfect for – সঠিক।
☞ Pity on – দয়া।
☞ Play with – মজা করা।
☞ Point out – চিহ্নিত করা।
☞ Ponder over – চিন্তা করা।
☞ Popular with (sb) – জনপ্রিয়।
☞ Popular for (sth) – কোন কারনে জনপ্রিয়।
☞ Pore over – যত্নসহকারে পড়া বা দেখা।
☞ Prefer to – অধিকতর পছন্দ করা।
☞ Prejudice against – কুসংস্কার/অন্ধ বিশ্বাস।
☞ Preside over – সভাপতিত্ব করা।
☞ Prevail on, upon – রাজি করান।
☞ Prevent from – বিরত থাকা।
☞ Pride in – গর্ব।
☞ Pride oneself on, – গর্ব করা।
☞ Proficiency in – দক্ষতা।
☞ Provide against – পূর্বে ব্যবস্থা করা।
☞ Provide with – দেয়া।
☞ Quick /Good at – পটু।
☞ Rebel against – বিদ্রোহ করা।
☞ Recover from – আরোগ্য লাভ করা।
☞ Reliant/depend on – নির্ভরশীল।
☞ Relieve from , of – উপশম করা।
☞ Remind of – মনে করিয়ে দেয়া।
☞ Repentant for – অনুতপ্ত।
☞ Reputation for (sth) – খ্যাতি।
☞ Respect for – শ্রদ্ধা।
☞ Respond to – সাড়া দেয়া।
☞ Retire from – অবসর নেয়া।
☞ Retire to – শুতে যাওয়া।

- Return to – ফিরে আসা।
- Revolt against – আন্দোলন।
- Revolt at – বিদ্রোহ।
- Road at – পথ/উপায়।
- Run over – চাপা পড়া।
- Run into – জড়িয়ে পড়া।
- Run on – বিরতিহীন চলা।
- Shout at – চিৎকার করা।
- Smile at – হাসা।
- Solution to – সমাধান।
- Sorry for – দুঃখিত।
- Stake in – সম্ভাবনা।
- Suffer from – অসুখে ভোগা।
- Suited to – উপযোগী।
- Survive on – বেঁচে থাকা।
- Superior to – উৎকৃষ্ট।
- Susceptible to, of – প্রভাবিত।
- Sympathy for – সহানুভূতি।
- Taste for – রুচি।
- Taste of – অভিজ্ঞতা।
- Translate from, into – অনুবাদ করা।
- Treat to – খাওয়ানো।
- Treat of – আলোচনা করা।
- Treat with – ব্যবহার করা।
- True to – বিশ্বাসী।
- Urge upon – আহ্বান জানানো।
- Under trail – বিচারাধীন।
- Unsure of – অনিশ্চিত।
- Valid for – বৈধ।
- Walk up – প্রত্যয়ের সাথে এগিয়ে যাওয়া।
- Want in – ঘাটতি হওয়া।
- Wish for – চাওয়া।
- With a view to – উদ্দেশ্যে।
- Work with – কারো সাথে কাজ করা।
- Work for – চাকরি করা।
- Yield to – বশ্যতা স্বীকার করা।

Examples of Appropriate Prepostions

1. Do not laugh..... the poor. (at)
2. He was debarred ..... going there. (from)
3. He is competent ..... the post. (for)
4. A prize was awarded to him for proficiency ..... music. (in)
5. He desisted ..... his doing this. (from)
6. I have no desire ..... riches. (for)
7. He appointed me ..... this post. (to)
8. His statement coincides ..... mine. (with)
9. I have no cause ..... anxiety. (for)
10. You should be ashamed ..... your conduct. (of)
11. I have no taste ..... music. (for)
12. He has no interest ..... Mathematics. (in)
13. The school consists ..... four classrooms. (of)
14. Do not run ..... debt. (into)
15. He was charged ..... theft. (with)
16. He has given ..... smoking. (up)
17. He does not hanker ..... money. (after)
18. Your conduct admits ..... no excuse. (of)
19. Please walk ..... the stairs. (up)
20. Smoking is detrimental ..... health. (to)
21. A man of character is true ..... his word. (to)
22. I prefer tea ..... coffee. (to)
23. He died ..... hunger. (of)
24. He learnt the poem ..... heart. (by)
25. A drowning man catches ..... a straw. (at)
26. A friend ..... need is a friend indeed. (in)
27. The Padma abounds ..... hilsha fish. (with)
28. Water is changed ..... vapour. (into)
29. I am not bad ..... tennis. (at)
30. What is the time ..... your watch? (by)
31. I congratulated him ..... his success. (on)
32. He deals ..... stationery goods. (in)
33. Now a days many villagers are lit ..... electricity. (with)
34. We have recently entered ..... an agreement with the Inland Cooperative. (into)
35. I agree ..... your proposal. (to)
36. His assignment is akin ..... mine. (to)
37. He was equal ..... the task. (to)
38. He has been ill ..... Friday last. (since)
39. He has a great apathy ..... his studies. (towards)
40. He availed him ..... the opportunity. (of)
41. He takes pride ..... his wealth. (in)
42. We told him to call ..... a doctor. (in)
43. I have no bias ..... late marriage. (against)
44. Jerin is the smaller ..... the two girls. (to)
45. Students are concerned ..... their result. (for)
46. Look ..... the word in the dictionary. (up)

47. I am obliged ..... you for your help. (to)
48. I do not want to agree ... you about the matter. (with)
49. Prices are creeping ..... again. (up)
50. He has retried ..... bed. (to)
51. He comes ..... a noble family. (of)
52. We pray ..... your success. (for)
53. He looked me ..... my face. (on)
54. Socrates was accused ..... misleading the young section in Athens. (of)
55. He attended ..... the airport. (by)
56. He was absent ..... last week. (since)
57. I depended ..... his word. (upon)
58. I acceded ..... his request. (to)
59. He was guilty ..... contempt of court. (of)
60. He readily complied ..... my request. (with)
61. The boy was run ..... by a car. (over)
62. The winter has set ..... very early this year. (in)
63. He objects ..... having to go to so many parties. (to)
64. She was seen poring ..... the books. (over)
65. The manager has promised to see the project ..... (through)
66. She wastes her time ..... useless things. (on)
67. I am entitled ...... a share in the profit. (to)
68. He is devoid ..... commonsense. (of)
69. Happiness consists ..... contentment. (in)
70. He dropped his voice ..... a whisper. (to)
71. Human nature revolts ..... a crime. (at)
72. He compared the heart ..... a pump.(to)
73. Lots of people are allergic ..... prawn. (to)
74. I have been suffering ..... fever for the last two days. (from)
75. My brother has no appetite ..... food. (for)
76. I have great respect ..... him.(for)
77. Jerin argued ..... about her marriage. (against)
78. Corruption is abhorrent ..... the honest. (to)
79. His offer is acceptable ..... us. (to)
80. The rebels were put ..... death. (to)
81. He is absorbed ..... thought. (in)
82. He faced ..... difficulties. (with)
83. I prevailed ..... my friend to lend me Tk. 5000. (upon)
84. A man who is popular ..... his neighbors is supposed to be a good man.(with)
85. He sat there brooding ..... whether life was worth living. (over)
86. He assured me ..... his help. (of)
87. The shirt does ..... at the back. (up)
88. I called ..... his address on the computer. (after)
89. The two companies consolidated ..... greater efficiency. (for)
90. The money we asked ..... was not forthcoming. (for)
91. Jerin is quick ..... understanding. (at)
92. The boy wanders ..... in the streets. (about)
93. The novelist is observant ..... public feeling. (of)
94. I was disappointed ..... the grades I received on my last essay. (at)
95. In my heart ..... heart I deplored his obstinacy. (of)
96. Not a word fell ..... his lips. (from)
97. The children were entrusted ..... the ca re of their uncle. (to)
98. The tree has been blown........by the strong wind. (away)
99. He divided the money ..... the two children. (between)
100. Bangladesh was liberated ..... 1971. (from)
101. Sumi is looking for a apartment ..... the park. (near)
102. She is good ..... lawn tennis. (at)
103. Every body longs ..... happiness. (for)
104. God took pity ..... him. (on)
105. I shall adhere ..... my plan. (to)
106. He died ..... the injury. (from)
107. We dispensed ...... his services. (with)
108. The police is looking ...... the case. (into)
109. Divide the money ..... the boys. (among)
110. I count ..... your help. (on)
111. Swimming is conducive ..... health. (to)
112. I shall compensate you ..... the loss. (for)
113. My hobby is different ..... her hobby. (from)
114. The principal had an inquiry ..... the case. (into)
115. I can give you no assurance ..... help. (of)
116. Mr. Mehedi welcomed the delegated ..... the conference. (to)
117. I have no aptitude ..... music. (for)
118. Your are dull ..... hearing. (of)
119. The leader arrived ..... a decision at last. (at)
120. His wife reminded him ..... (of his appointment)
121. He is ...... to drinking. (addicted)
122. He fell ..... his bike. (off)
123. Christopher Marlowe was a contemporary ..... Shakespeare. (of)
124. The boys played football ..... the rain. (in)
125. The parents should have authority ..... their sons and daughter. (over)
126. The climate is congenial ..... health. (to)
127. You should be repentant ..... your misdeeds. (for)
128. I am fatigued ..... wide traveling. (by)
129. He was an antipathy ..... smoking. (to)
130. A modest man does not boast ..... his merit. (of)
131. He is superior .... me. (to)
132. He parted ..... his friends. (from)
133. My birth day is ..... February. (on)
134. Death does not distinguish ..... the rice and the poor. (between)
135. We should not yield ..... any pressure. (to)
136. He is blind .... his son's faults. (to)
137. His sympathy ..... the poor is praiseworthy. (for)

CS CamScanner

138. I am fed up ..... waiting for her to telephone. (with)
139. I never interfere ..... my grown up children. (with)
140. Mistakes should be pointed .... in a student's work. (out)
141. He prevented me ..... going there.(from)
142. I have no objection to ..... your story again. (hearing)
143. He is innocent ..... the charge. (of)
144. He has no control .... himself. (over)
145. Everything hinges ..... what happens next. (upon)
146. We are proud ..... Noble Laureate Prof. Dr. Mohammad Yunus.(of)
147. He was bent ..... walking the entire distance. (on)
148. My daughter gets afraid ..... the cockroach. (of)
149. Most young people would like to be less reliant ..... their parents. (on)
150. A bodyguard provides one ..... protection. (with)
151. A style of reporting must confirm ..... the prevailing practice. (to)
152. Trespassers will be liable ..... prosecution. (to)
153. Armed thieves descended ..... the harmless travelers. (on)
154. Honesty is indispensable ..... success. (to)
155. The young women was dressed ..... rare silks. (in)
156. The chairmen presided ..... the senate meeting. (over)
157. Rabina is inferior ..... Jerin. (to)
158. One should adhere ..... his/her principles. (to)
159. Money is not only solution ..... every problem. (to)
160. He fantasized ...... winning the lottery. (about)
161. Government has been entrusted ..... elected politicians. (to)
162. The Second World War broke ..... in September'1939. (out)
163. The government gave ..... the demands of the people. (into)
164. My friend always goes home ..... foot. (on)
165. What are you so angry ...... ? (for)

Narration

Tense পরিবর্তনের নিয়মঃ

Direct Narration এর Reporting verb যদি present বা future tense হয় তাহলে Reported speech এ Tense এর কোন পরিবর্তন হয় না।

Example:

Direct: He says, "I am ill."
Indirect: He says that he is ill.
Direct: Jerin will say, "I am sorry."
Indirect: Jerin will say that she is sorry.

কিন্তু Reporting verb যদি past tense হয় তাহলে নিম্নোক্ত নিয়মে tense পরিবর্তিত হয়।

Direct narration এর tense	Indirect narration এর tense
Present Indefinite tesne	Past Indefinite Tense
Present Continuous tense	Past Continuous Tense
Present Perfect Tense	Past Perfect Tense
Present Perfect Continuous Tense	Past Perfect Continuous Tense
Past Indefinite Tense	Past Perfect Tense
Past Continuous Tense	Past Perfect Continuous Tense

Can থাকলে পরিবর্তিত হয়ে could, shall থেকে should, will থেকে would, may থেকে might হয়। ঔচিত্য অর্থে must এর পরিবর্তন হয় না। তবে 'অবশ্য করণীয়' অর্থে must এর পরিবর্তে 'had to' বসে।

Example:

Direct: She said, " You may go now."
Indirect: She said that I might go then.
Direct: Jerin said,"I must write a letter."
Indirect: Jerin said that she must write a letter.
Direct: She said, " I must obey my parents."
Indirect: She said that she had to obey her parents.

Direct narration	Indirect narration
This	That
these	Those
now	Then
here	There
ago	Before
hence	Thence
come	Go
today	That day
The same day	The following day/the next day
yesterday	The day before/the previous day
tomorrow	The next day
tonight	That night
Last night	The night before/the previous night
Next week	The following week
Last week	The previous week
Yesterday morning	The previous morning
Tomorrow morning	The next morning

ডানদিকের শব্দগুলো যদি direct narration এ আসে তাহলে সেগুলো পরিবর্তিত হবে না। যেমন ঃ come থাকলে go হবে কিন্তু go থাকলে go-ই হবে, come হবে না।

Assertive Sentence এর Narration:

Reporting verb 'say' এর পরিবর্তে 'tell' বসে। তবে Object না থাকলে say বহাল থাকে। Comma ও Inverted comma উঠে গিয়ে that বসে। Tense ও Person যথা নিয়মে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু Reported speech এর বাক্যটি যদি চিরন্তন সত্য (Universal truth) হয় তাহলে তার কোন পরিবর্তন হয় না।

Example:

Direct: Jerin said to Jhuma, "I shall come to you tomorrow."
Indirect: Jerin told Jhuma that she should go to her the following day.
OR Jerin said to Jhuma that she should go to her the following day.
Direct: The teacher said," Man is mortal,"
Indirect: The teacher told that man is mortal.

Interrogative Sentence এর Narration:

Reporting verb 'say' এর পরিবর্তে 'ask/enquire of' বসে। প্রশ্নবোধক বাক্যটিতে যদি Wh-question word না থাকে তাহলে comma উঠিয়ে if বা whether বসে। Wh-question word থাকলে তা অপরিবর্তিত থাকে। আর Indirect করার পর বাক্যটি Assertive হয়ে যায়।

Example:

Direct: He said to me, "Have you passed?"
Indirect: He aked me if I had passed.
Direct: I said, "Why are you getting wet in the rain?"
Indirec: I asked why he was getting wet in the rain.

Imperative Sentence এর Narration:

Reported speech এর অর্থ ও ভাব অনুযায়ী say এর পরিবর্তে order, command, request, advise, beg ইত্যাদি বসে। হ্যাঁ বোধক বাক্যের ক্ষেত্রে comma ও Inverted comma উঠিয়ে to বসে এবং না বোধক বাক্যের ক্ষেত্রে not to বসে। বাক্যে please থাকলে উঠে যায় বা তার পরিবর্তে kindly এবং Sir পরিবর্তে respectfully বসে।

Example:

Direct: He said to me, "Don't do this."
Indirect: He ordered/ advised me not to do that.
Direct: The man said to the officer, "Please help me."
Indirect: The man requested the officer to help him.

যদি Let দ্বারা imperative sentence হয় এবং তা দ্বারা প্রস্তাব বোঝালে say এর পরিবর্তে propose বা suggest হয়, comma উঠে that বসে let উঠে subject এর পর should Assertive হয়ে যায়।

Example:

Direct : Jerin said to me, "Let us go home."
Indirect: Jerin proposed to me that we should go home.

যদি Let দ্বারা প্রস্তাব না বোঝায় তাহলে Let এর পরিবর্তে might বা might be allowed to বসে।

Example:

Direct: The boy said, "Let me do it."
Indirect: The boy said that he might be allowed to do it.

Optative Sentence এর Narration:

Reported speech এর অর্থ ও ভাব অনুযায়ী say এর পরিবর্তে wish /pray, comma উঠিয়ে that এবং subject এর পর might বসিয়ে বাক্যটিকে assertive করতে হয়।

Example:

Direct: The teacher said to me, "May you pass the examination."
Indirect: The teacher wished that I might passed the examination.
Direct: We said,"Long live Bangladesh."
Indirect: We wished/prayed that Bangladesh might live long.

বাক্যে good morning/evening থাকলে say এর পরিবর্তে wish এবং good bye/good night থাকলে say এর পরিবর্তে bid বসে। উল্লেখ্য bid এর past bade.

Example:

Direct: Jerin said,"Good morning, my friends."
Indirect: Jerin wished her friends good morning or Jerin wished good morning to her friends.
Direct: He said, "Friends goodbye."
Indirect: He bade his friends goodbye.

Exclamatory sentence এর Narration:

say এর পরিবর্তে আনন্দ বোঝালে exclaim in/with joy/delight/ wonder, cry out in joy ইত্যাদি বসে আর দুঃখ বোঝালে exclaim with sorrow/grief ইত্যাদি বসে। কমা উঠিয়ে that বসে এবং Alas, ah etc. থাকলে তা বাদ দিয়ে বাক্যটিকে Assertive করতে হয়। What বা How দিয়ে বাক্য শুরু হলে এদের পরিবর্তে noun এর পূর্বে great এবং Adjective এর পূর্বে very বসে।

Example:

Direct: He said, "Hurrah! We have won the game."
Indirect: He exclaimed with joy that they had won the game.
Direct: He said, "Alas! I am undone."
Indirect: He exclaimed with sorrow that he was undone.
Direct: Jerin said, "What a nice bird it is!"
Indirect: Jerin exclaimed in wonder that it was a very nice bird.
Direct : Bindhu said, "What a fool I am!"
Indirect: Bindhu exclaimed in wonder that I was a great fool.

From Direct to indirect narration

Direct : Ruma said, "I walk a mile everyday."
Indirect: Ruma said that she walked a mile everyday.
Direct : Ruma said to Roky, "I shall come to you tomorrow."
Indirect: Ruma told Roky that she would go to him the following day.
Direct : The teacher said "Man is mortal."
Indirect: The teacher said that man is mortal.
Direct : Why are you getting wet in the rain?" I said.
Indirect: I asked why he was getting wet in the rain.

CS CamScanner

Direct : I said. "Do it."
Indirect: I ordered to do it.
Direct : The man said to the officer. "please help me."
Indirect: The man requested the officer to help him.
Direct : The boy said. "let me do it."
Indirect: The boy said that he might be allowed to do it.
Direct : Jerin said to me, "Let us go home."
Indirect: Jerin proposed to me that we should go home.
Direct : The teacher said to me, "May you pass the examination."
Indirect: The teacher wished that I might pass the examination.
Direct : We said, "Long live Bangladesh."
Indirect: We wished/ prayed that Bangladesh might live long.
Direct : He said "Friends good bye."
Indirect: He bade his friends good bye.
Direct : He said, "hurrah! We have won the game."
Indirect: He exclamed with joy that they had won the game.
Direct : He said. "Alas! I am undone."
Indirect: He exclaimed with sorrow that he was undone.
Direct : The teacher said to his pupils, "Stand up."
Indirect: The teacher ordered his pupils to stand up.
Direct : He said to me, "Let us go home together."
Indirect: He proposed to me that we should go home together.
Direct : He said to me. "How did you do it?"
Indirect: He asked me how I had done it.
Direct : He said to me. "Regular exercise is good for health."
Indirect: He told me that regular exercise is good for health.
Direct : You said to me, "You are right."
Indirect: You told me that I was right."
Direct : He said, "I have been working since sunrise.
Indirect: He told that he had been working since sunrise.
Direct : The teacher said, "I shall not teach him English."
Indirect: The teacher said that he would hot teach him English.
Direct : He said to me, "Don't do this."
Indirect: He ordered/ advised me not to do that.
Direct : " I will pay for it." Said Dalia.
Indirect: Dalia said that she would pay for it.
Direct : He said, "How charming the scenery is!"
Indirect: He exclaimed with joy that the scenery was very charming.
Direct : He said to the boy. "Do not go away."
Indirect: He ordered the boy not to go away.
Direct : He said to his son. "Come here."
Indirect: He ordered his son to go there.
Direct : He said to me. "Will you go home?
Indirect: He asked me if I would go home.
Direct : He said, "What a pity!"
Indirect: He exclaimed that it was a great pity.
Direct : He said, "Alas! I am ruined."
Indirect: He exclaimed with sorrow that he was ruined.
Direct : He said, "I am well."
Indirect: He said that he was well.
Direct : Amin said, "I shall go to school."
Indirect: Amin said that he would go to school

Direct : He said, "Tell me, boy, is the miller within?"
Indirect: Addressing the boy, he asked him (boy) to tell him if the miller was within.
Direct : I said to him, "Will you follow me?"
Indirect: I asked him if he would follow me.
Direct : You said to me, "Would you help me, please?
Indirect: You politely asked me if I would help you
Direct : Salim said to me, "I was ill"
Indirect: Salim told me that he had been ill.
Direct : Rony said, "The train reached at nine."
Indirect: Rony said that the train had reached at nine.
Direct : Nafis said to Romel, "Go away."
Indirect: Nafis ordered Romel to go away
Direct : "Run away children", said their mother.
Indirect: Addressing as children, their mother told them to run away.
Direct : He said to me, "I don't believe you."
Indirect: He told me that he did not believe me.
Direct : He said to me, "What are you doing?"
Indirect: He asked me what I was doing.
Direct : The teacher said to the students, "The more you read, the more you learn.
Indirect: The teacher advised the students that the more they read, the more they learn.
Direct : "I never eat for luncheon."
Indirect: The speaker said to the person that she/he did not ever eat for luncheon.
Direct : The mother said to her son, "May you pass the examination."
Indirect: The mother wished that her son might pass the examination.
Direct : Arif said to us, "I waited for an hour."
Indirect: Arif told us that he had waited for an hour.
Direct : "Come in, my friend" said I
Indirect: Addressing him as my friend, I told him to go.
Direct : She said to me, "Are you happy in your new job?"
Indirect: She asked if I was happy in my new job.
Direct : He said, "Good morning, Mr. Kamal.
Indirect: He wished Mr. Kamal good morning.
Direct : Hasina said, "What a fine picture it is!"
Indirect: Hasina exclaimed that it was a very fine picture.
Direct : Farid said to her mother, "I shall go to bed now."
Indirect: Farid told her mother that she would go to bed then.
Direct : He said, "Friends, please help me,"
Indirect: Addressing his friends, he requested them to help.
Direct : Mother said to me, "What did you want?"
Indirect: My mother asked me what I had wanted.
Direct : Mannan said to me, "Shall I wait for you?"
Indirect: Mannan asked me if he would wait for me.
Direct : The teacher said, "keep quite, my dear sons."
Indirect: The teacher ordered the boys to keep quite.
Direct : I said to him, "May I come with you."
Indirect: I proposed him if I might go with him.
Direct : He said, "What a fool I am!"
Indirect: He exclaimed with sorrow that he was a great fool.

Voice

Rules:

Tense	Passive structure
Present indefinite tense	Sub (obj. of active voice) + am/is/are + vpp + by + obj. (sub of active voice) A-We eat rice.; P- Rice is eaten by us
Present continuous tense	Sub (obj. of active voice) + am/is/are being + vpp + by + obj. (sub of active voice) A-We are eating rice.; P-Rice is being eaten by us
Present perfect tense	Sub (obj. of active voice) + have/has been + vpp + by +obj. (sub of active voice) A-I have done the work; P-The work has been done by me
Past indefinite tense	Sub (obj. of active voice) + was/were + vpp + by + obj. (sub of active voice) A-I did the work; P-The work was done by me
Past continuous tense	Sub (obj. of active voice) + was/were being + vpp + by + obj. (sub of active voice) A-I was doing the work; P-The work was being done by me
Past perfect tense	Sub (obj. of active voice) + had been + vpp + by + obj. (sub of active voice) A-I had done the work; P-The work had been done by me
Future indefinite tense	Sub (obj. of active voice) + shall /will be + vp + by + obj. (sub of active voice) A-I shall do the work; P-The work will be done by me
Future continuous tense	Sub (obj. of active voice) + shall /will be being + vpp + by + obj. (sub of active voice) A-I shall be doing the work; P- The work will be being done by me.
Future perfect tense	Sub (obj. of active voice) + shall /will have been + vpp + by + obj. (sub of active voice) A-I shall have done the work.; P-The work will have been done by me

Passive of Modals

Modal auxiliaries তথা can, could , may , might, will, would, shall, should, ought to ইত্যাদি passive করার সময় পরিবর্তিত হয় না। [Modals + be + Vpp.]

Example:
Active: Jerin can do the work.
Passive: The work can be done by Jerin.
Active: He is going to open a big shop.
Passive: A big shop is going to be opened by him.

মূল Verb দ্বারা শুরু হওয়া imperative sentence এর passive structure হল [Let + obj. + be + vpp.]
Active: Open the door.
Passive: Let the door be opened.

Do not যুক্ত imperative sentence এর passive structure হল। [Let not + obj. + be + vpp.]
Active: Do not shut the door.
Passive: Let not the door be shut.

Let + বস্তুবাচক obj দ্বারা বাক্য শুরু হলে তার passive structure হল :
[Let + বস্তুবাচক ojb. + be + vpp. + by + obj.]
Active: Let me do the sum.
Passive: Let the sum be done by me.

Never যুক্ত imperative sentence এর passive structure হল :
[Let not + obj. + ever + be + vpp.]
Active: Never tell a lie.
Passive: Let not a lie ever be told.

Who যুক্ত sentence এর passive structuce হল :
[By whom + auxiliary verb + sub + vpp?]
Active: Who will do the work?
Passive: By whom will the work be done?

Whom/WH-question দিয়ে প্রশ্নবোধক বাক্য শুরু হলে তার passive structure হল :
[Who + auxiliary verb + vpp + by + obj?]
Active: Whom do you want?
Passive: Who is wanted by you?
Active: Where did you see him?
Passive: Where was he seen by you?

Passive voice এর ক্ষেত্রে সবসময় by বসে ক্ষেত্র বিশেষে অন্যও prepositions ও (to, at, with, in) বসতে পারে।

Verbs	by এর পরিবর্তে বসে	Verbs	by এর পরিবর্তে বসে
know	to	shock	at
annoy	with	seize	with
surprise	at	marvel	at
satisfy	with	embody	in
contain	in		

Active: I know him.
Passive: He is known to me.
Active: The student satisfied the teacher.
Passive: The teacher was satisfied with the student.
Active: The news will shock you.
Passive: You will be shocked at the news.

CS CamScanner

Active verb এর কর্তা যদি people, one, someone, somebody ইত্যাদি সাধারণ বা অনির্দিষ্ট ব্যক্তি হয় তাহলে passive করার সময় by বাদ দিতে হয়।

Active: People always remember the partriots.
Passive: The patriots are always remembered.

বাক্যে ক্রিয়ার কর্তা দেয়া না থাকলে Passive থেকে Active করার সময় একটি সুবিধাজনক কর্তা (someone, somebody, people, the authority) ধরে নিতে হয়।

Passive: Englsigh is spoken all over the world.
Active: People speak English all over the world.
Passive: My pen has been stolen.
Active: Someone has stolen my pen.
Passive: A hhhpromise should be kept.
Active: One should keep one's promise.

From Active to Passive

Active: Shela was writing a letter.
Passive: A letter was being written by shela.
Active: We do not like idle people.
Passive: Idle people are not liked by us.
Active: Some Children were helping the wounded man.
Passive: The wounded man was being helped by some children.
Active: He is going to open a shop.
Passive: A shop is going to be opened.
Active: Open the door.
Passive: Let the door be opened.
Active: Let me do the sum.
Passive: Let the sum be done by me.
Active: Who will do the work?
Passive: By whom will the work be done?
Active: All of his friends laughed at him.
Passive: He was laughed at by all of his friends.
Active: People always remember the patriots.
Passive: The patriots are always remembered.
Active: Someone has stolen my pen.
Passive: My pen has been stolen.
Active: One should keep one's promise.
Passive: A promise should be kept.
Active: We know that the earth is round.
Passive: It is known that the earth is round.
Active: Workers pack the biscuits into boxes.
Passive: The biscuits are packed into boxes by the workers.
Active: His friend laughed at him.
Passive: He was laughed at by his friend.
Active: Fortune favors the brave.
Passive: The brave are favored by fortune.
Active: What did they pay you for doing the job?
Passive: What were you paid for doing the job?
Active: Shut the door.
Passive: Let the door be shut.
Active: My uncle looks after me.
Passive: I am looked after by my uncle.
Active: Whom did they accuse?
Passive: Who was accused by them?
Active: He decided to sell the house.
Passive: The house was decided to be sold.
Active: He has a cow.
Passive: A cow is had by him.
Active: We insist on punctuality in his office.
Passive: Punctuality is insisted in his office.
Active: He took me there.
Passive: I was taken there by him.
Active: The cat kills mice.
Passive: Mice are killed by the cat.
Active: He cut trees.
Passive: Trees were cut by him.
Active: Take care of your health.
Passive: Let your health be taken care of.
Active: We made him captain.
Passive: He was made captain by us.
Active: The Romans did not build Rome in a day
Passive: Rome was not built in a day.
Active: Attend the class at once.
Passive: You are asked to attend the class at once.
Active: He read the book .
Passive: The book was read by him.
Active: Ruma praises herself.
Passive: Ruma is praised by herself.
Active: No training can teach these things.
Passive: These things can be taught by no training.
Active: Somebody has picked my pocket.
Passive: My pocket has been picked.
Active: He pleased us.
Passive: We were pleased with him.
Active: What do you want?
Passive: What is wanted by you?
Active: The parcel contains important materials.
Passive: Important materials are contained in the parcel.
Active: The news shocked him.
Passive: He was shocked at the news.
Active: Do not hate the poor.
Passive: Let not the poor be hated.
Active: We must obey his order.
Passive: His order must be obeyed by us.
Active: People know that he was unhappy.
Passive: It is known that he was unhappy.
Active: We hope that we shall finish the work soon.
Passive: It is hoped that the work will be finished soon by us.
Active: I,shall do the work.
Passive: The work will be done by me
Active: Who can do it?
Passive: By whom can it be done?
Active: I know him.
Passive: He is known to me

Active: He is beating the thief.
Passive: The thief is being beaten by him
Active: Does he speak English well?
Passive: Is English spoken well by him?
Active: All his pupils like him .
Passive: He is liked by all his pupils.
Active: I saw the boy crying.
Passive: The boy was seen crying by me.
Active: We shall be taking tea.
Passive: Tea will be being taken by us.
Active: We ought to obey our parents.
Passive: Our parents ought to be obeyed by us.
Active: Who gave you this pen?
Passive: By whom were you given this pen?
Active: We must listen to his words.
Passive: His words must be listened to.
Active: I have to do it.
Passive: It has to be done by me.
Active: What does he want?
Passive: What is wanted by him?
Active: He is going to set up a school.
Passive: A school is going to be set up by him.
Active: We think him to be a teacher.
Passive: He is thought to be a teacher.
Active: I know that he did the work.
Passive: It is known to me that the work was done by him.

Transformation of sentences

Interchange of Exclamatory & Assertive sentences

Assert. : A little learnig is a dangerous thing.
Excl. : What a dangerous thing a little learning is !
Assert. : You are a great fool.
Excl. : What a fool you are !
Assert. : It is a very nice flower.
Excl. : What a nice flower it is !
Assert. : It is a very wonderful scenery.
Excl. : What a wonderful scenery it is!
Assert. : It is a terrible sight.
Excl. : What a terrible sight it is!
Assert. : Cricket is a very exciting game.
Excl. : What an exciting game cricket is!
Assert. : The mango is very sweet.
Excl. : How sweet the mango is!
Assert. : The scenery is very charming.
Excl. : How charming the scenery is !.
Assert. : The girl is very stupid.
Excl. : How stupid the girl is !
Assert. : The scenery is very beautiful.
Excl. : How beautiful the scenery is !
Assert. : It is great joy that we have won the game.
Excl. : Hurrah! We have won the game.
Assert. : It is great joy that my friend is coming.
Excl. : Hurrah! My friend is coming.
Assert. : I wish that I were young again.
Excl. : Oh,that I were young again!
Assert. : It is very sad that our beloved leader is dead.
Excl. : Alas!Our beloved leader is dead.
Assert. : I wish I could fly in the sky.
Excl. : Would that I could fly in the sky!

Interchange of Affirmative & Negative sentences:

Affirm. : He is a great fool.
Neg. : Is he not a great fool?
Affirm. : He always minds his lesson.
Neg. : He never neglects his lesson.
Affirm. : I shall always remember you.
Neg. : I shall never forget you.
Affirm. : I shall always remember my pupil.
Neg. : I shall never forget my pupil.
Affirm. : He is a good man.
Neg. : He is not a bad man.
Affirm. : I always agreed with him.
Neg. : I never disgreed with him.
Affirm. : He cooked his bread himself.
Neg. : He did not cook his bread himself.
Affirm. : Only the brave can fight well
Neg. : None but the brave can fight well.
Affirm. : Only a rogue can act this.
Neg. : None but a rogue can act this.
Affirm. : Only the graduates should apply.
Neg. : None but the graduates should apply.
Affirm. : Only Sarna passed.
Neg. : None but Sarna passed.
Affirm. : Only Allah can help us.
Neg. : None but Allah can help us.
Affirm. : The brave alone deserve the fair.
Neg. : None but the brave deserves the fair.
Affirm. : I saw him writing a letter.
Neg. : I did not see him writing a letter.
Affirm. : I must do this.
Neg. : I can not help doing this.
Affirm. : Akhi missed the train.
Neg. : Akhi did not catch the train.
Affirm. : He is only five.
Neg. : He is not less than five.
Affirm. : Priyom is only six.
Neg. : Priyom is not more than six.
Affirm. : Every mother loves her child.
Neg. : There is no mother but loves her child.
Affirm. : Everybody will admit that I am right.
Neg. : Nobody will deny that I am right.
Affirm. : Everybody believes in his honesty.
Neg. : There is nobody but believes in his honesty.
Affirm. : Every man makes mistakes sometimes.
Neg. : There is no man but makes mistakes sometimes.
Affirm. : There is only a high school at Satkhira.
Neg. : There is not more than a high school at Satkhira.

Interchange of Interrogative & Assertive sentences:

Int. : Can I ever forget you.
Assert. : I can never forget you?
Assert. : No one can do this.
Int. : Can anyone do this?
Assert. : Everybody loves his motherland.

Synonym & Antonym

Word & Meaning	Synonyms	Antonyms
Abhor (ঘৃণা করা)	Detest, Loathe, Despise	Love, Adore
Abortive (নিষ্ফল, ব্যর্থ)	Futile, Vain, Unsuccessful	Fruitful, Successful
Abysmal (অন্তহীন, ভয়ানক)	Bottomless, Extreme	
Accumulate (একত্রিত করা)	Amass, Assemble	Disperse, Scatter
Acme (চূড়া)	Zenith, Apex, Summit, Pinnacle	Nadir, Bottom, Abyss
Adulterated (দূষিত, ভেজালযুক্ত)	Spurious, Contaminated	Pure
Antagonist (প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রু)	Opponent, Adversary	Ally
Anonymous (রচয়িতার নামহীন)	Nameless, Unnamed	Named
Anomaly (অনিয়ম)	Irregularity	Normality
Annoy (বিরক্ত করা)	Disturb, Irritate	Calm
Animosity (শত্রুতা)	Antagonism, Hostility	Harmony
Ambivalent (বৈপরীত্য)	Contradictory, Paradoxical	Definite, Unambivalent
Amateur (অপেশাদার)	Novice	Professional
Altruism (পরোপকারিতা)	Benevolence, Generosity	Selfishness, Malevolence
Alleviate (তীব্রতা হ্রাস করা)	Mitigate	Aggravate, Worsen
Aggravate (অবনতি হওয়া)	Worsen, Deteriorate	Improve, Mitigate
Advocate (কারও পক্ষে বলা)	Support, Supporter	Oppose, Attack, Opponent, Enemy
Archaic (প্রাচীন)	Obsolete, Ancient	New, Novel, Modern
Asylum (আশ্রয়স্থল)	Refuge, Shelter	Shelterlessness
Audacious (দুঃসাহসী)	Bold, Insolent, Haughty	Timid, Cowardly, Courteous
Auspicious (অনুকূল)	Favorable,	Unfavourable
Baffle (ব্যর্থ করা)	Upset, Puzzle, Confuse	Enlighten, Encourage
Bellicose (মারমুখো)	Belligerent	Peaceful, Pacific
Beneficial (উপকারী)	Useful, Advantageous	Useless, Harmful
Benevolent (দয়ালু)	Kind, Benign	Cruel, Selfish
Bigotry (গোঁড়ামি)	Intolerance, Narrow mindedness	Broad mindedness
Boast (গর্ব করা)	Show off, Brag	Be ashamed, Belittle, Deprecate
Boisterous (কোলাহল পূর্ণ)	Clamorous, Uproarious	Peaceful, Tranquil
Bona-fide (খাঁটি)	Genuine	Bogus, Counterfeit
Brevity (সংক্ষিপ্ততা)	Shortness, Temporarity	Prolixity, Permanence
Bustle (কর্মব্যস্ততা)	Fuss, Hurry, Tumult	Calm
Crumble (গুড়া করা)	Crush, Disintegrate	Endure
Counterfeit (জাল)	Fake, Bogus	Genuine, Authentic
Colossal (বিশাল)	Vast, Mammoth	Tiny, Small
Coercion (জবরদস্তি)	Pressure, Compulsion	Voluntary
Clumsy (আনাড়ী)	Bungling, Awkward	Dexterous
Clandestine (গুপ্ত)	Secret, Hidden, Sly, Covert	Open, Overt

Word & Meaning	Synonyms	Antonyms
Charitable (দানশীল)	Generous, Munificent	Miserly, Parsimonious
Chaos (বিশৃঙ্খলা)	Disorder, Mess	Order, Harmony
Castigate (শাস্তি দেয়া)	Punish, Chastise	Praise, Commend
Castigate (নিন্দা করা)	Reproach, Chastise	Praise, Laud
Capricious (খামখেয়ালি)	Fickle	Firm
Candid (মন খোলা)	Frank, Sincere	Artful
Cacophony (শ্রুতিকটুতা)	Disorder	Harmony
Disparity (অমিল)	Dissimilarity	Harmony, Accord
Disinterested (নিরপেক্ষ)	Impartial, Unbiased	Biased
Discrepancy (অমিল)	Difference, Disagreement	Agreement
Diligent (পরিশ্রমী)	Industrious, Hardworking	Lazy, Indolent
Deter (বাধা দেয়া)	Prevent, Obstruct, Stop, Discourage	Assist, Aid, Persuade
Dexterity (দক্ষতা)	Skill, Aptitude	Clumsiness
Detrimental (ক্ষতিকর)	Harmful, Injurious	Beneficial
Dazzle (চোখ ঝলসানো)	Blind	Dim
Debacle (চরম পরাজয়)	Disaster, Collapse	Success, Victory
Deliberate (সুচিন্তিত)	Preplanned, Calculated	Rash, Hurried
Discontented (অতৃপ্ত)	Dissatisfied, Unhappy	Satisfied
Eccentricity (খাম খেয়ালিপনা)	Strangeness, Peculiarity	Conventionality
Extravagant (অপব্যয়ী)	Prodigal	Thrifty, Frugal
Exotic (অপরিচিত)	Foreign, Alien	Native, Indigent
Exemplary (অনুকরনীয়)	Model	Blameworthy
Exaggerate (অতিরঞ্জিত করা)	Hyperbolize	Understate
Eulogy (প্রশংসাপূর্ন উক্তি)	Panegyric	Criticism
Erudition (পাণ্ডিত্য)	Scholarship, Learning	Ignorance
Equivocal (অস্পষ্ট)	Vague, Ambiguous	Precise, Clear, Vivid
Ephemeral (ক্ষণস্থায়ী)	Temporary	Perpetual
Enthusiasm (প্রবল আগ্রহ)	Eagerness, Vigor	Apathy, Passivity
Enmity (শত্রুতা)	Animus, Hostility	Amity, Friendship
Encroach (দখল করা)	Intrude, Trespass	Recede
Embellish (অলংকৃত করা)	Adorn, Beauty, Decorate	Spoil, Disfigure
Eloquent (বাকপটু)	Persuasive, Oratorical	Inarticulate
Frugal (মিতব্যয়ী)	Thrifty, Economical, Parsimonious	Extravagant
Fraudulent (প্রতারনাপূর্ণ)	Dishonest, Crafty, Tricky	Honest
Formidable (ভীতিকর)	Dreadful	Enjoyable
Fluctuate (পরিবর্তন হওয়া)	Waver, Vacillate	Remain, Steady
Flourishing (সমৃদ্ধশীল)	Prospering, Thriving	Declining, Failing
Fidelity (বিশ্বস্ততা)	Loyalty, Integrity	Infidelity, Perfidy

CS CamScanner

Word & Meaning	Synonyms	Antonyms
Fastidious (খুঁত খুঁতে)	Fussy, Meticulous	Uncritical, Easy-going
Fabulous (অবিশ্বাস্য)	Incredible, Marvelous, Immense	True
Gullible (বিশ্বাস প্রবণ)	Credulous	Suspicious
Grumble (বিড় বিড় করা)	Murmur	Enunciate
Gregarious (মিশুক)	Sociably, Friendly	Reclusive, Isolated
Greedy (অর্থলোভী)	Money-hungry, avaricious	Generous, Benevolent
Gluttony (অতিভোজন)	Voracity	Dieting
Gloom (বিষণ্ণতা)	Sadness, Darkness	Happiness, Brightness
Gallant (সাহসী)	Brave, Valiant	Craven, Fearful
Garrulous (বাচাল)	Talkative	Reticent
Hostile (শত্রুতা পূর্ণ)	Spiteful, Antagonistic	Friendly, Amicable
Homogeneous (সমশ্রেণীভুক্ত)	Uniform, Similar	Heterogeneous
Hilarious (উল্লসিত, হাসি-খুশি)	Cheerful, Jolly, Jovial, Joyous	Sad, Despondent, Gloomy
Hideous (ভয়ানক, বীভৎস)	Frightful, Grisly, Horrible	Agreeable, Pleasing
Heterogeneous (পাঁচ মিশালী)	Mixed	Homogeneous, Uniform
Haughty (উদ্ধত)	Arrogant	Humble
Hackneyed (সাধারণ)	Worn-out, Old	Novel, New, Exciting
Inadvertent (অনিচ্ছাকৃত)	Unintentional	Deliberate, Intentional
Imprudent (বেপরোয়া)	Rash, Reckless	Judicious, Cautious
Immaculate (নির্দোষ)	Spotless, Stainless, Flawless	Faulty, Blemished
Immaculate (নিষ্কলঙ্ক)	Impeccable, Spotless	Unclean, Impure
Illicit (অবৈধ)	Illegal	Licit, Legal
Intricate (জটিল)	Complex, Complicated, Puzzling	Simple
Ire (ক্রোধ)	Anger, Rage	Goodwill
Intelligible (বোধগম্য)	Comprehensive	Vague
Insipid (স্বাদহীন)	Tasteless	Tasty, Palatable
Inimical (শত্রু ভাবাপন্ন)	Hostile, Antagonistic	Friendly, Amiable
Inevitable (অনিবার্য)	Inescapable, Mandatory	Preventable, Avoidable
Indomitable (অদম্য)	Unconquerable	Weak
Indispensable (অপরিহার্য)	Essential, Mandatory	Unnecessary
Indignation (ক্রোধ)	Anger, Vexation	Pleasure
Indigenous (দেশীয়)	Native	Foreign, Exotic
Jeopardise (বিপদগ্রস্ত করা)	Imperil, Endanger	Secure, Protect
Jeopardy (বিপদ)	Danger, Peril	Security, Safety
Jocund (প্রফুল্লচিত্ত)	Joyous, Sportive	Sad, Melancholy
Judicious (বিচক্ষণ, জ্ঞানী)	Sagacious	Rash
Loquacious (বাচাল)	Talkative, Garrulous	Taciturn, Reserved
Licentious (অসচ্চরিত্র)	Immoral	Moral

Word & Meaning	Synonyms	Antonyms
Lavish (উদার)	Extravagant, Prodigal	Thrifty
Laconic (সংক্ষিপ্ত)	Short, Brief, Terse	Prolix, Verbose
Labyrinth (গোলক, ধাঁধা)	Confusion, Perplexity	Straight forward
Ludicrous (হাস্যজনক)	Ridiculous, Absurd, Laughable	Serious, Tragic
Meticulous (খুঁতখুঁতে)	Painstaking, Fastidious	Careless
Mischievous (অনিষ্টকারী)	Harmful, Troublesome, Wicked	Beneficial, Harmless
Monstrous (প্রকাণ্ড)	Huge, Titanic, Colossal, Mammoth	Tiny, Minuscule
Monumental (প্রকাণ্ড)	Colossal, Massive	Tiny
Mendacity (মিথ্যাবাদিতা)	Deceit, Falsehood	Veracity
Malicious (বিদ্বেষপরায়ণ)	Spiteful, Malevolent	Friendly
Nuptial (বৈবাহিক)	Marriage, Wedding	--
Novice (নব শিক্ষার্থী)	Learner	Master
Nocturnal (নিশাচর)	Night, Nighttime	Daily
Nadir (নিম্নতম বিন্দু)	Lowest point, Bottom	Apex, Zenith, Peak, Summit
Nefarious (অতিশয় দুষ্ট)	Wicked, Sinful, Vile	Mild, Decent
Onslaught (সাংঘাতিক আক্রমণ)	Attack, Assault	Retreat
Omnipotent (সর্বশক্তিমান)	All powerful	Powerless
Obsolete (সেকেলে)	Outdated, Archaic, Antique	Modern, up to date
Obstinate (জেদী)	Stubborn, Obdurate	Complaint, Submissive
Obdurate (জেদী)	Obstinate	Obedient, Docile
Placid (শান্ত)	Calm	Turbulent
Philanthropic (মানবহিতৈষী)	Benevolent, Kind, Generous	Selfish, Misanthropic
Perilous (বিপজ্জনক)	Dangerous, Risky	Safe, Secure
Penury (দারিদ্র)	Poverty	Opulence
Pedestrian (নীরস)	Prosaic	Exciting
Parsimonious (মিতব্যয়ী)	Frugal, Thrifty	Extravagant
Painstaking (কাজে যত্নশীল)	Dedicated, Meticulous	Negligent, Careless
Prolific (প্রচুর)	Proliferous, Profuse, Rich	Sterile, Barren
Profuse (প্রচুর)	Abundant, Numerous	Inadequate, Scarce, Meager
Prodigal (অপব্যয়ী)	Spendthrift, Wanton	Economical
Prodigious (বিশাল)	Huge, Vast, Gigantic	Small, Tiny
Prodigious (বিশাল)	Enormous, Huge, Great	Small, Puny, Ordinary
Predicament (বিপজ্জনক অবস্থা)	Dilemma	
Precise (স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট)	Exact, Definite	Vague, Obscure
Precarious (অনিশ্চিত)	Perilous, Risky	Safe
Pragmatic (বাস্তব সম্মত)	Practical, Realistic	Idealistic
Quench (নিবারণ করা)	Extinguish	Arouse
Ruthless (নির্মম)	Merciless, Cruel	Kind, Tender

CS CamScanner

Word & Meaning	Synonyms	Antonyms
Reticent (স্বল্পভাষী)	Taciturn, Reserved	Talkative, Chatty
Remorse (অনুশোচনীয়)	Regret	Satisfaction
Reluctant (অনিচ্ছুক)	Unwilling, Averse	Willing, Wager
Relinquish (ত্যাগ করা)	Give up, Release, Abdicate	Retain, Seize, Claim
Rebellious (অবাধ্য)	Mutinous, Unruly	Patriotic, Loyal, Obedient
Ransack (তন্ন তন্ন করে খোঁজা)	Rummage, Raid	Guard
Sycophant (চাটুকার)	Flatterer	Critic
Surreptitious (গুপ্ত)	Secret, Cly, Covert	Open, Overt
Suffocate (শ্বাসরোধ করা)	Stifle, Choke	
Stubborn (একগুঁয়ে)	Obstinate	Flexible
Sterilize (জীবাণুমুক্ত করা)	Disinfect	Pollute
Stationary (নিশ্চল)	Motionless, Standing, Constant	Mobile, Moving
Stagnant (স্থির)	Motionless	Flowing
Squander (অপচয় করা)	Waste	Save
Spurious (জাল, কৃত্রিম)	Fake, Counterfeit	Genuine
Sordid (নোংরা)	Filthy	Clean
Simultaneous (যুগপৎ)	Coincident, Concurrent	Separate
Shabby (জীর্ণশীর্ণ)	Ragged	New, Tidy
Scanty (স্বল্প)	Meager, Rare	Lavish, Plentiful
Sanguine (আশাবাদী)	Optimistic, Hopeful	Pessimistic, Doubtful
Turbulent (উৎপাতজনক)	Violent, Noisy	Quiet, Peaceful
Triumph (বিজয়)	Victory, Success	Failure, Defeat
Tribulation (মনঃকষ্ট)	Grief, Misery, Hardship	Joy, Happiness
Transient (ক্ষণস্থায়ী)	Transitory	Permanent
Tranquil (শান্ত)	Calm, Unruffled	Restless
Virtuous (ধার্মিক)	Morally good, Moral	Wicked, Evil
Verbose (শব্দ বহুল)	Prolix, Wordy	Laconic, Pithy, Terse
Vengeance (প্রতিহিংসা)	Revenge	Pardon
Vague (অস্পষ্ট)	Indefinite, Imprecise	Clear cut, Specific
Vacillate (ইতস্তত করা)	Hesitate, Waver	Decide
Zeal (প্রবল আগ্রহ)	Fervor, Enthusiasm	Apathy, Indifference
Zenith (শীর্ষ বিন্দু)	Pinnacle, Acme	Nadir, Bottom

Analogy

☑ **SALT : SALTY::**
a. Sweet: Sugar ● Cow : Bovine
c. Bitter: Sour d. Taste : Flavour

☑ **DIVIDE : UNITE::**
a. Split : Apart b. Marriage: Divorce
● Fission : Fusion d. Chasm: Gap

☑ **CRIME:PUNISHMENT::**
a. Lawyer: Judge b. Court: Room
c. Accused: Defendant ● Homicide: Penalty

☑ **JUST:ARBITRARY::**
● Order:Chaos b. Bare : Clothed
c. Hope : Surprise d. Proper : Improper

☑ **EASE:ALLEVIATE::**
a. Hint: Allocative b. Revolt: Repudiate
c. Collapse : Rise ● Question: Interrogate

☑ **POTABLE:BEVERAGE::**
a. attainable: effort b. indigestible : food
c. quantifiable: phenomenon ● habitable: dwelling

☑ **MASTER : SERVANT::**
a. Monarch: Subject b. Judge: Jury
c. Capital: Labour ● Landlord : Tenant

☑ **ELECTRICITY : WIRE::**
a. car : highway ● fluid : pipe
c. river: bank d. light: bulb

☑ **REEL: TAPE::**
a. ball: string b. turntable : record
● spool: thread d. tire: wheel

☑ **PROPONENT : THEORY::**
a. attorney: law ● adherent: belief
c. scientist: hypothesis d. traitor: country

☑ **CYGNET: SWAN::**
a. ring: jewel b. gender: goose
c. stamp: seal ● kid : goat

☑ **ENLISTMENT:CONSCRITPION ::**
a. contemplation : instruction b. acceptance : rejection
c. rapprochement : arbitration ● resignation : dismissal

☑ **OATH : PROMISE::**
a. deed : attorney ● contract : agreement
c. title : estate d. job : loyalty

☑ **ROYALTY : PAYMENT::**
a. manuscript : page b. gratuity : check
● share : dividend d. None of these

☑ **SHRINE : PILGRIM::**
a. defeat : loser ● peak climber
c. rescue : danger d. election : contestant

☑ **HAMMER : CARPENTR::**
a. brick : mason b. road : driver
● knife : butcher d. kitchen : cook

☑ **RIVAL : COMPETITION::**
a. litigant : morality b. maverick : co-operation
c. mentor : praise ● sycophant : flattery

☑ **LAZY : INDOLENT::**
a. Introvert : Sociable b. Work : Toil
c. Novice : Veteran ● Stubborn : Inflexible

☑ **EVIDENCE : PROVE::**
a. Facts : Establish b. Illustration : Justify
c. Data : Measure ● Fortification : Defend

☑ **CRIME : PUNISHMENT::**
a. Fun : Enjoyment b. Collection : Set
c. Theft : Law ● Misdeed : Penalty

☑ **SOW : HARVEST::**
a. Reap : Autumn b. Grow : Field
● Plant : Yield d. Crop : Seed
e. Spread : Seed

☑ **FLOCK: BIRDS::**
a. Pool: Water ● Pack: Wolves
c. Stray: Dogs d. Zoo: Animals

☑ **OILCAN: KIDNEY::**
a. skeleton: kneecap ● bone: rib
c. neuron: synapse d. abdomen: stomach

☑ **BIRD : FEATHER::**
a. mammal: spine b. hand : fingers
● fish: scales d. branch: fruit

☑ **FRAGILE : BREAK::**
a. invisible: see b. erratic : control
● flammable : burn d. noxious : escape

☑ **CURIOSITY: KNOW::**
a. temptation : conquer b. starvation : eat
● wanderlust : travel d. humor: laugh

☑ **OPAQUE: LIGHT::**
a. inaudible : light b. unbreakable: plastic
c. reflective : mirror ● nonporous : liquid

☑ **FISH : SCALES::**
a. plane: wings ● bird : feathers
c. cat: claws d. snake: fangs

☑ **WORDS : WRITER::**
a. honor: thief ● brick : bricklayer
c. child : teacher d. laws: policeman

☑ **PATRON: SUPPORT::**
a. spouse : divorce b. restaurant: manager
● counselor : advice d. host: hostility

☑ **FLWDS : THEFT::**
● music : piracy b. money : deposit
c. ransom : demand d. truth: exaggerate

☑ **GEOLOGY: SCIENCE::**
a. biology: lab b. astronomy : galaxy
c. fashion: style ● Shegun: tree

☑ **WALLS : CORNER::**
a. rugs: mat b. bend : angle
● bones: joint d. fruits : trees

☑ **WATCH : TIME::**
● thermometer: temperature b. barometer: weight
c. automobile: distance d. airplane: airport

☑ **SHELL: PEANUT::**
a. loaf: bread ● skin: mango
c. fruit: tree d. sea : island

☑ **PIGEON: BIRD ::**
a. flower: tree b. thermometer: doctor
c. envelope: letter ● human: mammal

☑ **DRIP : GUSH ::**
a. cry: laugh b. bend: angle
c. stream : tributary ● dent: destroy

☑ **WALK : LEGS ::**
a. grind: nose ● chew: mouth
c. dress : hem d. cover: book

☑ **DISMANTLE : ASSEMBLE::**
● pamper : mistreat b. mar : disfigure
c. rant: rave d. around : team

☑ **SHELL : PEANUT::**
a. loaf: bread ● skin : mango
c. fruit: tree d. sea: island

☑ **RULER : LINE::**
a. key: door b. thermometer: doctor
c. envelope : letter ● compass: circle

☑ **IMPECCABLE : FLAW::**
a. Immovable: choice b. Intolerable: defect
c. Irreversible: cure ● Infallible: error

☑ **COMPANY: PROFIT::**
a. Student: fees b. Orange: price
● Government: tax d. Chairman: parliament

☑ **EGG : OVAL::**
a. cow: milk b. camel: desert
c. bee : honey ● brick: rectangular

☑ **BAGGAGE : TRAIN::**
a. Clothes : luggage ● Package : post office
c. Documents : briefcase d. Airmail : mail carrier

☑ **BIOLOGY : LIFE SYSTEM::**
a. science : facts
b. petrology : transportaaion
● anthropology : human kind's development
c. graphology : law

☑ **FEAR : COWER::**
a. Calmness : Fret b. Anger : Rant
c. Disappointment : Console ● Gladness : Satisfy

☑ **MILL : GRAIN::**
● Loom : Cloth b. Bazaar : Wares
c. forge : metal d. Hospital : Medicine

☑ **ORCHESTRA : INSTRUMENTAL::**
● Choir : Vocal b. Pianist : Discordant
c. Trio: Harmonic d. Singer : Sacred

☑ **OSTRICH : BIRD::**
● Caterpillar : Moth b. Lizard : Frog
c. Bud : Leaf d. Tiger : Cat

☑ **HEAT : CALORIES::**
a. exercise : energy ● liquid : gallons
c. steam : force d. lamp : watts

☑ **TEACHER : CERTIFICATION::**
● driver : license b. librarian : book
c. mechanic : tool d. architect : blueprint

☑ **SUPERIMPOSE : ABOVE::**
a. focus : inside ● insert: between
c. permeate : beside d. fuse : behind

☑ **LAZY : INDOLENT::**
a. introvert: sociable b. work : toil
c. novice: veteran ● stubborn: obstinate

☑ **FLOCK : BIRDS::**
a. pool: water b. school: fish
c. stray: dogs ● pack: cats

☑ **VERITABLE : VERACIOUS::**
a. brief: brevity b. green greenery
c. new: novice ● silky: silken

☑ **ALLAY : FEAR::**
● assuage : pain b. amputate : limb
c. arbitrary: figure d. anticipate : problem

☑ **KINSHIP : RELATIONSHIP::**
● acquiesce: assent b. accredit: acclaim
c. obesity: diet d. tenacity: gregariousness

☑ **AUGMENT:REDUCE::**
a. arid : barren b. adjacent: perimeter
● annul: approve d. acrid : pungent

☑ **SQUARE: CUBE::**
a. Triangle : Hexagon b. Trapezoid : Quadrangle
c. Addition: Subtraction ● Circle: Sphere

☑ **JOY: ECSTASY::**
a. Rain: Drought ● Breeze: Hurricane
c. River: Creek d. Deluge: Flood

☑ **BIRD : FEATHER::**
● Irish: Scales b. Mammal: Spine
c. Hand : Fingers d. Branch: Manuscript

☑ **ERRATA : BOOKS::**
a. Prose : Poetry ● Flaws: Jewels
c. Dead : Living d. Blots : Manuscript

☑ **COMEDY : AMUSEMENT::**
a. Tragedy : Drama b. Smile : Humor
c. Farce: Frown ● Satire : Contempt

☑ **URGE: INSIST::**
● Request: Demand b. Refuse: Deny
c. Impulse: Push d. Expunge: Purge

☑ **SCURRY: MOVE::**
a. Chant: Sing ● Chatter: Talk
c. Carry : Lift d. Sleep : Drowse

☑ **PIPELINE: REFINERY::**
a. Oil: Gas ●Vein: Heart
c. Artery: Blood d. Ead: Helicopter

☑ **LUMBER:BEAR::**
a. Roost: Hen b. Bray : Donkey
● Waddle : Goose d. Swoop : Hawk

☑ **HEART: PUMP::**
a. Head : Ache b. Lungs: Collapse
c. Eyes : Sleep ● Stomach: Digest

☑ **APPRENTICE:MASTER::**
a. Slave : Owner b. Employee: Employer
c. Novice: Novitiate ● Pupil: Teacher

☑ **ACCOUNTANT:ACCURATE::**
● Judge : Incorruptible b. Journal: Ledger
c. Books: Accounts d. Verse : Poem

☑ **CLAIM: SETTLEMENT::**
a. Assertion: Reimbursement ● Accusation : Trial
c. Receipt: Purchase d. Application: Denial
e. Collection: Assortment

☑ **EVIDENCE: PROVE::**
a. Facts: Establish b. Illustration: Justify
c. Data: Measure ● Fortification : Defend

☑ **CRIME:PUNISHMENT::**
a. Fun : Enjoyment b. Collection : Set
c. Theft: Law ● Misdeed: Penalty

☑ **RELEVANT : CRUCIAL::**
a. possible: desirable b. apparent: real
● perceptible: obvious d. peripheral: central

☑ **PROLOGUE : NOVEL::**
a. preamble: statute b. sketch: drawing
c. movement: symphony ● blueprint: building

☑ **BIRD : FEATHER ::**
● fish : scales b. mammal: spine
c. hand : fingers d. branch: fruit

☑ **ARTICULATE : UNCLEAR ::**
a. assign: unencumbered ● elaborate : sketchy
c. explain : lucid d. grieve : somber

☑ **LOGIC : REASONING ::**
a. sensitivity: morality ● ethics: behavior
c. creativity: enthusiasm d. bravery : charisma

☑ **HACK : CARVE ::**
● grind : polish b. snip : mince
c. hew : fell d. gouge : engrave

☑ **CLOTHES : LUGGAGE::**
a. baggage : train b. package : post office
● documents : briefcase d. airmail : mail carrier

☑ **SQUARE : CUBE::**
a. triangle : hexagon b. trapezoid : quadrangle
● circle : sphere d. addition: subtraction

☑ **EGG : OVAL::**
a. cow : milk b. camel : desert
c. bee : honey ● brick : rectangular

☑ **BIOLOGY : LIFE SYSTEM::**
a. science : facts b. petrology : transportation
● anthropology : humankind's development
d. graphology : law

☑ **RANCID : STINK::**
a. rank : smell ● savory : odour
c. dulcet : sound d. tepid : temperature

☑ **COMPOSER : SYMPHONY::**
● Poet: Sonnet b. Director: Movie
c. Conductor: Orchestra d. Actor : Comedy

☑ **VACCINE : PREVENT::**
a. Victim : attend b. Wound : Heal
c. Diagnosis: Cure ● Antidote: Counteract

☑ **PARDON : OFFENSE ::**
a. Repent: Sin b. Detect: Violation
● Forgive: Wrong d. Sentence: Crime

☑ **AVIARY : BIRDS::**
a. Clothes: Shoes b. Thread: Spindle
● Archives : Records d. Catalogue: Shelves

☑ **ASSENT : DISSENT::**
a. Reject: Disapporve ● Affirm: Spindle
c. Endorse: Ratify d. Acknowledge: recognize

☑ **ENCLOSE : PARENTHESES::**
a. abbreviate; brackets b. emphasize: hyphen
● separate: comma d. omit: colon

☑ **VARIABLE : EQUATION::**
● Oxygen : Water b. Paramecia: Amoeba
c. Analysis: Summary d. Clay: Sculpture

☑ **CLOCK: TIME::**
a. watch: wrist ● odometer : speed
c. hourglass : sand d. microphone : distance

☑ **REFLECTION: LIGHT::**
a. emotion: feeling ● echo: sound
c. film : scene d. microphone: hearing

☑ **UNEMPLOYED; WORKER::**
a. unknown : artist ● fallow : field
c. repair : house d. observant: spectator

☑ **LISTEN: RECORDING::**
a. reproduce : plan b. review : book
c. frame : painting ● view : photograph

One Word Substitution

Main Sentence	Substitution Word
A woman Whose husband is dead	Widow
A small Piece of wood	Chip
A pioneer of a refom movement	Apostle
The original inhabitants of a country	Aborigines
One desirous of getting money	Avaricious
One who deserts his religion	Apostate
A person with a beautiful and elegant handwriting	Calligrapher
A person who is always dissatiisfied	Malcontent
One who does not care for literature or art	Philistine
A group of three novels or plays each complete in itself	Trilogy
words different in meaning but similar in sound	Homonym

CS CamScanner

Main Sentence	Substitution Word
Murder of a brother	Fratricide
Mania for stealing article	Kleptomania
Mental weariness for want of occupation	Ennui
One who loves books	Biblomania
Mania for travel	Dromomania
a person living permanently in a certain place	Domicile
The process of suppressing a population	Repression
Acutely affected by external impressions	Sensitive
To slap with a flat object	Swat
An assembly of hearers	audience
an associate in an office or institution	Colleague
Regard for others as a principle of action	Altruism
A disease which is spreads by contact	Contagious
An (animal) story with a moral	Fable
To change shape, nature or substance of something	Transmute
Person who believes that God is everything and everything is God	Pantheist
An aged unmarried woman	Spinster
A person who regards the whole world as his country	Cosmopolitan
Relationship by blood or birth	Consanguinity
A story in Which ideas are symbolized as people, animal or mythical characters	Allegory
The cessation of warfare before a treaty is signed	Armistice
Opposed to great or udden change	Conservative
Walking in sleep	somnambulism
Person who walking in sleep	Sommnambulist
One who cannot die	Immortal
A formal written charge against a person for some crime or offence	Indictment
Language difficult to understand because of bad form	Jargon
Aperson obsessed with exclusively one idea or subject	Monomaniac
a child of unusual or remarkable talent	Prodigy
A disease which ends in death	Fatal
A person who kills somebody especially for political reasons	Anssassin
One who loves mankind	Philanthropist
A child who stays away from school without any good reason	Truant

Main Sentence	Substitution Word
a commonplace remark	Platitude
Line at which the earth or sea and sky seem to meet	Horizon
A person who rules without consulting the opinion of others	Autocrat
Study of mankind	Anthropology
International destruction of racial groups	Genocide
One who is interested in the welfare of women	Feminist
Study of statistics of births, deaths, diseases to show the state of community	Demography
Through which light can pass	Transparent
A sudden rush of wind	Gust
One who takes delight in excessive cruelty	Sadist
A man who starves body for the good of soul	Ascetic
a person who is reserved in talks	Reticent
A raised place on which offerings to a god are made	Altar
To talk much without coming to the point	Circumlocution
Constant effort to achieve something	attempt
A place Where a wild animal lives	Lair
a persons who looks on the bright side of things	Optimist
One who lends money at high rate of interest	Usurer
One who cuts precious stones	Lapidist
Government/Rule by the God	Theachy
A person not sure of the existence of God	agnostic
One who complies dictionary	Lexicographer
List of headings of the business to be transacted at a meeting	Agenda
An unexpected stroke of good luck	Windfall
A person who helps you break the law	Accomplice
Not conforming to ordinary rules of behavior	Eccentric
Stealing from the writings of others	Plagiarism
Short descriptive poem of picturesque scene incident	Idyll

Idiom & Phrases

A

At large (স্বাধীনভাবে) Birds can fly in the sky at large.

At a glance (এক নজরে) I saw him at a glance.

A bed of roses (ফুল সজ্জা/সুখকর অবস্থা) Life is not a bed of roses.

A bird's eye view (এক নজর দর্শন, ভাসা ভাসা দৃশ্য) We took a birds eye view of the scenery.

A black sheep (কুলাঙ্গার) Every family has a black sheep.

A castle in the air (আকাশ কুসুম) Only fools can build castle in the air.

A cock and bull story (আজগুবি গল্প) Your cock and bull story cannot influence me.

A far cry (বিশাল ব্যবধান) This flat is a far cry from the house they had before.

A fish out of water (অস্বস্তিকর অবস্থা) His condition is just like a fish out of water.

A fools paradise (বোকার স্বর্গ) Nobody should live in a fools paradise.

A foregone conclusion (অবশ্যম্ভাবী) His defeat in the war was a foregone conclusion.

A lot of (প্রচুর) There are a lot of dangerous drivers in our country.

A man of letter (বিদ্বান, পন্ডিত ব্যক্তি) A man of letters is properly conscious of his duties.

A man of straw (দুর্বল চিত্তের লোক) A man of straw never wins race.

A man of word (এক কথার লোক) He is a man of ward.

A rainy day (দুর্দিন) A wise man saves something for a rainy day.

A round dozen (পূর্ণ ডজন) She wanted a round dozen of banana.

A sitting duck (সহজ লক্ষ্যবস্তু) With their bullets all gone the soldiers were sitting ducks for the enemy.

A snake in the grass (গোপন শত্রু) A snake in the grass is very dangerous for the society.

A stones throw (কাছা কাছি) The house is just a stones throw from that house.

A storm in a tea cup (তুচ্ছ বিষয়ে প্রচন্ড আলোড়ন) Don't raise a storm in a tea cup on this simple matter.

A thorn in the flesh (বাধা প্রদানকারী, বিরক্তকর) I want to go rid of the man a thorn in the flesh.

A trying time (কঠিন সময়) After war they are passing through a trying time.

A verbose speech (বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা) A verbose speech is not fruitful at all.

A vicious circle (দুষ্ট চক্র) A vicious circle is a bad situation which can not be changed.

After ones own heart (মনের মতো) She is a woman after my own heart.

All at once (হঠাৎ) All at once baby began to cry.

All in (পরিশ্রান্ত) I felt all in after the meeting.

All in all (সর্বেসর্বা) Now a days nobody is all in all.

An early bird (যে আগে ওঠে) Monisha is aways an early bird in the meeting.

Apple of discord (বিবাদের মূল) A piece of land was the apple of discord between two countries.

As much as (যত দূর সম্ভব) I will do as much as I can.

As good as (বলতে গেলে) My parent are as good as gold.

As per (সমান তালে) In our country the salary is not increasing as per prize hike.

At all cost (যে কোন মূল্যে) We must at all costs catch the 7:30 train.

At any cost (যে কোন মূল্যে) I will go abroad for higher education at any cost.

At arm length (নিরাপদ দূরত্বে) We should keep bad man at arm length.

At daggers drawn (ভীষণ শত্রুতা) The two sisters are at daggers drawn with other.

At home (দক্ষ) He is a at home Mathematics.

At home (আরাম) I never feel at home in India.

At ones wits end (হতবুদ্ধি) Hearing the news of his death Rahim was at my wits end.

At sixes and sevens (এলোমেলো) He found all his books on the table at sixes and sevens.

At stake (বিপন্ন) His life is a stake now.

At the eleventh hour(শেষ মুহূর্তে). Karim arrived at the station at the eleventh hour.

B

Bag and baggage (তল্পিতল্পাসহ) He left the room bag and baggage.

Beggar description (অবর্ণনীয়) Rahim's miseries beggar description.

CS CamScanner

Below the belt (অবৈধ কিছু করা) Her comments hit below the belt.

Below the mark (আর্দশ মানের নিচে) The commodities supplied by Anis are below the mark.

Between the devil and deep see (মহাসংকটে) Surround by the ill politics Bangladeshis are now between the devil and deep see.

Bill fare (মেনু, খাদ্য তালিকা) Please show me a bill of fare.

Black and white (লিখিতভাবে) We charged against in black and white.

Blue blood (অভিজাত) Man should not boast of his blue blood.

Blue chips (নিরাপদ বিনিয়োগ) Garments industry is consider to be a blue chips.

Blot from the blue (বিনা মেঘে বজ্রপাত) The news of his father death came to him as a blot from blue.

Bombard with question (প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা) The ambassador was bombard with his question.

Bon voyage (শুভ সফর) Bon voyage see you again.

Bottom line (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়) The bottom line is that we need more money to run the project.

Bread and butter (জীবিকা) Raihan took agriculture as his bread and butter.

Bring to book (শাস্তি দেওয়া) He was brought to book for stealing mobile phone.

Bull market (তেজি বাজার) It is always risky to invest in a bull market.

Burning question (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়) Corruption is the burning question in our country.

By and large (অধিকাংশ) I have collected five dollar by and large.

By dint of (বদৌলতে) By dint of hard work Shakespeare earned his name and fame.

By fist and starts (অনিয়মিতভাবে) The price of daily necessaries increase in market by fits and starts.

By leaps and bounds (দ্রুতগতিতে) Prices of essentials are increasing in the market by leaps and bounds.

By means of (কোনভাবে, উপায়ে) You can prosper in life by means of hard labour.

By no means (কোন ভাবেই না) He can by no means help me.

Break down (দুর্বল হওয়া) His health break down for hard work.

C

Capital punishment (মৃত্যুদণ্ড) Many people do not support capital punishment of the world.

Carry coals to New castle (তেলা মাথায় তেল দেওয়া) The new government is now carrying coals to New castle.

Carry the day (জয় করা, মন জয় করা) I hope you will be able to carry the day for us.

Cat and dogs (মুষলধারে) It is raining cats and dogs all day.

Come into force (কার্যকরী হওয়া) The ordinance comes into force at once.

Come to terms (আপোস করা) The two groups could not them come to terms.

Cope with (এঁটে ওঠা) Rahima found it difficult to cope with the lose of the job.

Crime in cold blood (সুচিন্তিত ঠান্ডা মাথার অপরাধ) Not many people can commit such a dreadful crime in cold blood.

Crocodile tears (মায়াকান্না) Only heartless men and women can shed crocodile tears.

Culpable homicide (শাস্তিযোগ্য অপরাধ) The government denied the culpable homicide of the Army Officer.

Cut a sad figure (ভালো করতে না পারা) Nasrin cut a sad figure in her last performance on the stage.

D

Day dream (আকাশ কুসুম কল্পনা) Many young boys waste their time in day dream.

Dead letter (অকার্যকর) Many British rules are now dead letter in our country.

Dog days (সবচেয়ে গরমের দিন, দুঃসময়) The dog days in Bangladesh are unbearable.

Draw the line (সীমা নির্ধারন করা) We must draw the line at stealing.

E

Eat humble pie (অপমান হজম করে ক্ষমা চাওয়া) At last the boss ate humble pie before the employees of the company.

Every now and again (মাঝে মাঝে) My father sees me every now and again.

Every now and then (প্রায়ই) The Principal pays a visit to our classroom every now and then.

F

Face to face (সরাসরি) I prefer to talk to people face to face rather than to talk to mobile phone.

Few and far between (কদাচিত) I can visit my close relatives few and far between.

Flesh and blood (রক্ত মাংসের দেহ) How can a man of flesh and blood tolerate such ill treatment?

Fools paradise (বোকার স্বর্গ) None should live in a fools paradise.

From cradle to grave (দোলনা হতে কবর পর্যন্ত) Every learns something from cradle to grave.

For good (চিরতরে) Our great leader left us for good.

From hand to mouth (কোন রকমে) The poor man live from hand to mouth.

From time to time (মাঝে মাঝে) He comes to me from time to time.

G

Get by heart (মুখস্থ করা) She got the poem by heart.

Get rid of (মুক্তি পাওয়া) Rahim got rid of bad company.

Give a hand (সাহায্য করা) If you give me a hand I shall be able to finish the work more quickly.

Give way (ভেঙে পড়া) The weight was too much and the pillar gave way.

Go to the dogs (গোল্লায় যাওয়া) Many teens are going to the dogs.

H

Half a chance (সামান্য সুযোগ) I have got half chance to prepare myself.

Hard and fast (বাঁধা ধরা) Tagore and Nazrul hardly follow the hard and fast rule of the school life.

Hard up (অভাবগ্রস্ত) Please lend me some money I am hard up now.

Head and heart (বুদ্ধি ও হৃদয়ে) Hazrat Muhammad (Sm) was head and heart the greatest man of the world.

Head in the cloud (আকাশ কুসুম কল্পনা) You should not have your head in the cloud about your result.

Heart and soul (প্রাণপণে) He tried heart and soul but could not pass in the exam.

Hue and cry (জোর দাবি) The reformers raised a hue and cry about political corruption.

Heart of heart (অন্তরের অন্তঃস্থলে) In my heart of heart I deplored his a obstinacy.

Heart to heart (অন্তরঙ্গ ভাব) They are always heart to heart friends.

Hercuclean task (দুঃসাধ্য কাজ) She faces the Herculean task of bringing up four children single handedly.

Hold water (প্রমাণে টিকে থাকা) His excuse did not hold water at last.

Hot water (অসুবিধা) If you are caught playing in the mud you will be in hot water.

I

In a body (একত্রে) They left the place in a body.

In a nutshell (সংক্ষেপে) Rahim left the classroom telling her story in a nutshell.

In cold blood (ঠান্ডা মাথায়) Rana committed the crime in cold blood.

In deep water (সমস্যা গ্রস্ত) I am in deep water now.

In good time (যথাসময়ে) You will know the truth in good time.

In high spirits (মহাখুশি) Today he is in high spirits.

In no time (শীঘ্রই) I shall come back in to time.

In seventh heaven (মহাখুশী) Asma was UN seventh heaven when she heard about her son's result.

In spite of (সত্ত্বেও) In spite of his riches the man of unhappy.

In the long run (পরিণামে) The sinner suffer in the long run.

In the wake of (ঠিক পরে) The police came in the wake of the accident.

In vain (বৃথা) He should for help in vain.

K

Keep an eye (নজর রাখা) Please keep an eye on the baby.

Kith in kin (আত্মীয় স্বজন) I have no kith and kin in the village.

L

Learn by heart (মুখস্থ করা) He learnt the poem by heart.

Let loose (বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া) He let his horse loose in the filed.

Loaves and fishes (ব্যক্তিগত লাভ) The selfish always think of their own loaves and fishes.

CS CamScanner

M

Maiden speech (প্রথম বক্তৃতা) My maiden speech fascinated all in this meeting.
Make both ends meet (কোন মতে জীবন ধারন করা) Now the poor make both ends meet.
Make good (চিরতরে) You should try to make good for your loss.
Move heaven and earth (সম্ভাব্য সব করা) He moved heaven and earth to win the election.

N

Never to return (ফিরে আশার নয়) The good days have gone never to return.
Nip in the bud (অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়া) Bad habits should be nipped in the bud.
Now and then (মাঝে মাঝে) He comes here now and then.
Null and void (বাতিল) The rule is null and void now.

O

Once again (পুনর্বার) I want to look into the issue once again.
Once for all (শেষ বারের মতো) I want to settle the issue once for all.
Open secret (সর্বজনবিদিত গোপন বিষয়) Now a days corruption at high place is an open secret.
Out and out (পুরোপুরি) He was out and out an honest man.
Out break (বিস্তার) The out break of cholera tolls a high rate death.
Out of doors (বাইরে) I prefer to work out of doors.
Out of place (বেমানান) The boy is out of place among the adults.
Out of sorts (অসুস্থ) I feel out of sorts today.
Over head and ears (বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত) At present Bangladesh is over head and ears in problems.
Over head and ears (গভীর ভাবে) He engaged in his studies over head and ears.
Owing to (জন্য) The game is cancelled owing to rain.

P

Pick a quarrel with (ঝগড়া বাধানো) Never pick a quarrel with the neighbours.
Pin money (স্ত্রীকে প্রদত্ত হাত খরচ) My wifes pin money has saved me from any creditor.
Pot luck (অনিশ্চিত ভাগ্য) You should not depend on your pot luck.
Price index (মুল্য তালিকা) Let me check the price index of this hotel.
Pros and cons (খুঁটিনাটি) To take a decision it needs to think of pros and cons of the mother.
Put heads together (একত্রে বসে পরামর্শ করা) They put their heads together to take a decision.

Q

Quote form memory (মুখস্ত করা) Quote some lines of bacon from memory.

R

Rainy day (দুর্দিন) Runa goes on helping every one without saving anything for the rainy day.
Raise ones eyebrow (চোখ কপলে তোলা) He raised his eyebrow at my explanation.
Rank and file (সাধারন সৈনিক) He was promoted from the rank and file to the post of captain.
Read between the liens (মর্মাথ বোঝা) To understand it read between the liens.
Red handed (হাতে নাতে) The thief was caught red handed.
Refuse point blank (সরাসরি অসম্মত হওয়া) He refused point blank to help me.
Road block (প্রতিবন্ধক) His poor health is the main road block to his promotion.
Run riot (দাঙ্গা বাধানো) They wanted to run riot.
Run short (ফুরিয়ে যাওয়া) I ran short of money.

S

Show good manners (ভালো ব্যবহার দেখানো) You should show good manners in the company of young ladies.
Silver spoon (প্রাচুর্যে জন্ম) He was born with a silver spoon in his mouth.
Sit on the fence (সুবিধার জন্য নিরপেক্ষ থাকা) He always sits on the fence in the quarrel of neighbors.
Slow coach (নির্বোধ) I have never seen such a slow coach like you.
Smell a rat (সন্দেহ করা) When he was speaking frankly I smelt a rat.

Snake in the grass (লুকানো বিপদ) Look before you leap there is snake in the grass.
Soft soap (মন ভুলানো কথা) Never believe in other soft soap.
Spare no pains (যথাসাধ্য সব কিছু করা) Mr. Khan spares no pains to win the election.
Stay put (একই স্থানে থাকা) The mother told his son to stay put in the room.
Steal a march on (তলে তলে কার্যসিদ্ধ করা) To steal a march on was his sole purpose.
Stone's throw (নিকটবর্তী) The school is at a stone's throw from our house.
Straw vote (জনমত) Donal Trump is clearly ahead in straw vote.
Swan song (শেষ কর্ম) What is the swan song of Tagore?

T

Take a fancy to (পছন্দ করা) Ayman took a fancy to Liza.
Tell upon (ক্ষতি করা) Over-eating tells upon human health.
The birds and bees (প্রজনন জ্ঞান) All should know about the birds and bees of this matter.
Three score (ষাট) The man is three score and ten now.
Through and through (পুরোপুরি) Mrs. Aman was trough and through a great women.
Throw cold water (নিরুৎসাহিত করা) Nobody should throw cold water on the children.
True to world (কথা রাখা) A man of character is true to his world.
Turn over a new leaf (নতুন অধ্যায়ের সুচনা) The invention of computer turend over a new leaf in the history of the modern science.

U

Up and doing to (উঠে পরে লাগা) You should be up and doing for your prosperity.
Up to ones ears (মগ্ন থাকা) He is up to his ears in work and can not possibly see you now.
Ups and downs (উত্থান পতন) Ups and downs are a part of life.

W

White elephant (দামি কিন্তু অকেজো) I do not belive that this department is a white elephant of the govt.
With a good grace (সানন্দে) He received us with a good grace.
With a veiw to (উদ্দেশ্যে) I want to the market with a view to buying a book.
With an eye to (জন্য) He went to the market with an eye to buying shirt.
With open arms (উষ্ণভাবে) He always receive his guests with open arms.
Word for word (হুবহু) He copied my essay word for word.
Work against the clock (দ্রুত কাজ করা) Jim worked against the clock to get the homework finished before 10 am.
Worth one's while (যথার্থ মুল্য দেওয়া) He will do the job if you make it worth his while.

Group Verbs

Act for (পক্ষে কাজ করা) He acted for me while I was abroad.
Act on (কোন কিছু অনুসারে কাজ করা) You must act on my direction.
Act up to (আশানুরুপ কাজ করা) He tries to act up my advice.
Act upon (কোন কিছুর উপর নির্ভর করে কাজ করা) Acting upon the news I went there. Such heard work will act upon your health.
Bear of (জয় করে নেওয়া) Hassan bore off two medals.
Bear on (সম্পর্ক)His remark bore on the subject.
Bear out (সমর্থন করা) Mr. Tariq report bears out the charge.
Bear with (সহ্য করা) I will not bear with such insult.
Blow away (উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া) The tree has been blown away by the storm.
Blow off (নির্গত হওয়া) The engine blows off carbon di oxide.
Blow out (নিভিয়ে ফেলা) The light has been blown out the strong wind.
Blow up (উড়িয়ে দেয়া) The Tista bridge was blown up by the enemies.
Break away (ভেঙে বের করা) The convict broke away from the jail.
Break down (ভেঙে পড়া) His health has broken down because of hard work.
Break in (কথার মাঝে কথা বলা) One should not break in others conversation.
Break into (ভেঙে প্রবেশ করা) A gang of dacoits broke into our house last night.
Break through (জোর করে ঢোকা) The robbers broke through the main gate.
Break up (শেষ হওয়া) Our school breaks up at 4 pm.

Bring about (ঘটানো) This folly may bring about his downfall.
Bring forth (উৎপন্ন করা) The timely rain brings forth good crops.
Bring in (দেয়) His business brings in good income.
Bring up (লালন করা) He was brought up by my maternal.
Call at (কোন স্থানে গিয়ে দেখা করা) You will call at my office soon.
Call for (চাওয়া) The situation calls for drastic action.
Call in (ডেকে আনা) Call in a doctor .We told him to call in a doctor.
Call of (প্রত্যাহার করা) The operation called off the strike.
Call on (দেখা করা) He called on me yesterday.
Call out (ডেকে পাঠানো) The child began to call out for help.
Call up (স্মরন করা, দেখানো) I called up his address on the computer.
Carry away (বাহিত করা) He was carried away by his enthusiasm.
Carry off (বিজয়ী হওয়া) He has carried off the entire prize.
Carry on (চালিয়ে যাওয়া) My younger brother carries on my business in my absence.
Carry out (পালন করা) None will carry out your order.
Cast aside (বাদ দেয়া) He cast aside the waste on the road.
Cast off (বাদ দেয়া) Tress have cast off the leaves.
Come after (পিছনে তাড়া করা) We came after the thief.
Come away (খুলে যাওয়া) How did the handle of the umbrella come away.
Come by (পাওয়া) Fortunately he came by a good job.
Come from (কোন স্থান থেকে আসা) He came from Japan.
Come of (জন্ম গ্রহন করা) He comes off a noble family.
Come off (অনুষ্ঠিত হওয়া) The second anniversary celebration of our college will come off on December.
Come on(দ্রুত চলা) Come on! We don't have much time.
Come out (প্রকাশিত হওয়া) His new book will come out next week.
Come round (সুস্থ হওয়া) The patient will come round soon.
Cut down (কাটা,হ্রাস করা) He cut down the tree. Try to cut down your expense.
Cut off (মারা যাওয়া,বিচ্ছিন্ন করা) His name has been cut off.
Cut out (উপযুক্ত) Only Atiq is cut out for the job.
Cut up (টুকরা টুকরা করা) His wife death cut him up terribly.
Do up (অত্যন্ত ক্লান্ত) The shirt does up at the back.
Do without (কোন কিছু ছাড়া চলা) I can do without your assistance.
Dwell on (চিন্তা করা) There is no need to dwell on it.
Fall back (পিছু হটা) If oil supplies run out man way have to fall back on the horse.
Fall from (বাহির হওয়া) Not a word fell from his lips.
Fall in (সারি বদ্ধ হওয়া) In spite of my request the children did not fall in.
Fall in with (সম্মত হওয়া) The opposition failed to fall in with the ruling party philosophy.
Fall into (বিভক্ত হওয়া) My talk falls naturally into three parts.
Fall off (খসে পড়া) Trees have fallen off their leaves.
Fall on (আক্রমন করা) The robbers fall on the passersby.
Fall through (নিস্ফল হওয়া) All my plans have fallen through for want of money.
Get along (চলা,চালানো) None can get along without money.
Get away (পলানো) The convict managed to get away from the jail.
Get by (চালানো,জীবন নির্বাহ করা) When Kanon become ill, her colleague had to get by without her.
Get down (মনোযোগ দেওয়া) Please get down his identity.
Get in (উপস্থিত হওয়া) The train has already got in.
Get into (বিপদে পড়া) When rivers flood their banks the calcium gets into the soil.
Get off (যাত্রা করা) In spite of my requests he did not get off.
Get after (অনুসরন করা) Never get after a liar.
Get on (চলা) None wants to get on with suspicious man.
Get out (বের করা) Get out of the room; I could not get out his influence.
Get through (সেরে ওঠা) He got through the examination.
Get up (ওঠা) I get up at 5am every day.
Give away (দান করা) The chief guest gave away the prize.
Give in (মেনে নেয়া) In spite of my request he did not give in.
Give off (দেয়া) Rose gives off a sweet smell.
Give over to (হস্তান্তর করা) He gave over the charge to me.
Give up (ত্যাগ করা) He has given up smoking.
Go about (ঘুরে বেড়ানো) He is too weak to go about.
Go after (অনুসরন করা) I want after her.
Go along (মেনে নেওয়া) As you go along you will find the job interesting.
Go away (চলে যাওয়া) He has gone away only for a few days.

Go back on (খেলাপ করা) When you make a promise you must not go back on it.
Go by (পরিচিত হওয়া) Things will get easier as time goes by.
Go down (অস্ত যাওয়া,হ্রাস পাওয়া) He went down with a bump.
Go for (আনতে যাওয়া) She sent for him with a knife.
Go in for (প্রতিযোগিতা করা) He is going for Cambridge First Certificate.
Go off (বিস্ফোরিত হওয়া,প্রস্থান করা) She went off to get a drink.
Go on (চালিয়ে যাওয়া) Go on with your studies.
Go round (চক্রাকারে ঘোরা,যথেষ্ট থাকা) The earth goes round the sun.
Go through (পাঠ করা) I must first go through the accounts.
Hand over (সমর্পন করা) We handed over to the police.
Hang about (অপেক্ষা করা) Why do you hang about my house.
Hang back (পশ্চাদপদ হওয়া) I can't hang back when other are advancing.
Hang on (কারো উপর নির্ভর করা) Would you hang on a minute?
Look about (খোঁজ করা) I am looking about a house.
Look after (দেখাশুনা করা) Everybody should look after his old parents.
Look at (তাকানো) The baby is looking at the beautiful rose.
Look down upon (ঘৃণা করা) None should look down upon the poor.
Look for (খোঁজা) He could not find his pen so he started looking for it.
Look into (তদন্ত করা) The police are looking for it.
Look on (মনে করা) I look on my well wisher.
Look out (বাইরে তাকানো) The captain commanded all to look out.
Look over (পরীক্ষা করা) The principal will look over the answer scripts.
Look through (যত্নের সাথে পরীক্ষা করা) She looked through her notes before her exams.
Look to (মনোযোগী হওয়া) Look to it that this does not happens against.
Look up (খুঁজে বের করা) Look up the word in the dictionary.
Look up to (সম্মান করা) A leader must be one whom the people can look up to.
Look upon (গন্য করা) He looks upon me as his bosom friends.
Make of (নির্মান করা) The ring is made of gold.
Make off (পালিয়ে যাওয়া) The thief managed to make off.
Make out (বুঝা) I could barely make out the traffic signs through the rain.
Make over (অর্পন করা) The principal made over the charge to the head clerk.
Make up (ক্ষতি করা) I shall try to make up my loss.
Make up off (গঠিত করা) The team is made up of eleven players.
Put away (সরিয়ে রাখা) I am putting away enough money for the rainy day.
Put down (ভেঙে ফেলা,লেখা) The king put down the revolt.
Put forward (উপস্থাপন করা) The councilors put forward a suggestion.
Put off (ফেলা) Don't put off your work. Put off the dirty shirt.
Put on (পরিধান করা) He put on his new shirt. He has put on lot of weight.
Put out (নিভানো) Put out the lamp .He puts out his hand to me.
Put together (একত্রিত করা) We should put together a very strong case for the defence.
Put up (বাস করা) Put up the notice here.He will put up at my place.
Put up with (সহ্য করা) It is too difficult to put up with bad temper for long. We had to put up with the inconvenience.
Run about (দ্রুত, এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করা) The children started to run about in great panic.
Run across (হঠাৎ সাক্ষাত হওয়া) I ran across my old friend in the street.
Run away (পালিয়ে যাওয়া) The thief ran away with all the valuables.
Run down (ছুটে দৌড়ে ধরা) The hunters ran down the deer.
Run into (পতিত হওয়া, জড়িত হওয়া) He ran into danger.
Run out (ফুরিয়ে যাওয়া) If oli supplies run out, man may have to fall back on the house.
Run over (পিষ্ট হওয়া) The student was run over by a truck.
Run through (ভেদ করা) An angry murmur ran through the crowd.
Run upon (ধাক্কা খাওয়া) I ran upon a new idea to solve the problem.
See off (বিদায় জানানো) His father came to see him off.
See through (তদন্ত করা) He saw through the trick.
Set about (শুরু করা) He set about his task immediately.
Set in (শুরু হওয়া) The winter has set in very early this year.
Set off (যাত্রা করা) They set off for Dhaka yesterday.

CS CamScanner

Set out (ছড়িয়ে দেওয়া) My father has set out for New York.
Set up (স্থাপন করা) We shall set up a school soon.
Stand against (বাধা দেওয়া) Do not stand against the force of time.
Stand aside (বিরুদ্ধে দাড়ানো) I will not stand aside from the contest.
Stand by (পাশে দাঁড়ানো) I stood by my old friend.
Stand for (বুঝানো) The latter X stands for ten.
Standoff (দূরে থাকা) He stood off from the quarrel.
Stand up for (পক্ষ সমর্থন করা) You should stand up for your friend.
Take after (দেখতে এক রকম হওয়া) The girl takes after her mother.
Take away (সরিয়ে নেওয়া) Do not take away books from the shelf.
Take down (লেখা) I took down his address in my note book.
Take for (মনে করা, গন্য করা) I took him for a doctor.
Take off (খুলেফেলা) He took off his coat.
Take over (গ্রহণ করা) Who will take over your charge?
Take to (আসক্ত হওয়া) None should take to drink.
Take upon (ক্ষতি করা) Hard labor tells upon health.
Turn after (সদৃশ হওয়া) The girl turns after her mother.
Turn down (নাকচ করা) The principal turned down our proposal.
Turn off (বন্ধ করা) Please turn off the switch.
Turn on (চালু করা) Please turn on the switch.
Turnover (উল্টানো) The captain left the boat, because it turned over.
Turn up (হাজির হওয়া) The candidates turned up at the interview in time.

Sentence Translation
Part-I

1. তুমি কি গাড়ী চালাতে পার?
Ans: Do you know how to drive a car?
2. আমার নিকট টাকা নেই, আছে কি?
Ans: I have no money, have I?
3. তোমার কলমটি আমাকে দাও।
Ans: Give me your pen.
4. ছেলেটাকে ছুরিটি ধরতে দিও না।
Ans: Do not let the boy touch the knife.
5. দূর হও।
Ans: Get lost.
6. আমার ছোট ভাই এখনও সাঁতার শিখেনি।
Ans: My younger brother is yet to learn how to swim.
7. তুমি কবে বইটি পড়া শেষ করবে?
Ans: When will you finish reading the book?
8. তুমি আসার পূর্বে আমি চলে যাব।
Ans: I shall go before you come.
9. লোভ মানুষের পরম শত্রু।
Ans: Greed is great enemy of people.
10. সে সব সময় দেরিতে অফিসে যায়।
Ans: He always goes to office late.
11. রান্না হওয়ার পর সকলেই একসঙ্গে খেতে বসল।
Ans: All sat down to take meal after it had been cooked.
12. ইতোমধ্যে সে হয়তো কাজটি সেরে ফেলবে।
Ans: He will have finished the work by this time.
13. উট গলার মধ্যে থাকা থলেতে পানি জমিয়ে রাখে।
Ans: The camel reserves water in the bladder of its throat.
14. মানুষকে ভালোবাসা এবং মানুষের ভালোবাসা পাওয়া-এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া।
Ans: To love people and receiving love from them is the main achievement.
15. আমাদের দেশে হাসপাতালের পাশাপাশি পাঠাগার স্থাপন করাও জরুরি।
Ans: It is necessary to set up library in our country along with hospitals.
16. সে আনন্দে আত্মহারা হলো।
Ans: He became over joyed.
17. তুমি কি কখনো কক্সবাজার গিয়েছ?
Ans: Have you ever been to Cox's Bazar?
18. তোমার কি এখন মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত নয়?
Ans: Should not you read attentively now?
19. গত সোমবার থেকে সে অসুখে ভুগছে।
Ans: He has been suffering from illness since Monday last.

10. বাংলাদেশ একমাত্র টেস্ট খেলায় জিম্বাবুয়ের কাছে হেরে গেছে।
Ans: Bangladesh has been defeated by Zimbabwe in the single test match.
21. বিপদ কাটিয়ে গেল।
Ans: The danger has passed away.
22. বস জামাটি গায়ে দিয়েছিল।
Ans: Boss put on the shirt.
23.আমি যদি তোমাকে চিনতাম!
Ans: Had I known you!
24. ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
Ans: Smoking is harmful to health.
25. মায়ের ভালোবাসা কখনো নিঃশেষ হয় না।
Ans: Mother's love does never exhaust.
27. আমি রোজ স্কুলে যাই।
Ans: I go to school everyday.
28.আমাদের মা-বাবাকে সম্মান করা উচিত।
Ans: We should obey our parents.
29. মানুষ মরণশীল।
Ans: Man is mortal.
30. তুমি কেন নিয়মিত পড়াশুনা করছ না?
Ans: Why are you not studying regularly?
31. হবি মিয়া একজন গরীব চাষী।
Ans: Hoby Mia is a poor farmer.
32. সে প্রতিদিন স্কুলে যায়।
Ans: He goes to school everyday.
33. চট্টগ্রাম একটি সুন্দর নগরী।
Ans: Chittagong is a beautiful city.
34. শিক্ষাই শক্তি।
Ans: Education is strength.
35. ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী।
Ans: Dhaka is the capital of Bangladesh.
36. সে সাঁতার জানে না।
Ans: He doesn't know how to swim.
37. চোরটা হাতে নাতে ধরা পড়ল
Ans: The thief was caught red handed.
38. তিনি হঠাৎ জেগে উঠলেন।
Ans: He suddenly wake up.
39. সে খুবই লোভী ও স্বার্থপর ব্যক্তি ছিল।
Ans: He was very greedy and selfish.
40. অনেক লোক পদে আবেদন করল।
Ans: Many people applied for the post.
41. আমার একটি ছাতা আছে।
Ans: I have an umbrella.
42. আমি গতকাল বাড়ি গিয়েছিলাম।
Ans: I went home yesterday.
43. সকল খেলাই শেষ হয়েছে।
Ans: All the games are over.
44. গনি মিয়ার নিজের কোনো জমি নেই।
Ans: Goni Mia has no piece of land of his own.
৪৫. সে কড়া কফি পছন্দ করে
Ans: He likes stiff coffee.
৪৬. বাতিটি নিভু নিভু করছে।
Ans: The lamp is about to go out.
৪৭. আমাকে আগামীকাল বাড়ি যেতে হবে
Ans: I will have to go home tomorrow.
৪৮. এটি একটি ভাঙ্গা চেয়ার
Ans: This is a broken chair.
৪৯. সাঁতার কাটা ভাল ব্যায়াম
Ans: Swimming is a good exercise.
৫০. আমি না আসা পর্যন্ত তুমি যাবে না
Ans: You will not go until I come.
৫১. অর্থের পিছনে আমাদের দৌড়ানো উচিত নয়
Ans: We should not hanker after money.
৫২. সে শুধু মেধাবীই নয় বুদ্ধিমানও বটে
Ans: He is not only meritorious but also intelligent.
৫৩. প্রবল বেগে বাতাস বইছিল
Ans: The wind was blowing violently.
৫৪. ঢাকার এ বাড়িটিই সর্বাপেক্ষা পুরাতন।
Ans: This is the oldest house in Dhaka.
৫৫. লোকটি মহাসংকটে পড়েছে।
Ans: The man is in great crisis/danger.
৫৬. সে এখনো ঘুমাতে যায়নি।
Ans: He is yet to take bed.
৫৭. সূর্য ওঠার পর আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম।
Ans: After the sun rises, we went.
৫৮. আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না।
Ans: I will bore you no more.
৫৯. উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভালো।
Ans: Example is better than advice.
৬০. সে কখনো মিথ্যা কথা বলে না।
Ans: He never tells a lie.
৬১. আমি নিশ্চয় সেখানে যাব।
Ans: I must go there.
৬২. সে সূর্যাস্তের পরে বাড়ী ফিরবে।
Ans: After the sun sets, he will go back home.
৬৩. টাকায় টাকা আনে।
Ans: Money begets money.
৬৪. শিশুটি নাচতে নাচতে চলে গেল।
Ans: The infant has left the place dancing.

CS CamScanner

৬৫. বিড়াল দুধ পছন্দ করে।
Ans: The cat is fond of milk.
৬৬. আমি চাকরির পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছি।
Ans: I am sitting for the job examination.
৬৭. সে এত দুর্বল যে হাটিতে পারে না।
Ans: He is too weak to walk.
৬৮. সে সকালে ঘুম থেকে উঠেছিল।
Ans: He got up in the morning.
৬৯. তুমি কোন বইটি পছন্দ কর?
Ans: Which book do you like?
৭০. বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত।
Ans: The Bay of Bengal is situated on the south of Bangladesh.
৭১. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।
Ans: Bangladesh has got independence in 1971.
৭২. সে কলম দিয়ে লিখে।
Ans: He writes with pen.
৭৩. এখনই বাড়ি যাও।
Ans: Go home at once.
৭৪. বাংলাদেশ দিনে দিনে উন্নতি করুক।
Ans: May Bangladesh prosper in day by day.
৭৫. লোকটি কলেরায় মারা গেল।
Ans: The man died of cholera.
৭৬. ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস।
Ans: 26th March is the independence day of Bangladesh.
৭৭. মা শিশুকে খাওয়ান।
Ans: Mother feeds her child/baby.
৭৮. আমি যদি পাখি হতাম।
Ans: I wish I were a bird!
৭৯. কে না চাকরি পেতে চায়?
Ans: Who does not want to get/have a job?
৮০. বেশির ভাগ ছাত্রই ইংরেজিতে দুর্বল।
Ans: Most of the students are weak in English.
৮১. তিন দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে।
Ans: It has been raining for three days.
৮২. পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে।
Ans: The Earth moves round the sun.
৮৩. দুইয়ে দুইয়ে চার হয়।
Ans: Two and Two makes Four.
৮৪. ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল?
Ans: The patient had died before the doctor came.
৮৫. ডাক্তার আসিবার পর রোগীটি মারা গেল।
Ans: The patient died after the doctor had come.
৮৬. বৃষ্টি হওয়ার পূর্বে সে বাড়ি ফিরল।
Ans: He had returned home before the rain came.
৮৭. সে ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে আমার কাছে এসেছিল।
Ans: He came to me with the guise of beggar.
৮৮. টুম্পা সোমবার থেকে জ্বরে ভুগছে।
Ans: Tumpa has been suffering from fever since Monday.
৮৯. তার ঠান্ডা লেগেছে।
Ans: She had caught cold.
৯০. মহৎ লোকেরা এ রকম চিন্তা করেন।
Ans: Great people think alike.
৯১. দশটা বাজতে ছয় মিনিট বাকি।
Ans: It is six to ten.
৯২. আমার যদি পাখির মত ডানা থাকত।
Ans: Had I the wings of a bird!
৯৩. যে দেশকে ভালবাসে সে দেশপ্রেমিক।
Ans: He who loves his country is a patriot.
94. সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।
Ans: It has been raining since morniig.
৯৫. ট্রেনটি কখন ছাড়বে?
Ans: When will the train leave?
৯৬. তুমি আমাকে কথা দিয়েছে।
Ans: You have given me word.
৯৭. খবরের কাগজ পড়া আমাদের শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ।
Ans: Reading newspapers is an integral part of our learning.
৯৮. আজ বড় দুর্যোগ।
Ans: Today is big disaster.
৯৯: জ্যোৎস্না রাতে তাজমহল কী চমৎকার দেখায়।
Ans: How beautiful the Tajmahal looks at moonlit night!
১০০. পৃথিবী স্থির নয়।
Ans: The earth is not stable.
১০১. আমি কখনও হিমালয় পর্বত দেখিনি।
Ans: I have never seen the Himalayas.
১০২. বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন।
Ans: It is easy to say but difficult to do.
১০৩. দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অংশ।
Ans: Travelling to country is a part of education.
১০৪. আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম।
Ans: If I were in your place.
১০৫. সে কঠোর পরিশ্রম করে, তাই না?
Ans: He works hard, doesn't he?
১০৬. শত্রুকে খাটো করে দেখো না।
Ans: Do not cry down your enemy.
১০৭. বর্ষা আরম্ভ হয়েছে।
Ans: The rainy season has begin.
১০৮ আমার একটি কম্পিউটার আছে।
Ans: I have a Computer.

১০৯ আমি গতকাল স্কুলে গিয়েছিলাম।
Ans: I went to school yesterday.
১১০. সে চুরি করতে ধরো খেলো।
Ans: While stealing, he got caught.
১১১. জ্ঞান আলোর মতো।
Ans: Knowledge is like light.
১১২. দেশপ্রেম একটি মহৎ গুণ।
Ans: Patriotism is a great virtue.
১১৩. ঢাকা একটি জনবহুল শহর।
Ans: Dhaka is a populous city.
১১৪. সে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো।
Ans: She entered the room laughing.
১১৫. নিরক্ষরতা অভিশাপ।
Ans: Illiteracy is a curse.
১১৬. সে চাকুরি থেকে পদত্যাগ করল।
Ans: He has resigned from service.
১১৭. বই মানুষের সবচেয়ে উত্তম সঙ্গী।
Ans: A book is good company for human.
১১৮. সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।
Ans: It has been drizzling since morning.
১১৯. বোকার মত আচরণ করো না
Ans: Do not act like a fool.
১২০. ছাত্রটির লেখাপড়ায় মনোযোগ আছে
Ans: The student has attention to his study.
১২১. সে খুব সাধারণ জীবনযাপন করে।
Ans: He leads a very simple life.
১২২. দুর্নীতি আমাদের জাতীয় সমস্যা।
Ans: Corruption is our national problem.
১২৩. 'সামাজিক কল্যাণ, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন' এ তিনটি সমাজসেবার মূলমন্ত্র।
Ans: The 'Social Welfare, Protection and Empowerment' are three principle of social services.
১২৪. সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।
Ans: Time and tide waits for none.
১২৫. বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলকে পরাজিত করেছে।
Ans: Bangladesh has beaten West Indies cricket team.
১২৬. আমি লেখার চাইতে পড়তে পছন্দ করি।
Ans: I prefer reading to writing.
১২৭.বিনিয়োগকারীদের গুজবে কান দেয়া উচিৎ নয়।
Ans: Investor should not pay heed to rumor.
১২৮.এখন ৪টা বাজতে তিন মিনিট বাকি।
Ans: It is now three minutes to four.
১২৯. যদি আমি একটি গাড়ির মালিক হতাম।
Ans: Would that I could own a car.
১৩০, কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কটূক্তি করা উচিৎ নয়।
Ans: One should not speak ill of others in absence.
১৩১. সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা আমাদের জীবনের পথ নির্দেশনার মূলনীতি হওয়া উচিৎ।
Ans: Honesty and justice should be the guiding principle of our life.
১৩২. আমি না হেসে পারলাম না।
Ans: I could not help laughing.
১৩৩. সে কেবল ঘুমিয়েছিল।
Ans: He did nothing but sleep.
১৩৪. আমি তাকে রুচিশীল ভেবেছিলাম।
Ans: I took him to be a man of taste.
১৩৫. সে আমার মনের মানুষ।
Ans: He is a man after my heart.
১৩৬. তার সব আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।
Ans: All his hopes were nipped in the bud.
১৩৭. এখন সকাল সাতটা বেজে পনের মিনিট।
Ans: It's quarter past seven in the morning.
১৩৮. এই দৃশ্যে তার মাতৃত্ব জেগে উঠল।
Ans: The mother in her rose at the sight.
১৩৯. জ্বালা সে-ই বুঝে।
Ans: The wearer knows where the shoe pinches.
১৪০. সে আমাকে ভেংচি দিচ্ছে।
Ans: He is making faces at me.
১৪১. অপরাধী ধরতে গোয়েন্দা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করলো না।
Ans: The detective left no stone unturned to find out the culprit.
১৪২. সে এতই গর্বিত অনুভব করলো যে সে কোনো কথা বলতে পারলো না।
Ans: He is too proud to talk.
১৪৩. ছেলেটি দেখতে তার বাবার মতো।
Ans: The boy takes after his father.
১৪৪. বাংলাদেশ মধ্যম-আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে।
Ans: Bangladesh has achieved the status of middle-income country.
১৪৫. বাংলাদেশের অনেক জেলা দুর্যোগপ্রবণ।
Ans: Many districts in Bangladesh are disaster prone.
১৪৬. শিক্ষা সমাজ থেকে অন্ধকার দূরীভূত করে।
Ans: Education removes darkness from the society.
১৪৭. স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।
Ans: Health is the root of all happiness.
১৪৮. ঘুড়ি আকাশে উড়ে।
Ans: Kite flies in the sky.
১৪৯. আমাদের সত্য কথা বলার সাহস থাকা উচিৎ।
Ans: We should bear the courage to say the right thing.
১৫০. সমস্যাটির সমাধান করা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সহজ।
Ans: The problem is easy enough for the students to solve.

CS CamScanner

১৫১. বর্তমানের চাহিদা মেটাতে গিয়ে ভবিষ্যতের সুফল নস্যাৎ করা।
Ans: Kill the goose that lays golden eggs.
১৫২. দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি।
Ans: The economy of Bangladesh is one of the fastest growing economies in the world.
১৫৩. দেশের প্রথম সমুদ্রবন্দর হিসেবে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের ধারণ ক্ষমতা ও অন্যান্য ক্ষমতা বাড়ছে।
Ans: Chittagong port, the country's premier seaport, has grown in the capacity of container handling and other over the years.
১৫৪. ১১২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের আমদানিকৃত চীনের পণ্যের উপর যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে করারোপ করেছে।
Ans: The US has imposed fresh tariffs on $112 billion of Chinese imported goals.
১৫৫. আমি তাকে চিনি।
Ans: I know his name.
১৫৬. আমি আমার দেশ নিয়ে গর্বিত।
Ans: I am proud of my country.
১৫৭. সবাই ফুল ভালোবাসে।
Ans: Everyone loves flowers.
১৫৮. বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়েছিল।
Ans: Bengladesh was independent 1971.
১৫৯. আমি ভাত খাই।
Ans: I eat rice.
১৬০. কৃষি শস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ দেশ।
Ans: Bangladesh is a self dependent country for production of agricultural product.
১৬১. এখন সোয়া সাতটা বাজে।
Ans: It is quarter past seven.
১৬২. গ্যাসের অপচয় রোধ করা উচিৎ।
Ans: The wastage of gas should be prevented.
১৬৩. মানুষ মাত্রই ভুল করে।
Ans: To err is human.
১৬৪. তিন ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে।
Ans: It has been raining for three hours.
১৬৫. আমার ক্ষিধে পেয়েছে।
Ans: I am hungry.
১৬৬. বাংলাদেশ একটি বদ্বীপ।
Ans: Bangladesh is a delta.
১৬৭. দুই ঘন্টা যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে।
Ans: It has been raining for two hours.
১৬৮. বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ।
Ans: Bangladesh is a land of river.
১৬৯. পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।
Ans: The earth moves round the sun.

১৭০. আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি।
Ans: I wake up early in the morning.
১৭২. আত্মহত্যা মহাপাপ।
Ans: Suicide is a great sin.
১৭৩. কঠিন পরিশ্রম ছাড়া সাফল্য লাভ করা যায় না।
Ans: Without hard labour success cannot be achieved.
১৭৪. ভুটানকে পূর্ব হিমালয়ের রত্ন বলা হয়।
Ans: Bhutan is called the jewel of eastern himalayans.
১৭৫. এ ছোট ভূ-বেষ্টিত দেশটি হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চলের ঢালুতে অবস্থিত?
Ans: This small land locked country is located on the slopes of the southern region of the Himalayas.
১৭৬. দেশটির উত্তরে তিব্বত এবং অন্যান্য দিক ভারত দ্বারা বেষ্টিত
Ans: Tibet is on the north and other sides are surrounded by India.
১৭৭. ভুটান সরকার ১৯৯৯ সালে ইন্টারনেটের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।
Ans: The Bhutan government lifted the bar on the internet in 1999.
১৭৮. ভুটান মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে সুখী দেশ।
Ans: Bhutan is the happiest country.in Central Asia.
১৭৯. গরম এলে মশাদের উৎপাত বাড়ে।
Ans: Mosquitoes appalling rises in the hot.
১৮০. যতই তাহারা শুনিতে লাগিল, ততই তারা বিস্মিত হইল।
Ans: The more they listened, the more they became amaze.
১৮১. সূর্য উঠে উঠে এমন সময় আমরা সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।
Ans: We left the place when the sun rose.
১৮২. সে যেন একটা শিশু।
Ans: As if he is a baby.
১৮৩. কয়েক দিন ধরে বই মেলায় প্রচুর ভীড় দেখা যাচ্ছে।
Ans: Huge crowd has been noticed in the book fair for a few days.
১৮৪. এ বছর হাড় কাঁপানো শীত পড়েছে।
Ans: Bone shaking cold has been fallen in this year.
১৮৫. সূর্য উদয়ের পূর্বে আমরা রওনা হলাম।
Ans: We had set off before the sun rose.
১৮৬. বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকার বিপরীতে ডলারের মূল্য বেড়ে গেছে।
Ans: The value of dollars has been increased against Taka in the foreign exchange market.
১৮৭. গত প্রায় দুই বছর যাবৎ বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের বোঝা টেনে বেড়াচ্ছে।
Ans: Nearly from two years, Bangladesh has been drawing the burden of the Rahingas.

১৮৯. সমাজে অপরাধের মাত্রা না কমে বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
Ans: The level of crimes is not lessening in the society day by day rather it is increasing.
১৯০. আমি লেখার চাইতে পড়তে পছন্দ করি।
Ans: I prefer reading to writing.
১৯১. এখন ৪টা বাজতে তিন মিনিট বাকি।
Ans: It is now three minutes to four.
১৯২. যদি আমি একটি গাড়ির মালিক হতাম।
Ans: Would that I could own a car.
১৯৩. সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা আমাদের জীবনের পথ নির্দেশনার মূলনীতি হওয়া উচিৎ।
Ans: Honesty and justice should be the guiding principle of our life.
১৯৪. আমি তাকে রুচিশীল ভেবেছিলাম।
Ans: I took him to be a man of taste.
১৯৫. তুমি এ কাজটি কবে করলে?
Ans: When did you do this work?
১৯৬. আমার বন্ধু নাই বললেই চলে।
Ans: I have few friends.
১৯৭. তোমাকে অথবা আমাকে সেখানে যেতে হবে
Ans: I or you have to go there.
১৯৮. ধূমপান মৃত্যু ঘটায়।
Ans: Smoking causes death.
১৯৯. চালকের অসচেতনতা সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।
Ans: One of the main reasons of road accident is the carelessness of drivers.
২০০. রাতে আকাশে তারা জ্বলে।
Ans: Stars twinkle at night.
২০১. কক্সবাজার বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত।
Ans: Cox's Bazar is the longest sea beach in the world.
২০২. তিন দিন যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে।
Ans: It has been raining for three days.
২০৩. তাজমহল যমুনার তীরে অবস্থিত।
Ans: Taj Mahal is situated on the bank of the Jamuna.
২০৪. গত শুক্রবার হতে সে অসুস্থ।
Ans: He has been ill since Friday last.
২০৫. দুষ্ট ছেলেকে কেউ পছন্দ করে না।
Ans: Nobody likes a naughty boy.
২০৬. কে না সুখী হতে চায়?
Ans: Who does not want to be happy.
২০৭. সে না হেসে পারে না।
Ans: He can not but laughing.
২০৮. আমার বন্ধু ইংরেজি ভাল বলতে পারে।
Ans: My friend is well in English OR My friend can speak English well.

২০৯. সৎ ব্যক্তি সর্বত্র সম্মানিত।
Ans: Honest person is honored everywhere.
২১০. এমন কোন মা নেই যে সন্তানকে ভালবাসে না।
Ans: There is no mother but loves her child.
২১১. এখন সকাল ১০.১৫ মিনিট বাজে।
Ans: It is 15 minutes past 10 am.
২১২. রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে।
Ans: The patient has come around.
২১৩. বইটি আমার প্রয়োজন নেই।
Ans: I don't need this book.
২১৪. আমি আমার সফলতার বিষয়ে নিশ্চিত।
Ans: I am sure of my success.
২১৫. সে আমাকে ভোট দিল।
Ans: He cast vote on me.
২১৬. সূর্য একটি ছোট তারা।
Ans: The sun is a small star.
২১৭. গোলাপটি কত সুন্দর!
Ans: How beautiful the rose is!
২১৮. বালিকাটি নাচতে নাচতে তার মায়ের কাছে গেল।
Ans: The girl went to his mother dancing.
২১৯. এখানে থুতু ফেলবেন না।
Ans: Do not spit here.
২২০. অতীতের জন্য শোক করিও না।
Ans: Do not mourn for the past.
২২১. তিনি এখন ধ্যানে মগ্ন।
Ans: He is now absorbed in contemplation.
২২২. তাহার মানিকগঞ্জ যাওয়ার কথা ছিল।
Ans: He was supposed to go Manikgånj.
২২৩. সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।
Ans: The sun sets in the west.
২২৪. আমি ভাত খেয়েছি
Ans: I have eaten rice.
২২৫. তোমার ঘড়িতে কয়টা বাজে?
Ans: What time is it by your watch?
২২৬. মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।
Ans: It is raining cats and dogs.
২২৭. এখন বৃষ্টি হচ্ছে।
Ans: Now it is raining.
২২৮. পানির অপর নাম জীবন।
Ans: Another name of water is life.
২২৯. আমি কলকাতা যাওয়ার পূর্বে বাড়ি গিয়েছিলাম।
Ans: I had gone go home before I went to Kalkata.
২৩০. শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেল।
Ans: The baby fell asleep crying.

CS CamScanner

২৩১. সে রুম থেকে যায় না কেন?

Ans: Why doesn't he leave the room?

২৩২. দিল্লী একটি বড় শহর।

Ans: Delhi is a big city.

২৩৩. বালকটি সৎ।

Ans: The boy is honest.

২৩৪. আমাকে একটি গল্পের বই দাও।

Ans: Given me a story book.

২৩৫. মধু খেতে মিষ্টি।

Ans: Honey is sweet to taste.

২৩৬. এখন বর্ষাকাল।

Ans: Now it is rainy season.

২৩৭. আমার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে।

Ans: I have a son and a daughter.

২৩৮. আমার শিশুকে নিয়ে প্রতিদিন আমাকে স্কুলে যেতে হয়।

Ans: I have to go to school with my child regularly.

২৩৯. তোমার বাজারে যাওয়ার চেয়ে স্কুলে যাওয়া ভাল ছিল।

Ans: You would go to school rather than to market.

২৪০. আমি ডাক্তার হতে পারতাম।

Ans: I could be a doctor.

২৪১. কতই বিস্ময়কর মানুষের জীবন।

Ans: How wonderful the human life is!

২৪২. অংকটি যতটা কঠিন মনে হয় ততটা নয়।

Ans: The sum is not as difficult as it seems to be.

২৪৩. আমরা বিষয়টি আলোচনা করব।

Ans: We will discuss the matter.

২৪৪. আমি দুই ঘন্টা ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

Ans: I have been waiting for you since two hours.

২৪৫. রিয়াদ যখন জেগে উঠল তখন বৃষ্টি পড়ছিল।।

Ans: It was raining while Riyad got up.

২৪৬. সাতদিন ধরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

Ans: It has been raining cats and dogs for seven days.

২৪৭. তুমি কি জান সে কোথায় বাস করে?

Ans: Do you know where he lives?

২৪৮. পুলিশ আসার আগেই চোরটি পালিয়ে গেল।

Ans: The thief had escaped away before the police came.

২৪৯. এই ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।

Ans: I have no authority over this matter.

২৫০. তিনি একজন প্রকৌশলী, তাই না?

Ans: He is an Engineer, isn't he?

২৫১. বিশ্বের সবচেয়ে বড় চিরহরিৎ বনাঞ্চল আমাজন।

Ans: Amazon is the largest evergreen forest in the world.

২৫২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

Ans: Foreign direct investment plays a vital role for the economic development of Bangladesh.

২৫৩. মৌসুমের আগেই বাজারে ইলিশের সরবরাহ বেড়েছে।

Ans: Supply of Hilsha has been risen before the season comes.

২৫৪. মূর্খ ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না।

Ans: No one likes a stupid person.

২৫৫. বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা একটি খুব প্রাচীন শহর।

Ans: Dhaka, the capital of Bangladesh, is a very ancient city.

২৫৬. এখন দশটা বাজতে সাত মিনিট বাকি।

Ans: It is seven minutes to ten now.

২৫৭. নিয়মিত পড়াশুনা করা বুদ্ধিমানের কাজ।

Ans: It is wise to study regularly.

২৫৮. সে এক কথার মানুষ।

Ans: He is a man of word.

২৫৯. সে শুধু একজন ভালো ছাত্র-ই নয়, ভালো খেলোয়াড়।

Ans: He is not only a good student but also a good player.

২৬০. আমার একটি হাতঘড়ি আছে।

Ans: I have a wrist watch.

২৬১. বিড়াল দেখে ইঁদুরটি ভয় পেল।

Ans: The rat was scared to see the cat.

২৬২. সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়।

Ans: The sun rises in the East.

২৬৩. আমি ক্রিকেট খেলা পছন্দ করি।

Ans: I like Cricket.

২৬৪. আপনার নাম কি?

Ans: What is your name?

২৬৫. ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী।

Ans: Dhaka is the capital of bangladesh.

Part-II

১. সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।

Ans: It has been drizzling since morning.

২. আমাকে এটি আগে দিতে পারলে ভালো হতো।

Ans: It would have been better if you could give it to me earlier.

৩. মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন বিচিত্রধর্মী লেখক।

Ans: Mir Musharraf Hussain was a versatile writer.

৪. আমার মাথা ঘুরছে।

Ans: I feel giddy.

৫. আজ সে কেমন আছে?

Ans: How is he today?

৬. সে নীরবে কাঁদতে লাগলো।

Ans: He started weeping silently.

৭. তেল পানিতে ভাসে।

Ans: Oil floats on water.

৮. সে আমার মনের মত লোক।

Ans: He is a man after my heart.

৯. সে হাড়ে হাড়ে বদমাশ।

Ans: He is wicked to the backbone.

১০. কর্তৃপক্ষ তাকে তিরস্কার করলো।

Ans: The authorities took him to task.

১১. অলস ব্যক্তি কখনো সুখী হয় না।

Ans: An idle man is never happy.

১২. বাঁচ এবং বাঁচতে দাও।

Ans: Live and let live.

১৩. তিনি ভালো খেতে পারেন।

Ans: He has a good appetite.

১৪. কোনো কাজই কাজের দিক থেকে উঁচু বা নিচু নয়।

Ans: work is superior or inferior in itself.

১৫. সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।

Ans: He found himself at his wits end.

১৬. আমি যশোরে বসবাস করি।

Ans: I live in Jessore.

১৭. যত বেশি কথা বলবে, তত কম বুঝবে।

Ans: The more you speak, the less you understand

১৮. তাকে একদিন অন্তর ঔষধ খেতে হয়।

Ans: He has to take medicine on alternative days.

১৯. তারা এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে।

Ans: They sat for HSC examination this year.

২০. এই মাত্র পাঁচটা বাজল।

Ans: It has just struck five.

২১. দারিদ্র্য আমাদের দেশের একটি অভিশাপ।

Ans: Poverty is a curse for our country.

২২. যাইব কি না, সেই-ই হইল কথা।

Ans: Whether I shall go or not is the question.

২৩. আগে ঘর তবে তো পর।

Ans: Charity beings at home.

২৪. এই বইটির লেখক কে?

Ans: Who has authored the book ?

২৫. সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি ইংরেজি বলো?"

Ans: He asked me, "Do you speak English?"

২৬. আমি তোমার জায়গায় হলে ঝুঁকিটি নিতাম না।

Ans: If I were in your shoes, I would not have taken the risk.

২৭. অন্যের দোষ ধরা সহজ।

Ans: It is easy to find fault with others.

২৮. বিপদ কখনও একা আসে না।

Ans: Misfortune never come alone.

২৯. তোমার সাহায্য ছাড়া এ কাজ করা সম্ভব হতো না।

Ans: This work would not have been possible without your help.

৩০. মেয়েটি কেবল হাসতে লাগল।

Ans: The girl was only laughing.

৩১. মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকায় টাকার দাম কমছে।

Ans: As inflation keeps rising, the value of taka is losing.

৩২. সমাজ বিরোধীরা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

Ans: The anti-socials are still out of law.

৩৩. ইতিহাস পাঠ আমাদের পূর্বসূরীদের ভুল ভ্রান্তি এড়িয়ে যেতে সাহায্য করে।

Ans: The study of history helps us to avoid the mistakes made by our predecessors.

৩৪. অবশেষে সে পুলিশের কাছে ধরা দিল।

Ans: At last he surrendered to the police.

৩৫. সে অত্যন্ত ধূর্ত।

Ans: He is very cunning.

৩৬. মৃত্যুর সময় অসময় নেই।

Ans: Death has no time.

৩৭. শুনা কথায় বিশ্বাস করিও না

Ans: Do not believe in hearsay.

৩৮. এই অংকটি কঠিন।

Ans: This sum is hard.

৩৯. তুমি কি কখনও নেপাল গিয়েছ?

Ans: Have you ever been to Nepal?

৪০. না হেসে পারলাম না।

Ans: I could not help laughing.

৪১. গাছে এখনও ফল ধরে না।

Ans: The tree has not yet borne fruit.

৪২. শব্দের বানান, অর্থ ও উচ্চারণের জন্য অভিধান এক দ্রুত ও সুনিশ্চিত প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞ।

Ans: Dictionary is a hurried and sure specialist on spelling, meaning and pronunciation of words.

৪৩. দুঃখের প্রয়োজনীয়তা মধুর?

Ans: Sweet are the uses of adversity?

৪৫. আমার বমি বমি লাগছে।

Ans: I feel nausea.

৪৬. আমরা দুর্নীতিবাজ লোকদের পছন্দ করি না?

Ans: We do not like corrupted people.

৪৭. সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আমরা কাজ করেছিলাম।

Ans: We had worked before the sunset.

৪৮. তুমি কি খুঁজছ?

Ans: What are you looking for?

৪৯. রবিবার হইতে বৃষ্টি হইতেছিল

Ans: It had been raining since Sunday.

CS CamScanner

৫০. সৌভাগ্যক্রমে পরের বাসে আমি উঠতে পেরেছিলাম।
Ans: Fortunately I could get into the next bus.
৫২. সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত।
Ans: One should make the best of one's time.
৫৩. আমি আম পছন্দ করি।
Ans: I like mangoes.
৫৪. তারা সাগরের কাছে একটি কুটিরে বাস করত।
Ans: They lived in a hut close to the sea.
৫৫. বইটি কেমন কাটছে?
Ans: Is the book leaving the market?
৫৬. পুষ্টিকর খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।
Ans: Nutritious food is good for health.
৫৭. কি করে অংকটি করতে হয় তা তিনি আমাকে দেখালেন।
Ans: He showed me how to do the sum.
৫৯. আমি তাকে গান গাইতে দেখেছিলাম।
Ans: I saw him singing.
৬০. আমি তোমাকে গোলমাল করতে দেখেছিলাম।
Ans: I saw him making noise.
৬১. কবি ছেলেটিকে হাসতে দেখেছিলেন।
Ans: The poet saw the boy laughing.
৬২. আমরা বিমানটিকে অবতরণ করতে দেখেছিলাম।
Ans: We saw the airplane landing.
৬৩. আমি তাকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখলাম।
Ans: I saw him running away.
৬৪. আমি কাজটি করিয়েছি।
Ans: I have got the work done.
৬৫. আমরা গণতন্ত্রের পূর্ণবিকাশ দেখতে চাই।
Ans: We want to see the full display of democracy.
৬৬. ইভ-টিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি।
Ans: Eve-teasing is a social problem.
৬৮. স্বদেশপ্রীতি একটি মহৎগুণ।
Ans: Partiotism is a noble virtue.
৬৯. গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।
Ans: It is drizzling.
৭০. ঝুঁকি সত্ত্বেও সে নদীতে ঝাঁপ দিল।
Ans: She jumped into the river despite the risks.
৭১. মনে হয় সে ছেলেটি তার কাজটি করে ফেলেছে।
Ans: The boy has seemed to do his assignment.
৭২. অনাথ ছেলেটিকে কালেভদ্রে দেখা যায়।
Ans: The orphan boy is seen once in a blue moon.
৭৩. তোমার দেশ কোথায়?
Ans: Where do you come from?
৭৪. খাবারটি বাসি মনে হয়েছিল
Ans: The food seemed to be stale.
৭৫. আমি তাকে বুঝতে চেষ্টা করব
Ans: I will try to make him understand.
৭৬. আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি
Ans: I feel feverish today.
৭৮. অন্যের দোষ ধরা সহজ।
Ans: It is easy to find fault with others.
৭৯. এই বই খানি আমি খুঁজছি।
Ans: This is the book I am looking for.
৮০. খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষিশিক্ষা অপরিহার্য।
Ans: Agricultural education is necessary for food security.
৮১. ঘন্টা বাজার পূর্বে ট্রেনটি ছাড়িয়া দিল।
Ans: The train had left before the bell rang.
৮২. জ্ঞানীরা বেশি বলেন না।
Ans: The wise do not talk much.
৮৩. দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি।
Ans: Wait, I am coming now.
৮৪. সে এক সপ্তাহ যাবত অসুস্থ।
Ans: He has been ill for a week.
৮৫. এটা যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।
Ans: It is a bolt from the blue.
৮৬. কতই না বিস্ময়কর মানুষের জীবন।
Ans: How strange man's life is!
৮৭. তার কোনো বন্ধু নেই বললেই চলে।
Ans: He has a few friends.
৮৮. ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।
Ans: Brothers have parted.
৮৯. জীবন পুষ্পশয্যা নয়।
Ans: Life is not a bed of roses.
৯০. ইংরেজি শেখা সহজ।
Ans: It is easy to learn English.
৯১. বাংলাদেশ একটি নদীবহুল দেশ।
Ans: Bangladesh is a riverine country.
৯৩. কখনো অপরের নিন্দা করো না।
Ans: Never speak ill of others.
৯৪. আমি তাকে অনেকদিন থেকে চিনি।
Ans: I known him for a long time.
৯৫. আমি গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি।
Ans: I received your letter yesterday.
৯৬. লক্ষ্মী আজ স্কুলে আসে নাই।
Ans: Laxmi has not come to school today.
৯৭. ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্প করে দই।
Ans: Small roast, big boast.
৯৮. তিনি পদত্যাগ করেছেন।
Ans: He has resigned his post.

৯৯. মানবজাতি এখন সংকটাপন্ন?
Ans: Mankind is at a stake now.
১০১. মানুষ কোথা থেকে এলো, সে যাবেই বা কোথায়?
Ans: Where did man come from, where will he go to?
১০২. অনেক গৃহকর্ত্রী আছেন যারা বাড়িতে প্রায় সারাদিন কাজ করেন।
Ans: There are many housewives who work almost all day long.
১০৩. অপমানের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।
Ans: Death is preferable to dishonour.
১০৪. তুমি কি কখনো রাঙ্গামাটি গিয়েছ?
Ans: Have you ever been to Rangamati?
১০৬. সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।
Ans: It has been drizzling since morning
১০৭. আমাকে এটি আগে দিতে পারলে ভালো হতো।
Ans: It would have been better if you could give it to me earlier.
১০৮. মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন বিচিত্র ধর্মী লেখক।
Ans: Mir Musharraf Hussain was a versatile writer.
১১০. আজ সে কেমন আছে?
Ans: How is he today.
১১১. সে নীরবে কাঁদতে লাগলো।
Ans: He started weeping silently.
১১২. তেল পানিতে ভাসে।
Ans: Oil floats on water.
১১৩. সে আমার মনের মত লোক।
Ans: He is a man afar my heart.
১১৫. সে হাড়ে হাড়ে বদমাশ
Ans: He is wicked to the backbone.
১১৬. যত বেশি কথা বলবে, তত কম বুঝবে।
Ans: The more you speak, the less you understand.
১১৯. এই মাত্র পাঁচটা বাজল।
Ans: It has just struck five
১২০. আজ কদিন ধরেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।
Ans: It has been drizzling for several days.
১২২. দারিদ্র্য আমাদের দেশের একটি অভিশাপ।
Ans: Poverty is a curse of our country.
১২৩. যাইব কি না, সেই-ই হইল কথা।
Ans: Whether I shall go or not is the question.
১২৪. আগে ঘর তবে তো পর
Ans: Charity beings at home.
১২৬. সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি ইংরেজি বলো?"
Ans: He asked me, "Do you speak English?"
১২৭. আমি তোমার জায়গায় হলে ঝুঁকিটি নিতাম না।
Ans: If I were in your shoes, I would not have taken the risk.
১২৫. মৃত্যুর সময় অসময় নেই।
Ans: Death follows no timetable.
২১৮. তিনি গৌরবময় সাফল্য অর্জন করেন।
Ans: He came off with flying colours.
২১৯. সে এমনভাবে কথা বলে মনে হয় সব জানে।
Ans: He talks as if he knew everything.
২২২. কোন মানুষ একা বাস করতে পারে না।
Ans: No one can live alone.
২২৪. আমি তোমাকে খাওয়াবো।
Ans: I shall feed you.
২২৫. সে আমার আপন ভাই।
Ans: He is my brother.
২২৬. আমার লিখিবার কলম নাই।
Ans: I have no pen to write with.
২২৮. রানী ছবি আঁকে।
Ans: Rani draws a picture.
২২৯. লোকটি হাসতে হাসতে আমার কাছে আসলো।
Ans: The man came to me laughing.
২৩০. সে কি গতকাল এসেছে?
Ans: Did he come yesterday?
২৩২. আমার একটি কম্পিউটার আছে।
Ans: I have a computer.
২৩৪. ছত্রটি কেটে দাও।
Ans: Pen through the line.
২৩৫. আমি তাকে দু'বছর যাবৎ চিনি।
Ans: I have known her for two years.
২৩৬. সূর্য উঠেছে।
Ans: The sun is up.
২৩৭. সে গতকাল বাড়ি এসেছে।
Ans: He came home yesterday.
২৩৮. মোস্তারিরা চার বোন।
Ans: Mostari has four sisters.
২৩৯. সে দিন এনে দিন খায়।
Ans: He lives from hand to mouth.
২৪০. সে বলল যে সে যাবে।
Ans: He said that he would go.
২৪১. আমি বরং মরব কিন্তু ভিক্ষা করব না।
Ans: I would rather die than beg.
২৪২. আমি এটা না করে পারলাম না।
Ans: I could not help doing it.
২৪৩. আমি চা পান করি না।
Ans: I do not take tea.
২৪৪. সে আত্মহত্যা করেছে।
Ans: He has killed himself.
২৪৫. আমার টাকার খুব অনটন হয়েছে।
Ans: I am badly hard up.

CS CamScanner

২৪৬. শিশুটির মুখে হাসি লেগেই আছে।
Ans: The baby is always full of smiling.
২৪৭. গাছটিতে ফুল ধরেছে।
Ans: The tree is in flowers.
২৪৮. আমি তাকে দিয়ে চিঠিটা লিখলাম।
Ans: I had the letter written by him.
২৪৯. আমি একটি পাখি দেখছি।
Ans: I see a bird.
২৫০. এক টাকার ভাংতি দাও।
Ans: Give me one taka change.
২৫১. এই ঘরটি ভাড়া দেওয়া হবে।
Ans: This house is to let.
২৫২. তার জন্য জায়গা করে দাও।
Ans: Make room for him.
২৫৩. সে অনেক কথা।
Ans: It is a long story.
২৫৪. এখন আমার হাত খালি।
Ans: I am hard up now.
২৫৫. এ বেঞ্চে কোনো জায়গা নেই।
Ans: There is no room in the bench.
২৫৬. শব্দটি কেটে দাও।
Ans: Pen through the word.
২৫৭. পেয়ালায় অল্প দুধ আছে।
Ans: There is a little milk in the cup.
২৫৮. আমি সন্ধ্যার পরে কদাচিৎ বাইরে যাই।
Ans: I hardly go out after dusk.
২৫৯. আমার বন্ধু নাই বললেই চলে।
Ans: I have few friends.
২৬১. 'স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলা।
Ans: Call a spade a spade.
২৬২. হাতি পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ চতুষ্পদ প্রাণী।
Ans: The elephant is the largest quadruped animal in the world.
২৬৩. আমি অল্পকাল সেখানে ছিলাম।'
Ans: I was there for a short time.
২৬৪. মিনা বলল যে, সে অসুস্থ।
Ans: Meena said that she was ill.
২৬৫. আরজ আলী মাতুব্বর বাংলাদেশের এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব।
Ans: Aroj Ali Matubbor is an amazing Bangladeshi Personality.
২৬৬. আর কে কে ওখানে উপস্থিত ছিল?
Ans: Who else were present there?
২৬৮. বইটি আমার, নোটটি তোমার।
Ans: I own the book, you own the note.
২৬৯. মাছ উড়তে পারে না, পারে কি?
Ans: Fishes can't fly, can they?
২৭০. তিনি কদাচিৎ মিথ্যা কথা বলেন।
Ans: He seldom tells a lie.
২৭২. নারীরা দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম।
Ans: Women are the poorest of the poor.
২৭৩. এই বইখানি আমি খুঁজছি।
Ans: This is the book I am looking for.
২৭৪. বিচারক অপরাধীকে তিরস্কার করলেন।
Ans: The judge took the criminal to task
২৭৫. আমরা বাড়িতে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল?
Ans: It started raining as soon as we reached home.
২৭৬. বিশ্বের প্রয়োজনীয়তা মধুর।
Ans: Sweet is the uses of the adversity.
২৭৭. সে কে, জান কি?।
Ans: Do you know who he is?
২৭৮. এখানে কদাচিৎ বৃষ্টি হয়।
Ans: It hardly rains here.
২৭৯. তুমি অনেক দেরী করে ফেলেছ।
Ans: You are very late.
২৮০. এখানে কখনও বৃষ্টি হয় না।
Ans: It never rains here.
২৮১. ট্রেনটি ঠিক সময়ে ঢাকা পৌঁছেছিল।
Ans: The train had reached Dhaka in time.
২৮২. বইটি আমার।
Ans: The book belongs to me.
২৮৩. সে সাঁতার দিয়ে নদী পার হলো।
Ans: He swam across the river.
২৮৪. তাকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দাও।
Ans: Let him have what he owes.
২৮৫. স্বাধীনতা যুদ্ধে আমারও অংশ ছিল।
Ans: I also took part in our freedom fighting.
২৮৬. সাকিব সুন্দর গান গাইতে পারে।
Ans: Sakib can sing well.
২৮৮. মানুষ বায়ু ছাড়া বাঁচতে পারে না।
Ans: Man can't live without air.
২৮৯. আধুনিকতার মূলে আছে অবিশ্বাস।
Ans: Disbelief is at the heart of modernity.
২৯০. কি গোলমালই যে তুমি কর।
Ans: What a noise you make!
২৯১. আমি চোরটির পিছু তাড়া করেছিলাম।
Ans: I rushed toward the thief.
২৯২. ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।
Ans: Burnt child dreads the fire.
২৯৩. ঐশ্বর্য দীর্ঘদিন থাকে না।
Ans: Riches do not last long.

২৯৪. তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।
Ans: He joined the war of liberation.
২৯৫. তিনি এলএলএম পাশ।
Ans: He is an LLM.
২৯৬. তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল।
Ans: All his efforts ended in smoke.
২৯৭. ট্রেনটি ঢাকা যাবে।
Ans: The train is bound for Dhaka.
২৯৮. দুইটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।
Ans: It is ten to two.
২৯৯. তোমাদের মধ্যে কে এ বিষয়ে চেষ্টা করতে পারো?
Ans: Who among you can give it a try?
৩০০. একজন নতুন শিক্ষার্থীকে ডাক্তার হবার জন্য পাঁচ বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।
Ans: An entrant will have to require to work hard for five years to become a physician.
৩০১. আমি তোমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ.
Ans: I am very grateful to you.
৩০২. আমার ঘড়িতে এখন দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।
Ans: It is ten minutes to ten by my watch.
৩০৩. 'আমি অপমান অপেক্ষা মৃত্যু পছন্দ করি।'
Ans: I prefer death to dishonour.
৩০৪. কখন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে?
Ans: How long has it been raining?

PROVERB

১. সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়।
Ans: A stitch in times saves nine.
৩. হাতি ঘোড়া গেল তল, পিপড়া বলে কত জল।
Ans: Fools rush in where angels fear to tread.
৪. মানিকে মানিক চেনে।
Ans: Diamond cuts Diamonds.
৬. নানা মুনীর নানা মত।
Ans: Many men many minds.
৭. ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়।
Ans: Tit for tat.
৮. যত গর্জে তত বর্ষে না।
Ans: A barking dog seldom bites.
১০. অতি চালাকের গলায় দড়ি।
Ans: Too much cunning over reaches itself.
১১. অতি দর্পে হতে লঙ্কা।
Ans: Pride goes before destruction.
১২. অতি লোভে তাতি নষ্ট।
Ans: Grasp all lose all.
১৩. অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
Ans: Too much courtesy too much craft.
১৪. অজ্ঞতা অন্ধকারের সামিল।
Ans: Ignorance is like darkness.
১৫. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
Ans: Too many cooks spoil the broth.
১৬. অরণ্যে রোদন।
Ans: Crying in the wilderness.
১৭. অভাবে স্বভাব নষ্ট।
Ans: Necessity knows no law.
১৮. অসারের তর্জন গর্জন সার।
Ans: Empty vessels sound much.
১৯. আয় বুঝে ব্যয় কর।
Ans: Cut your coat according to your cloth.
২০. নিজের চরকায় তেল দাও।
Ans: Oil your machine/Mind your own business.
২১. আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
Ans: Self-preservation is the first law of nature.
২২. আলোর নীচে অন্ধকার।
Ans: The nearer the church, the further from God.
২৩. আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি।
Ans: Interest is sweeter than the principal.
২৪. আপনি ভাল-তো জাত ভাল।
Ans: To the pure all things are pure.
২৫. ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।
Ans: Where there is a will, there is a way.
২৬. 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো।
Ans: To cast pearls before swine.
২৭. উঠতি মুলো পত্তনেই চেনা যায়।
Ans: Morning shows the day.
২৮. উঠল বাই তো কটক যাই।
Ans: To act on the spur of the moment.
২৯. এক মাঘে শীত যায় না।
Ans: One swallow does not make a summer.
৩০. এক হাতে তালি বাজে না।
Ans: It takes two to make a quarrel.
৩১. একতাই উত্থান বিভেদেই পতন।
Ans: United we stand divided we fall.
৩২. এক মুখে দুই কথা।
Ans: To blow hot and cold in the breath.
৩৪. কষ্ট বিনা কেষ্ট মেলে না।
Ans: No pains, no gains.
৩৫. কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।
Ans: Master's will is law.

CS CamScanner

৩৬. কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।
Ans: What is sport to one is death to another/Rome was burning while Niru was playing on flute/Niru fiddles while Rome.burns.
৩৭. কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা।
Ans: To add insult to injury.
৩৮. কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী।
Ans: When the danger is gone, God is forgotten
৩৯. ঝোপ বুঝে কোপ মার/কাচায় না নয়োলে বাঁশ পাকলে করে ট্যাশ ট্যাশ।
Ans: Strike the iron while it is hot.
৪০. চেনা বামনের পৈতার দরকার হয় না।
Ans: Good wine needs no bush.
৪১. খিদের জ্বালায় মাথা ঠিক থাকে না।
Ans: A hungry fox is an angry fox.
৪২. ক্ষিদের বাড়া চাটনি নেই।
Ans: Hunger is the best sauce.
৪৩. গরু মেরে জুতা দান।
Ans: To rob Peter to pay Paul.
৪৪. গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।
Ans: Practice makes a man perfect.
৪৫. 'গতস্য শোচনা নাস্তি।
Ans: Let bygones be bygones.
৪৬. চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী।
Ans: The devil will not listen to the scriptures.
৪৭. চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই।
Ans: Try your best, and you will win.
৪৯. ছেড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।
Ans: To build castles in the air.
৫০. আগুনে ঘি ঢালা।
Ans: To add fuel to the fire.
৫১. জোর যার মুল্লুক তার।
Ans: Might is right.
৫২. ঝিকে মেরে বৌকে শিখানে।
Ans: To teach the guilty a lesson by railing at the innocent.
৫৩. টাকায় কিনা হয়।
Ans: It is money that sets the world going round.
৫৪. ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই না।
Ans: A guilty mind is always suspicious.
৫৫. দাঁত থাকলে দাঁতের মর্যাদা জানে না।
Ans: Blessings are not valued till they are gone.
৫৬. দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।
Ans: Two heads are better than one.
৫৮. নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।
Ans: Half a loaf is better than no loaf/Something is better than nothing.
৫৯. নাচলে না জানলে উঠান বাঁকা।
Ans: A bad workman quarrels with his tools.
৬০. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।
Ans: To cut off one's nose to spite one's face.
৬১. নেংটার নেই বাটপারের ভয়।
Ans: A pauper has nothing to lose.
৬২. নুন আনতে পান্তা ফুরায়।
Ans: After meat comes mustard.
৬৩. পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে হয়।
Ans: Ill got, ill spent.
৬৪. পাত্তারি গুটানো।
Ans: To leave with bag and baggage.
৬৫. বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।
Ans: Penny wise pound foolish/The more laws, the more offenders.
৬৬. বাপকা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া।
Ans: Like father, like son.
৬৭. বামন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর।
Ans: When the cat is away, the mice will play.
৬৯. বিনা মেঘে বজ্রপাত।
Ans: A bolt from the blue.
৭০. বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।
Ans: None but the brave deserves the fair.
৭১. বনের ঘরের গিন্নী, কনের ঘরের মাসী।
Ans: He runs with the hare and hunts with hounds.
৭২. বিদ্যা অমূল্য ধন।
Ans: Learning is a priceless treasure.
৭৩. বিয়ে করতে কড়ি, আর ঘর বাঁধতে দড়ি।
Ans: Before you marry, be sure of a house where in to tarry.
৭৪. ভাবিয়া করিও কাজ।
Ans: Look before you leap.
৭৫. ভাবের মা গঙ্গা পাই না।
Ans: Everybody's business is nobody's business.
৭৬. ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।
Ans: What is lotted can not be blotted.
৭৭. ভূতের বেগার খাটা।
Ans: To work for nothing.
৭৮., মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।
Ans: A beggar can never be a bankrupt.
৭৯. 'মাছের তেলে মাছ ভাজা।
Ans: To gain without spending.
৮০. মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ।
Ans: Silence gives consent.

৮১. মেঘ না চাইতেই জল।
Ans: A gain beyond expectation.
৮২. মশা মারতে কামান দাগা।
Ans: To crush a butterfly on a wheel.
৮৩ মরা হাতি লক্ষ টাকা।
Ans: The very ruins of greatness are great.
৮৪. সাপ হয়ে কাটে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে।
Ans: He runs with the hare and hunts with the hounds.
৮৫. সঙ্গ দেখে লোক চেনা যায়।
Ans: A man is known by the company he keeps.
৮৬. সস্তার তিন অবস্থা।
Ans: Cheap goods are dear in the long run.
৮৭. সবজান্তা কি কোনটিতেই ওস্তাদ নয়।
Ans: Jack of fruits, master of none.
৮৮. যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আঁশ।
Ans: While there is life, there is hope.
৮৯. যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।
Ans: Faults are thick where love is thin.
৯০. যার জ্বালা সেই জানে।
Ans: The wearer knows best where the shoe pinches.
৯২. 'যস্মিন দেশে যদাচার।
Ans: While in Rome do as the Romans do.
৯৩. যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।
Ans: One sows, another reaps.
৯৪. যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।
Ans: As is the evil, so is the remedy
৯৫. যা রটে তা কিছু বটে।
Ans: Rumour has some element of truth in it
৯৬. যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত্রি হয়।
Ans: Danger often comes where danger is feared.
৯৭. লক্ষ্মী চঞ্চলা।
Ans: Fortune is fickle.
৯৮. শেষ ভাল তার সব ভাল যার।
Ans: All's well that ends well.
৯৯. হাঁপাতে হাঁপাতে কাজ হয় না।
Ans: A panting dog can not be a hunting dog.
১০০. হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল।'
Ans: The cat is out of the bag.
101. অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।
Ans: A little learning is a dangerous thing.
১০২. যারে দেখতে নাড়ি তার চলন বাকা।
Ans: Faults are thick where love is thin.
১০৩. কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।
Ans: Black will take no other hue.
১০৪. দশের লাঠি একের বোঝা।
Ans: Many a little makes a mickle.
১০৫. অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু।
Ans: A friend in need is a friend indeed.
১০৬. পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি।
Ans: Industry is the key to success.
১০৭. সততাই সর্বোত্তম পন্থা।
Ans: Honesty is the best policy..
১০৮. চক চক করলেই সোনা হয় না।
Ans: All that glitters is not gold.
১০৯. ব্যর্থতাই সাফল্যের চাবিকাঠি।
Ans: Failure is the pillar of success.
১১০. যেমন কর্ম তেমন ফল।
Ans: As you sow so you reap.
১১১. চোরে চোরে মাশতুতো ভাই।
Ans: Birds of the same feather flock together.
১১২. কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না।
Ans: Black will take no other hue.
১১৩. আয় বুঝে ব্যয় কর।
Ans: Cut your coat according to your cloth.
১১৪. 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া'?
Ans: To carry coal to New castle.
১১৫. সবুরে মেওয়া ফলে।
Ans: Patience has its reward.
১১৬. একবার না পারিলে দেখ শতবার।
Ans: Success cannot be achieved without hard work.
১১৭. ঝোপ বুঝে কোপ মারতে শেখো।
Ans: Know striking the iron while it is hot.
১১৮. গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
Ans: He is a self-styled leader.
১১৯. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
Ans: To count one's chickens before they are hatched
১২০. ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাড়া।
Ans: A beggar must not be a chooser.
১২১. প্রয়োজন কোন আইন মানে না
Ans: Necessity knows no law.
১২২. কাটা ঘাঁয়ে নুনের ছিটা।
Ans: To add insult to injury.
১২৩. অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট
Ans: Too many cooks spoil the broth.

CS CamScanner

অনুবাদ

ইংরেজি থেকে বাংলা

1. Travelling is now rightly considered an indispensable part of education. Man acquires both practical education and experience, when he travels. Travelling helps a man in enhancing his knowledge by learing different languages, customs, manners and morals.

অনুবাদঃ ভ্রমণ করাকে এখন শিক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অর্জন করে। ভ্রমণ একজন মানুষকে নানা ভাষা, প্রথা ও আচার-আচরণ জানার দ্বারা তার জ্ঞানকে সমৃদ্ধিকরণে সহায়তা করে।

2. Hason Raja was born in 1854 in a wealthy landlord's family in Sylhet. He did not receive much formal education. In his youth, he led a life of luxury. But then a time came when he started to find all these comfort and joy meaningless.

অনুবাদঃ সিলেটে এক সম্পদশালী জমিদার পরিবারে ১৮৫৪ সালে হাসন রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেশি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। তরুণ বয়সে তিনি বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। কিন্তু তারপর একটা সময় এলো যখন তিনি এসকল আরাম এবং আনন্দকে অর্থহীন বলে মনে করা শুরু করলেন।

3. The women have proved in the modern world that they do no lag behind the men in works. Their role does not come to an end as a mother or a wife. There are many fields of works which are now opened to them. They are now working in schools, colleges, universities as teachers. They do not lag behind in politics and governing a state. It is they who are now in the front line of the politics of Bangladesh.

অনুবাদঃ নারীরা প্রমাণ করেছে যে, আধুনিক বিশ্বে তারা কর্মক্ষেত্রে পুরুষের থেকে পিছিয়ে নেই। এখন তাদের দায়িত্ব শুধু একজন মা অথবা একজন সহধর্মিনীর মধ্যেই শেষ নয়। অনেক কর্মক্ষেত্র রয়েছে যেগুলো তাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এখন তারা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছে। তারা রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাজনীতিতেও পিছিয়ে নেই। এখন তারাই বাংলাদেশের রাজনীতির সম্মুখ ভাগে অবস্থান করছে।

4. The importance of English language is undeniable. English has emerged as the official language of many countries. Most of the scientific research is published in English. To keep abreast of scientific, technological and economic trends English is a necessary.

অনুবাদঃ ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অনেক দেশে ইংরেজি দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক গতিধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার জন্য ইংরেজি প্রয়োজন।

5. Trees are of various uses to us; as, we get oxygen from it. Various kinds of furniture are made of wood. It also increases the fertility of the soil. But the area of our forests is very small in comparison to our need.

অনুবাদঃ গাছ আমাদের অনেক উপকারে আসে। যেমন- গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই। কাঠ দিয়ে নানা ধরনের আসবাবপত্র তৈরী করা হয়। গাছ মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি করে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমি খুবই কম।

6. Home is the first school where the child learns his first lessons. The first lessons are very important for the development of his mind. He sees, hears and begins to learn at home. It is home that builds his character. In a good congenial home, honest and healthy men are made.

অনুবাদঃ বাড়ি হলো একজন শিশুর প্রথম পাঠ গ্রহণের প্রথম বিদ্যালয়। প্রথম পাঠ তার মনের বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। সে বাড়িতে দেখে, শুনে এবং শিক্ষালাভ করতে শুরু করে। বাড়িতেই তার চরিত্র গঠিত হয়। একটি ভালো বাড়িতে সৎ এবং স্বাস্থ্যবান মানুষ তৈরী হয়।

7. Love is the court of all virtures. It adornes a man with all divine qualities. It is love that strengthens our humilities. Love for god is the virture of the highest excellence.

অনুবাদঃ ভালোবাসা সকল গুণের মুকুট। এটি সকল স্বর্গীয় গুণাবলি দিয়ে একজন ব্যক্তিকে সুশোভিত করে। ভালোবাসাই আমাদের বিনম্রতাকে শক্তিশালী করে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালোবাসাই হলো সর্বোচ্চ চারিত্রিক গুণ।

8. We are the inhabitants of an independent country. Freedom is the right of every person. But no nation can achieve it without effort and sacrifice. Again, the people of a country must be determined to defend it. It is the sacred duty of every citizen to defend the freedom of his motherland.

অনুবাদঃ আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। কিন্তু প্রচেষ্টা ও ত্যাগ ছাড়া কোনো জাতিই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। আবার দেশের লোকজনকে স্বাধীনতা রক্ষা করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব।

9. Perhaps a smile is the only thing in the world that has no bad effect. Many wise persons have described the smile as another essence of heavenly beauty. A happy smile, with all its sour-catching power, can bear any shock at any time. In presenting a good smile, a pleasing appearance is not necessarily needed. A smile can be a good substitute for a good and attractive face.

অনুবাদঃ সম্ভবত হাসি পৃথিবীর একমাত্র জিনিস যার কোনো কুপ্রভাব নেই। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি হাসিকে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের আরেক নির্যাস বলে বর্ণনা দিয়েছেন। একটি তীক্ষ্ণ চিত্তাকর্ষক শক্তির আনন্দঘন হাসি যে কোনো সময় যে কোনো শোকাতুর বিষয়কেও মেনে নিতে পারে। ভালো হাসি প্রদানের ক্ষেত্রে মনোরম প্রীতিকর চেহারার খুব একটা দরকার নেই। ভালো এবং আকর্ষণীয় চেহারার উত্তম বিকল্প হতে পারে হাসি।

10. We live in a society. So we must learn to live in peace and amity with others. We have to respect others life and prosperity. We have lot of duties and responsibilities to the society.

অনুবাদঃ আমরা সমাজে বাস করি। তাই আমাদের অবশ্যই অপরের সঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে বাস করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অপরের জীবন ও সম্পত্তির প্রতি আমাদের সম্মান পোষণ করতে হবে। সমাজের প্রতি আমাদের প্রচুর দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

11. Rivers come to our use in many ways. We bathe in the water of the river. We drink it and use it in many ways. Rivers help us in various ways in respect of trade and commerce. The things we produce in excess are exported to foreign countries though river ways.

অনুবাদঃ নদী আমাদের নানাভাবে উপকারে আসে। আমরা নদীর পানিতে স্নান করি। তা পান করি ও নানা কাজে ব্যবহার করি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নদী আমাদেরকে অনেকভাবে সহায়তা করে থাকে। আমরা নদী পথে উদ্বৃত্ত খাদ্য বিদেশে রপ্তানি করি।

12. Man is the architech of his own fortune. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to improve and prosper in life. But if he does otherwise he is sure to repent when it is too late. He will have to drag a miserable existence from day to day.

অনুবাদঃ মানুষই তার নিজের ভাগ্যের স্থপতি। যদি সে তার সময়কে ঠিকমতো ভাগ করে তদনুযায়ী তার কর্তব্য সম্পাদন করে, তবে সে জীবনে নিশ্চয় উন্নতি এবং সমৃদ্ধি লাভ করবে। কিন্তু যদি সে অন্যরূপ করে, যখন খুব দেরি হয়ে যাবে, তখন তাকে অনুশোচনা করতে হবে। তাকে দিনের পর দিন এক শোচনীয় জীবন যাপন করতে হবে।

13. Man can not live alone. So he wants a companion. He can not live a single day without the help of others. For this reason, he lives together sociably with others. In this way society is formed.

অনুবাদঃ মানুষ একা বাঁচতে পারে না। তাই সে সঙ্গী চায়। অন্যের সাহায্য ছাড়া সে একদিনও বাঁচতে পারে না। এজন্যই অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে সে একত্রে বসবাস করে। এভাবে সমাজ গড়ে উঠে।

14. Man cannot live alone. So he keeps a company. He cannot do without the help of others even for a day. For this reason, men have been living together for many days. This is called social life.

অনুবাদঃ মানুষ একা বাঁচতে পারে না। তাই সে সঙ্গী রাখে। অন্যের সাহায্য ছাড়া মানুষ একদিনও চলতে পারে না। এ জন্য বহুকাল ধরে মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে বসবাস করছে। আর এটাকেই সামাজিক জীবন বলে।

15. Knowledge is vaster than ocean. The more we gather knowledge, the more our thirst increases. So any kind of restriction on the pursuit of knowledge is not at all desirable. Everybody has the right to walk freely in the ocean of knowledge.

অনুবাদঃ জ্ঞান সমুদ্রের থেকেও বিশাল। যত বেশি আমরা জ্ঞান আহরণ করি তত বেশি আমাদের তৃষ্ণা বাড়ে। তাই জ্ঞান অন্বেষণের পথে যেকোনো রকমের বাধা আদৌ প্রত্যাশিত নয়। জ্ঞান সমুদ্রে স্বাধীনভাবে বিচরণের সকলের অধিকার রয়েছে।

16. Books are men's best companions in life. You may have good friends, but you cannot get them when you need. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh, some may give you pleasure and some knowledge. They are your friends through your life.

অনুবাদঃ বই মানুষের জীবনের সর্বোত্তম বন্ধু। তোমার ভালো বন্ধু বান্ধব থাকতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় তুমি তাদের নাও পেতে পার। তবে বই সর্বদা তোমার পাশে থাকবে। কিছু বই তোমাকে হাসাতে পারে। আবার

কিছু বই তোমাকে জ্ঞান ও আনন্দ দান করবে। তারা তোমার সারা জীবনের বন্ধু।

17. We live in an age of science. We can see the influence of science in all fields. Science is a constant companion in our daily life. We have made the impossible into possible with the help of science. Present civilization is the glorious achievement of science.

অনুবাদঃ আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি। আমরা সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব দেখতে পাই। বিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য সঙ্গী। বিজ্ঞানের সহায়তায় আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছি। বর্তমান সভ্যতা বিজ্ঞানের গৌরবময় অর্জন।

18. Women all over the world are treated, if we use the words of Aristotle, 'an inferior type of man.' It is so because it is the world that is controlled and dominated by men. The status of women in society is determined by the quality of participation by women in various nation building activities.

অনুবাদঃ অ্যারিস্টটলের ভাষায় বলতে গেলে নারীদেরকে বিশ্বব্যাপী নিকৃষ্ট এক ধরনের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশ্ব পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং শাসিত হওয়ার কারণে এমনটা ঘটে। জাতি গঠনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণমূলক গুণাবলি দ্বারা সমাজে নারীদের অবস্থান নির্ধারিত হয়।

19. Judiciary is the backbone of a modern civilized society. It is rather the corner-stone of a democratic system of government. Independence of judiciary is also a modern development. The aim of independence of judiciary is to ensure supremacy of the law of a democratic state.

অনুবাদঃ আধুনিক সভ্য সমাজের মেরুদণ্ড হলো বিচার বিভাগ। এটা বরং সরকারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভিত্তি প্রস্তর। বিচার পদ্ধতির স্বাধীনতা আধুনিক উন্নয়নও। বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার লক্ষ্য হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনের শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করা।

20. It was nearly nine when we got back to the hotel. Coming up from dinner, an hour later, we found our room magically perfumed by roses and champas of our garlands. That night, and all next day, till they were quite withered, the flowers poured out their scent.

অনুবাদঃ আমরা যখন হোটেলে ফিরলাম তখন প্রায় নয়টা। এক ঘন্টা বাদে রাতের খাবার শেষে ফিরে এসে আমাদের কক্ষটা জাদুকরীভাবে গোলাপ এবং চম্পা ফুলের মালার গন্ধে সুবাসিত দেখতে পেলাম। ঐ রাত্রী এবং পরের সারাদিন ফুলগুলো শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেগুলো তাদের সৌরভ বিলিয়ে গেল।

21. A leader is necessary for a group, society or nation. Without a capable leader a society generally tends to degenerate. Good leaders are very popular, enjoy massive support of the people.

অনুবাদঃ একটি দল, সমাজ কিংবা জাতির জন্য একজন নেতার প্রয়োজন। একজন দক্ষ নেতা ব্যতীত সমাজ সাধারণত অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়। প্রকৃত জননেতারা খুব জনপ্রিয় এবং সাধারণ মানুষের বিপুল সমর্থন পান।

22. We should bear the courage to say the right thing. We need not fear man nor care for what others think of so. So longs as our purpose is honest God will be on our side. And with this help we shall be able to encourage the weak.

অনুবাদঃ আমাদের সঠিক জিনিস বলার সাহস রাখা উচিত। আমাদের মানুষকে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই অন্যরা আমাদের নিয়ে কিভাবে তা পরোয়া করার। যতক্ষণ আমাদের উদ্দেশ্য সৎ থাকবে সৃষ্টিকর্তা আমাদের পাশে থাকবে। আর এই অনুগ্রহ নিয়েই আমরা দুর্বলদের উৎসাহ দিতে সক্ষম হবো।

23. Rebel poet Kazi Nazrul Islam was born on May, 24, 1899 in a village of Burdwan in West Bengal. He was absentmined and irregular in his studies. Yet he impressed his teachers by his intelligence. The school was at distance from the house he lived in. Every day the young student had to walk about five miles back and forth.

অনুবাদঃ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পড়ালেখায় অমনোযোগী এবং অনিয়মিত ছিলেন। তবুও তার বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তিনি শিক্ষকদের তাক লাগান। তার বসত বাড়ি থেকে বিদ্যালয়টি ছিল দূরে। আসা যাওয়াতে প্রতিদিন যুবক ছাত্রটিকে পাঁচ মাইলের মতো হাটতে হতো।

24. Newspaper is a storehouse of knowledge. We can know the conditions, manners, customs of other countries of the world from a newspaper. It is, infact, the summary of all current history.

অনুবাদঃ সংবাদপত্র হচ্ছে জ্ঞানের ভান্ডার। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থা, আচার-ব্যবহার ও প্রথা সম্পর্কে জানতে পারি। বস্তুত এটি হলো চলমান ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত সার।

25. The life of a student is a life of preparation-preparation for the struggle of life. To make him well fitted for the struggle, education is necessary. Students of today will lead the nation tomorrow. But if their education is not completed they will not be able to lead the country to peace and prosperity.

অনুবাদঃ ছাত্রজীবন হলো প্রস্তুতির জীবন - জীবন যুদ্ধের প্রস্তুতি। এ যুদ্ধে তার যথাযোগ্য প্রস্তুতির জন্য চাই শিক্ষা। আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনে জাতিকে নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু তাদের শিক্ষা যদি অসম্পূর্ন থাকে, তারা দেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করতে সমর্থ হবে না।

26. Honesty is a noble virture. It is the secret of success. The value of honesty is great. It wins love and respect. An honest man passes his days in respect and happiness. Honesty is the best policy.

অনুবাদঃ সততা মহৎ গুণ। এটা সফলতার রহস্য। সততার মূল্য অসীম। ভালোবাসা এবং সম্মান জয় করে নেয় এটা। সম্মান এবং সুখে দিন অতিবাহিত করে একজন সৎ ব্যক্তি। সততা সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

27. The journey of modern science is said to have begun in the era of European Enlightment. It has not only brought a remarkable changes in the way of human life but also reshaped and renovated human psyche. Science has enlarged the range of our thought and speeded up social progression. Like the beginning, science has not been confined to mere theory but it has fruitful practical output.

অনুবাদঃ ইউরোপীয় যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশের যুগে আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছে বলে ধারনা করা হয়। এটা কেবল মানব জীবনধারায় তাৎপর্যপূর্ন পরিবর্তনই নিয়ে আসেনি বরং ঢেলে সাজিয়ে নবরুপও দান করেছে মানব আত্মাকে। বিজ্ঞান আমাদের ভাবনার পরিসরকে করেছে প্রসারিত এবং সামাজিক অগ্রগতিতে করেছে ত্বরান্বিত। শুরুর মতো শুধু তত্ত্বে বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ নেই বরং এর ফলপ্রসূ ব্যবহারিক ফলাফলও রয়েছে।

28. A patriot is a man who loves his country, works for it and is willing to fight and die for it. Every soilder is bound to do his duty. But the best soilder do more than this. They risk their lives, because they love the country they are fighting for.

অনুবাদঃ যিনি নিজের দেশকে ভালোবাসেন, দেশের জন্য কাজ করেন এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করতে ও জীবন দিতে ইচ্ছুক তিনিই দেশপ্রেমিক। প্রত্যেক সৈনিক তার কর্তব্য পালনে বাধ্য। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিকরা এর চেয়েও বেশি কিছু করে। যে দেশের জন্য যুদ্ধ করছে সে দেশকে ভালোবাসার কারণে তারা জীবনের ঝুকি নেয়।

29. Dieting means eating special kinds of food by someone in order to lose weight. When a person is overweight and obese, because of too much eating or some other reasons, dieting will be an effective solution to this problem. The city dwellers often face this problem. They are accustomed to doing mental work rather physical work. Unless the extra calorie is exhauased by working or jogging, we gain more and more weight. So dieting is a direct solution to this problem. But before we diet, we need to consult a dietician. Wrong dieting may create serious health problem.

অনুবাদঃ সংযমী খাদ্যাভ্যাস অর্থ ওজন কমানোর তাগিদে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিশেষ ধরনের খাদ্যগ্রহণ। অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের কারণে বা অন্য কোনো কারণে ব্যক্তি যখন অতিরিক্ত ভারী এবং মেদবহুল হয়ে ওঠে তখন এ সমস্যার কার্যকরী সমাধান হলো সংযমী খাদ্যাভ্যাস। নগরবাসীরা প্রায়ই এ সমস্যার মুখোমুখী হয়। শারীরিক শ্রমের চেয়ে মানসিক শ্রম করতে তারা অভ্যস্ত। পরিশ্রম ও ব্যায়ামের মাধ্যমে ক্যালোরি নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা অধিক ভারী হতে থাকি। সুতরাং সংযমী খাদ্যাভ্যাস এ সমস্যার প্রত্যক্ষ সমাধান। কিন্তু সংযমী খাদ্য গ্রহণের পুর্বে আমাদের পথ্যবিশারদের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন। ভুল সংযমী খাদ্যাভ্যাস মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

30. In modern world women have proved that they can march forward shoulder to shoulder with men. Their role is not limited only to their role as a mother or a wife. They have a lot to do. A good many ways are open for them. They form a powerful resource of the nation.

অনুবাদঃ আধুনিক বিশ্বে নারীরা প্রমাণ করেছে যে তারা পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। মা অথবা স্ত্রী হিসেবে দায়িত্বের মধ্যেই শুধু তাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়। তাদের অনেক কিছু করার আছে। অনেক অনেক পথও তাদের জন্য উন্মুক্ত। তারা জাতির শক্তিশালী সম্পদ।

31. Students have youth and energy. They are filled with high ideas. They are free from the responsibility of maintaining families. So it is easy for them to devote themselves to social service.

অনুবাদঃ ছাত্র-ছাত্রীদের তারুণ্য এবং কর্মচাঞ্চল্যতা আছে। তারা উচ্চ ধারণা পুর্ন। পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব থেকে

তারা মুক্ত। তাই সামাজিক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করা তাদের পক্ষে সহজ।

32. The computer is the gift of modern science. It has helped our civilization to go a step further. Computer is now used in every sphere of our life. Computer has made our works easier and beautiful. But our opportunity to learn the art of using computer is very limited.

অনুবাদঃ কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের উপহার। এটি আমাদের সভ্যতাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরেই এখন কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটার আমাদের কাজকে সহজ ও সুন্দর করেছে। কিন্তু কম্পিউটার ব্যবহারের কৌশল শেখার সুযোগ আমাদের একেবারেই সীমিত।

33. Words have a lot of power. They can help or hint, bless or curse. Unkind words do a lot of harm. Kind words do lot of God. We can spoil a friend's happiness by an unkind word.

অনুবাদঃ কথার রয়েছে অনেক শক্তি। এটি সহায়তা কিংবা সাহায্যপূর্ন ইঙ্গিত দিতে পারে, আশীর্বাদ কিংবা অভিশাপ দিতে পারে। রূঢ় কথা অনেক ক্ষতি সাধন করে। ভালো কথা অনেক মঙ্গল বয়ে আনে। রূঢ় কথার দ্বারা আমরা বন্ধুর সুখ নষ্ট করতে পারি।

34. Truthfulness is the greatest of all virtues. It means the quantity of speaking the truth. The true happiness and prosperity of a man entirely depends on it. It enables to form one's character and gives one a high position in society. Truthfulness may lead the whole world to peace and happiness.

অনুবাদঃ সত্যবাদিতা সর্বোত্তম গুণ। এটি সত্য বলার মাত্রাকে বুঝায়। মানুষের প্রকৃত সুখ ও সমৃদ্ধি সম্পূর্নরূপে এর ওপর নির্ভরশীল। এটি একজনের চরিত্রকে উন্নত করে এবং তাকে সমাজে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে। সত্যবাদিতা সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি এবং সুখের পথে পরিচালিত করতে পারে।

37. A man's sight is his greatest treasure. There is no greater misfortune than blindness. A blind person cannot see the beauties of nature. He cannot see people's face. He cannot see the lovely hues of the butterfly.

অনুবাদঃ মানুষের দৃষ্টি শক্তি তার সবচেয়ে বড় সম্পদ। অন্ধত্বের চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য জীবনে আর কিছু নেই। অন্ধ লোক প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে পারে না। সে মানুষের মুখ দেখতে পারে না। প্রজাপতির রঙিন অবয়ব সে দেখতে পারে না।

38. Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired through all our works from our boyhood. Boyhood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all through our life. 'Everything at the right time' should be our motto.

অনুবাদঃ সময়ানুবর্তিতা চর্চা করতে হবে এবং এটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। আমাদের শৈশবকাল থেকেই বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করতে হবে। শৈশবকাল বীজ বপনের সময়। এ সময়ের সঠিক অভ্যাসই আমাদের সারা জীবনব্যাপী চলমান থাকবে। 'সবকিছু সঠিক সময়ে' এটাই হওয়া উচিত আমাদের উদ্দেশ্য।

39. The world is like looking glass. If you smile, it smiles, if you frown, it frowns back. If you look at it through a red glass, all seems red and rosy; if a blue, all blue; if through a smoked one, all dull and dirty.

অনুবাদঃ পৃথিবী আয়নার মতো। তুমি যদি হাস তাহলে এটি হাসবে, তুমি যদি ভ্রুকুটি কর তাহলে এটি তোমার প্রতি ভ্রুকুটি করবে। তুমি যদি লাল আয়নার মাধ্যমে একে অবলোকন কর তাহলে সব কিছুই তোমার নিকট লাল ও গোলাপি মনে হবে; যদি নীল আয়নার মাধ্যমে অবলোকন কর তাহলে সব কিছুই নীল মনে হবে; যদি ধূমায়িত আয়নার মাধ্যমে অবলোকন কর তাহলে সব কিছুই নীরস এবং নোংরা মনে হবে।

40. Poverty is a great problem in our country. But we hardly realize that this miserable condition is our creation. Many do not try to better their condition by hard labour and profitable business. They only curse their fate. We must shake off this inactivity and aversion to physical labour. Man is the maker of his own fortune.

অনুবাদঃ দারিদ্র্য আমাদের দেশের এক বিরাট সমস্যা। কিন্তু আমরা কদাচিৎ উপলব্ধি করি যে, এ শোচনীয় অবস্থা আমাদেরই সৃষ্ট। কঠোর পরিশ্রম ও লাভজনক কাজের মাধ্যমে অধিকাংশই তাদের অবস্থা উন্নততর করতে চেষ্টা করে না। তারা কেবল তাদের ভাগ্যকে দোষারোপ করে। আমাদেরকে অক্ষমতা এবং শারীরিক শ্রমের প্রতি যে বিতৃষ্ণা তা দূর করতে হবে। মানুষই তার ভাগ্যের স্থপতি।

41. Fortune has often been blamed for her blindness. But fortune is not so blind as are men. Those who look into practical life; will find that fortune is usually on the side of the industrious, as the winds and waves on the side of best navigator.

অনুবাদঃ তার অন্ধত্বের জন্য ভাগ্যকে বারবার দোষারোপ করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের মতো ভাগ্য অন্ধ নয়। যারা বাস্তব জীবনের দিকে তাকায়, তারা খুঁজে পাবে যে ভাগ্য

সাধারণত পরিশ্রমীদের পক্ষে অবস্থান নেয় যেরূপ বায়ু এবং স্রোত অবস্থান নেয় সবচেয়ে দক্ষ নাবিকের পক্ষে।

42. In this life there are no gains without pains. Life indeed would be dull if there were no difficulties. Games lose their zest if there is no real struggle, if the result is a foregone conclusion. Both the winner and the loser enjoy a game most if it is closely contested to the last. No victory is a real triumph unless the fore is worthy of your steel.

অনুবাদঃ এ জীবনে কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না। কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকলে জীবন প্রকৃতপক্ষে নিরস হতো। যদি বাস্তব প্রতিযোগিতা না থাকে এবং ফলাফল যদি পূর্ব থেকে স্থিরকৃত হয় তাহলে খেলা তার প্রাণবন্ততা হারায়। বিজয়ী এবং পরাজিত উভয়ই খেলাকে সর্বোচ্চ উপভোগ করে যদি খেলাতে শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগীতা হয়। কোনো বিজয়ই বাস্তবসম্মত জয় নয় যদি না বিরোধী ব্যক্তি নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করতে পারে।

43. Nothing is useless in the world. Even the commonest things we see around us have also their uses. The rocks we have frequented, may hide a rich mine. A divine intention underlines creation. There is nothing low, nothing mean.

অনুবাদঃ পৃথিবীতে কোনো কিছুই অপ্রয়োজনীয় নয়। এমনকি আমাদের চারিপাশে সবচেয়ে যে সাধারণ বস্তু আমরা দেখি তারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমাদের প্রতিদিন দেখা পাথর টুকরাতেও লুকিয়ে থাকতে পারে মহা মূল্যবান রত্ন। স্রষ্টার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি কোনো কিছুই ছোট বা তুচ্ছ নয়।

44. Smoking is very injurious. This is expensive too. It pollutes environment. People who smoke can not last longer. Smoking poses cancer, heart disease and different respiratory diseases.

অনুবাদঃ ধূমপান খুব ক্ষতিকর। এটি ব্যয়বহুলও। এটি পরিবেশকে দূষিত করে। যারা ধূমপান করে তারা বেশি দিন বাঁচতে পারে না। ধূমপান ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে।

45. How are real friends? Their number is very small. There comes many friends in the days of prosperity. They are not only greedy of money but selfish also. A real friend stands by his friend in weal and woe and the proverb goes, 'a friend in need is a friend indeed'.

অনুবাদঃ প্রকৃত বন্ধুরা কেমন? তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সমৃদ্ধির দিনে অনেক বন্ধু এসে হাজির হয়। তারা শুধু অর্থলোভী নয় স্বার্থপরও। একজন প্রকৃত বন্ধু তার বন্ধুর সুখে-দুঃখে পাশে থাকে। আর প্রবাদ আছে 'অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু।'

46. Here is my mother. There is none else like my mother. How affectionate she is to me! She always takes care of me. If I fall ill, mother grows very anxious.

অনুবাদঃ এই আমার মা। আমার মায়ের মতো আর কেউ নেই। তিনি আমাকে কত স্নেহ করেন! তিনি সর্বদা আমার যত্ন নেন। আমি অসুস্থ হলে মা বড়োই উদ্বিগ্ন হন।

47. Garden is not a source of beauty only. It is also a source of income to men. Men for their great love of flowers decorate their homes during occasions. Men love flowers for they are the symbols of beauty and purity.

অনুবাদঃ বাগান কেবল সৌন্দর্যের উৎস নয়। এটা মানুষের আয়ের উৎসও। উপলক্ষের সময় ফুলের প্রতি অগাধ ভালোবাসা সম্পন্ন ব্যক্তিরা ঘর-বাড়ি সাজায়। ফুল সৌন্দর্য এবং বিশুদ্ধতার প্রতীক হওয়ার কারণে মানুষ ফুল ভালোবাসে।

48. Kazi Nazrul Islam called himself a Poet of rebellion. This name he richly deserved. His career has been one of peculiar restlessness. His arrival in the literature of Bengal was quite sudden and surprising. He conquered as he came.

অনুবাদঃ কাজী নজরুল ইসলাম নিজেকে বিদ্রোহী কবি বলে আখ্যায়িত করতেন। এই নামটির তিনি ভালোভাবেই দাবিদার ছিলেন। তার জীবনের অগ্রগতি স্বতন্ত্র চপলতার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বাংলা সাহিত্যে তার আগমন সম্পূর্নরূপে আকস্মিক এবং চমকপ্রদ ছিল। তিনি যেভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেভাবেই জয় করে নিয়েছিলেন।

49. Kazi Nazrul Islam is acknowledged as the poet of revolt. But he also wrote with equal facility on the nature and love. He wrote stories and devotional poems. Like Blake, he was a self-taught man and did not have any formal education.

অনুবাদঃ কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু তিনিও প্রকৃতি এবং ভালোবাসাকে উপজীব্য করে সমান সুযোগ-সুবিধা নিয়ে লিখতেন। তিনি গল্প এবং ভক্তিমূলক কবিতা লিখেছেন। ব্লেকের মতো তিনি ছিলেন একজন স্বশিক্ষিত ব্যক্তি এবং তার কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না।

50. It is known to all that the present age is an age of science. The more a nation is skilled in science and technology the more it is developed. Though our Bangladesh is small in area, it is prosperous in manpower. If we try we can also acquire competence in science and technology. We can build up Sonar Bangla of our dreams.

CS CamScanner

অনুবাদঃ সবার কাছে জানা যে বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে জাতি যত দক্ষ সে জাতি তত বেশি উন্নত। বাংলাদেশ আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও জনশক্তিতে বাংলাদেশ সমৃদ্ধিশালী। আমরা যদি চাই তাহলে আমরাও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবো। আমরা আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারবো।

51. Self-reliance means depending on one's own life. God helps those who help themselves. So everybody must rely on his own abilities to be self-reliant. A self-reliant man has confidence in his own abilities. He takes heart in the face of difficulties.

অনুবাদঃ আত্মনির্ভরশীলতা বলতে বোঝায় নিজের ওপর নির্ভরশীলতাকে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন যারা নিজেদের সাহায্য করেন। তাই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রত্যেককে অবশ্যই তার নিজের কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করতে হবে। একজন আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির তার নিজের কর্মদক্ষতার ওপর আত্মবিশ্বাস রয়েছে। বিপদের সময় সে সাহস হারায় না।

52. He who loves his country is a Patriot. The Patriots love their country more dearly than their own lives. They are ready to lie down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after their death.

অনুবাদঃ যে নিজের দেশকে ভালোবাসে সেই দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিকরা তাদের দেশকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। দেশের মঙ্গলের জন্য তারা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। প্রত্যেকে তাদের সম্মান করে। এমনকি মৃত্যুর পরও তারা বেঁচে থাকে।

53. My five years old daughter Mini cannot live without chattering. She spent only a year to learn her tongue and since then has not wasted a minute is silence. Her mother is often vexed at his and would stop he prattle, but I would not. To see Mini quiet is unnatural and I cannot bear it long. And so, my own talk with her is always lively.

অনুবাদঃ আমার পাঁচ বছরের মেয়ে মিনি বকবক ছাড়া একদম থাকতেই পারে না। ভাষা শিখতে সে মাত্র এক বছর সময় নিয়েছে আর তারপর থেকে সে নিরব হয়ে এক মিনিটও অপচয় করেনি। তার মা প্রায়ই এতে বিরক্ত হয় এবং তাকে থামাতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমি তা করি না। মিনির চুপ থাকাটা অস্বভাবিক, আর আমি এটা অনেকক্ষণ সহ্য করতে পারি না। আর জন্যই তার সাথে আমার কথোপকথন সর্বদাই জীবন্ত হয়।

54. Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment. Those who smoke cannot live long. So, everyone should give up smoking.

অনুবাদঃ ধূমপান খুব ক্ষতিকর। এটি ব্যয়বহুলও। এটি পরিবেশকে দূষিত করে। যারা ধূমপান করে তারা বেশি দিন বাঁচতে পারে না। তাই প্রত্যেকের ধূমপান ত্যাগ করা উচিত।

55. Water is another asset. Its main source is the rain that builds streams, lakes and rivers. We have rain during the monsoon. The monsoon is the seasonal wind that blows in from the Bay of Bengal.

অনুবাদঃ পানি একটি ভিন্ন রকমের সম্পদ। এটার প্রধান উৎস হচ্ছে বৃষ্টি যেটা মাধ্যমে ঝর্ণা, হ্রদ এবং নদীর সৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে আমরা বৃষ্টি পেয়ে থাকি। মৌসুমী বায়ু হচ্ছে ঋতু নির্ভর বায়ু যা বঙ্গোপসাগর থেকে প্রবাহিত হয়।

56. The greatest results in the life are usually attained by simple means and the exercise of ordinary qualities. The common life of everyday with its cares, necessities and duties afford ample opportunity for acquiring experience of the best kind and its most beaten paths provide the true with abundant scope for efforts and room for self-improvement. The road of human-welfare lies among the old highway of steadfast well doing. They who are most persistent and work in the truest spirit will usually be the most seccessful.

অনুবাদঃ জীবনে বড় সাফল্যগুলো অর্জিত হয় সহজ উপায়ে এবং সাধারণ গুণগুলোর অনুশীলনের মাধ্যমে। সতর্কতা, প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বসহ প্রতিদিনের সাধারণ জীবন সবচেয়ে ভালো ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রদান করে প্রচুর সুযোগ এবং প্রচেষ্টা ও আত্ম উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে কঠিন পথগুলো এনে দেয় প্রচুর সুযোগসহ সত্যকে। দৃঢ় কৃতকর্মের প্রাচীন পথেই মানব কল্যাণের পথ নিহিত রয়েছে। যারা অনেক অধ্যবসায়ী এবং সত্যের সন্ধানে কাজ করে তারাই সাধারণত অধিক সফল হবে।

57. The great advantage of early rising is the good start; it gives in our days work. The early riser has done a large quantity of hard work before other men have got out of bed. In early morning the mind is fresh and there are fewer disturbances. So, the work done at that time is generally we done. By beginning so early, he knows that he has plenty of time to do all the work thoroughly. He is not, therefore, tempted to hurry over any art of it.

অনুবাদঃ খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার বড় সুবিধা হচ্ছে এটি আমাদের দিনের কাজের একটা শুভ সূচনা দেয়। অন্যান্য মানুষ ঘুম থেকে ওঠার আগেই একজন খুব ভোরে ওঠা ব্যক্তি কঠিন কাজের অনেকটাই করে ফেলে। খুব সকালে মন থাকে সতেজ এবং ঝামেলাও থাকে অনেক কম। তাই এই সময়ে করা কাজগুলো সাধারণত ভালো হয়। খুব সকালে শুরু করার দ্বারা সে জানে যে, তার নিকট সকল কাজ সম্পূর্ণরূপে করার জন্য অনেক সময় রয়েছে। তাই তাকে কোন কিছুতেই তাড়াহুড়া করতে হয় না।

58. It is very difficult to be great. Some qualities are required to become great. Honesty and courage are two of them. People of former times possessed these qualities. Now these qualities ate very rare.

অনুবাদঃ মহৎ হওয়া কষ্টকর। মহৎ হতে হলে কিছু ভালো গুণ অর্জন করতে হয়। সততা আর সাহসিকতা এদের দুটি। অতীতে মানুষ এসব গুণের অধিকারী ছিল। এখন এসব গুণ খুবই বিরল।

59. Hundreds of years before the birth of Christ, when the people of Britain were ignorant, uncivilized, barbarians, dwelling in caves, clothing themselves with the skins of animals; a wonderful civilization was flourishing in Greece; Builders, Sculptures, Artists, Poets and Philosophers dwelt in this wonderful little land.

অনুবাদঃ খ্রিস্টের জন্মের শত শত বছর আগে যখন ব্রিটেনের মানুষ অজ্ঞ, অসভ্য, বর্বর ছিল যারা গুহায় বাস করত, প্রাণির চামড়া দিয়ে নিজেদের পরিধান করত; তখন একটা সুন্দর সভ্যতা গ্রীসে উদয় হচ্ছিল; নির্মাতা, ভাস্কর, শিল্পী, কবি এবং দার্শনিকরা এই সুন্দর ছোট্ট ভূমিতে অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

৬০. A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lesson interesting. He keeps pupils and students awake. He also makes them confident and proves them clever. Everybody has something valuable inside him. A good teacher discovers the treasure hidden inside each learners.

অনুবাদঃ একজন ভালো শিক্ষক যে কোনো দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্যতম। বাংলাদেশের প্রয়োজন ভালো শিক্ষক। একজন শিক্ষক পড়াশুনাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের জাগ্রত করে তোলেন এবং তাদেরকে প্রত্যয়ী; চতুর হিসেবে প্রমাণ করেন। প্রত্যেকের ভেতরে মূল্যবান কিছু না কিছু থাকে। একজন ভালো শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভেতরের লুকানো প্রতিভা আবিষ্কার করেন।

61. The best sort of character cannot be formed without efforts. This needs the exercise of constant self-watchfulness, self-discipline and self-control. Moreover, we should bear the courage to thing. We need not fear man nor care for what others think of so. We should remember character is the crown and glory of life.

অনুবাদঃ চেষ্টা ছাড়া উৎকৃষ্ট চরিত্র গঠন করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সদা আত্মদৃষ্টি, আত্মশৃঙ্খলা আর আত্মসংযম। এছাড়াও আমাদের সঠিক কথা বলার সাহস থাকা উচিত। আমাদের মানুষকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই অথবা কে কি ভাবে ত নিয়েও ভীত থাকার মানে নেই। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে চরিত্র জীবনের মুকুট ও গৌরব।

62. Then a strange thing happened. All the gigantic reptiles died within a short time. We do not know the reason. Perhaps it was due to a sudden change in climate. Perhaps they had grown so large that they could neither swim nor crawl.

অনুবাদঃ তারপর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মুহূর্তের মধ্যে সব বৃহদাকার সরীসৃপগুলো মরে গেল। আমরা কারণটা জানি না। হয়তো এটা হয়েছিল হঠাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য। সম্ভবত তারা এতো বড় হয়ে গিয়েছিল যে তারা সাঁতরাতেও না, হামাগুঁড়ি দিতে পারল না।

63. My grandfather is about seventy years old but he looks younger than his years. Lean, slim and tall, he is still hale and hearty. He has a shock of hair which is just turning grey. He has a trimmed beard. His teeth which are white and even are all in good condition. He has a good appetite and he sleeps well. Cheerful, sociable and kind hearted he is a great favorite with everybody in the village.

অনুবাদঃ আমার দাদার বয়স প্রায় সত্তর বছর কিন্তু বয়সের তুলনায় তাকে তরুণ দেখায়। তিনি মেদহীন, হালকা-পাতলা ও লম্বা এবং এখনও সুস্থ ও সবল। তাঁর এক ঝাকড়া চুল আছে যেগুলো মাত্র পাকতে শুরু করেছে। তাঁর পরিপাটি দাড়ি আছে। তাঁর দাঁতগুলো সাদা এবং সবগুলো এখন ভালো অবস্থায় আছে। তিনি ভালো খেতে পারেন এবং ঘুমানও ভালো। তিনি হাসি-খুশী, সামাজিক ও কোমল হৃদয়ের এবং গ্রামে সকলের নিকট তিনি খুবই প্রিয়।

64. Beside mother tongue, we try to learn mainly one language. The aim of learning English is three: to earn livelihood, to communicate with foreign people and to acquire knowledge about different things.

অনুবাদঃ মাতৃভাষার পাশাপাশি আমরা মূলত আরেকটি ভাষা শেখার চেষ্টা করি। ইংরেজি শিক্ষার লক্ষ্য হলো তিনটি-

দৈনন্দিন জীবিকার জন্য, বিদেশী লোকদের সাথে যোগাযোগের জন্য এবং বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য।

65. I was very tired and lay down on the grass. I must have slept sound for hours and when I awoke it was just daylight. I tried to rise but was not able to stir.

অনুবাদঃ আমি খুবই ক্লান্ত ছিলাম এবং ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম। আমি নিশ্চিত কয়েক ঘণ্টার জন্য গভীরভাবে ঘুমিয়েছিলাম আর যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে। আমি ওঠার জন্য চেষ্টা করলাম কিন্তু নড়তে পারলাম না।

66. No man can live alone. When we are children the family protects us. When we grow up, we need the help of all people around us. If we try to live alone, our lives are no other them of animals.

অনুবাদঃ কোন মানুষ একা বাস করতে পারে না। আমরা যখন ছোট থাকি তখন পরিবার আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। যখন আমরা বড় হই, তখন আমাদের চারপাশের সকল মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। আমরা যদি একা বাস করতে চেষ্টা করি, তবে আমাদের জীবন পশুর জীবন থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

67. Potato plants have blossoms and seeds, but no one know what kind of potato will grow from a potato seed. All the potatoes of one kind that have even been grown have come from one potato. A potato is not a seed; it is part of a potato plants root.

অনুবাদঃ আলু গাছে ফুল এবং বীজ আছে কিন্তু কেউ জানে না একটি আলু বীজ থেকে কোন প্রকারের আলু জন্মাবে। এমনকি একই জাতের সব আলু একটি মাত্র আলু থেকে জন্মাতে পারে। একটি আলু একটি বীজ নয়; এটি আলু গাছের মূলেরই একটি অংশ।

68. Who does not want to be famous? One needs to acquire learning if one wants to be famous Nobody can prosper in life without learning or education. And what is needed to this is honesty and industry. Industry is the key to success. Success after success makes a man famous. We hope that all of you will be honest and industrious.

অনুবাদঃ বিখ্যাত হতে কে না চায়? একজন বিখ্যাত হতে চাইলে তার শিক্ষা অর্জন করা প্রয়োজন। শিক্ষা ছাড়া জীবনে কেউ উন্নতি করতে পারে না। আর এটার জন্য দরকার সততা ও পরিশ্রম। পরিশ্রম সফলতার চাবিকাঠি। সফলতার পর সফলতা মানুষকে বিখ্যাত করে। আমরা আশা করি যে, তোমরা সবাই সৎ ও পরিশ্রমী হবে।

69. We usually do not talk about seconds. So, there are some clocks that do not have this third hand. This third hand shows the exact time to the second. Many clocks have this. This hand is usually thin and long.

অনুবাদঃ আমরা সাধারণত সেকেন্ডের কথা বলি না। তাই কিছু কিছু ঘড়ি আছে যার এই তৃতীয় কাঁটাটি নেই। এই তৃতীয় কাঁটাটি সঠিক সময় দেখায় সেকেন্ড পর্যন্ত। অনেক ঘড়িতে এটি আছে। এই কাঁটাটি সাধারণত পাতলা এবং লম্বা।

70. Books introduce us into the best society, they bring us into the presence of the greatest minds that ever lived. We hear what they said and did, we see them as if they were really alive.

অনুবাদঃ বই আমাদেরকে উৎকৃষ্ট সমাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, মহৎ মনের মানুষের সংস্পর্শে নিয়ে আসে যারা একসময় জীবিত ছিলেন। তারা যা বলেছিলেন এবং করেছিলেন তা আমরা শুনতে পাই, আমরা তাদের দেখতে পাই যেন তারা আসলেই জীবিত।

71. Since the novelist himself a human being, there is an affinity between him and his subject matter which is absent in many other forms of art. The historian is also linked, though as we shall see, less intimately. The painter and sculptor need not be linked: that is to say they need not represent human beings unless they wish, no more need the poet, while the musician cannot represent them even if he wishes, without the help of a program.

অনুবাদঃ ঔপন্যাসিক নিজেই যেহেতু একজন মানুষ, তাই তার সাথে তার বিষয়ের একটি সম্পর্ক আছে যা কলার অন্য শাখাতে নেই। ইতিহাসবিদরাও এর সাথে আমাদের দেখা মতে কম অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্ক রয়েছে। চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের যুক্ত হওয়ার দরকার নেই; অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা না হলে মানব জাতিকে উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই, কবিদেরও প্রয়োজন নেই যেখানে সংগীতবিদের ইচ্ছা সত্ত্বেও কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে পারে না।

72. Parents are the source of our life on the earth. It is they who have brought us in the world. They have brought us up in our childhood. They look after us from our infancy with greater care and love. Without their loving care our existence on earth would be impossible.

অনুবাদঃ মাতাপিতা হলেন পৃথিবীতে আমাদের জীবনের উৎস। তারাই আমাদের পৃথিবীতে এনেছেন। তারা শিশুকালে স্নেহ দিয়ে আমাদের দেখাশোনা করেছেন। তাদের স্নেহ-যত্ন ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হতো।

73. Children are fond of fighting and quarrelling. Both form part of their play. If they do not fight but behave like sober adult, one might exclaim. What are they for? We are fond of agile fighting children. Sometimes they pick a quarrel with their next doors almost motiveless. They enjoy doing so - therefore what they do is free from malice. For, the same fighting groups are seen soon after the hardest brawl to share the same playground, the same packet of chocolates or moving around with arms around each other's neck. This is wonderful-something of which embittered adults are seldom capable.

অনুবাদঃ শিশুরা মারামারি এবং ঝগড়া-বিবাদ পছন্দ করে। দুটিই তাদের খেলার অংশ। যদি তারা মারামারি না করে সংযত বয়স্কদের মতো আচরণ করে তবে কেউ হয়ত চেঁচিয়ে বলে উঠবে-তারা কীসের জন্য আছে? আমরা চঞ্চল মারামারি করা শিশু ভালোবাসি। অনেক সময় তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে তাদের নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়। এ রকম করে তারা আনন্দ পায়-তাই তারা যা করে তা ঈর্ষা থেকে মুক্ত। কারণ তুমুল ঝগড়ার একটু পরেই মারামারি করা দলগুলো একই মাঠে খেলতে, একই প্যাকেটের চকলেট খেতে অথবা পরস্পরের গলায় হাত রেখে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এটা আশ্চর্যজনক-এটা এমন একটা ব্যাপার যা তিক্তবিরক্ত বয়স্করা করতে খুব কমই সমর্থ হয়।

74. It is the responsibility of human beings to prevent the environment from being spoilt. To make life healthy and comfortable we should keep the environment clean and danger free. But often people spoil the environment by doing unwise things and, as a result, their own lives.

অনুবাদঃ পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার একমাত্র দায়িত্ব মানব জাতির। জীবনকে সুস্থ ও আরামদায়ক করতে পরিবেশকে পরিষ্কার ও বিপদমুক্ত রাখা উচিত। কিন্তু মানুষ প্রায়ই জ্ঞানহীনের মতো পরিবেশকে নষ্ট করছে। ফলে তাদের জীবনকেই বিপদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।

75. Love is the crown of all virtues. It adornes a man with all divine qualities. It is love that strengthens our humilities and makes heaven of all the world. Love for God is the virtue of the highest excellence. It governs society and secures personal liberty. Love one's own country is an inherent of human nature.

অনুবাদঃ ভালোবাসা অন্য সব মহৎ গুণের মুকুট স্বরূপ। এটা একজন মানুষকে সকল স্বর্গীয় গুণে গুণান্বিত করে। ভালোবাসা নম্রতা বৃদ্ধি করে এবং সমগ্র পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালোবাসা হলো মহৎ গুণের মধ্যে সর্বোত্তম। এটা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। দেশের জন্য ভালোবাসা মানুষের একটি স্বভাবজাত গুণ।

76. A newspaper is a storehouse of knowledge. We can know the conditions, manners, culture of other countries. It is, in fact, the summary of all current history. In this scientific age, the world without newspaper is unthinkable. At the same time, newspapers should maintain ethics of journalism.

অনুবাদঃ সংবাদপত্র জ্ঞানের ভাণ্ডার। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের অন্যান্য জাতির অবস্থা, আচার-আচরণ, প্রথা জানতে পারি। মূলত তা সমস্ত চলতি ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ। বর্তমান যুগে সংবাদপত্রবিহীন জগৎ অকল্পনীয়। একই সময় সংবাদপত্রের নীতি মেনে সংবাদ পরিবেশন করা উচিত

77. Bangladesh is a democratic country. In a democracy any boy or girl can become the most important person in the land. He does not need money. He does not need powerful friends. He needs the things, ability, integrity and hard work. Bangladesh also needs people with three things.

অনুবাদঃ বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। গণতান্ত্রিক দেশে যে কোন ছেলে বা মেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতে পারে। তার অর্থের প্রয়োজন নেই। তার ক্ষমতাশীন বন্ধু-বান্ধবের প্রয়োজন নেই। তার তিনটি জিনিস দরকার, সামর্থ্য, সততা ও কঠোর পরিশ্রম। বাংলাদেশেরও এ তিনটি জিনিসের অধিকারী লোক প্রয়োজন।

78. Many difficulties may stand on the ways of performing work. But a man of perseverance is never discouraged by it. He goes on trying until he attains his success. No great work can be accomplished without repeated attempts. Perseverance teaches us how to fight against these difficulties.

অনুবাদঃ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে নানাবিধ বিপত্তি এসে রুদ্ধ করতে পারে পথ। কিন্তু একজন উদ্যমী মানুষ কখনই সেসবের দ্বারা হতোদ্যম হয় না। সফলতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। পুনঃপুন চেষ্টা ব্যতীত কোনো মহান কাজই সম্পন্ন হয় না। অধ্যবসায় আমাদের এসব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে শেখায়।

79. Early rising is beneficial to health. The boy who rises early enjoys the fine air of the morning. He can take a walk by the river side or in the open field. He can enjoy the sweet songs of the birds and see the

CS CamScanner

beautiful sight of the sun rise. All these make him healthy and cheerful.

অনুবাদঃ সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। যে ছেলে সকালে ঘুম থেকে ওঠে সে সকালের সতেজ বাতাস উপভোগ করে। সে নদীর তীরে অথবা খোলা মাঠে হাঁটতে পারে। সে পাখিদের মিষ্টি গান উপভোগ করতে পারে এবং সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারে। এসব কিছুই তাকে সুস্থ ও প্রফুল্ল করে তোলে।

80. In bangladesh only one person in every four can write. Many people who leave school before they have learnt. After ten or fifteen yeary it is very easy to forget how to write.

অনুবাদঃ বাংলাদেশের প্রতি চারজনের মাত্র একজন লিখতে পারে। অনেক মানুষ শেখার আগেই স্কুল ত্যাগ করে। দশ কিংবা পনের বছর পর লেখা ভুলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

81. War is a curse to human civilization. In ancient times battles were confined to soldiers. But now-a-days all the people civilian and military have to suffer from the effect of war. None can escape from the grip of enemy bombaers. In fact, war turns men into beasts.

অনুবাদঃ যুদ্ধ মানব সভ্যতার জন্য অভিশাপ। প্রাচীনকালে যুদ্ধ সৈনিকদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজকের দিনে বেসামরিক, সামরিক সকল মানুষকে যুদ্ধের প্রভাবে কষ্ট পেতে হয়। কারোই শত্রুর বোমারু বিমান থাবার থেকে রক্ষা নেই। প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ মানুষকে পশুতে রুপান্তরিত করে।

82. A gentleman is one who never causes pain to others. This description is short, but as far as it goes is correct. He is always polite and considerate. He carefully avoids whatever may cause even a slight shock with his associates.

অনুবাদঃ সজ্জন ব্যক্তি সেই যে কখনো অন্যের দুঃখের কারণ হয় না। বর্ণনাটি ক্ষুদ্র কিন্তু এটা যা নির্দেশ করে তা যথাযথ। সে সর্বদা বিবেচক এবং বিনয়ী। সে তার সাথীদের দুঃখের কারণ পর্যন্ত সতর্কতার সাথে এড়িয়ে চলে।

83. Education is the backbone of nation. No nation can make progress without education. Ignorance is compared to darkness. So the light of education is essential for society. Everyone has to realize this truth.

অনুবাদঃ শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। অজ্ঞতা অন্ধকারের শামিল। সুতরাং সমাজের জন্য শিক্ষার আলো অত্যাবশ্যক। প্রত্যেককেই এই সত্যটি অনুধাবন করতে হবে।

84. No person can be happy without friends. The heart is formed for love and cannot be happy without the opportunity of giving and receiving affection. But you cannot receive affection unless you also love them. Love is only to be obtained by giving love in return.

অনুবাদঃ বন্ধু ছাড়া কেউ সুখী হতে পারে না। হৃদয় ভালোবাসার জন্য তৈরী হয়েছে এবং ভালোবাসা আদান-প্রদানের সুযোগ না পেলে সুখী হতে পারে না। কিন্তু তুমি যদি অন্যকে ভালো না বাস তবে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে না। ভালোবাসা দিয়েই প্রতিদানে ভালোবাসা পাওয়া যায়।

85. A national flag stands as a symbol of something. Our national flag is the symbol of national ideas and aspirations, our hopes and achievements as a people. A flag is a necessary for all nations. Millions have died for our national flag. We are proud of our national flag.

অনুবাদঃ জাতীয় পতাকা হচ্ছে কোনো কিছুর প্রতীক স্বরুপ। জনগণ হিসেবে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও অর্জনের প্রতীক হলো আমাদের জাতীয় পতাকা। পতাকা সব জাতির জন্যই গুরুত্বপুন। আমাদের জাতীয় পাতাকার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে। আমরা আমাদের জাতীয় পতাকার জন্য গর্বিত।

86. Time is very valuable. One should not neglect it. The success of the man who makes proper use of time is sure to come. All the great men of the world have made proper use of time. Time and tide wait for none.

অনুবাদঃ সময় খুব মুল্যবান। কারো সময়কে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি সময়ের যথাযথ ব্যবহার করে তার সফলতা অনিবার্য। পৃথিবীর মহান ব্যক্তিরা সময়ের সঠিক ব্যবহার করেছেন। সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

87. Nasirudding was an Emperor of Delhi. He was a pious Sultan. He lived a very simple life. For this he was known as the Darvish Sultan of Delhi. He did not take any money from the Royal treasury. He used to sew caps and make copies of the Holy Quran and thus he maintained his family. His wife used to cook food with her own hands.

অনুবাদঃ নাসির উদ্দিন দিল্লির একজন সম্রাট ছিলেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক সুলতান। তিনি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। এজন্য তিনি দিল্লির দরবেশ সুলতান নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাজকোষ থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করতেন না। তিনি কুরআন অনুলিপি করে এবং টুপি সেলাই করে নিজ পরিবারের জীবন নির্বাহ করতেন। তার স্ত্রী নিজেই রান্না করতেন।

88. Time is an important factor in life. I have been facing serious problems in travelling in the city because of the severe traffic jams. This was not the case in the past. I have been spending one to two hours before reaching the dest

অনুবাদঃ জীবনে সময় গুরুত্বপুর্ন বিষয়। তীব্র যানজটের কারণে শহরে ভ্রমনের ক্ষেত্রে আমি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। অতীতে ঐ রকম ছিল না। গন্তব্যে পৌছানোর পুর্বে আমি এক অথবা দুই ঘন্টা অতিবাহিত করছি। এসব সময় অপচয় হয়।

89. There are 6.6 billion people in the world, of which 4 billion live in poverty. Nearly a billion people are starving today. But the amount of food we produce could feed 12 billion people. In this world of plenty, a huge number go hungry. One of the major causes of hunger is unequal distribution of wealth.

অনুবাদঃ বিশ্বে ৬.৬ বিলিয়ন লোক আছে যাদের মধ্যে ৪ বিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যে বসবাস করে। আজ প্রায় ১ বিলিয়ন মানুষ অনাহারে থাকছে। কিন্তু যে পরিমাণ খাদ্য আমরা উৎপাদন করি তা ১২ বিলিয়ন লোকের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে। প্রাচুর্যের এই বিশ্বে অনেক সংখ্যক লোকই ক্ষুধার্ত থাকে। ক্ষুধার্ত প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো সম্পদের অসমবন্টন।

90. I visited the National Memorial at Savar on the occasion of last victory day. Entering the complex over 126 acres of land, I walked straight towards the monument. I wondered to see the series of seven towers that rise by stages. I looked again and again at the tallest tower of 150 feet height. Then I stood in silence near graves of Martyrs.

অনুবাদঃ গত বিজয় দিবস উপলক্ষে আমি সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। ১২৬ একর জমির কমপ্লেক্সটিতে প্রবেশ করে, আমি সরাসরি স্মৃতি স্তম্ভের দিকে হেটে গেলাম। আমি সাতটি মিনারের সারি দেখে বিস্মিত হলাম, যা ধাপে ধাপে উপরে দিকে উঠে গেছে। ১৫০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন বড় মিনারটির দিকে আমি বার বার তাকালাম। তারপর নীরবে শহীদদের কবরের কাছে দাড়ালাম।

91. The UNESCO on 17 November in 1999 proclaimed February 21 as the international Mother Language Day in recognition of the sacrifices of the martyrs for the rightful place of Bangla. The day is now annually observed worldwide to promote awareness of linguistic and cultural diversity and multilingualism.

অনুবাদঃ বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার্থে শহীদদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরুপ ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। ভাষাগত বিন্যা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বহুভাষাবাদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রতি বছর দিনটি বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়।

92. The much avaited tax card will be distributed in the current fiscal year 2011-2012 to honour both individual and corporate income tax payers for the highest tax payments. Tax payments will get the card on the basis of this criterion from FY 2009-2010. The card purported to giving social recognition and status to the highest tax payers will remain valid for one year.

অনুবাদঃ ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ কর প্রদানের জন্য আয়করদাতাদের সম্মানে চলতি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে দীর্ঘ প্রতিক্ষীত করপত্র বন্টন করা হবে। এ মানদন্ডের ভিত্তিতে করদাতারা ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর থেকে এ পত্রটি পাবে। সর্বোচ্চ করদাতাদের সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদানকারী ঐ পত্রটির বৈধ মেয়াদকাল হবে এক বছর।

93. Our constitution starts with three words: 'We, The People'. The words are simple but mighty. They are also revolutionary in nature. They are mighty because they signify the collective mind of the nation. They are revolutionary because they represent a glorified moment of the Bengali Nation's commitment for oneness. This oneness develops into an image of a document which we call the constitution.

অনুবাদঃ আমাদের সংবিধান তিনটি শব্দ দিয়ে শুরু। 'আমরা, সকল নাগরিকেরা'। শব্দগুলি সাধারণ কিন্তু শক্তিশালী। প্রকৃতিগতভাবেও তারা বৈপ্লবিক। তারা শক্তিশালী কারণ তারা একটি জাতির সমষ্টিগত বিবেককে বুঝায়। শব্দগুলি বৈপ্লবিক কারণ তারা বাঙ্গালি জাতির একটি মহিমান্বিত ক্ষণকে নির্দেশ করে একক থাকার প্রতিজ্ঞাকে। এই একতা এমন একটি দালিলিক চিত্র তৈরী করেছে যাকে আমরা বলি সংবিধান।

94. Small and Medium Enterprises (SMEs) have long been considered as the principal driving force of Bangladesh's economy. Along with stimulating private ownership and entrepreneurial skills, SMEs are flexiable and can adapt quickly to changing market demand and supply. These enterprises generate employment, help diversity economic activity, and make a significant contribution to exports and trade. The sector still needs greater support from both financial institutions and the government.Especailly at a time such as now, when the impact of the global crisis is becoming more

CS CamScanner

evident, in terms of declining export orders and remittance inflow, boosting the SME sector should be an imperative.

অনুবাদঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রণোদনামূলক ব্যক্তি মালিকানা ও উদ্যোক্তার দক্ষতার সাথে সাথে এসএমই নমনীয় এবং এটি পরিবর্তিত বাজার চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈচিত্র্য আনতে এবং রপ্তানি ও বাণিজ্যে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সাহায্য করে। এ খাতে এখনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের ব্যাপক সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশেষ করে এ সময়ে, যখন বিশ্ব মন্দার কারণে রপ্তানি আয় এবং প্রবাসী আয় কমে যাচ্ছে, এসএমই খাতের উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী।

95. Asia is the fastest growing region for new subscribers to social networing site 'Facebook'. Facebook currently claims more than 500 million registered users worldwide, with 54 percent said to be logging on to the site daily. Facebook set up an Asian saltes office in Singapore to help regional brands in executing their marketing campaigns. Singapore has been a great market for the facebook. China restricted access to the site in July 2009 amid deadly ethnic unrest in some region, but users have found ways of breaching the censorship wall.

অনুবাদঃ সামাজিক নেটওয়ার্ক ফেইসবুকের নতুন গ্রাহকদের অতি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল হচ্ছে এশিয়া মহাদেশ। বর্তমানে ফেইসবুক বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন ৫০০ মিলিয়নের অধিক গ্রাহক চাচ্ছে। প্রতিদিন ৫৪ ভাগ গ্রাহককে নেটওয়ার্ক সাইটে লগ অন করতে বলছে। মার্কেটিং অভিযান পরিচালনার্থে তাদের আঞ্চলিক ব্র্যান্ডগুলোকে সহায়তা করার জন্য ফেইসবুক সিঙ্গাপুরে এশীয় বিক্রয় অফিস খুলেছে। সিঙ্গাপুর ফেইসবুকের এক বাজার হয়ে গেছে। কিছু অঞ্চলে ভয়াবহ জাতিগত অস্থিরতার কারণে চীন ২০০৯ সালের জুলাইয়ে এ নেটওয়ার্ক সাইটের প্রবেশ নিষেধ করেছিল। কিন্তু গ্রাহকরা এ বাধার প্রাচীর ভাঙ্গার পথ খুঁজে পেয়েছে।

96. Altaf Mahmud was an singer, cultural worker and freedom fighter. He was born in 23th December of 1933. He was also a commentator and the composer of the song 'Amar vaier Rokte Rangano Ekushey February'. In the year 2004, Altaf Mahmud got independence award (late).

অনুবাদঃ আলতাফ মাহমুদ সংগীত শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি ১৯৩৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ভাষাকর্মী এবং আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী এর সুরকারও ছিলেন তিনি। ২০০৪ সালে আলতাফ মাহমুদ (মরণোত্তর) স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।

97. Revenue department plays an important role in the development of our country. It's importance cannot be described in writing. So, we should pay income tax. We all should feel its' importance.

অনুবাদঃ দেশের উন্নয়নে রাজস্ব বিভাগ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। লিখে এর ভূমিকা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। রাজস্ব ব্যতীত উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব। তাই, আমাদের আয়কর প্রদান করা উচিত। আমাদের সবার এর গুরুত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন।

98. The Rohingya refugees are stricken with numerous problems. They are facing different kinds of challenges everyday. The rampage of Myanmar army is not stopped yet. As a result, thousands of Rohingya are penetrating into Bangladesh through various point of Border everyday. The most part of Rohingya is still shelterless.

অনুবাদঃ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। নিত্য নতুন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন তারা। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর তাণ্ডব এখনো বন্ধ হয়নি। ফলে প্রতিনিয়তই সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছেন হাজার হাজার রোহিঙ্গা। বড় একটি অংশেরই এখনো ঠিকানা মেলেনি।

99. To tell a lie is a great sin. Nobody likes a liar. Everybody hates him. He can not prosper in life. We should never tell a lie.

অনুবাদঃ মিথ্যা বলা মহা পাপ। মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। প্রত্যেকেই তাকে ঘৃণা করে। সে জীবনে উন্নতি করতে পারে না। আমাদের কখনো মিথ্যা বলা উচিত নয়।

100. We are the citizens of an independent country. Independence is the birth right of man. But no nation can achieve independence without efforts. Again the people of a country must be determined to preserve that independence. It is the sacred duty of every citizen to preserve the independence of his motherland.

অনুবাদঃ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু কোনো জাতি চেষ্টা ব্যতীরেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। আবার একটি দেশের জনগণকেই সেই স্বাধীনতা সংরক্ষণের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব।

বাংলা থেকে ইংরেজি

১. জনসংখ্যা সমস্যা আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা। আমাদের জনসংখ্যা বেড়েই চলছে। দেশের লোকের স্বাস্থ্য তেমন ভালো নয়। তাদের অনেকেই অপুষ্টিতে ভুগছে। যে পরিমাণ খাদ্য তাদের জন্য প্রয়োজন তা তারা পায় না। আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করতে পারি না। অধিক খাদ্য উৎপাদন করে খাদ্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। সেজন্য আমাদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করতে হবে।

Ans: Population problem is a big problem in our country. Our population is growing. People's health is not so good. Many of them are suffering from malnutrition. They do not get the food they need. We can not produce enough food. It is possible to meet food demand by producing more food. That's why we have to work a lot. To solve our problems, we need to cultivate in scientific method.

২. বাংলাদেশে প্রতি চারজনে কেবল একজন ব্যক্তি লিখতে পারে। বহু শিক্ষার্থী যারা পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্ত করার পূর্বেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে ফলে তারা যা শিখে তাও ভুলে যায়। দশ-পনের বছর পর লিখতে পারা ভুলে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার।

Ans: In Bangladesh only one person in every four can write. Many peple who leave school before they finish class five forget what they have learnt. After ten or fifteen years it is very easy to forget how to write.

৩. মানুষ সাধারণত নিজের পথে চলতে চায়। তারা যেমন খুশি তেমন ভাবতে ও কাজ করতে চায়। সে যাই হোক, সে কিন্তু সকল সময় নিজের মতো চলতে পারে না। সমাজে একজন লোক তার নিজের চাহিদার মতো অন্যের চাহিদার কথা বিবেচনা না করে থাকতে পারে না। সমাজ মানে একই আইন ও একই জীবনযাত্রা সম্পন্ন একদল মানুষ। সমাজে মানুষ তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অন্যদের জন্য ক্ষতিকর বা অনৈতিক হওয়া উচিত নয়।

Ans: Men usually want to have their own way. They want to think and act as they like. No one however, can have his own way all the time. A man cannot live in society without considering the interest of others as well as his own interests. Society means a group of people living with the same laws and same way of life. People in a society may make their own decisions but these decisions ought not be unjust or harmful to others.

৪. বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। আমরা এদেশকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালবাসি। এ দেশের উর্বর জমিতে সহজেই শস্যাদি জন্মে। ধান ও পাট হচ্ছে প্রধান শস্য। দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের সবার কঠোর পরিশ্রম করা উচিত।

Ans: Bangladesh is our motherland. We love this country from the core of our heart. Crops grow easily in the fertile soil of this country. Paddy and Jute are our principal crops. All of us should work hard for the development of the country

৫. শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কিছু ধারণা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ বই থেকে যে জ্ঞান পায়, প্রকৃতি থেকেও ততটুকু জ্ঞান পেতে পারে। এই কারণে তিনি একটা নিজের স্কুল শুরু করেন।

Ans: Rabindranath had his own ideas of education. He believed that one can learn as much from nature as from books. For this reason he started a school of his own.

৬. মানবজাতির ইতিহাসের মতোই গল্প বলার ইতিহাস পুরোনো। প্রাক-সভ্যতার যুগে আদিম পুরুষ দিনের বেলায় শিকার করত এবং রাতে শিকারী পশুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য গুহা বা অন্য কোন আশ্রয়স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করত। এদের (পশু) ভয় দেখানোর জন্য আগুন জ্বালিয়ে রাখা হতো এবং পুরুষ ও মহিলারা নিরাপত্তা, উষ্ণতা এবং সঙ্গ লাভের জন্য জড়ো হয়ে থাকতো। মহিলারা বাচ্চাদেরকে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত শান্ত রাখার জন্য গল্প তৈরি করতে অথবা বিনোদন বা দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব করতো।

Ans: Story telling is almost as old as man. Before the dawn of civilization, premitive man hunted during the day and at fall of night repaired to some cave or other shelter to protect himself against predatory animals. Fires were kept burning to scare them away and men and women clustered round for warmth, security and companionship. Women made up stories to keep children engaged till they fell asleep or gossiped among themselves for amusement or spite.

৭. দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। উন্নয়নের পথে ইহা বড় বাধা। ইহা সমাজকে ধ্বংস করে। সমাজের মঙ্গলের জন্য আমাদের দুর্নীতি প্রতিরোধ করা উচিত। তুমি কি দুর্নীতিকে ঘৃণা কর না?

Ans: Corruption is a social disease. It is a great obstacle in the way of development. It damages the society. We should protect corruption for the welfare of the society. Don't you hate corruption?

৮. সাধারণ ব্যবহারিক অর্থে পুঁজি বলতে মুদ্রাকে বোঝায়, যেটাকে কেউ ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। কিন্তু অর্থনীতিবিদ বলেন যে, পুঁজি বলতে মুদ্রাকে বোঝায় না। মুদ্রা হচ্ছে শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম।

Ans: In the ordinary use capital means the money, one invests in a business. But the economist says that capital does not mean money. Money is simply a medium of exchange.

৯. অতীতের মত ভবিষ্যতেও যোগ্যরাই অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিকে থাকবে। অতীতে যেখানে স্বার্থপরতা ছিল যোগ্যতার মাপকাঠি, সেখানে ভবিষ্যতে ভালোবাসার গভীরতায় টিকে থাকার গুণ নির্ধারণ করা হবে। পূর্বে যা কখনই শিক্ষা দেয়া হয়নি তা আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছে যে, কেউ কেবল নিজের জন্য বাঁচে না।

Ans: Tomorrow as yesterday, the fittest will survive in the struggle for existence. But, whereas in the past selfishness was the measure of fitness, in the future survival value will be determined by breadth and depth of love. Modern science is teaching, as it never was taught before, that no one lives for himself alone.

১০. অনেকে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোকে এই ভিত্তিতে সমালোচনা করেছেন যে তার উপন্যাসগুলো এক অদ্ভুত রোমান্স এবং ইতিহাসের সমন্বয় যেখানে সত্যকে সাহিত্যের খাতিরে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। অন্যরা তাকে এভাবে সমালোচনা করেছেন যে তিনি তার নায়ক-নায়িকাদের জীবনে ইতিহাসকে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তৈরি করেননি।

Ans: Some have criticized Bankim's historical novels on the ground that they are a strange amalgam of romance and history in which truth is sacrificed at the after of art. Others have criticized him because he does not make history on integral part of the life of his heroes and heroines.

১১. ভালো বই হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডার। যার কাছে চাবি আছে সেই এসকল ভাণ্ডারে প্রবেশ করতে পারে ও নিজেকে সহায়তা করতে পারে। চাবিটি কী? কেবল পড়ার সামর্থ্য। যে পড়তে পারে সে পৃথিবীর মহান চিন্তাবিদগণের মহান ভাবনায় মন পরিপূর্ণ করতে পারে।

Ans: Good books are store house of knowledge and wisdom. Anyone who has the key can enter this store house and help himself. What is the key? Simply the ability to read. He who can read can store his mind with the great thoughts of the great thinkers of the world.

১২. ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে ইংরেজি বলা হয় না। একবার কেউ এই ভাষার মজা পেলে, সে এটা না শিখে পারে না। বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই আমাদের ইংরেজি শেখা উচিত। তোমরা কি ইংরেজিতে কথা বলা পছন্দ কর না?

Ans: English is an international language. There is no country in the world where English is not spoken. Once one has taken delight in this language one cannot but learn it. It is with the purpose to enrich the Bangla language that one should learn English. Do you not like speaking English?

১৩. সময় অত্যন্ত মূল্যবান। একে অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। যে মানুষ সময়ের সদ্ব্যবহার করে তার সফলতা অনিবার্য। পৃথিবীর সকল বিখ্যাত ব্যক্তিরাই সময়ের সঠিক ব্যবহার করেছেন। আমাদের উচিত তাদের অনুসরণ করা।

Ans: Time is very valuable. To neglect it is not proper. The success of the man who makes the right use of his time is inevitable. All the famous men of the world have made the right use of time. We should follow them.

১৪. সারা বিশ্বেই প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্জন চিহ্নিত করতে শুধু এই দিনেই শতাধিক কার্যক্রম গৃহীত হয় না বরং সারা মার্চ মাস জুড়েই চলতে থাকে। ১৯০৮ সাল থেকে আইডব্লিউডি-র অনুভূতি সম্মানের সাথে দেখা হচ্ছে। কিন্তু এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি যতক্ষণ না ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে শ্রমজীবী নারীদের সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

Ans: Each year around the world International Women's Day (IWD) is celebrated on March 8. Hundreds of events occur not just on this day but also throughout March to mark the economic, political and social achievements of women. The sentiment of IWD has been honored since 1908, but it wasn't formally established until after a decision made at the 1910 International Conference of Working women in Copenhagen.

১৫. আমরা সমাজে বাস করি। তাই সমাজে আমাদের শান্তি বজায় রাখতে হবে। সমাজের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আমরা পরস্পরের ওপর নির্ভর করি। আমাদের উদ্দেশ্য সুখী সমাজ গঠন করা।

Ans: We live in society. So we have to maintain peace in society. We have a lot of duties and responsibilities towards the society. We rely upon one another. Our aim is to build a happy society.

১৬. পরিশ্রম না করলে কেউ কখনো উন্নতি করতে পারে না। যদি তুমি টাকা অথবা জ্ঞান অর্জন করতে চাও তবে অবশ্যই তোমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। যে অলস সে সর্বদা পিছিয়ে পড়ে থাকে। যদি তুমি স্বাস্থ্যবান হতে চাও তবে অবশ্যই তোমাকে পরিশ্রমী হতে হবে। একজন অলস ব্যক্তি যেন সমাজের বোঝা। তাকে কেউ পছন্দ করে না।

Ans: None can ever prosper if he does not labour. You must labour hard if you like to acquire either money or learning. Those who are idle lag behind forever. If you want to be healthy, you must be diligent. An idle man is as it were a burden to the society. None like him.

১৭. অসৎ ব্যক্তিরা আপাতদৃষ্টিতে উন্নীত করে থাকে এবং সাময়িকভাবে তাদের অপরাধ ধরা পড়ে না। কিন্তু পরিণামে তাদের অসাধুতা ধরা পড়ে এবং সেজন্য তারা শাস্তি ভোগ করে এবং অপমানিত হয়। তাই সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

Ans: Dishonest men may be seen to prosper and go undetected lent only for short time. Dishonesty is sure to be detected in the run and follow punishment and disgrace. Honesty is therefore, the best policy.

১৮. আমাদের সার্বিক পরিবেশ আমাদের জীবন ও জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। আমাদের মনুষ্য পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে মানুষ, প্রাণী, গাছপালা, মাটি, বাতাস এবং পানি। এ উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। যখন এই সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়, তখন জীবন কঠিন বা অসম্ভব হয়ে উঠে।

Ans: Our total environment influences our life and our way of living. The main elements of our human environment are men, animals, plants, soil, air and water. There are relationships between these elements. When these relationships are disturbed life becomes difficult or impossible.

১৯. দারিদ্র্য আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না যে, দুরবস্থা আমাদের নিজেদের সৃষ্টি। অধিকাংশ লোকজন কঠিন পরিশ্রম দ্বারা তাদের নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে চেষ্টা করে না। তাদের এ দুর্দশার জন্য তারা শুধু হতাশা ব্যক্ত করে এবং ভাগ্যকে দোষারোপ করে।

Ans: In our country poverty is a great problem. But we do not understand that this plight is of our own creation. Most people do not try to improve their condition with hard labour. They only express regret for their distress and blame their lot for it.

২০. সততা একটি মহৎ গুণ। এটি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতার গোপন রহস্য। সততার মূল্য অনেক বেশি। এটি ভালবাসা, সম্মান ও নির্ভীকতাকে জয় করে। একজন সৎ ব্যক্তি সুখে দিন অতিবাহিত করে। সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

Ans: Honesty is a noble virtue. It is the secret of success in every sphere of life. The value of honesty is very great. It wins love, respect, fearlessness. An honest man passes his days in respect of happiness. Honesty is the best policy.

২১. বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। এ দেশের নীল আকাশ এবং নির্মল বাতাস আমাদের খুবই প্রিয়। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে গঠন করা আমাদের কর্তব্য। এটি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। আমরা যদি আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করি, তবে আমাদের দেশ উন্নতি সাধন করবে।

Ans: Bangladesh is the land of our birth. The blue sky and the fresh air are very dear to us. It is duty to build up our dear motherland. It is our sacred duty. If we do our respective duties, then only our country will make progress.

২২. যৌবন হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সময় যখন মনে এবং শরীরে সতেজতা এবং প্রাণশক্তি থাকে। এ সময় যে প্রবাদটি মনে রাখা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো 'যেমন কর্ম তেমন ফল।' এটা যেন একটি মানুষের বীজ রোপনের সময় এবং সে যদি উন্নতি এবং সুখের ফসল পেতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই সততা, নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও পরিশ্রমের বীজ বপন করতে হবে।

Ans: Youth is the best time when there is freshness and vigour in mind and body. This is the time when it is most necessary for one to remember the maxim 'as you sow so you will reap.' This is as it were, the sowing season of man and if he wants to reap the harvest of prosperity and happiness he must sow the seed of industry, truthfulness, virtue and honesty in this season.

২৩. জীবনের কোন সাধারণ সংজ্ঞা নেই। অধিকাংশ বস্তুকে তুমি সহজেই শনাক্ত করতে পারবে জড় অথবা জীব বস্তু হিসেবে। একটি কুকুর হয় জীবন্ত, কিন্তু একটি শিলা তা নয়। মানুষ জীব বস্তুকে শনাক্ত করে কিছু কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যা জড়বস্তু সম্পাদন করে না। উদাহরণস্বরূপ জীববস্তু বড় হয়, খাবারের প্রয়োজন হয় এবং এরা নিজেরা জন্ম দান করে।

Ans: Life has no simple definition. You can easily recognise most things as either living or non-living. A dog is alive, but a rock is not. People identify

CS CamScanner

living things by certain activities that non-living things do not perform. For example, living things grow, require food, and reproduce themselves.

২৪. চা হচ্ছে একটি জনপ্রিয় পানীয়। আমরা ক্লান্তি দূর করার জন্য চা পান করি। কিন্তু অতিরিক্ত চা পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। বাংলাদেশে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। চা রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

Ans: Tea is a popular drink. We take tea to remove our fatigue. But taking too much tea is injurious to health. A large quantity of tea is produced in Bangladesh. Bangladesh earns a lot of foreign exchange by exporting tea.

২৫. একজন অসামান্য রাষ্ট্রনায়ক এবং দীর্ঘ সময় রাজনৈতিকভাবে কারাবন্দিদের মধ্যে অন্যতম নেলসন ম্যান্ডেলা ন্যায়-বিচার এবং মানবতার সার্বজনীন প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। একবিংশ শতাব্দীর অনেকের মতে তিনি একজন জাগতিক ধর্মগুরুর কাছাকাছি ব্যক্তিত্ব।

Ans: A remarkable statesman and one of the world's longest-detained political prisoners. Nelson Mandela has also become a universal symbol of justice and humanity. For many in the twenty first century he is the closest thing we have to secular saint.

২৬. ধৈর্য মহৎ গুণ। ধৈর্য ছাড়া কেউ উন্নতি করতে পারে না। কোনো কাজে একবার কৃতকার্য হতে না পারলে তা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বার বার চেষ্টা কর তুমি সফল হবেই। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আমাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত।

Ans: Patience is a great virtue. None can make progress without patience. You should not give up any work if you fail to do it once. Try again and again and you will be successful. So we should have patience in every sphere of life.

২৭. চেষ্টা ব্যতীত জীবনে সফলতা আসে না। জীবন তার আকর্ষণ হারায় যদি সেখানে সংগ্রাম না থাকে। খেলাধুলা নিরানন্দ হয় যদি সেখানে প্রতিযোগিতা না থাকে এবং সহজেই ফলাফলের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

Ans: Without efforts there can be no progress in life. Life losses its interest if there is no struggle. Games become dull if there is no competition in them and if the result can be easily foreseen.

২৮. বন নিধনের সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলো হচ্ছে বনভূমি নিধন এবং পোড়ানো। কৃষি ও বসবাসকারীর জন্য বনভূমি কেটে ফেলা এবং পোড়ানো হলেও পরিবেশের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। গাছপালা অপসারণের কারণে এদের উপর বসবাসকারী পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীর স্থান ত্যাগ করতে হয়। এটি মাটি ক্ষয়েরও মারাত্মক কারণ, কেননা গাছপালা মাটি সংরক্ষণ করে থাকে। অবশেষে মাটি নদীতলে সঞ্চিত হয়ে প্রায়ই বন্যার সৃষ্টি করে।

Ans: The most common causes of deforestation are cutting and burning the forestland. Though, the forestlands are cut and burnt for the sake of agriculture and habitant, it has a negative effect on environment. The removal of trees causes the birds and other animals living on them to leave the place. It also causes serious damage to the soil, as trees give protection to soil as well. In the end, the soil gets sediment in the riverbed and causes frequent floods.

২৯. বাংলাদেশের নিজস্ব জাতীয় পতাকা রয়েছে। এটা সার্বভৌমত্বের নিদর্শন এবং আমাদের জাতীয় গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক। এটা আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শসমূহের প্রতীক। সকল বাংলাদেশীই জাতীয় পতাকাকে সম্মান করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনগণও এর প্রতি সম্মান দেখায় যেমনিভাবে আমরা তাদের জাতীয় পতাকাকে সম্মান করি।

Ans: Bangladesh has her own national flag. It stands for our sovereignty and it is the symbol of our national pride and prestige. It is the symbol of our national hope and ideals. All the Bangladeshi honour the national flag. It is also honoured by the people of all other countries of the world as we do their national flag.

৩০. জনশক্তি আমাদের একটি বড় সম্পদ। কিন্তু পানি ও ভূমির ন্যায় আমাদেরকে একে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। খালের পানির কোনো ব্যবহারই হয় না। এটাকে অবশ্যই সকল তৃষ্ণার্ত মানুষ ও শুষ্ক ফসলি জমির কাজে আনতে আসতে হবে। সুতরাং সঠিক স্থানে আমাদের সঠিক মানুষ থাকা দরকার।

Ans: Our man power is a great resource. But like land and water we must use it properly. Water is no use in the canal. It must come to everyone who is thirsty and every paddy field that looks dry. So we must have the right people in the right place.

৩১. অনেক শীত ছিল! তুষারপাত হচ্ছিল এবং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। নতুন বছরের প্রাক্কালের পূর্বে এটি ছিল সবচেয়ে সেরা সন্ধ্যা। যদিও শীত এবং অন্ধকার ছিল, একটি দরিদ্র ছোট বালিকা খালি মাথা এবং খালি পায়ে রাস্তায় একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

Ans: It was so cold! It was snowing and the evening was beginning darken. It was the best evening of the year before New Year's Eve. Though the cold and

dark, a poor little girl with bare head and naked feet was wandering along the road.

৩২. মায়ের ভালবাসা শেষ কখনো হয় না। এটা কখনো পরিবর্তিত হয় না, হারিয়েও যায় না। পিতা সন্তানের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারে, এমনকি ভাই-বোনেরাও ঘোরতর শত্রু হতে পারে। কিন্তু মায়ের ভালোবাসা সবসময় টিকে থাকে। মা সবসময় তার সন্তানের হাসিকে স্মরণ করতে থাকে।

Ans: The love of mother is never exhausted. It never changes, it never tires. The father may turn his back on a child, brothers and sisters may become deadly enemies. But a mother's love endures through all. A mother always remembers her child's smile.

৩৩. সমাজে স্থায়ী উন্নয়ন এবং শান্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারী ক্ষমতায়নে এটা ব্যাপকভাবে অবদান রাখে।

Ans: Education plays an important role in ensuring sustainable development as well as promoting peace and tolerance in the society. It also significantly contributes towards poverty alleviation and women empowerment.

৩৪. ভ্রমণ হচ্ছে শিক্ষার একটি অংশ। কোনো দেশে ভ্রমণ করতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে কোনো স্কুলে যাওয়া। কেউ যদি সতর্ক দৃষ্টির সাথে ভ্রমণ করে, তবে সে ঐ দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে পারে। একজন বই থেকে যা শিখতে পারে তা অভিজ্ঞতা থেকেও শেখা যায়। ঘন্টার পর ঘন্টা স্কুলে বসে থাকা ক্লান্তিকর। কিন্তু ভ্রমণের মাধ্যমে শেখা সবসময় আকর্ষণীয়।

Ans: Travel is a part of education. He who travels into a country goes to school. If one travels with his eyes open he can learn much of the country. What one learns from books can be learnt from experience. It is tedious to sit for hours in a school, but it is always interesting to learn by travel.

৩৫. অধ্যবসায় একটি মহৎ গুণ। অধ্যবসায় ছাড়া কেউ সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না। কেউ একবার কোনো কাজে ব্যর্থ হলেও তা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বার বার চেষ্টা কর। তুমি অবশ্যই সফল হবে। তাই জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে আমাদের অধ্যবসায়ী হওয়া উচিত।

Ans: Perseverance is a great virtue. None can attain prosperity without perseverance. One should not leave any work if one fails once to do it. Try again and again. You must become successful. So we should be persevering in every step of life.

৩৬. এটা ছিল সকাল সাড়ে বারোটা আর ঠাণ্ডা রাত। আমি প্রায় জমেই গিয়েছিলাম। জুতা খুলে ফেললাম, আর খালি পায়ে বালুর উপর এদিক-সেদিক হাঁটাহাঁটি করলাম এবং খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম। মানুষ বা প্রাণীর কোনো শব্দও ছিল না। মোরগের ডাকও ছিলনা। শুধুমাত্র দূরে সমুদ্র ঢেউয়ে ফেনা ভাঙার শব্দ শুনেছিলাম। সকালে সমুদ্রে তীরের পাশে স্থানটিকে মনে হচ্ছিল মরুভূমির মত নির্জন। এক প্রকার ভয় আমার মধ্যে কাজ করছিল।

Ans: It was half past twelve in the morning and cold night. I was almost frozen. I took off my shoes, and walked to and fro upon the sand, barefooted and feeling my breast with infinite weariness. There was no sound of man or cattle. Not a cock crew. I heard only the surf breaking in the distance. By the sea at the hour in the morning and in a place so desert like and lonesome. I had a kind of fear.

৩৭. নতুন সপ্তাহের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করো। তুমি একটি দিনলিপি ব্যবহার করতে পার অথবা তোমার কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনেও লেখা শুরু করতে পারো। মাধ্যমটা যাই হোক না কেন, সেটিই ব্যবহার করে যেটা তোমার নিকট সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজগুলোতে তোমাকে যোগদান করতে হবে সেগুলো লিখে রাখো। যেসব গুরুত্বপূর্ণ লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করার বিষয়টি তুমি এড়াতে পারবে না তাও লিখে রাখো।

Ans: Make out a plan for your new week. You may use a diary or start writing the notes in your computer or hand phone as well. Whatever the medium be, use the one which is most convenient to you. Write down, what most important tasks' you will have to attend. Also write which most important people you can't miss to meet.

৩৮. ভালো লোকজন অন্যদের মধ্যে ভালো গুণ খুঁজে পায় এবং তাদের সাথে বন্ধুসুলভ, শোভন এবং সৎ আচরণ করে। স্বাভাবিকভাবেই অন্যরাও তাদের সাথে একই আচরণ করে। এই ভালো লোকগুলো যেখানেই যায় তারা সেখানে অনেক বন্ধু বানাতে পারে এবং সুখে থাকে। অন্যদিকে, অপরিণত লোকেরা যেখানে যায়, সেখানে খারাপটা খুঁজে পায় এবং মানুষের সাথে স্বার্থান্ধ ও খারাপ ব্যবহার করে।

Ans: Good people see goodness in others and deal with them friendly, fair and honest ways. Naturally others treat them in the same way. These good people make many friends whenever they go and are happy. Immature people, on the other hand, see evil

CS CamScanner

whenever they go and deal with other in the selfish and rough ways.

৩৯. গত কয়েক বছরে অনেক দেশ বিভিন্ন প্রকার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে। মানব ইতিহাসে এটা একটা অভিনব ভয়ানক উন্নয়ন। খুব কম ঘটনাই পারমাণবিক যুদ্ধ থেকে ভয়ানক হতে পারে। পারমাণবিক যুদ্ধে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই ধ্বংস হয়ে যাবে। যে অল্প কিছু প্রাণী বেঁচে থাকবে তারা জীবনের জন্য ক্ষতিকারক তেজস্ক্রিয়তা বা বৈদ্যুতিক রশ্মির কবলে পড়বে।

Ans: Various kind of nuclear weapons have been produced in the past few years by many countries. This is a new and a terrible development in the history of man. Very few events can be more frightful than a nuclear war. In a nuclear war, most of the world's population will be exterminated. The few living creatures that survive will be exposed to radiation or to electrical rays harmful to life.

৪০. কেউ চেষ্টা করলে সে তার কাজে সফল হতে পারে। আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজেকে সাহায্য করে। আমরা এ শিক্ষা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জীবন-গল্প থেকে শিখি যারা পৃথিবীতে মহান হয়েছেন। শিক্ষা হোক আর সম্পদ হোক, কেউ তা অর্জন করতে পারে না যদি সে নিজে চেষ্টা না করে। এই সত্যটিকে আমাদের মনে রাখা উচিত।

Ans: One can become successful in work if one tries. God helps him who tries himself. We learn this lesson from the life-stories of those, who have become great in the world. Be it learning or wealth, nobody can achieve it if he does not try himself. We should remember this truth.

৪১. স্বাস্থ্য বলতে শরীরের ভালো অবস্থাকে নির্দেশ করা। একজন স্বাস্থ্যবান দিনমজুরও সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে রাতে একটি আরামের ঘুম ঘুমাতে পারে। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি জীবনে সুখী হতে পারে না। ভালো স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম প্রয়োজন। শারীরিক ব্যায়াম করার অনেকগুলো উপায় রয়েছে। এটা হেঁটে অথবা ব্যায়ামাগারে গিয়ে করা যেতে পারে। এর সাথে সাথে সুষম খাদ্যেরও দরকার রয়েছে।

Ans: The sound condition of body means health. A healthy day-labour also can enjoy sound sleep at night with his entire satisfaction of mind. A man without health cannot become happy in life. To build good health, regular exercise is necessary. There are many ways of taking physical exercise. It can be secured either by walking or gymnastics. Along with this, a balanced diet is also necessary.

৪২. যে সকল গুণ মানুষকে সত্যিকার অর্থে মহৎ করে তোলে সত্যবাদিতা তাদের মধ্যে অন্যতম। সত্য কথা বলার অভ্যাসের চর্চা যদি আমরা না করি তাহলে কখনো আমরা অন্যের সম্মান অর্জন করতে পারব না। কোন মিথ্যা দীর্ঘদিন গোপন থাকে না। আজ হোক, কাল হোক সেটা প্রকাশ পায়ই। তখন মিথ্যাবাদীর প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ পায় এবং কেউ তাকে বিশ্বাস করে না।

Ans: Truthfulness is the greatest of all the virtues which make a man really great. If we do not cultivate the habit of speaking the truth, we will never win the respect of others. A lie never lies hidden for long. Today or tomorrow it comes to light. Then the real character of the lair is revealed and nobody trusts him.

৪৩. আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু কোনো জাতি চেষ্টা ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। আবার, একটি দেশের জনগণকে সেই স্বাধীনতা সংরক্ষণে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব।

Ans: We are the citizens of an independent country. Independence is the birth-right of man. But no nation can achieve independence without efforts. Again the people of a country must be determined to preserve that independence. It is the sacred duty of every citizen to preserve the independence of his motherland.

৪৪. আমরা সকলে বীর হতে পারি না আর নিপীড়িতদের মুক্তির জন্য যুদ্ধও করতে পারি না। তবে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদেরকে সুখী করতে পারি। আমরা সকলে দয়ালু, ধৈর্যশীল এবং স্নেহশীল হতে পারি। হতে পারি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং আনুগত। এগুলোই জীবনের মহত্তম বিষয়। এগুলো ছাড়া পৃথিবী কখনোই সুখী হবে না।

Ans: We cannot all be heroes and fight for the freedom of the oppressed. But we can, each one of our, any life happier for those around us. We can all be kind, patient and loving. We can all be truthful, humble and obedient. These are greatest things in life. Without these the world will never be happier.

৪৫. বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ। কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা ক্ষুদ্র নয়। এই দেশে ১৬ কোটি লোক বসবাস করে। তাহাদের অধিকাংশ দরিদ্র। তাহারা দিন আনে দিন খায়। আমাদের উচিত তাহাদের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করা। চেষ্টা করিলে অসাধ সাধন করা যায়।

Ans: Bangladesh is a small country But is't population is not so. 16 crore people live in this country. Most of them are poor. They lives from hand to mouth. We should try to better their fate. Any unattainable can be attained if tried hard.

৪৬. ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষিখাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে।

Ans: Bangladesh is a very disastrous country because of its geographical position. Moreover, Bangladesh is one of the most vulnerable countries in the world because of climate change. The agriculture sector is the worst sufferer of the natural calamity.

৪৭. নাসিরউদ্দিন দিল্লীর একজন সম্রাট ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক সুলতান। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তাই তিনি দিল্লির দরবেশ সুলতান নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাজকীয় কোষাগার থেকে কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করতেন না। তিনি টুপি সেলাই ও পবিত্র কোরআনের অনুলিপি তৈরি করতেন এবং এভাবে তিনি তার পরিবার পরিচালনা করতেন। তাঁর স্ত্রী নিজ হাতে খাবার রান্না করতেন।

Ans: Nasiruddin was an emperor of Delhi. He was a pious Sultan. He lived a very simple life. For this he was known as the Darvish Sultan of Delhi. He did not take any money from the royal treasury. He used to sew caps and make copies of the Holy Quran and thus he maintained his family. His wife used to cook food with her own hands.

৪৮. জাপানিদের আয়ু বৃদ্ধির হার দশকের মধ্যে ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা স্থির অবস্থায় আছে। এটা ২০১০ এবং ২০১১ সালে কিছুটা বৃদ্ধি এবং ২০১২ এবং ২০১৩ সালে তা সমতা হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় কম শিক্ষিত জাপানিদের মধ্যে বিস্ময়কর মৃত্যু হার বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

Ans: Life expectancy for Japanese had been rising decades, but it has stagnated in recent. years. It inched up in 2010 and 2011, and was flat in 2012 and 2013. Recent research has documented surprising increases in death rates among less educated Japanese.

৪৯. গনি মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। তার নিজস্ব কোন জমি নাই। তিনি অন্যের জমি চাষাবাদ করেন। তিনি সেখানে ধান ও পাট আবাদ করেন। সে ফসলের অর্ধেক পায়। তিনি তার ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে বড় অংকের টাকা ব্যয় করেন।

Ans: Gani Mia is a poor peasant. He has no land of his own. He tills the land of other people. He grows paddy and jute there. He gets half of the product. He spent a large sum of money on the occasion of his son's marriage.

৫০. অধিক মেধা, অতিরিক্ত অর্থ বা সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত মানুষের কথা ভেবে আমরা নিজেদেরই অসুখী করে ফেলি। কিন্তু এটা হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেকেরই সন্তুষ্ট থাকার মতো কিছু না কিছু আছে। অন্যের কথা না ভেবে তোমার নিজের মেধা এবং প্রাপ্ত কৃপা সম্পর্কে কেন ভাবো না? শুধু এটা করার চেষ্টা কর। ঐসব হীনমন্যতা থেকে মুক্তি পেতে এটা এক অমোঘ ওষুধ।

Ans: We make ourselves unhappy by looking at others who have more talent, more money or opportunities. But this need not be so. Everyone has something to be grateful for. Why not count your own talents and blessings, instead of counting others? Just try it. It's an unfailing cure for that feeling of inferiority.

৫১. আমাদের জীবনে যৌবনকাল হলো সর্বোৎকৃষ্ট সময়। এ সময়েই আমাদের পরিশ্রম, সত্যবাদিতা, ভালো গুণ এবং সাধুতার বীজ বপন করতে হবে যাতে আমরা সমৃদ্ধি এবং সুখের ফসল আহরণ করতে পারি। এজন্য আত্ম-পর্যবেক্ষণ; আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও সময়নিষ্ঠ হওয়া দরকার।

Ans: Youth is the best time in our life. We must sow the seeds of industry, truthfulness, virtue and honesty in this season to reap the harvest of prosperity and happiness. These need the exercise of constant self-watchfulness, self-discipline and self-control.

৫২. বলা হয়ে থাকে আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ইউরোপের বুদ্ধি বৃত্তিক আন্দোলনের সময় থেকেই। এটা শুধু মানুষের জীবনেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বয়ে আনেনি বরং তা মানুষের মনোজগতের পুনঃসংস্কার ও প্রসারণ সাধন করেছে। বিজ্ঞান আমাদের চিন্তার পরিধিকে বিস্তৃত করেছে এবং সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে। সূচনাকালীন সীমাবদ্ধ নয় বরং তা বাস্তবক্ষেত্রেও ফলপ্রসূ প্রভাব বিস্তার করছে।

Ans: The journey of modem science is said to have begun in the era of European Enlightenment It has not only brought about a remarkable change in the way of human life but also reshaped and renovated human psyche. Science has enlarged the range of our thought and speeded up social progression. Like the beginning, science has not been confined to mere theory but it has fruitful practical output.

৫৩. লোহা একটি অতি প্রচলিত ধাতু। এটি বিশুদ্ধ অবস্থায় খনিতে পাওয়া যায় না। এটি চুল্লিতে গলানো হয়। লোহা

CS CamScanner

যখন খুব গরম হয়, তখন এটি লাল এবং নরম হয়ে যায়। লোহার সাথে কাঠ কয়লা মিশিয়ে স্টিল তৈরি করা হয়।

Ans: Iron is a very common metal. It is not found in the mine in pure condition. It is melted in a furnace. When iron gets very hot, it becomes red and soft. Steel is made by mixing charcoal with iron.

৫৪. কর্মই জীবন। এটা স্বাস্থ্য ও সুখের আসল উৎস। মানুষ সম্পূর্ণ অলস থাকতে পারে না। তাদের অবশ্যই কিছু না কিছু করা বা চিন্তা করার মতো কিছু থাকতে হবে। অলস মানুষ খারাপ চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং সর্বস্বান্ত হয়।

Ans: Work is life. It is the true source of health and happiness. Man cannot be all together idle. The must have something to do or think upon. An idle man is busy with evil thoughts and goes to ruin

৫৫. দেশের উন্নয়নে রাজস্ব বিভাগ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। লিখে এর ভূমিকা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। রাজস্ব ব্যতীত উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব। তাই আমাদের আয়কর প্রদান করা উচিত। আমাদের সবার এর গুরুত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন।

Ans: In the development of our country revenue development plays a special role. It is impossible to describe its importance in writing. Without revenue development is approximately impossible. So we should pay income tax. We all should realize its' importance.

৫৬. জনাব ইসলাম সঠিক বলেছেন। অনেক মানুষ শহরে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বা অজান্তে তাদের শিকড় ভুলে যায়। জনাব ইসলাম ও তার পরিবারের লোকজন মহৎ- তারা তাদের শিকড়কে কখনো ভুলে যাননি। তারা কেবল তাদের শিকড়কে আকড়ে ধরেই রাখেননি, অন্যরা যাতে তাদের শিকড়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, সেজন্য তাদের আলোকবর্তিকা বহনকারী হয়েছেন।

Ans: Mr. Islam said right. Many people migrate to city and willingly or unintentionally forget their root. Mr. Islam and his family members are great, they never forget their root. Not only they grasp their roots but also they are carrying a torch for the people so that people show respects on their roots.

৫৭. প্রবাসী আয়ে রেকর্ড গড়ল বাংলাদেশ। সদ্য সমাপ্ত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবাসীরা যে পরিমাণ অর্থ পাঠিয়েছেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অর্থবছরে এত পরিমাণ প্রবাসী আয় আগে কখনো আসেনি। গত জুন মাসে প্রবাসীরা ১৩৬ কোটি ৮০ লাখ ডলার পাঠায়। ফলে গত অর্থবছরে প্রবাসী আয় বেড়ে ১ হাজার ৬৪২ কোটি ডলার হয়েছে। গত অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি আয় আসে মে মাসে। ওই মাসে প্রবাসীরা পাঠিয়েছিল ১৭৫ কোটি ৫৭ লাখ ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ ১৪ হাজার ৮৩৫ কোটি টাকা। এদিকে বিপুল পরিমাণ প্রবাসী আয় আসার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে হয়েছে ৩ হাজার ২৫৭ কোটি ডলার। ব্যাংক খাতের তারল্য অবস্থা ভালো করতে প্রবাসী আয় ও ভালো রপ্তানির বিকল্প নেই।

Ans: Bangladesh has beaten the record of remittance. In recently concluded fiscal year of 2018-19, expatriates did not send the amount of remittance in a fiscal year they sent in the history of Bangladesh. Expatriates sent $136 crore 80 lakh in last june. As a result, remittance has increased by $1 thousand 642 crore. Most of the amount of remittance came in May of last fiscal year. Expatriates sent $175 crore 57 lakh remittance in that month. It is Tk. 14 thousand 835 crore in terms of money. Due to the huge earnings of remittance, reserves of Bangladesh Bank has reached to $3 thousand 257 crore. There is no alternative to remittance and exports in keeping liquidity in banks stable.

৫৮. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়া ও তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট। আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার সারাদেশে প্রায় পনের হাজারেরও অধিক কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছে। জাতীয় ই-হেলথ নীতিমালা ও ই-হেলথ কৌশল তৈরির কাজ সমাপ্তির পথে। স্বাস্থ্য খাতসহ বিভিন্ন খাতের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে গত পাঁচ বছরের ব্যবধানে দেশের জনগণের গড় আয়ু ৬৯ হতে ৭২.৮ বছরে উন্নিত হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের টেকসই উন্নয়নে প্রণীত "সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ" লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

Ans: To implement the 'Sonar Bangla' of Father of the nation Bangabanbhu Sheikh Mujibur Rahman and vision 2021 and vision 2041 of his well-qualified daughter Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, Ministry of Health and Family Welfare is fully determined. This ministry has been working relentlessly for reaching the modern and promoted health services to the doorsteps of people. Government has established more than 15,000 clinics across the country. Preparing the National e-health policy and e-health strategy is on the last step. Over the last five years, the average life expectancy of people has been increased from 69 to 72.8 years due to unimaginable progress in health sector and others too. The present government is stubborn to achieve the adopted goal "To ensure healthy lives and promoting well-being for all people of all ages by 2030".

৫৯. ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। আমাদের দেশে প্রচুর ধান উৎপাদন হয়। আমাদের সকলের উচিত দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করা। পরিশ্রম ব্যতিত অধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব নয়। বর্তমানে আমরা উন্নত জাতের ধান চাষ করি।

Ans: Rice is our main food. There is plenty of rice produced in our country. We all should work hard to reduce poverty. Excessive crop production is not possible without hard work. At present, we grow advanced varieties of rice

৬০. আফগানিস্তান থেকে জঙ্গিবাদ উৎখাতের নামে চলছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক তৎপরতা। দেশটিতে এখনো ১১ হাজার সেনা সদস্য মোতায়েন রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু বাস্তবতা হলো-আফগানিস্তানের ৭০ শতাংশ এলাকায় তালেবান প্রবল মাত্রায় সক্রিয়। এর মধ্যে কিছু এলাকা পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে এবং বাকি এলাকাগুলোতে তাদের প্রকাশ্যে সদস্যেরা আছে, যেখানে হরহামেশা তারা হামলা চালায়। গতকাল বুধবার প্রকাশিত বিবিসির অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। আফগানিস্তানে তালেবান তৎপরতার এ চিত্র।

Ans: US military action is going on in Afghanistan in the name of overthrowing militancy. But in fact, Talibans are intensely active in 70% area of Afghanistan. The United States has still deployed 11,000 troops in the country. Some of these areas are completely under their control and in other areas they have public walks, where they attacked foquently. Taliban's militancy has been published in the BBC's investgation report revealed on Wednesday.

৬১. রমেশ ও আজিজ বড় ভালো ছেলে। তাহারা একই গ্রামে বাস করে এবং একই স্কুলে পড়িতে যায়। রমেশ এর ইচ্ছা বড় হইয়া সে চিকিৎসক হইবে। আজিজ এর ইচ্ছা সে শিক্ষক হইবে। তবে দুইজনেরই ইচ্ছা বিদেশে না গিয়ে দেশেই কাজ করিবে।

Ans: Romesh and Aziz are very good boys. They live in the same village and go to the same school to study. Romesh's intention is to become a doctor. Aziz's intention is to become a teacher. But both of them have dream that they will do for country rather go abroad.

৬২. সময় অত্যন্ত মূল্যবান। এই মূল্যবান সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। কোনো ব্যক্তিই ইহাকে থামাইয়া রাখিতে পারে না। ইহার গতিতে কোনো যতি নেই। যে ব্যক্তি সময়ের সদ্ব্যবহার করে তাহার সাফল্য অনিবার্য।

Ans: Time is very valuable. This valuable time does not wait for anyone. No one can stop it. It has no steadiness in its speed. The man who uses the time properly, his success is inevitable.

৬৩. নিয়মিত খেলাধুলা করলে শরীর ভালো থাকে। আর শরীর ভালো থাকলে মনও ভালো থাকে। পড়ার সময় পড়া আর খেলার সময় খেলা অতি উত্তম নিয়ম। সারাদিন খেলা করা ভালো নয়। সারাদিন পড়াও ভালো নয়।

Ans: Regular exercise makes body fit. And if body keeps fit, mind also remains good. It is the best rule and regulation while reading to read and playing to play. It is not good to play all time. Reading all time is also not good.

৬৪. রবীন্দ্রনাথ বুঝিছিলেন, দেশের গ্রামগুলোর উন্নতি না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না; গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলোক দিতে হবে, বৌ ছেলে-মেয়েদের সংসার নিয়ে সুখে বাঁচবার উপায় করে দিতে হবে। তিনি কোনোদিনই ভোলেননি যে এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ চাষ করে খায় এবং চাষীদের দুঃখ দূর করতে হলে সকলের আগে কৃষির উন্নতি করতে হবে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করে যাতে বেশি ফসল ফলানো যায় তার জন্য তিনি নিজের ছেলেকে পাঠালেন জাপানে, আর জামাইকে পাঠালেন আমেরিকায় চাষ কাজ ভালোভাবে শিখে আসবার জন্য। এদিকে নিজে বীরভূম জেলার বোলপুরের কাছে কিছু জমি কিনলেন পরীক্ষার-জন্য, যাতে দরিদ্র কৃষকগণ এক জমিতে কয়েক রকম ফসল ফলাতে পারে।

Ans: Rabindranath realized the country would not be saved unless the villages of the country were developed. The light of education should be given to the people of the villages and opportunities should be given to live in happiness with wife and children. He never forgot that most of the people of this country lived on cultivation and agricultural development was the first duty to remove the suffering of the farmers. He sent his son to Japan and his son in law to America to learn cultivation well so that more crops could be grown by cultivating in scientific ways. Again he bought some plots of land near Belpur of the district Birbhum to

CS CamScanner

examine how the poor farmers would be able to grow several kinds of crops in a land.

৬৫. একদিন সন্ধ্যায় আমি বুড়িগঙ্গা নদীর ধারে একা হাঁটছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার ছোট বোন নওরীন আমার দিকে ছুটে আসছে। নওরীনের বয়স মাত্র ছ'বছর। আমার কাছে এসেই সে কেঁদে ফেলল। বলল, "তুমি আমাকে সূর্যাস্ত যাবার আগে ডাকলে না কেন?"

Ans: I was walking lonely on the bank of the river Buriganga at one evening. Suddenly I saw that my younger sister Nawrin was running towards me. Nawrin is only of six years old. No sooner had she come to me than she cried. She said, "Why didn't you call me before the sunsets"?

৬৬. নজরুল ইসলাম মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি ছিলেন এবং সেহেতু আমাদের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি মেহনতি মানুষের কবি ছিলেন। তাঁর কলম তাঁর গান এবং কবিতাকে মানুষের দুঃখ-কষ্টের বর্ণনায় করেছিলেন সমুজ্জ্বল। নজরুল ইসলাম যে প্রক্রিয়াটি শুরু করেছিলেন সেটি এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের দায়িত্ব তার অসমাপ্ত কাজটি সম্পূর্ণ করা।

Ans: Nazrul Islam was a poet of Muslim renaissance and as such deeply influenced the life of our middle class intelligentsia. But he was also the poet of the toiling messes. His pen blazoned forth in songs and poems depicting the sorrows and woes of our people. The process began by Nazrul Islam is yet far from complete. It is the responsibility of the litterateur of Bangladesh to complete his unfinished task.

৬৭. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মুক্তিবাহিনীর ৭নং সেক্টরের একজন কর্মকর্তা হিসেবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাকে ১৪ ডিসেম্বর রাজশাহী বিভাগের চাপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে যুদ্ধের দায়িত্ব দেয়া হয়। বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

Ans: Captain Mohiuddin Jahangir was an officer in the Bangladesh Army during the 1971 liberation war. He was an officer in sector 7 of the Mukti Bahini. He was given the responsibility to fight at the Chapai Nawabganj border at Rajshahi district in 14 December. In recognition of his valour and sacrifice in the War of Liberation. Mohiuddin Jahangir was awarded with the highest state honour of Birsreshtha.

৬৮. একজন ভালো ছাত্র নিয়মিত অধ্যয়ন করে। সে পিতামাতা এবং শিক্ষকদের অনুগত থাকে। সে মিথ্যা বলে না এবং অসৎ পরিহার করে। সে দেখতেও ভদ্র এবং বুদ্ধিমান। প্রতিদিন বিকালে সে ভালো ছেলেদের সাথে এক ঘণ্টা খেলাধুলা করে। কেউ তাকে অপছন্দ করে না।

Ans: A good student reads regularly. He obeys his parents and teachers. He neither tells a lie nor keeps bad company. He looks gentle and intelligent. Everyday he plays for an hour with good boys in the afternoon. Nobody dislikes him.

৬৯. লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা বর্গের প্রতি যে কোনো কাজ বিশেষত সুযোগ-সুবিধা বা অর্জন প্রত্যাখ্যান করাকে লিঙ্গ বৈষম্য বলে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা বৈষম্য বিষয়টাকে নারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। এটা আমাদের দেশে খুবই আলোচিত একটি ব্যাপার। যদি আমরা লিঙ্গ বৈষম্য থেকে বের হয়ে আসতে না পারি তাহলে আমরা আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারব না।

Ans: Gender discrimination is any action that specifically denies opportunities, privileges or reward to a person or a group on the basis of gender. In case of Bangladesh, we use the term of the discrimination against the woman. It is a much-talked issue in our country. If we cannot get rid of gender discrimination, we cannot ensure a smooth development of our country.

৭০. বন্ধুত্ব সহজ হলেও এটি টিকিয়ে রাখা কঠিন। এই জন্য, জ্ঞানীলোকের বন্ধুর সংখ্যা কম। বন্ধুর বিপদে যে ব্যক্তি পিছু হটে না সেই আসল বন্ধু। তাই বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার। বন্ধু নির্বাচনের পূর্বে যাচাই-বাছাই যথাযথ হলে পরে আর আফসোস করতে হয় না।

Ans: Friendship is easy but it is difficult to maintain. For this reason, wisemen limit the circle of friends. A person, who does not retreat from sacrificing his life for the sake of a friend in danger, is a true friend. So we must be careful of selecting friends. If we examine a person properly before making friendship with him, there will be no scope of repentance in later.

৭১. আমরা বাংলাদেশে বাস করি। এটি সুন্দর একটি দেশ। আমাদের দেশের মাটি উর্বর। আমরা এখানে ধান, পাট ও ইক্ষু উৎপাদন করি। এছাড়াও গম, আলু, ডাল ও বাদাম উৎপাদন করি। শাকসবজি ও ফলও আমরা উৎপাদন করি। বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রামে পাহাড় রয়েছে। সেখানে আমরা চা উৎপাদন করি।

Ans: We live in Bangladesh. It is a beautiful country. Our country has fertile land. We grow rice, jute and sugarcane on it. We grow wheat, potato, Pulse, groundnut and other crops too. We also grow vegetables and fruits. There are hills in Sylhet and Chittagang. We grows tea there.

৭২. এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অধঃপতনের শিকার হয়েছে। এর পিছনে অনেক কারণ বিদ্যমান। তার মধ্যে অন্যতম হলো বেসরকারি/ব্যক্তিগত শিক্ষাদান। আজকাল একজন ছাত্র ব্যক্তিগত শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া পরীক্ষা পাশের কথা চিন্তাও করতে পারে না। কিন্তু কেন?

Ans: There is no denying fact that the standard of our education has suffered a deterioration. The causes are many. The most important of them is the system of private tuition. Now a day, a student cannot think of passing the examination without the help of a private tutor. But why?

৭৩. কাজ করতে গেলে অনেক বাধা আসতে পারে। কিন্তু অধ্যবসায়ী মানুষ এতে কখনো নিরুৎসাহিত হয় না। সে সাফল্য লাভ না করা পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যায়। বার বার চেষ্টা ছাড়া কোন মহৎ কাজ সম্পাদিত হয় না। এসব বাধার সাথে কিভাবে সংগ্রাম করতে হয় অধ্যবসায় তা আমাদের শিক্ষা দেয়।

Ans: In this life there are no gains without pains. Life, indeed, would be dull if there were no difficulties. Games lose there zest, if there is no struggle and if the result is a forgone conclusion. Both winner and loser enjoy a game most if it is closely contested to the last.

৭৪. বই মানব জীবনের সর্বোত্তম সঙ্গী। তোমার অবশ্যই ভালো বন্ধু আছে কিন্তু প্রয়োজনে তুমি তাদের পাবে না। তারা তোমার সঙ্গে ভালোভাবে কথা নাও বলতে পারে, এক-দুই জন ভুল প্রমাণিত হতে পারে এবং তোমার অনেক ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু বই সর্বদাই তোমার পাশে থাকার জন্য প্রস্তুত। কিছু বই তোমাকে হাসাতে পারে। কিছু বই তোমাকে অনেক আনন্দ দিতে পারে। আবার কিছু বই তোমাকে জ্ঞান এবং নতুন ধারণা দিতে পারে।

Ans: Books are men's best companions in life. You must have very good friends but you cannot get them when you need them. They may not speak gently to you. One or two may prove false and do much harm. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh. Some others may give you much pleasure. Others again may give you knowledge and new ideas.

৭৫. ভারত বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ব বাংলার মানুষ যারা পূর্ব পাকিস্তান হওয়াকে বেছে নিয়েছিল, খুব দ্রুতই উপলব্ধি করল যে তারা শুধু এক ঔপনিবেশিক শাসনের পরিবর্তে অন্য আরেক উপনিবেশিক শাসনের অধীনে এসেছে। এই পূর্বানুমান খুব দ্রুতই বাস্তবে আসল যখন পাকিস্তান উর্দুকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চাইল।

Ans: Soon after the partion of India, the people of East Bengal, which had opted to become East Pakistan, realised they had exchanged one colonial regime for another. This pre-sentiment was soon confirmed, when Pakistan tried to impose Urdu as the national language.

৭৬. যেহেতু সাহিত্য চর্চা ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের শিল্পের আলোয় প্রতিফলিত হতে শেখায়, সেহেতু সাহিত্য চর্চা ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষার এক জটিল উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়। এটা মানুষকে জীবন ও সত্য সম্পর্কে শিখতে সাহায্য করে। সাহিত্য মানুষকে অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকে দেখতে শেখায়। পরিচিতি নির্ভর সাহিত্য তার পাঠককে চারপাশের মানুষের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মাধ্যমে অন্যের কাছে জীবনের অর্থ কী সেটা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

Ans: For students, studying Literature is a critical component in education, as it teaches students to see themselves reflected in art. This allows people to learn about life and truth. Literature also helps people to see life from the perspective of another. Identity based literature teaches the reader what life is like for others, helping them to be more understanding and respectful of those around them.

৭৭. মিথ্যা বলা মহাপাপ। মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করেনা। প্রত্যেকেই তাকে ঘৃণা করে। সে জীবনে উন্নতি করতে পারে না।। আমাদের কখনো মিথ্যা বলা উচিত নয়।

Ans: To tell a lie is a great sin. Nobody likes a liar. Everybody hates him. He can not prosper in life. We should never tell a lie.

৭৮. মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অস্তিত্বের ঠিকানা। আমাদের জীবনে মুক্তিযুদ্ধ কেবল একটি শব্দই নয়। মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি বাঙালীর অন্তরের এক অনন্ত বহ্নি শিখার ন্যায়। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালীর গৌরব আর গর্ব, বাঙালীর চেতনা, বাঙালীর ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা।

Ans: Great Liberation war our destiny of existence. In our life Mukti Jodhdho (liberation war) is not

only one word it is the name of endless flame in every bangali's heart. Mukti jodhdho is bangalis pride and bópor, banglais spirit, banglais rock solid determination.

৭৯. বাংলা ১৪২৬ সালের পহেলা বৈশাখে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল উৎসব ভরপুর। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বিভিন্ন বিভাগে আয়োজন করা হয় শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গোটা ক্যাম্পাস ছিল মুখরিত। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিল অনেক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী।

Ans: The University was full of festival on Pohela Baishakh in Bangla year 1426. The Vice Chancellor of the university inaugurated the new year celebration. Different department organized rally and cultural programs. The full campus become joyfull with the spontaneous participation of students. Many ex-students came to participate in New Year celebration.

৮০. জনসংখ্যা সমস্যা আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা। আমাদের জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। দেশের লোকের স্বাস্থ্য তেমন ভালো নয়। তাদের অনেকেই অপুষ্টিতে ভুগছে। যে পরিমান খাদ্য তাদের জন্য প্রয়োজন তা তারা পায় না। আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করতে পারি না। অধিক খাদ্য উৎপাদন করে খাদ্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। সেজন্য আমাদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করতে হবে।

Ans: Population problem is one of the greatest problems in our country. Our populaton is increasing continuously. The health of the population of our country is not so good. Many of them are suffering from malnutrition. They do not get as much food as they need. We cannot producé adequate food. The demand can be fulfilled by much food production. For this reason, we have to work hard. In order to solve our food crisis, we have to cultivate in scientific way.

৮১. কিছু কিছু মানুষ জাতি হিসেবে দিয়েছেন সম্মান, গৌরব, আত্মমর্যাদা। তাঁদের কেউ ইতিহাসের পথ পার হতে সাহায্য করেছেন আমাদের। সারা বিশ্বে কেউ ছড়িয়ে দিয়েছেন সুনাম। কেউ গড়ে তুলেছেন আমাদের মন। তাঁরা আমাদের নায়ক। তাঁদের এগিয়ে যাওয়ার পথ ছিল কঠিন, কিন্তু লক্ষ্য ছিল একাগ্র।

Ans: Some men have given us honour, glory and prestige as a nation. Some of them have helped us to cross the path of history. Some of them have spread name and fame all over the world and some have moulded our mind. They are our hero. Their paths to proceed were hard, but they had a singleness of purposes is their aim.

৮২. টানা চুরাশি দিন কোন মাছ ধরা দেয়নি জেলেদের জালে। বয়সের ভারে ক্লান্ত প্রায় সবাই। মানুষ জেলেদের খুব একটা সম্মানের চোখে দেখে না। অভিমানী এক জেলে একদিন নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সাগরে। একটি বিশালকায় মাছ ধরা পড়লেও মাছটি নৌকায় তুলতে পারেনি জেলে। সেই বিপর্যস্ত অবস্থাতেও ভেঙ্গে না পড়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে থাকে জেলে। প্রখ্যাত মার্কিন লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সি' এর কাহিনী নিয়ে এমনি একটি নাটক উপস্থাপন করল নাগরিক নাট্যগোষ্ঠী।

Ans: No fish was caught in the net in eighty four days at a stretch. Almost all are tried for agedness. Man hardly respect the fishermen. Once a piqued fisherman set out with his boat in the sea. Though a very large fish was caught. The fisherman was failed to lift the fish. In spite of that topsy, turvy situation without being dishearten the fisherman was dreaming with new enthusiam. Such a play about the eminet American writer Arnest Hemingways 'The old man and the Sea' was present by Nagorik Nattoghosthy.

৮৩. সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে গত এক দশকে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। দেশের প্রায় দুই কোটি মানুষ বর্তমানে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এর হিসাব অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে বাড়ি ভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ প্যানেলের সংখ্যা ৩৫ লাখ। শুধু সৌরবিদ্যুৎ নয়, নবায়নযোগ্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস কাজে লাগিয়ে জ্বালানী ব্যবহারও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। দিন দিন বেড়েই চলেছে এর চাহিদা। এই অবস্থায় নবায়নযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব শক্তির উৎস ও শক্তির বিভিন্ন ব্যবহার নিয়ে রাজধানীতে 'গ্রীন এনার্জি এক্সপোর্ট' শীর্ষক এক প্রদর্শনীও হতে দেখা গেল।

Ans: over the past decade, there has been occurred a radical change in Bangladesh in the field on using solar power. At present, nearly two crore people of the country are obtaining power facility through the use of solar power. According to infrastructure Development Company Ltd., A government owned institution, now the number of house based solar power panels in 35 lacs. The fuel use has also increased than before not only by using solar power

but also by using manifold renewable natural sources. Its demand is increasing day by day. At this stage regarding renewable and environment friendly power source and manifold uses of power an exhibition entitled 'Green Energy Export' has been seen to be held in the capital.

৮৪. প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই নিহিত রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। একটি শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা, মেধা রয়েছে তা বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ অপরিহার্য। অনেক বাবা-মা রয়েছে, যারা শিশুদের প্রতিভা বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরী করার বিষয়ে আদৌ সচেতন নয়। সামান্য কারণে আমারা শিশুদেরকে ধমক দিয়ে থাকি; এমনকি প্রহারও করে থাকি। বাবা মাকে মনে রাখতে হবে যে, পর্যাপ্ত অনুকূল পরিবেশই একটি শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখতে পারে।

Ans: Endless potential lies in every child. Favourable invironment is necessary to explore the dormant genius and intellect embedded in a child. There are lots of parent who are not at all aware of creating congenial environment to help the children explore their potentials. We rebuke and even beat children for trival reasons. But have we evern thought that if a child is rebuked without any reason, how much he may be affected? Trifle childish problems are to be detected correctly to rear the children in accordance with the intention of the parent and efforts need to be cordially continued to uproot those problems. Parents should remember that sufficient congenial environment can contribute to explore the dormant potentials of a child.

৮৫. মিথ্যা বলা খুবই খারাপ কাজ। কখনও মিথ্যা বলবে না। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। সকলে তাকে ঘৃণা করে। সে জীবনে উন্নতি করতে পারে না। যে জীবনে একবার মিথ্যা বলে সকলে তাকে মিথ্যাবাদী বলা আরম্ভ করে। সকল ধর্মেও মিথ্যা বলাকে প্রবলভাবে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। ছোট ছোট মিথ্যা অনেক সময় বৃহৎ সমস্যার সূত্রপাত ঘটাতে পারে। তাই আমাদের কখনও মিথ্যা বলা উচিত নয়।

Ans: To tell a lie is a geat sin. Never tell a lie. Nobody believes a liar. Everybody hates a liar. He cannot prosper. in life. Everybody starts calling one a liar who has once told a lie. Telling a lie has been discouraged a lot in every religion. Little lies can cause big scrape. So we should never tell a lie.

৮৬. গত শনিবার স্কুল ব্যাংকিং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে বিভিন্ন ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছাড়াও ব্যাংক হিসাবধারী প্রচুর শিক্ষার্থী অংশ নেয়। দেশে বর্তমান প্রায় তিন কোটি স্কুল শিক্ষার্থী আছে। তারমধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রায় দুই লাখ শিক্ষার্থী। শিশুরা নানা অনুষ্ঠানে বড়দের কাছ থেকে টাকা পায়।

Ans: School banking conference hold/carried out on last Sunday. Besides many high officials of different banks, many a lot of account holder students participated in the conference. At present there are approximately three crore school students in the country. Two lac of them have been involved with banking system. Children get money from the elder in different occasion/programs.

৮৭. পরিবেশ দূষণের কারণে সারা পৃথিবীতে বিশুদ্ধ পানির সংকট তীব্র রূপ ধারন করেছে। বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে দূষিত পানির কারণে প্রতিদিন হাজার হাজার শিশু মারা যাচ্ছে। যদিও ২০১০ সালে জাতিসংঘের এক ঘোষনায় বিশুদ্ধ পানির অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তবুও এখনও বিশ্বে প্রায় ১১ শতাংশ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। অথচ, নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিশুদ্ধ পানির এমন সঙ্কট অনাকাঙ্খিত।

Ans: The scarciy of water has become complex in the whole world due to environmental pollution. Thousands of children die every day because of contaminated water especially in the countries of Asia and Africa. Although the right of fresh water has been declared as human right in a declaration of Uniter Nations in 2010, but still it is not possible to ensure the fresh water for approximately 11% people of the world. The situation has become worse during summer in Bangladesh. But this kind of crisis is undesirable in a river based country like Bangladesh.

৮৮. অতি সম্প্রতি কয়েকটি নুতন বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে। সেবার মান বিবেচনায় বেসরকারী ব্যাংকগুলো এগিয়ে রয়েছে বলেই সবার ধারণা। ব্যয় বেশী হলেও গ্রাহকরা তাই বেসরকারী ব্যাংকগুলোর উপরই বেশী আস্থা রাখছে। এক্ষেত্রে নতুন ব্যাংক চালুর মাধ্যমে আরো মানুষ উপকৃত হলেই নতুন বেসরকারী ব্যাংকগুলো অনুমোদনের সঠিকতা প্রমাণ হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাষ্য অনুযায়ী ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত গ্রামাঞ্চলে নতুন ব্যাংকগুলো শাখা খুলবে।

Ans: Most recent some new private commercial banks have formally inaugurated/started their

CS CamScanner

functions. It is the common idea of all that private banks are in ahead considering the services. So, the customers rely on private banks, despite the cost is high. If more people are benefited by these new banks, the appropriateness of the approval of these new private banks will be proved. According to speech of central bank, these new banks will open branch in rural area where people are deprived from banking services.

৯০. সূর্যের আলোতে রাতের অন্ধকার কেটে যায়। শিক্ষার আলো আমাদের অজানতার অন্ধকার দূর করে। আমাদের দৃষ্টিতে চারপাশের জগৎ আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। আমরা জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাই; শিক্ষার আলো পেয়ে আমাদের ভেতরের মানুষটি জেগে ওঠে। আমরা বড় হতে চাই, বড় হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। আমরা সুন্দর করে বাঁচতে চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। আর সুন্দর করে বাঁচতে হলে চাই জ্ঞান। সেই জ্ঞানকে কাজেও লাগানো চাই। শিক্ষার ফলে আমাদের ভেতরে যে শক্তি লুকানো থাকে তা ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। আমরা মানুষ হয়ে উঠি।

Ans: The darkness of night disappears at the sun light. The light of education dispels the darkness of our ignorance. In our surrounding world becomes much more beautiful. We find the new meaning of our lives; our inner soul arises getting the light of education. We want to be great, we try to be great. We want to live beautifully, want to live up to our reputation. And we need knowledge if we want to live beautifully. We want to utilize that knowledge too. By dint of education, the power which lies hidden in us arises slowly. We become human.

৯১. ভাষা কেবল ভাব প্রকাশের বাহন নয়। আমাদের সকল অস্তিত্ব ও অনুভূতির সঙ্গে ভাষা মিশে আছে। আমাদের আবেগ, অনুভূতি, অনুরাগ ও বিদ্বেষ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি। জাতির মনন, মেধা, তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, তার সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য ভাষার মাধ্যমে যুগ পরম্পরায় বাহিত ও অনুশীলিত হয়ে আসছে। সে অর্থে ভাষা ও জাতির পরিচয় অভিন্ন। ১৯৫২ সালে আমাদের ভাষিক সত্তা অস্বীকার করার সঙ্গে আবহমান কাল ধরে চর্চিত আমাদের সংস্কৃতি ও স্বকীয় অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছিল। কোন জাতিই তা সহ্য করতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষও তা পারেনি। একুশে ফেব্রুয়ারী বুকের রক্ত দিয়েই আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি মাতৃভাষার অধিকার।

Ans: Language is not way of only express feelings. Language is mixed up with all over existence and feelings. Our emotions, feelings, love and hatred are expressed through language. Thinking, intellect, history, traditions, culture and individuality of a nation are carried out and practiced era after era. In that case language and nation are identical. In 1952, not only our language is rejected but also our long ran tradition and inherent identity are denied. No nation can endure it. Bangladeshi people did not tolerate it. On 21st February, we established the right of our mother tongue by scarifying blood.

৯২. শিক্ষার দ্বারা মানুষ তার জ্ঞান ও দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটায় এবং দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্গঠন করে। এভাবে শিক্ষা মানুষের আচরণে পরিবর্তন আনে। মানুষের জীবনে তার পরিবেশ তা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় যাই হোক গুরুত্বপুর্ন প্রভাব ফেলে। শিক্ষার সাহায্যেই মানুষ সেসব প্রভাবকে ইতিবাচকভাবে তার প্রয়োজনে কাজে লাগায়। আর আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্জিত দক্ষতার ওপর এমন স্থায়ী পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে যার মাধ্যমে সে সমাজের একজন সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত হয়।

Ans: Through education people increase their knowledge and skills and reform their attitude. In this way, education brings change in human. Environment, social, cultural, economic, political or religious whatever it is, has a great influence on human life. Through education people utilize effects of environment positively. When necessary, education brings a permanent change in behavior, attitudes and skills of human beings. That makes someone a perfect person.

৯৩. পরিবেশই মানুষের মন মানসিকতা গড়ে তোলে। যে বাড়িতে শৃংখলা ভালো সে বাড়ির সন্তানেরা. অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল হয়ে থাকে। ঠিক উল্টোটি ঘটে বিশৃঙ্খল বাড়ির পরিবেশে। মানুষের সত্যবাদিতা ন্যায় পরায়নতার মতো গুনও প্রধানতঃ বাড়ি, স্কুল, সমাজের পরিবেশ থেকেই আহরিত হয়। আমাদের দেশে বহুকাল ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে। অস্থিরতা আমাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়িয়েছে। বড় কিছু পেতে ও গড়ে তুলতে যে বড় রকমের ত্যাগ ও অপরিসীম ধৈর্যের প্রয়োজন, প্রায়ই আমরা তা ভুলে যাই।

Ans: It is environment that builds up man's mind and mentality. The children of the house with a good discipline become comparatively well ordered. The opposite phase is in an indiscipline house environment. Virtues like truthfulness, justice can also be gathered by man from home, school and social environment. For a long period of time, Bangladesh has been going through a political unrest. To create unrest has become a feature of our nature. We often forget the major sacrifice and patience needed for having something great nad for building up something great.

Personal Letter

1. Write a letter to your friend about a street accident you have witnessed recently.

25 May, 2019

Dear Sharmin

I had the grimmest shock of my life the other day. A few boys of about 9 to 11 were playing with a tennis ball in a corner in the park opposite to our house. Suddenly one of them jumped over the railing and ran into the middle of the street. Just at this time, a private motor car was passing along the place. The boy came right in front of it so suddenly and so unexpectedly that the driver had no time to stop the car before it was too late.

A loud cry of alarm was going forth from the people around. Along with a few others, I ran up to the place of the accident and helped to bring out the body from under the car. We also formed a ring around the driver in order to protect him from molestation. He was not at all to be blamed for the tragedy.

Within a few minutes the police arrived at the spot and took the car and the dead body to the Dhaka Medical College Hospital. The sickening sight has upset me so much that it rises up before my mind's eyes even now and fills me with horror and pity. May the departed soul sleep in peace. Accept my love and best wishes.

Sincerely Yours

Habib

	Stamp
From Habib Dumki Patuakhali	To Sharmin Khepupara Patuakhali

2. Write a letter to your younger brother asking him to be disciplined and regular in his daily life.

25 May, 2019

Dear Jamil

I am glad to receive your letter today. In your letter you have stated that you are afraid because of the ensuing exam. I would like to suggest you not to take it seriously. If you take it easy you will see that you have become normal and are getting back your courage. You have written that you have taken good preparation. Remember that much of your future depends on your HSC result. Maintaining regularity and taking physical exercise is essential to get a healthy life. You should also remember that nothing can be gained without giving much effort to it. You are a good boy, no doubt, but to do a good result is quite different. A good boy watches TV and plays other games when he prepares his lessons. I think that you are going on with full speed with a view to obtaining good marks in all subjects. As you spend your precious time fruitfully you will get your dues in time. No more today.

Yours ever

Amir

	Stamp
From Amir Sujanagar Pabna	To Jamil Alamdanga Chuadanga

3. Write a letter to your friend describing your recent visit to a place of historical interest.

25 May, 2015

Dear Akter

How do you do? Listen, I have some exciting things to tell you. Last week, we went to Bagerhat with my uncle and I had the opportunity to see the 'Shatgombuj Mosque' which is one of the most architectural beauties of Bangladesh.

The Mosque was built by Khan Jahan Ali. It stands on sixty pillars with its seventy seven exquisitely curved 'Gombuj' or domes and not 'Shat' or sixty as the name suggests. Its wall is two meters thick and the interior western wall is decorated with terracotta flowers and foliage.

There is also a lake like 'dighi'. There is a saying that a horse was made to run before digging the 'dighi'. It ran covering a distance and stood still.

That distance was accepted as its length. So, it was named 'Ghora dighi'. There are also many crocodiles in the 'dighi'.
To speak the truth, we had a very exciting time there which is really a memorable experience.
Yours ever
Shamim Ahmed

From	To Stamp
Shamim Ahmed	Akter
Badorgonj	Bakergonj
Rangpur	Barishal

4. Write a letter to your friend about the importance of reading newspaper.

25 May, 2014

Dear Sultan
Take my cordial love. Your letter is to hand. I am glad to learn that you are all well. Listen, I have already heard from a friend of ours that you not do not read newspapers. It is a great mistake. You are a student of class twelve. You know that we live in an age of science and technology but if we remain ignorant of the incidents happening in our country as well as in the world, we will be proved unfit for the world.
So, I advise you to read newspapers daily in order to be acquainted with the current affairs of the world. By reading newspaper, you can be able to know new scientific invention, economic development and political situation of our country. Without this kind of knowledge, you cannot cope with others. Articles and features on culture, literature, politics, sports, trade and commerce etc. will widen your outlook, remove narrowness of the mind and enrich your thought.
So, do not forget to read newspapers daily. I am pretty well and your other friends too are well. Convey my best compliments to your mother and father and love to Sumi.
Your loving friend
Aziz Ahmed

From	To Stamp
Aziz Ahmed	Sultan
Siddirgonj	Amtoli
Narayangonj	Borguna

5. Write a letter to your friend about the frequent load-shedding in your locality.

25 May, 2015

Dear Sumon
Electricity plays a vital role in developing the standard of a country. But it is a bad luck for us that nowadays it is disturbed seriously. It comes and goes frequently. It creates an unbearable suffering. We should do something immediately. Though we submitted an application to the authority to ensure uninterrupted power supply, it did not work. The authority says that we should wait for a while but the days are passing without any solution.
It is clear that our application is not functioning though it seems something odd to me. But if these cases are so, how can we expect a happy nation? All are busy in making money whether it is in fair or unfair way. But this is making our society corrupted. What is about your region? Does such disturbance prevail there? Convey my best regards to your parents. No more today.

Yours ever
Sultana

From	To Stamp
Sultana	Sumon
Muradnagar	Fatulla
Cumilla	Narayangonj

6. Write a letter to your friend stressing the importance of learning English.

25 May, 2020

Dear Suruj
Your letter is to hand. In your letter you have wanted to know how important the English language is in our country. Now let me keep you informed of the situation. You know that the present age is an age of globalization. The world has now become a global village and people have come to closer each other. Different nations have also come closer to one another and they are making communication with each other.
For this communication purpose, a common language is necessary. And for many reasons English has got the position of a global language. It is the official language of many international organizations. More than 80% of all the information in the world's computers is in English. Many organizations need employees who have a good knowledge of English. So, the knowledge of English is mandatory for a good job.
All the books in different branches of science and technology are in English. As a result, English is a must for higher education and international communication. I hope and believe that you will cultivate the habit of having a good command of the English language. No more today. More when we meet.

Yours ever
Jamal

From	To Stamp
Jamal	Suruj
Bancharampur	Meghna
B.Baria	Cumilla

7. Write a letter to your friend congratulating him on his brilliant success in the exam.

25 May, 2015

Dear Sujon
I have just heard of your result of the Final Examination. I would like to convey my heartiest congratulations on your brilliant success. To secure GPA-5 is not a matter of joke. All your friends and relatives must be proud that you have won such distinction. We are especially proud that you performed so well even though you had fallen ill just before the examination.
I am sure this result will encourage you to do better in your higher studies. If you come out successfully of the HSC Examination, I hope you will be able to choose either Medical or Engineering course. If it is Computer Science, you should prefer BUET to KUET.
I think you are being flooded with letters from your friends and relatives. No more today. More when we meet. I wish you a more glorious future.

Yours ever
Jaman

From	To Stamp
Jaman	Sujon
Araihazar	Madhobdi
Narayangonj	Narshindi

8. Write a letter to your friend telling him about the importance of technical knowledge.

25 May, 2015

Dear Sharmina
Your letter is just to hand. From your letter I came to know everything. Now I want to tell you about the importance of acquiring technical knowledge. You know that technical knowledge is very important in this modern age of science. It is important for our existence. If we want to keep pace with the modern world, we must acquire technical knowledge.

CS CamScanner

It is only technical knowledge which can bring reward in our life. It helps us have a better and more enjoyable life. So, we should be serious about it from our earliest period of life. I hope that you will realize the importance of it in the existing situation of the present world. Best regards to your parents and love to the younger ones.

Yours ever,
Rafik Ahmed

From	To	Stamp
Rafik Ahmed	Sharmina	
Betagi	Akkelpur	
Boruna	Joypurhat	

9. Write a letter to your friend describing village fair.

25 May, 2016

Dear Hanif
Today I'm going to share a very interesting thing with you. That is the village fair I visited a few days ago. This Baishakhi fair is a traditional festival of our village. I, along with my friend Munna, reached there at 11 a.m. All kinds of people-Children, teenagers, adults and women gathered there. It seemed that I have found my childhood days again. There were numerous shops and stalls displaying various toys, dolls, fancy goods, sweets, cosmetics, different attractive foods and handicrafts most of which were for children. Children coming with their dear ones were in great joy and merriment. They were buying things of their choice, playing flute carrying balloons. There was also a tent for puppet show. We enjoyed puppet show and rode Marry-go-rounds. I also bought many play things for my little brother Aunu. At the late afternoon, we started for home.
The day was really amusing. What about you? Let me know, please. Have a nice time.
Lovingly yours
Rigan

From	To	Stamp
Rigan	Hanif	
Amtoli	Panchbibi	
Borona	Joypurhat	

10. Write a letter to your letter to friend about a book fair

25 May, 2021

Dear Sujan
This letter is to share with you a very interesting event. And this is my visit to the Bangla Academy book fair. I went to visit the fair of this year yesterday.
You know I'm a book lover and visiting book fair is my passion. I reached the fair at 4 p.m. in the afternoon and entered the main fair area. About five hundred stalls and pavilions were set up displaying books. There were also stalls of food, drinks, different toys, clay things for children and fancy goods. Thousands of people crowded there but there was notable discipline everywhere. Some were buying books; some were looking for desired books and some going by overlooking this or that book. Everywhere was a touch of festival. I wandered about the entire fair zone for about two hours and purchased my long-awaited books listed previously. At evening, I enjoyed cultural function at the Academy premises what impressed me highly.
At about 8 p.m. I left fair for home hopping to come back again next year. No more today.Waiting to hear from you.

Lovingly yours
Shahnaz

From	To	Stamp
Shahanaz	Sujan	
Tarash	Sherpur	
Sirajgonj	Bogura	

11. Write a letter to your friend inviting him to join a picnic

25 May, 2015

Dear Sami
Today I am writing to you with a gay mood. You will be glad to know that we are going to arrange a picnic on the 15th instant. All of my friends have cordially invited you to join us. This year we have selected 'Gajni', Sherpur as our picnic spot. Two of our friends have already visited the place. They reported it to be an excellent place.
As you are very close to all of my friends here, I hope you will enjoy the day. Your joining will also give an extra dimension to my pleasure. So, please come to my residence at least one day before the date fixed. No more today. More when we meet.

Your ever
Sujon

From	To	Stamp
Sami	Sujan,	
Taragonj	Kalai	
Rangpur	Joypurhat	

12. Write a letter to your friend describing the dangerous effects of smoking.

Dhaka
11.01.2016

Dear Sujon
I am writing this letter with a view to showing you the bad effect of smoking. I have come to know that you have got used to smoking. As your well-wisher, I cannot help giving you advice. I hope that you would not mind complying with my request. Nowadays many people have got used to smoking so seriously that they cannot help giving up it. Even they do not hesitate to smoke in public places.
It is worth mentioning that much money can be saved by stopping smoking. Besides, if you are very much addicted to smoking, you will be attacked with many diseases. You might know that smoking causes many fatal diseases. It makes blood vessels narrow which controls the flow of blood and Oxygen in the body. It changes heartbeat.
In spite of knowing the fact many people are getting addicted to smoking. As a result, many valuable lives are dying for smoking. Therefore, if you want to keep your body fit for activities, you should give up smoking. Moreover, if you want to do so you should be guided by your will power. No more today. Best of luck.

Yours ever
Sultan

From	To	Stamp
Sultan	Sujon	
Dumki	Khepupara	
Patuakhali	Patuakhali	

13. Write a letter to your friend describing your experience of first day in the college.

75, Lalmatia, Dhaka
June 28, 2013

Dear Rajib
Sorry for not writing to you earlier. In fact, last three days were very busy. I had to buy new clothes, stationary and other things for my college welcome party. It was held yesterday. It was a great fun. We have been to college for a month. The college life is really a fascinating life. There are no strict discipline and odd rules like we had at school. The professors are very friendly. They welcomed us in such a way that I cannot explain in words. Every student in college has equal access to opportunities and resources. I am really happy for being part of such grand institution.
Our college has a magnificent large building divided into four blocks. Classrooms are air conditioned, vast and multimedia-aided. It has a large playground. Computer and science labs and a huge library are also the part of educational activities. From every aspect, our college is a perfect college. Our seniors are very friendly and cooperative. We have realized their love from the way they have given a welcome party in our honour.

CS CamScanner

We have already covered our 33 percent course of all books. We are given a daily timetable for activities. I am satisfied with everything here. Thanks for asking me about my college life. I will keep writing to you as I find something worthy of sharing.

Yours sincerely
Ali Ahammed

	Stamp
From Ali Ahmed Dumuria Khulna	To Rajib Golachipa Patuakhali

14. Suppose you are "X". Write a letter to your younger brother "Y" describing the danger of taking drugs.

Dania university College,
Dhaka
January 16, 2020

My dear X
I didn't receive any letter from you for a long time. I have come to learn that you spoil your time by mixing with drug addicted boys. I am very much shocked at this. Here I am telling you about the danger of drug addiction. Taking drug is one of most dangerous and harmful habits of a man's life. It is a great threat to human civilization. A person once starts taking drugs, he can not stop taking it. It is an alarming news that many young boys have already been addicted to drug addiction. The drug addicted young people commit various social crimes such as hijacking, smuggling, stealing, snatching, looting to collect money. A drug addict suffers from severe headache, serious physical weakness and high blood pressure. His kidneys and livers get damaged. In a word, drug addiction leads an addict to death in the long run. So, you must not mix with any drug addict and be serious to your studies. I do hope that you must follow my advice and you will be able to make a good result in the exam. No more today. With my good wishes to you.

Yours ever
Y

	Stamp
From Y Bandor Narayangonj	To X Mongla Bagerhat

15. Write a letter to your friend describing him about your village.

My dear Jahid,
At first take my heartiest felicitation and sincerely love. I hope you are well by the grace of Almighty Allah. Yesterday, I received your letter. In the letter I could know you have wanted to know about my village. Now I am telling about that.
The name of native village X. it's in the district of Comilla. It's about 12 kilometers away from the district headquarters. Ours is a village of 9 square kilometers with more than 5000 inhabitants. The inhabitants are from different classes and professions. Most of the people are educated and serve in different offices and educational institutions. The villagers follow their traditional culture. They are religious, helpful and cooperative. They like to celebrate different occasions. They like to play various games and sports. They also have a cultural mind. They're very much peace-loving. Our village's developed and happy one. It's place of different government and non-government offices. There are schools, colleges, madrashahs, post office, telephone exchange, etc in the village.
No more today, please convey my best regards to uncle and aunt, and love to younger.

Yours ever
Abid

	Stamp
From Jahid Mehedigonj Barishal	To Abid Mirjagonj Patuakhali

16. Write a letter to your cousin advising him on how to improve his/her proficiency in English.

115, Zoo Road,
Mirpur, Dhaka
March 25, 2012

My Dear Raju
I received your letter two days ago. I am glad to know that you all are well. In the letter, you have wanted to know about how to improve in English. You know that English is an international language. Nobody can succeed in life without knowing English well. To know English well is the demand of time now. To improve in English, you need to learn more words, their meaning and usage, the basic rules of grammar and sentence patterns. In this regard, you may read different kinds of English books and newspapers. You may hear English news. You may also speak English in your everyday life. I believe that by following all these things, you can improve in English.
No more today. Convey my deepest regard to parents and love to the youngers.

Your brother
Rana

	Stamp
From Raju Muradnagar Cumilla	To Rana Saidpur Nilphamare

Application

1. Write an application to the Manager of your company seeking earn leave to attend a family function in your village.

Date: 12.05.2019

Manager
Agrani Bank Ltd.
Kanchan Branch
Narayangonj

Sub: An application for earn leave

Deai Sir
With due respect, I am an employee of your organization. I am extremely delighted to write that there is a wedding ceremony in my village house on 20.03.2019. My younger brother will get marry on this day. All of my family members are going there to attend this programme. So, I need three days earned leave to attend that wedding function.
I shall be highly appreciative if you approve my leave for the above mentioned days and oblige thereby.

Sicerely yours

....
(Md: Imran Hossan Khan)
Principal Officer
Agrani Bank Limited
Kanchan Branch, Narayangonj.

2. Write a letter to the Principal for school fee waiver.

Dated: 20.04.2017

The Principal
Cantonment Public School and College
Saidpur, Nilphamari

Sub: Application for school fee waiver.

Sir
With the respects, I beg to say that I am a student of your school with an outstanding academic record. I would like to inform you that my family's financial condition is not stable and even it is hard to meet the

CS CamScanner

minimum household expenses and thus. I can not afford to pay the school fee. Hence, I request you to waiver my school fee on humanitarian grounds to enable me to pursue my studies further.
Kindly consider my case with a positive outlook and help me to study further.

Your most obediently

....

(Akobr Ali Khan)
Class – x
Roll: 30; Section: A

3. Write an application to the commissioner of tax for three days leave.

Date: 04.01.2019

The commissioner of tax
Central Tax Zone
Dhaka

Sub: Application of casual leave for three days.

Dear Sir
Respectfully stating that I, Md. Arafat Hossain, am an employee of your office serving as Computer Operator for 10 years. I write this letter to request you to grant me three days of leave from office, as I shall not be available for official services from 05.01.19 to 07.01.2019 due to my some personal issues.
I request you to grant me casual leave for three days and oblige thereby.
Thank you.

....

(Md. Arafat Hossain)
Computer Operator

4. Write a letter to your teacher explaining him to inform you about the class plan during Summer.

Dated: 30.09.2020

The English Teacher
Narayangonj Zilla School

Sub: Prayer for informing us about the class plan during summer.

Dear Sir
I, on the behalf of the students of Class VIII, beg most respectfully to state that the winter season has gone and the summer season has set in. During winter season, we had moring school but now we have day school, So our class plan will be changed as the season has changed. We don't have any idea about our class plan. That's why we have been in a fix what to do and where to go. In this respect, you can help us.
May I, therefore, pray and hope that you would be kind enough to inform us about the class plan during summer and oblige thereby.

Your most obedient student

....

(Momota)
On behalf of the students of class VIII

5. Write an application to your Principal requesting permission to take Computer Science insead of Business studies.

Dated: 30.09.2020
The Principal
Dhaka City College
Dhaka

Sub: Prayer for changing the subject.

Dear Sir
I beg most respectfully to state that I am a student of class XI of your college. I took Business Studies as my subject in the first year of college. But I find it difficult to understand Business Studies and hence I

have lost my interest in it. So, I would like to take up Computer Science instead of Business Studies.
May I, therefore, pray and hope that you would be kind enough to grant me to change my subject and oblige thereby.

Your obediently

....

(Mr. Akram Hossain)
Class XI
Roll No. 90; Section: B

6. Write a letter to the authority of the City Corporation for the arrangement of proper removal of garbage from the dustbins of your area.

Date: 26.12.2006

The Mayor
Narayangang City Corporation
Narayangonj

Sub: Request for removal of dustbin garbage.

Dear Sir
This to humbly inform you, on behalf of the locality Chasara, that there are several dustbins in our locality. These are scattered here and there. Cleaners rarely come here so that dustbins are cleared duly. Consequently stink or bad smell spreads in air, various germs penetrate into the body of residents. In the meantime, some people have been attacked with multifvarious diseases such as malaria, diarrhea, dengue fever etc. It is a regret to mention that our frequent applications formely submitted to you regarding this have produced no effect so far.
I, therefore, entreate that your honour would be gracious enough to take hands in the above matter to take necessary steps for removing the stinking garbage from our dustbins as early as possible.

Sincerely yours

....

(Md. Abdur Rashid Prodhan)
On behalf of the locality
52, North Chasard, Narayangonj.

7. Write a letter to the Upazila chairman for distribution of relief among flood affected people of your locality.

Date: 26.12.2006

Upazilla Chairman
Begumgonj Upazilla Parishod
Begumgonj, Noakhali.

Subject: Prayer for relief for the flood affected people.

Dear sir,
I, on behalf of the people of Amanpur village under the upazila of Begumgonj beg most respectfully to state that recently our village has been seriously affected by a devastating flood. It has caused a great havor. It has rendered many people homeless and helpless and washed away their properties and household articles. Many people are suffering from want of food, cloth, dringking water and medicine etc. They need immediate help from the government.
May I therefore pray and hope that you would be kind enough to grant my prayer for relief for the flood affected people of our village.

Yours faithfully

....

(Md. Amirul Hossain)
On behalf of the people of Ama village
Begumgong, Noakhali

8. Write an application to the Thana Health Officer for installing a deep tubewell for your locality.

Date: 10.09.2019

Thana Health Officer
Rupgonj, Narayangonj

Sub: Application for setting up a few tubewells in our village.

Sir
We, with all modestry would like to inform you of the fact that we are the inhabitants of Kayetpara union of Rupgonj under the district of Narayangonj.

CS CamScanner

Almost two thousand people live in our village. But it is a matter of great regret that there is no deep tubewell in our village. As a result, there is acute scarcity of drinking water In our village. People drink contaminated water from ponds and canals. Therefore, many of them are suffereing from various diseases such as diarrhoea, dyspepsia, dysentery etc. So it has become inevitable to set up a few tubewells in our village.
We therefore pray and hope that you would be kind enough to take necessary steps for setting up a few tubewells in our village and thus save the lives of the people and oblige thereby.
Yours faithfully

....
(Md. Arif Hossain)
On behalf of the inhabitants of village Atlapur
Rupgong, Narayangonj.

9. Write a letter to your mayor for construction of a road in your area.

Date: 02.09.2016

The mayor
Kanchan Paurashava
Rupgonj, Narayangonj

Subject: Application for construction of a road.

Sir
We with all modesty would like to inform you of the fact that we are the inhabitants of your elected area, Ranipura, Almost six thousand people live in the area. But it is a matter of great regret that there is no a concrete road. As a result, we face towards a great problem, cannot go and come easily from one place to anotherr. During the rainy season, it creates a vital impediment for school going students. Only a concrete road in the area can remove all these problems.
In the circumstances state above, we, therefore, pray and hope that you would take necessary steps to construct a concrete road in our area and oblige thereby.

Yours faithfully

....
(Md. Abir Hossain)
The inhabitants of Ranipura

10. Write an application to the Mayor of your town requesting him to provide street lights in your locality.

Dated: 12.06.2020

The Mayor
Narayangonj City Corporation
Narayangonj.

Subject: Prayer for taking steps to provide street lignts in our locality.

Sir
I, on behalf of the people of Narayangonj City Corporation, would like to draw your attention that almost all the roads of Siddirgonj area are without street lights. The roads that have street lights system have some lights out of orders. So our locality remains in total darkness after one or two hours of sunset. When it is 10 am or after that hour, people cannot move freely because of some miscreans or snatchers. The vehicles face some accidents due to insufficient lights on roads.
May I, therefore pray and hope that you would be kind enough to take necessary initiatives in order to solve the problem and make us ever grateful to you.
Yours faithfully
....
(Md. Ashraful Alam)
On behalf of people of Siddirgonj
Narayangonj

11. Write a letter to your local City Corporation authority requesting them to repair the damaged streets of your area.

Dated: 12.06.2020

The Mayor
Narayangonj City Corporation
Narayangonj.

Subject: Prayer for repairing the damaged streets.

Sir
I, on behalf of the people of 4 No. ward under your City Corporation, beg most respectfully to state that the only busy road of our ward has been seriously damaged by the recent devastating flood. This road connects our ward to Narayangoj. The sufferings of the people of our ward that have resulted from the damage of the road beggar description, especially for the students. Besides the vehicles face accidents and it takes long time to cross the roads. The patients in the ambulances sometimes die in the roads as they can not reach the hospital in time.
May I, therefore, pray and hope that you would be kind enough to take necessary initiatives to repair the damaged road as soon as possible to mitigate sufferings of the people and oblige therby.

Yours faithfully

....
(Md. Ekramul Alam)
On behalf of people of 4 No. Ward
Narayangonj City Corporation.

12. Write an application to the Mayor of your municipality to ensure safe drinking water in your locality.

Dated: 12.06.2020

The Mayor
Kanchan Municipality
Kanchan, Rupgonj
Narayangonj.

Subject: Prayer for ensuring safe drinking water in our locality.

Sir
I, on behalf of the residents of your municipality, beg most respectfully to inform you of the fact that our locality is suffering from pure drinking water. Water supply has become infrequent and the water we get from the pipelines is totally undrinkable. Due to the impure drinking water different water-borne diseases have broken out in the area. So, it is inevitable that necessary steps be taken as immediately as possible to ensure supplying pure drinking water to mitigate the nagging sufferings of the people and prevent imminent epidemic.
May I, therefore, pray and hope that you would be kind enough to take necessary measures to ensure safe drinking water in our locality and oblige therby.

Yours faithfully

....
(Md. Afir Hossain)
On behalf of people of Kanchan Municipality
Kanchan, Rupgonj, Narayangonj

CS CamScanner

13. **Write an application to the Mayor of your City Corporation requesting him to remove water logging in the roods.**

Dated: 12.06.2020

The Mayor
Narayangonj City Corporation
Narayangonj.

Subject: Prayer for taking necessary steps to remove water logging in the roods.

Sir
I, on behalf of the residents of your City Corporation, beg most respectfully to the fact that water logging problem in our locality has been exceedingly serious which causes much inconvenience to the residents. During the rainy seaon the entire city becomes flooed. With a few minutes' rain the roads become unsuable and go under water. Even after a month of the rainfall, the rainwater in some places remain underdrained. As our area is situated in low lying areas and the drainage system has been faulty, the people of Narayangonj City Corporation suffer from various problems. During the monsoon, the stagnated water causes serious health probles like malaria, dengue, chikangunia, apart from stink and travelling problems and mishaps. So, our locality needs to be free from water logging problems in the roads.
May I, therefore, pray and hope that you would be kind enough to take necessary measures for removing water logging in the roads in our locality and oblige therby.

Yours faithfully

....
(Md. Sakawat Hossain)
On behalf of people of Narayangonj City Corporation
Narayangonj

14. **Write an application to the concerned authority for installing a prepaid electric meter at your house.**

Date: 04.01.2019

The Manager
Dhaka Electric Supply Authority
Siddirgonj, Narayangonj

Sub: An application for installing a prepaid electricity meter .

Dear sir
With due respect I approach you with the following fact for your kind consideration. I am on of the inhabitant of Siddirgonj area. I have a house with 6 flat in that building. Six families are living their for many years. There are six electric meters in my building which is post paid. Now government has make mandatory the prepaid electric meter in every house. I, therefore, pray and hope that you would be kind enough to install prepaid electric meter in my building as early as possible and oblige thereby.

Sicerely yours

....
(Md. Akram Hossain)
House # 05, Road # 04
Painadi Natun Mohalla
Siddirgonj, Narayangonj

15. **Write an application to your Deputy Commissioner for sending relief-goods for the flood-affected people of your locality.**

Dated: 12.06.2020

The Deputy Commissioner
Narayangonj District, Narayangonj

Subject: Prayer for sending relief-goods for the flood-affected people.

Sir,
I, on behalf of the residents of Atlapur village under the district of Narayangong, beg most respectfully to state that recently our village has been seriously affected by a devanstating flood. It has caused a great havoc. It has rendered many people homeless and helpless and washed away their properties and household articles. Many people are suffereing from want of food, cloth, drinking water and medicine etc. They need immediate help from the government.
May I, therefore, pray and hope that you would be kind enough to take necessary measures for sending relief-goods for the flood-affected people of our village and oblige therby.

Yours faithfully

....
(Md. Amir Hossain)
On behalf of people of Atlapur Village
Atlapur, Rupgonj, Narayangonj

16. **Write an Application to the Chairman for immediate arrangement for vaccination in your locality**

12 April, 2021

To
The Chairman
Dhubil Union Parishad
Sirajganj.

Subject: Request for an immediate arrangement for vaccination in our locality.

Dear Sir
We would like to expose here that we are the inhabitants of Dhubil under the district of Sirajgonj. Recently Cholera has broken out in our locality in an epidemic form owing to water pollution. Three of our local people have already been died being affected by Cholera. Besides, more people have been affected by this disease and may also lose lives any time. So, vaccination in our locality is immediately required.
It is, therefore, hoped that you would be gracious enough to take the step for an immediate arrangement for vaccination in our locality and help us to save valuable lives and liabilities.

Yours faithfully
Azmol Hossain
On behalf of the inhabitants of
Dhubil, Sirajganj.

17. **Write an Application to the Municipality Mayor for taking action against drug business.**

25 September 2021

To
The Mayor
Fulbari Municipality
Fulbari, Dinajpur.

Subject: Prayer for taking action against drug business.

Dear Sir
We have the honour to state that drug is being sold everywhere especially in our municipality area and it is being used mainly by the youths. Consequently, crimes are on the increase in this area. Rape, stealing, snatching etc. are very often committed here and there. People are leading a very fearful life for these drug addicts. These addicts usually gather at the isolated places to take drugs. The situation becomes worse especially after the sunset. Sometimes, they take the opportunity of darkness and prey on passers-by to snatch their money. In a word, life has become difficult here as measures are not being taken against them.

We, therefore, pray and hope that considering the gravity of the situation, you would be kind enough to take strict measures against the addicts and the drug sellers without any delay so that the situation can be controlled.

Yours sincerely
Rabiul Islam
On behalf of the people of
Fulbari Municipality

18. Write a letter to the officer-in-charge of your local police station reporting that you have lost your bicycle. In the letter, you must mention the date and time of the loss, the place where from it was lost, brand name and description of the bicycle.

To
The Officer-in-charge,
Rupgonj Police Station,
Rupgonj, Narayangonj

Sub: Loss of a bicycle

Sir,
This is to inform you that my bicycle was stolen at 11 am. Yesterday at Bhulta bus stop, keeping the bicycle against the banyan tree near the ATM counter of UCBL, I entered the counter for withdrawal of money. Within two minutes I returned and found my bicycle missing. I searched every nook and corner, but all my efforts were futile. I asked all the people around the ATM counter. But none could help me. So, as the last resort I now seek your help.
Only a week ago, I bought the 'Hero Jet' bicycle of black colour. It bears the number H12905. I can produce the cash memo which testifies my ownership. This is the only means of transportation for my domestic works.
Now, I earnestly request you to look into the matter so that I can get back my lost bicycle.

Yours faithfully
Asad Ahmed
Kanchan, Rupgonj
Narayangonj

19. Write an application to the HRM of Agrani Bank Ltd. for the post of Senior Officer focusing on your suitability for the position.

15th February, 2021

Human Resource Manager
Agrani Bank Ltd.
Dilkusha C/A, Dhaka

Subject: Prayer for the post of Senior Officer

Dear Sir,
In respose to your advertisement published in 'The Daily Star' on 3rd January, 2021 for the post of Senior Officer in your bank, I want to offer myself as a candidate for the same. My educational qualifications and other necessary particulars are given below for your kind perusal.

Name : Md. Akbor Hossain
Father's name : Md. Arif Hossain
Mother's Name : Shirin Hossain
Present Address : 32/1, Khanpara, Nilphamari
Permanent Address : Vill. & P.O: Kanchan, P.S: Rupgonj, Dist: Narayangonj.
Date of birth : 11.12.1993
Religion : Islam (Sunni)
Nationality : Bangladesh (by birth)
Marital status : Unmarried
Educational qualification:

Exam	Result	Year	Board/university
M.A	1st Class	2015	Rajshahi University
B.A (Hons.)	1st Class	2014	Rajshahi University
HSC	1st Division	2011	Rajshahi Board
SSC	1st Division	2009	Rajshahi Board

Experience : I have been working as Officer since 2011 in Sonali Bank Ltd.

In the circumstance stated above, I hope that you would be kind enough to give me the opportunity to face the interview to prove my competence for the post.

Your faithfully
Md. Akbor Hossain

Encloser:
1. Attested photocopes of all academic certificates and marksheets.
2. Two copies attested passport size photographs.
3. Attested copies of experiecs certificates.

20. Write a letter to the editor of an English daily for commenting on eve-teasing.

4th April, 2020

The Editor
The Daily Star
Karwanbazar, Dhaka.

Sir
I shall be highly glad if you kindly publish the following letter in your popular daily.

Yours faithfully
....
(Md. Asmal Haque)
Dhanmondi, Dhaka

Menace of Eve-teasing in Rupgonj

Rupgonj is an over-populated area s it is the center of municipal area. But it is a matter of great sorrow that many of the stalkers are disturbing the school, college-going girls everyday. Even many political-based young stalkers threat to their life. If they don't respond their (stalkers) response, the (girls) have to stop the daily activities outside the houses or being victimized by stalkers. As the stalkers are not successful in their attempts, they take time by forelock by taking part in rape, acid throwing etc.
We should, therefore, draw the attention of the government to enforce law to stop stalkers, making awareness among us through pamphleting, drawing cartoon warning stalkers by their parents, giving exemplary punishment.

Md. Asmal Haque
Dhanmondi, Dhaka

বিজন

CS CamScanner

Paragraph

1. Green House Effect
2. Digital Bangladesh
3. Role of female education in nation building
4. The importance of learning English
5. A Moonlit Night
6. Book fair
7. Victory day of Bangladesh
8. Liberation war of Bangladesh
9. Traffic Jam
10. Load shedding
11. Earthquake
12. My parents
13. Information and communication Technology
14. Bangabandhu Satellite-1
15. Green Revolution
16. My Country
17. Social Media
18. Patriotism
19. Solar Energy
20. Father of the Nation: Sheikh Mujibur Rahman
21. Role of mobile banking service for economic development of Bangladesh.
22. Vision-2021
23. Rohingya Crisis
24. Green ecnonomy and Bangladesh
25. Global warming
26. Tree plantation
27. A rainy day
28. Dengue Fever
29. Discipline
30. Good health
31. Deforestation
32. A Hortal Day
33. Democracy
34. Flood of Bangladesh
35. Corruption
36. International Mother Language Day
37. COVID-19
38. Food Adulteration
39. Unemployment
40. Our National Flag
41. Pahela Baishakh
42. Early rising
43. Empowerment of women
44. Morning walk
45. Padma Bridge
46. Readymade Garments Industry of Bangladesh
47. Social impact of Mobile Phone
48. Dhaka International Trade Fair
49. Landslides in Bangladesh
50. Corona virus
51. The independence day of Bangladesh
52. Food Security
53. Effect of padma Bridge in the economy of Bangladesh
54. Importance of safe food production in Bangladesh
55. An Ideal Village
56. Metrorail
57. Prospects of Blue Economy in Bangladesh
58. Road Accident
59. Road Safety
60. Smart Bangladesh
61. Smart Phone
62. My Favorite Game
63. Mujib Barsho
64. Gardening
65. My Hobby
66. The life of a farmer
67. Golden Jubilee of Independence
68. Necessity of skill development
69. Internet
70. Vision 2041
71. Importance of Computer in Everyday Life
72. Eid Festival
73. Tourism in Bangladesh

Green House Effect

The greenhouse effect is the process by which the air surrounding the earth is becoming warmer day by day. In other words, it is the gradual warming of the air which ultimately results in the gradual increase in the world temperature. In short, the rise in atmospheric temperature is known as the greenhouse effect. The carbon dioxide is primarily responsible for temperature rise in atmosphere. The carbon dioxide is given off when coal and oil are burnt. As a result, the ice covering the North and South poles is melting and may eventually lead to a rise in sea levels which can flood many areas of the world. Scientists have already given warning that some parts of coastal countries including Bangladesh may go under water due to greenhouse effect. The total area of deserts is increasing every

year. Many species of animals and plants are endangered with the threat of extinction. In order to protect ourselves from its catastrophic impact and to prevent global warming, we should take some effective measures. Therefore, deliberate cutting down of forests must be stopped. Tree plantation program should be adopted soon. Steps should be taken to put an end to the causes and sources of emitting carbon dioxide in the atmosphere.

Digital Bangladesh

Digital Bangladesh is at present a buzz word to the people of all classes. It means digitalizing Bangladesh by ensuring and ICT based society where information will be available on line and where all possible tasks of the government or semi-government will be performed using digital technology. The motto of digital Bangladesh is to establish technology based digital governance, e-commerce, e-agriculture, e-production, e-education, etc. emphasizing the overall development of the country and nation. For implementing this dream of digital Bangladesh, government has to take certain initiatives. First of all, uninterrupted power supply has to be ensured. We have to develop computer network infrastructures throughout the country. We also have to train our people to acquire ICT skill and ensure equitable access to digital governance services for all strata of the society. Digital governance will curb crime and corruption and pave the way for our country's rapid development. So, to see our country a digital one, government's commitment and people's co-operation are urgently required.

Role of female education in nation building

Education is central to development and improvement of the nation's welfare. It empowers people and strengthens nations. It is a powerful 'equalizer', opening doors to all to lift themselves out of poverty. Two of the eight MDGs pertain to education-namely, universal primary completion and gender parity in primary and secondary schooling. Moreover, education-especially girls' education has a direct and proven impact on the goals related to child and reproductive health and environmental sustainability. Education also promotes economic growth, national productivity and innovation, and values of democracy and social cohesion. Investment in female education benefits the individual, society and the world as a whole. Broad-based education of good quality is among the most powerful instruments known to reduce poverty and inequality. With proven benefits for personal health, it also strengthens nations' economic health by laying the foundation for sustained economic growth. For individuals and nations, it is key to creating, applying, and spreading knowledge and thus to the development of dynamic, globally competitive economies. And it is fundamental for the construction of damocratic societies.

The importance of learning English

English is an International Language. True to say that the world cannot go for a single day without English. It is widely spoken and written language in the world. Most of the records, documents and particulars are written in English. All the journals, magazines, articles and papers are also written in English. So without knowing English it is quite impossible for us to know the latest information, invention and new discoveries. The world is running so fast. We know that it is the age of information, communication technology and science. All the internet activities are conducted in English. To connect with the other person of the world within a moment, to send any application, document and other writing material there is other language but English. In order to keep pace with the world there is no other alternative to learning English. As a smart, modem, civilized and wise person one should learn English. Not only this, but also to be a higher educated person English is a must. If we want to earn vast knowledge and higher education in any branch, we are to take help from the books which are written in English. It is clear to us that the world seeks the person who knows English well. He can easily get service, mix with the other persons, enjoys more opportunities than others. Moreover, it helps a man to get a good job easily. An expert person in English can easily earn vast wealth by using English. So if we don't know English, we will fail to keep pace with the progressive force of the world. Many foreign guests and delegates come to our country. They don't know our mother tongue. So we need to learn English to communicate with them.

CS CamScanner

From this we can say that we need to learn English to join the advanced and developed world. So we should be very serious and sincere about learning English as an emergency basis

A Moonlit Night

A moonlit night, the full moon shines in its entire glory in the sky, is really charming and enjoyable. It is really a night of dream and it presents a beautiful sight. In the autumn the sky remains cloudless and the moon looks like a big silver disc in the sky. The shiny light of the moon floods the earth and the sky. The moon's rays reflecting on seas, rivers, ponds and hills create a music spell. When the moon pours her light on the waves of water, it sparkles like a diamond. The smooth rays of the moon please our eyes and mind. In a moon lit night, the grand sights of the canals, rivers, tanks present cannot be described in a word. The whole nature looks bright and appears in celestial light. The natural beauty of a moonlit night can better be realized than described. People of all ages enjoy a moonlit night. Young boys play and little boys and girls make funs and amuse themselves. Some people also visit their nearer house in this night. It seems that the whole nature has taken a new form and everywhere is bright, bright and bright. A moonlit night spreads a feeling of joy in all objects of nature. So, it is really enjoyable for the newly married couple. Poets of all languages have sung highly of a moonlit night. Even, we forget our enmity with others. We make a flock and conversation in different subjects with one another. The moonlit night reminds us the mystery of creation of Allah, We can estimate the moonlit night as offering a charming sight to all living beings. Indeed, a moonlit night is pleasant and fine.

Book fair

Book fair is a fair where various types of books are displayed for sale. A book fair is usually held in the month of January and February. In our country it is held in almost all cities and towns. The largest book fair is organized by 'Bangla Academy' on the occasion of the 21 February to commemorate the heroic sacrifice of our valiant martyrs. The main purpose of a book fair is not merely sale rather to offer a rare opportunity to assess the advancement made in the publication of books and to analyse recent views compared with previous book fairs. It helps to create new writers as well as new readers. It inspires people to instigate the habit of reading books. A book fair reminds us that books are our best companions. They change our outlook on life and widen our horizon of knowledge. Again we get these best friends at a cheaper rate from a book fair. In order to organize the fair a committee is formed. The committee makes all the arrangements to makes all the arrangements to make the fair successful. There should have arrangements of refreshments. Seminars and cultural programmes should be arranged. Moreover, strict security measures should be taken. The govt. should encourage the writers and the publishers to publish creative books so that the knowledge seekers can satisfy their thirst. Books should be sold at the reach of mass. We should read books and inspire others to do so.

Victory day of Bangladesh

The most significant achievement of our national life is the victory day of 1971 through liberation war. After a nine month of war, we achieve this victory day on 16th December 1971 by defeating the Brutal Pakistani. On that day our Bangladesh became independent. We get an independent and great Sovereign country named Bangladesh. An own map of the world and a proud flag. We got the right to raise our head to the world and can say we are the people of Bangladesh. This pride of this victory and independence will live forever. Victory day of Bangladesh history is the saddest history ever. There are a lot of struggles behind this victory. The Pakistani military attacked the innocent people of Bangladesh. They killed lots of people, raped the women, looted people's property and also burnt their residence. The people of Bangla wanted to prevent this torture. They protested against this torture and declared war against Pakistan. As a result, in 16th December 1971 the Pakistani Military surrender to the Bengali forces. For this, this day called 'Victory day of Bangladesh.' Although, all the countries of the world have independence day. But none of them has victory day. Bangladesh is the only country who has this pride and luck.

Liberation war of Bangladesh

The name of our country is Bangladesh. Before 1971 it was known as East Pakistan. Then we were the part of then Pakistan. They started to oppress us in many ways. They did not give our rights. On 25 March 1971 the Pakistani army invaded our mother land. They killed many people and injured a lot. Many women were tortured by them. Thousands of them were raped and killed. Many people fled to India to survive. But people could not bear any more. They made themselves ready to face the Pakistani army. Many common people, with the help of Indian government, fought against them. They fought for Liberation. So it is called Liberation War of Bangladesh. Then Sheikh Mujib was the leader and General Ataul Gani Osmani was the Army Chief. Sheikh Mujibur Rahman played the lead role in gaining independence. He inspired people to fight for mother land. Common people of Bengal went to battle field with the dream of having a free mother land. And it was the great leader Sheikh Mujibur Rahman who made people dream for an independent country. It was not easy for the common people to fight against the trained armies of Pakistan. They fought for nine month and after nine month we gained our liberation. But this liberation took lives of more than thirty lakh of people. Now we are a free nation. We remember the freedom fighter with great respect.

Traffic Jam

Traffic jam is a common affair in the big cities and towns. It is one of the major problems of modern time. The causes of traffic jam are many. In proportion to our population roads have not increased. The roads are all the same. There are many unlicensed vehicles which should be brought under control. The drivers are not willing to obey the traffic rules. They want to drive at their sweet will. Overtaking tendency also causes traffic ham. The number of traffic police is insufficient. At office time traffic jam is intolerable. Sometimes traffic jam is so heavy that it blocks half a kilometre. It kills our valuable time and our works are hampered. It causes great sufferings to the ambulance carrying dying patients and the fire brigade vehicles. However, this problem can be solved by adopting some measures. Well planned spacious roads should be constructed. One way movement of vehicles should be introduced. Traffic rules should be impost strictly so that the drivers are bound to obey them. Sufficient traffic police should be posted on important points. Unlicensed vehicles should be removed. After doing all these things we can hope to have a good traffic system for our easy and comfortable movement.

Load shedding

Load shedding means the suspension of the supply of electricity for a certain period. It occurs in all the places where there is a connection of electricity. It has become a regular affair in our country. Load shedding is caused by referent caused. The insufficient production of electricity in our country is the main cause of load shedding. Misuse of electricity is another cause. The illegal connection of electricity is also responsible for load shedding. On the other hand, a government so not sincere to produce electricity in proportion to our demand. So due load shedding production in mills and factories decreases. Fresh food preserved in the refrigerator gets rotten. Load shedding at night encourages the miscreants in there violent works. Students also cannot study properly due to load shedding. After all, load shedding affects the economy of our country. So the authority should establish more lands and powerhouses to solve this problem. Illegal connection and system loss should also be stopped.

Earthquake

Earthquake is one of the dangerous and life threatening natural disaster which can come anytime and anywhere on the earth. Most of the earthquakes come with minor tremors however larger earthquakes with strong tremors generally begins with slight tremors but soon gets changed into more violent shocks. Stronger earthquakes generally end up with huge and forced vibrations at long distance from the main point of arousal. It gradually diminishes with reduced aftershocks. The focus of earthquakes becomes the subterranean point where it originates. Magnitude and intensity of the earthquake can be measured with the help of variety

of scales such as Richter scale, moment magnitude scale, modified Mercalli scale, etc. Earthquake is a life threatening event that responsible for the huge damage to the living and non-living beings. Earlier, it was quite hard to imagine the intensity of the earthquake before its occurrence. However, now-a-days, it has become easy to estimate the magnitude and intensity of earthquake because of the instrumental advancement in the world. People, in the ancient time, believed that earthquake occurs as mother earth was angry with them.

My parents

The name of my father is Mr. Abdul Hakim and the name of my mother is Mrs. Shamima Akter. My father is a doctor and my mother is an M.A. in English. My father works in a hospital and my mother is a professor in a college. Despite doing government service my father spends much time in social activities. Whenever he gets times, he goes to our village home and gives free treatment to the people. My mother is also involved in different social work especially in helping the distressed poor women. My mother looks after our family very sincerely. She does every household work. She takes great care of all of us. She loves us very dearly. She is ready to sacrifice her own happiness for our happiness. She hopes to see us happy even at the cost of her own life. She holds our good above everything in the world. Her anxiety knows no bounds if we fall ill. She does not enjoy a wink of sleep. But her face beams with joy when we come round. My mother possesses a good sense of sanitation. She keeps our house neat and clean. I like my parents very much. My father also takes much care of all of us. I hold my parents in profound respect. I am greatly indebted to my parents.

Information and communication Technology

There is a dramatic increase of Information and Communication Technology (ICT) that integrates with education. All possible types of (ICT) such as; smart mobile phones, computers, are starting to replace a textbook in school and university with an online e-book. These types of technology integrated into a classroom can be a great tool to empower students to get a wide range of knowledge. Using technology in the classroom is affected in positive and negative ways. Moreover, people are divided into two different perspectives regarding this issue. Some people believe that technology will enhance student's knowledge, whereas, other authorities are struggling to provide technology in the classroom. Indeed, the positive influence of integrating technology in education cannot be denied due to the facilitators for communication and improvement of education. Firstly, students and instructors are comfortable with consolidating technology in instructional standards. Because, Information is accessed easily by technology, and it helps students save more time. It expands and maximizes and gives deeper knowledge.

Bangabandhu Satellite-1

The Bangabandhu Satellite-1 is the 1st Bangladeshi geostationary communications and Broadcasting Satellite. It was manufactured by Thales Alenia Space and launched on 11 May 2018. The project is being implemented by Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) working hand-in-hand with US based Space Partnership International, LLC. and was the first payload launched by a Falcon 9 Block 5 rocket of SpaceX. Bangladesh Government formed a government-owned Bangladesh Communication Satellite Company Limited, BCSCL with the aim to operate the Bangabandhu Satellite-1. Bangabandhu-1 launched from Kennedy Space Center on Merritt Island, Florida, USA and utilizes ground control stations built by Thales Alenia Space with its partner Spectra Primary Ground Station in Gazipur and Secondary Ground Station at Betbunia, Rangamati. The satellite is based on the highly secured and reliable Spacebus-4000B2 platform and currently located at longitude 119.09°E.

Green Revolution

The Green Revolution refers to the technological advances in agriculture that changed the way farmers in this country managed their farms. The Green Revolution was a period when the productivity of global agriculture increased drastically as a result of new advances. During this time period, new chemical fertilizers and synthetic herbicides and pesticides were created. The chemical fertilizers made it possible to supply crops with extra nutrients and, therefore, increase yield. The newly developed synthetic herbicides and pesticides controlled weeds, deterred or kill insects, and prevented diseases, which also resulted in higher productivity. In addition to the chemical advances utilized during this time period, high-yield crops were also developed and introduced. High yield crops are crops that are specifically designed to produce more overall yield. A method known as multiple cropping was also implemented during the Green Revolution and lead to higher productivity. Multiple cropping is when a field is used to grow two or more crops throughout the year, so that the field constantly has something growing on it. These new farming techniques and advances in agricultural technology were utilized by farmers all over the world, and when combined, intensified the results of the Green Revolution.

My Country

The name of our country is Bangladesh. It is situated in the south Asia. It's land area is 1,47,570 square kilometers with a large number of populations. It became independence on 16th December 1971 from Pakistan. Dhaka is the capital of this country. The population of this country is about 16 core and most of them are Muslims. The others are Hindus, Christians, Buddhists and Tribes who live here with peace and amity. Most of the people of this country use Bangla as their mother language. Bangladesh is the land of rivers because there are many large and deep rivers in it. The Padma, the Meghna and the Jamuna are the biggest rivers where various kinds of fishes are found. The land of this country is very fertile where various kinds of crops and fruits are grown. There are six seasons in Bangladesh and the weather and climate of all seasons are totally different from one another. Based on the seasons, different kinds of fruits, vegetables and crops are cultivated. Rice, jute, sugarcane, potato, tobacco, pulse, oil, seed, vegetable, spices, tea, etc are our main crops. Our seasonal fruits like mango, jack fruit, guava, black berry, pineapple, banana, coconut, water melon etc. are great attraction to the people of home and aboard.

Social Media

Social media is one of the most general ways of communication and it is growing very quickly. It changes and affects each person in a different way, or ways. Some people argue that social media has a bad influence on children and young adults, and that it depressingly affects their brains, character, or personalities. Most people see that the social media has a more positive effect on them than a negative one. Social media has helped many people around the world to connect, or re-connect, with each other, easily. Social media is essentially the new way of keeping in touch with everything and everyone, and of even strengthening bonds between each other. First of all, social media has made it possible for people, or even families, who live far away from each other to communicate easily. Before, people used to communicate through writing letters and having them sent through the mail, which would take a lot of time and communication, could not be done fast enough and constantly. Another way that communication was done before was by talking through the old-fashioned telephone. Now communication is easily done through social communication network on a daily basis using the Internet.

Patriotism

Man can not live without loving. The heart is made only to love to love ownself, the family, the other people of the society. In some cases he loves by choice or on condition. But there is one thing that he loves for no return his country. And this love is called patriotism. Patriotism is man's inherent characteristic. The soil, water, sky, air, environment, culture all these things of a specific country nourish the people living therein. So man's body, mind, soul the total being - is nurtured by various elements of his country. Consequently, the love that he has for his country is full of gratefulness, dutifulness and responsibility. Since all his wealth and achievements are a contribution to him by his country, a patriot never hesitates to give away his wealth, power, reputation, even his life for the good of his country. Thus, patriotism becomes a part and parcel of his own identity. Patriotism is pure love. It is more than human love for other individual human beings. In the words of Edwin Arnold: 'I love my life, true, but not more than I love my motherland.'

CS CamScanner

Solar Energy

The energy that we get from the sun is called solar energy. The sun is the main source of energy. In our day to day life we use energy to accomplish our works. We get this energy from different sources such as the sun, waves, wind, chemical reaction, radio activities, burning fusil fuel etc. But the main source of energy is the sun. The sun produces all the energy inside and outside of this world. Our body get energy from the food we take. These foods are produced directly or indirectly from the plants. Plants make food with the help of sun light. However we can produce other energies like electricity, thermal heating etc. from solar energy. Many developed and developing countries are using solar energy for rural electrification. About 20-30 percent villagers using solar panel for electricity in Bangladesh. The government of Bangladesh has taken different steps to increase this number. As this energy is replenished by itself or renewable, we need not expense extra wealth or money. Besides we this energy is environment friendly. So, we should use solar energy to save the world from being spoilt.

Father of the Nation: Sheikh Mujibur Rahman

The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975) is the architect of independent Bangladesh. Bangabandhu was born on 17 March 1920 in the village Tungipara under the gopalganj Sub-division (currently district) in the district of Faridpur. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's father, Sheikh Lutfar Rahman, was a serestadar in the civil court of Gopalganj. Sheikh Mujibur Rahman passed his matriculation from Gopalganj Missionary School in 1942, IA (Twelfth Grade) from Islamia College, Calcutta in 1944 and BA from the same College in 1947. In 1946, he was elected general secretary of the Islamia College Students Union. He was an activist of the Bengal Provincial Muslim League and a member of the All-India Muslim League Council from 1943 onwards. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was a founding member of the East Pakistan Muslim Students League (est. 1948), one of the founding joint secretaries of the East Pakistan Awami Muslim League (est. 1949), general secretary of the awami league (1953-1966), president of the Awami League (1966-1974), president of Bangladesh (in absentia from 26 March 1971 to 11 January 1972), prime minister of Bangladesh (1972-24 January1975), president of Bangladesh (25 January 1975-15 August 1975). Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was assassinated by a group of disgruntled army officials on August 15, 1975 along with most of his family members excepting for his two daughters who had been staying abroad at that time. Bangabandhu's eldest daughter, Sheikh Hasina, is the current Prime Minister of Bangladesh.

Role of mobile banking service for economic development of Bangladesh.

Mobile Banking is a Banking process without bank branch which provides financial services to unbanked communities efficiently and at affordable cost. To provide banking and financial services through mobile technology devices i.e. mobile phone Real time on-line called Mobile Banking.

Benefits of Mobile Banking

✓ It is available anytime, anywhere throughout the country banking.

✓ It is much more effective inconvenient, affordable and secure.

✓ It will make access to banking and advanced developing savings habits.

✓ It is much safer, speedy and payment transactions at affordable cost safeguard against fraudulent transactions

Vision-2021

Digital Bangladesh Vision 2021 will need from both Public and Private sector an infusion of resources, leadership and ICT centered development if it is to be made meaningful. Over thelast few decades, the world has been shifting from industrial to knowledge-based societies;the ability of a nation to use and create knowledge capital determines its capacity to empower and enable its citizens by increasing human capabilities. Easy access to knowledge, creationand preservation of knowledge systems, dissemination of knowledge and better knowledgeservices should be core concerns of the Digital Bangladesh Vision 2021

Rohingya Crisis

More than 830 000 Rohingya refugees are sheltering in Bangladesh, having escaped violence and persecution in Myanmar. This includes more than 618 000 people, the vast majority women and children, who have fled since violence erupted on 25 August. The momentum and scale of arrivals make this the world's fastest growing refugee crisis. The incoming refugees are housed or have sought shelter in Cox's Bazar and its upazilas, where extensive pressure is being placed on resources. One significant resource is increasingly limited cooking fuel. Wood fuel collected from protected forest reserves is the main source of cooking fuel for refugees. The speed of the influx of arrivals is contributing to the lack of cooking fuel in markets and its high prices, now reaching more than 60 percent of refugee households' weekly expenditure. To afford fuel, people are resorting to selling food and assets. More and more food, firewood and other commodities are being imported from neighbouring districts, as local people are unable to meet the demands of the burgeoning market. High prices of goods and transportation are increasing the negative impacts on the local population.

Green ecnonomy and Bangladesh

The green economy is defined as economy that aims at reducing environmental risks and ecological scarcities, and that aims for sustainable development without degrading the environment. It is closely related with ecological economics, but has a more politically applied focus. As the world goes madly behind economic development it fails to notice the harm done to environment by the development activities. As it is true that the need for economic development is undeniable it is also true that if we continue the development without concerning the environment the result will be rather harmful. Bangladesh is endowed with a unique natural resource base. About 80% of the country consists of floodplains and wetlands with over 300 rivers in the riverine network that sustains rare wildlife, flora and fauna and distinctive but diverse ecological systems across the country.1These systems range from the unique mangrove forests of the Sundarbans in the Southwest (a world heritage) to coastal and marine ecosystems in the deep South deep natural water basins called haors and baors in the Northeast which remain inundated for half of the year and has a unique but changing ecology arid area in the upper mid-section to hill tracts in the Southeast and flat sandy or marshy riverine deltas in the middle down to South.

Global warming

Global warming, the rising temperature around the world, has some causes and effects. The main reason for this global warming is the huge amount of carbon resulting from environmental pollution. Again the destruction of forests adds to this problem. The growth of industries, increasing number of vehicles and the use of CFCs in manufacturing and packaging industries are also the causes of the rice temperature in the atmosphere. This increase in the world's temperature has some fatal consequences on humans, animals, and plants. The increased amount of heat will melt the huge ice of the polar ice-caps and thereby, the sea level will rise. Then the salty water of the sea will mix with the river water and will come into the farmlands. Then the fertility of the lands will be lost and man's ability to grow crops will be reduced. Furthermore, the lower regions of the world including the coastal areas of Bangladesh will go under water. Again, if the temperature rise continues, many of the species of animals will become extinct forever, So, effective measures must be taken to prevent global warming. Planting more trees and expansion of forestation programmers can go a long way to tackle the situation. Using environment-friendly machines and avoiding the use of CFCs can also reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Taking all these steps, we could prevent global warming so that we can make our life danger-free.

Tree plantation

Tree plantation means planting trees in a well-planned way. Usually, it is a part of a programmer fight back the environment pollution globally. The environment is being polluted every: moment and the planet 'earth' is already under the threat of 'Greenhouse Effect'. Tree plantation the most

CS CamScanner

effective and easiest way to control the greenhouse effect. Trees play an important roll in maintaining the ecological balance. They produce oxygen; regulate rainfall and the ratio of oxygen and carbon dioxide in the air. They also supply us with food, drink medicine, clothing, and shelter and so on. Trees supply the raw materials for both small and big industries. The climate of Bangladesh is suitable for tree plantation. We can plant trees on both sides of roads and in the: Ten space of schools, offices, mosques, and temples. Trees help us in various ways and so; we must devote ourselves to tree plantation.

A rainy day

a rainy day is a set day. The day looks gloomy. The sky remains overcast with clouds. The sun is seldom found. It rains cats and dogs all day long. Roads go under water. A passer-by has to pass along a muddy and slippery road. He walks along with shoes in hands and cloth folded up almost to the knees. A day laborer suffers most on a rainy day. He cannot go out for his daily work. He sits on the rain-soaked floor under the leaky roofs. A rich man welcomes a rainy day. He enjoys the day staying indoors. He sits quietly by the window and listens to the music of the rain-fall. Poets feel thrilled in their hearts. A rainy day is most welcome to the school children. They have a day's holiday to enjoy. Cattle keep standing with-their heads bending low. Birds get wet and keep sitting on the branches of the tres. Children come out in the rain and make-merriments. A rainy day's evening seems to set in by day.

Dengue Fever

Dengue is a viral fever transmitted through mosquito bites. The 'Aedes' mosquito is the culprit. The disease is very prevalent in tropical countries like ours. Dengue is characterised by sustained high-grade fever, pain around, inside or behind the eyes, nausea and vomiting, abdominal discomfort, Diarrhea, muscle aches and measles-like red rashes all over the body. There are two types of dengue - classic dengue and dengue hemorrhagic. In the first type of dengue recovery is most likely to occur more quickly. But in the second type a decrease in platelet count can result in bleeding, organ failure, and even death. There are no vaccines against dengue. That's why prevention is crucial. The vector 'Aedes' mosquito breeds in stagnant fresh water and rainwater. So we must be vigilant in keeping our household areas clean. We must not allow water to stagnate in flowerpots, vases, tyres and puddles. Besides, we must protect ourselves from mosquito-bites. So we should always wear protective clothing like pants, long sleeves, and socks. We have to use mosquito nets and mosquito-repellant. Above all, we must consult a doctor if any fever persists for days.

Discipline

Discipline is a value that we must develop in childhood. Discipline inculcated when one is a child helps one through life. Discipline can be developed by being time-conscious. If we are punctual in all that we do, we can attain our goals. It is when we are lazy, and do not stick to required time frames that we fail to achieve our targets. We must be particular about doing the right activity at the right time. We must go to school at the right time. If we are late we suffer due to this indiscipline. Not only do we get reprimanded at school, we also lose out on our studies by being late for class. Similarly, if we have assignments and projects to submit at school, we must complete them on time. Otherwise we shall lag behind and not be able to stay with the pace of the class. It is easy to develop discipline if we draw up a time-table for ourselves and work accordingly. The time-table must be drawn according to our goals. Discipline is possible when we do not waste our time on useless and wasteful activities, and instead engage in meaningful and purposeful activities. Discipline also requires working in an organised way. If we work in a haphazard way without a systematic completion of our tasks, there will be confusion and no success is possible. We must keep our possessions like books in an organised way so that we can access them easily without wasting time.

Good health

Good health means sound body. The body that is free from all sorts of diseases is called good health. We can keep good health to follow some rules and regulations. To keep good health one should rise early in the morning and take some physical exercises. Besides, eating vegetables, drinking pure water and eating balanced diet are the prerequisite of keeping good health. Balance diet is essential for keeping good health. The floods that contain carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are called balanced diet. If people do not take balanced diet, they often suffer from various diseases. The importance of keeping good health can not be described in words. There is a proverb that a sound mind depends on a sound body. A healthy man is really lucky because he can do his duties properly and become successful in life. Therefore, we should keep good health to lead healthy, wealthy comfortable and diseases free life.

Deforestation

When trees and vegetation in a forest are cleared out it is known as deforestation. The land that is thus obtained by clearing the forest is then used for various purposes such as creating residential or industrial areas or for the practice of agriculture or for laying roads or railway tracks. There has been large scale deforestation in India over the past couple of centuries. Deforestation leads to serious ecological consequences. Wildlife species that live on trees lose their homes. They search for other habitats where they can live or they perish. Trees are also a source of food for man and many herbivorous wildlife species of the forests. By cutting down trees this source of food is destroyed. Forest products are also a source of livelihood for people who live near forests. When forests are cleared out these communities suffer. Deforestation also disturbs the hydrological cycle and climatic patterns.

A Hortal Day

Hartal means suspension of all-important daily works. It may be observed in a region or even throughout the country. Generally, political parties or labor organizations call hartal on a particular day to realize their demands from the ruling government. When dissatisfaction grows among the opposition, hartal is observed to compel the authority to get their demands fulfilled. During a hartal day the normal activities of educational institutions, offices, courts, markets, industries etc. often remain closed. The movements of vehicles on roads are stopped. Some special vehicles like ambulance, newspaper and dead body carriers are allowed to run in the streets. Sometimes in a hartal day, the picketers of the pro-hartal party remain very active in different points of the cities. They create panic by exploding crackers, bombs etc. and burn tires or vehicles. Police sometimes throw' tear gas on the unruly mob to disperse them. Even loss of lives may occur on a hartal day. Serious damage of properties may also occur. So, it has an adverse effect on our national life. It is a serious threat to the growth of our economy. Therefore, hartal should be avoided for the greater interest of the nation.

Democracy

Democracy is the best form of government in the modern world. It means that the government has to be asked about their duties and responsibilities to the people. They can do nothing against the public interest. In a democratic country, people have the right to express their opinion and to criticize the activities of the government in a constructive way. Democracy assures the right of giving a vote and a system in which people select their government. It secures the wealth and prosperity of the people and gives the political rights. In the words of Abraham; democracy is the government of the people, by the people, for the people.' The success of democracy depends on the ruling party and the opposition parties. Both of them are the representative' of people and they have to take every decision by consulting and constructive criticizing; The quality of the government depends on the people because they will select their representatives the longevity of the government depends on public likes and dislikes. If the people of the country think, the government is unable to meet their demands; they can change the government at any moment. This is an expensive form of government because the election may be held several times which is very expensive. The government is not stubble and crisis moments will not be faced hastily. However, democracy has some demerits, but this is the ideal form of government. We should try our best to practice it in every sphere of life for the development of the society and the country.

CS CamScanner

Flood of Bangladesh

Flood is one of the natural calamities in our country. It occurs almost every year here. It brings untold miseries and sufferings to the people of this country. It washes away crops. It destroys houses, kills animals and human beings. People suffer from the accommodation. They take shelter on high lands, housetops or trees. There are some reasons for the flood. It generally appears during the monsoon. Some big rivers flow through Bangladesh. Sometimes heavy rainfalls cause floods. Another important cause of the flood is the direct effect of the Farakka Barrage made by India on the Ganges. The flood damages the crop and communication system by inundating the fields and roads. However, the flood has some good effects. It makes the land fertile when new silt is deposited and helps grow good crops. Waste materials and human wastes are washed away and the environment becomes neat and clean. This is the benefit we get from the flood.

Corruption

Corruption means doing anti-moral activities out of the abuse of power and distortion. It is generally resorted to possess much and wealth overnight by dishonest means. It is one of the major problems of our country. Bribery, smuggling, misuse of power, nepotism, deprivation of legal rights and delay in work etc. are the main forms of corruption. It is praised at every government and not-government offices. The common people are the worst victims of corruption. Human nature is very mysterious. A group people among us always hanker after earthly happiness and re-engaged earning money of wealth by hook or by crook. They care little for the restraints of moral sanctity. They seem to follow the foot-prints of the rogue. 'a rogue is deaf to all good.' They forget the difference between what is right and what is wrong and get involved in corruptions. This morally degraded and self-centered person go on doing their evil deeds at cost of the interest of the nation. In this way, they corrupt the national life by amassing wealth in a corrupt way. At present, this sort of corruption has become a common affair in Bangladesh. It has entered almost in every nook and corner of the society. the country seems to have become the breeding ground of corruption. It has turned into social cancer. We cannot but express a grave sorrow that Bangladesh topped the list for three times as the world most corrupted country. It has made the country a bottomless basket. It is seriously eating into the vitality of the country's economy. This corruption has stood as a great impediment on the way of our development. There is no denying the fact that the removal of corruption from the society is a mammoth task. Social consciousness, exemplary punishment, religious and moral education, Meeting people's basic needs improving law and order situations and raising the standard of living can go a long way to make the county free from corruption. Besides, a strong political will-force to combat the hydra-headed monster of corruption is the most imperative need of the time. Moreover, the rousing of patriotic feelings may help to redress the extremity of corruption the great extent. The sooner we can solve this problem, the better-the better for building up a happier, healthier and wealthier national life.

International Mother Language Day

Mother language means a language through which the people of a country express their idea, thoughts, feelings, and emotions clearly. 21st February is International Mother Language Day. In order to show due honor and respect to the existing mother languages of different countries, the day has been declared as International Mother Language Day by UNESCO. In reply to a proposition of Bangladesh Govt. the declaration has come to reality. The day has a long glorious historical background. It is a matter of great regret that, the then rulers of Pakistan tried to impose 'Urdu' as the state language upon us instead of Bangla. Before the independence of our country in 1952, the then Pakistani ruler Muhammad Ali Jinnah declared in the public meeting that "Only Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan". The people of our country burst into protestation against this unjustified decision. Some of the heroic sons of this soil came forward and sacrificed their valuable lives for the cause of the mother tongue on the 21st February 1952. The objective of observing the day is, to pay homage to the language martyrs. The day is important for the people of Bangladesh. Now it is a matter of great pleasure and prestige that this day got international recognition in 1999 as International Mother Language Day.

COVID-19

Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Most people infected with the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Older people, and those with underlying medical problems like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, and cancer are more likely to develop serious illness. The best way to prevent and slow down transmission is be well informed about the COVID-19 virus, the disease it causes and how it spreads. Protect yourself and others from infection by washing your hands or using an alcohol based rub frequently and not touching your face. The COVID-19 virus spreads primarily through droplets of saliva or discharge from the nose when an infected person coughs or sneezes, so it's important that you also practice respiratory etiquette (for example, by coughing into a flexed elbow).

Food Adulteration

Man cannot live without food. It is essential for human beings to grow up and survive on earth. But these foods are being adulterated seriously. Fruits, Vegetables, fishes, oil, milk products, and baby foods are mainly being adulterated daily. Many reasons are responsible for food adulteration. Food and beverage industries use poisonous chemicals that contain harmful substances. The prime cause of food adulteration is the endless greed of the immoral and dishonest businessmen. Human life is less valued to their profit. While taking many surveys it is found that most of the foods are being adulterated dangerously. Adulterated foods contain harmful substances such as DDT, Aldrin, Formalin, Chlordane, etc. All adulterated foods are very detrimental to our health and life which leads to death. Taking adulterated foods we often fall victim to many serious diseases like cancer, kidney failure, liver damage, heart diseases, headache, high blood pressures, etc. So, it is essential to stop adulteration. In spite of taking some positive measures by our govt. law enforcement agencies have to be more active. Immoral businessmen have to be identified and punished. Mass media and common people can also play a vital role to remove the problem.

Unemployment

Unemployment is an issue that plagues almost every country. When the number of jobs demanded by the youth and others in a country exceeds the number of available jobs there is unemployment. Unemployment has deleterious effects on the society and the economy of the country. Unemployed persons are unable to meet their requirements of food, clothing and shelter. The unemployed would form part of the poorer sections of society. With greater unemployment there is greater poverty. Without access to nutritious food, the poor and unemployed become vulnerable to develop illnesses and diseases of malnutrition that may become fatal too. Those who lack a livelihood, and are thus deprived of resources, may also lack access to hygiene and cleanliness that may make them susceptible to ill health. Unemployed people are also liable to develop psychological conditions requiring medical attention. With greater unemployment there is an increase in the number of homeless persons and street dwellers. Unemployment is also responsible for increased beggary. When people are unable to satisfy their needs due to lack of sufficient resources, they take to begging.

Our National Flag

The national flag is a piece of fabric with a special colored design used as the token of a particular country. It is the symbol of the independence of a nation. Every nation of the world has a national flag of its own. Bangladesh has also a national flag. We achieved it in 1971. The proportion of its length and breadth is 10:6. It is a piece of rectangular green cloth with a round red disclike patch in the middle. The radius of the red circle is one-fifth of the length of the flag. The green color represents the admiration of youthful vigor as well as the green fields and the evergreen subtropical forest of Bangladesh. The red circle symbolizes the rising sun with new hopes and aspirations for a new nation. The red color also symbolizes blood. It reminds us of the history of our independence. Many heroic sons of this soil sacrificed their lives for the cause of independence. After a bloody war, Bangladesh finally became independent on 16th December 1971. The green and red color of our

national flag represent the spirit of our independence. The national flag is hoisted on the premises of all govt. offices and institutes in Bangladesh. It is kept half-mast on national mourning days. Our nationL' flag always inspires us to dedicate our lives for the greater interest of the country. We can uphold its honor by doing our duties to the nation.

Pahela Baishakh

Pahela Baishak is the first day of Bangla year. We celebrate the day with traditional festivities across the country. Many socio-cultural organizations draw up many programmes to celebrate the day. The day is celebrated with more pleasure and enjoyment in our deeply. Many cultural organizations start their programmes from Ramna Batamul. Chhayanat, Aurannak, Udichi and other organizations celebrate the day by singing songs and arranging drama, dancing etc. Bangla Academy, Shishu Academy, Shilpakala Academy, bulbul Lalita-Kala academy, Fine arts Institute of Dhaka University, National Museum, and other institutions arrange many BTV displays special programmes across the day. Most of the city dwellers wear a special dress to celebrate the day. In some places especially the rural bazar area, many traders, and shopkeepers open Halkhata and offer sweet to their customers. we think the day as his source of enjoyment and the starting day of the year with peace and happiness.

Early rising

Early rising is a good habit of getting up from bed early in the morning. If one wishes to rise early in the morning, he can make it into a habit. This habit is very useful to man. It improves his health and gives him energy. An early riser gets enough time to perform his daily works. He can start. His daily work earlier. He has nothing to worry about. He is never in a haste, on the other hand, a person, who does not get up early generally faces omen problems. He may be late for office, may miss schedule or even fail to perform his daily works timely. Nature is completely calm Piute then. The beautify gifts and colorful nature reminds everybody of the almighty creator. So, the early riser can enjoy all these and be benefited. An English proverb says, "*early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.*" So, we should be sincere to form this habit.

Empowerment of women

Women Empowerment is empowering women with all the rights and facilities in the society so that they can live freely without any fear and restriction. Women should get proper rights in society like a man without any gender discrimination between men and women. Women should know as well as get the proper fundamental rights once they born. Empowerment is the process that creates power in individuals over their own lives, society, and in their communities. People are empowered when they are able to access the opportunities available to them without limitations and restrictions such as in education, profession, and lifestyle. Feeling entitled to make your own decisions creates a sense of empowerment. Empowerment includes the action of raising the status of women through education, raising awareness, literacy, and training. Women's empowerment is all about eqaipping and allowing women to make life-determining decisions through different problems in society. Women's empowerment can only be achieved when we include men and boys. Men are often those who define and keep women within their boundaries. But when we engage with them they realize that their wives' empowerment benefits the whole family. Promoting gender equality and empowering women is the key to lifting entire families out of poverty.

Morning walk

The morning walk means walking in the morning fresh air. Generally, people select the early part of the morning when the atmosphere looks fresh and clear. People generally chose the open places as parks; road side's etc. walkers usually wear loose dresses like trousers and kids for an easy walk. It costs nothing but benefits much. The man who walks in the morning enjoys the fresh air that is good for building up the sound and good health. The man who forms this good habit can also enjoy the fresh and living scenery of nature in the morning. No kind of decreases attacks him for walking in the morning. It helps the diabetic patients to control diabetes. It refreshes our mind and provides a huge amount of full or working force. It also supplies mental peace that needed to lead a joyful life. That is why doctors advise people of all ages to walk in the morning. On the other hand, the man who doesn't build up this habit can't enjoy the living scenery of the nature of nature. He becomes deprived of a healthy body as well as a healthy mind. Different kinds of diseases attack him every now and then. As he doesn't own a good mind, he doesn't become happy in his life. So, everybody should build up this habit for his won and keep his body and mind fresh.

Padma Bridge

The dream of Padma Bridge has turned into reality with its construction inauguration in 12 December, 2015. The Padma Bridge is a multipurpose road-rail bridge across the Padma River to be constructed in Bangladesh. When completed it will be the largest bridge in Bangladesh and the first fixed river crossing for road traffic. It will connect Louhajong, Munshiganj to Shariatpur and Madaripur, linking the south-west of the country, to northern and eastern regions. The bridge will contribute to a great extent to our communication, economy and industrialization.

Readymade Garments Industry of Bangladesh

The Ready-Made Garments industry occupies a unique position in the Bangladesh economy. It is the largest exporting industry in Bangladesh, which experienced phenomenal growth during the last 25 years. The industry plays a key role in employment generation and in the provision of income to the poor. Nearly four million workers are directly and more than twelve million inhabitants are indirectly associated with the industry. Over the past twenty five years, the number of manufacturing units has grown from 180 to over 4000. The sector has also played a significant role in the socio-economic development of the country.

Social impact of Mobile Phone

Mobile phones are one of the most commonly used gadgets in today's world. Everyone from a child to an adult uses mobile phones these days. They are indeed very useful and help us in so many ways. Mobile phones indeed make our lives easy and convenient but at what cost? They are a blessing only till we use it correctly. As when we use them for more than a fixed time, they become harmful for us. We use mobile phones for almost everything now. Gone are the days when we used them for only calling. Now, our lives revolve around it. They come in use for communicating through voice, messages, and mails. We can also surf the internet using a phone. Most importantly, we also click photos and record videos through our mobile's camera. While mobile phones are very beneficial, they also come to a lot of disadvantages. Firstly, they create a distance between people. As people spend time on their phones, they don't talk to each other much People will sit in the same room and be busy on their phones instead of talking to each other. Subsequently, phones waste a lot of time. People get distracted by them easily and spend hours on their phones. They are becoming dumber while using smartphones. They do not do their work and focus on using phones. Most importantly, mobile phones are a cause of many ailments. When we use phones for a long time, our eyesight gets weaker. They cause strain on our brains. We also suffer from headaches, watery eyes, sleeplessness and more.

Dhaka International Trade Fair

Trade fair is an attractive fair where various types of industrial goods are displayed. It is a kind of publicity to draw the attention of the national and international industrialists, producers and customers. Normally, it is held once a year. The host country invites other countries to participate and display their exportable goods at the fair. Different types of artworks, crafts, handicrafts, agricultural and industrial products, etc. are placed in a trade fair. There are some benefits of a trade fair. The host country can be able to know about the goods of other countries through a trade fair. At the same time, foreigners can know about the culture of the host country. Trade fair plays a very important role in introducing our homemade goods to other countries. We can display our goods to foreign buyers. It encourages foreign countries to import goods from our country. Thus it also helps us in earning foreign exchange. We can also know about the new foreign products from the trade fair. So, a trade fair is necessary to be held every year in our

country. Like any other fair, there are arrangements for recreation and food at the fair. Different types of goods were sold there. A large number of people gathered there. I enjoyed the fair very much.

Landslides in Bangladesh

A landslide is defined as the movement of a mass of rock, debris, or earth down a slope. Landslides are a type of "mass wasting," which denotes any down-slope movement of soil and rock under the direct influence of gravity. The term "landslide" encompasses five modes of slope movement: falls, topples, slides, spreads, and flows. These are further subdivided by the type of geologic material (bedrock, debris, or earth). Debris flows (commonly referred to as mudflows or mudslides) and rock falls are examples of common landslide types. Almost every landslide has multiple causes. Slope movement occurs when forces acting down-slope (mainly due to gravity) exceed the strength of the earth materials that compose the slope. Causes include factors that increase the effects of down-slope forces and factors that contribute to low or reduced strength. Landslides can be initiated in slopes already on the verge of movement by rainfall, snowmelt, changes in water level, stream erosion, changes in ground water, earthquakes, volcanic activity, disturbance by human activities, or any combination of these factors. Earthquake shaking and other factors can also induce landslides underwater. These landslides are called submarine landslides. Submarine landslides sometimes cause tsunamis that damage coastal areas.

Corona virus

Corona viruses are mainly a big family of viruses that are highly capable of causing illness both in animals and humans. In the human body, several corona viruses are causing respiratory infections. This infection can range from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). The biggest problem with this virus is that it is spreading more than we have expected and the scientists have not yet found out any way to disinfect this virus. The scientific name of the most recently discovered corona virus disease is COVID-19. There are actually no perfect initial symptoms of this disease in the human body. Sometimes it takes a longer time to detect the disease in the human body, though the presence of this virus is from long before. The primary symptom of this disease is cold, dry coughing, fever, tiredness, etc. for several days. Some patients may experience nasal congestion, aches and pains, runny nose, sore throat or diarrhea. Though there is a full cure from the disease by proper treatment, a lot of people have died because of this disease at the same time. So we should all be careful and keep ourselves safe from this virus and disease. Corona virus is first seen in Wuhan, China, on 31st December 2019, but it has already spread in many countries across the world. The virus is very deadly and it can spread at a faster speed than we expect or imagine. Scientists are trying to come up with possible vaccines and some specific drug treatments that are now under investigation.

The independence day of Bangladesh

On 26th March 1971, the name of a new country was included in the map of the world; – Independence Day of Bangladesh was written centering this day. Through the new sunrise of this day, a new chapter in our national life begins. The first thing to remember in the happy moments of Independence Day is that the sacrifices of many patriotic martyrs of our country. On this day of 1971, people of Bangladesh found out the way to freedom from the 24 years of Pakistani colonial dictatorship. History of our freedom is the history of sacrificing the blood of millions of martyrs. So in the national life of this country, Independence Day is the most glorious and holiest day. 26th March is our great Independence Day. We will have to accept the attempts so that the purpose of our freedom which is gained in exchange of huge blood will not lose its way in any personal or group interests. Otherwise, the image this freedom will be damaged and the life of everyone will be more disastrous.

Food Security

Food security is a measure of the availability of food and individuals ability to access it. According to the United Nations Committee on World Food Security, food security is defined as the means that all people, at all times, have physical, social, and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their food preferences and dietary needs for an active and healthy life. A household is considered food secure when its inhabitants do not live in hunger or fear of starvation. There are three pillars that determine food security, food availability, food access, and food use and misuse. Food availability relates to the supply of food through production, distribution and exchange. Food access refers to the affordability and allocation of food, as well as the preferences of individuals and households. The causes of hunger and malnutrition are often not a scarcity of food but an inability to access available food, usually due to poverty. The next pillar of food security is food utilisation, which refers to the metabolism of food by individuals. Once food is obtained by a household, a variety of factors affect the quantity and quality of food that reaches to the members of the household. In order to achieve food security, the food ingested must be safe and must be enough to meet the physiological requirements of each individual.

Effect of padma Bridge in the economy of Bangladesh

The Padma Multipurpose Bridge is a dream project for the millions of people in the southwestern region of Bangladesh. Prior to the opening of the bridge, these districts were cut off from the country's major economic centre, the Dhaka-Chattogram economic corridor. Ferries, launches and boats were the only means of communication and transport on the Padma River to the south-western districts. This form of transport was not only uncertain but was also time-consuming. Due to poor connectivity, economic operations in the southwestern zone have not been too easy. Consequently, the districts did not seize much industrialisation. As a result, poverty and under-employment constitute major problems in the region. What is more, this region is strongly affected by climate change. Increased water salinity also has a major effect on agricultural production, and this area is particularly vulnerable to flooding. However, the Padma Bridge will offer many advantages to the region. It will connect the isolated 21 southwestern districts to the mainstream economy. It will also connect the port of Mongla and the port of Payra, respectively the second and third-largest ports in the country, with the capital. Enhanced connectivity will encourage investment in the region. Therefore, not only will the economy in the southwestern region prosper and create jobs, but the economy as a whole will grow. The Padma Multipurpose Bridge is estimated to boost the country's annual GDP by 1.23 per cent. Similarly, the southwestern region's GDP is projected to increase by 2.5 per cent.

Importance of safe food production in Bangladesh

Food safety describes all practices used to ensure food is kept safe at each stage of the food manufacturing chain, from harvesting, processing, storage, distribution, preparation, to consumption. From a household or consumer point of view, food safety means making sure food is handled, prepared, and stored properly to prevent foodborne illnesses. Access to safe and healthy food is a necessity for everyone. According to the World Health Organization, about 1 in 10 people fall ill each year due to consuming contaminated food. About 420,000 adults and 125,000 children (younger than 5 years old) die each year due to foodborne illnesses. Food safety also influences other important aspects related to food, such as nutrition and food supply:

- Reduced risk of diseases and deaths caused by unsafe food consumption
- Reduced burden of financial losses due to foodborne illnesses (such as typhoid, hepatitis A, diarrhea, and dysentery)
- Ensuring uninterrupted food supply
- Improved public health, thereby reducing the burden on the healthcare system
- Reduced risk of chronic diseases caused by unhealthy food
- Reduced risk of nutritional deficiencies

CS CamScanner

An Ideal Village

An ideal village will be so constructed as to lend itself to perfect sanitation. It will have cottages with sufficient light and ventilation built of a material obtainable within a radius of five miles of it. The cottages will have courtyards enabling householders to plant vegetables for domestic use and to house their cattle. The village lanes and streets will be free of all avoidable dust. It will have wells according to its needs and accessible to all. It will produce its own grains, vegetables and fruit, and its own Khadi. This is roughly my idea of a model village. In the present circumstances its cottages will remain what they are with slight improvements. With that assistance there is no limit to the possibility of village reconstruction.

Metrorail

Metro rail is one of the most powerful rail systems in the world. It is also called a fast transport system. It usually keeps an eye on advanced structures above the road level. It is made of steel or concrete. This is one of the fastest ways to get to the big city. The construction of a metro rail project aimed at saving Dhaka from unbearable traffic jams is in full swing. Metrorail is the second largest project of the present government of Bangladesh. It has been a dream of the city dwellers for a long time because the traffic jams in the city are getting worse day by day. People living in Dhaka are wasting their precious time when they use vehicles. Thus, Metrorail has become a necessity for the people of Dhaka city. The project is being completed in two stages. Officially known as Mass Rapid Transit (MRT) Line-6, the Metrorail service is expected to carry more than 60,000 passengers once it is completed. The city will have 16 stations. Initially, there was a plan to extend 10 km from Agargaon to Uttara. The total length of the project will be 20 km and the line will go up to Motijheel. The project is expected to save tk. 200 billion per year which will be a big relief for our first growing economy. Metro rail is environmentally friendly because it is powered by electricity. So people can easily move from one place to another without traffic jams. Metro rail will have many positive effects on our country

Prospects of Blue Economy in Bangladesh

Blue Economy more precisely "ocean-based economies" is now being considered as an auspicious sector in Bangladesh which refers to the proper utilizations of oceanic resources for sustainable economic growth of a region or country. The current review paper has focused on the development of ocean economy by means of enhancing social inclusion, environmental sustainability and innovative, dynamic business models. Bangladesh is blessed with 710 km long coastlines with 200 nautical miles of resourceful Exclusive Economic Zone (EEZ) in the Bay of Bengal, creating huge opportunities to bring out a sustainable output through the utilization and optimization of ocean-based resources. Because of being large delta in the world, Bangladesh is enriched with enormous range of marine biodiversity including fishes, shrimps, mollusks, crabs, mammals, seaweeds and creation of employment opportunities. Blue Economy has also opened a new window of opportunities including commerce and trades, tourism, biotechnology, pharmaceuticals, use of deep sea port, foreign trade and so forth. But we have some challenges to the perspective of Blue Economy such as frequent floods, marine pollution including Ocean acidification and blue carbon, lack of trained personnel, harmonizing sectoral policies, plans and laws, poor ocean governance and political support etc. Some potential solutions need to be adopted by collaborating different sectors for the development of Blue Economy in Bangladesh.

Road Accident

Road accident has become a major problem in our country. It is an unpleasant and unexpected event. It is caused by vehicles while moving on the road recklessly. There are many causes of road accident in our country. The roads and streets of our country are narrow. They are not straight. Rush driving is a major cause of road accident. Overtaking tendency of the drivers is also responsible for road accident. Besides defective and old vehicles increase road accident. The effect of road accident is of great extent in our lives and assets. Everyday many people become the victims of road accident. They

have to meet premature death. Some of them are seriously injured. Sometimes our valuable things are lost or damaged. Some measures can be taken to control road accident. Roads and streets need to be constructed on proper plan. Modern system of traffic control should be introduced. Defective vehicles should be removed. Driving license should be issued honestly and duly. And thus, we can hope for a better future.

Road Safety

Road Safety is a preventive measure for road accidents. All over world road accidents are the biggest issue to resolve. Day-by-day the rate of road accidents is increasing. Need for the Road-safety is crucial for surviving various innocent lives. In some cases, it is observed that pedestrians are killed due to the collision of vehicles. From childhood, students are taught to follow the road safety rules. It is one of the moral lessons we all learned in our childhood stage. Naturally, safety measures should be followed by people while moving on the road. The fast-moving world always tempts for short trick to reach the destination. This tendency of short way leads to drive fast, showing irresponsible behavior while crossing the roads. Universally the Road-Safety rules are taken as one of the important measures for saving lives. In India where the stray animals are openly used to wander on road; they also lost their lives by vehicles.

Smart Bangladesh

Smart Bangladesh is a vision that aims to build an inclusive and digitalized country for the citizens of Bangladesh. It is founded on the 4 pillars of Smart Citizens, Smart Government, Smart Economy, and Smart Society. This vision is about bridging the digital divide by creating sustainable and innovative digital solutions that can benefit all citizens, regardless of their socio-economic background, and businesses of all sizes. The first pillar of Smart Citizens is about empowering individuals with digital literacy skills and access to digital services, enabling them to participate fully in the digital transformation of the country. Smart Government, the second pillar, uses technology to provide efficient and transparent public services while ensuring citizens' data privacy. Smart Economy, the third pillar, creates a thriving economy powered by digital technologies, where businesses of all sizes can participate and compete on a level playing field. Smart Bangladesh builds on the foundation laid by Digital Bangladesh and takes it to the next level. It is an ambitious goal that aims to realize the dream of Shonar Bangladesh, a Golden Bangladesh, envisioned by the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Everyone is understanding the concept of Smart Bangladesh is important for the future of the country. It is not just about technology, but about creating a society that is inclusive, innovative, and sustainable. By embracing the four pillars of Smart Citizens, Smart Government, Smart Economy, and Smart Society, the new generations can contribute to building a better and brighter future for Bangladesh.

Smart Phone

Smart Phones are mobile phones with more facilities, hence called "Smartphone". They can work as computer but is very small compared to it. It can send receive email, photographs and multimedia message. It can work as calculator. Communication made much easier. People and friends in abroad can be communicated through video calls, determining users exact location through GPRS is only available through Smartphone. Scanning various QR code for easy usage in a very important feature of the Smartphone. Smart phones can perform multitasking smartly and quickly. It can also entertain us by various HD games and app which can be downloaded in minutes. A smart phone are not only easy to use but has made our lives much easier. Bu technology should be used to a certain limit for the welfare of health and eyes as well.

My Favorite Game

In Bangladesh, people are mad about cricket. I am also a cricket lover. Cricket is my favorite game. I used to play cricket in my school and in my local field. There is a really strong school cricket team at our school. I have gotten a chance after some really good performance. Now I am playing there regularly. Bedside playing, I love watching the game. I never miss any Bangladesh match.

CS CamScanner

Bangladesh is rising amazingly in world cricket and they already defeated every single team. In a cricket match, both sides have 11 players.

Mujib Barsho

100 Birth Year Celebration "Mujib Borsho" of Father of the Nation of Bangladesh, Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman to be celebrated with due respect from March 17, 2022, to March 26, 2021, through yearlong various programmes nationally & globally. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was born at Tungipara in Gopalganj on March 17, 1920. He spearheaded the Bengalis' liberation struggle and Bangladesh emerged as an independent country from Pakistan on the world map in 1971. Promoting the role of Bangabandhu at the grassroots level in Bangladesh's independence struggle, the return anniversary of Bangabandhu, the founding anniversary of the Awami League, National Mourning Day and Jail Killing Day will be celebrated every year as well. There are also plans to produce short films and documentaries to celebrate the birth anniversary and Mujib anniversary. UNESCO also made the decision unanimously to celebrate the "Mujib Borsho" together with Bangladesh.

Gardening

There are different kinds of hobby and gardening is one of them. It is a good pastime. It refreshes our mind and gives pleasure. Different kinds of gardening can be done such as flower garden, vegetable garden, fruit garden, botanical garden etc. My favorite hobby is gardening. There is a small piece of land by the side of my reading room. I have made a flower garden in that land. There are different kinds of plants in my garden. These are rose, sunflower, jaba, belli, jasmine, cherry, hasnahena etc. The flowers of the garden are of different sizes, colors and smells. Different kinds of flowers are bloomed in different seasons. There are many advantages of gardening. When a man sees different flowers, vegetables and fruits in his garden, his heart leaps up with joy. It helps him to forget sorrows and sufferings. It keeps our body and mind sound. It also relieves our monotony. I spend my leisure time in my garden. I feel much pleasure working in the garden. My joys know no bound when my friends and neighbors come to visit my garden. I think, gardening is a source of health, wealth and pleasure.

My Hobby

Hobby means one's favorite occupation. It is a source of joy and pleasure. A hobby gives us joy and pleasure. My hobby is gardening. I have a beautiful garden. It is a flower garden. It is in front of my reading room. There are almost all kinds of flower plants in the garden. There is a fence around the garden. I have built the fence to save the garden from cattle. My garden looks beautiful when flowers bloom. My heart is filled with pride when anyone praises my garden. Every day I work in my garden. After coming from school, I enter my garden. I work therefore one hour. I lose the soil and weed out the grass. Sometimes, I curtail my flower plants. I water the garden in the evening. I plant new flower plants on holiday. My hobby removes monotony from my life. It refreshes my mind. It is also good for my health. It keeps me fit for every work. It has made my body stronger. It has improved my health. My body is immune to diseases. I can study well. I can do any work without a break. My hobby has kept me sound. So, everyone must have a hobby.

The life of a farmer

A farmer is one who cultivates the land and makes a living from it. As Bangladesh is a major agricultural country, most of the people here make a living by farming. The farmers here usually live in villages and grow crops on the land next to their houses. Their way of life is normal. They work all day in the sun and in the rain. He starts work every early in the moring and works in the field all day and returns home in the evening at the end of the day. Most of the time the fate of the farmers depends on good weather and bad weather. If the weather is good, the yield of the cultivated land of the farmers is good and if the weather is bad, the yield of the cultivated land of the farmers is bad. Farmers are happy when the yield of cultivated land is good. In our society, farmers are at a lower level but they are the ideal people of our society. They help keep our economy afloat. Most of the time farmers cannot meet their basic needs. Espeacially due to lack of facilities, they have no face all these problems. We must work together to move farmers forward. Because the cooperation of farmers will move our economy forward. Farmers need to be cooperated to meet the demand for food and to make the country's agriculture import-oriented. For this, the government has to take various steps so that agriculture can go ahed with the help of farmes.

Golden Jubilee of Independence

A golden jubilee marks the 50th anniversary of an event. In Bangladesh, golden jubilee refers the 50th anniversary year of the separation from Pakistan. Bangladesh became independent from Pakistan 50 years back. Now we are ready to celebrate our golden jubilee of the independence in 2021.In 1971 Bangladesh was born as an independent country under the leadership of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at the cost of the supreme sacrifice of three million people and the honour of nearly half a million women. After a nine-month-long bloodstained war of liberation, the name of our country is included in the map of the world. So, the celebration of golden jubilee of our independence is of great value.The celebration is set to be held from 26 March 2020 to 16 December 2021. Fortunately, the yearlong programs of celebrating golden jubilee of our independence are set in the 'Mujib Borsho' on the occasion of birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Extensive and colourful programmes are chalked out to celebrate the golden jubilee of the country's independence, and "Mujib Borsho". Unfortunately our yearlong programs of celebrating its golden jubilee have been shortened due to the Coronavirus pandemic.

Necessity of skill development

Skill development helps build a strong foundation for students at the school level. It helps build self-esteem, confidence, and leadership skills. It develops problem-solving skills and collaboration. It helps students become independent thinkers and encourages them to plan for their future. As schools in India are primarily academic-centric, introducing skill development through the curriculum is essential. It helps students explore and learn things outside of their textbooks. It also gives them the freedom to think independently and make choices at an early age. It builds team spirit, creativity, inquisitiveness, trustworthiness, assertiveness, and sympathy in students. All of this goes on to create a solid foundation for a successful academic and professional future. Education and skill development go hand in hand in preparing students for the pressures and demands of today's challenging world.

Internet

The Internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard internet protocol suite to serve several billion users worldwide. In other words, it may be called a network of communication via computers all over the world. Anyone with a computer may log on to the internet. However, one must have a particular software. The Internet has countless advantages. One may get any information one needs on the net. This is of great advantage to students in their studies, especially when they are preparing reports. People engaged in research benefit greatly because they can learn about research all over the world and apply it. Thus, it is anticipated that science and technology will advance at unprecedented speed. The common man may have many queries. They will get all the answers on the net. One may learn about famous people's television programs, sports and other things of interest. One can read the newspaper on the net. One can apply for a job, and one can get applications, one can shop and one can advertise. One can keep track of one's bank account. In this way, the internet has paved the way for enormous advantages.

Vision 2041

The government's Vision 2041, which is a continuation of Vision 2021, aims to carry the development journey of Bangladesh that Bangabandhu had dreamed of – to end absolute poverty and to graduate into a higher middle-income status by 2031 and a developed country by 2041. The dream of Bangabandhu's "Sonar Bangla/Golden Bangladesh" is not a myth. Perspective Plan 2041 is the instrument to fast track the nation on the development path. The economy that once was labelled as a "bottomless basket with no hope of survival" has now been globally perceived as a "development miracle". Our government's Vision 2021 and Vision 2041 are two key instruments that have contributed to the country's commendable

CamScanner

progress over the past decade. Eradicating poverty with a view to becoming a developed nation or a "Sonar Bangla" by 2041. Perspective Plan 2041 has been prepared to translate the policies and programmes into development strategies where the main beneficiary will be the people of Bangladesh and they will be the key driving force of growth and transformation. Growth and equity are two most important factors for sustainable development of any country. Rapid growth will have to be balanced with an emphasis on equitable distribution of the benefits of growth for all, especially the poor and the vulnerable. Harmonising this interdependent relation between growth and equity, we have prepared Vision 2041 for the accomplishment of that dream and a 20-year perspective plan to attain a pro-people, pro-planet, peaceful, sustainable Bangladesh where no one is left behind the goal. Perspective Plan 2041 provides the roadmap for accelerated growth and lays down broad approaches for eradication of poverty, inequality, and human deprivation. In the past decade, we have had remarkable success when it comes to socio-economic development.

Importance of Computer in Everyday Life

A computer is one of the best man-made creations that has been developed to help people in various sectors. It has become such an important part of our lives that we find computers everywhere we go. Starting from our school life till our old age, we have many uses for computers. We have become so much dependent on computers that we are using computers for almost everything we do. It is a device that can store an enormous amount of data in it. We are so much dependent on computers that we do not want to put any pressure on ourselves. We blindly store all our data in a computer with a safety passcode. A computer takes up the responsibility and processes the output in no time, hence making our life easier. It collects the data, processes it and then provides the final result to us within a very short time. People in this day and age have become so reliant on computers that they cannot imagine life without them. Computers are significant because of their widespread use, productivity, and openness. Computers are the most needed innovation due to their incredible benefits. Computers are used in every field, like the education sector, hospitals, hotels, etc. If you go for a CT Scan, X-ray, or ECG, you will need a computer to check your body. In case you want to submit a project, you will need a computer. It has become a part of our lifestyle. The computer is a remarkable piece of science that man has created to help humanity. Computers are in charge of today's reality, and they have unquestionably altered people's lifestyles and the condition of developing countries.

Eid Festival

Eid is the most important festival of the Muslim community. Every year we have two Eids namely Eid-Ul-Fitr and Eid-Ul-Azha. After the month of "Ramadan" comes the Eid-Ul-Fitr. As we have two fast by day during the month of Ramadan, the Eid-Ul-Fitr brings a great joy to us. We observe Eid-Ul-Azha on 10th "Jilhaj" to pay homage to Hazrat Ibrahim (al) who was about to kill his dearest son for the satisfaction of Allah. On the Eid day the Muslims-poor and rich, young and old, all go to Eidgah to attend the Zamat. After finishing the Zamat, all embrace with each other. On this day, everybody forgets all the anger, all the enmity. Different types of delicious foods are cooked in every house. People go to each other's house and share the joys. Thus, the two Eids establish the equality and fraternity in Muslim Community. They are, no doubt, the messenger of love, forgiveness and brotherhood.

Tourism in Bangladesh

Bangladesh is a land of beauty. It is a small country but full of tourist sports. Every year a lot of tourists from home and abroad come to visit these sports. There are many tourist spots in Bangladesh. All the tourist spots are very beautiful and wonderful. The most popular tourist spot is Cox's Bazar. There is the longest sea beach of the world in Cox's Bazar. One can see the charming sun setting from this sea beach. Another tourist spot is Srimangal in Bangladesh. It is very famous for the beauty of the tea gardens. Going there one can enjoy that heart rending beauty. There is also another beautiful tourist spot in Bangladesh naming Madhabkundu. It is very famous for its beautiful waterfalls. Another most wonderful tourist spot in Bangladesh is the Saint Martin's. This is the only coral island in Bangladesh. There are beautiful coral of different shapes and colours in the blue waters. There are also the turtles that nest on the island and a variety of sea fishes. So, one can go to this island to enjoy these beauties of the Saint Martin's island. Therefore all these tourist spots make Bangladesh a beautiful country in the world. We can earn a lot of foreign money by developing these tourist spots. Government and people should come forward to take necessary steps to make these spots more attractive to the tourists.

সাধারণজ্ঞান (বাংলাদেশ বিষয়াবলী)

অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু

* বাংলাদেশের অবস্থান - ২০°৩৪" উত্তর হতে ২৬°৩৮" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১" পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা হতে ৯২°৪১" পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত।
* বাংলাদেশে আয়তন - ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল।
* বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে - কর্কটক্রান্তি রেখা বা ট্রপিক অব ক্যানসার।
* 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' খাদটি অবস্থিত - বঙ্গোপসাগরে।
* বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা - ১২ নটিক্যাল মাইল।
* এক নটিক্যাল মাইল - ১.৮৫৩ কিলোমিটার।
* বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা - ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৬৭ কিলোমিটার।
* বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য - ৫টি (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম)
* বাংলাদেশের মোট (ভারত ও মিয়ানমার) সীমান্তবর্তী জেলা - ৩২টি।
* ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা - ৩০টি।
* মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা - ৩টি (রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ও বান্দরবান।)
* বাংলাদেশের ভারত ও মিয়ানমারকে স্পর্শ করেছে - রাঙ্গামাটি জেলা।
* দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা অবস্থিত - লালমনিরহাটের পাটগ্রাম থানায়।
* দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহলের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয় - তিন বিঘা করিডোর
* তিন বিঘা করিডোর অবস্থিত - তিস্তা নদীর তীরে।

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের স্থান			
জেলা	থানা	ইউনিয়ন	দ্বীপ
কক্সবাজার	টেকনাফ	সেন্টমার্টিন	ছেড়াদ্বীপ

বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের স্থান		
জেলা	থানা	স্থান
পঞ্চগড়	তেতুলিয়া	বাংলাবান্ধা

* বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর - প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

পশ্চিমের স্থান		পূর্বের স্থান	
জেলা	থানা	জেলা	থানা
চাপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	বান্দরবান	থানচি

* বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ - সেন্টমার্টিন।
* পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ - বাংলাদেশ।
* সমুদ্র সমতল থেকে সবচেয়ে বেশি উঁচুতে অবস্থিত - দিনাজপুর জেলা (৩৭.৫ মিটার)

উষ্ণতম			শীতলতম		
জেলা	স্থান	মাস	জেলা	স্থান	মাস
নাটোর	লালপুর	এপ্রিল	সিলেট	শ্রীমঙ্গল	জানুয়ারী

* বাংলাদেশে সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয় - নাটরের লালপুরে।
* বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় - সিলেটের লালখানে।
* বাংলাদেশের জলবায়ু - সমভাবাপন্ন।
* বাংলাদেশের আবহাওয়া কেন্দ্র - ৪টি (ঢাকা, পতেঙ্গা, কক্সবাজার ও বেঁপুপাড়া)।
* গ্রীনিচমান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশের সময় - ৬ ঘন্টা আগে।
* SPARRSO - ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
* SPARRSO (Space Research and Remote Sensing Organization) - প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
* SPARRSO - ঢাকার আগারগাঁয়ে অবস্থিত।

বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের নাম	প্রতিষ্ঠার সাল
বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি	১৯৭৫
তালিবাবাদ, গাজীপুর	১৯৮২
মহাখালী, ঢাকা	১৯৯৫
সিলেট	১৯৯৭

বিভিন্ন পয়েন্টের অবস্থান

* জিরো পয়েন্টের অবস্থান - গুলিস্থান, ঢাকা।
* জাফর পয়েন্ট, হিরণ পয়েন্ট ও টাইগার পয়েন্টের অবস্থান - সুন্দরবনের দক্ষিণে।
* এলিফ্যান্ট পয়েন্ট ও লাবনী পয়েন্টের অবস্থান - কক্সবাজার।

সাইবার সিটি	সিলেট
হেলদি সিটি	চট্টগ্রাম
ক্লিন সিটি	ঢাকা
গ্রীন সিটি, শিক্ষ সিটি	রাজশাহী
কুয়েতসিটি	খুলনা অঞ্চল
লাভ সিটি	ঢাকার উত্তরায় বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিল্প নগরী

CS CamScanner

জাতীয় ও বিশেষ বিষয়াবলী

* বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম - লাল রংয়ের বৃত্তের মাঝে হলুদ রংয়ের বাংলাদেশের মানচিত্র, বৃত্তের উপরের দিকে লেখা আছে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নিচে লেখা 'সরকার' এবং বৃত্তের দুই পাশে দুটি করে মোট চারটি তারকা।
* বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামের ডিজাইনার - এম এন সাহা।
* বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক - উভয় পাশে ধানের শীষ বেষ্টিত পানিতে ভাসমান শাপলা ফুল, তার মাথায় পাট গাছের পরস্পর সংযুক্ত তিনটি পাতা এবং উভয় পাশে দুটি করে মোট চারটি তারকা।
* বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের রূপকার - কামরুল হাসান।
* বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের গীতিকার ও সুরকার - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
* জাতীয় সংগীতটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের - স্বরবিতান কাব্য (গীতবিতান কাব্যগ্রন্থ) থেকে সংকলিত।
* জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয় - ২৫ চরণ বিশিষ্ট কবিতার প্রথম ১০ চরণ তবে যে কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রথম চার চরণ বাজানো হয়।
* বাংলাদেশের রণ সংগীতের রচয়িতা - কাজী নজরুল ইসলাম।
* বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রং - গাঢ় সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত।
* বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অনুপাত – ১০ : ৬ বা ৫ : ৩।
* বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় – ২ মার্চ, ১৯৭১ (আ.স.ম. আব্দুর রব)।
* জাতীয় পতাকার ডিজাইনার – কামরুল হাসান।

বাংলাদেশের বিভিন্ন দিবস

দিবসের নাম	তারিখ
জাতীয় শিক্ষক দিবস	১৯ জানুয়ারি
শহীদ দিবস/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি
জাতীয় ভোটার দিবস	১ মার্চ
জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস	২ মার্চ
জাতীয় শিশু দিবস	১৭ মার্চ
স্বাধীনতা দিবস/জাতীয় দিবস	২৬ মার্চ
মুজিবনগর দিবস	১৭ এপ্রিল
জাতীয় শোক দিবস	১৫ আগস্ট
সংবিধান দিবস	৪ নভেম্বর
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস	৭ নভেম্বর
সশস্ত্র বাহিনী দিবস	২১ নভেম্বর
মুক্তিযোদ্ধা দিবস	১ ডিসেম্বর
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস	১২ ডিসেম্বর
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস	১৪ ডিসেম্বর
বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর
জাতীয় কৃষি দিবস	১লা অগ্রহায়ণ
কৃষিবিদ দিবস	১৩ ফেব্রুয়ারী

* জাতীয় তিন নেতা হচ্ছে – শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিন।
* জাতীয় স্মৃতি সৌধ একটি – সম্মিলিত প্রয়াস।
* জাতীয় স্মৃতি সৌধ এর ফলক আছে – ৭টি।
* স্বাধীনতা আন্দোলনের ৭টি পর্যায় – (৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র নির্বাচন, ৫৮'র সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৬৬'র ৬ দফা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান ও ৭১'র মুক্তিযুদ্ধ)।
* জাতীয় স্মৃতি সৌধ উচ্চতা – ৪৬.৫ মিটার/১৫০ ফুট।
* জাতীয় স্মৃতি সৌধে গণ কবর আছে – ১০টি।
* জাতীয় স্মৃতি সৌধ অবস্থিত – সাভার।

এক নজরে আট বিভাগ

বিভাগ	প্রতিষ্ঠা	জেলার সংখ্যা	বৃহত্তম জেলা (আয়তনে)	ক্ষুদ্রতম জেলা (আয়তনে)
ঢাকা	১৮২৮	১৩টি	টাঙ্গাইল	নারায়ণগঞ্জ
চট্টগ্রাম	১৮২৯	১১টি	রাঙ্গামাটি	ফেনী
খুলনা	১৯৪৭	১০টি	খুলনা	মেহেরপুর
রাজশাহী	১৮৮৮	৮টি	নওগাঁ	জয়পুরহাট
বরিশাল	১৯৯৩	৬টি	ভোলা	ঝালকাঠি
সিলেট	১৯৯৫	৪টি	সুনামগঞ্জ	হবিগঞ্জ
রংপুর	২০১০	৮টি	দিনাজপুর	লালমনিরহাট
ময়মনসিংহ	২০১৫	৪টি	ময়মনসিংহ	শেরপুর

ভৌগোলিক নাম

ভৌগোলিক নাম	স্থান
তাঁত/নদীমাতৃক/সোনালী আঁশের দেশ	বাংলাদেশ
মসজিদের শহর	ঢাকা
বাংলাদেশের প্রবেশ দ্বার/বার আউলিয়ার দেশ/বাণিজ্যিক রাজধানী	চট্টগ্রাম
৩৬০ আউলিয়ার দেশ	সিলেট
প্রাচ্যের ডান্ডি	নারায়ণগঞ্জ
সাগর কন্যা	পটুয়াখালি
হিমালয় কন্যা	পঞ্চগড়
বাংলার শস্য ভান্ডার/ভেনিস	বরিশাল
চট্টগ্রামের দুঃখ	চাকতাই খাল
কুমিল্লার দুঃখ	গোমতী
পশ্চিমা বাহিনীর নদী	ডাকাতিয়া নদী
সাগর দ্বীপ	ভোলা

বিভিন্ন স্থানের পুরাতন ও বর্তমান নাম

বর্তমান নাম	পুরনো নাম	বর্তমান নাম	পুরনো নাম
ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর	বাগেরহাট	খলিফাবাদ
চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ	গাজীপুর	জয়দেবপুর
খুলনা	জাহানাবাদ	ফরিদপুর	ফতেহাবাদ
বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ	আসাদ গেট	আইয়ুব গেট
সিলেট	জালালাবাদ	শেরে বাংলা নগর	আইয়ুব নগর
দিনাজপুর	গন্ডোয়ানাল্যান্ড	বাংলা একাডেমি	বর্ধমান হাউস
ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ	উত্তরবঙ্গ	বরেন্দ্রভূমি
মহাস্থান গড়	পুন্ড্রবর্ধন	বাহাদুর শাহ পার্ক	ভিক্টোরিয়া পার্ক
কুমিল্লা	ত্রিপুরা	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	নারিকেল জিঞ্জিরা
নোয়াখালি	সুধারাম	নিঝুম দ্বীপ	বাউলার চর
সোনারগাঁও	সুবর্ণগ্রাম	রাজউক	ডি.আই.টি
যশোর	খলিফাতাবাদ		

নদ-নদী

* বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে পৃথককারী নদী – নাফ নদী।
* বাংলাদেশ ও ভারতকে পৃথককারী নদী – হাড়িয়াভাঙ্গা নদী।

প্রশস্ততম, দীর্ঘতম ও গভীর/নব্য নদী	মেঘনা
খরস্রোতা নদী	কর্ণফুলী
দীর্ঘতম নদ	ব্রহ্মপুত্র

* বাকল্যান্ড বাঁধ অবস্থিত – বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে।
* মিয়ানমার হতে বাংলাদেশে আসা নদী – তিনটি (নাফ, মাতামুহুরী ও সাঙ্গু)।

বর্তমান নাম	পূর্বনাম	বর্তমান নাম	পূর্বনাম
বুড়িগঙ্গা	দোলাই খাল/দোলাই নদী	যমুনা	জোনাই
পদ্মা	কীর্তিনাশা	ব্রহ্মপুত্র	লৌহিত্য

* পদ্মা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে – কুষ্টিয়া জেলা দিয়ে।
* কর্ণফুলী নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে – পার্বত্য চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি জেলার মধ্য দিয়ে।
* ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে – কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে।
* মেঘনা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে – সিলেট জেলার মধ্য দিয়ে।
* তিস্তা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে – নীলফামারী জেলার মধ্য দিয়ে।
* নদীর ভাঙনে সর্বস্বান্ত জনগণকে বলে – নদী সিকস্তি।
* নদীর চর জাগলে যারা চাষাবাদ করতে যায় তাদেরকে বলে – নদী পয়স্তি।
* ভারত ফারাক্কা বাঁধ তৈরী করেছে – গঙ্গা নদীর উপর।
* দুই ভাগে ভাগ হয়ে মেঘনা - সুরমা ও কুশিয়ারা নামে প্রবাহিত হয়।
* বাংলাদেশের পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয় – বিল ডাকাতিয়াকে (খুলনা জেলার ডুমুরিয়ায় অবস্থিত)।
* যে নদী বাংলাদেশের ভিতরে দুইভাগে ভাগ হয়ে কিছু দূর প্রবাহিত হয়ে পুনরায় মিলিত হয় – মেঘনা।
* জোয়ার ভাটা হয় না – গোমতি নদীতে।
* বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত – ফরিদপুর।
* টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে অবস্থিত - ১০০ কিমি দূরে।
* ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন নদী - ৫৪টি (ভারত থেকে ৫৩টি এসেছে এবং বাংলাদেশ থেকে ১টি (কুলিক) এসেছে)
* যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয় - ১৯৭২ সালে।
* ফেনী জেলার নামকরণ করা হয়েছে – একটি নদীর নামে।
* রূপসা নদীর নামকরণ করা হয়েছে – একটি মানুষের নামে (রূপলাল সাহা নামে)।

নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল

নদ-নদীর নাম	উৎপত্তি স্থল
পদ্মা	হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে
মেঘনা	আসামের নাগা মনিপুর পাহাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড় থেকে
যমুনা, ব্রহ্মপুত্র	তিব্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে
কর্ণফুলী	আসামের লুসাই পাহাড় থেকে
তিস্তা, করতোয়া	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে
সাঙ্গু	মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমানার আরাকান পাহাড় থেকে
ফেনী	পার্বত্য ত্রিপুরা পাহাড় থেকে
গোমতী	ত্রিপুরা পাহাড়ের ডুমুর থেকে

নদীর তীরবর্তী শহর/স্থান

স্থান/শহরের নাম	নদীর নাম	স্থান/শহরের নাম	নদীর নাম
ঢাকা	বুড়িগঙ্গা	ফরিদপুর	আড়িয়ালখাঁ
চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী	কুষ্টিয়া	গড়াই
রাজশাহী	পদ্মা	যশোর	কপোতাক্ষ
সিলেট	সুরমা	টঙ্গি	তুরাগ
বরিশাল	কীর্তনখোলা	ছাতক	সুরমা
ময়মনসিংহ	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	কাপ্তাই	কর্ণফুলী
মহাস্থানগড়	করতোয়া	টেকনাফ	নাফ
বগুড়া	করতোয়া	পাকশী	পদ্মা
রংপুর	তিস্তা	মংলা	পশুর
দিনাজপুর	পুনর্ভবা	চাঁদপুর	মেঘনা
		রাজবাড়ী	পদ্মা

CS CamScanner

[illegible]

[illegible]	চাঁদপুর
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	ভৈরববাজার
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

শাখা নদী ও উপনদী

নদী	উপনদী	শাখা নদী
পদ্মা	মহানন্দা মহানন্দার উপনদী হচ্ছে টাঙ্গন, পুনর্ভবা, কুলিক, নাগর	মধুমতি, ইছামতি, আড়িয়াল খাঁ, গড়াই, কপোতাক্ষ, কুমার, মাথাভাঙ্গা।
যমুনা	আত্রাই, করতোয়া	বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী।
ব্রহ্মপুত্র	তিস্তা, ধরলা, [illegible], দুধকুমার	শীতলক্ষ্যা, যমুনা।
মেঘনা	গোমতী, তিতাস	

পাহাড়, হাওড়, বিল, চর, ঝরনা, চর, সমুদ্র, বন্দর, দ্বীপ

দ্বীপ

* নিঝুম দ্বীপ অবস্থিত- মেঘনা নদীর মোহনায় (নোয়াখালী জেলায়)।
* নিঝুম দ্বীপ হাতিয়া হতে - প্রায় ৯৭ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত।
* নিঝুম দ্বীপের আয়তন - ৯০ বর্গমাইল/৯১ বর্গ কিমি।
* বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ - সুন্দরবন।
* বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ - ভোলা (আয়তন ৩,৪০৩ বর্গ কিমি)।
* ছেঁড়া দ্বীপের আয়তন - ৩ বর্গ কিমি।
* সেন্টমার্টিন দ্বীপ (আয়তন ৮ বর্গকিমি) গঠিত - প্রবাল পাথর দিয়ে।
* বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ - সেন্টমার্টিন।
* দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম - পূর্বাশা বা নিউমুর।
* দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি অবস্থিত - হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায়।
* দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ (আয়তন ৮ বর্গকিমি) আবিষ্কৃত হয় - ১৯৭০ সালে।
* বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ - মহেশখালী।
* কুতুবদিয়া দ্বীপ (কক্সবাজার জেলায়) বিখ্যাত হয়েছে - বাতিঘরের জন্য।

বন্দর ও সমুদ্র সৈকত

দ্বীপের নাম	অবস্থান
সোনাদিয়া, [illegible], কুতুবদিয়া, সেন্টমার্টিন, মহেশখালী, ছেঁড়াদ্বীপ	কক্সবাজার
নিঝুম দ্বীপ	নোয়াখালী
সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম
মনপুরা	ভোলা

পাহাড়-পর্বত

* বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম - গারো পাহাড় (উচ্চতা ১০৫০ ফুট) ময়মনসিংহে।
* বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ গঠিত হয় - টার্শিয়ারী যুগে।
* বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ - ভঙ্গিল পর্বত শ্রেণীর।
* লালমাই পাহাড় অবস্থিত - কুমিল্লাতে (উচ্চতা ২১ মিটার)।
* মারমা উপজাতিরা বাস করে - চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে (বান্দরবানে অবস্থিত)।
* চন্দ্রনাথ পাহাড় বিখ্যাত - হিন্দুদের তীর্থস্থানের জন্য (চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অবস্থিত)।
* কুলাউড়া পাহাড়ে - ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে।
* বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ - তাজিংডং/বিজয় (৩,১৮৫ ফুট উচ্চতা) বান্দরবান।
* তাজিং ডং শব্দের অর্থ - গভীর অরণ্যে পাহাড় ও এটি মারমা শব্দ।
* বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ - কেওক্রাডং (বান্দরবানে অবস্থিত)।

ঝরনা, জলপ্রপাত, উপত্যাকা ও হ্রদ

* বাংলাদেশের শীতল পানির ঝরনা রয়েছে - কক্সবাজারে হিমছড়ি পাহাড়ে।
* মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত উৎপন্ন হয়েছে - মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানার পাথারিয়া পাহাড় হতে।
* মাধবকুণ্ড ঝরনা থেকে পানি পড়ে - ২৫০ ফুট উঁচু হতে।
* গরম পানির ঝরনা আছে - সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে।
* বাংলাদেশের একমাত্র জলপ্রপাত - মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত।

[illegible]	অবস্থান	[illegible]	অবস্থান
[illegible]	রাঙামাটি	[illegible]	[illegible]
[illegible]	খাগড়াছড়ি	[illegible]	চট্টগ্রাম
[illegible]	কক্সবাজার	[illegible]	রাঙামাটি

* কাপ্তাই লেক অবস্থিত - চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলে।
* দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃত্রিম লেক - মহামায়া (চট্টগ্রাম)।
* বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উচ্চতার স্বাদু পানির হ্রদ - বগা লেক (বান্দরবান)।

পার্ক/উদ্যান

* ইকো পার্ক হচ্ছে - জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রাণীকুলের অভয়ারণ্য গড়ে তোলা বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং চিত্ত বিনোদনের জন্য নির্মিত পার্ক।
* বাংলাদেশের প্রথম ইকোপার্ক অবস্থিত - চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথের পাহাড়ে।
* বাংলাদেশে প্রথম হাইটেক পার্ক অবস্থিত - কালিয়াকৈর (গাজীপুর)।
* বাংলাদেশের প্রথম সাফারী পার্ক - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক (কক্সবাজারের ডুলাহাজরা)।
* বাংলাদেশের বৃহত্তম ও দ্বিতীয় সাফারী পার্ক 'বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক' অবস্থিত - গাজীপুরের শ্রীপুর।
* ডিজনিল্যান্ড হচ্ছে - বিখ্যাত পার্ক (প্যারিসে অবস্থিত)।
* প্রস্তাবিত গার্মেন্ট পল্লী বা 'শিল্প পার্ক' স্থাপিত হচ্ছে - বাউশিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
* দেশের প্রথম ওষুধ পার্ক স্থাপিত হতে যাচ্ছে - মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায়।
* বাংলাদেশের জাতীয় উদ্যান - সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।
* চন্দ্র মহল ইকোপার্ক অবস্থিত - বাগেরহাটে।
* দেশের বৃহত্তম মুক্তমঞ্চ - সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

বন্দর ও সমুদ্র সৈকত

* বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর - নারায়ণগঞ্জ।
* বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর - তিনটি। যথাঃ চট্টগ্রাম (১ম), মংলা (২য়) এবং পায়রা (৩য়)।
* বাংলাদেশের মোট স্থলবন্দর - ২৫টি (সর্বশেষ মাঝপাড়া, মুজিবনগর, মেহেরপুর)।
* বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় স্থলবন্দর - বেনাপোল (যশোর)।
* বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর - হিলি (দিনাজপুর)।
* বাংলাদেশে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রথম স্থলবন্দর - টেকনাফ।
* পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত - কক্সবাজার (১৫৫/১২০ কিমি দীর্ঘ)
* সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত একসাথে দেখা যায় - কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে।
* কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের (১৮ কিমি দীর্ঘ) অবস্থান - পটুয়াখালি জেলার কলাপাড়া/খেপুপাড়া উপজেলায়।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দরের অবস্থান

ক্রম	স্থলবন্দর	জেলা
১	বেনাপোল	যশোর
২	বাংলাবান্ধা	পঞ্চগড়
৩	সোনা মসজিদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৪	হিলি	দিনাজপুর
৫	বিরল	দিনাজপুর
৬	টেকনাফ	কক্সবাজার
৭	বুড়িমারি	লালমনিরহাট
৮	আখাউড়া	বি.বাড়িয়া
৯	ভোমরা	সাতক্ষীরা সদর
১০	দর্শনা	চুয়াডাঙ্গা
১১	তামাবিল	সিলেট
১২	বিবির বাজার	কুমিল্লা
১৩	বিলোনিয়া	ফেনী
১৪	গোবরা কুড়া ও কড়ইতলী	ময়মনসিংহে
১৫	নাকুগাঁও	শেরপুর
১৬	রামগড়	খাগড়াছড়ি
১৭	সোনাহাট	কুড়িগ্রাম
১৮	তেগামুখ	রাঙামাটি
১৯	চিলাহাটি	নীলফামারী
২০	দৌলতগঞ্জ	চুয়াডাঙ্গা
২১	ধানুয়া কামালপুর	জামালপুর
২২	শেওলা	সিলেট
২৩	বাল্লা	হবিগঞ্জ
২৪	ভোলাগঞ্জ	সিলেট
২৫	মাঝপাড়া (মুজিবনগর)	মেহেরপুর

বিল ও হাওড়

* বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাওড় - হাকালুকি (মৌলভীবাজার)।
* টাঙ্গুয়ার হাওড় অবস্থিত - সুনামগঞ্জ জেলায়।
* বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল - চলনবিল (পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলায় অবস্থিত)।
* চলন বিলের মধ্যে যে নদী প্রবাহিত হয়েছে - আত্রাই নদী।
* আড়িয়াল বিল অবস্থিত - মুন্সিগঞ্জ জেলায়।
* ভবদহ বিল অবস্থিত - যশোর জেলায়।

চর

* রাজশাহী জেলায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত চরের নাম – নির্মল চর।

চরের নাম	অবস্থান
মুহুরীর চর	ফেনী
উড়ির চর	চট্টগ্রামের সন্দীপে
দুবলার চর	সুন্দরবনের দক্ষিণে
চর গজারিয়া ও চর আলেকজেন্ডার	লক্ষীপুর
চর নিউটন ও চর কুকড়ী-মুকড়ী	ভোলার চর ফ্যাশন থানায়

* বাংলাদেশে চর বেশি – যমুনা নদীতে।
* দুবলার চর বিখ্যাত - মৎস্য আহরণ, শুঁটকি উৎপাদন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর জন্য।

জনসংখ্যা ও উপজাতি

* বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারী হয় – ১৯৭৪ সালে।
* বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ বা সর্বশেষ আদমশুমারী হয় – ২০২২ (১৫-২১ জুন)।
* বর্তমান আদমশুমারীর নতুন নাম – জনশুমারি ও গৃহগণনা।
* আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয় – প্রতি দশ বছর পর পর।
* বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা – ১৬ কোটি ৯১ লক্ষ। (অর্থনৈতিক সমীক্ষা'২৪)
* বর্তমানে বাংলাদেশে গড় আয়ুষ্কাল – ৭২.৩ বছর (পু: ৭০.৬ বছর ও মহিলা – ৭৪.১ বছর)। (অর্থনৈতিক সমীক্ষা'২৪)
* বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার – ১.৩%। (অর্থনৈতিক সমীক্ষা'২৪)
* বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব – ১,১৫৩ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটার। (অর্থনৈতিক সমীক্ষা'২৪)
* জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান – ৮ম।
* জনসংখ্যার দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্বের বাংলাদেশের অবস্থান - ৪র্থ।
* জনসংখ্যার দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্বে প্রথম দেশ – ইন্দোনেশিয়া (২য় পাকিস্তান)।
* NIPORT একটি – জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান।
* NIPORT অভিব্যক্তি – National Institute of Population Research and Training.
* বাংলাদেশের কিশোর অপরাধের বয়সসীমা – ৭ থেকে ১৬ বছর।
* বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র অবস্থিত – টঙ্গী, গাজীপুর।
* বাংলাদেশের কিশোরী অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র অবস্থিত – কোনাবাড়ী, গাজীপুর।
* বাংলাদেশে মোট উপজাতি রয়েছে – ৫০টি।
* বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি উপজাতির লোক বাস করে – চাকমা।
* উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'বিরিশিরি' অবস্থিত – নেত্রকোনায়।
* 'রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট' অবস্থিত – রামু, কক্সবাজার।
* বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠী – মারমা।
* চাকমাদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে বলে – বিজু।
* বাংলাদেশে পিতৃপ্রধান উপজাতি – সাঁওতাল, চাকমা, মারমা ও হাজং।
* বাংলাদেশে মাতৃপ্রধান উপজাতী – গারো ও খাসিয়া।
* মুসলমান হচ্ছে – পাঙন উপজাতি।
* রাজবংশী উপজাতিরা বাস করে – রংপুরে।
* 'হুদি' উপজাতিরা বাস করে – বগুড়া জেলায়।
* রাখাইন উপজাতিরা এদেশে এসেছে – মিয়ানমারের আরাকান পাহাড় থেকে।
* রাখাইন উপজাতি বাস করে – পটুয়াখালি ও কক্সবাজারে।
* উপজাতিরা সবচেয়ে বেশি বাস করে – পার্বত্য চট্টগ্রামে (১১টি)।
* মুরংদের উৎসবের নাম – ছিয়াছত।
* মুরংদের দেবতার নাম - ওরেং।

উপজাতি	অবস্থান	ধর্ম
চাকমা	রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান জেলা	বৌদ্ধ
রাখাইন	পটুয়াখালি, কক্সবাজার জেলা	বৌদ্ধ
সাঁওতাল	দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া জেলা	--
গারো	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, নেত্রকোনা জেলা	খ্রিষ্টান
হাজং	ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা	সনাতন
খাসিয়া	সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী জৈন্তিয়া পাহাড়ে	খ্রিষ্টান
মনিপুরি	সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের আসাম পাহাড় অবস্থানে	বৈষ্ণব
মারমা	খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা	বৌদ্ধ
ত্রিপুরা	পার্বত্য চট্টগ্রাম,কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলা	সনাতন

বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ

কৃষিজ সম্পদ

* বাংলাদেশে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমান – ০.১৫ একর।
* বাংলাদেশের আবাদযোগ্য জমির পরিমান – ২ কোটি ১৮ লক্ষ একর।
* বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল – পাট।
* পাটের জিনোম আবিষ্কারক - ড. মাকসুদুল আলম।
* গম ও পাট বেশি উৎপন্ন হয় – রংপুর ও ফরিদপুর জেলায়।
* বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল – চা।

* বাংলাদেশের মোট চা বাগান – ১৬৭টি।

জেলা	চা বাগানের সংখ্যা	জেলা	চা বাগানের সংখ্যা
মৌলভীবাজার	৯১	পঞ্চগড়	৮
হবিগঞ্জ	২৫	রাঙ্গামাটি	২
চট্টগ্রাম	২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১
সিলেট	১৯		

* বিশ্বে চা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান - দশম।
* বিশ্বে চা উৎপাদনে প্রথম দেশ – ভারত।
* বিশ্বের চা রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ – চীন।
* সম্প্রতি উৎপাদিত দেশের অর্গানিক চা এর নাম – মীনা চা।
* বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয় – ময়মনসিংহ জেলায়।
* ধান উৎপাদনে শীর্ষ দেশ – চীন।
* চাল রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ – ভারত।
* ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান – তৃতীয় (২০২২)
* গম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ – চীন।
* গম রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ – রাশিয়া।
* গম আমদানীতে শীর্ষ দেশ – ইন্দোনেশিয়া।
* উফশী ধান মানে – উচ্চ ফলনশীল ধান।
* ইরাটম – একটি উন্নত জাতের ধান।
* শস্য ভান্ডার বলা হয় – বরিশালকে।
* সবচেয়ে বেশি তুলা হয় – ঝিনাইদহ।
* দেশের বৃহত্তম কৃষি খামার অবস্থিত - দত্তনগর (মহেশপুর, ঝিনাইদহ)।
* রেশমগুটির চাষ সর্বাধিক হয় - চাঁপাইনবাবগঞ্জে।
* দেশে প্রথম কৃষি শুমারী হয় - ১৯৭৭ সালে (সর্বশেষ হয় ২০১৯ সালে)।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI)	ঈশ্বরদী, পাবনা
রেশম গবেষণা কেন্দ্র	রাজশাহী
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI)	ঢাকা (মানিক মিয়া এভিনিউ)
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BWMRI)	দিনাজপুর
বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA)	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI)	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BLRI)	সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা কেন্দ্র ও অবস্থান

মসলা গবেষণা কেন্দ্র	শিবগঞ্জ, বগুড়া
আম গবেষণা কেন্দ্র	চাপাইনবাবগঞ্জ
ডাল গবেষণা কেন্দ্র	ঈশ্বরদী, পাবনা
তেল বীজ গবেষণা কেন্দ্র	জয়দেবপুর, গাজীপুর
উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র	জয়দেবপুর, গাজীপুর
কান্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র	জয়দেবপুর, গাজীপুর

বনজ সম্পদ

* সুন্দরবনকে 'বিশ্ব ঐতিহ্যের' অংশ হিসেবে ঘোষণা করে – UNESCO
* সরকারি হিসেবে বাংলাদেশের মোট ভূমির বনভূমি রয়েছে – ১৭.৫%।
* পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় মোট বনভূমির প্রয়োজন – ২৫%
* রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই – ২৮টি জেলায়।
* বাংলাদেশে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য – ৩টি (পাহাড়পুর, ষাট গম্বুজ মসজিদ ও সুন্দরবন)।
* বিভাগ অনুসারে বেশি বনভূমি রয়েছে – চট্টগ্রাম।
* বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টাইডাল বন – সুন্দরবন।
* পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন – সুন্দরবন।
* ম্যানগ্রোভ হচ্ছে – লোনা পানিতে বা কাঁদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মত এক ধরনের শ্বাস গ্রহণকারী শিকড় বিশিষ্ট গাছ।
* টাইডাল বন – যে বনভূমি জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় আবার ভাটায় শুকিয়ে যায়।
* সুন্দরবনের আয়তন – ২৪,০০ বর্গ মাইল (১০ হাজার বর্গ কিমি)।
* বাংলাদেশের মধ্যে সুন্দরবনের অংশ পড়েছে – ৬২ শতাংশ।
* সুন্দরবন বাংলাদেশে ৫টি জেলা স্পর্শ করেছে – সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালি ও বরগুনা।
* বাংলাদেশের দীর্ঘতম বৃক্ষ – বৈলাম বৃক্ষ (উচ্চতা ২৪০ ফুট)।
* দীর্ঘতম বৈলাম বৃক্ষ যে জেলায় পাওয়া যায় - বান্দরবান।
* চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল – বাঁশ।
* বাংলাদেশে রাবার বাগান আছে – রামু (কক্সবাজার)।
* বাংলাদেশের বন গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত – চট্টগ্রাম।
* বাংলাদেশের যে বনভূমি শাল বৃক্ষের জন্য বিখ্যাত – মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি।
* জাতীয় বৃক্ষ রোপণ অভিযান শুরু হয় – ১৯৭২ সাল থেকে।
* পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গাছ – ইউক্যালিপটাস।
* বৃক্ষ রোপণে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নাম – প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার।
* সিলেট বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ - জারুল।

মৎস্য সম্পদ

* বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত – ময়মনসিংহে।
* বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপকেন্দ্র – ৫টি (ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, খুলনা, কক্সবাজার, বাগেরহাট)।

CS CamScanner

* বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের লোনা পানির মাছ গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত – খুলনার পাইকগাছা।
* বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত - বাগেরহাটে।
* বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র অবস্থিত - কক্সবাজার।
* বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ইলিশ মাছ গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত – চাঁদপুরে।
* ইলিশ মাছের পোনাকে বলে – জাটকা।
* মুখে ডিম রেখে বাচ্চা ফুটায় – তেলাপিয়া মাছ।
* বাগদা চিংড়ি চাষ করা হয় – লোনা পানিতে।
* গলদা চিংড়ি চাষ করা হয় – স্বাদু পানিতে।
* রেণু পোনা ছাড়া হয় - বর্ষাকালে।
* বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদকে বলে – White gold বা শ্বেতস্বর্ণ।
* চিংড়ি চাষের জন্য যে অঞ্চলকে কুয়েতসিটি বলা হয় - খুলনা অঞ্চলকে।
* Trust Sector বলা হয় - হিমায়িত খাদ্যকে।
* জাটকা ও এর দৈর্ঘ্য - ইলিশ মাছের পোনা বা অপ্রাপ্ত ইলিশ মাছ ২৩৫ সেমি (১০ ইঞ্চির নিচে)।
* রুই জাতীয় মাছের পোনা মারা নিষেধ – ২৩ সেন্টিমিটারের নিচে।

প্রাণীজ সম্পদ

* বাংলাদেশে ছাগল প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত – সিলেটে টিলাগড়ে।
* যমুনা পাড়ি ছাগলের অপর নাম – রাম ছাগল।
* বাংলাদেশের গবাদিপশু গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত – সাভার,ঢাকা।
* বাংলাদেশে মহিষ প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত – বাগেরহাটে।
* বাংলাদেশের হরিণ প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত – ডুলহাজরা, চকোরিয়া, কক্সবাজার।
* বন্য প্রাণী প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত - চকোরিয়া (কক্সবাজার)।
* বাংলাদেশের প্রথম কুমির প্রজনন কেন্দ্র বা চাষাবাদ হয় - ময়মনসিংহে (ভালুকা)।
* গো বসন্ত হচ্ছে - গবাদী পশুর রোগ।
* বাংলাদেশে গো-চারন ভূমি আছে – পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায়।
* বাংলাদেশে অতিথী পাখি আসে যে অঞ্চল থেকে – সাইবেরিয়া।

পানি সম্পদ

* আর্সেনিকের সংকেত ও পারমাণবিক ভর - As ও ৩৩
* পানি ও ভারি পানির সংকেত যথাক্রমে - H_2O, D_2O.
* বাংলাদেশের নলকূপের পানিতে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে – ১৯৯৩ সালে (চাপাইনবাবগঞ্জে)।
* WHO এর গবেষণায় আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা – ০.০১ mg/L।
* বাংলাদেশে প্রাপ্ত আর্সেনিক মাত্রা – ০.০৫ mg/L।
* বাংলাদেশের প্রথম সেচ প্রকল্প – গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প।
* বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প – তিস্তা বাঁধ প্রকল্প।
* বাংলাদেশ ভারত পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ৩০ বছরের জন্য।
* 'ওয়ারপো' হচ্ছে – জাতীয় পানি পরিকল্পনা সংস্থা।

শোধনাগার	অবস্থান	নির্মানকাল
চাঁদনী ঘাট	ঢাকা	১৮৭৪
সায়েদাবাদ	ঢাকা	২০০২
সোনাকান্দা	নারায়ণগঞ্জ	১৯২৯
গোদনাইল	নারায়ণগঞ্জ	১৯৮৯

খনিজ সম্পদ

* বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ – প্রাকৃতিক গ্যাস।
* বর্তমানে দেশে মোট গ্যাস ক্ষেত্র – ২৯টি।
* গ্যাস উত্তোলনের জন্য সমগ্র দেশকে ভাগ করা হয়েছে – ২৩টি ব্লকে।
* বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্র হচ্ছে – তিতাস (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)।
* বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে – ২টি (সাঙ্গু ও কুতুবদিয়া)।
* দেশের প্রথম সামুদ্রিক গ্যাস ক্ষেত্রটির নাম – সাঙ্গু।
* সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রটি অবস্থিত – বঙ্গোপসাগরে।
* সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রে গ্যাস উত্তোলন করে – কেয়ার্ন এনার্জি।
* সুনেত্র গ্যাস ক্ষেত্রটি অবস্থিত - সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোন জেলায়।
* ২৯তম বা সর্বশেষ গ্যাস ক্ষেত্রটির নাম - ভোলার ইলিশা-১।
* বাংলাদেশের প্রথম গ্যাস ফিল্ড আবিস্কৃত হয় - ১৯৫৫ সালে
* বাংলাদেশে সর্ব প্রথম গ্যাস উত্তোলন করা হয়– ১৯৫৭ সালে।
* দেশে একমাত্র তেল শোধনাগার – ইস্টার্ন রিফাইনারী লিঃ (চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় অবস্থিত)।
* বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান – মিথেন (৮০-৯০%)।
* বাংলাদেশের খনিজ তেল পাওয়া যায় – সিলেটের হরিপুরে।
* বাংলাদেশের চুনাপাথরের প্রধান উৎস – টাকের ঘাট ও জাফলং।
* কালো সোনা বা Black gold হচ্ছে – কালো রঙের বালুর মত মূল্যবান খনিজ পদার্থ।
* বাংলাদেশে উন্নতমানের কয়লা পাওয়া গেছে – জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে।
* চীনা মাটির সন্ধান পাওয়া গেছে – নেত্রকোনার বিজয়পুরে।

* বাংলাদেশে কঠিন শিলা পাওয়া যায় – রংপুর জেলার বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায়।
* বাংলাদেশে গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গেছে – কুতুবদিয়ায়।
* বাংলাদেশে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে - মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া পাহাড়ে।
* ঢাকায় সরবরাহকৃত গ্যাস আসে – তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র থেকে (আবিস্কৃত হয় ১৯৬১ সালে)।
* দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি আবিস্কৃত হয় – ১৯৮৫ সালে।
* দেশে কর্মরত সবচেয়ে বড় তেল-গ্যাস কোম্পানী – ইউনোকল (যুক্তরাষ্ট্র)।
* মাগুরছড়া গ্যাস ফিল্ড যে জেলায় অবস্থিত – মৌলভীবাজার।
* বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর আওতাধীন কোম্পানী – ১৩টি।
* বাংলাদেশে বিভিন্ন খনির অনুসন্ধান করে – (BAPEX-Bangladesh Petrolium Exploration & Production Company.)

বিদ্যুৎ সম্পদ

* বাংলাদেশে সরকার শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষনা দেয় – ২১ মার্চ ২০২২।
* বাংলাদেশে বিদ্যুৎ শক্তির প্রধান উৎস – খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি ও কয়লা।
* দেশে প্রথম কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র – দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া (২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন)।
* দেশের বৃহত্তম বেসরকারী বিদ্যুৎ কেন্দ্র – মেঘনা ঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
* দেশে প্রথম গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র – সিলেটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
* বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (কাপ্তাই) অবস্থিত – রাঙ্গামাটি জেলার কর্ণফুলী নদীতে।
* বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র - ঘোড়াশাল, নরসিংদী।
* ঢাকা মহানগরীর বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান – ডিপিডিসি (ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী)।
* দেশের প্রথম আনবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র – পাবনার রূপপুর (১৯৬১)।
* সবচেয়ে বড় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র – ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
* REB এর অর্থ – Rural Electrification Board (পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, স্থাপিত হয় ১৯৭৭ সাল)।

শিল্প সম্পদ

* বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহ ভাগ আসে – তৈরী পোশাক থেকে (প্রায় ৮৪%)।
* বাংলাদেশের তাঁত প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট অবস্থিত – নরসিংদীতে।
* বাংলাদেশে একমাত্র রেয়ন মিল – কর্ণফুলী রেয়নমিল (চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি)।
* বাংলাদেশের অস্ত্র নির্মান কারখানা – ১টি (গাজীপুরে)।
* বাংলাদেশে জাহাজ নির্মান ও মেরামত কারখানা - ৩টি (খুলনার শিপইয়ার্ড, চট্টগ্রামের ডকইয়ার্ড ও নারায়ণগঞ্জের ডকইয়ার্ড)।
* দেশের সবচেয়ে বড় জাহাজ নির্মান কারখানা – খুলনা শিপইয়ার্ড।
* খুলনা হার্ড বোর্ড মিলের কাঁচামাল – সুন্দরী কাঠ।
* উত্তরবঙ্গ কাগজ কল অবস্থিত – পাবনা জেলার পাকশীতে।
* পাকশী কাগজের প্রধান কাঁচামাল – আখের ছোবড়া।
* সবচেয়ে বড় কাগজ কল – কর্ণফুলী পেপার মিল (চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি)।
* কর্ণফুলী পেপার মিলের কাঁচামাল – বাঁশ।
* খুলনা পেপার মিলের কাঁচামাল– সুন্দরবনের গেওয়া কাঠ।
* বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল – কেরু এন্ড কোং লিঃ, দর্শনা।
* দেশের প্রথম সার কারখানা – ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা (সুনামগঞ্জ, ১৯৬১)।
* সবচেয়ে বড় সার কারখানা – যমুনা সার কারখানা, জামালপুরের তারাকান্দি।
* বেসরকারী খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সার কারখানা – কাফকো।
* কাফকো যে দেশের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছে – জাপানের।
* ইউরিয়া সারের কাঁচামাল – মিথেন গ্যাস।
* দেশের একমাত্র দানাদার সার কারখানা – যমুনা সার কারখানা।
* ঘোড়াশাল ও জিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম – ইউরিয়া।
* বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাট কল – আদমজী জুট মিল।
* বাংলাদেশের মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি অবস্থিত – গাজীপুরে।
* বাংলাদেশে মোটর সাইকেল সংযোগ (এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড) – টঙ্গীতে।
* দেশের প্রথম রেফ্রিজারেটর কারখানা স্থাপিত হচ্ছে – কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
* বাংলাদেশের মোটর গাড়ি সংযোজনের বৃহত্তম কারখানা – প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ।

একনজরে সরকারী ইপিজেডসমূহ ঃ

নাম	আয়তন	অবস্থান	কার্যক্রম শুরু
১. চট্টগ্রাম	৪৫৩ একর	হালিশহর,চট্টগ্রাম	১৯৮৩
২. ঢাকা	৩৫৩ একর	সাভার, ঢাকা	১৯৯৩
৩. মংলা	৪৬০ একর	মংলা,বাগেরহাট	১৯৯৮ ১৩ মে
৪. ঈশ্বরদী	৩০৯ একর	পাকশী, পাবনা	১৯৯৮
৫. উত্তরা	২১৩ একর	নীলফামারী	১৯৯৯
৬. কুমিল্লা	২৬৭ একর	কুমিল্লা	২০০০ ১৫ জুলাই
৭. আদমজী	২৯৩ একর	সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	২০০৬ ৬ মার্চ
৮. কর্ণফুলী	২২২ একর	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	২০০৬ ২৮ সেপ্টেম্বর

* দেশের প্রথম বেসরকারী EPZ – কোরিয়ান ইপিজেড বা KEPZ (চট্টগ্রাম)।
* দেশের দ্বিতীয় বেসরকারী EPZ – রাঙ্গুনিয়া ইপিজেড বা REPZ (চট্টগ্রাম)।
* তৈরী পোশাক সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করা হয় – যুক্তরাষ্ট্র।
* EPZ এর নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির নাম – BEPZA (Bangladesh Export Processing Zone Authority)

অর্থ ও বাণিজ্য

* বাজারে চালুকৃত নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর আছে – ১, ২ ও ৫ টাকার নোটে।
* প্রথম নোট চালু হয় – ৪ মার্চ ১৯৭২।
* ২০২৩ – ২০২৪ (৫২তম) অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট বাজেট – ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা।
* জিডিপি প্রবৃদ্ধি – ৭.২%
* মূল্যস্ফীতি – ৫.৩%

করদাতা	সীমা
সাধারণ করদাতা	৩,৫০,০০০ টাকা
মহিলা ও ৬৫ বছর উর্ধ্বে করদাতা	৪,০০,০০০ টাকা
তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা	৪,৭৫,০০০ টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪,৭০,০০০ টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৫,০০,০০০ টাকা

* বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় – ২৭৬৫ মার্কিন ডলার।
* বাংলাদেশের অর্থ বছর শুরু হয় - জুলাই থেকে।
* বাংলাদেশ সরকারের আয়ের বৃহত্তম উৎস হচ্ছে – মূল্য সংযোজন কর (মূসক)।
* বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম – বাংলাদেশ ব্যাংক।
* মোট তফসিলি ব্যাংক - ৬১টি। যথাঃ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ৬টি (সোনালী, অগ্রণী, জনতা, রূপালী, বেসিক এবং বিডিবিএল); বিশেষায়িত ব্যাংক ৩টি (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক); বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ৪৩টি, বৈদেশিক ব্যাংক ৯টি।
* [illegible]
* বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা – ১০টি (সদরঘাট, মতিঝিল, রাজশাহী, বরিশাল, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বগুড়া, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ)।
* বাংলাদেশে নতুন নোট চালু করার ক্ষমতা আছে – বাংলাদেশ ব্যাংকের।
* বাংলাদেশে স্টক এক্সচেঞ্জ আছে – ২টি (ঢাকা-১৯৫৪ ও চট্টগ্রাম-১৯৯৫, নতুন প্রস্তাবিত - ১টি, খুলনা)।
* পুঁজি বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থার নাম – বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।
* বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান দপ্তর – মতিঝিল (ঢাকা)।
* বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক – সোনালী ব্যাংক লি:
* বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৬ই ডিসেম্বর'৭১।
* গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৮৩ সালে।
* বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক রেট – ৪%।
* বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর – এ.এন.এম হামিদুল্লাহ
* বাংলাদেশী মালিকানায় প্রথম বেসরকারী ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড।
* বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য সংখ্যা – ১০জন
* বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী ব্যাংক – AB ব্যাংক।
* বর্তমানে দেশে ইসলামী ব্যাংক চালু আছে – ১০টি।
* ATM এর পূর্ণরূপ – Automated Teller Machine
* মূসক (মূল্য সংযোজন কর) বাংলাদেশে চালু হয় - ১লা জুলাই, ১৯৯১।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরবৃন্দ

ক্র.নং	গভর্নরের নাম	মেয়াদকাল
১.	এ এন এম হামিদুল্লাহ	১৯৭২-১৯৭৪
২.	এ কে এন আহমেদ	১৯৭৪-১৯৭৬
৩.	এম নুরুল ইসলাম	১৯৭৬-১৯৮৭
৪.	শেগুফতা বখত চৌধুরী	১৯৮৭-১৯৯২
৫.	খোরশেদ আলম	১৯৯২-১৯৯৬
৬.	লুৎফর রহমান সরকার	১৯৯৬-১৯৯৮
৭.	ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন	১৯৯৮-২০০১
৮.	ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ	২০০১-২০০৫
৯.	ড. সালেহ আহমেদ	২০০৫-২০০৯
১০.	ড. আতিউর রহমান	২০০৯-২০১৬
১১.	ফজলে কবির	২০১৬ - ২০২২
১২	আব্দুর রউফ তালুকদার	২০২২-বর্তমান

বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা (প্রধান কার্যালয় ব্যতীত)

শাখার নাম	স্থাপিত
মতিঝিল, ঢাকা	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
সদরঘাট, ঢাকা	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
চট্টগ্রাম	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
খুলনা	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
রাজশাহী	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
বগুড়া	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
সিলেট	২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩
বরিশাল	১৭ নভেম্বর ১৯৯১
রংপুর	২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১
ময়মনসিংহ	১৬ জানুয়ারী ২০১৩

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য/চিকিৎসা

বাংলাদেশের শিক্ষাবোর্ডসমূহ

বোর্ডের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল
১. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	৭ মে, ১৯২১
২. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	১৯৬০
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী	১৯৬১
৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা	১৯৬২
৫. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর	৩০ সেপ্টে. ১৯৬৩
৬. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	২৭ ফেব্রু. ১৯৭৮
৭. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম	১৫ মে ১৯৯৫
৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল	২৫ আগস্ট ১৯৯৯
৯. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট	১৯৯৯
১০. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর	২০০৬
১১. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ	২৮ আগস্ট ২০১৭

বাংলাদেশের ক্যাডেট কলেজসমূহ

ক্যাডেট কলেজের নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
১. ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ	চট্টগ্রাম	২৮ এপ্রিল ১৯৫৮
২. ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ	ঝিনাইদহ	১ জানু. ১৯৬৩
৩. মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ	টাঙ্গাইল	৯ নভে. ১৯৬৫
৪. রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ	রাজশাহী	৬ নভে. ১৯৬৫
৫. সিলেট ক্যাডেট কলেজ	সিলেট	১৫ জুন ১৯৭৮
৬. রংপুর ক্যাডেট কলেজ	রংপুর	১ জানু. ১৯৭৯
৭. বরিশাল ক্যাডেট কলেজ	বরিশাল	১ জানু. ১৯৮১
৮. পাবনা ক্যাডেট কলেজ	পাবনা	৭ আগস্ট ১৯৮১
৯. ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ	ময়মনসিংহ	১ জানু. ১৯৮২
১০. কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ	কুমিল্লা	১ জানু. ১৯৮৩
১১. ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ	ফেনী	৭ জুন ২০০৬
১২. জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ	জয়পুরহাট	১৬ জুলাই ২০০৬

ক্র.নং	শিক্ষা কমিশনের নাম	প্রধান	গঠন সাল
১	কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন	ড. কুদরাত-এ-খুদা	২৬ জুলাই, ১৯৭২
২	মজিদ খান শিক্ষা কমিশন	ড. মজিদ খান	১৯৮৩
৩	মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন	ড. মফিজ উদ্দিন	১৯৮৮
৪	শামসুল হক শিক্ষা কমিশন	ড. এম শামসুল হক	১৯৯৭
৫	মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন	ড. মনিরুজ্জামান মিঞা	১৫ জানু, ২০০৩

* বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন – কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭২, ২৬ই জুলাই)।
* সর্বশেষ শিক্ষা কমিশন - মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশন (১৫ জানু ২০০৩)।
* সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রধান – অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
* বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন জারি হয় – ১৯৭৪ সালে।
* বাংলাদেশের খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা চালু হয় – ১৯৯৩ সালে।
* বাংলাদেশে প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় – ১৯৯২ সালে।
* সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় – ১ জানুয়ারী ১৯৯৩ সালে।
* বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়স সীমা – ৩ থেকে ৫ বছর।
* শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প চালু হয় – ২০০২ সালে।
* বাংলাদেশে প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম – কচুবাড়ীর কৃষ্টপুর (ঠাকুরগাঁও)
* খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা পদ্ধতিতে গম দেয়া হয় – ১৫ কেজি করে।
* দেশে অবৈতনিক নারী শিক্ষা চালু হয়েছে – দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।
* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯২১ সালে।
* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কমিশনের নাম – নাথান কমিশন।
* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি - স্যার পি জে হার্টগ।
* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ভিসি – স্যার এ. এফ রহমান।
* জাতীয় অধ্যাপকের মেয়াদকাল – ৫ বছর।
* BANBEIS (ব্যানবেইস) এর পূর্ণরূপ – Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics
* BANBEIS প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৭৭ সালে।
* জাতীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর নাম - National Academy for Eduational Management (NAEM, 1959)
* National Academy for Primary Education (NAPE) অবস্থিত – ময়মনসিংহ জেলায়।
* বাংলাদেশে মোট ক্যাডেট কলেজ – ১২টি।
* মহিলা ক্যাডেট কলেজ - ৩টি (ময়মনসিংহ, জয়পুরহাট ও ফেনী)।
* দেশে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় – ৫টি (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (খুলনা))

* বাংলাদেশ এয়ারফোর্স ট্রেনিং সেন্টার অবস্থিত – যশোর।
* বাংলাদেশে মিলিটারি একাডেমি অবস্থিত – চট্টগ্রামের ভাটিয়ারী।
* পুলিশ একাডেমি অবস্থিত – রাজশাহীর সারদায়।
* বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি অবস্থিত – চট্টগ্রামের জলদিয়া।
* আনসার একাডেমি অবস্থিত – গাজীপুরের সফিপুরে।
* পোস্টাল একাডেমি অবস্থিত – রাজশাহীতে।
* দেশে বর্তমানে সরকারী পিটিআই – ৫৫টি।
* দেশে বর্তমানে বেসরকারী পিটিআই – ২টি (বিরিশিরি, নেত্রকোনা ও হাজী কাশেম আলী, ময়মনসিংহ)
* বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় – ১ মার্চ ১৯৮১ সালে।
* প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৯২ সালে।
* বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা – প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
* প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত হয় – ২ জানুয়ারী, ২০০৩ সালে।
* বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিশুদের নির্ধারিত বয়স – ৬ থেকে ১১ বছর।
* বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় – নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি।
* বাংলাদেশের সরকারী ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা – ১টি (ঢাকা ডেন্টাল কলেজ)।
* সরকারী মেডিক্যেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট - ৮টি (১. শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যেল কলেজ, ২. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যেল কলেজ, ৩. ময়মনসিংহ মেডিক্যেল কলেজ, ৪. শেরে-ই-বাংলা মেডিক্যেল কলেজ, ৫. চট্টগ্রাম মেডিক্যেল কলেজ, ৬. রাজশাহী মেডিক্যেল কলেজ, ৭. রংপুর মেডিক্যেল কলেজ, ৮. এম.এ.জি. ওসমানী মেডিক্যেল কলেজ)।
* দেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় - ১৯৭৬ সাল থেকে।
* জীবন তরী – একটি ভাসমান হাসপাতাল (প্রতিবন্ধিদের চিকিৎসা করা হয়)।
* ডেঙ্গু জীবানুবাহী মশার নাম – এডিস ইজিপটি।
* বাংলাদেশে খাবার স্যালাইন আবিষ্কার করে – বাংলাদেশ কলেরা হাসপাতাল (ICDDR,B)
* সোয়াইন ফ্লু একটি – ভাইরাস জনিত রোগ।
* পারিবারিক স্বাস্থ্য সেবার প্রতীক – সবুজ ছাতা ও সূর্যের হাসী।

পরিবহন, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি

* উপমহাদেশে প্রথম রেল গাড়ি চালু হয় – ১৮৫৩ সালে।
* ব্রড গেজে দুই লাইনের মাঝের দূরত্ব – ১.৭৭ মিটার।
* বাংলাদেশের রেলওয়ের লাইন আছে – ৪ ধরনের (ব্রড গেজ, মিটারগেজ, ডুয়েল গেজ ও ন্যারো গেজ। তবে ন্যারো গেজ রেল চলাচল বন্ধ)।
* বাংলাদেশ রেল পরিবহন সংস্থার নাম – বাংলাদেশ রেলওয়ে (বিআর)।
* বাংলাদেশে DEMU (Diesel Electric Multiple Unit) ট্রেনের উদ্বোধন করা হয় – ২৩ এপ্রিল/২০১৩
* বাংলাদেশের বৃহত্তম রেল স্টেশন – ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশন।
* বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেলসেতু – হার্ডিঞ্জ ব্রিজ,পাকশী।
* হার্ডিঞ্জ ব্রিজ যে নদীর তীরে অবস্থিত – পদ্মা নদী।
* বাংলাদেশ রেলওয়ের নিরাপত্তা পুলিশের নাম – GRP (Government Railway Police)
* বাংলাদেশ রেলওয়ে বিভক্ত – দুটি অঞ্চলে (পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল)।
* বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমা অঞ্চলের সদরদপ্তর – রাজশাহী।
* বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের সদরদপ্তর – চট্টগ্রাম।
* মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য – ২১.১৬ কিমি.(পূর্বে ছিল ২০.১০ কিমি)।
* মেট্রোরেলের অর্থায়ন করেছে – জাইকা।
* ঢাকা কলকাতা বাস সার্ভিস চালু হয় – ১৯৯৯ সালে।
* যমুনা সেতুর দৈর্ঘ্য – ৪.৮ কি.মি।
* যমুনা সেতুর পিলার – ৫০টি।
* পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ– ৬.১৫ কি.মি. ও ১৮.১০ মিটার।
* পদ্মা সেতু চালু করা হয় – ২৫ জুন, ২০২২।
* পদ্মা সেতুর স্প্যান ও পিলার সংখ্যা – স্প্যান ৪১টি ও পিলার ৪২টি।
* বাংলাদেশে সড়ক পরিবহনে নিয়োজিত সরকারী সংস্থার নাম - BRTC
* BRTC (Bangladesh Road Trnasport Corporation) প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৬১ সালে।
* বাংলাদেশে বিমান সংস্থার বর্তমান নাম – বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনস লিঃ।
* বাংলাদেশ বিমানের প্রতীক – বলাকা।
* দেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর – ৩টি (১. হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা,; ২. শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম ও ৩. ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট)
* বাংলাদেশ বিমানের স্লোগান – আকাশে শান্তির নীড় (Your home in the sky)।
* বাংলাদেশ বিমানের প্রথম মহিলা পাইলট – কানিজ ফাতেমা।
* প্রথম বাণিজ্য জাহাজ – বাংলার দূত।

* বাংলাদেশ নৌপরিবহন সংস্থার নাম – BIWTA (Bangladesh Inland Water Transport Authority)
* ককপিট হচ্ছে – বিমান চালকের বসার স্থান।
* স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকিটে ছবি ছিল – শহীদ মিনারের।
* বাংলাদেশ ডাক বিভাগের স্লোগান – সেবাই আদর্শ।
* বিশ্বের যে দেশের সাথে বাংলাদেশের ডাক বিভাগ এর যোগাযোগ নেই – ইসরাইল।
* বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মনোগ্রাম – একজন ধাবমান রানারের কাঁধে ঝোলানো চিঠির ব্যাগ, হাতে একটি বল্লম ও এর মাথায় প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন।
* BTTB এর নতুন নাম – BTCL
* বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হয় - ২১ শে মে ২০০৬
* দেশে বর্তমানে মোবাইল অপারেটরের সংখ্যা - ৪টি (গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, টেলিটক ও রবি)।
* বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র – ২টি (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)।

সরকার, প্রশাসন ও রাজনীতি

* বাংলাদেশের মোট বিভাগ – ৮টি (সর্বশেষ ময়মনসিংহ)।
* বাংলাদেশের মোট জেলা – ৬৪টি।
* বাংলাদেশের সর্বশেষ জেলা (প্রস্তাবিত)- ভৈরব (৬৫তম)।
* দেশে উপজেলার সংখ্যা – ৪৯৫টি (সর্বশেষ সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর উপজেলা)।
* দেশে মোট থানার সংখ্যা – ৬৫২টি (সর্বশেষ ৬৫২তম কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও থানা।)।
* বাংলাদেশের মোট পৌরসভা - ৩৩১টি (সর্বশেষ শ্যামনগর, সাতক্ষীরা)।
* বাংলাদেশের নৌ থানা – ১৭টি।
* বাংলদেশে রেলওয়েতে - পুলিশে ৬টি জেলা, ২৪টি থানা ও ৩৩টি ফাঁড়ি রয়েছে।
* বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা – ১২টি (ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, গাজীপুর, সর্বশেষ ময়মনসিংহ)।
* সরকারী কর্মচারীদের চাকরীর বর্তমান বয়সসীমা - ৬০ বছর।
* বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো – ৩ স্তরবিশিষ্ট।
* বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারের সংখ্যা – ২৬টি।

সাধারণ ক্যাডার	প্রফেশনাল ক্যাডার
১. বিসিএস (প্রশাসন এবং ইকনমিক)	১. বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)
২. বিসিএস (আনসার)	২. বিসিএস (গণপূর্ত)
৩. বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	৩. বিসিএস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)
৪. বিসিএস (সমবায়)	৪. বিসিএস (বন)
৫. বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি)	৫. বিসিএস (স্বাস্থ্য)
৬. বিসিএস (বাণিজ্য)	৬. বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল)
৭. বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)	৭. বিসিএস (পশু সম্পদ)
৮. বিসিএস (খাদ্য)	৮. বিসিএস (মৎস্য)
৯. বিসিএস (পররাষ্ট্র)	৯. বিসিএস (পরিসংখ্যান, গবেষণা কর্মকর্তা)
১০. বিসিএস (তথ্য)	১০. বিসিএস (কারিগরী শিক্ষা)
১১. বিসিএস (পুলিশ)	১১. বিসিএস (কৃষি)
১২. বিসিএস (ডাক)	১২. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
১৩. বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	
১৪. বিসিএস (কর)	

* PATC - Public Administration Training Centre (লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)।
* PATC অবস্থিত – সাভারে (১৯৮০)।
* বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত – সুপ্রীমকোর্ট।
* সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতীদের কার্যকাল – ৬৭ বছর।
* সুপ্রীম কোর্টের বিভাগ – ২টি (আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ)।
* আপীল বিভাগে বিচারপতি থাকেন – ৭ জন (প্রধান বিচারপতিসহ)।
* প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন – রাষ্ট্রপতি।
* হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি থাকেন - ৩৪ জন।
* হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ – ১টি।
* বিচার বিভাগ পৃথকীকরন করা হয় – ১লা নভেম্বর'২০০৭।
* বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত – উচ্চতর ও অধঃস্তন আদালত নিয়ে।
* জেলা আদালতের প্রধান বিচারপতি – জেলা জজ।
* জেলা আদালতগুলো যে মামলা পরিচালনা করে – দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা।
* সরকারের প্রধান আইনজীবিকে বলা হয় – এটর্নি জেনারেল।
* দেশের সর্বনিম্ন আদালত – পল্লী আদালত বা গ্রাম্য আদালত।
* পল্লী আদালতের সদস্য – ৫ জন।
* কতজন প্রতিনিধি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় – ১৩ জন (১ জন চেয়ারম্যান ৯ জন সদস্য ও ৩ জন মহিলা সদস্য)
* ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল – ৫ বছর।
* সচিবদের পদমর্যাদার ক্রম - সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব, সহকারী সচিব।
* মন্ত্রণালয়ের পরিচালক– দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী।
* মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান - সচিব।
* সেকশন অফিসার যার অধীনে কাজ করে – মন্ত্রীর।
* মন্ত্রণালয়ের বিভাগগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত – যুগ্ম সচিবের।
* মন্ত্রণালয়ের শাখাগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত থাকে - উপ-সচিবের।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিবৃন্দ

১.	শেখ মুজিবুর রহমান	১৭.০৪.৭১ - ১২.০১.৭২
২.	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)	১৭.০৪.৭১ - ১২.০১.৭২
৩	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	১২.০১.৭২ - ২৪.১২.৭৩
৪.	মোহাম্মদ উল্লাহ	২৪.১২.৭৩ - ২৭.০১.৭৪
৫	মোহাম্মদ উল্লাহ	২৭.০১.৭৪ - ২৫.০১.৭৫
৬	শেখ মুজিবুর রহমান	২৫.০১.৭৫ - ১৫.০৮.৭৫
৭	খন্দকার মোস্তাক আহমেদ	১৫.০৮.৭৫ - ০৬.১১.৭৫
৮	বিচারপতি এ এস এম সায়েম	০৬.১১.৭৫ - ২১.০৪.৭৭
৯	লে.জে. জিয়াউর রহমান	২১.০৪.৭৭ - ৩০.০৫.৮১
১০	বিচারপতি আব্দুস সাত্তার (অস্থায়ী)	৩০.০৫.৮১ - ২০.১১.৮১
১১	বিচারপতি আব্দুস সাত্তার	২০.১১.৮১ - ২৫.০৩.৮২
১২	বিচারপতি এ এফ এম আহসান উদ্দিন চৌধুরী	২৭.০৩.৮২ - ১০.১২.৮৩
১৩	লে.জে. এইচ এম এরশাদ	১০.১২.৮৩ - ০৬.১২.৯০
১৪	বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ	০৬.১২.৯০ - ০৯.১০.৯১
১৫	আব্দুর রহমান বিশ্বাস	০৯.১০.৯১ - ০৯.১০.৯৬
১৬	বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ	০৯.১০.৯৬ - ১৪.১১.০১
১৭	এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী	১৪.১১.০১ - ২১.০৬.০২
১৮	ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার (অস্থায়ী)	২১.০৬.০২ - ০৬.০৯.০২
১৯	অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ	০৬.০৯.০২ - ১২.০২.০৯
২০	মোঃ জিল্লুর রহমান	১২.০২.০৯ - ২০.০৩.১৩
২১	আব্দুল হামিদ	২০.০৩.১৩ - ২৪.০৪.২৩
২২	মোঃ সাহাবুদ্দিন চুপ্পু	২৪.০৪.২৩ - বর্তমান

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীবৃন্দ

১. তাজউদ্দীন আহমেদ	১৭.০৪.১৯৭১ - ১২.০১.১৯৭২
২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	১৩.০১.১৯৭২ - ২৫.০১.১৯৭৫
৩. এম মনসুর আলী	২৫.০১.১৯৭৫ - ১৫.০৮.১৯৭৫
৪. শাহ আজিজুর রহমান	১৫.০৪.১৯৭৯ - ২৪.০৩.১৯৮২
৫. আতাউর রহমান খান	৩০.০৩.১৯৮৪ - ০৯.০৭.১৯৮৬
৬. মিজানুর রহমান চৌধুরী	০৯.০৭.১৯৮৬ - ২৭.০৩.১৯৮৮
৭. ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ	২৭.০৩.১৯৮৮ - ১২.০৮.১৯৮৯
৮. কাজী জাফর আহমেদ	১২.০৮.১৯৮৯ - ০৬.১২.১৯৯০
৯. বেগম খালেদা জিয়া	২০.০৩.১৯৯১ - ২০.০৩.১৯৯৬
১০. শেখ হাসিনা	২৩.০৬.১৯৯৬ - ১৫.০৭.২০০১
১১. বেগম খালেদা জিয়া	১০.১০.২০০১ - ২৯.১০.২০০৬
১২. শেখ হাসিনা	০৬.০১.২০০৯ - বর্তমান (পর পর চার মেয়াদ)

আইন-শৃংখলা ও প্রতিরক্ষা

* বাংলাদেশ পুলিশের মূলনীতি - শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা ও প্রগতি।
* বাংলাদেশ পুলিশ যে মন্ত্রণালয়ের অধিনে - স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
* বাংলাদেশ পুলিশের মনোগ্রাম - দুই পাশে ধানের শীষবেষ্টিত শাপলা ও নিচে নৌকা।
* বাংলাদেশ পুলিশের সদরদপ্তর - ঢাকার গুলিস্তানে।
* বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বর্তমান নাম - BGB
* BGB/BDR এর পূর্ব নাম - রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন।
* BGB এর সদরদপ্তর - পিলখানা, ঢাকা।
* BGB (Border Guard of Bangladesh) এর স্লোগান - সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরী।
* RAB এর পূর্ব নাম - RAT (Rapid Action Team) গঠিত হয় ২৫ জানু'২০০৩)
* RAB এর স্লোগান - বাংলাদেশ আমার অহংকার।
* যে আইন সংস্কার করে RAB গঠন করা হয় - আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এ্যাক্ট - ১৯৭৯।
* র‍্যাব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় - ২৬ মার্চ'২০০৪ সাল।
* টাস্কফোর্স হচ্ছে - সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত দল।
* বাংলাদেশ সেনা,নৌ ও বিমান বাহিনীর সদরদপ্তর - ঢাকা।
* বাংলাদেশ সামরিক যাদুঘর অবস্থিত - ঢাকা সেনানিবাসে।
* বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্লোগান - সমরে আমরা, শান্তিতে আমরা, সর্বত্রই আমরা দেশের তরে।
* বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বা তিন বাহিনীর প্রধান - রাষ্ট্রপতি।
* বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতীক হচ্ছে - ক্রস চিহ্নিত দুইটি তরবারি এবং উপরের কৌনিক অবস্থানে জাতীয় ফুল শাপলা
* বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পূর্ব নাম - ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।
* বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর স্লোগান - বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত।
* বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রতীক - জঙ্গী বিমান।
* বাংলাদেশ মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান কিনে আনে - রাশিয়া থেকে।
* বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতীক - কাছিবেষ্টিত নোঙর।
* বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্লোগান - শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়।
* বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম রণতরীর নাম - বি,এন,এস পদ্মা।
* রূপসী বাংলা হচ্ছে - উপকূলে চোরাচালান দমনের জন্য কোষ্ট গার্ডের জাহাজের নাম।
* ৫৪ ধারা হচ্ছে- বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার করার ক্ষমতা।
* ১৪৪ ধারা হচ্ছে - মানুষের চলাচল, আচরণ ও কর্মকান্ডের উপর বিধি নিষেধ বা নিয়ন্ত্রন।

বাংলাদেশের সংবিধান

* বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (People's Republic of Bangaldesh)
* সংবিধান - দুই প্রকার (লিখিত ও অলিখিত)

* বাংলাদেশের সংবিধান - লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়।
* বাংলাদেশের সংবিধান শুরু হয়েছে - প্রস্তাবনা দিয়ে।
* বাংলাদেশ সংবিধান রচনা কমিটির প্রধান ছিলেন - ড. কামাল হোসেন।
* বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয় - ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর।
* বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় - ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর।
* সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য ছিলেন - ৩৪ জন।
* সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন - বেগম রাজিয়া বানু।
* সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন - সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত।
* কোন লিখিত সংবিধান নেই - বৃটেন, নিউজিল্যান্ড, স্পেন ও সৌদি আরব।
* বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান - ভারতের।
* বিশ্বের সবচেয়ে ছোট সংবিধান - আমেরিকার।
* বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষা - ২টি (বাংলা ও ইংরেজী)।
* বাংলাদেশের সংবিধান বিভক্ত - ১১টি ভাগে।
* বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা বা অনুচ্ছেদ আছে - ১৫৩টি।
* বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতি - চারটি।
* বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর বয়স - ২৫ বছর।
* বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির বয়স - ৩৫ বছর।
* রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করার কত দিনের মধ্যে পাশ করতে হয় - ১৫ দিন।
* রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন - স্পীকারের নিকট।
* প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ দেন - রাষ্ট্রপতি।

সংবিধান অনুযায়ী কে কাকে শপথ করান

যাকে পাঠ করান	যিনি পাঠ করান
প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী	রাষ্ট্রপতি
স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার	রাষ্ট্রপতি
প্রধান বিচারপতি	রাষ্ট্রপতি
প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণ	রাষ্ট্রপতি
অন্যান্য বিচারপতি	প্রধান বিচারপতি
প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও	প্রধান বিচারপতি
মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	প্রধান বিচারপতি
পিএসসি চেয়ারম্যান ও সদস্য	প্রধান বিচারপতি
রাষ্ট্রপতি	প্রধান বিচারপতি
সংসদ সদস্য	স্পীকার

* আদালতের কোন এখতিয়ার নেই - রাষ্ট্রপতির উপর।
* প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন - রাষ্ট্রপতির নিকট।
* সংসদ অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করেন - রাষ্ট্রপতি।
* সংসদীয় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী - রাষ্ট্রপতি।
* সাধারণ নির্বাচনের কতদিনের মধ্যে সংসদ আহ্বান করতে হবে - ৩০ দিনের মধ্যে।
* সংসদ অধিবেশনের কোরাম - ৬০ জন।
* 'কোরাম' শব্দের অর্থ - প্রয়োজনীয় সংখ্যা।
* খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন করেন - ড. কামাল হোসেন।
* আইনসভা বা জাতীয় সংসদের সভাপতি - স্পীকার।
* বাংলাদেশ সংবিধানের এ পর্যন্ত সংশোধনী আনা হয়েছে - ১৫টি।
* বাংলাদেশের সংবিধান পঞ্চদশ সংশোধন করা হয় - ৩০ জুন, ২০১১।
* বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া প্রথম গণপরিষদে পেশ করা হয় - ১২ অক্টোবর'৭২।
* ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সংবিধানে যে অনুচ্ছেদে আছে - ৭৭নং অনুচ্ছেদে।
* যে অনুচ্ছেদ বলে রাষ্ট্রপতির অভিসংশন সম্ভব - ৫২ অনুচ্ছেদের ৫ দফা বলে।
* সংবিধান সংশোধনের জন্য ভোটের প্রয়োজন - দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের।
* বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত যে অনুচ্ছেদে বলে - ৬ (২)।
* বাংলাদেশের সাংবিধানিক পদ - ৯টি (১. রাষ্ট্রপতি, ২. প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, ৩. জাতীয় সংসদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, ৪. সংসদ সদস্য, ৫. অ্যাটর্নি জেনারেল, ৬. পিএসসির চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ, ৭. প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার, ৮. প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি, ৯. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক)।
* যে বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান সর্বপ্রথম বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন - যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল যোসেফ টিটো।
* বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের লিপিকার - আব্দুর রউফ।

CS CamScanner

বাংলাদেশের সংবিধানানের সংশোধনীসমূহ

সংশোধনী	সংশোধনীর বিষয়বস্তু	পাসের তারিখ
প্রথম সংশোধনী	যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য গণবিরোধীদের বিচার নিশ্চিত করা।	১৫ জুলাই'৭৩
দ্বিতীয় সংশোধনী	অভ্যন্তরীণ বা বহিরাক্রমণ গোলযোগে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হলে সে অবস্থায় 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার বিধান।	২০ সেপ্টেম্বর'৭৩
তৃতীয় সংশোধনী	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়িকে ভারতের নিকট হস্তান্তরের বিধান।	২৩ নভেম্বর'৭৪
চতুর্থ সংশোধনী	সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি চালু এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন।	২৫ জানুয়ারী'৭৫
পঞ্চম সংশোধনী	১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডের বৈধতা দান।	৫ এপ্রিল'৭৯
ষষ্ঠ সংশোধনী	উপ-রাষ্ট্রপতি পদ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিতকরণ।	৮ জুলাই'৮১
সপ্তম সংশোধনী	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালীন প্রণীত সকল ফরমান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, নির্দেশ, অধ্যাদেশসহ অন্যান্য আইন অনুমোদন।	১০ নভেম্বর'৮৬
অষ্টম সংশোধনী	রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতিদান এবং ঢাকার বাইরে ৬টি জেলায় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন। Dacca এর নাম Dhaka এবং Bangali এর নাম Bangla পরিবর্তন করা হয়।	৭ জুন' ১৯৮৮
নবম সংশোধনী	রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে একই সময়ে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, রাষ্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তিকে পর পর দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা।	১০ জুলাই'৮৯
দশম সংশোধনী	রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে সংবিধানের ১২৩(২) অনুচ্ছেদের বাংলা ভাষা সংশোধন ও সংসদে মহিলাদের ৩০টি আসন আরো ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণ।	১২ জুন' ৯০
একাদশ সংশোধনী	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান।	৬ আগস্ট'১৯৯১
দ্বাদশ সংশোধনী	সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন।	৬ আগস্ট'১৯৯১
ত্রয়োদশ সংশোধনী	অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকার গঠন	২৭ মার্চ'১৯৯৬
চতুর্দশ সংশোধনী	৪৫টি নারী আসন, প্রতিকৃতি সংরক্ষণ, অর্থ বিল, সংসদ সদস্যদের শপথ, বিচারপতির বয়সসীমা, সিইসি বয়সসীমা এবং পিএসসি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বয়সসীমা।	১৬ মে'২০০৪
পঞ্চদশ সংশোধনী	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপ, ৭২'র সংবিধানের চার মূলনীতি পুনর্বহাল, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহ বহাল ও অন্যান্য ধর্মের সমমর্যাদা, শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন, জাতির পিতা, ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা, সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি।	৩০ জুন'২০১১
ষোড়শ সংশোধনী পরে এটিকে বাতিল করা হয়	১৯৭২ সালের মুল সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদকে ফিরিয়ে দেয়া	১৭ সেপ্টেম্বর'১৪
সপ্তদশ সংশোধনী	আরও ২৫ বছরের জন্য জাতীয় সংসদের ৫০টি আসন শুধু নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা	৮ জুলাই'১৮

তত্ত্বাবধায়ক সরকার

প্রধান উপদেষ্টা	কার্যকাল
বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ	০৬.১২.৯০ - ০৯.১০.৯১
বিচারপতি হাবিবুর রহমান	৩০.০৩.৯৬ - ২৩.০৬.৯৬
বিচারপতি লতিফুর রহমান	১৫.০৭.০১ - ১০.১০.০১
ড. ইয়াজ উদ্দিন আহমদ	২৯.১০.০৬ - ১১.০১.০৭
ড. ফকরুদ্দিন আহমদ	১১.০১.০৭ - ০৬.০১.০৯

* জাতীয় সংসদ ভবন উদ্বোধন করেন – তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার (২৮ জানুয়ারী, ১৯৮২ সালে)।

জাতীয় সংসদ ভবন ও সংসদ নির্বাচন

* জাতীয় সংসদ ভবন অবস্থিত – শেরে বাংলা নগরে।
* জাতীয় সংসদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন – আইয়ুব খান (১৯৬২)।
* জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি – লুই আই কান (যুক্তরাষ্ট্র)।
* জাতীয় সংসদ ভবন নির্মিত – ২১৫ একর জমির উপর।
* জাতীয় সংসদ ভবন নির্মান ব্যয় – ১৯৭ কোটি টাকা।
* জাতীয় সংসদ ভবন উদ্বোধন করেন – তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার (২৮ জানুয়ারী, ১৯৮২ সালে)।
* জাতীয় সংসদ ভবন – ৯ তলা বিশিষ্ট (১৫৫ ফুট)।
* জাতীয় সংসদ ভবনের পাশের লেকের নাম – ক্রিসেন্ট লেক।
* বাংলাদেশের আইন সভা বা পার্লামেন্টের নাম – জাতীয় সংসদ।
* বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বর্তমান মোট আসন – ৩৫০টি (মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ৫০ সহ)
* বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম স্পীকার ছিল – মোহাম্মদ উল্লাহ।
* ইংরেজিতে জাতীয় সংসদের নাম – House of Nation.
* সংসদে 'Casting vote' মানে - স্পীকারের ভোট।
* বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ১নং আসন– তেতুলিয়া,পঞ্চগড়।
* বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ৩০০ নং আসন – বান্দরবান।
* ঢাকা জেলায় সংসদ আসন – সবচেয়ে বেশি (১৫টি)
* চট্টগ্রাম জেলায় সংসদ আসন – ১৬টি (২য়)
* রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সংসদ আসন – ১টি করে।
* সংসদের হুইপের কাজ – শৃংখলা রক্ষা করা।
* এ পর্যন্ত দেশে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন – ১৭ জন।
* প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় – ৭ মার্চ, ১৯৭৩ সাল।
* বাংলাদেশের গণভোট অনুষ্ঠিত হয় – তিনবার (দুবার প্রশাসনিক ও একবার সাংবিধানিক)।
* ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় – ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে (UNESCO)
* আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা, দিবস উপলক্ষ্যে প্রথম বারের মত স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে – আমেরিকা।
* আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয় যে সাল থেকে – ২০০০ সাল থেকে।

সংসদ নির্বাচন	নির্বাচনের তারিখ
প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৭ মার্চ ১৯৭৩
দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯
তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৭ মে ১৯৮৬
৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৩ মার্চ ১৯৮৮
৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১
৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬
৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১২ জুন ১৯৯৬
৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১ অক্টোবর ২০০১
৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	২৯ ডিসেম্বর ২০০৮
১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৫ জানুয়ারী ২০১৪
১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৩০ ডিসেম্বর ২০১৮.
১২তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	০৭ জানুয়ারী ২০২৪

গণভোট	তারিখ	প্রকৃতি	লক্ষ্য
প্রথম	৩০ মে, ৭৭	প্রশাসনিক	প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিজ শাসন বৈধকরণ
দ্বিতীয়	১ মার্চ, ৮৫	প্রশাসনিক	জেনারেল এরশাদের সমর্থন যাচাই
তৃতীয়	১৫ সেপ্টেম্বর'৯১	সাংবিধানিক	সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর আইন প্রস্তাব

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

এক নজরে সাত বীরশ্রেষ্ঠ

পদবীসহ নাম	কর্মস্থল	জন্মস্থান (জেলা)	সেক্টর	সমাধিক্ষেত্র
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	বিমান বাহিনী	নরসিংদী	--	মিরপুর, ঢাকা
ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ	EPR	নড়াইল	৮নং	যশোরের গোয়াল ঘাট
ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ	EPR	ফরিদপুর	১নং	রাঙামাটির নানিয়ার চরে
সিপাহী মোস্তফা কামাল (১ম শহীদ)	সেনা বাহিনী	ভোলা	২নং	বিবাড়িয়ার আখাউড়ার দুরুইন
সিপাহী হামিদুর রহমান	সেনা বাহিনী	ঝিনাইদহ	৪নং	মিরপুর,ঢাকা
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (শেষ শহীদ)	সেনা বাহিনী	বরিশাল	৭নং	চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা-মসজিদ প্রাঙ্গনে।
স্কোয়াড্রেন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন	নৌ বাহিনী	নোয়াখালী	১০নং	রুপসা (খুলনা)

CS CamScanner

* স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়েছিল – ১১টি সেক্টর।
* বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন – সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
* বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন – তাজউদ্দিন আহমেদ।
* মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যতিক্রম ধর্মী সেক্টর ছিল – ১০নং সেক্টর।
* বাংলাদেশের একমাত্র নৌ সেক্টর – ১০নং সেক্টর।
* মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেয় – ৪টি (বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক)

বীরত্ব পুরস্কার	সংখ্যা	বীরত্ব পুরস্কার	সংখ্যা
বীর শ্রেষ্ঠ	৭	বীর বিক্রম	১৭৫
বীর উত্তম	৬৮	বীর প্রতীক	৪২৬

(নোটঃ ২০২১ সালের ৬ জুন বাংলাদেশ সরকার ৪ জনের খেতাব বাতিল করে। সুতরাং বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন, বীর উত্তম ৬৭ জন, বীর বিক্রম ১৭৪ জন, বীর প্রতীক ৪২৪ জন। সুতরাং বর্তমানে খেতাব প্রাপ্ত মোট মুক্তিযোদ্ধা ৬৭২ জন।)

* স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনটি ফোর্স ছিল – জেড ফোর্স (লে: কর্নেল জিয়াউর রহমান), এস ফোর্স (লে: কর্নেল কে এম শফিউল্লাহ) ও কে ফোর্স (লে: কর্নেল খালেদ মোশাররফ)।
* মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর অবস্থিত – ঢাকার সেগুনবাগিচায়।
* বাংলাদেশের বীরশ্রেষ্ঠ চত্বর অবস্থিত – চন্দ্রিমা উদ্যান।
* মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন – তারামন বিবি, ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ও কাকন বিবি।
* স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত মহিলা মুক্তিযোদ্ধা হলেন – তারামন বিবি ও সেতারা বেগম।
* তারামন বিবির বাড়ী – কুড়িগ্রাম জেলায়।
* সেতারা বেগমের বাড়ী – কিশোরগঞ্জে।
* একমাত্র বিদেশি বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা হলেন- ওয়াইন হেমার ওডারল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া কিন্তু জন্ম নেদারল্যান্ড)

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর ও সেক্টর কমান্ডার

সেক্টর নং	এলাকা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার
১	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত।	মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন)মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসে.)
২	নোয়াখালী, কুমিল্লা, আখাউড়া, ভৈরব এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ।	মেজর মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর), মেজর হায়দার (সেপ্ট-ডিসে.)
৩	কুমিল্লা জেলার কিছু অংশ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ।	মেজর শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্ট.) , মেজর নুরুজ্জামান
৪	সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই, শায়েস্তাগঞ্জ রেল লাইন থেকে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেটের ডাউকি সড়ক।	মেজর সি আর দত্ত।
৫	সিলেট জেলার পশ্চিম এলাকা এবং সিলেট ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল।	মেজর মীর শওকত আলী
৬	ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর জেলা ও ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ।	উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার
৭	সমগ্র রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুরের অবশিষ্ট অংশ, ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র পাবনা ও বগুড়া জেলা।	মেজর নাজমুল হক এবং মেজর কাজী নুরুজ্জামান
৮	সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অংশ বিশেষ এবং দৌলতপুর, সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলার এলাকা।	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর এম এ মঞ্জুর
৯	সাতক্ষীরা দৌলতপুর সড়কসহ খুলনা জেলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।	মেজর আব্দুল জলিল, এম এ মঞ্জুর
১০	অভ্যন্তরীণ নৌ পথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল, চট্টগ্রাম ও চালনা	মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত নৌ কমান্ডারগণ
১১	ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা	মেজর আবু তাহের, ফ্লাইট লে. এম হামিদুল্লাহ।

বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দান

দেশ	তারিখ	দেশ	তারিখ
ভুটান	৬ ডিসেম্বর'৭১	যুক্তরাজ্য	৪ ফেব্রুয়ারী'৭২
ভারত	৬ ডিসেম্বর'৭১	ফ্রান্স	১৪ ফেব্রুয়ারী'৭২
পোল্যান্ড	১২ জানুয়ারী'৭২	সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারী'৭২

বাংলাদেশের শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাস

* বাংলা নববর্ষ 'পহেলা বৈশাখ' চালু করেন – সম্রাট আকবর।
* বাংলা সাল চালু হয় – ১৫৫৬ সাল থেকে।
* দুর্ভিক্ষের উপর ম্যাডোনা ৪৩ ছবিটি এঁকেছেন – শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।
* মনপুরা-৭০ হচ্ছে – জয়নুল আবেদীনের আঁকা একটি চিত্রকর্ম।
* বাংলাদেশের একমাত্র লোকশিল্প জাদুঘরটি অবস্থিত – নারায়ণগঞ্জ (সোনারগাঁও)।
* ভাটিয়ালী হচ্ছে – ময়মনসিংহ অঞ্চলের গান।
* চটকা ও ভাওয়াইয়া হচ্ছে – রংপুর অঞ্চলের গান।
* উত্তর অঞ্চলের (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) গান – গম্ভীরা।
* ঢাকা, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের নাম – জারি।
* আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী গানটির – গীতিকার আব্দুল গাফফার চৌধুরী এবং সুরকার আলতাফ মাহমুদ ও প্রথম সুরকার আব্দুল লতিফ।
* বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পল্লী গীতির গায়ক – আব্বাস উদ্দীন ও আব্দুল আলীম।
* দেশের শ্রেষ্ঠ কাঠ খোদাই শিল্পী – অলক রায়।
* দেশের শ্রেষ্ঠ কার্টুনিষ্ট – রফিকুন্নবী।
* বাংলাদেশের সুর সম্রাট – ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ।
* বাংলাদেশের বিখ্যাত মনিপুরি নাচ – সিলেট অঞ্চলের।
* 'সবকটি জানালা খুলে দাও না' গানটির সুরকার – নজরুল ইসলাম বাবু।
* বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্রের নাম – মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬)।
* বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার – জহির রায়হান।
* জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রটির নির্মাতা – জহির রায়হান (১৯৭০)
* বাংলাদেশের প্রথম রঙ্গীন চলচ্চিত্র 'সঙ্গম' এর পরিচালক – জহির রায়হান।
* সূর্য দীঘল বাড়ি সিনেমার পরিচালক – শেখ নিয়ামত আলী।
* মাটির ময়না সিনেমার পরিচালক – তারেক মাসুদ।
* অস্কার পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রাপ্ত প্রথম বাংলা ছবি – মাটির ময়না (২০০৫ সালে)।

* বাংলাদেশের প্রথম যাদুঘর – বরেন্দ্র যাদুঘর (রাজশাহী)
* জাতীয় স্মৃতিসৌধ অবস্থিত – সাভার।
* জাতীয় স্মৃতিসৌধ উদ্বোধন করেন – এইচ এম এরশাদ (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮২)।
* 'অপরাজেয় বাংলা'র প্রতীক – কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার নারী ও পুরুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের ও বিজয়ের।

ঐতিহাসিক কীর্তির অবস্থান

স্থান	অবস্থান	স্থান	অবস্থান
ষাট গম্বুজ মসজিদ	বাগেরহাট	গারো পাহাড়	ময়মনসিংহ
আতিয়া জামে মসজিদ	টাঙ্গাইল	বাঘা মসজিদ	রাজশাহী
পানাম নগরী, পানাম পুল	নারায়ণগঞ্জ	কান্তজির মন্দির	দিনাজপুর
বরেন্দ্র জাদুঘর	রাজশাহী	কুসুম্বা মসজিদ	নওগাঁ
শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠ	কিশোরগঞ্জ	পাহাড়পুর	নওগাঁ
সোনা মসজিদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	উত্তরা গণভবন	নাটোর
সাত গম্বুজ মসজিদ	ঢাকা	শীলাদেবী ঘাট	বগুড়া
বৈরাগীর ভিটা	বগুড়া		

প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও তাদের অবস্থান

বৌদ্ধ বিহার	অবস্থান	বৌদ্ধ বিহার	অবস্থান
সোমপুর/পাহাড়পুর বিহার	নওগাঁ	শালবন বিহার	কুমিল্লা
মহামুনি বিহার	রাউজান,চট্টগ্রাম	আনন্দ বিহার	কুমিল্লা
সীতাকোট বিহার	দিনাজপুর	ভাসু বিহার	বগুড়া
হলুদ বিহার	নওগাঁ	ভোজ বিহার	কুমিল্লা
শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার	মিরপুর,ঢাকা	রাজবন বিহার	রাঙ্গামাটি
সীমা বৌদ্ধ বিহার	পটুয়াখালী	জগদ্দল বিহার	নওগাঁ

বিভিন্ন সাগর, দিঘী ও পুকুরের অবস্থান

নাম	অবস্থান	নাম	অবস্থান
ধর্ম সাগর	কুমিল্লা	দুর্গা সাগর	মাধবপাশা
রামসাগর	দিনাজপুর	রাণীপুকুর	দিনাজপুর
লালপুকুর	রংপুর		

* রামু মন্দির অবস্থিত – রামু থানায় (কক্সবাজার)।
* নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে – ১৮৬০ সালে।
* নীল করদের অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে 'নীল দর্পন' নাটক রচনা করেন – দীনবন্ধু মিত্র।
* ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা – রাজা রামমোহন রায়।
* ভূঁইয়া অর্থ – গোস্বামী।
* ধোলাই খাল খনন করেন – সুবেদার ইসলাম খাঁ।

প্রাচীন বাংলা

* বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রাচীনতম স্থান - মহাস্থানগড় (পুন্ড্রবর্ধন)।
* সমতট বলতে প্রাচীনকালে বুঝায় - কুমিল্লা ও নোয়াখালি অঞ্চলকে।
* প্রাচীন সমতট জনপদের রাজধানী ছিল - বড় কামতা।
* নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল - গ্রিক সভ্যতা।
* মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল - নীল নদের তীরে।
* ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয় - মিশরীয়দেরকে।
* পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা - মেসোপটেমিয়া।
* মেসোপটেমিয় সভ্যতা গড়ে উঠে - ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর তীরে।
* ইতিহাসের জনক - হেরোডোটাস (গ্রীস)
* স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন - শশাংক।
* শশাংকের রাজধানী 'কর্ণ সুবর্ণের' বর্তমান নাম - মুর্শিদাবাদ।
* টাকায় আটমন চাল পাওয়া যেত - শায়েস্তা খানের আমলে।
* পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা - গোপাল পাল।
* পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা - ধর্মপাল।
* সেন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা - লক্ষণ সেন।

সুলতানী আমল

* বাংলায় প্রথম স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা করেন - ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
* মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বাংলা জয় করেন - ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি।
* বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করেন - ১২০৪ সালে।
* যে মুসলিম শাসক সর্বপ্রথম বাংলা আক্রমণ করেন - মুহম্মদ বিন কাসিম।
* ১৭ বার ভারত আক্রমন করেন - সুলতান মাহমুদ।
* সুলতানী আমলে বাংলার রাজধানীর নাম ছিল - গৌড়।
* গৌড়ের সোনা মসজিদ নির্মান করেন - আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।
* ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা - শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ।
* পরাগল খান ছিলেন - হোসেন শাহের সেনাপতি।
* উপমহাদেশে ঘোড়ার ডাক ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন - শেরশাহ।
* গ্রাণ্ড রোডের নির্মাতা - শেরশাহ।
* বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মধ্যযুগীয় মসজিদ - ষাট গম্বুজ মসজিদ।
* ষাট গম্বুজ মসজিদটি অবস্থিত - বাগেরহাটে।
* ষাট গম্বুজ মসজিদটির গম্বুজ সংখ্যা - ৮১টি।
* ষাট গম্বুজ নির্মান করেন - খান জাহান আলী।
* ঢাকা গেইট এর নির্মাতা - মীর জুমলা।
* কুতুব মিনার অবস্থিত - দিল্লীতে।

বাংলায় মুঘল শাসন

* সোনারগাঁও বাংলাদেশের রাজধানী ছিল - মুঘল আমলে।
* মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা - বাবর।
* বাংলায় তাজমহল অবস্থিত - নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও।
* আকবর দিল্লির সিংহাসনে বসেন - ১৩ বছর বয়সে।
* সোনারগাঁও রাজধানী স্থাপন করেন - ঈশা খাঁ।
* বাংলাকে জান্নাতাবাদ বলে ঘোষণা করেন - হুমায়ুন।
* ১৬১০ সালে ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করেন - সুবেদার ইসলাম খান।
* বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে পুনরায় ঢাকা আনেন - মীর জুমলা
* ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখেন - ইসলাম খাঁন।
* তাজমহলের নির্মাতা - সম্রাট শাহজাহান।
* শাহজাহানের স্ত্রীর নাম - মমতাজ।
* মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট - সম্রাট আকবর।
* ছোট কাটরা নির্মান করেন - শায়েস্তা খান।
* বড় কাটরা নির্মাণ করেন - শাহ সুজা।
* বিখ্যাত তারা মসজিদ নির্মান করেন - মির্জা আহমেদ খান।
* শায়েস্তা খানের কন্যা পরীবিবির আসল নাম - ইরান দুখত।
* সাত গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত - ঢাকার মোহাম্মদপুরে।
* সাত গম্বুজ মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা - ৭টি।
* সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মান করেন - শায়েস্তা খান।
* কুসুম্বা মসজিদ অবস্থিত - নওগাঁয়।
* বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও স্থাপন করেন - ঈসা খাঁ।
* বার ভুইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন - ঈশা খাঁ।
* শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করে এর নাম দেন - ইসলামাবাদ।
* লালবাগ কেল্লার নির্মান কাজ আরম্ভ করেন - যুবরাজ মোহাম্মদ আযম।
* লালবাগ কেল্লা স্থাপন করেন - শায়েস্তা খান।
* লালবাগ কেল্লা যার সমাধিস্থল - পরিবিবির।
* পরি বিবি ছিলেন - শায়েস্তা খানের মেয়ে।
* ঢাকার আহসান মঞ্জিল নির্মান করেন - নবাব আব্দুল গণি (১৮৭২)।

বাংলায় নবাবী আমল

* বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব - মুর্শিদকুলী খাঁন।
* বাংলার শেষ নবাব - নবাব সিরাজউদ্দৌলা।
* ঘসেটি বেগম ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার - বড় খালা।
* পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ২৩ জুন, ১৭৫৭ সালে।
* পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার নবাব - মীরজাফর।
* বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন - নবাব মুর্শিদকুলী খান।

ইউরোপীয়দের আগমন

* বিদেশী বনিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসেন - পর্তুগিজরা।
* পর্তুগিজরা দেশে পরিচিত ছিল - ফিরিঙ্গি নামে।
* ফরাসিরা সর্বপ্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন - সুরাটে (১৬০৮ সালে)।

* নাবিক হিসেবে সর্বপ্রথম ভারতে আসেন - ভাস্কো দা গামা।
* সুরাটে ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি নির্মানে অনুমতি দেন - সম্রাট জাহাঙ্গীর।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসন

* বাংলায় চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন - লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৯৩ সালে)।
* সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন করেন - লর্ড বেন্টিংক (১৮২৯ সালে)।
* বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন করা হয় - ১৮৫৬ সালে।
* দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক - লর্ড ক্লাইভ।
* দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে - ১৭৭২ সালে।
* ব্রিটিশ শাসনের অবসানকল্পে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ - সিপাহী বিদ্রোহ।
* সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল - লর্ড ক্যানিংয়ের আমলে (১৮৫৭ সালে)।
* সিপাহী বিদ্রোহকালে ব্রিটিশ রানী ছিলেন - ভিক্টোরিয়া।
* ভারতের সর্বশেষ গভর্ণর জেনারেল ও প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন - লর্ড ক্যানিং।
* মহীশূরের বাঘ নামে পরিচিত - টিপু সুলতান।
* কলকাতা সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৭৭৩ সালে।
* ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা - ওয়েলেসলি।
* ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ছিলেন - ওয়ারেন হেস্টিংস।
* তিতুমীর বাঁশের কেল্লা নির্মান করেন - নারিকেল বাড়িয়ায় (১৮৩১ সালে)।
* ভারতে সর্বপ্রথম রেল ব্যবস্থা চালু হয় - ১৮৫৩ সালে।
* ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবসান ঘটে - ১৮৫৮ সালে।
* সর্বশেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধি - রেঙ্গুনে (মিয়ানমার)।

ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন

* সর্বশেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন - দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।
* ভারতবর্ষে যে ভাইসরয় নামকরা কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন - লর্ড মিলটন।
* ব্রিটিশ ভাইসরয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন - লর্ড ডালহৌসি।
* ব্রিটিশ-ভারতের শেষ ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল ছিলেন - মাউন্টব্যাটেন।
* লর্ড রিপন (ভারতবন্ধু নামে পরিচিত) কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশনের নাম - হান্টার কমিশন।
* ফকির আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন - মজনু শাহ।
* বঙ্গভঙ্গ করেন - লর্ড কার্জন (১৯০৫ সালে)।
* বঙ্গভঙ্গ রদ করেন - লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১১ সালে)।
* ১৯৪৭ সালের পূর্বে ঢাকা দ্বিতীয়বারের মত বাংলার রাজধানী হয় - ১৯০৫ সালে।
* ইতিহাসে বর্গী নামে পরিচিত - মারাঠারা।
* উপমহাদেশের সর্বশেষ ব্রিটিশ গভর্ণর ছিলেন - লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।
* বঙ্গ প্রদেশকে বেঙ্গল ও আসাম প্রদেশে বিভক্ত করেন - লর্ড কার্জন।

সংস্কার আন্দোলন ও বাংলার জাগরণ

* স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম - নরেন্দ্রনাথ দত্ত।
* ভারতে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সমিতির নাম - মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৬৩ সাল)।
* ফরায়েজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা - শরীয়তউল্লাহ।
* ফরায়েজী আন্দোলনকে অধিকতর সুসংগঠিত করেন - দুদু মিয়া।
* দুদু মিয়ার আসল নাম - পীর মুহসীন উদ্দিন আহমেদ।
* আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা - স্যার সৈয়দ আহমদ খান।
* মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতা করেন - নওয়াব আব্দুল লতিফ
* সৈয়দ আমীর আলী রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ - The Sprit of Islam.
* জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইন পরিপন্থি উক্তিটি - দুদু মিয়ার।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি

* বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের গভর্ণর ছিলেন - লর্ড কার্জন।
* ভারত সংঘটিত রাজনৈতিক আন্দোলনের জনক - রাজা রামমোহন রায়।
* অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক - মহাত্মা গান্ধী।
* 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন - মহাত্মা গান্ধী (১৯৪২ সাল)।
* 'অখন্ড ভারত' নীতিতে আন্দোলন করেন - কংগ্রেস।
* 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক নতুন প্রদেশের রাজধানী ও আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হয় - ঢাকায়।
* দ্বি জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন - মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৩৯ সালে)।
* ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯২৬ সালে।
* বঙ্গবঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে বিখ্যাত রাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে - মুসলিম লীগ (প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে)।
* বাংলায় প্রথম প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন - এ.কে.ফজলুল হক।
* লাহোর প্রস্তাব ঘোষণা করেন - এ. কে. ফজলুল হক (২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে)।
* ছয় দফা দাবি প্রথম উত্থাপিত হয় - লাহোরে।
* বাংলার কৃষক প্রজা পাটির প্রতিষ্ঠাতা - এ.কে.ফজলুল হক।
* অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী - হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
* লাহোর প্রস্তাবের পূর্বসূরী বলা হয় - দ্বিজাতি তত্ত্বকে।

CS CamScanner

* তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন – ইলামিত্র।
* বাংলায় 'মহাদুর্ভিক্ষ' বা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' হয়েছিল - ১৯৪৩ সালে (১১৭৬ বাংলা)।
* পূর্ব বাংলার প্রথম গর্ভনর – চৌধুরী খালেকুজ্জামান।
* উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সংগঠিত হয় – ১৮৫৭ সালে।

পাকিস্তান আমল

* পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট – ইস্কান্দার মির্জা।
* পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী – লিয়াকত আলী খান।
* পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল – মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।
* পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন জারি করেন – ইস্কান্দার মির্জা।
* পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে মোট আসন ছিল – ১৬৯টি।
* পূর্ববঙ্গ প্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী – খাজা নাজিমুদ্দিন।
* ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবির প্রথম দাবি ছিল – বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।
* ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন – খাজা নাজিমুদ্দিন।
* পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন জারি হয় – ১৯৫৪ সালে।
* পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান করা হয় – ১৯৫৬ সালে ২৩ মার্চ।
* লিয়াকত আলী নিহত হন আততায়ীর হাতে – ১৯৫১ সালে।
* লিয়াকতের পরে প্রধানমন্ত্রী হন – খাজা নাজিমুদ্দীন।
* শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন – ১৯৫৬ সালে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

স্থাপত্য	স্থপতি	অবস্থান
জাতীয় স্মৃতি সৌধ	মইনুল হোসেন	সাভার
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	হামিদুর রহমান	ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে
জাতীয় সংসদ ভবন	লুই-আই-কান	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
অপরাজেয় বাংলা	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ	ঢাবি,কলা ভবন
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	শামীম শিকদার	ঢাবি (টি.এস.সি)
দোয়েল চত্বর	আজিজুল জলিল পাশা	ঢাবি,কার্জন হল
শাপলা চত্বর	আজিজুল জলিল পাশা	মতিঝিল, ঢাকা
তিন নেতার মাজার	মাসুদ আহমেদ	ঢাবি,কার্জন হল
জাগ্রত চৌরঙ্গী	আব্দুর রাজ্জাক	গাজীপুর চৌরাস্তা
সার্ক ফোয়ারা	নিতুন কুন্ডু	পান্থপথ, ঢাকা
সাবাস বাংলাদেশ	নিতুন কুন্ডু	রাবি
সংশপ্তক	হামিদুজ্জামান খান	জাবি
দুর্জয়	মৃনাল হক	রাজারবাগ, ঢাকা
রাজসিক বিহার	মৃনাল হক	রূপসী বাংলা হোটেলের সামনে, ঢাকা
সাম্যবাদ	মৃনাল হক	কাকরাইল, ঢাকা
সংগ্রাম	জয়নুল আবেদীন	সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ

ক্রিড়াজগৎ

* বাংলাদেশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম অংশ গ্রহন করে – ১৯৯৯ সালে।
* ক্রিকেটে বাংলাদেশ টেস্ট মর্যাদা লাভ করে – ২০০০ সালে।
* বাংলাদেশ একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার মর্যাদা লাভ করে – ১৯৯৭ সালে।
* বাংলাদেশ বিশ্ব অলিম্পিক এসোসিয়েসনের সদস্য হয় - ১৯৮০ সালে।
* বাংলাদেশ প্রথম যে অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করে – লসএঞ্জেলেস অলিম্পিক, ১৯৮৪ সালে।
* অষ্টম বাংলাদেশ গেমস এর মাসকট প্রাণীর নাম - কাঠ বিড়ালী।
* ঢাকায় সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় – ১৯৮৫ সালে।

বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব

আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম	সদস্যপদ প্রাপ্তির তারিখ
জাতিসংঘ (UN)	১৭ সেপ্টে, ১৯৭৪ (১৩৬তম সদস্য)
ওআইসি (OIC)	২৩ ফেব্রুয়ারী' ১৯৭৪
কমনওয়েলথ	১৮ এপ্রিল' ১৯৭২ (৩২তম সদস্য)
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)	১ জানুয়ারী' ১৯৯৫
আইএলও (ILO)	২২ জুন'১৯৭২
আইএমএফ (IMF)	১০ মে' ১৯৭২
ইউনেস্কো (UNESCO)	১৯ অক্টোবর' ১৯৭২
এফএও (FAO)	১৯৭৪ (১২৮তম সদস্য)

* ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় – ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে (UNESCO)
* আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা, দিবস উপলক্ষ্যে প্রথম বারের মত স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে – আমেরিকা।
* আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয় যে সাল থেকে – ২০০০ সাল থেকে।

বাংলাদেশী এভারেস্ট জয়ীদের তালিকা ঃ

নাম	বিজয়ের তারিখ	নিজ জেলা
মুসা ইব্রাহীম	২৩ মে' ১০	লালমণিরহাট
এম. মুহিত	২১ মে' ১১ ও ১৯ মে' ১২	ভোলা
নিশাত মজুমদার	১৯ মে' ১২	লক্ষীপুর
ওয়াসফিয়া নাজরীন	২৬ মে' ১২	ফেনী
মোঃ খালেদ হোসাইন	২০ মে' ১৩	মুন্সিগঞ্জ

চুক্তি

* গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি হয় - ১২ই ডিসেম্বর'৯৬।
* পার্বত্য শান্তি চুক্তি হয় - ২ ডিসেম্বর'৯৭।
* বাংলাদেশ CTBT তে স্বাক্ষর করে – ৭ মার্চ ২০০০।
* বাংলাদেশ CTBT তে স্বাক্ষরকারী – ১২৯তম সদস্য।

সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)

মহাদেশ

মহাদেশ	আয়তন (বর্গ কিমি)	লোকসংখ্যা	স্বাধীন দেশ
এশিয়া	৪,৪৪,৯৩,০০০	৪১৬ কোটি ৮০ লাখ	৪৪
আফ্রিকা	২,৯৮০০,৪৫০	১০৩ কোটি ৩০ লাখ	৫৪
উঃ আমেরিকা	২,৪৩,২০,১০০	৩৫ কোটি ১৭ লাখ	২৩
দঃ আমেরিকা	১,৭৫,৯৯,০৫০	৫৮ কোটি ৮৬ লাখ	১২
ইউরোপ	১,০৫,৩০,৭৫০	৭৬ কোটি ২৮ লাখ	৪৮
ওশেনিয়া	৭৬,৮৭,১২০	৩ কোটি ৫৮ লাখ	১৪
এন্টার্কটিকা	১,৫২,০৪,৫০০	৪ হাজার	-

এশিয়া মহাদেশ

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
বাংলাদেশ	ঢাকা	টাকা	জাতীয় সংসদ
ভারত	নয়াদিল্লী	রুপি	পার্লামেন্ট (উচ্চকক্ষ-রাজসভা ও নিম্নকক্ষ-লোকসভা)
পাকিস্তান	ইসলামাবাদ	রুপি	মজলিশ-ই-সুরা
শ্রীলংকা	কলম্বো	রুপি	পার্লামেন্ট
নেপাল	কাঠমান্ডু	রুপি	কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি
ভুটান	থিম্পু	গুলট্রাম	পার্লামেন্ট
মালদ্বীপ	মালে	রুপাইয়া	পার্লামেন্ট
আফগানিস্তান	কাবুল	আফগানি	লয়া জিরগা

দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
থাইল্যান্ড	ব্যাংকক	বাথ	পার্লামেন্ট
সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর সিটি	ডলার	পার্লামেন্ট
মালয়েশিয়া	কুয়ালালামপুর	রিংগিট	পার্লামেন্ট
ইন্দোনেশিয়া	জাকার্তা	রুপিয়া	পিপলস কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলি
ভিয়েতনাম	হ্যানয়	ডং	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
লাওস	ভিয়েনতিয়েন	কিপ	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
কম্বোডিয়া	নমপেন	রিয়েল	পার্লামেন্ট
ব্রুনাই	বন্দর সেরি বেগাওয়ান	ডলার	লেজিসলেটিভ কাউন্সিল
পূর্ব তিমুর	দিলি	ডলার	ন্যাশনাল পার্লামেন্ট
ফিলিপাইন	ম্যানিলা	পেসো	কংগ্রেস
মিয়ানমার	নাইপিদো	কিয়াত	অ্যাসেম্বলি অব দ্যা ইউনিয়ন

দুরপ্রাচ্য বা পুর্ব এশিয়ার দেশসমূহ

	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
চীন	বেইজিং	ইউয়ান	ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস
জাপান	টোকিও	ইয়েন	ডায়েট
উঃ কোরিয়া	পিয়ংইয়ং	ওন	সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলি
দঃ কোরিয়া	সিউল	ওন	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
মঙ্গোলিয়া	উলানবাটোর	তুগরিক	স্টেট গ্রেট খুরাল
তাইওয়ান	তাইপে	নিউ তাইওয়ান ডলার	লেজিসলেটিভ উয়ান

মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
ইরান	তেহরান	রিয়াল	মজলিস-ই-শুরা
ইরাক	বাগদাদ	দিনার	কাউন্সিল অব রিপ্রেজেন্টেটিভ
সৌদি আরব	রিয়াদ	রিয়াল	---
সংযুক্ত আরব আমিরাত	দুবাই	দিরহাম	ফেডারেল ন্যাশনাল কাউন্সিল
কুয়েত	কুয়েত সিটি	দিনার	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
কাতার	দোহা	রিয়াল	কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলি
বাহরাইন	মানামা	দিনার	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
ওমান	মাস্কট	রিয়াল	পার্লামেন্ট
ইয়েমেন	সানা	রিয়াল	মজলিস ই নওয়াব
সিরিয়া	দামেস্ক	পাউন্ড	পিপলস কাউন্সিল
তুরস্ক	আঙ্কারা	লিরা	গ্রান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
লেবানন	বৈরুত	পাউন্ড	চেম্বার অব ডেপুটিজ
জর্ডান	আম্মান	দিনার	পার্লামেন্ট
ফিলিস্তিন	রামাল্লা	নিউ শেকেল	ন্যাশনাল কাউন্সিল
ইসরাইল	তেল আবিব	শেকেল	নেসেট

উত্তর-পশ্চিম এশিয়া বা মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
কাজাখস্তান	নুরসুলতান	তেঙ্গে	পার্লামেন্ট
উজবেকিস্তান	তাসখন্দ	সোম	সুপ্রিম অ্যাসেম্বলি
তাজিকিস্তান	দুশানবে	সোমানি	সুপ্রিম অ্যাসেম্বলি
তুর্কমেনিস্তান	আশাখাবাদ	মানাত	মজলিস
কিরগিজস্তান	বিশবেক	সোম	সুপ্রিম কাউন্সিল

* দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ঘন বসতিপুর্ন দেশ – বাংলাদেশ।
* এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাঙালীর নারীর নাম – ভারতের শিপ্রা মজুমদার।
* এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাঙালীর নাম – ভারতের সত্যব্রত দাস।
* ভারত স্বাধীনতা লাভ করে – ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট।
* ভারতের জাতির জনক বলা হয় – মহাত্মা গান্ধীকে।
* ভারতের বর্তমান মোট অঙ্গরাজ্য – ২৮টি (সর্বশেষ তেলেঙ্গানা)।

CS CamScanner

- ☞ দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশে জন্মলগ্ন থেকে গণতন্ত্র বিদ্যমান – ভারত।
- ☞ বিশ্বের বৃহত্তম চা উৎপাদনকারী দেশ – ভারত।
- ☞ ভারত থেকে ময়ূর সিংহাসন নিয়ে যান – পারস্যের নাদির শাহ।
- ☞ ভারতের পারমাণবিক বোমার জনক – এ.পি.জে আব্দুল কালাম।
- ☞ ভারতের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদটি অবস্থিত – অযোধ্যায়।
- ☞ ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর নাম – ইন্দিরা গান্ধী।
- ☞ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম – পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।
- ☞ বিশ্বের সবচেয়ে বড় লিখিত সংবিধান হলো – ভারতের সংবিধান।
- ☞ দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশের নাম – ভারত।
- ☞ বিখ্যাত কুতুব মিনার অবস্থিত – ভারতের দিল্লীতে।
- ☞ নেপাল সরকারের প্রধান কার্যালয়ের নাম – সিংহ দরবার।
- ☞ প্রথম সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় – নেপালের কাঠমাণ্ডুতে।
- ☞ সার্কভুক্ত যে দেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী নেই – মালদ্বীপে।
- ☞ দক্ষিণ এশিয়ার শিক্ষার হার বেশি – মালদ্বীপে।
- ☞ মুসলিম অধ্যুষিত মান্নার দ্বীপ অবস্থিত – শ্রীলংকায়।
- ☞ এডামস পিক অবস্থিত – শ্রীলংকায়।
- ☞ শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট এর সরকারী বাসভবনের নাম – টেম্পল ট্রি।
- ☞ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে দেশটি কখনও পরাধীন/উপনিবেশ ছিল না – থাইল্যান্ড।
- ☞ হো চি মিন নামটি জড়িত কার সাথে – ভিয়েতনামের সাথে।
- ☞ দি টাইগার অব বাইসাকেল বলা হয় – ভিয়েতনামকে।
- ☞ জাতিসংঘ হতে স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারী একমাত্র দেশের নাম – ইন্দোনেশিয়া।
- ☞ পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম দেশের নাম – ইন্দোনেশিয়া।
- ☞ পূর্ব তিমুর স্বাধীনতা লাভ করে – ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে।
- ☞ হিমালয়ের কন্যা বলা হয় – নেপালকে।
- ☞ বাগরাম কারাগার অবস্থিত – আফগানিস্তানের কাবুলে।
- ☞ শ্রীলংকার প্রাচীন রাজধানীর নাম – কান্ডি।
- ☞ পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক – আব্দুল কাদির খান।
- ☞ পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার নাম – আইএসআই।
- ☞ পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম – রেঞ্জার্স।
- ☞ পাকিস্তান তথা মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর নাম – বেনজীর ভুট্টো।
- ☞ পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে কত সালে – ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট ব্রিটেনের কাছ থেকে।
- ☞ গণচীনের প্রতিষ্ঠাতার নাম – মাও সে তুং।
- ☞ এশিয়ার নেলসন ম্যান্ডেলা নামে পরিচিত – দালাইলামা।
- ☞ বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নাম – বিজেপি।
- ☞ চীনের দুঃখ বলা হয় – হোয়াংহো নদীকে।
- ☞ এক দেশে দুই নীতি চালু রয়েছে – চীনে।
- ☞ জনসংখ্যায় পৃথিবীর বৃহত্তম দেশের নাম – চীন।
- ☞ চীনের প্রথম প্রেসিডেন্ট এর নাম – মাও সে তুং।
- ☞ চীনের মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশটির নাম – জিনজিয়াং।
- ☞ হংকং চীনের সাথে একত্রিত হয় – ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই।
- ☞ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সীমান্ত রয়েছে – রাশিয়া এবং চীনের (১৪টি)।
- ☞ কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে যে দুটি দেশের মধ্যে বিরোধ – জাপান ও রাশিয়া।
- ☞ ইরানে ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন – আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি।
- ☞ ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার নাম – আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনী।
- ☞ ইরানের মানবাধীকার কর্মী শিরিন এবাদি প্রথম মুসলমান নারী যিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান কত সালে – ২০০৩ সালে।
- ☞ ইরানের পূর্ব নাম – পারস্য।
- ☞ বিশ্বের বৃহত্তম তেল শোধনাগার অবস্থিত – ইরানে।
- ☞ ইরান ইরাকের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে – ১৯৮০-১৯৮৮ সাল পর্যন্ত।
- ☞ কারবালা শহরটি অবস্থিত – ফোরাত নদীর তীরে।
- ☞ বিশ্বের একমাত্র দেশ যার কোন সংবিধান ও পার্লামেন্ট নেই তার নাম – সৌদি আরব।
- ☞ জাতীয় পতাকা কখনও অর্ধনমিত রাখা হয় না – সৌদি আরব এবং ইরানে।
- ☞ আধুনিক তুরস্কের জনক এর নাম – কামাল আতার্তুক পাশা।
- ☞ ইতিহাস বিখ্যাত ট্রয় নগরী অবস্থিত – তুরস্কে।
- ☞ এশিয়া ও ইউরোপ দুটি মহাদেশে পড়েছে – তুরস্কের ইস্তাম্বুল নগরীটি।
- ☞ বায়তুল মোকাদ্দাস অবস্থিত – জেরুজালেমে।
- ☞ আল-আকসা মসজিদটি অবস্থিত – জেরুজালেমে।
- ☞ মুসলিম, খ্রীষ্টান ও ইহুদিদের পবিত্র স্থান এর নাম – জেরুজালেম।
- ☞ পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের নাম – ফিলিস্তিন।
- ☞ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষনা করা হয় – ১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর।
- ☞ মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র – ইসরাইল।
- ☞ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম মুসলিম দেশের নাম – মিশর।

ইউরোপ মহাদেশ

পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
রুমানিয়া	বুখারেস্ট	লিউ	পার্লামেন্ট
বেলারুশ	মিনস্ক	বেলারু শিয়ান	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
জর্জিয়া	তিবলিসি	লেভ	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
হাঙ্গেরি	বুদাপেস্ট	ফোরিন্ট	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
পোল্যান্ড	ওয়ারশ	জোলটি	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
মালদোভা	চিসিনিউ	লিউ	পার্লামেন্ট
রাশিয়া	মস্কো	রুবল	ফেডারেল অ্যাসেম্বলি
স্লোভাকিয়া	ব্রাতিস্লাভা	ইউরো	ন্যাশনাল কাউন্সিল
ইউক্রেন	কিয়েভ	রিভনিয়া	ভারখোবনারাডা
আর্মেনিয়া	ইয়েরেভান	ড্রাম	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
সাইপ্রাস	নিকোশিয়া	ইউরো	হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ
চেক প্রজাতন্ত্র	প্রাগ	করুনা	পার্লামেন্ট

পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা	ইউরো	পার্লামেন্ট
ফ্রান্স	প্যারিস	ইউরো	পার্লামেন্ট
বেলজিয়াম	ব্রাসেলস	ইউরো	ফেডারেল পার্লামেন্ট
জার্মানি	বার্লিন	ইউরো	ফেডারেল পার্লামেন্ট বুন্দেসরাট (উচ্চকক্ষ) বুন্দেস্টাগ (নিম্নকক্ষ)
লুক্সেমবার্গ	লুক্সেমবার্গ সিটি	ইউরো	চেম্বার অব ডেপুটিজ
মোনাকো	মোনাকো	ইউরো	ন্যাশনাল কাউন্সিল
লিস্টেনস্টাইন	ভাদুজ	সুইস ফ্রাঙ্ক	ল্যান্ডট্যাগ
নেদারল্যান্ডস	আমস্টারডাম	ইউরো	স্টেট জেনারেল
সুইজারল্যান্ড	বার্ন	ফ্রাংক	ফেডারেল অ্যাসেম্বলি

উত্তর ইউরোপের দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
ডেনমার্ক	কোপেন হেগেন	ক্রোন	ফোকেটিং
ফিনল্যান্ড	হেলসিংকি	ইউরো	ইকুসকান্তা
এস্তোনিয়া	তাল্লিন	ইউরো	রিজিকো
আইসল্যান্ড	রিকজাভিক	ক্রোনা	আলথিং
আয়ারল্যান্ড	ডাবলিন	ইউরো	ওরিয়াথাস
লাটভিয়া	রিগা	ইউরো	সাইমা
লিথুনিয়া	ভিলনিয়াস	ইউরো	সাইমা
নরওয়ে	অসলো	ক্রোনা	স্টরটিং
যুক্তরাজ্য	লন্ডন	পাউন্ড	পার্লামেন্ট
সুইডেন	স্টকহোম	ক্রোন	রিকসড্যাগ

দক্ষিণ ইউরোপের দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
আলবেনিয়া	তিরানা	লেক	কুভেনডি
অ্যান্ডোরা	অ্যান্ডোরা লাভিল্লা	ইউরো	জেনারেল কাউন্সিল অব অ্যান্ডোরা
বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা	সারায়েভো	নিউ দিনার	পার্লামেন্টারী অ্যাসেম্বলি
ক্রোয়েশিয়া	জাগরেব	কুনা	সাবোর
গ্রিস	এথেন্স	ইউরো	হেলেনিক পার্লামেন্ট
ভ্যাটিকান	ভ্যাটিকান সিটি	ইউরো	পন্টিফিক্যাল কমিশন
ইতালি	রোম	ইউরো	পার্লামেন্ট
মাল্টা	ভেলেটা	ইউরো	হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ
মন্টিনিগ্রো	পোডগোরিকো	ইউরো	স্কুপসটিনা
পর্তুগাল	লিসবন	ইউরো	অ্যাসেম্বলি অব দ্যা রিপাবলিক
সানম্যারিনো	সানমেরিনো	ইউরো	গ্রান্ড অ্যান্ড জেনারেল কাউন্সিল
সার্বিয়া	বেলগ্রেড	সার্বিয়ান দিনার	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
স্লোভেনিয়া	লুবজানা	ইউরো	পার্লামেন্ট
স্পেন	মাদ্রিদ	ইউরো	কোর্টিস জেনারেলস
মেসিডোনিয়া	স্কোপজে	দিনার	অ্যাসেম্বলি
কসোভো	প্রিস্টিনা	ইউরো	অ্যাসেম্বলি অব কসোভো

- ☞ সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিলুপ্ত ঘোষনা করা হয় – ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১।
- ☞ রুশ বিপ্লব এর নায়ক ছিলেন – ভ্লাদিমির ইলিচ লেলিন।
- ☞ রুশ বিপ্লবের স্থায়িত্ব ছিল – ১০ মিনিট।
- ☞ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে রাষ্ট্র গঠিত হয় – ১৫টি।
- ☞ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন – জোসেফ স্ট্যালিন।
- ☞ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নীতির প্রবর্তক এর নাম – জোসেফ স্ট্যালিন।
- ☞ দুই জার্মানি একত্রিত হয় – ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর।
- ☞ ফরাসি বিপ্লব শুরু হয় – ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই।
- ☞ ফরাসি বিপ্লবের নায়ক – নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট।
- ☞ ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয় – নেপোলিয়ানকে।
- ☞ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবনকে বলা হয় – এলিসি প্রাসাদ।
- ☞ নেপোলিয়ান জন্মগ্রহণ এবং মৃত্যুবরণ করেন যথাক্রমে – কর্সিকা এবং হেলেনা দ্বীপে।

- আধুনিক জার্মানির রূপকার বা জনক বলা হয় – বিসমার্ককে।
- জার্মানির প্রাচীন রাজাদের বলা হয় – কাইজার।
- হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনীর নাম – গেস্টাপো।
- হিটলারের রাজনৈতিক দলের নাম – নাৎসী।
- হিটলারের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম – মেইন ক্যাম্প।
- আগুনের দ্বীপ বলা হয় – আইসল্যান্ডকে।
- ব্রিটেনের পার্লামেন্ট – দুই কক্ষ বিশিষ্ট (উচ্চ কক্ষ - হাউজ অব লর্ডস এবং নিম্ন কক্ষ-হাউজ অব কমন্স)।
- ব্রিটেনের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর নাম – মার্গারেট থ্যাচার।
- ব্রিটেনের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রীর নাম – থেরেসা মে।
- লিখিত সংবিধান নেই – ব্রিটেনের।
- ব্রিটেনের পতাকাকে বলা হয় – ইউনিয়ন জ্যাক।
- ব্রিটেনের সর্বোচ্চ খেতাবের নাম – ভিক্টোরিয়া ক্রস।
- ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের নাম – ১০নং ডাউনিং স্ট্রিট।
- ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রীর বাসভবনের নাম – ১১নং ডাউনিং স্ট্রিট।
- ব্রিটেনের মহিলারা ভোটাধিকার পায় – ১৯১৮ সালে।
- গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয় – গ্রীসকে।
- স্বাধীন দেশ কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য নয় – ভ্যাটিক্যান সিটি।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ

উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
কানাডা	অটোয়া	কানাডিয়ান ডলার	পার্লামেন্ট
যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াশিংটন ডিসি	মার্কিন ডলার	কংগ্রেস
মেক্সিকো	মেক্সিকো সিটি	মেক্সিকান পেসো	কংগ্রেস

মধ্য আমেরিকার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
গুয়েতেমালা	গুয়েতেমালাসিটি	কুয়েটজাল	কংগ্রেস অব দি রিপাবলিক
হন্ডুরাস	তেগুসিগালপা	লাম্পিরা	ন্যাশনাল কংগ্রেস
এলসালভেদর	সানসালভাদর	মার্কিন ডলার	লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি
কোস্টারিকা	সানজোসে	কোলন	লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি
নিকারাগুয়া	মানাগুয়া	কর্ডোবা	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
পানামা	পানামা সিটি	বেলবোয়া	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এর দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
কিউবা	হাভানা	পেসো	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
বেলিজ	বেলমোপান	ডলার	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
হাইতি	পোর্ট অব প্রিন্স	গুর্দে	পার্লামেন্ট
বাহামা	নাসাউ	বাহামিয়ান ডলার	পার্লামেন্ট
জ্যামাইকা	কিংস্টোন	জ্যামাইকান ডলার	পার্লামেন্ট
গ্রানাডা	সেন্টস জর্জেস	ক্যারিবিয়ান ডলার	পার্লামেন্ট
ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র	সেন্টো ডোমিনিগো	পেসো	কংগ্রেস
এন্টিগুয়া অ্যান্ড বার্বুডা	সেন্ট জোনস	ক্যারিবিয়ান ডলার	পার্লামেন্ট
ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো	পোর্ট অব স্পেন	ডলার	পার্লামেন্ট
ডোমেনিকা	রোজো	ডলার	হাউজ অব অ্যাসেম্বলি
বার্বাডোজ	ব্রিজ টাউন	বার্বাডোজ ডলার	পার্লামেন্ট
সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস	বাসেটেরে	ডলার	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
সেন্ট লুসিয়া	ক্যাস্ট্রি	ডলার	পার্লামেন্ট
সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড গ্রানাডাইন	কিংস টাউন	ডলার	হাউজ অব অ্যাসেম্বলি

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষনা করা হয় – Independence Half থেকে।
- উইলিয়াম জেফারসন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষনা করে – ৪ জুলাই ১৭৭৬ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অফিসের নাম – ওভাল অফিস।
- পৃথিবীর কসাইখানা নামে খ্যাত – যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহর।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ অঙ্গরাজ্য – হাওয়াই (১৯৫৯)।
- বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ – যুক্তরাষ্ট্র।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম – ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম।
- বৃটিশ শাসনে ছিল কিন্তু কমনওয়েলথভুক্ত নয় এমন দেশের নাম – যুক্তরাষ্ট্র।
- মোটর গাড়ী উৎপাদনের প্রথম দেশ – যুক্তরাষ্ট্র।
- যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট – বারাক ওবামা (৪৪তম)।
- যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হয় – ১৯৮৩ সালে।
- আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য – আলাস্কা।
- আয়তনে উত্তর আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশ – বার্বাডোস।
- যুক্তরাষ্ট্রের মোট ইলেক্টোরাল ভোটের সংখ্যা – ৫৩৮টি।
- প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য ইলেক্টোরাল ভোটের প্রয়োজন হয় – ২৭০টি।
- যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টকে বলা হয় – কংগ্রেস।
- যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট – দুই কক্ষ বিশিষ্ট। যথাঃ ১. উচ্চ কক্ষ-সিনেট (১০০টি আসন), ২. নিম্ন কক্ষ বিশিষ্ট-হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ (৪৩৫টি আসন)।
- সবচেয়ে বেশি ইলেক্টোরাল ভোট রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে।

- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট এর নাম – জর্জ ওয়াশিংটন।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন – উড্রো উইলসন।
- দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন – ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও হ্যারি এস ট্রুম্যান।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' উপহার প্রদান করেন – ফ্রান্স।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বার্ষিক ভাষণকে বলে – স্টেট অব দ্যা ইউনিয়ন।
- উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী – ইউরোপীয়দের বংশধর।
- উত্তর আমেরিকার যে দেশটিতে সেনাবাহিনী নেই – কোস্টারিকা।
- মধ্য আমেরিকার যে দেশকে আগ্নেয়গিরির দেশ বলা হয় – নিকারাগুয়াকে।
- উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা বিচ্ছিন্নকারী খাল – পানামা খাল।
- আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে – পানামা খাল।
- যুক্তরাষ্ট্র পানামা খাল পানামার কাছে হস্তান্তর করে – ১৯৯৯ সালে।
- প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবেশদ্বার বলা হয় – পানামা খালকে।
- উত্তর আমেরিকাকে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পৃথক করেছে – পানামা খাল।
- হামিংবার্ড বেশি দেখা যায় – কিউবাতে।
- কিউবা বিখ্যাত – চিনি শিল্পের জন্য।
- পৃথিবীর অন্যতম আখ উৎপাদনকারী দেশ – কিউবা।
- পার্ল অব অ্যান্টিলিজ নামে খ্যাত – কিউবা।

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ

দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
কলম্বিয়া	বোগোতা	পেসো	কংগ্রেস
ভেনিজুয়েলা	কারাকাস	বলিভার ফুর্তে	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
গায়ানা	জর্জ টাউন	ডলার	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
সুরিনাম	প্যারামারিবো	ডলার	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
ইকুয়েডর	কিটো	মার্কিন ডলার	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
পেরু	লিমা	লিউবো সল	কংগ্রেস
ব্রাজিল	ব্রাসিলিয়া	রিয়াল	ন্যাশনাল কংগ্রেস
বলিভিয়া	লাপাজ	বলিভিয়ানো	লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি
প্যারাগুয়ে	আসানসিওন	গুয়ারানি	কংগ্রেস
চিলি	সান্টিয়াগো	পেসো	ন্যাশনাল কংগ্রেস
আর্জেন্টিনা	বুয়েন্স আয়ার্স	পেসো	কংগ্রেস
উরুগুয়ে	মন্টিভিডিও	পেসো	জেনারেল অ্যাসেম্বলি

- পৃথিবীর প্রশস্ততম এবং দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘতম নদীর নাম – আমাজান।
- কফি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত – ব্রাজিল।
- পৃথিবীর উচ্চতম বিমান বন্দর – বলিভিয়ার লাপাজ।
- বিশ্বের বৃহত্তম কপার উৎপাদনকারী দেশ – চিলি।
- দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশের নাম – সুরিনাম।
- দক্ষিণ আমেরিকার গেরিলা নেতা ও বিপ্লবী চে গুয়েভারা জন্মগ্রহণ করেন – আর্জেন্টিনায়।
- বিশ্বের বৃহত্তম কোকেন উৎপাদনকারী দেশের নাম – কলম্বিয়া।
- দক্ষিণ আমেরিকার যে দেশটি কমনওয়েলথের সদস্য – গায়ানা।
- বিখ্যাত কবি পাবলো নেরুদা জন্মগ্রহণ করেন – চিলিতে (১২ জুলাই, ১৯০৪)।
- ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে বিরোধপূর্ন দ্বীপ – ফকল্যান্ড।
- ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে যুদ্ধ হয় – ১৯৮২ সালে।
- ফকল্যান্ড দ্বীপের অপর নাম – মালভিয়াস।

আফ্রিকা মহাদেশ

উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
মিশর	কায়রো	মিশরীয় পাউন্ড	জাতীয় আওয়াম
লিবিয়া	ত্রিপোলি	দিনার	হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ
তিউনিসিয়া	তিউনিস	দিনার	কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি
আলজেরিয়া	আলজিয়ার্স	দিনার	পার্লামেন্ট
সুদান	খার্তুম	সুদানিজ পাউন্ড	ন্যাশনাল লেজিসলেচার
দক্ষিণ সুদান	জুবা	দ. সুদান পাউন্ড	ন্যাশনাল লেজিসলেচার

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
দক্ষিণ আফ্রিকা	কেপটাউন	র‍্যান্ড	পার্লামেন্ট
বতসোয়ানা	গ্যাবোরন	পুলা	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
নামিবিয়া	উইন্ডহোয়েক	নামিবীয় ডলার	পার্লামেন্ট
লেসেথো	মাসেরু	লোটি	পার্লামেন্ট
এঙ্গোলা	লুয়াডা	কাঞ্জা	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি

পূর্ব আফ্রিকার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
ইথিওপিয়া	আদ্দিস আবাবা	বির	ফেডারেল পার্লামেন্টারি অ্যাসেম্বলি
সোমালিয়া	মোগাদিসু	সোমালি শিলিং	ফেডারেল পার্লামেন্ট

CS CamScanner

ইরিত্রিয়া	আসমারা	নাকফা	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
কেনিয়া	নাইরোবি	শিলিং	পার্লামেন্ট
জিবুতি	জিবুতি সিটি	জিবুতি ফ্রাঙ্ক	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
তানজানিয়া	ডোডোমা	শিলিং	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
জিম্বাবুয়ে	হারারে	জিম্বাবুয়ে ডলার	পার্লামেন্ট
মোজাম্বিক	মাপুতো	মেটিকল	অ্যাসেম্বলি অব দ্য রিপাবলিক
মাদাগাস্কার	আন্তানানারিভো	এরিয়ারি	পার্লামেন্ট
সোয়াজিল্যান্ড	এমবাবেন	লিলাঙ্গেনি	পার্লামেন্ট অব সোয়াজিল্যান্ড
মালাবি	লিলংওয়ে	কোয়াচা	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
কমোরোস	মোরোনি	কমোরিয়ান ফ্রাঙ্ক	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
মরিশাস	পোর্ট লুইস	মরিশিয়ান রুপি	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
সিসিলিস	ভিক্টোরিয়া	সিসিলিস রুপি	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
ইকুয়েটোরিয়াল গিনি	মালাবো	ফ্রাঙ্ক	চেম্বার অব পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ
জাম্বিয়া	লুসাকা	কোয়াচা	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
উগান্ডা	কম্পালা	শিলিং	পার্লামেন্ট
রুয়ান্ডা	কিগালি	ফ্রাঙ্ক	পার্লামেন্ট
বুরুন্ডি	বুজুমবুরা	বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক	পার্লামেন্ট
সাওটোম এন্ড প্রিন্সিপে	সাওটোম	দোবরা	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি

পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
মরক্কো	রাবাত	দিরহাম	পার্লামেন্ট
মৌরিতানিয়া	নোয়াকচট	উগুইয়া	পার্লামেন্ট
মালি	বামাকো	ফ্রাঙ্ক	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
সেনেগাল	ডাকার	ফ্রাঙ্ক	পার্লামেন্ট
গিনি বিসাউ	বিসাউ	সিএফএ ফ্রাঙ্ক	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
গিনি	কোনাক্রি	ফ্রাঙ্ক	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
সিয়েরালিওন	ফ্রিটাউন	লিওন	পার্লামেন্ট
লাইবেরিয়া	মনরোভিয়া	লাইবেরিয়ান ডলার	লেজিসলেচার অব লাইবেরিয়া
আইভরি কোস্ট	ইয়ামুসুক্রো	ফ্রাঙ্ক	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
ঘানা	আক্রা	ঘানিয়ান সিডি	পার্লামেন্ট
বুরকিনা ফাসো	উয়াগাডুগু	সিএফএ ফ্রাঙ্ক	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
বেনিন	পোর্টো নোভো	সিএফএ	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
টোগো	লোমে	ফ্রাঙ্ক	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
গাম্বিয়া	বানজুল	ডালাসি	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
কেপভার্দে	প্রেইয়া	এসকুডো	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি

মধ্য আফ্রিকার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
নাইজার	নিয়ামি	ফ্রাঙ্ক	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
চাঁদ	এন জামেনা	সিএফএ ফ্রা	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
নাইজেরিয়া	আবুজা	নাইরা	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	বাঙ্গুই	ফ্রাঙ্ক	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
ক্যামেরুন	ইয়াউন্ডে	ফ্রাঙ্ক	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
কঙ্গো	ব্রাজাভিল	ফ্রাঙ্ক	পার্লামেন্ট
গ্যাবন	লিব্রেভিল	ফ্রাঙ্ক	পার্লামেন্ট

- তাহরির স্কয়ার অবস্থিত – মিশরে।
- আফ্রিকার নবীনতম দেশের নাম – দক্ষিণ সুদান।
- দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা ঘোষনা করা হয় – ২০১১ সালের ৯ জুলাই।
- দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট – নেলসন মেন্ডেলা।
- নেলসন মেন্ডেলা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন – ১৯৯৩ সালে।
- নেলসন মেন্ডেলার রাজনৈতিক দলের নাম – ANC (Amrican National Congress)
- নেলসন মেন্ডেলার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ – A long walk to Freedom, Conversation with Myself.
- পৃথিবীর বিখ্যাত স্বর্ণখনি জোহানেসবার্গ অবস্থিত – দক্ষিণ আফ্রিকাতে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরক খনি 'কিম্বার্লি' অবস্থিত – দক্ষিণ আফ্রিকাতে।
- দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শাসন চলে – ৩৪২ বছর।
- Horn of Africa বলা হয় – ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, জিবুতি ও সোমালিয়াকে।
- আফ্রিকা মহাদেশের আয়তনে ক্ষুদ্রতম দেশ – সিসিলিস।
- আফ্রিকার প্রথম প্রজাতন্ত্র – লাইবেরিয়া।

ওশেনিয়া মহাদেশ

ওশেনিয়ার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা	ডলার	পার্লামেন্ট
নিউজিল্যান্ড	ওয়েলিংটন	ডলার	পার্লামেন্ট

মিলেনেশিয়ার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
পাপুয়া নিউগিনি (পাপিয়া)	পোর্ট মোর্সবি	কিনা	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ (সলোমোন)	হনিয়ারা	সলোমন ডলার	ন্যাশনাল পার্লামেন্ট
ভানুয়াতু (ভানু)	পোর্ট ভিলা	ভাতু	পার্লামেন্ট
ফিজি (ফিজি)	সুভা	ডলার	পার্লামেন্ট

মিলেনেশিয়ার দেশ ৪টি। মনে রাখার কৌশল ঃ পাপিয়া, সলোমোন ও ভানু ফিজি গেল।

মাইক্রোনেশিয়ার দেশসমূহ

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	আইনসভা
মাইক্রোনেশিয়া ফেডারেশন (মা)	পালিকির	ডলার	কংগ্রেস
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ (মা)	মাজুরো	মার্কিন ডলার	নিতিজেলা
কিরিবাতি (কে)	দক্ষিণ তারাওয়া	ডলার	হাউজ অব অ্যাসেম্বলি
নাউরু (নাড়াই)	ইয়ারেন	অস্ট্রেলিয়ান ডলার	পার্লামেন্ট
পালাউ (পালা)	মেলিকিওক	মার্কিন ডলার	ন্যাশনাল কংগ্রেস

মাইক্রোনেশিয়ার দেশ ৫টি। মনে রাখার কৌশল ঃ মামা কে বাতি নাড়াইতেছে পালা।

- অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বলা হয় – অ্যাবরিজিন।
- ওশেনিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দেশের নাম – অস্ট্রেলিয়া।
- ওশেনিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশের নাম – টুভ্যালু।
- ওশেনিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ – নিউগিনি।
- স্বাধীনতার পূর্বে নিউগিনি অধীনস্থ ছিল – অস্ট্রেলিয়ার।
- ওশেনিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম – মারে ডার্লিং।
- এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অভিবাসীদের বলা হয় – নিউ অস্ট্রেলিয়ান।
- নিউজিল্যান্ডের জাতীয় পাখির নাম – কিউই।
- নিউজিল্যান্ডের আদিবাসীদের বলা হয় – মাওরি।

এশিয়া মহাদেশের বিশেষ অঞ্চল

সেভেন সিস্টারস

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি প্রদেশ	প্রদেশের নাম	রাজধানী
মনে রাখার সূত্রঃ অমিত্রি নামে আম	অরুনাচল (অ)	ইটানগর
	মিজোরাম (মি)	আইজল
	ত্রিপুরা (ত্রি)	আগরতলা
	নাগাল্যান্ড (না)	কোহিমা
	মেঘালয় (মে)	শিলং
	আসাম (আ)	দিসপুর
	মনিপুর (ম)	ইম্ফল

জেনে রাখা ভালঃ

প্রদেশ	রাজধানী	প্রদেশ	রাজধানী
অন্ধ্র প্রদেশ	হায়দ্রাবাদ	উত্তর প্রদেশ	লক্ষ্মৌ
পশ্চিম বঙ্গ	কলকাতা	ব্যাঙ্গালোর	কর্ণাটকের
চেন্নাই	তামিলনাড়ু	সিমলা	হিমাচল

গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গাল

দেশের সংখ্যা ঃ ৩টি	মায়ানমার (মা)	পপি উৎপাদনকারী অঞ্চল
	থাইল্যান্ড (থ)	
মনে রাখার সূত্রঃ মাথাল	লাওস (লা)	

গোল্ডেন ক্রিসেন্ট

দেশের সংখ্যা ঃ ৩টি	আফগানিস্তান	আফিম মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল
	পাকিস্তান	
	ইরান	

গোল্ডেন ওয়েজ

দেশের সংখ্যা ঃ ৩টি	বাংলাদেশ	মাদক পাচার ও চোরাচালন অঞ্চল
	ভারত	
	নেপাল	

ইন্দোচীন

দেশের সংখ্যা ঃ ৩টি	কম্বোডিয়া
	লাওস
	ভিয়েতনাম

* গোল্ডেন ভিলেজ ঃ বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ২৬টি গ্রামকে গাজা উৎপাদনের জন্য গোল্ডেন ভিলেজ বলা হয়।
* 4 Tigers ঃ দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং।
* সুপার সেভেন ঃ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও 4 Tigers রাষ্ট্রসমূহ।
* ইস্ট এশিয়ান মিরাকল ঃ জাপান ও সুপার সেভেন রাষ্ট্রসমূহ।
* যুক্তরাজ্যঃ ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ড।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহঃ

দেশের সংখ্যা ঃ ৫টি	ফিনল্যান্ড (ফি)
	ডেনমার্ক (ডে)
মনে রাখার সূত্রঃ ফিডে আসুন	আইসল্যান্ড (আ)
	সুইডেন (সু)
	নরওয়ে (ন)

বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহঃ

দেশের সংখ্যা ঃ ৩টি মনে রাখার সূত্রঃ এলালি	এস্তোনিয়া (এ)
	লাটভিয়া (লা)
	লিথুনিয়া (লি)

বলকান রাষ্ট্রসমূহঃ

দেশের সংখ্যা ঃ ১১টি	রোমানিয়া
মনে রাখার সূত্রঃ রোমার বস সার্বিয়া ও গ্রিস থেকে	বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
	সার্বিয়া
	গ্রিস

আল বুল মেসি মস্তিকে ক্রয় করে স্লোভেনিয়ার হ্যাঙ্গারে ফুটবল প্রাকটিস করালেন।	আলবেনিয়া
	বুলগেরিয়া
	মেসিডোনিয়া
	মন্টিনিগ্রো
	ক্রোয়েশিয়া
	স্লোভেনিয়া
	হাঙ্গেরি

বিভিন্ন দেশের নতুন ও পুরাতন নাম

পুরাতন নাম	নতুন নাম	পুরাতন নাম	নতুন নাম
আবিসিনিয়া	ইথিওপিয়া	পারস্য	ইরান
ডাচ গায়না	সুরিনাম	হল্যান্ড	নেদারল্যান্ড
পূর্ব পাকিস্তান	বাংলাদেশ	কম্পুচিয়া	কম্বোডিয়া
বার্মা	মায়ানমার	রেঙ্গুন	ইয়াঙ্গুন
মালাগাস্কার	মালাগাছি	পিকিং	বেইজিং
মালয়	মালয়েশিয়া	বোম্বাই	মুম্বাই
মেসোপটেমিয়া	ইরাক	মাদ্রাজ	চেন্নাই
শ্যামদেশ	থাইল্যান্ড	ত্রিপলী	লিবিয়া
সিংহল	শ্রীলংকা	উত্তর রোডেশিয়া	জাম্বিয়া
কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	জায়ার	দক্ষিণ রোডেশিয়া	জিম্বাবুয়ে
নিপ্পন	জাপান	ডয়েচল্যান্ড	জার্মানি
হেলভেটিয়া	সুইজারল্যান্ড	ব্রহ্মদেশ	মিয়ানমার
সলসবেরি	হারারে	দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা	নামিবিয়া
ক্যাথে	চীন		

ভৌগোলিক উপনাম

উপনাম	দেশ/স্থান	উপনাম	দেশ/স্থান
সাদা হাতির দেশ	থাইল্যান্ড	সমুদ্রের বধূ	গ্রেটবৃটেন
বাতাসের শহর	শিকাগো	টাক্কির নগরী	মেক্সিকো
ভূমিকম্পের দেশ	জাপান	হাজার হ্রদের দেশ	ফিনল্যান্ড
উত্তরের ভেনিস	স্টকহোম	হাজার হ্রদের দেশ	ফিনল্যান্ড
ইউরোপের ককপিট	সুইজারল্যান্ড	নীরব শহর	রোম
মুক্তার দ্বীপ	বাহরাইন	সূর্য উদয়ের দেশ	জাপান
নিষিদ্ধ দেশ	তিব্বত	প্রাচ্যের ডান্ডি	নারায়ণগঞ্জ
নিষিদ্ধ শহর	লাসা (তিব্বত)	আকাশচুম্বী অট্টালিকার নগরী	নিউইয়র্ক
বজ্রপাতের দেশ	ভুটান	অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ	আফ্রিকা
সকাল বেলার শান্তি	কোরিয়া	মসজিদের শহর	ঢাকা
গোলাপী শহর	জয়পুর, রাজস্থান	ইউরোপের রণক্ষেত্র	বেলজিয়াম
চিরবসন্তের নগরী	কিটো	স্বর্ণ নগরী	জোহান্সবার্গ
হর্ন অব আফ্রিকা	ইথিওপিয়া	সম্মেলনের শহর	জেনেভা

পবিত্র ভূমি	জেরুজালেম	সোনালী প্যাগোডার দেশ	মায়ানমার
নিশীথ সূর্যের দেশ	নরওয়ে	পদ্ম ফুলের দেশ	তাইওয়ান
প্রাচ্যের ভেনিস	ব্যাংকক	বাজারের শহর	কায়রো
চির শান্তির শহর	রোম	বিগ আপেল	নিউইয়র্ক শহর
সাত পাহাড়ের দেশ	রোম	ইউরোপের ককপিট	বেলজিয়াম
চির সবুজের দেশ	নাটাল	বিশ্বের রাজধানী	নিউইয়র্ক
চীনের দুঃখ	হোয়াংহো	নীরব খনির দেশ	বাংলাদেশ
ইউরোপের দ্বার	ভিয়েনা		

বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীক

দেশ	প্রতীক	দেশ	প্রতীক
বাংলাদেশ	শাপলা	পাকিস্তান	অর্ধচন্দ্র তারা
কানাডা	শ্বেতপদ্ম	আমেরিকা	স্বর্ণদণ্ড
চীন	সিসাম গাছ	শ্রীলংকা	পদ্মফুল
ভারত	সিংহ দরজা	অস্ট্রেলিয়া	ক্যাঙ্গারু
বৃটেন/ইরান	গোলাপ	মিশর/ডেনমার্ক	সমুদ্র সৈকত
জাপান/ফ্রান্স	স্থলপদ্ম	রাশিয়া	দুই মাথাযুক্ত ঈগল

সীমারেখা ও প্রণালী

সীমারেখা

* ডুরান্ডলাইন : পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণ রেখা।
* ম্যাকমোহন লাইন : স্যার ম্যাকমোহন কর্তৃক চিহ্নিত ভারত ও চীনের মধ্যে সীমানা চিহ্নিত লাইন।
* র‍্যাডক্লিফ : ১৯৪৭ সালে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ কর্তৃক ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা।
* ৩৮° (৩৮তম) অক্ষরেখা : উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমানা নিরুপনকারী রেখা।
* ৪৯° (৪৯তম) অক্ষরেখা : যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিত রেখা।
* ম্যাজিনো লাইন : জার্মান আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য ফ্রান্স কর্তৃক জার্মান ফ্রান্স সীমান্তে নির্মিত সুরক্ষিত সীমারেখা।
* সনোরা লাইন : যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে বিভক্তকারী সীমান্ত রেখা।
* লাইন অব কন্ট্রোল : ভারত ও পাকিস্তানের সীমারেখা।
* লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল : ভারত ও চীনের সীমারেখা।
* হিন্ডারবার্গ লাইন : প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর জার্মানি-পোল্যান্ডের মধ্যে নিরুপিত সীমারেখা।
* ওডারনিস লাইন : দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যে নিরুপিত সীমারেখা।

* গার্পল লাইন : ইসরাইল-সিরিয়ার সীমানা চিহ্নিতকরন রেখা
* ১৭° উত্তর অক্ষরেখা : সাবেক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে সীমানা চিহ্নিত রেখা।
* ২৪° উত্তর অক্ষরেখা : পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা।

প্রণালী

প্রণালী	পৃথক করেছে	সংযুক্ত করেছে
পক প্রণালী	ভারত-শ্রীলংকা	ভারত মহাসাগর-আরব সাগর
জিব্রাল্টার প্রণালী	আফ্রিকা-স্পেন	উত্তর আটলান্টিক-ভূমধ্য সাগর-
বেরিং প্রণালী	আমেরিকা-এশিয়া	বেরিং সাগর-উত্তর সাগর
ফ্লোরিডা প্রণালী	কিউবা-ফ্লোরিডা	মেক্সিকো উপসাগর-আটলান্টিক মহাসাগর
কুক প্রণালী	নিউজিল্যান্ড	তাসমান সাগর - প্রশান্ত মহাসাগর
বাব এল মান্দেব প্রণালী	এশিয়া-আফ্রিকা	এডেন-লোহিত সাগর
বসফরাস প্রণালী	এশিয়া-ইউরোপ	মর্মর সাগর-কৃষ্ণসাগর
ইংলিশ চ্যানেল প্রণালী	ফ্রান্স-বৃটেন	আটলান্টিক মহাসাগর - উত্তর সাগর
পানামা প্রণালী	পানামা-যুক্তরাষ্ট্র	আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর
ডোভার প্রণালী	ফ্রান্স – ব্রিটেন	ইংলিশ চ্যানেল - উত্তর সাগর
হরমুজ প্রণালী	আরব – ইরান	পারস্য উপসাগর - ওমান উপসাগর
ফরমোজা প্রণালী	তাইওয়ান – চীন	পূর্ব চীনসাগর - দক্ষিণ চীনসাগর

* হরমুজ প্রণালী নিয়ে যে দুটি দেশের মধ্যে বিরোধ চলছে – ইরান ও ওমান।

নদী তীরবর্তী শহর

শহর	নদী	শহর	নদী
বাগদাদ	টাইগ্রিস	নিউইয়র্ক	হাডসন
করাচী	সিন্ধু	বেইজিং	হোয়াংহো
প্যারিস	সীন	সিডনি	মারে ডার্লিং
কায়রো	নীলনদ	ব্যাংকক	মিনাম
লন্ডন	টেমস	টোকিও	আরাকাওয়া
হংকং	ক্যান্টন	রোম	টিবের
ইয়াঙ্গুন	ইরাবতী	কারবালা	ইউফ্রেটিস
বার্লিন	স্প্রি	কলকাতা	হুগলি

আন্তর্জাতিক দিবস

তারিখ	দিবসের নাম	তারিখ	দিবসের নাম
১৪ ফেব্রু.	বিশ্ব ভালবাসা দিবস	৮ মে	আন্তর্জাতিক রেড ক্রস দিবস
২১ ফেব্রু.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
৮ মার্চ	আন্তর্জাতিক নারী দিবস	১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
৭ এপ্রিল	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস	১৫ সেপ্টে.	বিশ্ব গণতন্ত্র দিবস
১ মে	মে দিবস	৯ অক্টোবর	বিশ্ব ডাক দিবস
১২ অক্টোবর	বিশ্ব মান দিবস	১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস দিবস
১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস	১০ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস
২৪ অক্টোবর	জাতিসংঘ দিবস	১৫ অক্টোবর	বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস

সংবাদ সংস্থা

দেশের নাম	সংবাদপত্র	সংবাদ সংস্থা
বাংলাদেশ	প্রথম আলো	বাসস
ফ্রান্স	লে মন্ডে	এএফপি
যুক্তরাজ্য	টাইমস/গার্ডিয়ান	বিবিসি/রয়টার্স
পাকিস্তান	ডেইলি ডন	এপিপি
যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াল্ড স্ট্রিট	এপি/সিএনএন
রাশিয়া	প্রাভদা/ইজভেস্তিয়া	ইটার তাস/তাস
চীন	পিপলস ডেইলি	সিনহুয়া
ইরান	তেহরান টাইমস	ইরনা
ভারত	দি টাইমস অব ইন্ডিয়া	প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া
যুগোস্লাভিয়া		তানযুগ
ইন্দোনেশিয়া	কম্পাস	আনতারা

বিমানবন্দর ও বিমান সংস্থা

দেশের নাম	বিমানবন্দর	বিমান সংস্থা
ফ্রান্স	দ্যা গল	এয়ার ফ্রান্স কেএলএম
ফিনল্যান্ড	হেলসিনকি	ফিন এয়ার
জার্মানী	ফ্রাঙ্কফুর্ট	লুফথানসা
ভারত	সান্তাক্রুজ	ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স
ইন্দোনেশিয়া	সুকর্ন-হাত্তা	গারুদা
থাইল্যান্ড	সুবর্ণ ভূমি	থাই এয়ারওয়েজ ইন্টারন্যাশনাল
রাশিয়া	মস্কো শেরেমেতিয়েভো	এরোফ্লট রাশিয়ান এয়ারলাইন্স
সিরিয়া	দামেস্ক	সিরিয়ান আরব এয়ার লাইন্স
পাকিস্তান	জিন্নাহ	পিয়া
অস্ট্রেলিয়া	সিডনি	কোয়ান্টাস এয়ারওয়েজ
যুক্তরাষ্ট্র	জন এফ কেনেডি	ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ারলাইন্স

* বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবন্দর অবস্থিত – জেদ্দা, সৌদি আরব।
* বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বিমানবন্দর – বাংদা বিমানবন্দর (তিব্বত, চীন)।
* জুরিখ বিমানবন্দর অবস্থিত – সুইজারল্যান্ডে।
* 'আনাস বিমান' ঘাটটি অবস্থিত – কিরগিস্থানে।

গোয়েন্দা সংস্থা

গোয়েন্দা সংস্থা	দেশের নাম
Central Intelligence Agency (CIA)	যুক্তরাষ্ট্র
Federal Bureau of Investigation (FBI)	যুক্তরাষ্ট্র
Inter Service Intellegence (ISI)	পাকিস্তান
Cenral Bureau of Investigation (CBI)	ভারত
Research & Analysis Wing (RAW)	ভারত
Federal Security Service (FSB)	রাশিয়া

Secret Intellegence Service (SIS)	যুক্তরাজ্য
Federal Intelligence Service	জার্মানী
মোসাদ	ইসরাইল
সাভাক	ইরান
নাইচো	জাপান
ফেয়ার ফ্যাক্স	আমেরিকা
মুখবরাত	মিশর
NSI, SB, DB, DGFi	বাংলাদেশ

গেরিলা সংগঠন

গেরিলা দল	দেশের নাম	গেরিলা দল	দেশের নাম
মাওবাদী	নেপাল	হিজবুল্লাহ	লেবানন
LTTE	শ্রীলংকা	গুর্খা	নেপাল
ULFA	আসাম (ভারত)	সাভাক	ইরান
আবু সায়াফ	ফিলিপাইন	ব্ল্যাক ডিসেম্বর	পাকিস্তান
হামাস	ফিলিস্তিন	ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর	ফিলিস্তিন
রেড আর্মি	জাপান	গডস আর্মি	মায়ানমার
বুকো হারাম	নাইজেরিয়া	তালেবান	আফগানিস্তান
ফার্ক	কলম্বিয়া		

সমুদ্রবন্দর

দেশের নাম	সমুদ্র বন্দর	দেশের নাম	সমুদ্র বন্দর
জাপান	ওসাকা, ইয়োকোহামা	জর্ডান	আকাবা
চীন	সাংহাই, হংকং, ক্যান্টন	ইরান	বন্দর আব্বাস, আবাদান
ইন্দোনেশিয়া	জাকার্তা, সেমারাং	ইয়েমেন	এডেন
ফিলিপাইন	ম্যানিলা	মিশর	সুয়েজ, পোর্ট সৈয়দ, আলেকজান্দ্রিয়া
থাইল্যান্ড	ব্যাংকক	সুদান	পোর্ট সুদান
মিয়ানমার	ইয়াঙ্গুন, আকিয়াব	ঘানা	আক্রা
দক্ষিণ আফ্রিকা	কেপটাউন, ডারবান	সেনেগাল	ডাকার
যুক্তরাজ্য	লন্ডন, সাউদাম্পটন, লিভারপুল, কার্ডিফ	উরুগুয়ে	মন্টেভিডিও
স্কটল্যান্ড	গ্লাসগো	অস্ট্রেলিয়া	সিডনি, মেলবোর্ন, ব্রিসবেন, ডারউইন
ইতালি	ভেনিস	নিউজিল্যান্ড	ওয়েলিংটন, অকল্যান্ড
পর্তুগাল	লিসবন	কানাডা	কুইবেক, মন্ট্রিল
জার্মানি	হামবুর্গ	যুক্তরাষ্ট্র	নিউইয়র্ক, শিকাগো, সানফ্রান্সিসকো, ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন
নেদারল্যান্ড	আমস্টারডাম	আর্জেন্টিনা	বুয়েন্স আয়ারস
ফ্রান্স	মার্সেই	ব্রাজিল	রিওডি জেনিরো

সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, জলপ্রপাত, পাহাড়-পর্বত, খাল, আগ্নেয়গিরি, মালভূমি, মরুভূমি

* মহাসাগর – ৫টি (প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর (আর্কটিক) মহাসাগর ও দক্ষিণ (এ্যান্টার্কটিক) মহাসাগর)।
* আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতম স্থানের নাম – পুয়ের্তোরিকো।
* প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম স্থানের নাম – মারিয়ানা ট্রেঞ্চ।
* ইরান ও কাজাখস্তানে অবস্থিত – কাস্পিয়ান সাগর।
* পৃথিবীর বৃহত্তম ও গভীরতম মহাসাগর – প্রশান্ত মহাসাগর।
* এশিয়ার বৃহত্তম সাগর – দক্ষিন চীন সাগর।
* পৃথিবীর গভীরতম সাগর – ক্যারিবিয়ান সাগর।
* পৃথিবীর বৃহত্তম উপসাগর – মেক্সিকো উপসাগর।
* শান্ত সাগর অবস্থিত – চাঁদে।
* জাপান সাগরে অবস্থিত – হনশু দ্বীপ।
* যে মহাসাগরের মধ্যে গ্রিনল্যান্ড অবস্থিত – আটলান্টিক ও আর্কটিক মহাসাগর।
* পৃথিবীর যে সাগরে মানুষ অনায়াসে গা ভাসিয়ে থাকতে পারে – মৃত সাগরে।
* ডেড সী অবস্থিত – ইসরাইল ও জর্ডানের মধ্যে।

হ্রদ

* বিশ্বের বৃহত্তম হ্রদ – ক্যাস্পিয়ান সাগর (কাজাখস্তান ও ইরান)।
* বিশ্বের বৃহত্তম সুপেয় বা মিষ্টি পানির হ্রদ – সুপিরিয়র হ্রদ (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা)।
* বিশ্বের গভীরতম হ্রদ – বৈকাল হ্রদ (দক্ষিণ সাইবেরিয়া)।
* গ্রেট বিয়ার হ্রদ অবস্থিত – কানাডায়।

দ্বীপ

* পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ – গ্রিনল্যান্ড (ডেনমার্ক)।
* বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরোধপূর্ন দ্বীপের নাম – দক্ষিন তালপট্টি দ্বীপ।
* জাপান ও রাশিয়ার মধ্যকার বিরোধপূর্ণ দ্বীপটির নাম – শাখালিন।
* জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধপূর্ন দ্বীপ – কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ।
* তেল সমৃদ্ধ বাকাসি উপদ্বীপ অবস্থিত – নাইজেরিয়াতে।
* 'আগুনের দ্বীপ' আইসল্যান্ড।
* দ্বীপ মহাদেশ বলা হয় – ওশেনিয়া মহাদেশকে।
* মিন্দানাও দ্বীপটি অবস্থিত – ফিলিপাইনে।
* এশিয়ার সবচেয়ে বড় দ্বীপ – বোর্নিও (ইন্দোনেশিয়া)।

* সেন্ট হেলেনা দ্বীপটি অবস্থিত – আটলান্টিক মহাসাগরে।
* পোর্ট ব্লেয়ার দ্বীপটি অবস্থিত – বঙ্গোপসাগরে।
* আবু মুসা দ্বীপটি অবস্থিত – পারস্য উপসাগরে।
* জাপান সাগর ও পীত সাগরের মধ্যে অবস্থিত – কোরিয়া দ্বীপ।
* বাহরাইন দ্বীপ অবস্থিত – পারস্য উপসাগরে।
* ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে বিরোধপূর্ন দ্বীপ – ফকল্যান্ড।

বিরোধপূর্ণ দ্বীপ/সীমান্ত অঞ্চলের নাম এক নজরে

বিরোধপূর্ণ দ্বীপ/সীমান্ত অঞ্চল	দেশ
মংডু	বাংলাদেশ ও মিয়ানমার
লাদাখ	ভারত ও চীন
জেরুজালেম	ফিলিস্তিন ও ইসরাইল
শাত-ইল-আরব	ইরাক ও ইরান
সিয়াচেন হিমবাহ	ভারত ও পাকিস্তান
আবু মুসা দ্বীপ	সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরান
ফকল্যান্ড দ্বীপ	ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনা
শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ	জাপান ও রাশিয়া
নাগার্নো কারাবাখ	আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া

নদ-নদী

* বিশ্বের দীর্ঘতম নদী – নীলনদ (আফ্রিকা)।
* বিশ্বের প্রশস্ততম নদীর নাম – আমাজান (দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত)।
* এশিয়ার দীর্ঘতম নদী – ইয়াংসিকিয়াং (চীন)।
* অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘতম নদী – মারে ডার্লিং
* ইউরোপের দীর্ঘতম নদী – ভলগা।
* উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী – মিসিসিপি।
* দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘতম নদী – আমাজান।

জলপ্রপাত

* বিশ্বের উচ্চতম জলপ্রপাত – অ্যাঞ্জেলস (ভেনিজুয়েলা)।
* বিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাত – ভিক্টোরিয়া (জিম্বাবুয়ে-জাম্বিয়া)।
* নায়াগ্রা জলপ্রপাত অবস্থিত – যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা।

পাহাড়-পর্বত

মহাদেশ	পর্বতমালা	সর্বোচ্চ স্থান	সর্বনিম্ন স্থান
এশিয়া	হিমালয়	মাউন্ট এভারেস্ট	মৃত সাগর
আফ্রিকা	---	কিলিমাঞ্জারো	লেক আসাল
ইউরোপ	আল্পস	মাউন্ট এলব্রাস	কাস্পিয়ান সাগর
উত্তর আমেরিকা	রকি পর্বতমালা	ম্যাকিনলে	ডেথ ভ্যালি
দক্ষিণ আমেরিকা	আন্দিজ	অ্যাকঙ্কাগুয়া	পেনিনসুলা

* বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ – মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৫০ মি)।
* বিশ্বের দ্বিতীয় পর্বতশৃঙ্গ – গডউইন অস্টিন।
* বিশ্বের দীর্ঘতম পর্বত – আন্দিজ।
* ফুজিয়ামা পর্বতশৃঙ্গ অবস্থিত – জাপানে।
* বিশ্বের সবচেয়ে খাড়া পর্বত – রাকাপোশী পর্বত।
* এলব্রুস পর্বতশৃঙ্গ অবস্থিত – রাশিয়ায়।
* অন্নপূর্ণা পর্বতের অবস্থান – নেপালে।
* প্রথম এভারেস্ট বিজয়ীর নাম – শেরপা তেনজিং নোরগে (নেপাল) ও এডমন্ড হিলারী (নিউজিল্যান্ড)।
* সবচেয়ে বেশি বয়স এভারেস্ট বিজয়ী ব্যক্তির নাম – নেপালের বাহাদুর শরচান (৭৬ বছর বয়সী)
* যে পেশার সাথে শেরপা'রা জড়িত – পর্বতারোহণ।
* বিশ্বের ছিটমহল রাষ্ট্র – তিনটি (সানমারিনা, ভ্যাটিক্যান সিটি ও লেসোথো)।

খাল

* পৃথিবীর বৃহত্তম কৃত্রিম খাল – সুয়েজখাল (মিশর)।
* সুয়েজ খাল সংযোজিত করে – লোহিত সাগর ও ভূ-মধ্যসাগরকে।
* সুয়েজ খাল জাতীয়করন করা হয় – ১৯৫৬ সালে।
* সুয়েজ খালের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা যথাক্রমে – ১৬২ কিমি, ৫৯ মি. ও ১০ মি.।
* পৃথিবীর গভীরতম খালের নাম – পানামা খাল।
* পানামা খাল খনন করে – যুক্তরাষ্ট্র (১৯১৩ সালে)।

আগ্নেয়গিরি, মরুভূমি ও মালভূমি

* আতিতলান আগ্নেয়গিরি যে ধরনের – সক্রিয় আগ্নেয়গিরি (গুয়েতমালাতে অবস্থিত)।
* মিয়ানমারের মৃত আগ্নেয়গিরির নাম – পোপা।
* ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি অবস্থিত – ইতালীতে।
* চিম্বোরাজো হচ্ছে – একটি নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি (ইকুয়েডর)।
* পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি (সাহারা মরুভূমি) অবস্থান – উত্তর আফ্রিকায়।
* আরাবিয়ান মরুভূমির অবস্থান – সিরিয়া ও সৌদির মাঝে।
* গোবি মরুভূমির অবস্থান – মঙ্গোলিয়ায়।
* গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমি অবস্থিত – অস্ট্রেলিয়ায়।
* থর মরুভূমি অবস্থিত – পাকিস্তান ও ভারতে।
* গোলান মালভূমি অবস্থিত – সিরিয়ায়।

শিল্প

* কাগজ শিল্পের জন্য বিখ্যাত – কানাডা, আমেরিকা, জার্মানি, জাপান, যুক্তরাজ্য।
* চিনি শিল্পের জন্য বিখ্যাত – রাশিয়া, কিউবা, ভারত, আমেরিকা।

CS CamScanner

* দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রির জন্য বিখ্যাত – ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, এস্তোনিয়া।
* ঔষুধ শিল্পের জন্য বিখ্যাত – আমেরিকা, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স।
* পৃথিবীর সবচেয়ে গম, তামাক ও লৌহ উৎপাদনকারী দেশ – চীন।
* পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদনকারী দেশ – ভারত।
* পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পামওয়েল উৎপাদনকারী দেশ – মালয়েশিয়া, ঘানা, নাইজেরিয়া।
* পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি স্বর্ণ উত্তোলিত হয় – চীন।
* পৃথিবীর প্রধান তামা উৎপাদনকারী দেশ – আমেরিকা।

শিল্প দ্রব্য	উৎপাদনকারী দেশ
বস্ত্র	চীন, ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, হংকং, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, মিশর।
লৌহ ও ইস্পাত	রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, চীন, ভারত
চিনি শিল্প	কিউবা, রাশিয়া, ব্রাজিল, ভারত
পোষাক শিল্প	বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা
রেল ইঞ্জিন	যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি
কাগজ শিল্প	কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সুইডেন, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, জার্মানি
মোটরযান	জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য
জাহাজ	জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য
রাসায়নিক সার	যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স

জনসংখ্যা ও উপজাতি

* জনসংখ্যার ভিত্তিতে সবচেয়ে ছোট দেশ - ভ্যাটিকান সিটি।
* বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশ - চীন (১৩৪ কোটি ৭৬ লাখ)।
* জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বের প্রথম দেশ – ইন্দোনেশিয়া।
* জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান – ৪র্থ।
* জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বে ক্ষুদ্রতম দেশ – মালদ্বীপ।
* জনসংখ্যার দিক দিয়ে এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান – ৫ম।
* জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান – ৮ম।
* জনসংখ্যার ভিত্তিতে সবচেয়ে বড় শহর – টোকিও (৩৬.৫ মিলিয়ন)।
* জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম যে মহাদেশে– ইউরোপ।
* যে মহাদেশে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে – এশিয়া।
* বুশম্যান উপজাতি বাস করে – বতসোয়ানায়।
* ভারতের নীলগিরি পাহাড়ি এলাকায় বাস করে – টোডা উপজাতি।
* আফ্রিদি উপজাতি বাস করে – পাকিস্তানে।
* দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের বলা হয় – জুলু।
* নেদারল্যান্ডের অধিবাসীদের বলা হয় – ডাচ/ওলন্দাজ।
* দারফুর হল - সুদানের পশ্চিম এলাকার একটি অংশ।
* নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদেরকে বলা হয় – মাউরী।
* রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীরা যে দেশের অধিবাসী – মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের।
* যে ভাষায় বিশ্বের সবচেয়ে মানুষ কথা বলে – মান্দারীন।

স্থাপত্য-স্থাপনা ও সংগ্রশালা

* চীনের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য – ৮৮৫১ কিমি।
* গ্রেট ওয়াল অবস্থিত – চীনে।
* ভিয়েতনাম ওয়াল অবস্থিত– যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে।
* বিখ্যাত বাস্তিল দুর্গ অবস্থিত – ফ্রান্সে।
* বিখ্যাত সোফিয়া মসজিদ অবস্থিত – তুরস্কে।
* বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার অবস্থিত – ফ্রান্সের প্যারিসে।
* তক্ষশিলা মিউজিয়াম অবস্থিত – পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে।
* 'রামাদ্বা অবস্থিত – ফিলিপিনে।
* রিজেন্ট পার্ক অবস্থিত – যুক্তরাজ্যে।
* 'সোয়াত উপত্যকা অবস্থিত – পাকিস্তান।
* ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্ক অবস্থিত – যুক্তরাষ্ট্রে।
* ইন্ডিয়া হাউজ অবস্থিত – লন্ডনে।
* ইষ্ট লন্ডন অবস্থিত – দক্ষিণ আফ্রিকায়।
* হলিউড অবস্থিত – লস এঞ্জেলেস (যুক্তরাষ্ট্র)
* ওয়েলিং/ওয়েস্টার্ন ওয়াল অবস্থিত – জেরুজালেমে।
* গ্রিনউইচ মান মন্দির অবস্থিত – লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্র।
* ব্রিটিশ সরকারের সচিবালয় – কুবে প্যালেস।
* কমনওয়েলথের কার্যালয় – মার্লবরো হাউস।
* যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত যাদুঘর – দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম।
* ফারাও রাজাদের তৈরী পিরামিড অবস্থিত – মিশর।
* ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবনের নাম – এলিসি প্রাসাদ।
* বিখ্যাত দ্য ল্যুভর মিউজিয়াম অবস্থিত – প্যারিসে।
* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্ট্যাচু অব লিবার্টি (১৫০ ফুট উচু) উপহার দেয় – ফ্রান্স।
* আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন – কাসা রোসাডা (পিংক হাউস)।
* ইংল্যান্ডের রানীর সরকারী বাসভবন – উইন্ডসর ক্যাসেল (লন্ডনে অবস্থিত)।
* বিশ্ব বিখ্যাত 'মোনালিসা' চিত্রটির চিত্রকর – লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।
* টাইগার হিল অবস্থিত – দার্জিলিংয়ে।
* ইতিহাস বিখ্যাত ট্রয় নগরী অবস্থিত – তুরস্ক।

পুরস্কার ও সম্মাননা

নোবেল পুরস্কার

যে সংস্থা থেকে যে বিষয়ে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়
শান্তিতে - নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি, নরওয়ে।
সাহিত্যে - সুইডিশ একাডেমি, সুইডেন
চিকিৎসা - ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট, সুইডেন
পদার্থ, রসায়ন ও অর্থনীতি - রয়েল সুইডিশ একাডেমি, সুইডেন।

নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখান করেছেন মোট ৬ জন

বিষয়	ব্যক্তি	দেশ	সাল	কারণ
শান্তিতে	লি ডাক থো	ভিয়েতনাম	১৯৭৩	স্বেচ্ছায়
সাহিত্যে	জ্যাঁ পল সার্ত্রে	ফ্রান্স	১৯৬৪	স্বেচ্ছায়
	বরিস পেস্তারনাক	রাশিয়া	১৯৫৮	সরকারের চাপের মুখে
চিকিৎসা	গেরহার্ড ডোমাক	জার্মানি	১৯৩৭	সরকার/হিটলার এর চাপের মুখে
রসায়ন	এডলফ বুটেনান্ট	জার্মানি	১৯৩৭	সরকার/হিটলার চাপের মুখে
রসায়ন	রিচার্ড কুন	জার্মানি	১৯৩৭	সরকার/হিটলারের চাপের মুখে

* এ উপমহাদেশে এ যাবৎ নোবেল পুরস্কার পেয়েছে – ৯ জন।
* আলফ্রেড নোবেল অধিবাসী ছিলেন – সুইডেনের।
* আলফ্রেড নোবেল জন্ম গ্রহণ করেন – ১৮৩৩ সালে।
* নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন করা হয় – ১৯০১ সাল থেকে।
* ২০২৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন – জন ওলাভ ফসে।
* ২০২৩ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন – নার্গিস মোহাম্মদী।
* ২০২৩ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন – ক্লডিয়া গোল্ডিন।
* অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় – ১৯৬৯ সাল থেকে
* পদার্থ, রসায়ন ও অর্থনীতিতে যে স্থান থেকে নোবেল দেয়া হয় – রয়াল সুইডিস একাডেমি অব সায়েন্সেস থেকে।
* শান্তিতে যে সংস্থা নোবেল দেন – নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি (নরওয়ে)।
* অমর্ত্য সেন নোবেল পান – দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ গবেষণা করে।
* বর্তমানে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় – ৬টি বিষয়ের উপর (পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা, অর্থনীতি, শান্তি ও সাহিত্য)।
* আলফ্রেড নোবেল আবিষ্কার করেন – ডিনামাইট।
* সর্বপ্রথম যে নারী নোবেল পান – মাদামকুরী।
* নোবেল পুরস্কার বিজয়ী উপমহাদেশের প্রথম ব্যক্তি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
* শান্তির জন্য প্রথম মহিলা নোবেল পুরস্কার পান – বার্থাভন সুটনার (অস্ট্রিয়া, ১৯০৫ সালে)।
* মাদার তেরেসা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান – ১৯৭৯ সালে।
* মাদার তেরেসা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন – আলবেনিয়া।
* জাতিসংঘ শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান – ২০০১ সালে।
* নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য – ১ কোটি ক্রোনা (১৩ লক্ষ ডলার)।
* সম্প্রতি নোবেল বিজয়ী বাঙ্গালী যে অর্থনীতিবিদকে 'ডক্টর অব লেটারস' দেয় যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় – অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে।
* আলফ্রেড বর্নাড নোবেল পুরস্কারের জন্য যে পরিমাণ সম্পত্তি উইল করেন – ৯২ লাখ ডলার।
* একটি বিষয়ে সর্বোচ্চ যত জনকে নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয় – ৩ জনকে।
* সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করে – সুইডিস একাডেমী।
* নোবেল পুরস্কারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নোবেল ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯০১, ২৯ জুন।
* দুবার করে নোবেল পুরস্কার পান – ৪ জন (মাদাম কুরি, জন বার্ডিন, লিনাস পাউলিং ও ফ্রেডরিক সেঙ্গার)।
* যে দেশের নাগরিকগণ সর্বাধিক নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন – আমেরিকা।
* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন – গীতাঞ্জলির জন্য।
* একজন রাজনীতিবিদ হয়েও সাহিত্যে নোবেল পান – উইন্সটন চার্চিল (বৃটেন)।
* শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলিম নারী – শিরিন এবাদি (ইরান)।

অস্কার পুরস্কার

* অস্কার প্রদান করা হয় – ১৯২৮ সাল থেকে।
* অস্কার পুরস্কারের আরেক নাম – অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড
* অস্কার বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশী – নাফিস বিন জাফর (২০০৭)
* অস্কার পুরস্কার প্রদান করে যে সংস্থা – Academy for Motion Pictures Arts & Sciences.
* টাইটানিক ছবিটি অস্কার পায় – ১৯৯৭ সালে (১১টি বিভাগে)।
* অস্কার পুরস্কার হচ্ছে – বিশ্বের চলচ্চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।
* উপমহাদেশের প্রথম অস্কার পুরস্কার বিজয়ী – সত্যজিৎ রায়।
* অস্কার পুরস্কার (বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার) প্রদান করা হয় – হলিউড (লসএঞ্জেলস) থেকে।
* ২০১২ সালের ৮৫তম অস্কার প্রতিযোগিতায় বিদেশী ভাষা বিভাগে বাংলাদেশ থেকে যে চলচ্চিত্র অংশ নিয়েছিল – ঘেটুপুত্র কমলা।

CS CamScanner

* প্রথম ভারতীয় হিসেবে এককভাবে দুটি অস্কার পুরস্কার লাভ করেন – এ আর রহমান।
* টাইটানিক ছবির পরিচালক – জেমস ক্যামেরন।

ম্যাগসাসে পুরস্কার

* ম্যাগসাসে পুরস্কার প্রদান করা হয় – ফিলিপাইন থেকে।
* ম্যাগসাসে পুরস্কার দেওয়া হয় যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য – মানব কল্যাণে বা সমাজসেবায় অবদানের জন্য।
* এশিয়ায় নোবেল পুরস্কার নামে পরিচিতি – ম্যাগসাসে পুরস্কার।
* ম্যাগসাসে পুরস্কারের প্রাইজ মানি – একটি পদক ও ৫০ হাজার ডলার।

পুলিৎজার পুরস্কার

* পুলিৎজার পুরস্কারের নামকরন করা হয় – আমেরিকার সাংবাদিক জোসেফ পুলিৎজারের নামে।
* পুলিৎজার পুরস্কার প্রদান করে – আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।
* পুলিৎজার পুরস্কারের অর্থ মূল্য – ১০ হাজার ডলার ও স্বর্ণপদক।
* পুলিৎজার পুরস্কার প্রদান করা হয় – সাহিত্য, সঙ্গীত ও সাংবাদিকতায়।

বুকার পুরস্কার

* বুকার পুরস্কার হচ্ছে – বৃটেনের সাহিত্যে সর্বোচ্চ সেরা পুরস্কার।
* বুকার পুরস্কারের বর্তমান নাম – দ্য ম্যান বুকার প্রাইজ ফর ফিকশন।

অন্যান্য পুরস্কার

* আগা খান পুরস্কার প্রদান করা হয় – স্থাপত্য শিল্পের জন্য।
* কান চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয় – ১৯৩৯ সালে।
* ভুলিং পুরস্কার দেয়া হয় – বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক ভুলিংএর স্মরণে।
* ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পুরস্কার – ভারত রত্ন।
* গণিতের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার – অ্যাবেল পুরস্কার।
* জার্মানীর সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার – দ্য ক্রস অব দ্য মেরিট।
* ভিক্টোরিয়া ক্রস যে দেশের সর্বোচ্চ সামরিক পুরস্কার – ব্রিটেন।
* স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ব্রিটেনের নাইট উপাধি লাভ করেন – ফজলে হাসান আবেদ।
* নাইটহুড খেতাব দেয়া হয় যে দেশ থেকে – ব্রিটেন।
* গোঁকো যে দেশের সাহিত্য পুরস্কার – ফ্রান্স।
* ২০০৮ সালে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে কমনওয়েলথ সেরা প্রথম গ্রন্থ পুরস্কার লাভ করেন – তাহমিমা আনাম (গোল্ডেন এজ)।
* মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য যাকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা' প্রদান করা হয় – ইন্দিরা গান্ধী (ভারত)।

খেলাধুলা

দেশের নাম	জাতীয় খেলার নাম
বাংলাদেশ	হা-ডু-ডু
মালয়েশিয়া	ব্যাডমিন্টন
জাপান	শুমো কুস্তি/জুডো
চীন	টেবিল টেনিস
ভারত	হকি ও কাবাডি
পাকিস্তান	হকি ও স্কোয়াশ
ইন্দোনেশিয়া	ব্যাডমিন্টন
দক্ষিন কোরিয়া	টেবিল টেনিস
অস্ট্রেলিয়া	ক্রিকেট ও টেনিস
যুক্তরাজ্য	ক্রিকেট ও ফুটবল
যুক্তরাষ্ট্র	বেসবল
স্পেন	ষাঁড়ের লড়াই
কানাডা	ল্যাক্রোসি
স্কটল্যান্ড	ফুটবল ও রাগবী

ক্রিকেট

* ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দেশ – অস্ট্রেলিয়া ও ভারত যথাক্রমে।
* ২০২৭ অর্থাৎ ১৪তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে – দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে এবং নামিবিয়া।
* ক্রিকেটে একদিনের ম্যাচ শুরু হয় - ১৯৭১ সাল থেকে।
* টেষ্ট ক্রিকেট শুরু হয় – ১৮৭৭ সাল থেকে।
* বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হয় – ১৯৭৫।
* এশিয়া কাপ ক্রিকেট'১৮ এর জয়ী দেশ – ভারত (রানার আপ বাংলাদেশ)।
* 'ওভার' কথাটি ব্যবহৃত হয় – ক্রিকেট খেলায়।
* 'রিচার্ড হ্যাডার্লবিফাত' – ক্রিকেটার হিসেবে পরিচিত।
* ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্য – ২২ গজ।
* ক্রিকেট স্ট্যাম্পের উচ্চতা মাটি থেকে – ২৭ ইঞ্চি।
* ক্রিকেট ব্যাটের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ – ৯৬ সেমি × ১০.৮ সেমি।
* ক্রিকেটের নিয়মাবলী রচনা ও প্রবর্তন করে – ইংল্যান্ডের মেলবোর্ন ক্লাব।

ফুটবল

* FIFA-Federation International de Football Association
* বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা শুরু হয় - ১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে।
* আদর্শ ফুটবলের ওজন – ১৪ থেকে ১৬ আউন্স।
* ফিফা প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯০৪ সালে।

* আন্তর্জাতিক ফুটবল মাঠের মাপ – ১১৫ গজ × ৭৫ গজ।
* ফুটবল খেলার জন্ম হয় – চীনে।
* ফিফার কার্যালয় অবস্থিত – জুরিখ, সুইজারল্যান্ড।
* ২০২২ বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলেছিল – ৩২টি দেশ।
* ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দেশ – আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স যথাক্রমে।
* ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের গোল্ডেন বুট বিজয়ী – এমবাপ্পে (ফ্রান্স)।
* ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের গোল্ডেন বল বিজয়ী – লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)।
* ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ ছিল – কাতার।
* ২০২৬ সালের ২৩তম ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে – কানাডা, মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।
* বিশ্বের বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়াম – মারকানা, ব্রাজিল।
* কোপা আমেরিকা কাপের চ্যাম্পিয়ন – উরুগুয়ে।
* কোপা আমেরিকা কাপের মোট দলের সংখ্যা – ১২টি।

লন টেনিস, টেবিল টেনিস, ব্যাটমিন্টন

* ডেভিস কাপ কথাটি যে খেলার সাথে সম্পৃক্ত – লন টেনিস।
* উইম্বলডন যে খেলার জন্য বিখ্যাত – টেনিস।
* টেনিস খেলার জন্ম – চিলিতে।
* লন টেনিস (ডাবল) কোর্টের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ – ৭৮ ফুট × ৩৬ ফুট
* টেবিল টেনিস খেলার জন্ম – ইংল্যান্ডে।
* টেবিল টেনিস খেলায় টেবিলের মাপ – ৯ ফুট × ৫ ফুট
* ব্যাটমিন্টন খেলার জন্ম – ইংল্যান্ডে।
* ব্যাটমিন্টন খেলার কোর্টের মাপ – ৪৪ ফুট × ২০ ফুট (দ্বৈত), ৪৪ ফুট × ১৭ ফুট (একক)।

হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, কাবাডি

* হকি খেলার জন্ম - গ্রীসে।
* হকি খেলায় প্রত্যেক দলের খেলোয়াড় সংখ্যা - ১১ জন।
* বাস্কেট বল খেলার জন্ম - যুক্তরাষ্ট্রে।
* বাস্কেটে খেলায় প্রতি দলে খেলোয়াড় সংখ্যা - ৫ জন।
* বাস্কেটে বল খেলায় কোর্টের মাপ – ২৮ মিটার × ১৫ মিটার।
* ভলিবল খেলার জন্ম - যুক্তরাষ্ট্রে।
* ভলিবল খেলায় প্রত্যেক দলের খেলোয়াড় সংখ্যা - ৬ জন।
* ভলিবল খেলায় মাঠের মাপ - ১৮ মিটার × ৯ মিটার।
* কাবাডি খেলার জন্ম - তামিলনাড়ু, ভারত।
* কাবাডি খেলায় প্রতি দলে খেলোয়াড় সংখ্যা - ৭ জন।
* কাবাডি খেলায় মাঠের মাপ - ১২.৫ মিটার × ১০ মিটার।

অলিম্পিক গেমস এবং কমনওয়েলথ গেমস

* বাংলাদেশ বিশ্ব অলিম্পিক এসোসিয়েসনের সদস্য হয় - ১৯৮০ সালে।
* আধুনিক অলিম্পিকের জনক – ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তা (ফ্রান্স)।
* অলিম্পিক পতাকার রং থাকে – ৫টি।
* অলিম্পিক গেমসের প্রতীকে রং থাকে – ৫টি (নীল মানে ইউরোপ, লাল মানে আমেরিকা, সবুজ মানে ওশেনিয়া, কালো মানে আফ্রিকা, হলুদ মানে এশিয়া)।
* ২০১৬ সালের বিশ্বকাপ অলিম্পিক গেমস (৩১তম) অনুষ্ঠিত হয় – রিওডি জেনিরিতে (ব্রাজিল)।
* ২০২০ সালের বিশ্বকাপ অলিম্পিক গেমস (৩২তম) অনুষ্ঠিত হবে – জাপানে।
* বিশ্ব অলিম্পিকের প্রতীক – পরস্পর সংযুক্ত পাঁচটি বৃত্ত।
* বাংলাদেশ প্রথম যে অলিম্পিক গেমস এ অংশগ্রহন করে – লসএঞ্জেলস অলিম্পিক (১৯৮৪ সাল)।
* 'প্যারা অলিম্পিক' আয়োজন করা হয় – প্রতিবন্ধীদের জন্য।
* অলিম্পিক মিউজিয়াম অবস্থিত – সুইজারল্যান্ডে।
* ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমস (২২তম) অনুষ্ঠিত হয় – বার্মিংহাম, ইংল্যান্ড।
* ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস (২৩তম) অনুষ্ঠিত হবে – অস্ট্রেলিয়া।
* কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয় – চার বছর পর পর।

এশিয়ান গেমস এবং সাউথ এশিয়ান গেমস

* প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয় – নয়াদিল্লীতে।
* এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয় – প্রতি চার বছর পর পর।
* ২০১৮ সালে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয় – জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।
* ২০২২ (১৯তম) সালে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হবে – হংজু, চীন।
* প্রথম সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় – কাঠমান্ডুতে (১৯৮৪ সালে)।
* ঢাকায় সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় – ১৯৮৫ সালে।
* সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় – দুই বছর পর পর।
* সাফ গেমস এর বর্তমান নাম – সাউথ এশিয়ান গেমস বা এস এ গেমস (২০০৫ সালে নামকরণ করা হয়)।
* ৯ম বাংলাদেশ গেমস এর মাসকট প্রাণীর নাম – কাঠ বিড়ালী।
* বগী কথাটি ব্যবহৃত হয় – গলফ খেলায়।
* ইয়াংকি স্টেডিয়াম যে খেলার জন্য বিখ্যাত – বক্সিং

CS CamScanner

যুদ্ধ ও চুক্তি

যুদ্ধ

* বিশ্বের স্বীকৃত পারমানবিক শক্তিধর দেশের সংখ্যা – ৯টি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, পাকিস্তান, ভারত, ইসরাইল ও উত্তর কোরিয়া।)
* উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হয় – ১৯৫০ সালে।
* ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু হয় – ১৯৫৭ সালে।
* ইংল্যান্ড ও আর্জেন্টিনার ফকল্যান্ড নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয় – ১৯৮২ সালে।
* জাপান পার্লহারবার আক্রমন করে – ৭ ডিসেম্বর'৪১ সালে
* পানি পথের প্রথম যুদ্ধ হয় – ১৫২৬ সালে।
* পানি পথের ২য় যুদ্ধ হয় – ১৫৫৬ সালে।
* পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে হয় – ১৭৬১ সালে।
* পানি পথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয় – ইব্রাহিম লোদী।
* ওয়াটার লু'র যুদ্ধ হয় - ১৮১৫ সালে।
* বদরের যুদ্ধ হয় - ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে
* আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতি রয়েছে – সুইজারল্যান্ডের নাগরিকদের।
* বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র 'সিয়াচেন হিমবাহ' যে পর্বতমালার অন্তর্ভূক্ত – হিমালয়।

পরমানু অস্ত্রধারী দেশসমুহ

দেশ	প্রথম বিস্ফোরণ	পরমাণবিক অস্ত্র সংখ্যা
১. যুক্তরাষ্ট্র	১৬ জুলাই ১৯৪৫	৭৯১৫
২. রাশিয়া	২৯ আগষ্ট ১৯৪৯	৮০০০
৩. যুক্তরাজ্য	৩ অক্টোবর ১৯৫২	২২৫
৪. ফ্রান্স	১৩ ফেব্রু. ১৯৬০	৩০০
৫. চীন	১৬ অক্টো. ১৯৬৪	২৫০
৬. ভারত	১৮ মে ১৯৭৪	৯০-১১০
৭. পাকিস্তান	২৮ মে ১৯৯৮	১০০-১২০
৮. উত্তর কোরিয়া	৯ অক্টো. ২০০৬	১০
৯. ইসরাইল		

চুক্তি

* কিয়োটো চুক্তির গুরুত্বের বিষয় ছিল – বিশ্ব উষ্ণতা হ্রাস (স্বাক্ষরিত হয় জাপানে ১১ ডিসেম্বর' ১৯৯৭)।
* ডেটন চুক্তির (স্বাক্ষরিত হয় ১৪ ডিসেম্বর'৯৫) মাধ্যমে যে সংকটের পরিসমাপ্তি ঘটে – বসনিয়া সংকট (বসনিয়া, সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়া)।
* বসনিয়া যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরের মধ্যস্থতাকারী – জিমি কার্টার।
* ম্যাস্ট্রিক্ট হচ্ছে – একটি চুক্তির নাম।
* অসলো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ১৯৯৩ সালে।
* মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ১৯৭৮ সালে।
* ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ১৯৭২ সালে।
* তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬ সালে।
* ভার্সাই নগরীটি অবস্থিত – ফ্রান্স।
* প্যারিস শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ভিয়েতনাম ও আমেরিকার মধ্যে।
* জেনেভা কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় – ১৯৪৯ সালে।
* যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের মধ্যে স্বাক্ষরিত যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক 'স্বাধীনতা চুক্তিটি' যে নামে পরিচিত – প্রথম ভার্সাই চুক্তি।
* দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ১৯১৯ সালে।
* পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি হয় – ১৯৯৭ সালে।
* গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ১২ ডিসেম্বর '৯৬।
* সর্বাত্মক পরমানু অস্ত্র পরীক্ষা রোধ (CTBT) চুক্তি জাতিসংঘে পাস হয় – ১৯৯৬ সালে।
* ১২টি ইউরোপীয় দেশের মধ্যে ম্যাসট্রিষ্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – ১৯৯২ সালে।
* যে চুক্তির মাধ্যমে EU গঠিত হয় – ম্যাসট্রিস্ট চুক্তি।
* ১৫৭তম দেশ হিসেবে CTBT অনুমোদন করে – ইন্দোনেশিয়া।

আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের প্রতিষ্ঠাকাল, সদস্য সংখ্যা ও সদর দপ্তরসমূহঃ

সংগঠনের নাম	প্রতিষ্ঠা সাল	সদস্য সংখ্যা	সদরদপ্তর
জাতিসংঘ	১৯৪৫	১৯৩	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
জাতিসংঘ শিশু তহবিল	১৯৪৬	১৯০	
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি	১৯৬৫	-	
জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল	১৯৬৯	-	
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল	১৯৪৪	১৯০	ওয়াশিংটন ডি.সি, যুক্তরাষ্ট্র
আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা	১৯৫৬	১৮৪	
বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি সংস্থা	১৯৮৮	১৮০	
অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল	১৯৪২	-	লন্ডন, যুক্তরাজ্য
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল	১৯৬১	-	
কমনওয়েলথ	১৯৩১	৫৩	
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা	১৯৯৫	১৬০	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা	১৯১৯	১৮৫	
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	১৯৪৮	১৯৪	
জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন	১৯৫০	-	
জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন	১৯৬৪	১৯৪	
ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্য রেডক্রস এন্ড রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি	১৮৬৩	১৮৯	
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	১৯৯৩	-	বার্লিন, জার্মানি
জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৭৩	-	টোকিও, জাপান
খাদ্য ও কৃষি সংস্থা	১৯৪৫	১৯৪	রোম, ইতালি
আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল	১৯৭৭	১৭৩	
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী	১৯৬৩	-	
এপেক	১৯৮৯	২১	সিঙ্গাপুর
ওপেক	১৯৬০	১৩	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া
জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থা	১৯৬৬	১৭১	
আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি	১৯৫৭	১৭৫	
ব্যাংক অব সাউথ	২০০৯	১৫২	কারাকাস, ভেনিজুয়েলা
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক	১৯৬৬	৬৮	ম্যানিলা, ফিলিপাইন
আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক	১৯৬৪		আবিদজান, আইভরিকোস্ট
ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক	১৯৭৫	৫৭	জেদ্দা, সৌদিআরব
ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা	১৯৬৯	৫৭	
উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা	১৯৮১	৬	রিয়াদ, সৌদি আরব
ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশন	১৯০৪	২০৯	জুরিখ, সুইজারল্যান্ড
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা	১৯০৯	১০৮	দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি	১৯৭২	-	নাইরোবি, কেনিয়া
আফ্রিকান ইউনিয়ন	২০০২	৫৪	আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া
ন্যাটো	১৯৪৯	৩০	ব্রাসেলস, বেলজিয়াম
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	১৯৯৩	২৭	
বেনেলাক্স	১৯৫৮	৩	
আকু	১৯৭৪	৯	তেহরান, ইরান
ইকো	১৯৮৫	১০	
ইন্টারপোল	১৯২৩	১৯০	লিও, ফ্রান্স
ইউনেস্কো	১৯৪৫	১৯৫	প্যারিস, ফ্রান্স
আন্তর্জাতিক আদালত	১৯৪৫	১৯৩	হেগ, নেদারল্যান্ড
সার্ক	১৯৮৫	৮	কাঠমুন্ডু, নেপাল
আরব লীগ	১৯৪৫	২২	কায়রো, মিশর
আসিয়ান	১৯৬৭	১০	জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া
আনজুস	১৯৫১	-	ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া
সিরডাপ	১৯৭৯	১৫	চামেলী হাউস, ঢাকা
ডি-৮	১৯৯৭	৮	ইস্তাম্বুল, তুরস্ক
বিমসটেক	১৯৯৭	৭	ঢাকা, বাংলাদেশ
এসক্যাপ		৫৩	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
জি-৮	১৯৭৫	৮	নেই
গ্রুপ-৭৭	১৯৬৪	১৩৩	নেই
জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন	১৯৬১	১২০	নেই

জাতিসংঘ

জাতিসংঘের মহাসচিবগণ এক নজরে

ক্র.নং	নাম	দেশের নাম	মেয়াদ
১	ট্রিগভেলি	নরওয়ে	১৯৪৬-১৯৫৩
২	দ্যাগ হেমারশোল্ড	সুইডেন	১৯৫৩-১৯৬১
৩	উ থান্ট	মায়ানমার	১৯৬১-১৯৭১
৪	কুর্ট ওয়াল্ডহেইম	অস্ট্রিয়া	১৯৭২-১৯৮১
৫	পেরেজ দ্য কুয়েলার	পেরু	১৯৮২-১৯৯১
৬	বুট্রোস ঘালি	মিশর	১৯৯২-১৯৯৬
৭	কফি আনান	ঘানা	১৯৯৭-২০০৬
৮	বান কি মুন	দক্ষিণ কোরিয়া	২০০৭-২০১৬
৯	এন্টোনিও গুটেরেস	পর্তুগাল	২০১৭-বর্তমান

* নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় – ২ বছরের জন্য।
* জাতিসংঘের সনদের মূল স্বাক্ষরকারী দেশ – ৫১টি।
* বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য – ১৩৬তম।
* জাতিসংঘে সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ দেন – শেখ মুজিবুর রহমান।
* জাতিসংঘ গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল – যুদ্ধের অভিশাপ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করা।
* জাতিসংঘের মোট সদস্য সংখ্যা – ১৯৩টি (সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান)।
* জাতিসংঘের যে মহাসচিব মরনোত্তর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন – দ্যাগ হ্যামারশোল্ড।
* জাতিসংঘের কার্যকরী ভাষা – ৬টি (ইংরেজি, আরবী, ফরাসী, চীনা রুশ, স্প্যানীস)।
* জাতিসংঘের সদরদপ্তর – নিউইয়র্ক।
* জাতিসংঘের মূল সংস্থা – ৬টি (সাধারন পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত, সচিবালয়, অছি পরিষদ)।
* নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা – ১৫টি (স্থায়ী ৫টি ও অস্থায়ী ১০টি)।
* জাতিসংঘের Veto power রয়েছে – ৫টি স্থায়ী সদস্যের (যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য)।
* Veto অর্থ - আমি মানি না।
* জাতিসংঘের একমাত্র মুসলমান মহাসচিব ছিলেন – কফি আনান (ঘানা)।
* পূর্বে জাতিসংঘের সদস্য ছিল বর্তমান নেই – তাইওয়ান।
* বিশ্বের স্বাধীন দেশের মধ্যে জাতিসংঘের সদস্য নয় – ভ্যাটিকান।
* জাতিসংঘের বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি – এস. এ করিম।
* জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক দেশ – দুটি (ভ্যাটিকান ও ফিলিস্তিন)।
* জাতিসংঘের মহাসচিবের মেয়াদ কাল – ৫ বছর।

* জাতিসংঘ এর ভবনটি – ৩৯ তলা।
* জাতিসংঘের সনদ স্বাক্ষরিত হয় – সানফ্রান্সিসকোতে।
* জাতিসংঘের কোন সংস্থা মানব ক্লোনিং নিষিদ্ধ করেছে - UNESCO
* জাতিসংঘের নামকরণ করেন – রুজভেল্ট।
* জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচিত হন - নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারন পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

* আন্তর্জাতিক আদালতের সদরদপ্তর – হেগ (নেদারল্যান্ড)।
* আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকের সংখ্যা – ১৫ জন।
* আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারকের মেয়াদকাল – ৯ বছর।
* আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এর বিচারকগণ যার সুপারিশে নির্বাচিত হন – নিরাপত্তা পরিষদের।

কমনওয়েলথ

* কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের কোন লিখিত সংবিধান নেই – কমনওয়েলথ
* কমনওয়েলথ ভুক্তদেশ সমূহের ডিপ্লোমেটিক কর্মকর্তাকে বলে – হাইকমিশনার
* বৃটিশ উপনিবেশ না হয়েও কমনওয়েলথের সদস্য – মোজাম্বিক, রুয়ান্ডা, গ্যাবন এবং টোগো।
* বৃটিশ উপনিবেশ এর অন্তভুক্ত হয়েও কোন দেশ কমনওয়েলথের সদস্য নয় – মায়ানমার, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে ও আমেরিকা।
* বৃটেনের রাজা/রানী সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধান – ১৫টি দেশের (কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, গ্রানাডা, জ্যামাইকা, বার্বাডোস, বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, টুভ্যালু, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট, পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, বেলিজ, এন্টিগুয়া অ্যান্ড বারমুডা)।
* কমনওয়েলথের আদি নাম – ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব ন্যাশন।

সার্ক

* সার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা – জিয়াউর রহমান (১৯৮০)।
* সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয় – ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫।
* সার্কের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য – ৭।
* বর্তমানে সার্কের সদস্য সংখ্যা – ৮টি (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ভুটান নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান)।
* সার্কের সচিবালয় – কাঠমন্ডুতে (নেপাল)।
* সার্কের ১ম চেয়ারম্যান ছিলেন – হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ।
* সার্কভুক্ত দেশের শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি – মালদ্বীপ (৯৮%)।
* সার্কভুক্ত দেশের শিক্ষার হার সবচেয়ে কম – নেপাল (২৮.৫%)
* সার্কভুক্ত দেশের মাথা পিছু আয় সবচেয়ে কম – নেপাল।
* সার্কভুক্ত দেশের মাথা পিছু আয় সবচেয়ে বেশি – মালদ্বীপ।
* সার্কভুক্ত যে দেশের সামরিক বাহিনী নেই – মালদ্বীপ ও ভুটান।
* সার্কভুক্ত যে দেশের সরকার প্রধানের উপাধি রাজা – ভুটান।
* সার্ক আবহাওয়া কেন্দ্র ও সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র অবস্থিত – বাংলাদেশ।
* সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত – ভারতের নয়াদিল্লীতে।
* সার্কের ১৮তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় – কাঠমুন্ডতে (নেপাল)
* SAPTA এর অর্থ হচ্ছে – SAARC Preferential Trade Aggrement (১১ এপ্রিল ১৯৯৩ এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৫ এ কার্যকর হয়।)
* SAFTA এর অর্থ – South Asian Free Trade Area (৬ জানুয়ারী ২০০৪ এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ১ জুলাই ২০০৬ এ কার্যকর হয়।)

আসিয়ান

* ASEAN গঠিত হয় – ১৯৬৭ সালে।
* ASEAN এর সদস্য সংখ্যা – ১০টি।
(মনে রাখার কৌশলঃ MTV- এর FILM দেখলে BCS হবে না। M- মালয়েশিয়া, T- থাইল্যান্ড, V- ভিয়েতনাম, F- ফিলিপাইন, I-ইন্দোনেশিয়া, L- লাওস, M- মায়ানমার, B- ব্রুনাই, C-কম্বোডিয়া, S- সিঙ্গাপুর)।

বিমসটেক

* BIMSTEC হচ্ছে – অর্থনৈতিক সংগঠন।
* BIMSTEC-এর পূর্বনাম ছিল – BISTEC.
* BIMSTEC-এর আগে পূর্ণ রূপছিল – Bangladesh, India Mayanmar, Srilarka, Thailand Economic Co-operation.
* BIMSTEC এর বর্তমান নাম – Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical & Economic Cooperation
* BIMSTEC-এর প্রতিষ্ঠা সদস্য – ৪টি (বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা)।
* BIMSTEC এর সদস্য সংখ্যা – ৭টি (বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান)।
* BIMSTEC এর সদরদপ্তর – ঢাকা।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ই ইউ)

* ইউরোপীয় দেশসমূহের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক জোটের নাম – ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)
* EU এর একক মুদ্রার নাম – ইউরো।
* ইউরো ব্যাংক নোটের প্রচলন হয় – ১ জানুয়ারী ২০০২
* ইউরো মুদ্রার জনক – রবার্ট ম্যান্ডেল।
* ইউরো মুদ্রা চালু হয় – ১ জানুয়ারী ১৯৯৯ সালে।
* ইউরো মুদ্রা চালু আছে – ১৮টি দেশে (সর্বশেষ লাটভিয়া)।
* ই ইউ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা – ২৮টি (সর্বশেষ ক্রোয়েশিয়া)।

অন্যান্য সংগঠন

* The United Nations University বা জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত – টোকিওতে (জাপান)।
* বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণদাতা সংস্থা – IDA
* যে প্রতিষ্ঠানকে Soft Loan window বলা হয় – IDA কে।
* জাপানের বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার নাম – জাইকা (JICA)
* GATT এর পরিবর্তিত রূপ – WTO (World Trade Organization) বা বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা।
* বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয় – ১ জানুয়ারী ১৯৯৫
* ন্যাটো যে ধরনের জোট – সামরিক (আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৯ সালে)।
* রেডক্রস এর প্রতিষ্ঠাতা – হেনরি ডুনান্ট।
* রেডক্রস এর সদরদপ্তর – জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)।
* আন্তর্জাতিক রোটারি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতার নাম – মার্কিন আইনজীবী পল পি হ্যারিস (প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৫ সালে)।
* রেড ক্রসের প্রতীক চিহ্ন – লাল রংগের ক্রস (+)
* অরবিস হচ্ছে – একটি উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল।
* অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের লক্ষ্য – মানবাধিকার সংরক্ষণ করা।
* গ্রীন পিস (Green Peace) যে দেশের পরিবেশবাদী আন্দোলন গ্রুপ – নেদারল্যান্ডের।
* IUCN এর কাজ – প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা।
* ওয়ার্ল্ড ওয়াচ হচ্ছে – যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি পরিবেশবাদী গ্রুপ।
* ডেমোক্রেসি ওয়াচ হচ্ছে – বাংলাদেশের একটি বেসরকারী জরিপ পরিচালনকারী সংস্থা।
* ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (TI) – দুর্নীতি বিরোধী একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা।
* TI প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৯৩ সালে।
* TI এর সদরদপ্তর – বার্লিন (জার্মান)।
* ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দুর্নীতির রিপোর্ট প্রকাশ করে করে – ১৯৯৫ সাল থেকে।
* TIB এর পূর্ণরূপ – Transparency International Bangladesh.
* ই-৮ হচ্ছে – পরিবেশ দূষণকারী ৮টি দেশ।
* GATCO-এর পূর্ণরূপ – Global Agroand Trand Company.
* মুসলমান না হয়েও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য – উগান্ডা।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জোট

G-৪

* Group of ৪ (G-৪) – শিল্পোন্নত দেশসমূহের একটি সংস্থা।
* G-৪ এর সদস্য সংখ্যা হচ্ছে – ৮টি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, কানাডা ও রাশিয়া)।
* G-৪ বর্তমানে যে নামে পরিচিত – G-20

D-৪

* D-৪ বা Developing Eight এর সদর দপ্তর – ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।
* D-৪ এর সদস্য সংখ্যা – ৮টি (বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, মিশর ও ইরান)। (মনে রাখার কৌশলঃ বাপ মা নাই তুমিই সব। বা = বাংলাদেশ, প = পাকিস্তান, মা = মালেশিয়া, না = নাইজেরিয়া, ই = ইন্দোনেশিয়া, তু = তুরস্ক, মি = মিশর, ই = ইরান)

OPEC

* OPEC ভুক্ত নন-আরব দেশ হচ্ছে – ইরান, ভেনিজুয়েলা, নাইজেরিয়া।
* ওপেক এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য – ৫টি (ইরান, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব ও ভেনিজুয়েলা)।
* বিশ্বের তেলের মজুদের দুই-তৃতীয়াংশ মজুদ আছে – ওপেকের কাছে।
* বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেল মজুদ আছে – ভেনিজুয়েলায়।
* বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেল ব্যবহারকারী দেশ – যুক্তরাষ্ট্র।
* ওপেক হচ্ছে – তেল রপ্তানিকারক দেশসমূহের সংস্থা।

এক নজরে সপ্তাশ্চর্য

দেশের নাম	সপ্তাশ্চর্য এর নাম
দক্ষিণ আমেরিকা	আমাজন
ভিয়েতনাম	হা লং বে
আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল	ইগুয়াজু জলপ্রপাত
দক্ষিণ কোরিয়া	জেজু দ্বীপ
ইন্দোনেশিয়া	কমোডো ন্যাশনাল পার্ক
ফিলিপাইন	পুয়ের্তো প্রিন্সিয়া ভূগর্ভস্থ নদী
দক্ষিণ আফ্রিকা	টেবল মাউন্টেন

এক নজরে সদর দপ্তরসমূহ

সদর দপ্তর	সংস্থাসমূহ
জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)	WHO, WTO (GATT) ILO, Red cross ,UNHCR
ওয়াশিংটন ডিসি	IMF, Word Bank (IBRD, IDA, IFC) CARE,MIGA
নিউইয়র্ক	UN, UNDP, UNICEF, UNIFEM
ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)	OPEC
প্যারিস (ফ্রান্স)	UNESCO, INTERPOL
রোম (ইতালি)	FAO, IFAD
লন্ডন (যুক্তরাজ্য)	Common Wealth, Amnesty International
ঢাকা	CIRDAP, BJMSTEC, IJSG
জেদ্দা (আরব)	OIC, IDB, GCC
ম্যানিলা (ফিলিপাইন)	ADB, IRRI

CS CamScanner

সিঙ্গাপুর সিটি	ASEAN, APEC
ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)	NATO, EU, BENELUX, EEC
ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	SEATO, ESCAP

পূর্ণরূপ লিখুন

ADB - Asian Development Bank
ADC -Additional Deputy Commissioner Additional Divisional Commissioner.
ADHUNIK - Amra Dhumpan Nibaron Kori.
ADP - Annual Development Programme
AGM - Assistant General Manager/Annual General Meeting.
AHQ - Army Head Quarters.
AID - Agency for International Development.
AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIIB - Asian Infrasturcture Investment Bank
ASEAN - Associatioon of Southest Asian Nations.
ATAB -Association of Travel Agent of Bangladesh.
BA - Bachelor of Arts.
BADC - Bangladesh Agricultural Development Corporation.
BAEC - Bangladesh Atomic Energy Commission.
BAF - Bangladesh Air Force.
BAIRA - Bangladesh Association of International Recruiting Agents
BANBEIS - Bangladesh Bureau of Educational Information and Statitics
BARC - Bangladesh Agricultural Research Council.
BARD - Bangladesh Academy for Rural Development.
BARI - Bangladesh Agricultural Research Insitute.
BASIC - Bank of small Industries and Commerce.
BASIS - Banngladesh Association of Software & Information Services.
BSCIC - Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation.
BAU - Bangladesh Agricultural University.
BB - Bangladesh Bank/Bangladesh Biman.
BBC - British Broadcasting Corporation
BCC - Bangladesh Computer Council
BCIC - Bangladesh Chemical Industries Corporation.
BCS - Bangladesh Civil Service.
BCSCL - Bangladesh Communication Satellite Company Limited
BDR - Bangladesh Rifles.
BDRCS - Bangladesh Red Crescent Society.
BDS - Bachelor of Dental Surgery.
BE - Bachelor of Engineering.
BED - Bachelor of Education.
BEPZA - Bangladesh Export Processing Zones Authority.
BFA - Bangladesh Football Association
BGB - Border Guard Bangladesh
BGMEA - Bangladesh Garments Manufactures and Exporters Association.
BIBM - Bangladesh Institute of Bank Management.
BIDS - Bangladesh Institute of Development Studies.
BIMSTEC - Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical & Economic Co-operation
BIO - Board of Investment.
BREB - Bangladesh Rural Electrification Board
BSS - Bangladesh Sangbad Sangstha
BTI - British American Tobacco
BIRDEM - Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetic Endocrine and Metabolic Disorder.
BIT - Bangladesh Institute of Technology.
BIWTA - Bangladesh Inland Water Transport Authority
BJMA - Bangladesh Jute Mills Association.
BJMC - Bangladesh Jute Mills Corporation.
BJRI - Bangladesh Jute Research Institute.
BKB - Bangladesh Krishi Bank.
BKSP - Bangladesh Krira Shikha Pothisthan.
BMTE - Bangladesh Machine Tools Factory.
BN - Bangladesh Navy.
BNCC - Bangladesh National Cadet Core.
BNP - Bangladesh Nationalist Party.
BPATC - Bangladesh Public Administration Training Centre
BPDB - Bangladesh Power Development Board.
BPSC - Bangladesh Public Service Commission
BPWD - Bangladesh Public Works Department.
BR - Bangladesh Railway.
BRAC - Bangladesh Rural Advancement Committee.
BRC - Bangladesh River Commission.
BRDB - Bangladesh Rural Development Board.
BRICS - Brazil, Russia, India, China & South Africa
BRRI - Bangladesh Rice Research Institute.
BRTA -Bangladesh Rural Telecommunication Authority.
BRTC - Bangladesh Road Transport Corporation
BSB - Bangladesh Shilpa Bank.
BSc - Bachelor of Science.
BSC - Bangladesh Shipping Corporation.
BSCIC - Bangladesh Small and Cottage Industries
BSFEC - Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation
BSFIC - Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation
BST - Bangladesh Standard Time.
BSTI - Bangladesh Standard Testing Institute.
BUET - Bangladesh University of Engineering and Technology
BWDB - Bangladesh Water Development Board
CAAB - Civil Aviation Authority of Bangladesh
CA - Chartered Accountant.
CV - Curriculam Vitae
CBA - Collective Bargaining Agent.
CCC - Chattagong City Corporation.
CDB - Cotton Development Board.
CEC - Chief Election Commissioner.

CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Agaist Women.
CHP - Community Health Programme.
CID - Criminal Investigation Department.
CIF - Cost Insurance and Freight.
CIRDAP - Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific.
CMH - Combined Military Hospital.
CMO - Chief Medical Officer.
CNG - Compressed Natural Gas
CPA - Commonwealth Parliamentary Association
CPU - Central Processing Unit
CRF - Clean Report of Finding.
CSAC - Central Students Action Committee.
CSD - Central Storage Depo.
CTBT - Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty
DA - Daily Allowance.
DB - Detective Branch.
DC - Deputy Commissioner.
DD - Deputy Director.
DESA - Dhaka Electric Supply Authority.
DIG - Deputy Inspector General.
DIT - Dhaka Improvement Trust.
DMP - Dhaka Metropolitan Police.
DNCC - Dhaka North City Corporation.
DSCC - Dhaka South City Corporation.
DSE - Dhaka Stock Exchange.
DSHE - Directorate of Secondary and Higher Education
DUCSU - Dhaka University Central Students Union.
EBR - East Bengal Regiment.
ECNEC - Executive Committee of National Economic Council.
EO - European Union
EPI - Expaned Program on Immunization
EPZ - Export Processing Zone.
ETP -Effluent Treatment Plant
ESCAP - The Economic & Social Commission for Asia & the Pacific.
e-GP - Electronic Government Procurement.
FRCP - Fellowship of the Royal College of Physicians.
FRCS - Fellowship of the Royal College of Surgons.
FAO - Food and Agricultural Organization.
FBCCI - Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry.
FBI - Federal Bureu of Investigation
FDC - Film Development Corporation.
FIFA - Federation of International Football Association
FRI - Foreign Research Institute.
FRI - Forest Research Institute.
FWP - Food for Work Programme.
GDP - Gross Domestic Product.
GNP - Gross National Product.
GATT - General Agreement on Tariffs & Trade
GPO - General Post Office.
GSP - Generalized System of Preference.
HBFC - House Building Finance Corporation.
HYV - High Yielding Varieties.
IAEA - International Atomic Energy Agency
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development
ICB - Investment Corporation of Bangladesh.
ICC - International Conference Centre.
ICDDR,B - International Centre for Diarrhea Disease Research, Bangladesh.
ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes
IDA - International Development Association
IEB - Institute of Engineers, Bangladesh
IFAD - International Fund for Agricultural Development.
IGP - Inspector General of Police.
ILO - International Labour Organization
IMF - International Monetary Fund
INTERPOL - International Police Organization
IOM - International Organization for Migration
IPO - Initial Public Offering
ICBM - Intercontinental Ballistic Missile
IPSA - Institute of Post Graduate Studies in Agriculture
ISI - Inter Service Intelligence.
ISRO - Indian Space Research Organisation
ISO - International Organization for Standardization
ISSB - Inter Service Selection Board.
IUCN - International Union for the Conservation of Nature
JBC - Jibon Bima Corporation.
JICA - Japan International Cooperation Agency
JS - Jatiya Sangsad.
KG - Kinder Garten.
KYC - Know Your Cutomer
LAN -Local Area Network
LTTE - Liberation Tigers of Tamil Eelam
LC - Letter of Credit
LED - Light Emitting Diode
LGRD - Local Government and Rural Development.
LGSP - Local Governance Support Project
LNG - Liquefied Natural Gas
LPG - Liquefied Petroleum Gas.
MA - Master of Arts.
MAN - Metroplitan Area Network
MBA - Master of Business Administration.
MBBS - Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery.
MDG - Millenium Development Goal
MED - Master of Education.
MPH - Miles per Hour
MES - Military Engineering Service.

MIGA - Multinational Investment Gurantee Agency
MIS - Management Information System
MLSS – Member of Lower Sub-ordinate Staff
MP - Member of Parliament.
MTBF - Mean Time Between Failures
NAFTA - North American Free Trade Agreement
NAM – Non-Aligned Movement
NAPE – National Academy for Primary Education
NASA - National Aeronautics and Space Administration
NATO - North Atlantic Treaty Organization
NB - Nota Bene.
NBR - National Board of Revenue.
NDC - National Development Council.
NGO - Non-Government Organization
NICAR - National Implementation Committee on Administrative Reforms.
NIPORT - National Institute of Population Research and Training.
NPT - Nuclear Non-Proliferation Treaty
NSI - National Security Intelligence of Bangladesh.
OCAB - Overseas Correspondent Association of Bangladesh.
OIC - Organization of Islamic Cooperation
OPEC - Organization of Petroleum Exporting Countries
PATC - Public Administration Training Centre.
PC - Personal Computer
PIB - Public Institute of Bangladesh.
PBI - Police Bureau of Investigation
PID - Press Information Department.
PLO - Palestine Liberation Organization
PMG - Post Master General.
PDB - Power Development Board
PP - Public Prosecutor.
PPP - Publtic Private Partnership
PPR - Public Procurement Rules
PSC - Public Service Commission.
PSI - Per shipment Inspection.
R&D - Research and Development.
REB - Rural Electrification Board
R&H - Roads and Highways.
RAB - Rural Aid in Bangladesh Rapd Action Battalion
RAM - Random Access Memory
RAW - Research and Analysis Wing
ROM - Read Only Memory
SAARC - South Asian Association for Regional Cooperation.
SACOSAN - South Asian Conference on Sanitation
SAFTA - South Asian Free Trade Area.
SAPTA - SAARC Preferential Trading Arrangement
SBC - Shadharan Bima Corporation.
SDG – Sustainable Development Goal
SESDP - Secondary Education Sector Development Project.
SPARRSO - Space Research and Remote Sensing Organization.
T&T - Telephone & Telegraph.
TCB - Trading Corporation of Bangladesh.
TNO - Thana Nirbahi Officer.
TSC - Teacher Student Center.
TSS - Telephone Shilpa Sangstha.
TTC - Traveling Ticket Checker.
TTTC - Technical Teacher Training College.
UCB - United Commercial Bank.
UCG - University Grants Commission.
UDA - Upper Development assistant
UNDP - United Nations Development Programme
UNED - United Nation Environment Programme.
UNEP – United Nations Environment Programme.
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
UNFCCC- United Nations Framework Convention on Climate Change
UNHCR - United Nations High Commissioner for Regugees.
UNICEF - United Nations Children's Fund.
USA - United State of America
UNO - Upazila Nirbahi Officer.
UAE - United Arab Emirates
VAT - Value Added Tax.
VC -Vice Chancellor.
VGD - Vulnerable Group Development
VGDP - Vulnerable Group Development Programme.
VGF - Vulnerable Group Feeding
VP - Vice President.
WAN - World Area Network
WAPDA - Water and Power Development Authority.
WASA - Water Supply and Swerage Authority.
WES - Wage Earner Scheme.
WFP - World Food Programme
WHO - World Health Organization
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access.
WIPO - World Intellectual Property Organization
WTO - World Trade Organization
WVB - World Vision of Bangladesh.
WWW - World Wide Web
ZPG - Zero Population Growth.

দৈনন্দিন বিজ্ঞান

পদার্থ বিজ্ঞান

মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ

* বস্তুর ওজন সর্বাধিক হয় – মেরু অঞ্চলে।
* পৃথিবীর যেখানে বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম – নিরক্ষীয় অঞ্চল।
* যখন কোন বস্তুকে বিষুবরেখা থেকে মেরুতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার ওজন - বাড়ে।
* ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠলে বস্তুর ওজন – কমে।
* চাঁদে কোন জিনিসের ওজন পৃথিবীতে এর ওজনের - ১/৬ ভাগ।
* পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির ওজন ৬০ কেজি হলে চাঁদে এর ওজন - ১০ কেজি।
* মেরু অঞ্চলে 'g' এর মান বেশি - যেহেতু পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কম এবং পৃথিবীর আহ্নিক গতি প্রায় শূণ্য।
* বিষুবীয় অঞ্চলে 'g' এর মান কম - যেহেতু পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বেশি এবং পৃথিবীর আহ্নিক গতি সবচেয়ে বেশি।
* পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ এর মান - শূন্য।
* বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সাথে আবর্তিত হচ্ছে কারন - কেন্দ্রমুখী/কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণ বলের জন্য।
* মহাবিশ্বের যে কোন দুটি কণার মধ্যকার আকর্ষণ বল হলো – মহাকর্ষ বল।
* পৃথিবী ও তার নিকটস্থ বস্তুর মধ্যে যে টান তাকে বলে – অভিকর্ষ।
* মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন – নিউটন।
* পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আমরা ছিটকে পড়ি না – মাধ্যাকর্ষন বলের জন্য।
* পাহাড়ে উঠলে কষ্ট হয় – অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ করা হয় বলে।
* মাধ্যাকর্ষণ বলের মান সবচেয়ে বেশি - ভূ-পৃষ্ঠে।
* পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠলে মাধ্যাকর্ষন বল - কমে যায়।
* অভিকর্ষ হলো বস্তুর ওপর - নিম্নমুখী বল।
* পাহাড়ে উঠায় বা সিঁড়ি ভাঙ্গায় পরিশ্রম বেশি হয়, কারন - অভিকর্ষ বলের বিপরীতে কাজ করতে হয় বলে।
* সূর্য অপেক্ষা পৃথিবীর উপর উঠলে চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি প্রায় - দ্বিগুণ।
* শূন্য মাধ্যমে তিনটি বস্তুকে একসাথে ছেড়ে দিলে – তিনটি বস্তুই এক সাথে মাটিকে স্পর্শ করবে।
* দোলকের দোলনকাল নির্ভর করে – দোলকের দৈর্ঘ্য ও মাধ্যাকর্ষন জনিত ত্বরনের উপর।
* সরল দোলকের সুতার দৈর্ঘ্য বাড়লে, দোলনকাল – বাড়বে।
* দোলক ঘড়ি দ্রুত চলে – শীতকালে (যেহেতু শীতকালে কার্যকারী দৈর্ঘ্য সংকোচন হয়, তাই দোলনকাল কমে যায় ফলে ঘড়ি দ্রুত চলে)।
* একটি পেন্ডুলাম ঘড়ি বিষুবরেখা থেকে মেরুতে নিয়ে গেলে ঘড়িটি – ফাস্ট হবে।
* একটি সরল দোলককে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিলে তার দোলনকাল হবে – অসীম।
* কোন স্থানে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরন ৯গুণ বাড়লে সেখানে একটি সরল দোলকের দোলনকাল - ৩গুণ কমবে।
* দোলক ঘড়ি দ্রুত চলে - শীতকালে।
* কোনো বস্তু যে পরিমান বল দ্বারা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হয় তাকে বলে - ওজন।

কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

* নবায়নযোগ্য জ্বালনি শক্তি – যে শক্তি বার বার ব্যবহার করার ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় না।
* নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির উদাহরণ – সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, সমুদ্রস্রোত, পরমানু শক্তি।
* উচু পর্বতের চূড়ায় উঠলে নাক দিয়ে রক্তপাতের সম্ভাবনার কারন - বায়ুর চাপ কম থাকে বলে।
* ফিশন প্রক্রিয়ায় প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদিত হয় – এটম বোমায়।
* ১ গ্রাম বল = ৯৮১ ডাইন।
* এক অশ্ব শক্তি = ৭৪৬ ওয়াট।
* সূর্যে শক্তি উৎপন্ন হয় – পরমানুর ফিউশন পদ্ধতিতে।
* ইঞ্জিনের ক্ষমতাকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় - অশ্ব ক্ষমতা বা হর্স পাওয়ার।
* কাজ করার সামর্থ্যকে বলে - শক্তি।
* নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় সঞ্চিত জলরাশিতে জমা হয় - স্থিতি শক্তি।
* কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ শক্তির মুল উৎস - পানির বিভব বা স্থিতি শক্তি।
* পৃথিবীর শক্তির মুল উৎস - সূর্য।
* প্রাকৃতিক গ্যাসে সঞ্চিত থাকে - রাসায়নিক শক্তি।
* সর্বাপেক্ষা বেশি দক্ষতা সম্পন্ন ইঞ্জিন - বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন।
* তড়িৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় – বৈদ্যুতিক মটরের মাধ্যমে।
* তড়িৎ শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় – লাউড স্পিকারের মাধ্যমে।
* যান্ত্রিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় – ডায়নামো/জেনারেটরের মাধ্যমে।

CS CamScanner

* ফটো-ইলেকট্রিক কোষের উপর আলোক পড়লে উৎপন্ন হয় - বিদ্যুৎ।

যান্ত্রিক শক্তি	যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি বলে। যান্ত্রিক শক্তি দু'প্রকার: গতি শক্তি ও স্থিতি শক্তি
গতি শক্তি	কোন গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে, তাকে গতি শক্তি বলে।
বিভব শক্তি বা স্থিতি শক্তি	বস্তুতে অন্য কোন অবস্থান বা অবস্থায় আনলে বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে, তাকে স্থিতি শক্তি বলে।
স্থিতিস্থাপকতা	বস্তুর যে ধর্ম উহার উপর প্রযুক্ত বলের ক্রিয়ায় তার আকার বা আয়তন বা উভয়েরই পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে বাধা দেয় এবং প্রযুক্ত বল অপসারণ করলে তার পূর্বের আকার বা আয়তন ফেরত পায়, তাকে স্থিতিস্থাপকতা বলে।

* বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, হিটারে শক্তির রূপান্তর - তড়িৎ শক্তি তাপ শক্তিতে পরিনত হয়।
* বৈদ্যুতিক বাল্বে শক্তির রূপান্তর - তড়িৎ শক্তি আলোক শক্তিতে পরিনত হয়।
* বেশি স্থিতিস্থাপক - লোহা, ইস্পাত।
* গাড়ির টায়ার রবারের তৈরীর কারন - রাবার শক্ত ও বেশি স্থিতিস্থাপক

শক্তির রূপান্তর :

রূপান্তর	ব্যবহার/প্রয়োগ
বিদ্যুৎ শক্তি থেকে শব্দ শক্তি	লাউড স্পীকারের মাধ্যমে
যান্ত্রিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি	পানির পতিশক্তির সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন
যান্ত্রিক শক্তি থেকে শব্দ শক্তি	কলমের খালি মুখে ফুঁ দিলে
যান্ত্রিক শক্তি থেকে তাপ শক্তি	হাতে হাত ঘষলে তাপ উৎপন্ন হয়
বিদ্যুৎ শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি	বৈদ্যুতিক পাখায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে পাখা ঘুরানো
বিদ্যুৎ শক্তি থেকে শব্দ শক্তি	বৈদ্যুতিক ঘন্টা ও টেলিফোন
বিদ্যুৎ শক্তি থেকে তাপ শক্তি	বৈদ্যুতিক হিটারে বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে

তরল ও বায়বীয় পদার্থ

* বরফ পানিতে ভাসার কারন - বরফের তুলনায় পানির ঘনত্ব বেশি।
* তাপ প্রয়োগে সবচেয়ে প্রসারিত হয় – বায়বীয় পদার্থ।
* যে উষ্ণতায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি – 4°C
* যে তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব কমতে থাকে – 4°C
* বরফ পানিতে পরিনত হলে – আয়তন কমে।
* কোন ডুবন্ত বস্তুর ওজন সমআয়তন তরলের ওজনের চেয়ে - বেশি।
* অপসারিত তরলের ওজন যখন বস্তুর ওজনের চেয়ে কম হয় তখন - বস্তু ডুবে যায়।
* জাহাজ পানিতে ভাসিবার কারণ যে সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে তা হলো - আর্কিমিডিসের সূত্র।
* লবণাক্ত পানি স্বাদু পানি অপেক্ষা - ভারী।
* সাঁতার কাটা সহজ - সাগরে।
* নদীর পানির চেয়ে সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটা সহজ কারন - সমুদ্রের পানির ঘনত্ব নদীর পানির ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি/পানির ঘনত্ব বেশি বলে উর্ধমুখী চাপ বেশি হয়।
* পানির ছোট ফোটা পানির যে গুণের জন্য গোলাকৃতি হয় - পৃষ্ঠটান।
* বৃষ্টির ফোটা গোলাকার হওয়ার কারন - ফোঁটার তলীয় টান।
* তাপমাত্রা বাড়লে তরলের পৃষ্ঠটান - হ্রাস পায়।
* কুপি থেকে সলিতায় তেল আসে - কৈশিক চাপের জন্য।
* কোনো বস্তুকে পানিতে সম্পূর্ণভাবে ডুবালে পানিতে যেখানে এটা রাখা যায় সেখানেই এটা থাকে কারন - বস্তুর ঘনত্ব পানির ঘনত্বের সমান।
* স্থির তরলে কোনো বস্তুকে নিমজ্জিত করলে সেই বস্তু উপরের দিকে যে লব্ধি বল অনুভব করে তাকে বলে - প্লবতা।
* প্লবতা বেশি - সমুদ্রের পানির।
* অতিরিক্ত মাল বোঝাই এড়ানোর জন্য জাহাজের গায়ে চিহ্নিত রেখাকে বলে - প্লিমসল লাইন।
* সবচেয়ে মৃদু পানির প্রাকৃতিক উৎস - বৃষ্টির পানি।

চৌম্বক বিদ্যা

* ক্যাসেটের ফিতায় শব্দ রক্ষিত থাকে – চুম্বক ক্ষেত্র হিসেবে।
* টেপ রেকর্ডার ও কম্পিউটার স্মৃতির ফিতায় যে ধরনের চুম্বক থাকে – স্থায়ী/সিরামিক চুম্বক।
* স্থায়ী চুম্বক তৈরীতে ব্যবহৃত হয় – ফেরাইট, ইস্পাত, এলনিকো সংকর, ফেরাইট নামক যৌগিক পদার্থ।
* অস্থায়ী চুম্বক তৈরীতে ব্যবহৃত হয় – সাধারণত কাচা লোহা, নিকেল ও লোহার সংকর ধাতু পারমালয়।
* চৌম্বক পদার্থ – লোহা, লোহার যৌগ, লোহার সংকর ধাতু, কোবাল্ট, নিকেল।
* অচৌম্বক পদার্থ - সোনা, রুপা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, টিন ইত্যাদি।
* ডায়া চুম্বকের উদা: – তামা, বিসমাথ, এন্টিমনি ও পানি।
* চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না – পিতল।

* কলিং বেলে বিদ্যুৎ চুম্বকের জন্য নরম লোহা ব্যবহার করা হয়, কারন - বিদ্যুৎ প্রবাহে নরম লোহা দ্রুত চুম্বকে পরিনত হয়।
* পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। এ ভূ-চুম্বকের উত্তর মেরু থাকে - দক্ষিণ দিকে।
* কুরি বিন্দু হচ্ছে - যে তাপমাত্রায় একটি চুম্বকের চুম্বকত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়, তাকে উক্ত চুম্বকের উপাদানের কুরী বিন্দু বলে। উদা: লোহার কুরী বিন্দু ৭৭০° সে.।
* চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা বেশি থাকে - প্রান্তে।
* চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা থাকে না - মাঝখানে।
* কৃত্রিম চুম্বক - ২ প্রকার (অস্থায়ী বা কোমল ও স্থায়ী বা কঠিন)।
* স্থায়ী চুম্বক - ২ প্রকার (সংকর চুম্বক ও সিরামিক চুম্বক)।
* চৌম্বক পদার্থগুলোকে বলে - ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থ।

অস্থায়ী চুম্বক	চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারিত হওয়ার সাথে সাথে যে কৃত্রিম চুম্বকের চুম্বকত্ব বিলুপ্ত হয়, তাকে অস্থায়ী চুম্বক বলে।
স্থায়ী চুম্বক	চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারিত হলেও যে কৃত্রিম চুম্বকের চুম্বকত্ব সহজে বিলুপ্ত হয় না, তাকে স্থায়ী চুম্বক বলে।
চৌম্বক/ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থ	যে সকল পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে এবং যাদের চুম্বকে পরিনত করা যায়।
ডায়াম্যাগনেটিক পদার্থ	যে সকল পদার্থকে খুব শক্তিশালী কোন চৌম্বকক্ষেত্রে মধ্য স্থাপন করলে ঐ সকল পদার্থে ক্ষীণ চৌম্বকত্ব দেখা যেতে পারে।

শব্দ ও তরঙ্গ

* শব্দ উৎপত্তির কারন - বস্তুর কম্পন।
* শব্দ বিস্তারের জন্য - স্থিতিস্থাপকতার প্রয়োজন হয়।
* পানিতে শব্দের বেগ বায়ুর তুলনায় বেশি - প্রায় সাড়ে চারগুন।
* সমুদ্র ও কুয়ার গভীরতা নির্ণয় করা যায় – শব্দের প্রতিধ্বনির সাহায্যে।
* যার সাহায্যে দৃশ্য ও শব্দ সকলে একসাথে দেখতে ও শুনতে পাওয়া যায় - কৃত্রিম উপগ্রহ।
* লোক ভর্তি হল ঘরে শূন্য ঘরের চেয়ে শব্দ ক্ষীণ হয় কারণ – শূন্য ঘরে শব্দের শোষণ কম হয়।
* সমুদ্রের তীরে একটা বিস্ফোরন ঘটলে যে আগে শব্দ শুনতে পারে – এক কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের পানির নিচে অবস্থানকারী একজন ব্যক্তি।
* যে ধাতুর উপর আঘাত করলে শব্দ হয় – এন্টিমনি।
* শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি – কঠিন মাধ্যমে (লোহা)।
* শব্দের গতি সবচেয়ে কম – বায়বীয় পদার্থে (শুষ্ক বায়ুতে (৩৩২ মি./সে.)
* বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে – শব্দের বেগও বেড়ে যায়।
* কোনো মাধ্যমে তাপমাত্রা বাড়লে ঐ মাধ্যমে শব্দের গতি - বাড়ে।
* কোন বস্তুর কম্পন মাপা হয় - হার্টস (Hz) দিয়ে।
* আল্ট্রাসনোগ্রাফি - ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের শব্দের দ্বারা ইমেজিং।
* আল্ট্রাসনিক শব্দ বলতে বোঝায় - যে শব্দ মানুষ সাধারণভাবে শুনিতে পায় না।
* বাদ্যযন্ত্রসমূহ ফাঁপা থাকে, কারন - ফাঁপা বাক্সের বায়ুতে অনুনাদ সৃষ্টি হয়ে শব্দের প্রাবল্য বৃদ্ধি পায়।
* ১°সে./কেলভিন তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বাতাসে শব্দের বেগ সেকেন্ডে – ৬ সে.মি বা ০.৬ মিটার বৃদ্ধি পায়।
* মানুষের শ্রাব্যতার পাল্লা হলো – 20 থেকে 20,000 Hz
* আল্ট্রাসনিক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক - 20,000 Hz
* ইনফ্রাসনিক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক – 20 Hz এর চেয়ে কম।
* বাদুড় অন্ধকারে চলাফেরা করে – সৃষ্ট শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে।
* বাদুড় রাতের বেলায় চলাফেরার সময় দিক নির্ণয় করে - আল্ট্রাসনিক শব্দের মাধ্যমে।
* শব্দের তীব্রতার একক – ডেসিবেল।
* যে সর্বোচ্চ শ্রুতিসীমার উপরে মানুষ বধির হতে পারে – ১০৫ ডেসিবেল।
* যে যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিফলিত শব্দ ধারন করা যায় – হাইড্রোফোন।
* আমাদের মস্তিষ্কের স্থায়ীত্বকাল/রেশ থাকে – ০.১ সেকেন্ড।
* চাদে কোন শব্দ করলে শোনা যায় না, কারন - চাদে বায়ুমন্ডল নেই।
* আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে কিছু পরে শব্দ শোনা যায় – শব্দের চাইতে আলোর বেগ বেশি বলে।
* শব্দের চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন বিমানের নাম - কনকর্ড।
* বিমান চলার জন্য – বাতাস দরকার হয়।
* রকেট চলার জন্য – বাতাস দরকার হয় না।
* গ্রহের গতি সংক্রান্ত কেপলারের সূত্র – ৩টি।

CS CamScanner

তাপ বিদ্যা

* শরীরের তাপ মাপতে সাধারনত ব্যবহৃত হয় – ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার।
* মানুষের দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা - ৯৮.৪° ফারেনহাইট বা ৩৬.৯° সেলসিয়াস।
* ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে দাগ কাটা থাকে – ৯৫ থেকে ১১০° ফারেনহাইট।
* ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে যে স্কেল ব্যবহার করা হয় - ফারেনহাইট।
* সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট স্কেল সমান তাপমাত্রা প্রদর্শন করে – 40° তাপমাত্রায়।
* পরম শূন্য তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন - শুন্য।
* পরম শুন্য তাপমাত্রা সমান - -২৭৩° সেন্টিগ্রেড বা 0° K
* রান্নার হাড়িপাতিল এলুমিনিয়াম হওয়ার কারন – এতে দ্রুত তাপ সঞ্চালিত হয়ে খাদ্যদ্রব্য তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়।
* তাপ সঞ্চালনের প্রক্রিয়া – তিনটি (পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরন)।
* যে পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ পরিবহন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি – কঠিন মাধ্যমে।
* তাপ সঞ্চালনের দ্রুততম প্রক্রিয়া - বিকিরণ।
* চুলার উপর রাখলে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী কেটলির হাতল গরম হয়, কারণ - তাপের পরিবহনের জন্য।
* তাপ পরিবাহকত্বের মান নির্ভর করে - পরিবাহকের উপাদানের উপর।
* আকাশ মেঘলা থাকলে শিশির পড়ে না, কারণ - মেঘ তাপরোধী পদার্থ বলে।
* আকাশ মেঘলা থাকলে গরম বেশি লাগে, কারণ - মেঘ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ তাপকে ওপরে যেতে বাধা দেয় বলে।
* মেঘাচ্ছন্ন আকাশে রাত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়, কারন - মেঘ মাটি থেকে বায়ুতে তাপ বিকিরণে বাধা দেয়।
* মাটির পাত্রে পানি ঠান্ডা থাকে কারন - মাটির পাত্র পানির বাষ্পীভবনের সাহায্য করে বলে।
* ফ্যান চালালে আমরা ঠান্ডা অনুভব করি, কারন - শরীর থেকে বাষ্পীভবনের হার বাড়িয়ে দেয়।
* ভিজা কাপড় গায়ে দেওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, কারণ - কাপড়ের পানি বাষ্পীভবনের সময় শরীর হতে তাপ গ্রহন করে।
* শীতকালে আমাদের দেশে ভিজা কাপড় দ্রুত শুকায় এবং গায়ের চামড়া বা ঠোঁট ফেটে যায় কারণ - আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকে বলে।
* তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কার্বনের রোধ - হ্রাস পায়।
* বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের তার ঝুলিয়ে রাখা হয়, কারণ - শীতকালে ঠান্ডায় তার সংকুচিত হয়।
* পুরু কাচের গ্লাসে গরম পানি রাখলে তা ফেটে যায় কারণ - গ্লাসের ভিতরে ও বাহিরে অসম আয়তন প্রসারণের জন্য।
* কালো বস্তুর তাপ বিকিরণ ও শোষণ করার ক্ষমতা - সবচেয়ে বেশি।
* সাদা বস্তুর তাপ বিকিরণ ও শোষণ করার ক্ষমতা - সবচেয়ে কম।
* শহরের রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ সাধারণত সাদা ছাতা ও সাদা জামা ব্যবহারের কারণ - তাপ বিকিরণ থেকে বাঁচার জন্য।
* থার্মোফ্লাস্ক - তিন স্তর বিশিষ্ট।
* চা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় - কালো রং এর কাপে।
* চা বেশিক্ষণ গরম থাকে - সাদা রং এর কাপে।
* টিনের ঘরে বেশি গরম লাগে কারন - টিন বেশি মাত্রায় তাপ বিকিরণ করে।
* মেঘলা রাতে - শিশির উৎপন্ন হয় না।
* সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ আসে - বিকিরণ পদ্ধতিতে।
* রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত হয় - ফ্রেয়ন ও অ্যামোনিয়া।
* প্রেসার কুকার তৈরীর মুলনীতি হলো – চাপে পানি বেশি তাপমাত্রায় ফোটে।
* প্রেসার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি হওয়ার কারণ – উচ্চ চাপে তরলের স্ফুটাংক বৃদ্ধি পায় বলে।
* প্রেসার কুকারে পানির স্ফুটাংক - বেশি।
* রেফ্রিজারেটরের হিমায়ক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয় - ফ্রেয়ন (সিএফসি)।
* রেফ্রিজারেটরের কনডেন্সারের কাজ – ফ্রেয়নকে বাষ্পে ঘনীভূত করা।
* রেফ্রিজারেটরের কমপ্রেসরের কাজ – ফ্রেয়নকে বাষ্পে পরিনত করা।
* পারমানবিক চুল্লীতে তাপ পরিবাহক/শীতলীকারক হিসেবে যে ধাতু ব্যবহৃত হয় সোডিয়াম/পারদ/লেড+বিসমাথ সংকর।
* সবচেয়ে কম তাপ পাওয়া যায় যে কয়লা পোড়ালে – পীট কয়লা
* অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে – খুব সরু ও নমনীয় কাঁচনল।

স্কেলের নাম	সংকেত	নিম্ন স্থিরাঙ্ক	উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক
সেলসিয়াস	C	0°	100°
ফারেনহাইট	F	32°	212°
কেলভিন	K	273°	373°

* তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের তুলনামূলক রাশিমালার সুত্র

$$\frac{C}{5} \quad \frac{F-32}{9} \quad \frac{K-273}{5}$$

* পানি ফোটে - ১০০°C তাপমাত্রায়।
* তাপ প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয় - বায়বীয় পদার্থ।
* তরল পদার্থের প্রসারন বলতে বোঝায় - দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্র প্রসারন।

* পাহাড়ের উপর রান্না করতে বেশি সময় লাগে, কারন - বায়ুর চাপ কম থাকে বলে।
* এভারেস্ট পর্বতের উপর পানি ফুটতে থাকে - ৭০° সে.উষ্ণতায়।
* এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা ২০° হতে ৩০° সেলসিয়াসে বৃদ্ধির জন্যে তাপের প্রয়োজন - ১০ ক্যালরি।
* উচ্চ পর্বতের চুড়ায় উঠলে নাক দিয়ে রক্তপাতের সম্ভবনা থাকে, কারন উচ্চ চুড়ায় - বায়ুর চাপ কম।
* ভূপৃষ্ঠ হতে উপরে উঠলে শরীর ফেটে রক্ত পড়ে বা শ্বাসকষ্ট হয়, কারন - উপরে বায়ুর চাপ কম।
* সমান তাপ দিলেও দুধ পানি অপেক্ষা আগে ফোটে, কারণ - দুধের তাপগ্রাহিতা বেশি।
* মাটির পাত্রে পানি ঠান্ডা থাকার কারণ – মাটির পাত্র পানির বাষ্পীভবনে সাহায্য করে।
* ঢাকনা পাত্রে পানির স্ফুটাঙ্ক – বাড়ে।
* শীতকালে ভিজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকানোর কারন – বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকে।
* কার্বুরেটর থাকে - পেট্রোল ইঞ্জিনে।
* জেট ইঞ্জিন এক ধরনের – রি-অ্যাকশন ইঞ্জিন।
* মোটর গাড়ির ইঞ্জিনকে ঠান্ডা রাখার জন্য পানি ব্যবহার করা হয়, কারণ - অনেক তাপ শোষণ করলেও পানির উষ্ণতা অল্প বৃদ্ধি পায়।
* রেল লাইনের ফিস প্লেট - দুটি রেল লাইনকে সংযুক্ত করে।
* শীতে শরীর কাপে কারন - শরীরের তাপের চেয়ে বাহিরের তাপ কম বলে।
* একটি বদ্ধ ঘরে একটি চালু ফ্রিজের দরজা খুলে রাখলে ঘরের তাপমাত্রা - অপরিবর্তিত থাকবে।

স্ফুটাংক	যে তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট চাপে কোন তরল পদার্থে স্ফুটন সংঘটিত হয় অর্থাৎ তরল ফুটতে থাকে, তাকে স্ফুটাংক বলে।
পুনঃশিলীভবন	চাপ প্রয়োগের ফলে কঠিন বস্তু গলে যাওয়া এবং চাপ প্রত্যাহারে আবার কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াকে পুনঃশিলীভবন বলে।
বহির্দহ ইঞ্জিন	যে ইঞ্জিনে জ্বালানির দহন ক্রিয়া ইঞ্জিনের মুল অংশের বাইরে ঘটে। যেমনঃ বাষ্পীয় ইঞ্জিন।
অন্তর্দহ ইঞ্জিন	যে ইঞ্জিনে জ্বালানির দহন ক্রিয়া ইঞ্জিনের মুল অংশের ভিতরে ঘটে। যেমনঃ পেট্রোল ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন।

আলো

* আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় - ৩ লক্ষ কিলোমিটার বা ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল।
* বায়ুতে বা শূন্যস্থানে প্রতি সেকেন্ডে আলোর গতি - ৩×১০⁸ মিটার।
* আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবর্তক - প্ল্যাঙ্ক।
* সর্বাপেক্ষা ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ হচ্ছে - গামা রশ্মি।
* রঙিন টেলিভিশন হতে ক্ষতিকর যে রশ্মি বের হয় - ক্ষতিকর গামা রশ্মি।
* রাডারে যে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় তার নাম - মাইক্রোওয়েভ।
* বাংলাদেশে টিভি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অডিও সিগন্যাল পাঠানো হয় - ফ্রিকুয়েন্সী মডুলেশন করে।
* যে আলোক তরঙ্গে মানুষ দেখতে পায় – ৪০০ থেকে ৭০০ nm.
* মধ্য রশ্মি বলা হয় – হলুদ রশ্মিকে।
* রংধনু সৃষ্টির সময় পানির কণাগুলো কাজ করে – প্রিজমের মত।
* আকাশে রং ধনু সৃষ্টির কারন - বৃষ্টির কণা।
* রংধনুতে রং থাকে - ৭টি (বেনীআসহকলা- বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কালো ও লাল)।
* রং ধনুর সাতটি রঙের মধ্যে মধ্যম রং - সবুজ।
* রংধনুতে হলুদ রঙের পাশের দুটি রং - সবুজ ও কমলা।
* সাদা আলো যে তিনটি রঙের মিশ্রন - লাল, আকাশী ও সবুজ।
* কোন বস্তু যখন সমস্ত আলো শোষণ করে তখন তাকে - কাল দেখায়।
* পানিতে নৌকার বৈঠা বাঁকা দেখা যাওয়ার কারণ – আলোর প্রতিসরনের জন্য।
* পানিতে একটি কাঠি ডুবিয়ে রাখলে তা বাঁকা দেখা যায় - আলোর প্রতিসরণের জন্য।
* চাঁদ দিগন্তের কাছে অনেক বড় দেখায়, কারন - বায়ুমন্ডলীয় প্রতিসরণ।
* অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে - খুব সরু এবং নমনীয় কাচ তন্তুর আলোক নল।
* আলোর প্রতিসরণ সবচেয়ে বেশি - বেগুনী আলোর।
* আলোর প্রতিসরণ সবচেয়ে কম - লাল আলোর।
* লাল আলোতে সবুজ ফুলকে দেখায় – কালো।
* সবুজ আলোতে একটি হলুদ রঙের বস্তুকে দেখাবে - কালো।
* লাল ফুলকে সবুজ আলোতে দেখাবে - কালো।
* হলুদ ফুলকে নীল কাচের মধ্য দিয়ে দেখলে - কালো দেখায়।
* লাল আলোতে নীল রঙের বস্তু - কালো দেখায়।
* আলোর বর্ণ নির্ধারন করে - তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।

CS CamScanner

* প্রিজমে পতিত আলো সাধারণত - প্রতিসরিত হয়।
* হীরা আধারে চকচক করে - উচ্চ প্রতিসরাঙ্কের কারণে অভ্যন্তরীণভাবে আলোর প্রতিফলন ঘটে।
* তিনটি মুখ্য বর্ণ – আসমানী বা নীল, সবুজ, লাল (আসল)।
* মৌলিক রং/রঙ্গিন টেলিভিশন তৈরীতে ব্যবহৃত হয় – আসমানী বা নীল, সবুজ, লাল (আসল)।
* যে মসৃনতলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তার নাম – দর্পণ।
* সূর্য থেকে যে ভিটামিন পাওয়া যায় – ভিটামিন 'ডি'।
* সূর্য থেকে যে বিকীর্ণ তাপ আসে তাকে বলে – অবলোহিত রশ্মি।
* হীরক উজ্জ্বল দেখার কারন – আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীন প্রতিফলন হয় বলে।
* মরীচিকার কোন ঘটনা ঘটে – আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীন প্রতিফলন।
* স্টিমারের সার্চ লাইটে যে দর্পণ ব্যবহার করা হয় – অবতল।
* আয়নার পিছনে যে ধাতু ব্যবহৃত হয় – রৌপ্য।
* তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি – লাল আলোর।
* তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম – বেগুনী আলোর।
* পেরিস্কোপ যে নীতির উপর তৈরী হয় – প্রতিফলন ও ব্যতিচার।
* আকাশ নীল দেখানোর কারণ – নীল আলোর বিক্ষেপন অপেক্ষাকৃত বেশি বলে।
* সমুদ্র নীল দেখার কারন – আপতিত সূর্যরশ্মির প্রতিসরণ।
* গোধুলির কারন হল – বিক্ষেপণ।
* মানব চোখের লেন্স - উভ-উত্তল/দ্বি-উত্তল।
* লাল আলোর বিচ্যুতি - কম।
* বেগুনী আলোর বিচ্যুতি - বেশি।
* বিপদ সংকেতের জন্য সর্বদা লাল আলো ব্যবহার করা হয় কারন - লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সর্বাধিক।
* সূর্যাস্তের সময় আমরা সূর্যকে লাল দেখি কারণ - লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি।
* সিনেমাস্কোপ প্রজেক্টারে ব্যবহৃত হয় - অবতল লেন্স।
* দিনের বেলায় গাছের পাতা সবুজ দেখায়, কারন - পাতার ক্লোরোফিল সবুজ বাদে সকল বর্ণকে শোষণ করে।
* ছবি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে গঠিত চূড়ান্ত বিম্ব হয় - উল্টো ও বিবর্ধিত।
* রাতের বেলায় বিড়াল ও কুকুরের চোখ জ্বলজ্বল করে, কারন কুকুর ও বিড়ালের চোখে - টেপেটাম নামক রঞ্জক কোষ থাকে।
* শহরের রাস্তায় ট্রাফিক লাইট যে ক্রম অনুসারে জ্বলে - লাল-হলুদ-সবুজ-হলুদ-লাল।

দর্পনের নাম	দর্পনের ব্যবহার
সমতল দর্পন	দর্শকের চেহারা দেখা, সরল পেরিস্কোপ তৈরী।
অবতল দর্পন	রুপ চর্চা ও দাঁড়ি কাটা; স্টিমারের সার্চ লাইটের প্রতিফলক হিসেবে; চিকিৎসক কর্তৃক নাক, কান ও গলা পর্যবেক্ষণ; দন্তো-দূরবীক্ষণে।
উত্তল দর্পণ	পিছনের যানবাহন বা পথচারী দেখার জন্য গাড়িতে: মোটর গাড়ির হেডলাইট বা রাস্তার লাইটে প্রতিফলন হিসেবে।

বিদ্যুৎ

* বাসা বাড়ীতে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের ফ্রিকোয়েন্সি হলো – ৫০ হার্জ।
* ডায়োড সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় – রেক্টিফায়ার হিসেবে।
* ব্যাটারি থেকে যে ধরনের কারেন্ট বা বিদ্যুৎ পাওয়া যায় – ডিসি।
* এসি কারেন্টের বৈশিষ্ট্য হলো – সময়ের সাথে দিক পরিবর্তন করে।
* বাংলাদেশের বাসা বাড়িতে বিদ্যুতের সাপ্লাই ভোল্টেজ হচ্ছে – ২২০ ভোল্ট এসি।
* রোধ হচ্ছে – পরিবাহকের যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বিঘ্ন হয়।
* একটি মোটা তারের রোধ একটি চিকন তারের রোধের তুলনায় – কম।
* বৈদ্যুতিক পাখা ধীরে ধীরে ঘুরলে বিদ্যুৎ খরচ – একই হয়।
* ফিউজ হচ্ছে – নিম্ন গলনাঙ্ক বিশিষ্ট ছোট সরু তার যা বর্তনীতে শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করা হয়।
* ফিউজ তৈরী করা হয় – টিন (২৫%) ও সীসা (৭৫%) দিয়ে।
* বিদ্যুৎবাহী তারে পাখি বসলে সাধারনত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট না হওয়ার কারন – বর্তনী সম্পূর্ন না হওয়ায় পাখির ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় না/মাটির সাথে সংযোগ হয় না।
* এমপ্লিফায়ার/বিবর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হয় – ট্রানজিস্টার ডিভাইস।
* সেমি কন্ডাকটর হিসেবে ব্যবহৃত হয় – জারমেনিয়াম/সিলিকন।
* যে যন্ত্রের সাহায্যে পরবর্তী উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভবে ও নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে রূপান্তরিত করা যায় তার নাম – ট্রান্সফরমার।
* আকাশে বিজলী চমকায় – মেঘের অসংখ্য পানি ও বরফ কনার মধ্যে চার্জ সঞ্চিত হয় বলে।
* টেলিফোন লাইনের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয় – তড়িৎ শক্তি।
* বজ্রপাতের সময় থাকা উচিত – গুহার ভিতর বা মাটিতে শুয়ে।
* থ্রি পিন প্লাগে অপেক্ষাকৃত লম্বা ও মোটা পিনটির নাম – আর্থপিন।
* বিদ্যুৎ বিলের হিসাব করা হয় – কিলোওয়াট আওয়ার দিয়ে।
* আবাসিক বাড়ির বর্তনীতে সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা হয় - অতি মাত্রায় বিদ্যুৎ প্রবাহজনিত দুর্ঘটনা রোধের উদ্দেশ্যে।
* বৈদ্যুতিক বর্তনীতে শর্ট সার্কিট জনিত গতিরোধ করার জন্য যে ফিউজ ব্যবহার করা হয়, তা হলো - ছোট সরু তার।
* বৈদ্যুতিক মটর এমন একটি যন্ত্রকৌশল যা - তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

* যে যন্ত্র তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে বলে - মোটর।
* হঠাৎ বিদ্যুৎ শক্তি যাওয়াকে বলে - ব্ল্যাক আউট।
* আমরা বিদ্যুৎ লাইন থেকে রেডিও চালাতে যে অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করি তা - এসি ভোল্টেজকে ডিসি ভোল্টেজে রূপান্তরিত করে।
* উচ্চতর ভোল্ট থেকে নিম্নতর ভোল্ট পাওয়া যায় - স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফরমারের সাহায্যে।

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স

* ডায়োড সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় - রেক্টিফায়ার হিসেবে।
* ডিজিটাল ঘড়ি বা ক্যালকুলেটরে কালচে অনুজ্জ্বল যে লেখা ফুটে ওঠে তা তৈরী - সিলিকন চিপ দিয়ে।
* অধিকাংশ ফটোকপি মেশিন কাজ করে – পোলারায়েড ফটোগ্রাফি পদ্ধতিতে।
* ফটোকপি মেশিনে যে মৌলিক ধাতুটি ব্যবহৃত হয় – সেলিনিয়াম।
* এনালগ কমিউনিকেশনের চেয়ে ডিজিটাল কমিউনিকেশনের বড় সুবিধা - ডিজিটাল কমিউনিকেশনে অনেক দুর পর্যন্ত সিগন্যাল ঠিকমত পৌছানো যায়।
* ইলেকট্রনিক্সের শুরু হয় - ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের সময় থেকে।
* ইন্টিগ্রেটেড ইলেকট্রনিক্স বর্তনী হলো - ছোট এক টুকরা সিলিকনের টুকরার উপর তৈরী অতি ক্ষুদ্র বর্তনী।
* আধুনিক কম্পিউটারের দ্রুত অগ্রগতির মূলে রয়েছে - ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট।
* সাধারণত ট্রানজিস্টরের কাজ - বিবর্ধক হিসেবে।
* সিলিকনের ব্যবহার বেশি হয় - ইলেকট্রনিক শিল্পে।
* টেলিভিশনে ছবি প্রেরণের সময় ছবিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয় - স্ক্যানিং পদ্ধতিতে।
* তড়িৎ প্রবাহকে একমুখী করা যায় অর্থাৎ এসিকে ডিসি করা যায় - রেক্টিফায়ার এর সাহায্যে।
* ব্ল্যাক বক্স যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় – বিমানে।
* রিমোট সেন্সিং বা দুর অনুধাবন বলতে বিশেষভাবে বুঝায় - উপগ্রহের সাহায্যে দুর থেকে ভূমণ্ডলের অবলোকন।
* বিগব্যাঙ্গ তত্ত্বের প্রবক্তা – জি.ল্যামেটার।
* মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কারক - হেস।
* বিগ ব্যাং তত্ত্বের আধুনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন - স্টিফেন হকিং।
* সবচেয়ে শক্তিশালী সৌরচুল্লী তৈরী করা হয়েছে - যুক্তরাষ্ট্রে।
* জীবজগতের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর রশ্মি - গামা রশ্মি।
* ফিউশন প্রক্রিয়ায় - একাধিক পরমাণু যুক্ত হয়ে নতুন পরমাণু গঠন করে।
* মানুষ মরে কিন্তু দালান ও স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি হয় না - নাপাম বোমায়।
* ফিউশন পদ্ধতিতে তৈরীকৃত বোমার নাম - হাইড্রোজেন বোমা।
* টিউমার, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় - গামা রশ্মি।
* থিওরি অব রিলেটিভিটি'র প্রণেতা - আলবার্ট আইনস্টাইন।
* ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত গামা বিকিরণের উৎস - আইসোটোপ।
* লেজার রশ্মি আবিষ্কার করেন - মাইম্যান ১৯৬০ সালে।
* আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থায় ধাতু নির্মিত অক্ষরের প্রয়োজন ফুরাইবার বড় কারন - ফটো লিথোগ্রাফী।
* ক্যাপাসিটারের প্রধান কাজ - শক্তি সংরক্ষণ করা।
* দুরবর্তী স্থানে ছবি ও লেখা পাঠানোর ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার নাম - ফ্যাক্স।
* পিকচার ইলিমেন্টের সংক্ষিপ্ত রূপ - পিকসেল।
* যে ইলেকট্রনিক বর্তনী পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহকে সরল একদিক প্রবাহী বিদ্যুৎ প্রবাহে পরিণত করে তাকে বলে - রেক্টিফায়ার।
* ফিশন প্রক্রিয়ায় প্রচন্ড শক্তি উৎপাদিত হয় - এটম বোমা।
* সূর্যে শক্তি তৈরী হচ্ছে - পারমাণবিক শক্তি প্রক্রিয়ায়।
* সূর্যের পারমাণবিক বিকিরণের মূল উৎস হলো - হাল্কা পরমাণুর ফিউশন পদ্ধতি।
* $E = mc^2$ সূত্রের আবিষ্কারক - আলবার্ট আইনস্টাইন।
* সৌরকোষে ব্যবহৃত হয় - সোডিয়াম।
* সৌরকোষের বিদ্যুৎ রাতেও ব্যবহার করা সম্ভব যদি এতে থাকে - স্টোরেজ ব্যাটারী।

বিবিধ

* বায়োগ্যাস প্লান্টে গোবর ও পানির অনুপাত – ১:২।
* বায়োগ্যাস হচ্ছে – গরু-মহিষ ইত্যাদি গবাদিপশুর মলমূত্র কাজে লাগিয়ে যে গ্যাস প্রস্তুত করা হয়।
* টেপ রেকর্ডারের প্লাস্টিকের ফিতায় – ক্রোমিয়াম অক্সাইড এর প্রলেপ থাকে।
* প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান – মিথেন।
* সিলিন্ডারে করে যে গ্যাস বিক্রি করা হয় – বিউটেন।
* পীট কয়লা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – ভিজা ও নরম।
* জীবাশ্ম জ্বালানি হচ্ছে – জীবদেহ মাটির নিচে চাপা পড়ে লক্ষ লক্ষ বছর পর তা জ্বালানিতে (কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস) রূপান্তরিত হয়।
* জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuel) এর উদাহরণ– কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস।
* প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমান - ৮০ থেকে ৯০ ভাগ।

CS CamScanner

* তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান জ্বালানি - কয়লা।
* পেট্রোলের অপর নাম - গ্যাসোলিন।
* বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জ্বালানি - কয়লা।
* কয়লা - তিন প্রকার (অ্যান্থ্রাসাইট, বিটুমিনাস ও পীট কয়লা)।
* পীট কয়লা পোড়ালে - সবচেয়ে কম তাপ পাওয়া যায়।
* আমাদের দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমান - ৯৫ থেকে ৯৯%।
* পারমানবিক বোমার আবিষ্কারক - ওপেন হেইমার।
* এটম বোমার আবিষ্কারক - অটোহ্যান।
* বায়োগ্যাস তৈরীর পর যে অবশিষ্টাংশ থাকে তা - সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
* প্রাণীর মলমূত্র থেকে ব্যাকটেরিয়ার ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় - মিথেন।
* বায়োগ্যাসের যে উপাদান জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয় - মিথেন।
* বায়োগ্যাসের প্রধান কাচামাল - গোবর ও পানি।
* সর্বশেষ যে অপ্রচলিত শক্তিকে মানুষ কাজে লাগাচ্ছে - সৌরশক্তি।
* পেট্রোলিয়াম থেকে পাওয়া যায় - প্যারাফিন।
* রাস্তা বা ছাদের আবরণ হিসাবে ব্যবহৃত পিচ তৈরী হয় - পেট্রোলিয়ামের অবশেষ থেকে।
* পেট্রোলের বা কেরোসিনে আগুন পানি ঢেলে নিভানো যায় না কারন - পেট্রোল বা কেরোসিন পানির চেয়ে হালকা।
* চলন্ত বাস হঠাৎ ব্রেক করলে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুকে পড়ার কারণ হল - গতি জড়তা।
* হালকা বস্তুর গতিশক্তি ভারি বস্তুর গতিশক্তির চেয়ে - বেশি।
* ক্যালসিয়াম ধাতুর শিখা পরীক্ষার মাধ্যমে যে রং ধারন করে - ইটের ন্যায় লাল বর্ণ।

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	সাল	দেশ
টেলিভিশন	জন.এল বেয়ার্ড	১৯২৬	যুক্তরাষ্ট্র
আপেক্ষিক তত্ত্ব	আইনস্টাইন	১৯০৫	জার্মানি
কম্পিউটার	হাওয়ার্ড আইকেন	১৯৩৯	যুক্তরাষ্ট্র
ডিনামাইট	আলফ্রেড নোবেল	১৮৬২	সুইডেন
ডিজেল ইঞ্জিন	রুডলফ ডিজেল	১৮৯৫	জার্মানি
পেট্রোল ইঞ্জিন	নিকোলাস অটো	১৮৭৬	জার্মানি
রেলওয়ে ইঞ্জিন	স্টিফেনসন	১৮২৫	যুক্তরাজ্য
বৈদ্যুতিক বাতি ও ফনোগ্রাফ	টমাস আলভা এডিসন	১৮৭৮	যুক্তরাষ্ট্র
এক্সরে	রন্টজেন	১৮৯৫	জার্মানি
লেজার	টি এইচ মাইম্যান	১৯৬০	যুক্তরাষ্ট্র
পারমানবিক বোমা	রবার্ট ওপেন হেইমার	১৯৪৫	যুক্তরাষ্ট্র
চলচ্চিত্র যন্ত্র	টমাস আলভা এডিসন	১৮৯৩	যুক্তরাষ্ট্র
হেলিকপ্টার	ইগার সিকরস্কি	১৯৩৯	যুক্তরাষ্ট্র
রেডিও	জি মার্কনি	১৮৯৪	ইতালি
ডায়নামো	মাইকেল ফ্যারাডে	১৮৩১	যুক্তরাজ্য
রেফ্রিজারেটর	জেমস হ্যারিসন	১৮৫১	যুক্তরাষ্ট্র
বাষ্পচালিত ইঞ্জিন	জেমস ওয়াট	১৭৬৯	স্কটল্যান্ড
বিদ্যুৎ	উইলিয়াম গিলবার্ট	১৫৭০	যুক্তরাজ্য
টেলিফোন ও মাইক্রোফোন	আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল	১৮৭৬	যুক্তরাষ্ট্র
ইলেকট্রন	জোসেফ জন থমসন	১৮৯৭	ইংল্যান্ড

বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এবং এদের ব্যবহার

যন্ত্রের নাম	ব্যবহার
অলটিমিটার	উচ্চতা নির্ণায়ক যন্ত্র
কম্পাস	দিক নির্ণায়ক যন্ত্র
ক্যালরিমিটার	উত্তাপ পরিমাপক যন্ত্র
ক্রোনোমিটার	সমুদ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয়ক যন্ত্র বা সূক্ষ্মভাবে সময় পরিমাপক করার যন্ত্র
কার্ডিওগ্রাফ	হৃদপিন্ডর গতি নির্ণায়ক যন্ত্র
টেলিস্কোপ	দূরবর্তী জিনিস বা বস্তু দেখার যন্ত্র
ট্যাকোমিটার	উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র
থার্মোমিটার	তাপ পরিমাপক যন্ত্র
ফ্যাদোমিটার	সমুদ্রের গভীরতা নির্ণায়ক যন্ত্র
ব্যারোমিটার	বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র
ল্যাকটোমিটার	দুধের বিশুদ্ধতা নির্ণায়ক যন্ত্র
সিসমোগ্রাফ	ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্র
স্ফিগমোম্যানোমিটার	রক্তচাপ নির্ণায়ক যন্ত্র
রেইন গজ	বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র
মাইক্রোস্কোপ	ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎ দেখার যন্ত্র
ডায়নামো/জেনারেটর	যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করার যন্ত্র
হাইগ্রোমিটার	বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র
ইনকিউবেটর	ডিম ফুটানোর যন্ত্র
সেক্সট্যান্ট	সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র
হাইড্রোমিটার	তরলের আপেক্ষিক ঘনত্ব পরিমাপক যন্ত্র
অডিও মিটার	শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক যন্ত্র
ম্যানোমিটার	গ্যাসের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র
অ্যানিমোমিটার	বায়ুর গতিবেগ ও শক্তি পরিমাপক যন্ত্র
রিখটার স্কেল	ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার যন্ত্র
অ্যামিটার	বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপক যন্ত্র
ক্রেসকোগ্রাফ	উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ণায়ক যন্ত্র
সিসমোমিটার	ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্র
ড্রেজার	পানির নিচে মাটি কাটার যন্ত্র
জাইরোকম্পাস	জাহাজের দিক নির্ণায়ক যন্ত্র
গ্যালভানোমিটার	ক্ষুদ্র মাপের বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্ণায়ক যন্ত্র
ওডোমিটার	মোটর গাড়ির গতি নির্ণায়ক যন্ত্র
পেরিস্কোপ	সাবমেরিন থেকে সমুদ্রের ওপরের জাহাজ দেখার যন্ত্র

রাশি ও তার পরিমাপ

রাশি	একক (এস আই)	রাশি	একক (এস আই)
বল	নিউটন	তড়িৎ বিভব	ভোল্ট
শক্তি/কাজ/তাপ	জুল	রোধ	ওহম
ক্ষমতা	ওয়াট	কম্পাঙ্ক	হার্জ
তড়িৎ প্রবাহ	অ্যাম্পিয়ার	ভর	কিলোগ্রাম
দৈর্ঘ্য	মিটার	সময়	সেকেন্ড
আয়তন	ঘনমিটার	চাপ	প্যাসকেল
তাপমাত্রা	কেলভিন	সরণ	মিটার
ক্ষেত্রফল	মিটার^2	ত্বরণ	মিটার/সেকেন্ড^2

রসায়ন বিজ্ঞান

* যে মৌলের যৌগের সংখ্যা বেশি - কার্বন।
* যে মৌলের ক্যাটেনেশন ধর্ম বেশি দেখা যায় - কার্বন, সালফার ও সিলিকন।

মিশ্রণ	দুই বা ততোধিক পদার্থকে যে কোন অনুপাতে একত্রে মিশালে যদি তারা নিজ নিজ ধর্ম বজায় রেখে পাশাপাশি অবস্থান করে। (উদাঃ বায়ু)
যৌগ বা যৌগিক পদার্থ	যে বস্তুকে রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় (উদাঃ চিনি, শর্করা, পানি, লবণ, ইস্পাত, ব্রোঞ্জ, কার্বন ডাই অক্সাইড)।
মৌল বা মৌলিক পদার্থ	যে বস্তুকে রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করে অন্য কোন সরল বস্তুতে রূপান্তরিত করা যায় না (উদাঃ হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সোনা, তামা, লোহা, নিকেল)।

* কাঁচ তৈরীর প্রধান কাঁচামাল - বালি।
* সিমেন্ট তৈরীর প্রধান কাঁচামাল - জিপসাম।
* সেভিং সাবান এর সংকেত - KOH_2 + স্টিয়ারিক এসিড।
* সংকর ধাতু পিতলের (ব্রাস) উপাদান হল - তামা ও দস্তা।
* সংকর ধাতু ব্রোঞ্জের (কাসা) উপাদান - কপার ও টিন।
* সবচেয়ে মুল্যবান ধাতু হল - প্লাটিনাম।
* রাজ অম্ল এর রাসায়নিক সংকেত - গাঢ় নাইট্রিক এসিড ও গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিড (১:৩)।
* সবচেয়ে হালকা ধাতু হল - লিথিয়াম।
* সবচেয়ে ভারী তরল পদার্থ - পারদ।
* যে ধাতু স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল থাকে - পারদ ও সিজিয়াম।
* যে মৌলিক অধাতু সাধারন তাপমাত্রায় তরল থাকে - ব্রোমিন।
* যে ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা সবচেয়ে বেশি - তামা।
* যে ধাতুর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি - লোহা।
* মানুষ প্রথম যে ধাতুর ব্যবহার শেখে - এলুমিনিয়াম।
* ভূ-পৃষ্ঠে সবচেয়ে বেশি পরিমানে আছে - অ্যালুমিনিয়াম ধাতু।
* প্রকৃতিতে সবচেয়ে শক্ত পদার্থ হচ্ছে - হীরক।
* কাঁচ কাটতে ব্যবহৃত হয় - হীরক।

মুল নাম	অপর নাম	মুল নাম	অপর নাম
লেড	সীসা	জিঙ্ক	দস্তা
কপার	তামা	পারদ	মারকারী
কাদুনে গ্যাস	ক্লোরোপিক্রিন		

* কোন ডুবন্ত বস্তুর ওজন সমআয়তনের তরলের ওজনের - বেশি।

CamScanner

* গ্যালভেনাইজিং হল – লোহার উপর দস্তার প্রলেপ।
* ইলেক্ট্রোপ্লেটিং হচ্ছে – তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে একটি ধাতুর উপর অন্য ধাতুর পাতলা প্রলেপ দেয়া।
* ড্রাই আইস/শুষ্ক বরফ হলো – হিমায়িত কঠিন অবস্থায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড।
* কার্বন হল – একটি বহুরূপী মৌল।
* স্টেইনলেস স্টীল তৈরীতে লোহার সাথে মেশানো হয় – কার্বন, নিকেল ও ক্রোমিয়াম।
* স্বর্ণের খাদ বের করতে ব্যবহার করা হয় – নাইট্রিক এসিড।
* রেক্টিফাইড স্পিরিট হল – ৯৫% ইথাইল অ্যালকোহল + ৫% পানি।
* টেস্টিং সল্ট এর রাসায়নিক সংকেত – মনো সোডিয়াম গ্লুটামেট।
* কাগজের প্রধান রাসায়নিক উপাদান – সেলুলোজ।
* সাবানের রাসায়নিক নাম – সোডিয়াম বা পটাশিয়াম স্টিয়ারেট।
* নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে তৈরী করা হয় – ইউরিয়া সার।
* টুথ পাউডারের প্রধান উপাদান হচ্ছে – চক পাউডার ও ট্রাই ক্যালসিয়াম ফসফেট।
* সাবান তৈরীর কাঁচামাল – চর্বি।
* সাবান তৈরীতে বাই প্রডাক্ট হিসেবে পাওয়া যায় – গ্লিসারিন।
* যে পদার্থের জন্য পচা ডিমের গন্ধ বের হয় – H_2S
* মৌলের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলে –, পরমাণু।
* অস্থায়ী মূল কণিকা – পাইওন, মিউওন, মেসন ও নিউট্রিনো।
* যে বস্তু অন্য কোন বস্তুর বিজারন ঘটায় ও নিজে জারিত হয় – বিজারক।
* অ্যাসবেস্টস হলো – অগ্নি নিরোধক খনিজ পদার্থ।
* বায়ুতে নাইট্রোজেনের শতকরা পরিমান – ৭৮%।
* ব্রোমিনের বর্ণ – লাল।
* বৃষ্টির পানিতে যে এসিড থাকতে পারে – নাইট্রিক এসিড।

নাম	সংকেত
কুইক লাইম	CaO
ব্লুভিট্রিয়ল	$CuSO_4 . 5H_2O$
ইপসম লবণ	$MgSO_4 . 7H_2O$
প্যারিস অফ প্লাস্টার	$(CaSO_4)_2 . 2H_2O$
সাধারণ লবন সংকেত	$NaCl$

* সাজিমাটি বলে – সোডিয়াম কার্বনেটকে।
* ওয়াশিং সোডা/কাপড় কাচার সোডা – আর্দ্র সোডিয়াম কার্বনেট।
* রোগীকে অজ্ঞান করার জন্য ব্যবহৃত হয় – N_2O
* প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সবচেয়ে ভারি মৌল – ইউরেনিয়াম।
* চিনির সরবত হচ্ছে – সমসত্ব মিশ্রন।
* পরমাণুর কেন্দ্র গঠিত – নিউট্রোন ও প্রোটন দিয়ে।

আইসোটোপ	যে সব নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা সমান নয় তাদেরকে আইসোটোপ বলে
আইসোটোন	পরমানুর নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন ও ভর সংখ্যা ভিন্ন।
আইসোবার	পরমানুর ভর সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন।
আইসোমার	পরমানুর পারমানবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা সমান কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ গঠন ভিন্ন।

* ইস্পাতে কার্বনের শতকরা পরিমান – ০.১ থেকে ১.৫%।
* ইস্পাত সাধারণ লোহা থেকে ভিন্ন হওয়ার কারন – সুনিয়ন্ত্রিত পরিমান কার্বন আছে বলে।
* বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ও হিটারে ব্যবহৃত হয় - নাইক্রোম তার (নিকেল+আয়রন+ক্রোমিয়াম)।
* বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্ট তৈরী হয় – টাংস্টেন ধাতু দিয়ে।
* সাধারন বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতরে যে গ্যাস থাকে – নাইট্রোজেন।
* ওয়াটার গ্যাসের উপাদানগুলো হলো - হাইড্রোজেন ও কার্বন মনো অক্সাইড।
* কলের পানিতে থাকে - ক্লোরিন, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, কোবাল্ট ইত্যাদি।
* যে গ্যাস নিজে জ্বলে কিন্তু অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে না - হাইড্রোজেন।
* যে গ্যাস নিজে জ্বলে এবং অন্যকেও জ্বলতে সাহায্য করে - অক্সিজেন।
* ফরমালিন হল ফরমালডিহাইডের – ৪০% জলীয় দ্রবন।
* যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসে আটটি ইলেকট্রন থাকে না – হিলিয়াম।
* রাসায়নিক অগ্নি নির্বাপক কাজ করে – অগ্নিতে অক্সিজেন সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।
* অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডারে থাকে - তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড
* এলুমিনিয়াম সালফেটকে চলতি বাংলায় বলা হয় – ফিটকিরি।
* যে স্থানে সলিড ফিনাইল ব্যবহার করা হয় – পায়খানায়, প্রস্রাবখানায়।
* পারমানবিক চুল্লীতে যে মৌল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় - ইউরেনিয়াম-২৩৫।
* পরম শূন্য তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন – শূন্য।
* সেলসিয়াস স্কেলে বরফের গলনাংক – শূন্য।
* ক্যালসিয়াম কার্বনেট পানিতে – অদ্রবনীয়।
* কাপড়ের কালির দাগ উঠানো যায় - সাইট্রিক এসিড/লেবুর রস দ্বারা।
* কাঠ হতে পাওয়া যায় - এসিটিক এসিড।
* কমলা লেবু হতে পাওয়া যায় - এসকরবিক এসিড।
* লেবুর রস হতে পাওয়া যায় – সাইট্রিক এসিড।

* টমাটোতে পাওয়া যায় – ম্যালিক এসিড।
* আমলকিতে পাওয়া যায় – অক্সালিক এসিড।
* আঙুর/তেঁতুল হতে পাওয়া যায় – টারটারিক এসিড।
* পাকা কলায় থাকে – অ্যামাইল/অকটাইল অ্যাসিটেট।
* পাকা আনারসে থাকে – ইথাইল বিউটারেট।
* নাশপাতিতে থাকে – ৩-মিথাইল বিউটাইল ইথানয়েট।
* কোলেস্টেরল এক ধরনের - অসম্পৃক্ত এলকোহল।
* স্যাকারিন প্রস্তুত করা হয় - টলুইন থেকে।
* খর পানি হচ্ছে - যে পানিতে সাবানের ফেনা হয় না।
* যদি কোন যৌগের জলীয় দ্রবন নীল লিটমাসকে লাল করে তাহলে সেটি হল – এসিড।
* দিয়াশলায়ের বারুদ তৈরী – শ্বেত ফসফরাস দিয়ে।
* যে মৌলের পরমানুতে নিউট্রন নেই – হাইড্রোজেন।
* বোরণ ও জারকোনিয়াম মৌল দুটি যে ভাষা থেকে এসেছে – আরবী।
* ক্যালসিয়াম ধাতুর শিখা পরীক্ষার মাধ্যমে যে রং ধারন করে – ইটের ন্যায় লাল বর্ণ।
* প্রানীর মলমূত্র থেকে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে গাজন প্রক্রিয়ায় তৈরী হয় – মিথেন।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান

শৈবালের বৈশিষ্ট্য

✓ এরা স্বভোজী
✓ সুকেন্দ্রিক
✓ এককোষী বা বহুকোষী
✓ পরিবহন টিস্যু নেই
✓ ক্লোরোফিল আছে
✓ মূল, কান্ড, পাতা নেই।

* উদ্ভিদ অভিস্রবণ পদ্ধতিতে – পানি গ্রহণ করে।
* উদ্ভিদ প্রস্বেদন পদ্ধতিতে – পানি বর্জন করে।
* গাছের বয়স নির্ণয় করা হয় – কান্ডের বলয় দেখে।
* চা/কফি/তামাক প্রক্রিয়াকরনে যে অনুজীবের ভূমিকা – ব্যাকটেরিয়া।
* বাতাস হতে যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া সরাসরি নাইট্রোজেন ধরে রাখতে সহায়তা করে – রাইজোবিয়াম/এজোটোব্যাক্টার।
* যে গাছের পাতা থেকে গাছ জন্মায় – পাথর কুচি।
* ধান গাছের ক্রোমোজোম আছে – ২৪টি।

পুষ্টি উপাদানের নাম	অভাব জনিত লক্ষণ
নাইট্রোজেন	পাতা হলুদ বা পীত বর্ন ধারণ করে।
ম্যাগনেশিয়াম	বয়স্ক পাতা প্রথমে হলুদ হয়। পাতার দুটি শিরার মধ্যবর্তী অঞ্চল হলুদ হয়। পাতায় মৃত অঞ্চলের সৃষ্টি হয়।
আয়রণ	প্রথমে কচি পাতার রং হালকা হয়ে যায় তবে সরু শিরার মধ্যবর্তী স্থানেই প্রথমে হালকা হয়। কখনও কখনও সম্পূর্ণ পাতা বিবর্ণ হয়। পাতা পতন ধরে
পটাশিয়াম	পাতার শীর্ষ ও কিনারা হলুদ হয় এবং মৃত অঞ্চলের সৃষ্টি হয়।

* ফার্ণ বর্গীয় উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা – ১২৬০টি (সবচেয়ে বেশি)।
* উদ্ভিদের খাদ্য তৈরী হয় – পাতায়।
* কচুরীপানা পানিতে ভাসার কারণ – কান্ড ফাঁপা।
* শীত গ্রীষ্মের পূর্বে গাছের পাতা ঝরে যায়- প্রস্বেদন কমাতে।
* উদ্ভিদ কোষ থেকে বাষ্পাকারে পানি বের হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে - প্রস্বেদন।
* গাছের পাতা সূর্যের প্রখর বা তীব্র উত্তাপেও গরম হয় না – প্রস্বেদনের কারনে।

CS CamScanner

অপুষ্পক উদ্ভিদ	যেসব উদ্ভিদের কখনো ফুল হয় না। যেমনঃ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, স্পাইরোগাইরা, ক্লোরেলা, ছত্রাক, মিউকর, রিকশিয়া, মার্কেনশিয়া, ঢেঁকি শাক, এগারিকাস, নস্টক প্রভৃতি।
সপুষ্পক উদ্ভিদ	যেসব উদ্ভিদের ফুল হয়। যেমন ঃ আম, জাম, লিচু, আখ, গম, সাইকাস, পাইনাস, নারিকেল, ভুট্টা, পেয়ার, শিমুল ইত্যাদি।
একবীজপত্রী উদ্ভিদ	যেসব উদ্ভিদের ফলে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে তাকে একবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে। যেমনঃ খেজুর, বরই, নারিকেল, ধান, গম, তাল, সুপারি প্রভৃতি।
দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ	যেসব উদ্ভিদের ফলে একাধিক বীজপত্র থাকে তাকে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে। যেমন ঃ আম, কাঁঠাল, ভুট্টা, শীম প্রভৃতি।
ব্যাপন	একই তাপমাত্রা ও বায়ুমন্ডলীর চাপে কোন পদার্থের অধিক ঘন স্থান থেকে কম ঘন স্থানে বিস্তার লাভ করার প্রক্রিয়া।
প্রস্বেদন	উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য বায়বীয় অঙ্গ হতে জলীয়বাষ্প বের হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া।
শ্বসন	অক্সিজেন সহযোগে খাদ্যদ্রব্য জারিত হয়ে শক্তি ও কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করার প্রক্রিয়া।

* কলার চারা লাগানোর সময় পাতা কেটে ফেলা হয় – প্রস্বেদন রোধ করার জন্য।
* সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয় – লাল আলোতে।
* যে গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় – ইউক্যালিপটাস।
* ক্রোমোজমের মূল উপাদান – DNA
* শ্বসনে উদ্ভিদ বর্জন করে – CO_2
* শ্বসনে উদ্ভিদ গ্রহণ করে – O_2
* সেলুলোজ হল – পলিস্যাকারাইড।
* ইমবাইবেশন একটি – পানি শোষণ প্রক্রিয়া।
* ছত্রাক যে খাদ্য দেহে সঞ্চিত রাখে সে খাদ্যের নাম – গ্লাইকোজেন।
* সালোকসংশ্লেষণ এর প্রয়োজনীয় উপকরণ – ৪টি (আলো, পানি, ক্লোরোফিল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড)।
* সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তৈরী হয় – গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) নামক শর্করা।
* ভাইরাস একটি – কোষহীন জীব।
* ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন – লিয়েন হুক।
* পেনিসিলিয়াম হল – এক ধরনের মৃতজীবী ছত্রাক।
* ফুলের অত্যাবশ্যকীয় স্তবক – পুংস্তবক ও স্ত্রী স্তবক।
* ভাইরাস শব্দের অর্থ – বিষ।
* গাছের প্রাণ আছে বলে প্রমাণ করেন – স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।
* অন্ধকারে অংকুরিত হয় – গাঁদা ফুল।
* রোগ জীবাণু তত্ত্ব আবিষ্কার করে – লুই পাস্তুর।
* উদ্ভিদের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয় – কান্ডের অগ্রভাগে।
* সালোকসংশ্লেষণ সম্পন্ন হয় না – ক্লোরোফিল ছাড়া।
* উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক – থিওফ্রাস্টাস।
* সুগঠিত নিউক্লিয়াস বিহীন কোষকে বলা হয় – আদি কোষ।
* সুগঠিত নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষকে বলা হয় – প্রকৃত কোষ।
* কোষ আবিষ্কার করেন – রবার্ট হুক।
* মাটিতে নাইট্রোজেন ঘাটতি থাকলে গাছের পাতা যে রকম হয় – হলুদ।
* অবস্থান ও কাজ অনুযায়ী কোষ দুই প্রকার – দেহ কোষ ও জনন কোষ।
* কোষ হচ্ছে – জীবদেহের গঠন ও কাজের একক।
* জনন মাতৃকোষকে বলা হয় – হ্যাপ্লয়েড।
* দেহ কোষকে বলা হয় – ডিপ্লয়েড।
* একটি আদি কোষ প্রধানত গঠিত হয় – কোষ প্রাচীর ও প্রোটোপ্লাজম দিয়ে।
* প্লাস্টিড তিন প্রকার - ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও লিউকোপ্লাস্ট।
* মানুষের দেহ কোষে থাকে – ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম (২২ জোড়া অটোজম ও ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম)।
* সালোকসংশ্লেষনের পর্যায় দুটি - আলোক ও অন্ধকার পর্যায়।
* শ্বসন দুই প্রকার – সবাত ও অবাত শ্বসন।
* জমির লবনাক্ততা নিয়ন্ত্রন করা যায় – নিয়মিত পানি সেচের মাধ্যমে।
* কৃষি জমিতে প্রধানত চুন ব্যবহার করা হয় - মাটির অম্লতা হ্রাসের জন্য।
* যেটির অভাবে ফসলের পরিপক্কতা বিলম্বিত হয় - ফসফরাসের কারনে।
* পানি ধারন ক্ষমতা বেশি – এটেল মাটির।
* পানি ধারন ক্ষমতা নেই বললেই চলে – বেলে মাটির।
* অ্যানথ্রাক্স হচ্ছে – এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া।
* 'কম্পোষ্ট' হচ্ছে – এক প্রকার জৈব সার।
* 'অর্কিড' হচ্ছে – পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ।

* মূল হতে পাতায় খাদ্য যায় – জাইলেমের মাধ্যমে।
* পাতায় তৈরীকৃত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে ছড়াইতে সহায়তা করে – ফ্লোয়েম।
* ফল পাকানোর জন্য দায়ী – ইথিলিন।
* জীব সংরক্ষণ ও পচন নিবারনের জন্য ব্যবহৃত হয় – ফরমালিন।

কৃষি বিষয়ক পরিভাষা

এপিকালচার (Apiculture) → মৌমাছি চাষ।
পিসি কালচার (Pisciculture) → মৎস্য চাষ।
সেরিকালচার (Sericulture) → রেশম চাষ।
লাক্ষা কালচার (Lac culture) → লাক্ষা চাষ।
এভিকালচার (Aviculture) → পশু পাখি পালন সংক্রান্ত।
পার্ল কালচার (Pearl culture) → মুক্তা চাষ।
পোল্ট্রি (Poultry) → হাস-মুরগি চাষ।
পেস্টিসাইড (Pesticide) → বালাইনাশক।
ফানজিসাইড (Fungicide) → ছত্রাকনাশক।
ইনসেকটিসাইড (Insecticide) → কীটনাশক।
হার্বিসাইড/উইডিসাইড (Herbicide/weedicide) → আগাছা নাশক।

কৃষি সংক্রান্ত শব্দ সংক্ষেপ

BINA= Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture.
BARI = Bangladesh Agricultural Research Institute
BRRI = Bangladesh Rice Research Institute
BJRI = Bangladesh Jute Research Institute
BSRI= Bangladesh Sugercrop Research Institute
BWMRI= Bangladesh Wheat & Maize Research Institute
BARC = Bangladesh Agricultural Research Council
BTRI = Bangladesh Tea Research Institute
BLRI = Bangladesh Livestock Research Institute
BFRI = Bangladesh Fisheries Research Institute
DAE = Department of Agricultural Extension
SRDI = Soil Resources Developemnt Institute
BARD= Bangladesh Academy for Rural Development
RDA = Rural Development Academy
CDB = Cotton Development Board
GMO = Genetically Modified Organism
HYV = High Yielding Variety
HI = Harvest Index

প্রাণী বিজ্ঞান

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	সাল	দেশ
পেনিসিলিন	আলেকজান্ডার ফ্লেমিং	১৯২৮	ব্রিটেন
কলেরার জীবাণু	রবার্ট কচ	১৯৪০	জার্মানী
জলাতঙ্ক রোগের টিকা	লুই পাস্তুর	১৮৬০	ফ্রান্স
বংশ গতির সূত্র	গ্রেগর মেন্ডেল	১৮৬৫	অস্ট্রিয়া
পোলিও টিকা	জোনাস সক	১৯৫৪	যুক্তরাষ্ট্র
ম্যালেরিয়া জীবাণু	রোনাল্ড রস	-	ব্রিটেন

* লোহিত কনিকা ধ্বংস হয় – প্লীহায়।
* মাছ অক্সিজেন নেয় – পানির মধ্যে দ্রবীভূত বাতাস থেকে।
* রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রন করে – ইনসুলিন।
* সবচেয়ে বড় কোষ – উট পাখির ডিম।
* যে হরমোনের প্রভাবে মেয়েদের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায় – ইস্ট্রোজেন।
* বংশগতিবিদ্যার জনক – গ্রেগর জোহান মেন্ডেল।
* কোষের 'পাওয়ার হাউজ' বলা হয় – মাইটোকন্ড্রিয়াকে।
* বিলুরুবিন তৈরী হয় – প্লীহায়।
* জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে – ক্রোমোজোম।
* বাংলাদেশের একটি জীবন্ত জীবাশ্মের নাম – রাজ কাঁকড়া।
* মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম – *Homo sapiens*
* মানবদেহের দীর্ঘতম কোষের নাম – স্নায়ু কোষ।
* মানুষের রক্তের গ্রুপ – চারটি (A, B, AB, O)
* রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার করেন - ল্যান্ড স্টিনার।
* একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে রক্ত থাকে – ৪.৫ থেকে ৫ লিটার।
* যে গ্রুপের রক্ত সর্বজনীন গ্রহীতা – AB Group।
* যে গ্রুপের রক্ত সর্বজনীন দাতা – O Group।
* প্রতি মিনিটে মানুষের হৃৎপিন্ডের স্পন্দন হয় – ৭০ থেকে ৭২ বার।
* সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী হল – নীল তিমি।
* Adult cell ক্লোন করে যে ভেড়ার জন্ম হয়েছে তার নাম – ডলি।
* রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে – অনুচক্রিকা।
* প্রাকৃতিক লাঙ্গল/কৃষকের বন্ধু বলা হয় – কেঁচোকে।
* যে প্রাণী বেশি দিন বাঁচে – কচ্ছপ।
* চোখ মেলে ঘুমায় – মাছ।
* ম্যালেরিয়া শব্দের অর্থ – দুষিত বাতাস।
* বাদুড় রাতের বেলায় যে পদ্ধতিতে চলাফেরা করে – আল্ট্রাসনিক শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে।
* পেঁচা দিনে দেখতে পায় না কারণ – পেচার চোখে রডসের সংখ্যা বেশি কিন্তু কোনসের সংখ্যা কম।
* রক্ত হল এক ধরনের – যোজক কলা।
* রক্ত জমাট বাঁধতে কাজ করে – ১৩টি ফ্যাক্টর।

* যে প্রাণীর ধমনী-শিরা নেই – কেঁচো।
* কেঁচো শ্বসন কার্য চালায় - ত্বকের সাহায্যে।
* রক্ত রসে পানির পরিমান – ৯১ থেকে ৯২%।
* একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে – পেশী কোষে।
* রক্ত জমাট বাধার প্রক্রিয়াকে বলে – রক্ত তঞ্চন।
* তেলাপোকার রক্ত – বর্ণহীন।
* স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদাহরণ – তিমি, বাদুড়, ডলফিন, প্লাটিপাস, মানুষ, বাঘ, হাতি, হরিণ, খরগোশ, বানর, প্রভৃতি।
* ত্বকের সাহায্যে শ্বাস নেয় - সাপ।
* ছেলেদের স্পাইনাল কর্ডের দৈর্ঘ্য – ৪৫ সেমি বা ১৮ ইঞ্চি।
* মেয়েদের স্পাইনাল কর্ডের দৈর্ঘ্য – ৪৩ সেমি বা ১৭ ইঞ্চি।
* পাকস্থলীতে যে এসিড হয় তাকে বলে – অ্যামাইনো এসিড।
* যে প্রাণী শব্দ করতে পারে না – জিরাফ।

মানবদেহ

* বিষধর সাপ কামড়ালে ক্ষতস্থানে থাকে – পাশাপাশি দুটো দাঁতের দাগ।
* দুধের মধ্যে যে শর্করা থাকে তার নাম – ল্যাকটোজ।
* রক্ত ক্ষরনে বাধা প্রদান করে – Vitamin 'K'।
* মলা মাছে বেশি পরিমানে থাকে – Vitamin 'A'।
* হৃদযন্ত্রের সংকোচনকে বলে – সিস্টোল।
* হৃদপিন্ডের প্রসারনকে বলে – ডায়াস্টোল।
* মানুষের হৃদপিন্ডের ওজন– ৩০০ গ্রাম।
* মানবদেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি – যকৃত।
* মানবদেহের সর্ববৃহৎ কোষ– স্নায়ু কোষ।
* যে জারক রস পাকস্থলীতে দুগ্ধ জমাট বাঁধায় – রেনিন।
* একটি হৃদচক্রের গড় স্থিতি – ০.৮ সেকেন্ড।
* মানবদেহে মেরুদন্ডের অস্থি/কশেরুকার সংখ্যা – ৩৩টি।
* করোটিতে অস্থির সংখ্যা – ২৯টি।
* মানবদেহে মেরুদন্ডে বক্ষদেশীয় কশেরুকার সংখ্যা – ১২টি।
* মানবদেহে হাড়ের সংখ্যা – ২০৬টি।
* অধিক পরিমানে পটাশিয়াম পাওয়া যায় – ডাবের পানিতে।
* মানবদেহের সবচেয়ে ছোট কোষ– শ্বেতকণিকা।
* ব্যাঙের হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যা – ৩।
* স্তন্যপায়ী (মানুষ/কুমির) প্রাণীর হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যা – ৪।
* আরশোলা/তেলাপোকার হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যা – ১৩।
* স্নায়ুতন্ত্রের একক – নিউরন।
* বৃক্কের গঠন ও কাজের একক – নেফ্রন।
* এনজাইম তৈরী হয় – আমিষ দিয়ে।
* আমাদের দেহকোষ রক্ত থেকে গ্রহন করে – অক্সিজেন ও গ্লুকোজ।
* মানুষের মস্তিষ্কের ওজন – ১.৪ কেজি।
* সুস্থ মানব দেহের তাপমাত্রা – ৯৮.৪°F।
* পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির গড় নাড়ির স্পন্দন – ৭২ বার।
* মানব দেহে পানির পরিমান – ৬০% থেকে ৭০%।
* রক্তের pH - ৭.২ থেকে ৭.৪।
* রক্তের প্রধান কাজ - বর্জ্য পদার্থ বহন, খাদ্যের সারবস্তু বহন, হরমোন ও ভিটামিন পরিবহন।
* মানুষের রক্তে কণিকা আছে - ৩ ধরনের (১. লোহিত রক্তকণিকা, ২. শ্বেত রক্তকণিকা ও ৩. অণুচক্রিকা)
* গ্রন্থিরাজ বলা হয় – পিটুইটারিকে।
* রক্ত শূন্যতার নাম – লিউকোমিয়া।
* মানব দেহের সর্ববৃহৎ অঙ্গ হচ্ছে – ত্বক
* পুংজনন গ্রন্থিতে পাওয়া যায় – টেস্টোরেণ।
* স্ত্রীজনন গ্রন্থিতে পাওয়া যায় - ইস্ট্রোজেন।
* রক্ত দুই প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত – রক্তরস ও রক্তকনিকা।
* একজন পূর্নবয়স্ক মানুষ রক্ত দিতে পারে – ১২০ দিন বা প্রতি ৪ মাস পর পর।
* একজন পূর্নবয়স্ক ব্যক্তির প্রতিদিনের শক্তি প্রয়োজন – ২৫০০ ক্যালরি।
* গামা রশ্মির প্রভাবে - ক্যানসার/রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস/মানষিক বিকলাঙ্গতা/বংশ পরম্পরায়ও ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়।
* ডায়াবেটিসকে বলা হয় - বহুমুত্র রোগ।
* ইনসুলিন নিঃসরন করে – আলফা কোষ (প্যানক্রিয়াস/অগ্নাশয়)।
* রক্ত জমাট বাধতে বাধা দেয় না – বিলিরুবিন।
* নাড়ীর স্পন্দন প্রবাহিত হয় – ধমনীর ভেতর দিয়ে।
* মানব দেহের কঠিন পদার্থ হলো – এনামেল।
* ইনসুলিন আবিষ্কার করেন – বেন্টিং।
* হাইবারনেশান হচ্ছে – শীতনিদ্রা।
* শরীর হতে বর্জ্য পদার্থ ইউরিয়া বের করে দেয় – কিডনি।
* শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ কিডনির মাধ্যমে বের হয় – ইউরিয়া হিসেবে।
* 'পেনিসিলিন' আবিষ্কার করেন – আলেকজেন্ডার ফ্লেমিং।
* পেনিসিলিন তৈরী হয় – পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামক ছত্রাক থেকে।
* প্যানক্রিয়াস/অগ্নাশয় হলো – মিশ্র গ্রন্থি (এতে তিন ধরনের কোষ থাকে - আলফা, বিটা, ডেলটা)।

রোগ ও চিকিৎসা

* অগ্নাশয় থেকে নিঃসৃত চিনির বিপাক নিয়ন্ত্রকারী হরমোন - ইনসুলিন।
* সিরোসিস হচ্ছে – শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ফুলে যাওয়া ও টিস্যুগুলো কঠিন হয়ে পড়া।
* মানুষের লালারসে থাকে – টায়ালিন এনজাইম।
* কিডনির কার্যকরী একক বলা হয় – নেফ্রনকে।
* 'স্ট্রোক' আকস্মিক অজ্ঞান বা মৃত্যুর কারন হতে পারে কারন এটি হচ্ছে – মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরন ও রক্ত প্রবাহে বাধা প্রদান করে।

রোগ ও অভাবজনিত উপাদান

রোগ	অভাবজনিত উপাদান
ডায়াবেটিস	ইনসুলিন
গলগন্ড	আয়োডিন
দাঁতের ক্ষয়রোগ	ফ্লুরাইড
স্কার্ভি, সর্দি-কাশি	ভিটামিন-সি
প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস	ভিটামিন-ই
হাইপোগ্লাসোমিয়া	রক্তের গ্লুকোজ
রাতকানা	ভিটামিন এ
বেরিবেরি	ভিটামিন-বি১
রিকেট	ভিটামিন-ডি
অধিক রক্তক্ষরণ	ভিটামিন-কে
ঠোঁটে ও জিহ্বায় ঘা	ভিটামিন- B_2
এনিমিয়া বা রক্ত শূন্যতা	লৌহ

* যে প্রাণী কামড়ালে জলাতংক রোগ হয় – কুকুর।
* রক্তশূন্যতা বলতে বুঝায় – রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমান হ্রাস পাওয়া।
* মানব দেহে যে অংশে নিউমোনিয়া রোগ হয় – ফুসফুসে।
* AIDS রোগ হল – Acquired Immune Deficiency Syndrome.
* AIDS রোগের জন্য দায়ী – HIV Virus.
* ক্যান্সার হলো – দ্রুত ও অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত দেহকোষ।
* জন্ডিস হয় – রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা ১% বেশি হলে।
* ভয় পেলে গায়ের লোম খাড়া হয় - অ্যাড্রেনালিন হরমোনের অভাবে।
* ব্ল্যাকফোট হচ্ছে – আর্সেনিক আক্রান্ত মানবদেহে সৃষ্ট রোগ।
* গ্যাস্ট্রিক নির্ণয়ে যে পরীক্ষা করা হয় – এন্ডোসকপি।

ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ	ভাইরাস জনিত রোগ
কলেরা, টাইফয়েড, ধনুষ্টংকার, নিউমোনিয়া, ডিপথেরিয়া, প্লেগ, যক্ষা, হুপিংকাশি	জন্ডিস, জলাতঙ্ক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, এইডস, পোলিও, রানীক্ষেত, বসন্ত, সার্চ, কোভিড-১৯

* মায়োপিয়া হল – চোখের রোগ।
* এন্টিবায়োটিকের কাজ – জীবানু ধ্বংস করা।

খাদ্য ও পুষ্টি

* ভিটামিন 'এ' এর অপর নাম – ক্যারোটিন।
* ভিটামিন 'সি' এর অপর নাম – এসকরবিক এসিড।
* দুধের প্রোটিনের নাম – কেসিন (যার জন্যে দুধ সাদা হয়)।
* কচু শাক খেলে গলা চুলকায় – ক্যালসিয়াম অক্সালেট থাকায়।
* অতিরিক্ত শর্করা দেহে জমা থাকে – গ্লাইকোজেন রূপে।
* ভিটামিন 'ই' এর কাজ – প্রজননে সহায়তা করা।
* দেহ গঠনে যে উপাদানের প্রয়োজন বেশি – ভিটামিন।
* সর্বাধিক স্নেহ জাতীয় খাদ্য – দুধ।
* কার্বহাইড্রেটের অপর নাম – স্যাকারাইড।
* লৌহের পরিমান বেশি থাকে – কচু শাকে।
* রাত কানা রোগ হয় – Vitamin 'A' এর অভাবে।
* পেলেগ্রা রোগ হয় যে ভিটামিনের অভাবে – নায়াসিন।
* শিশুরা বামন হয় - থাইরক্সিন হরমনের অভাবে।
* আমিষ পরিপাক হয়ে পরিনত হয় – এমাইনো এসিড।
* পেঁপেতে আছে – প্যাপেইন এনজাইম।
* হাড় ও দাঁত তৈরীর জন্য প্রয়োজন – ভিটামিন 'ডি'।
* সুষম খাদ্যে শর্করা, আমিষ ও স্নেহ এর অনুপাত – ৪:১:১
* পেশী ও মেদ ক্ষয় হয় – সেরোসিস রোগের ফলে।
* হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আক্রমন করে – যকৃতে।
* স্মরন শক্তি হ্রাস পায় যার কারনে – জিংক ও আয়রনের অভাবে।
* পানিতে দ্রবনীয় (water soluble) ভিটামিন – ভিটামিন সি।
* চর্বিতে দ্রবনীয় (Fat soluble) ভিটামিন – ভিটামিন (ADEK)
* ডিমের সাদা অংশে থাকে – অ্যালবুমিন নামক প্রোটিন।
* আদর্শ সুষম খাদ্যের উপাদান – ৬টি।
* এন্টিবডির কাজ হল – দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
* কফিতে থাকে – ক্যাফেইন এনজাইম।
* চা পাতায় থাকে – ভিটামিন বি কমপ্লেক্স।
* গ্লুকোজের সংকেত – CH_2O
* Natural Protein এর কোড নাম – P49.

CS CamScanner

প্রকৃতিতে ৬ ধরনের খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়
১. আমিষ (Protein)
২. শর্করা (Carbohydrate)
৩. চর্বি (Fat)
৪. খনিজ লবণ (Mineral)
৫. পানি (Water)
৬. ভিটামিন (Vitamin)

ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান

* সূর্য, চন্দ্র ও তারা এগুলোকে একত্রে বলে – জ্যোতিষ্ক।
* হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায় – প্রায় ৭৫ বা ৭৬ বছর পর পর।
* হ্যালির ধূমকেতু আবার দেখা যাবে – (১৯৮৬+৭৬) = ২০২৬ সালে।
* কসমিক ইয়ার হচ্ছে – ছায়াপথের নিজ অক্ষে আবর্তনকাল।
* উল্কা বৃষ্টি হচ্ছে – কোন ধূমকেতুর অংশ বিশেষ কক্ষপথ হইতে বিচ্যুত বস্তু কণা যা পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে।
* মহাশূন্য থেকে আগত রশ্মি বা কণাকে বলে – কসমিক রে।
* সৌরজগত – সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান জ্যোতিষ্কমন্ডলীয়কে বলা হয় সৌরজগত।
* আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র – লুব্ধক।
* Milki way একটি – নীহারিকা মন্ডল।
* চন্দ্র পৃষ্ঠে প্রথম অবতরণ করেন – নীল আমস্ট্রং (২১ জুলাই, ১৯৬৯)।
* মহাশূন্যে প্রথম নভোচারী একজন – রাশিয়া।
* ইউরি গ্যাগরিন মহাশূন্যে যান – ১৯৬১ সালে।
* মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কারক – হেস।
* সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম/দ্রুততম গ্রহ ও সূর্যের নিকটতম গ্রহ – বুধ (Mercury)।
* সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ - বৃহস্পতি (Jupiter)।
* সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ - শনি (Saturn)।
* সূর্যের দ্বিতীয় নিকটতম গ্রহ – শুক্র
* পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ – শুক্র।
* পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ – চন্দ্র।
* গ্রহরাজ বলা হয় – বৃহস্পতিকে।
* সূর্য পৃষ্ঠের উত্তাপ – ৬০০০° C
* সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে – ৮.৩২ মিনিট বা ৮.২০ মিনিট।
* পৃথিবীর জমজ নামে পরিচিত - শুক্রগ্রহ।
* সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত – নেপচুন।
* শুক্র (Vennus) গ্রহের অপর নাম - শুকতারা বা সন্ধ্যাতারা।
* গ্যালিলিও হচ্ছে – পৃথিবী থেকে পাঠানো বৃহস্পতির একটি কৃত্রিম গ্রহ।
* সবুজ গ্রহ বলা হয় – ইউরেনাসকে।
* প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ – স্পুটনিক-১।
* মহাকাশে প্রথম গিয়েছিল – কুকুর।
* মঙ্গল গ্রহে প্রেরিত নভোযানের নাম – ভাইকিং।
* NASA এর সদর দপ্তর - কেপকেনেডি।
* NASA এর পূর্ণরূপ – National Aeronautics and Space Administration.
* যে গ্রহের একটিও উপগ্রহ নেই – শুক্র ও বুধ।
* স্কাইল্যাব হলো – মহাকাশে একটি স্টেশন।
* Path finder হচ্ছে – মঙ্গল গ্রহে অবতরনকারী যানটির নাম।
* চন্দ্রে অবতরনকারী প্রথম চন্দ্রযানের নাম - অ্যাপেলো-১১
* সূর্যই যে সৌরজগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এ কথা বলেন – কোপার্নিকাস।
* যে অঞ্চলে ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর দিবা-রাত্রী সর্বত্র সমান হয় – নিরক্ষীয় অঞ্চলে।
* যখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চাঁদ অবস্থান করে তখন – সূর্য গ্রহণ হয়।
* সূর্যগ্রহনের সময় – পৃথিবীর উপর চাঁদের ছায়া পড়ে।
* যখন সূর্য ও চাঁদের মধ্যে পৃথিবী অবস্থান করে তখন – চন্দ্রগ্রহন হয়।
* চন্দ্রগ্রহনের সময় – চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে।
* সূর্য ও চন্দ্রগ্রহনের সময় – পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য প্রায় একই সরলরেখায় অবস্থান করে।
* সমুদ্র পৃষ্ঠে বায়ুর স্বাভাবিক চাপ – ৭৬ সেমি।
* জোয়ার ভাটার তেজ কটাল হয় – অমাবস্যায়।
* উপকূলে কোন একটি স্থানে পরপর দুটি জোয়ারের মধ্যে ব্যবধান হলো – প্রায় ১২ ঘন্টা।

চাঁদের আকর্ষণের জন্যেই উপকূলে পরপর দুটি স্থানে জোয়ার-ভাটা হয়। সমুদ্রের একই জায়গায় প্রতিদিন দুইবার জোয়ার-ভাটা হয়। জোয়ার সৃষ্টির ৬ ঘন্টা পর ভাটার সৃষ্টি হয়।

* সাতার কাটা সহজ – সাগরে।
* নদীর পানির চেয়ে সমুদ্রের পানিতে সাতার টাকা সহজ কারন – সমুদ্রের পানির ঘনত্ব নদীর পানির ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি।
* দিনরাত্রি সর্বত্র সমান – নিরক্ষরেখায়।
* পাহাড়িয়া অঞ্চলে আনারস চাষের ফলে মাটির অবস্থা যেমন হয় – উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।
* পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে একবার আবর্তন কালকে বলে – সৌর বছর।

মৌসুমী বায়ু ঃ যে বায়ু ঋতু পরিবর্তনের সাথে দিক পরিবর্তন করে তাকে মৌসুমী বায়ু বলে।

আয়ন বায়ু/বাণিজ্য বায়ু ঃ কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে সদা প্রবাহিত বায়ুকে আয়ন বায়ু বলে।

নিয়ত বায়ু ঃ যে বায়ু পৃথিবীর চাপ বলয়গুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সারা বছর একই দিকে প্রবাহিত হয় অথবা যে বায়ু সর্বদাই উচ্চচাপ ,বলয় থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ু বলে। এটি তিন প্রকার (আয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু)।

প্রত্যায়ন বায়ু ঃ কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে মেরুদেশীয় নিম্ন চাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয়।

তারিখ	উত্তর গোলার্ধ		দক্ষিণ গোলার্ধ	
২১ জুন	বড় দিন	ছোট রাত	ছোট দিন	বড় রাত
২২ ডিঃ	ছোট দিন	বড় রাত	বড় দিন	ছোট রাত
২১ মার্চ	পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রি সমান			
২৩ সেপ্টঃ	পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রি সমান			

* আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অবস্থিত – প্রশান্ত মহাসাগরে।
* জোয়ার ভাটা হয় – চন্দ্রের আকর্ষণে।

রাতের বেলা স্থলভাগ থেকে বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। রাত ৩টায় এ বায়ুর বেগ সবচেয়ে বেশি হয়।
দিনের বেলা সমুদ্র থেকে বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। বিকালে (অপরাহ্নে) এ বায়ুর বেগ সবচেয়ে বেশি হয়।

* বায়ু প্রবাহিত হয় – উচ্চ চাপের স্থান থেকে নিম্ন চাপের দিকে।
* চাঁদে নিয়ে গেলে কোন বস্তুর ওজন – কমবে।
* পৃথিবীর পরিধি হচ্ছে – ২৫,০০০ মাইল।
* বায়ুমন্ডলের যে স্থানে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় – আয়নোস্ফিয়ারে।
* সূর্যকে নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করতে সময় লাগে – ২৫দিন।
* উত্তর গোলার্ধ ও সূর্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব – ২২ ডিসেম্বর।
* দক্ষিণ গোলার্ধ ও সূর্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব – ২১ জুন।
* গ্রীনিচ মান সময়ের সঙ্গে বাংলাদেশের সময়ের পার্থক্য – ৬ ঘন্টা।
* গ্রীনিচ মান মন্দির অবস্থিত – যুক্তরাজ্যে।
* দুইটি স্থানের মধ্যে দ্রাঘিমাংশের পার্থক্য ১° হলে সময়ের পার্থক্য হবে - ৪ মিনিট।

অক্ষাংশ	নিরক্ষরেখাকে কেন্দ্র করে উত্তরে বা দক্ষিণে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের অক্ষাংশ বলে।
দ্রাঘিমাংশ	মূলমধ্যরেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে বলা হয় দ্রাঘিমাংশ।

* ভূ-পৃষ্ঠের নিকটতম বায়ুস্তরকে বলা হয় – ট্রপোস্ফিয়ার।
* বায়ুমন্ডলের স্তর হচ্ছে – পাচটি (Troposphere, Stratosphere, Mesosphere, Thermosphere& Exo-mondol)
* আকাশ মেঘলা থাকলে গরম বেশি লাগে কারন – মেঘ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ন তাপকে উপরে যেতে বাধা দেয় বলে।
* গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া এই দেশের জন্য ভয়াবহ আশংকার কারন হয়ে দাড়িয়েছে – সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে।
* গ্রীন হাউজ ইফেক্টের পরিনতিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুতর ক্ষতি হবে – নিম্ন ভূমি নিমজ্জিত হবে।
* আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা – ০.০১ থেকে ০.০৫ মি. গ্রাম/লিটার।
* গ্রিনপিস একটি – নেদারল্যান্ডের পরিবেশ আন্দোলন গ্রুপ।
* পরিবেশের সাথে জীবদেহের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানকে বলে – ইকোলজি।

CS CamScanner

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি

- কম্পিউটারের আবিষ্কার করেন – হাওয়ার্ড এইকিন।
- আধুনিক কম্পিউটারের জনক – চার্লস ব্যাবেজ।
- বিশ্বের সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার - ENIAC যার ওজন ছিল ত্রিশ টন।
- কম্পিউটার শব্দের আভিধানিক অর্থ - গণনাকারী যন্ত্র (Abacus) যা খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে ব্যাবিলনে আবিষ্কার করা হয়।
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি প্রথম ইলেকট্রনিক/ডিজিটাল কম্পিউটার - UNIVAC (১৯৫১)।
- ইলেকট্রনিক্সের শুরু হয় - ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের সময় থেকে।
- ইন্টেল-৪০০৪ - বিশ্বের প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর যা ১৯৭১ সালে আবিস্কৃত হয়।
- কম্পিউটারের প্রজন্ম - ৫টি (প্রথম জেনারেশনঃ ১৯৫১-৫৯, দ্বিতীয় জেনারেশন ঃ ১৯৫৬-৬৩, তৃতীয় জেনারেশনঃ ১৯৬৩-৭৫, চতুর্থ জেনারেশনঃ ১৯৭৫-বর্তমান, পঞ্চম জেনারেশনঃ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম)।
- বিশ্বের একমাত্র কম্পিউটার জাদুঘরটি অবস্থিত - যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায়
- কম্পিউটার সিস্টেমকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় - হার্ডওয়্যার (কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ বা যন্ত্র) ও সফটওয়্যার (প্রোগ্রাম বা কর্মকৌশল)।
- ফার্মওয়্যার হল - কম্পিউটার তৈরিতে যেসকল প্রোগ্রামসমূহ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়। যেমন ঃ ROM, BIOS এর মধ্যে যে ডেটা এবং নির্দেশগুলো থাকে।
- File Compression Software - WinZip, WinRAR
- কম্পিউটারের মধ্যে Electrical Pathway কে বলে - BUS
- কম্পিউটার সফটওয়্যার জগতের নামকরা ৩টি প্রতিষ্ঠান - মাইক্রোসফট, লোটাস এবং কোরাল।
- ১৭৭৫ সালে মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠা করেন - বিল গেটস এবং পল এলেন
- মাইক্রোসফট এর সদরদপ্তর - রেড মন্ড, ওয়াশিংটন, USA.
- Intel এর সদরদপ্তর - সান্তা ক্লারা, ক্যালিফোর্নিয়া, USA.
- Founder of WikiLeaks - Julian Assange

জেনে রাখা ভাল

- Spreadsheet software হল - MS Excel
- Database software হল - MS Access, MS SQL Server, ORACLE
- Word processing software হল - MS Word, Word pad, Note Pad
- MS Excel এর একটি ওয়ার্কসিটে থাকে - ২৫৬টি কলাম, ৬৫,৫৩৬টি সারি এবং ১,৬৭,৭৭,২১৬টি সেল।
- Facebook/Twitter হলো - সামাজিক যোগাযোগ সাইট।
- Youtube হলো - ভিডিও শেয়ারিং সাইট।
- Flickr হলো - ছবি শেয়ারিং সাইট।
- Linkedin হলো - পেশাজীবিদের সাইট।
- Facebook আবিষ্কার করেন - মার্ক জুকার বার্গ।
- ইন্টারনেটের জনক – টিম বার্নার্স লি।
- ল্যাপটপ এর চেয়ে ছোট কম্পিউটারকে বলে - পামটপ।
- প্রসেসর নির্মাতা কোম্পানীসমূহ হল - Intel, IBM, AMD, Motorola, Cyrix.
- EEP ROM ব্যবহার করা হয় - Pen Drive এ।
- CD এর ডেটা ধারণ ক্ষমতা - ৭০০ মেগাবাইট।
- DVD এর ডেটা ধারণ ক্ষমতা - ৪.৭ থেকে ১৭ গিগাবাইট।
- কম্পিউটারকে Reboot করার কমান্ড - Crtl + Alt + Del
- PC চালু করলে প্রথম যে কোডটি সচল হয় তাকে বলে - BIOS
- কম্পিউটার চালু করা বা পুনঃচালু করার প্রক্রিয়াকে বলা - Boot
- F1 stands for – Help
- Keyboard layout change – Alt + Crtl + B
- Common keyboard arrangement কে বলে – QWERTY
- My computer or Hard Disk drive is located in - C Drive.
- Add or Remove Programs is located - in Control panel.

বিভিন্ন প্রকার ফাইলের বর্ধিত নাম বা **Extension Name**

- Web page File - .html-or .htm
- Word File - .doc
- Excel File - .xls
- Access File - .mdb
- Power point File - .ppt, .pps
- Picture/Image File -.jpg, .bmp, .png
- Movie File - .mpeg, .avi, .png
- Audio File - .wav, .mp3
- System File - .INI
- Graphics File - .jpeg, .txt
- Compressed File - .bin
- Font File - .ttf
- Executable file – .exe
- গুরুত্বপূর্ন ইংরেজী ফন্ট হচ্ছে - Times New Roman, Arial
- আই সাইট (Eye Sight) হলো - দৃষ্টিহীনদের জন্য আবিস্কৃত প্রথম বাংলা সফটওয়্যার।
- গুরুত্বপূর্ন বাংলা কী-বোর্ড হলো - বিজয় কী-বোর্ড, জাতীয় কী-বোর্ড, মুনীর কী-বোর্ড।
- বিজয় কী-বোর্ডের স্বত্বাধিকারী - মোস্তফা জব্বার।

কম্পিউটারের প্রকারভেদ ঃ

(ক) কাজ করার পদ্ধতির দিক দিয়ে

১. এনালগ কম্পিউটার
২. ডিজিটাল কম্পিউটার
৩. হাইব্রিড কম্পিউটার

(খ) কাজের দক্ষতা ও আকারের ভিত্তিতে

১. সুপার কম্পিউটার
২. মেইনফ্রেম কম্পিউটার
৩. মিনি কম্পিউটার
৪. মাইক্রো কম্পিউটার

- ব্রিফ কেইজের মত ছোট সাইজের কম্পিউটারকে ল্যাপটপ/পোর্টেবল কম্পিউটার বলে।

কম্পিউটারের মূল অংশ		
ইনপুট ডিভাইজ	প্রসেস ডিভাইজ	আউটপুট ডিভাইজ
কি-বোর্ড, মাউস	সিপিইউ	মনিটর, প্রিন্টার

- কম্পিউটার সিস্টেমের প্রধান অংশ - ২টি (কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও কম্পিউটার সফটওয়্যার)

ডেস্কটপ কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিট এর অংশসমূহ ঃ

সিপিইউ বা মাইক্রোপ্রসেসর, মাদারবোর্ড, মেমোরী (র‍্যাম, রোম), স্টোরেজ ডিভাইজ (হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, সিডি, ডিভিডি রম ড্রাইভ), পাওয়ার সাপ্লাই, কম্পিউটার কেস, হিট সিংক, কুলিং ফ্যান, বিভিন্ন প্রকার কার্ড (এজিপি/ভিজিএ কার্ড, টিভি টানার, সাউন্ড কার্ড, ভিডিও কার্ড, ফ্যাক্স কার্ড, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড, মডেম ইত্যাদি)

- সিপিইউ কম্পিউটারের মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে।
- কম্পিউটার সিস্টেম এর প্রধান কাজ - ৪টি যথাঃ Input, Processing, Output, Storage।

সিপিইউ এর তিনটি অংশ ঃ

১. Arithmatic Logic Unit – ALO (গাণিতিক যুক্ত অংশ)
২. Conrol Unit (নিয়ন্ত্রক অংশ)
৩. Register (মেমোরি বা রেজিস্টার)

প্রসেসরের প্রকারভেদঃ

১. *সিস্ক প্রসেসর* - এসেম্বলী ল্যাঙ্গুয়েজ এ প্রোগ্রামিং এর জন্য উপযোগী। উদাঃ Intel-Pentium, AMD (Advanced Micro Design)-K6, AMD-Athlon, Motorola-6800,Cyrisx-486DLC, IBM-Blue Lighting
২. *রিস্ক প্রসেসর* - হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এ প্রোগ্রামিং এর জন্য উপযোগী। উদাঃ Motorola Power PC-610, DEC Alpha -21064
৩. *স্পেশাল প্রসেসর* - বিশেষ কোন কাজের উদ্দেশ্য অথবা মেইন প্রসেসরের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। উদা ঃ Co Processor

কম্পিউটার পোর্ট ঃ

১. প্যারালাল পোর্ট

- একে প্রিন্টার পোর্ট বলা হয়।
- এর মাধ্যমে সমান্তরালভাবে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়।
- এই পোর্টের মাধ্যমে প্রিন্টার, সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ; স্ক্যানার যুক্ত করা হয়।

২. সিরিয়াল পোর্ট

- মডেম, মাউস ইত্যাদি সংযোগ দেয়ার জন্য এই পোর্ট ব্যবহার করা হয়।
- এতে ৯টি পিন থাকে।

৩. ভিজিএ বা মনিটর পোর্ট

- এর সাহায্যে সিপিইউ এর সাথে মনিটরকে যুক্ত করা হয়।
- এত ১৫ টি পিন থাকে।

৪. ইউএসবি পোর্ট ঃ

- ইউএসবি সাপোর্টেড ডিভাইস (পেন ড্রাইভ, ফ্লাশ ড্রাইভ) বা ইউএসবি বাস এর সংযোগ করার জন্য মাদারবোর্ডে এই পোর্ট থাকে।

৫. নেটওয়ার্কিং পোর্ট ঃ

- নেটওয়ার্কিং এর জন্য এই পোর্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৬. পিএস/২ পোর্ট

- আইবিএম পিসিতে ৬ পিন বিশিষ্ট কানেক্টর যা শুধু মাউস (সবুজ রংয়ের) ও কী বোর্ড (বেগুনী রংয়ের) সংযোগের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৭. অডিও পোর্ট

৮. ভিডিও পোর্ট

৯. গেম পোর্ট

ইনপুট ডিভাইজ	আউটপুট ডিভাইজ
কি-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, জয়স্টিক, কার্ড রিডার ও পেপারস্টেপ রিডার, ফ্লপিডিস্ক ড্রাইভ, সিডি ড্রাইভ, হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, ডিস্ক, ম্যাগনেটিক টেপ ড্রাইভ, মাইক্রোফোন, ক্যামেরা	মনিটর, প্রিন্টার, প্রজেক্টর, স্পিকার, হেডফোন, প্লটার

ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইজ
মডেম, প্রিন্টার-স্ক্যানার, টিভি, টাচ স্ক্রীন, ক্যামেরা, ভিসিআর, ভিসিপি, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি।

কী-বোর্ডে কী থাকে - ৮ ধরনের (কার্সর কী, টাইপিং কী, টেক্সট কী, ফাংশন কী, স্পেশাল কী, নিউমেরিক কী, ক্যারেক্টর কী, স্পেস বার কী)

প্রিন্টারের প্রকারভেদঃ

১. ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার
- ক. লাইন প্রিন্টার - চেইন প্রিন্টার, ড্রাম প্রিন্টার।
- খ. সিরিয়াল প্রিন্টার - ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার।

২. নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার
- ক. লেজার প্রিন্টার
- খ. ইঙ্কজেট প্রিন্টার
- গ. থার্মাল প্রিন্টার
- ঘ. ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রিন্টার

- ☞ প্রিন্টার একটি অফ লাইন ডিভাইজ।
- ☞ ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইজ - মডেম, প্রিন্টার, স্ক্যানার, টিভি, টাচ স্ক্রীন, ক্যামেরা, ডিসিআর, টেপ রেকর্ডার

সফটওয়্যারের প্রকারভেদঃ

১. সিস্টেম সফটওয়্যার

২. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (সাধারন অ্যাপ্লিকেশন ও বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন)

ক. সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

ওয়ার্ড প্রসেসর প্রোগ্রাম ঃ MS Word, Wordpro, Word Perfect, Note Pad, Word Pad, Wide Star, Latex, Macwrite

স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম ঃ MS Excel, Lotus-1-2-3, Quartpro

ডেটাবেইজ প্রোগ্রাম ঃ MS Excess, Oracle, Fox-Pro, MS SQL Server, File Maker Pro, dbase, Corel Paradox

গ্রাফিক্স ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ঃ MS Power Point, Adobe Photoshop/Illustrator, Flash, Corel DRAW

খ. বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

ব্যাংকিং সফটওয়্যার, সেলস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, পে-রোল সফটওয়্যার, ই-টিকেটিং, ই-কমার্স ইত্যাদি।

- ☞ ডেস্কটপের লোকেশন হচ্ছে - হার্ডডিস্ক এর সি ড্রাইভে।
- ☞ কম্পিউটার চালু করার পর উইন্ডোজে যে স্ক্রীণ প্রদর্শিত হয় তাই ডেস্কটপ।
- ☞ টাস্কবার - কম্পিউটার স্ক্রীণ এর একেবারে নিচে যেখানে স্টার্ট বাটন ও খোলা প্রোগ্রাম গুলোর আইকন থাকে সেটাই টাস্ক বার।
- ☞ My Document folder এ থাকে - My Picture, My Video, My Music, Downloads
- ☞ কন্ট্রোল প্যানেল এর লোকেশন হচ্ছে - হার্ডডিস্ক এর সি ড্রাইভে।

কন্ট্রোল প্যানেলের গুরুত্বপূর্ণ অংশঃ

User Accounts, Add or Remove Program, Add Hardware, Fonts, Folder Option, Task bar & Start Menu, Sound etc.

- ☞ কম্পিউটারের কোন ফাইল, ফোল্ডার, ছবি, ভিডিও, ওয়েবপেইজ Delet Command দিয়ে মুছে ফেললে সেগুলো জমা হয় - রিসাইকেল বিনে।

বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার ঃ

বিজয়, শহীদ লিপি, অভ্র, বসুন্ধরা, লেখনী, প্রবর্তনা, প্রশিক্ষ শব্দ, অনির্বাণ।

বাংলা ফন্টঃ সুতন্বী এমজে, সুশ্রী, একুশ, ফাল্গুন, সুলেখা, লেখনি, আদর্শ লিপি, রিনকি, সারদা, কর্ণফুলী, মধুমতি, চন্দ্রবতী, একুশে ইত্যাদি।

In word processing Common keyboard Commands

Crtl + C = Copy
Crtl + S = Save
Crtl + V = Paste
Crtl + X = Cut
Crtl + P = Print
Crtl + Home = Beginning of a document
Crtl + End = Ending of a document
Crtl + Shift + '=' = Superscript
Crtl + '=' = Subscript
Crtl + E = Centre Alignment
Crtl + Shift + A = All Caps
Crtl + A = All select
Crtl + B = Bold
Shift + Delete = Data lost /Permanent delete
Crtl + M = Creating new slide (In case of MS Power Point)
Crtl + Alt + Del = Shut down PC (In case of WOS)

- ☞ ১ বাইট (Byte) = ৮ বিট
- ☞ ১ কিলোবাইট (KB) = $২^{১০}$ বাইট বা ১০২৪ বাইট।
- ☞ ১ মেগাবাইট (MB) = $২^{২০}$ বাইট বা ১০২৪ কিলোবাইট।
- ☞ ১ গিগাবাইট (GB) = $২^{৩০}$ বাইট বা ১০২৪ মেগাবাইট।
- ☞ ১ টেরাবাইট (TB) = $২^{৪০}$ বাইট বা ১০২৪ গিগাবাইট।
- ☞ ১ পিটাবাইট (PB) = $২^{৫০}$ বাইট বা ১০২৪ টেরাবাইট।
- ☞ ১ এক্সাবাইট (EB) = $২^{৬০}$ বাইট বা ১০২৪ পিটাবাইট।

অপারেটিং সিস্টেমস

অপারেটিং সিস্টেমঃ যে পদ্ধতির মাধ্যমে কম্পিউটার চালু করা হয় এবং যা দিয়ে কম্পিউটারের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ কাজ কর্ম সম্পাদান করা হয়।

কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমসমূহ

MS – DOS, PC – DOS, UNIX, LINUX, MAC OS, XENIX, SUN SOLARIES, DS/2 warp, WINDOWS (95/98/2000/XP/VISTA/NT), WINDOWS 7, WINDOWS 8 (Latest), WINDOWS 9 (Next/Proposed)

জেনে রাখা ভাল

- ◘ Open Source সফটওয়্যার হলো - UNIX, XENIX, Mac OS, Sun Solaries, OS/2, LINUX (Redhat, Fedora, Ubuntu)
- ◘ অপারেটিং সিস্টেম আবিস্কৃত হয় - ১৯৫১ সালে।
- ◘ আইকন হল - কোন ফাইল, প্রোগ্রাম বা বস্তুর পিকটোরিয়াল প্রেজেনটেশন।

ভাইরাস/এন্টিভাইরাস

কম্পিউটার ভাইরাসঃ এক ধরনের ক্ষতিকর কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা অন্য প্রোগ্রামের সাথে সংযুক্ত হয়ে সেগুলোকে নষ্ট করে দেয়।

ক্ষতিকারক কয়েকটি কম্পিউটার ভাইরাসে নাম

CIH, Bye-Bye, Bad Boy, Aids, Fun Love, Charonobil, Macro, Boot Sector.

এন্টি ভাইরাস (Anti Virus)ঃ এক ধরনের প্রোগ্রাম যা কম্পিউটারকে ভাইরাসমুক্ত করে, কম্পিউটারে ভাইরাস বিশিষ্ট ফাইল বা প্রোগ্রাম ব্যবহারকালে সংকেত প্রদান করে এবং কম্পিউটারকে ভাইরাসের আক্রমণ হতে রক্ষা করে।

কয়েকটি কম্পিউটার এন্টি ভাইরাসে নাম

Kaspersky, McAfee, Norton, AVG, AVIRA, Avast, Panda, Symantec, Microsoft Security Essential, PC Cillin, Cobra, Dr. Solmon etc

জেনে রাখা ভাল

- ◘ Anti Virus Software কে বলে - Utility Software

নেটওয়ার্কিং

নেটওয়ার্কঃ পাশাপাশি বা দূরবর্তী স্থানে দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান ও প্রক্রিয়াকরনের জন্য স্থাপিত আন্তঃসংযোগ বিশিষ্ট সমন্বিত ব্যবস্থা।

রাউটারঃ দুটি ভিন্ন প্রকৃতির নেটওয়ার্কের পারস্পারিক সংযোগের জন্য যে ব্যবস্থা বা ডিভাইস ব্যবহার করা হয়।

গেইটওয়েঃ ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক এর সাথে মেইন ফ্রেম বা সুপার কম্পিউটারের মত অপর একটি শক্তিশালী কম্পিউটার সংযুক্ত করতে যে সংযোগ ব্যবস্থা বা ডিভাইস বা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কঃ যে সব নেটওয়ার্ক খুব কাছাকাছি অবস্থিত কম্পিউটারসমূহ বা যন্ত্রপাতির মাঝে করা হয়ে থাকে তাকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর প্রকারভেদ

১. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)
২. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN)
৩. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN)

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এর প্রধান কয়েকটি সংগঠন

বাস টপোলজি, রিং সংগঠন, স্টার সংগঠন, শাখা প্রশাখা সংগঠন, পরস্পর সংযুক্ত সংগঠন, ট্রি টপোলজি, সংকর সংগঠন।

জেনে রাখা ভাল

- ◘ নেট ওয়ার্কের সাথে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারকে একটি নোড বলে।
- ◘ যে নোড বা কম্পিউটার সেবা প্রদান করে তাকে সার্ভার বলে।
- ◘ যে নোড বা কম্পিউটার সেবা গ্রহন করে তাকে ওয়ার্কস্টেশন বলে।
- ◘ সার্ভারের সঙ্গে নেটওয়ার্কে যুক্ত কম্পিউটারগুলোকে বলে - টার্মিনাল।

ইন্টারনেট

☑ **ই-মেইল -** ই-মেইল ঠিকানা User name @ Domain নিয়ে গঠিত। akash@orchidpublication.bd.com এখানে @ চিহ্নের আগের অংশটি হল User name এবং @ চিহ্নের পরের অংশটি হল Domain name. ডোমেইন নেম (.) চিহ্ন দ্বারা কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়। @ চিহ্নের পরের প্রথম শব্দটিকে Host machine name বলা হয়। অর্থাৎ উপরোক্ত ই-মেইল ঠিকানার হোস্ট মেশিন নেম হল orchidpublication এবং User name হল akash

☑ **Bcc & CC এদের মধ্যে পার্থক্য -** CC তে যাদের উল্লেখ থাকে ই-মেইলের প্রাপক ডকুমেন্টের শেষে তাদেরকে প্রত্যেকের ঠিকানা ছাপানো অবস্থায় দেখতে পায়। অর্থাৎ প্রাপক ইমেইলটি পেয়ে বুঝতে পারে কাকে কাকে এর কপি প্রেরন করা হয়েছে। কিন্তু Bcc তে টাইপ করা ঠিকানাসমূহ ডকুমেন্টের সাথে যায় না। ফলে প্রাপক জানতে পারে না যে কাদেরকে এই ই-মেইল এর কপি প্রেরণ করা হয়েছে।

ওয়েব মেইল বা ওয়েব বেইজড মেইল

G-mail, Hot mail, Yahoomail, AOLmail

জেনে রাখা ভাল

- ◘ Spam (স্পাম) হলো - অনাকাঙ্খিত E-mail.
- ◘ একটি কম্পিউটারের কমিউনিকেশন পোর্ট সংযুক্ত থাকে - Modem এ।
- ◘ Modem বা মডেম = মডুলেশন + ডিমডুলেশন।
- ◘ মডুলেশন - কম্পিউটারের ভাষাকে টেলিফোনের ভাষায় রূপান্তর এবং ডিমডুলেশন তার উল্টো।

CS CamScanner

ইন্টারনেট ব্রাউজিং সফটওয়্যার হল

Mozila Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Netscape Navigator, Safari

ইন্টারনেট Web Search Engine

Google.com, Yahoo.com, Msn.com, AOL, Bing.com (মাইক্রোসফট এর তৈরী), Weberawler.com, Altavista.com, Lycos.com

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং

১. মেশিন ল্যাংগুয়েজ
২. এ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ
৩. হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ ঃ BASIC. C. C⁺⁺, Pascal, Fortran, Cobol, Java

বিবিধঃ

☞ পর্দার একেবারে উপরের সারিতে File, Edit, View, Help ইত্যাদি লেখা থাকে তাকে বলে - মেনুবার।
☞ টাইপরাইটারে কালির বদলে ব্যবহার করা হয় - রিবন।
☞ Caps Lock ব্যবহার করা হয় - বড় হাতের অক্ষর লেখার জন্য।
☞ কম্পিউটারের কোন নির্দেশনা বাতিল করা জন্য যে কী ব্যবহার করা হয় - Esc.
* কম্পিউটারে কাজের গতি প্রকাশ করা হয় - ন্যানো সেকেন্ড দ্বারা।
* Home page হচ্ছে - তথ্য পরিবেশনা।
* সার্ভারের সাথে সংযুক্ত কম্পিউটারকে বলা হয় - হোস্ট।
* ইন্টারনেটের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয় - টেলিমেডিসিন।
* ওয়াইফাই (Wireless Fidelity) প্রযুক্তির মাধ্যমে সুবিধা পাওয়া যায় – স্বল্প পরিসরে বড় কোন নেটওয়ার্ক ছাড়াই ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যায়।
* IBM কোম্পানিকে বলা হয় – বিগ ব্লু।
* 'ইউনিভ্যাক' হচ্ছে – বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরী প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার।
* বিং (Bing) – মাইক্রোসফটের নতুন সার্চ ইঞ্জিন।
* কম্পিউটারের ডিজিটাল পদ্ধতির অভ্যন্তরে সাধারনত যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয় – বাইনারি।
* কম্পিউটার এবং কোন লাইনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে ব্যবহৃত হয় - মডেম।
* বিশ্বে ইন্টারনেট চালু হয় – ১৯৬৯ সালে।
* দেশের প্রথম ল্যাপটপের নাম – দোয়েল (১১ই অক্টোবর'১১)
* কম্পিউটারের মস্তিষ্ক হল – কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরন ইউনিট (CPU)
* প্রথম কম্পিউটার নেটওয়ার্কের নাম - আরপানেট।

Elaboration

AGP = Accelerated Graphics port
ALU = Arithmetic Logic Unit
AMD = Advanced Micro Device
ASCII = American Standard Code for Information Interchange
BCC = Blind Carbon Copy
BCD = Binary Coded Decimal
BIOS = Basic Input Output System
CAD = Computer Aided Design
CC = Carbon Copy
CD = Compact Disk
CPU = Central Processing Unit
CRT = Cathode Ray Tube
DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol
DNS = Domain Name System
DOS = Disk Operating System
DPI = Dots per Inch (যার দ্বারা প্রিন্টারের রেজুলেশন নির্ণয় করা হয়)
DVD = Digital Video Disk
GIGO = Garbage in Garbage Out
GUI = Graphical User Interface
HDD = Hard Disk Drive
HTML = Hyper Text Markup Language
HTTP = Hyper Text Transfer Protocol
IBM = International Business Machine
IC = Integrated Circuit
IP = Internet Protocol
IPS = Instant Power Supply
ISP = Internet Service Provider
JPEG = Joint Photographic Expert Group
LAN = Local Area Network
LCD = Liquid Crystal Display
LED = Light Emitting Diode.
MAN = Metropolitan Area Network
MICR = Magnetic Ink Character Recognition
OCR = Optical Character Recognition
OMR = Optical Mark Recognition
PDF = Portable Document format
POST = Power-On Self Test
RAM =Random Access Memory (অস্থায়ী মেমোরি)
ROM = Read Only Memory (স্থায়ী মেমোরি)
SIM = Subscriber Identity Module
SPSS = Statistical Package for Social Sciences
UPS = Uninterruptible Power Supply
URL = Uniform Resource Locator
USB = Universal Serial Bus
VGA = Video Graphics Array
VIRUS = Vital Information Resources Under Seize
VOIP = Voice Over Internet Protocol
VSAT = Very Small Aperture Terminal
WAN = Wide Area Network
WiFi = Wireless Fidelity
WiMAX = Worldwide Interoperability for Microwave Acces
WWW = World Wide Web

পাটিগণিত

সংখ্যার ধারণা/সংখ্যা সংক্রান্ত

মৌলিক সংখ্যা বের করার জন্য এরাটোস্থেনিসের ছাকনি মুখস্ত করতে হবে-

১	২	৩	৫	৭	১১	১৩	১৭	১৯	২০
২১		২৩		২৯	৩১		৩৭		৪০
৪১	৪১	৪৩		৫৩	৫৭	৫৯			৬০
৬১		৬১.		৬৭	৭১		৭৩	৭৯	৮০
৮১	৮৩			৮৯			৯৭		১০০

১ হতে ২০ পর্যন্ত = ৮টি
২১ " ৪০ " = ৪ "
৪১ " ৬০ " = ৫ "
৬১ " ৮০ " = ৫ "
৮১ " ১০০ " = ৩ "
মোট = ২৫টি

০১. ৪০ থেকে ১০০ পর্যন্ত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার অন্তর কত?

সমাধান ঃ

৪০ ও ১০০ এর মধ্যে বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা = ৯৭
৪০ ও ১০০ এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা = ৪১
∴ এদের মধ্যে পার্থক্য = (৯৭ – ৪১) = ৫৬

০২. চার অংকের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার পার্থক্য কত?

সমাধান ঃ

চার অংকের বৃহত্তম সংখ্যা = ৯৯৯৯
চার অংকের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = ১০০০
∴ এদের মধ্যে পার্থক্য = (৯৯৯৯ – ১০০০) = ৮৯৯৯

০৩. ৭২ সংখ্যাটির মোট কতটি ভাজক আছে?

সমাধান ঃ

৭২ = ২ × ২ × ২ × ৩ × ৩ = (২³×৩²)
Power বা খাতের সাথে ১ যোগ করে গুন করতে হবে।
∴ (৩ + ১) × (২ + ১) = ৪ × ৩ = ১২

০৪. পর পর বা ধারাবাহিক পাঁচটি পূর্ণ সংখ্যার যোগফল ১০৫। প্রথম দুটি সংখ্যার যোগফল কত?

সমাধান ঃ

ধরি, ৫টি ধারাবাহিক পূর্ণ সংখ্যা যথাক্রমে
ক, ক + ১, ক + ২, ক + ৩, ক + ৪
শর্তমতে,
ক + ক + ১ + ক + ২ + ক + ৩ + ক + ৪ = ১০৫
বা, ৫ক + ১০ = ১০৫
বা, ৫ক = ১০৫ - ১০
বা, ক = $\frac{৯৫}{৫}$ ∴ ক = ১৯
১ম দুটি সংখ্যার যোগফল = ১৯ + ১ + ১৯ = ৩৯

০৫. পর পর বা ধারাবাহিক তিনটি সংখ্যার যোগফল ১২৩। ছোট দুটি সংখ্যার গুণফল কত?

সমাধান ঃ

ধরি, ৩টি ধারাবাহিক পূর্ণ সংখ্যা যথাক্রমে $x, (x+1), (x+2)$
শর্তমতে,
$x + (x+1) + (x+2) = 123$
$\Rightarrow 3x = 120$
$\Rightarrow x = 40$
40, 41, 42;
∴ ছোট দুটি সংখ্যার গুণফল = $40 \times 41 = 1640$ (Ans.)

০৬. তিনটি ধারাবাহিক বিজোড় সংখ্যার যোগফল ৫৭। মাঝের সংখ্যাটি কত?

সমাধান ঃ

ধরি, ৩টি ধারাবাহিক বিজোড় সংখ্যা যথাক্রমে $x, x+2, x+4$
শর্তমতে,
$x + x + 2 + x + 4 = 57$
$\Rightarrow 3x = 51 \Rightarrow x = 17$
মাঝের সংখ্যাটি = $x + 2 = 17 + 2 = 19$

০৭. একটি সংখ্যা ৬৫০ থেকে যত বড় ৮২০ থেকে তত ছোট। সংখ্যাটি কত?

সমাধান ঃ

সংখ্যাটি = $\frac{\text{ছোট সংখ্যা + বড় সংখ্যা}}{২} = \frac{৬৫০ + ৮২০}{২} = ৭৩৫$

শর্টকাট সূত্র ঃ $\frac{\text{ছোট সংখ্যা + বড় সংখ্যা}}{২}$

০৮. একটি সংখ্যার তিনগুনের সাথে দ্বিগুন যোগ করলে ৯০ হয়। সংখ্যাটি কত?

সমাধান : ধরি, সংখ্যাটি = ক

শর্তমতে,

৩ক + ২ক = ৯০

বা, ৫ক = ৯০ বা, $\text{ক} = \frac{৯০}{৫}$ ∴ ক = ১৮

০৯. কোন সংখ্যার ৯গুণ থেকে ১৫গুন ৫৪ বেশি?

সমাধান : ধরি, সংখ্যাটি = ক

শর্তমতে,

১৫ক - ৯ক = ৫৪

বা, ৬ক = ৫৪ বা, $\text{ক} = \frac{৫৪}{৬}$ ∴ ক = ৯

১০. কোন সংখ্যার $\frac{১}{২}$ অংশের সাথে ৬ যোগ করলে সংখ্যাটির $\frac{২}{৩}$ অংশ হবে। সংখ্যাটি কত?

সমাধান :

ধরি, সংখ্যাটি = ক

শর্তমতে,

$\frac{\text{ক}}{২} + ৬ = \frac{২\text{ক}}{৩}$

বা, $\frac{২\text{ক}}{৩} - \frac{\text{ক}}{২} = ৬$

বা, $\frac{৪\text{ক} - ৩\text{ক}}{৬} = ৬$ বা, $\frac{\text{ক}}{৬} = ৬$ ∴ ক = ৩৬

১১. কোন সংখ্যার সাথে ৩ যোগ করলে যোগফল ২৪, ৩৬ ও ৪৮ দ্বারা বিভাজ্য হবে?

সমাধান :
```
২| ২৪, ৩৬, ৪৮
২| ১২, ১৮, ২৪
২| ৬, ৯, ১২
৩| ৩, ৯, ৬
   ১, ৩, ২
```

∴ নির্ণেয় ল.সা.গু = ২ × ২ × ২ × ৩ × ৩ × ২ = ১৪৪

∴ নির্ণেয় সংখ্যা (১৪৪ − ৩) = ১৪১

১২. পাঁচ অংকের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত, যাকে ৪, ৬, ১০ ও ১৫ দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রেই ৩ অবশিষ্ট থাকে?

সমাধান:
```
২| ৪, ৬, ১০, ১৫
৩| ২, ৩, ৫, ১৫
৫| ২, ১, ৫, ৫
   ২, ১, ১, ১
```
```
৬০)১০০০০(১৬৬
   ৬০
   ৪০০
   ৩৬০
    ৪০০
    ৩৬০
     ৪০
```

∴ নির্ণেয় ল.সা.গু = ২ × ৩ × ৫ × ২ = ৬০

∴ নির্ণেয় সংখ্যাটি হবে = ১০০০০ + (৬৩ − ৪০) = ১০০২৩

১৩. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৩, ৫, ৬ দ্বারা ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগশেষ হবে ১?

সমাধান :

৩, ৫ ও ৬ এর ল.সা.গু = ৩ × ৫ × ২ = ৩০

নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = ৩০ + ১ = ৩১

১৪. ৯৯৯৯৯৯ এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে?

সমাধান : ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ এর ল.সা.গু = ৬০
```
৬০) ৯৯৯৯৯৯ (১৬৬৬৬
    ৬০
    ৩৯৯
    ৩৬০
    ৩৯৯
    ৩৬০
    ৩৯৯
     ৩৬০
     ৩৯৯
     ৩৬০
      ৩৯
```

নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = (৬০ − ৩৯) = ২১

ল.সা.গু ও গ.সা.গু সংক্রান্ত

সূত্র :

✓ দুটি সংখ্যার গুণফল = ল.সা.গু × গ.সা.গু

✓ $\text{ভগ্নাংশের গ.সা.গু} = \frac{\text{লবগুলোর গ.সা.গু}}{\text{হরগুলোর ল.সা.গু}}$

✓ $\text{ভগ্নাংশের ল.সা.গু} = \frac{\text{লবগুলোর ল.সা.গু}}{\text{হরগুলোর গ.সা.গু}}$

০১. দুটি সংখ্যার গুণফল ১৫৩৬। সংখ্যা দুটির ল.সা.গু ৯৬ হলে গ.সা.গু কত?

সমাধান :

সংখ্যা দুটির গুণফল = ল.সা.গু × গ.সা.গু

বা, $\text{গ.সা.গু} = \frac{\text{সংখ্যা দুটির গুণফল}}{\text{ল.সা.গু}}$

বা, $\text{গ.সা.গু} = \frac{১৫৩৬}{৯৬}$

∴ গ.সা.গু = ১৬

০২. দুটি সংখ্যার ল.সা.গু ১৬ এবং গ.সা.গু ১৯২। একটি সংখ্যা ৪৮ হলে, অপর সংখ্যাটি কত?

সমাধান :

$\text{অপর সংখ্যা} = \frac{\text{ল.সা.গু} \times \text{গ.সা.গু}}{\text{একটি সংখ্যা}}$

$= \frac{১৯২ \times ১৬}{৪৮} = ৬৪$

∴ অপর সংখ্যা = ৬৪

০৩. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৭ এবং তাদের গ.সা.গু ৪ হলে, সংখ্যা দুটির ল.সা.গু কত?

সমাধান :

মনে করি, সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে, ৫x ও ৭x

∴৫x ও ৭x এর গ.সা.গু = x

শর্তমতে,

x = ৪

আবার, ৫x ও ৭x এর ল.সা.গু = ৩৫x = ৩৫ × ৪ = ১৪০

∴নির্ণেয় সংখ্যা দুটির ল.সা.গু = ১৪০

০৪. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৩ : ৪ এবং তাদের ল.সা.গু ১৮০ হলে, বড় সংখ্যাটি কত?

সমাধান :

ধরি, সংখ্যা দুটি যথাক্রমে ৩x ও ৪x

শর্তমতে, ৩×৪×x = ১৮০

বা, ১২x = ১৮০

∴x = ১৫

∴বড় সংখ্যাটি = ৪x = ৪×১৫ = ৬০

০৫. দুটি সংখ্যার ল.সা.গু ১৩৫ এবং গ.সা.গু ৯। একটি সংখ্যা অপর সংখ্যার তিন-পঞ্চমাংশ হলে ছোট সংখ্যাটি কত?

সমাধান :

ধরি, একটি সংখ্যা = ৫ক

অপর সংখ্যাটি = $৫ \times \text{ক}\frac{৩}{৫}$ = ৩ক

আমরা জানি

দুটি সংখ্যার গুণফল = গ.সা.গু × ল.সা.গু

বা, ৫ক×৩ক = ১৩৫×৯

বা, $১৫\text{ক}^২ = ১২১৫$

বা, $\text{ক}^২ = ৮১$

∴ক = ৯

সুতরাং ছোট সংখ্যাটি = ৩ক = ৩×৯ = ২৭

ভগ্নাংশ সংক্রান্ত

০১. একটি ভগ্নাংশের হর আর লবের অনুপাত ৩ : ২। লব থেকে ৬ বাদ নিলে যে ভগ্নাংশটি পাওয়া যায় সেটি মূল ভগ্নাংশের $\frac{২}{৩}$। লব কত?

সমাধান: ধরি, লব = ২ক এবং হর = ৩ক

তাহলে ভগ্নাংশটি = $\frac{২\text{ক}}{৩\text{ক}}$

শর্তমতে, $\frac{২\text{ক} - ৬}{৩\text{ক}} = \frac{২\text{ক}}{৩\text{ক}} \times \frac{২}{৩}$

বা, $\frac{২\text{ক} - ৬}{৩\text{ক}} = \frac{৪}{৯}$

বা, ১৮ক - ৫৪ = ১২ক

∴ ক = ৯

∴ নির্ণেয় লব = ২ক = ২×৯ = ১৮

০২. কোন প্রকৃত ভগ্নাংশের হর ও লবের অন্তর ২। হর ও লবের উভয় হতে ৩ বিয়োগ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যায় তার সঙ্গে $\frac{১}{৪}$ যোগ করলে যোগফল ১ হয়। ভগ্নাংশটি কত ?

সমাধান ঃ

ধরি লব = ক, হর = ক + ২

$\therefore$ ভগ্নাংশটি $= \frac{ক}{ক + ২}$

শর্তমতে,

$$\frac{ক - ৩}{ক + ২ - ৩} + \frac{১}{৪} = ১$$

বা, $\frac{ক-৩}{ক-১} = ১ - \frac{১}{৪}$

বা, $\frac{ক - ৩}{ক - ১} = \frac{৩}{৪}$

বা, ৪ক - ১২ = ৩ক - ৩

বা, ৪ক - ৩ক = - ৩ + ১২

$\therefore$ ক = ৯

$\therefore$ নির্ণেয় ভগ্নাংশ $= \frac{৯}{৯ + ২} = \frac{৯}{১১}$

০৩. $\frac{৭}{১৭}$ এর লব এবং হরের সঙ্গে কোন সংখ্যাটি যোগ করলে ভগ্নাংশটি $\frac{৩}{৫}$ হবে?

সমাধানঃ

মনে করি, সংখ্যাটি = x

শর্তমতে

$$\frac{৭ + x}{১৭ + x} = \frac{৩}{৫}$$

বা, ৩৫ + ৫x = ৫১ + ৩x

বা, ৫x − ৩x = ৫১ − ৩৫

বা, ২x = ১৬

বা x $= \frac{১৬}{২}$

$\therefore$ x = ৮

০৪. দুটি ভগ্নাংশের গুণফল $\frac{১৫}{২৮}$ । এদের একটি $\frac{৩}{৭}$ হলে অপর ভগ্নাংশটি কত ?

সমাধানঃ

$$\text{অপর ভগ্নাংশ} = \frac{\text{ভগ্নাংশ দুটির গুনফল}}{\text{একটি ভগ্নাংশ}}$$

$$= \frac{\frac{১৫}{২৮}}{\frac{৩}{৭}}$$

$$= \frac{১৫}{২৮} \times \frac{৭}{৩} = \frac{৫}{৪}$$

০৫. একটি বাঁশের $\frac{১}{৩}$ অংশ কাদায়, $\frac{৩}{৫}$ অংশ পানিতে এবং ৬ হাত পানির উপরে আছে। বাঁশটি কত হাত লম্বা?

সমাধান ঃ

ধরি, বাঁশটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য x হাত

প্রশ্নমতে,

$$x - \left(\frac{x}{৩} + \frac{৩x}{৫}\right) = ৬$$

বা, $x - \left(\frac{৫x + ৯x}{১৫}\right) = ৬$

বা, $x - \frac{১৪x}{১৫} = ৬$

বা, $\left(\frac{১৫x - ১৪x}{১৫}\right) = ৬$

বা, $\frac{x}{১৫} = ৬$

বা, x = ১৫ × ৬

$\therefore$ x = ৯০

০৬. কোন শ্রেণীতে যতজন শিক্ষার্থী প্রত্যেকে তত দশ পয়সা করে চাঁদা দেয়ায় নব্বই টাকা সংগ্রহ হল। ঐ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত?

সমাধানঃ ধরি, শিক্ষার্থীর সংখ্যা = ক

শর্তমতে,

ক × ১০ × ক = ৯০০০

বা, $ক^২$ = ৯০০০ $\therefore$ ক = ৩০

গড় সংক্রান্ত

০১. ৬, ৮ ও ১০ এর গানিতিক গড় এবং ৭, ৯ কোন সংখ্যার গানিতিক গড় সমান?

সমাধান ঃ ধরি, সংখ্যাটি x

শর্তমতে,

৬ + ৮ + ১০ = ৭ + ৯ + x

বা, ১৬ + x = ২৪

বা, x = ২৪ − ১৬ $\therefore$ x = ৮

০২. M সংখ্যক সংখ্যার গড় P এবং N সংখ্যক সংখ্যার গড় Q. সবগুলো সংখ্যার গড় কত?

সমাধান ঃ

M সংখ্যক সংখ্যার গড় P হলে যোগফল = MP

N সংখ্যক সংখ্যার গড় Q হলে যোগফল = NQ

$\therefore$ (M+N) সংখ্যক সংখ্যার যোগফল = MP + NQ

$\therefore$ গড় $= \frac{MP + NQ}{M + N}$

০৩. ছয়টি সংখ্যার গড় হলো ৩০। প্রথম চারটির গড় ২৫ এবং শেষ তিনটির গড় ৩৫ হলে, চতুর্থ সংখ্যাটি কত?

সমাধান ঃ

ছয়টি সংখ্যার যোগফল = ৩০ × ৬ = ১৮০

১ম চারটির যোগফল = ২৫ × ৪ = ১০০

শেষ দুটির যোগফল = ১৮০ − ১০০ = ৮০

শেষ তিনটির যোগফল = ৩৫ × ৩ = ১০৫

$\therefore$ চতুর্থ সংখ্যাটি = ১০৫ − ৮০ = ২৫

০৪. তিনটি সংখ্যার গড় ২০। প্রথম দুটি সংখ্যা ১৬ এবং ২২ হলে তৃতীয় সংখ্যাটি কত?

সমাধান ঃ

সংখ্যা তিনটির যোগফল = ২০ × ৩ = ৬০

তৃতীয় সংখ্যাটি = ৬০ − (১৬ + ২২)

= ৬০ − ৩৮

= ২২

০৫. ৭টি সংখ্যার যোগফল ৪০১। প্রথম ৩টির গড় ৫৬ এবং শেষের ৩টির গড় ৫৮। ৪র্থ সংখ্যাটি কত?

সমাধান ঃ

১ম ৩টির যোগফল = (৩ × ৫৬) = ১৬৮

শেষ ৩ " " = (৩ × ৫৮) = ১৭৪

$\therefore$ (৩+৩) = ৬টির যোগফল = ৩৪২

$\therefore$ ৪র্থ সংখ্যাটি = (৪০১ − ৩৪২) = ৫৯

০৬. ৯টি সংখ্যার যোগফল ৯২১। এদের ৪টির গড় ১০৪। বাকি ৫টির গড় কত?

সমাধান ঃ

৪টি সংখ্যার যোগফল = ১০৪ × ৪ = ৪১৬

বাকি ৫টির যোগফল = ৯২১ − ৪১৬ = ৫০৫

বাকি ৫টির গড় $= \frac{৫০৫}{৫} = ১০১$

০৭. ২০, ৭০ এবং x এর গড় ৪০। ২০, ৭০, x এবং y এর গড় ৫০। y এর মান কত?

সমাধান ঃ

২০, ৭০ ও x এর যোগফল = ৪০×৩ = ১২০

আবার, ২০, ৭০, x ও y এর যোগফল = ৫০×৪ = ২০০

$\therefore$ y এর মান = ২০০ - ১২০ = ৮০

০৮. ৭ সংখ্যার গড় ১২। একটি নম্বর বাতিল করলে গড় হয় ১১। বাতিলকৃত সংখ্যাটি কত?

সমাধান ঃ

৭টি সংখ্যার সমষ্টি = ৭ × ১২= ৮৪

৬টি সংখ্যার সমষ্টি = ৬ × ১১= ৬৬

$\therefore$ বাতিলকৃত সংখ্যা = ৮৪ - ৬৬ = ১৮

০৯. তিনটি সংখ্যার গড় ২৪। দুইটি সংখ্যা ২১ ও ২৩ হলে, তৃতীয় সংখ্যাটি কত?

সমাধান ঃ

৩টি সংখ্যার যোগফল = ৩×২৪ = ৭২

২১ ও ২৩ এর যোগফল = ৪৪

$\therefore$ তৃতীয় সংখ্যা = ৭২ - ৪৪ = ২৮

১০. চারটি সংখ্যা M, 2M+3, 3M-5 এবং 5M+1 এর গড় ৬৩। M এর মান কত?

সমাধান ঃ

$$\frac{M+2M+3+3M-5M+5M+1}{4} = 63$$

$\Rightarrow M = 23$

CS CamScanner

বয়স সংক্রান্ত

০১. ক, খ, ও গ এর গড় বয়স ৪০ বছর। ক ও গ এর বয়স একত্রে ৮৫ বছর। খ এর বয়স কত?

সমাধান ঃ

ক, খ ও গ এর মোট বয়স = ৪০ × ৩ = ১২০

∴ খ এর বয়স = ১২০ − ৮৫ = ৩৫ বছর

০২. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দ্বিগুণ অপেক্ষা ২ বছর বেশি। পিতার বয়স ৬২ বছর হলে, পুত্রের বয়স কত?

সমাধান ঃ

পুত্রের বয়স হবে = (৬২ − ২) ÷ ২ = ৩০ বছর

০৩. এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর চেয়ে ৪ বছরের বড় এবং তার স্ত্রীর বয়স তাদের ছেলের বয়সের ৪ গুণ। ৪ বছর পরে ছেলের বয়স ১২ হলে লোকটির বর্তমান বয়স কত?

সমাধান ঃ

ছেলের বর্তমান বয়স ১২ − ৪ = ৮ বছর

স্ত্রীর বর্তমান বয়স ৮ × ৪ = ৩২ বছর

লোকটির বর্তমান বয়স = ৩২ + ৪ = ৩৬ বছর

০৪. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৯৬ বছর। পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ৩ গুণ হলে পিতার বয়স কত?

সমাধান ঃ

ধরি, পুত্রের বয়স = x বছর ও পিতার বয়স = ৩x বছর

প্রশ্নমতে,

৩x + x = ৯৬

বা, $x = \frac{৯৬}{৪}$

বা, x = ২৪

∴ পিতার বয়স = ২৪ × ৩ = ৭২ বছর

০৫. পিতা ও দুই পুত্রের গড় বয়স ২৪ বছর। তিন বছর পূর্বে দুই পুত্রের গড় বয়স ছিল ১৫ বছর। পিতার বর্তমান বয়স কত?

সমাধান ঃ

পিতা ও দুই পুত্রের বয়সের সমষ্টি = ২৪×৩ = ৭২

৩ বছর পূর্বে দুই পুত্রের বয়সের সমষ্টি = ১৫×২ = ৩০

দুই পুত্রের বর্তমান বয়স = ৩০+(৩+৩) = ৩৬ বছর।

পিতার বর্তমান বয়স = (৭২ - ৩৬) = ৩৬ বছর (উঃ)

০৬. দুই বছর আগে বাবার বয়স পুত্রের বয়সের ১৪ গুণ। যদি ২ বছর পরে বাবার বয়স পুত্রের বয়সের চেয়ে ২৬ বছর বেশি হয়, তবে বাবা ও তার পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত কত?

সমাধান ঃ

ধরি, দুই বছর আগে পুত্রের বয়স ছিল = x বছর

" " " পিতার " " = ১৪x "

তাহলে, ২ বছর পরে পুত্রের বয়স হবে = (x + ২) বছর

২ " " পিতার " = (১৪x + ২) "

প্রশ্নমতে,

(১৪x + ২) − (x + ২) = ২৬

বা, ১৪x + ২ − x - ২ = ২৬

বা, ১৩x = ২৬

∴ x = ২

পুত্রের বর্তমান বয়স = (x + ২) = ২ + ২ = ৪ বছর

পিতার " " = (১৪x + ২) = ১৪ ×২ + ২ = ৩০ বছর

∴ পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত ৩০ ঃ ৪ = ১৫ ঃ ২

০৭. ১৫ জন লোকের বয়সের গড় ২৯ বছর। তাদের মধ্যে ২ জনের গড় বয়স ৫৫ বছর। তাহলে বাকি ১৩ জনের বয়সের গড় কত?

সমাধান ঃ

১৫ জনের বয়সের যোগফল = ১৫ × ২৯ = ৪৩৫ বছর

আবার ২ জনের বয়সের যোগফল = ৫৫ × ২ = ১১০ বছর

তাহলে, ১৩ জনের বয়সের যোগফল =(৪৩৫ − ১১০) = ৩২৫ বছর

∴ ১৩ জন লোকে বয়সের গড় = $\frac{৩২৫}{১৩}$ = ২৫ বছর

০৮. পিতা ও মাতার গড় বয়স ৪০ বছর। পিতা, মাতা ও পুত্রের গড় বয়স ৩২ বছর হলে, পুত্রের বয়স কত?

সমাধান ঃ

পিতা ও মাতার বয়সের যোগফল = ৪০ × ২ = ৮০ বছর

পিতা, মাতা ও পুত্রের বয়সের যোগফল = ৩২×৩ = ৯৬ বছর

∴ পুত্রের বয়স = (৯৬ − ৮০) ঘছর = ১৬ বছর

০৯. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স যথাক্রমে ৬৮ ও ২০ বছর। ৪ বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত কত ছিল?

সমাধান ঃ

প্রশ্নমতে,

৪ বছর পূর্বে পিতার বয়স ছিল (৬৮ − ৪) = ৬৪ বছর

৪ বছর পূর্বে পুত্রের বয়স ছিল (২০ − ৪) = ১৬ বছর।

∴ পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত = ৬৪ ঃ ১৬ = ৪ ঃ ১

১০. পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বয়সের ৩ গুণ। ১০ বছর পর তাদের বয়সর সমষ্টি ৭৬ বছর হলে পিতার বর্তমান বয়স কত?

সমাধান ঃ

ধরি, পুত্রের বর্তমান বয়স = x বছর

পিতার " " = ৩x "

তাহলে, ১০ বছর পর পুত্রের বয়স হবে = (x + ১০) বছর

১০ " " পিতার " " = (৩x +১০) বছর

প্রশ্নমতে,

(৩x + ১০) + (x + ১০) = ৭৬

বা, ৪x + ২০ = ৭৬

বা, ৪x = ৭৬ - ২০

বা, $x = \frac{৫৬}{৪}$

∴ x = ১৪ বছর

∴ পিতার বর্তমান বয়স ৩x = ৩ × ১৪ = ৪২ বছর

১১. পিতার ২৫ বছর বয়সে পুত্রের জন্ম হয়। পিতার কত বছর বয়সে তার বয়স পুত্রের দ্বিগুণ হবে?

সমাধান ঃ

ধরি, পিতার বয়স ২৫ বছর হলে,

পুত্রের " x বছর

পুত্রের বয়স ২x বছর হলে, পিতার বয়স হবে = (২ × ২৫)

= ৫০ বছর।

১২. তিন পুত্রের বয়সের গড় ১৬ বছর। পিতাসহ পুত্রদের বয়সর গড় ২৫ বছর। পিতার বয়স কত?

সমাধান ঃ

তিন পুত্রের বয়সের যোগফল = (১৬ × ৩) = ৪৮ বছর

পিতাসহ পুত্রদের বয়সের যোগফল = (২৫ × ৪) = ১০০ বছর

∴ পিতার বয়স (১০০ − ৪৮) = ৫২ বছর

১৩. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৬৩ বছর এবং তাদের বয়সের অনুপাত ৭ ঃ ২। ৯ বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত কত ছিল?

সমাধান ঃ

অনুপাতদ্বয়ের যোগফল (৭ + ২) = ৯

∴ পিতার বয়স = $\frac{৭}{৯}$ × ৬৩ = ৪৯ বছর

পুত্রের " = $\frac{২}{৯}$ × ৬৩ = ১৪ বছর

তাহলে ৯ বছর পূর্বে পিতার বয়স ছিল (৪৯ − ৯) = ৪০ বছর

" " " পুত্রের " " (১৪ − ৯) = ৫ বছর

∴ তাদের বয়সের অনুপাত ছিল = ৪০ ঃ ৫ = ৮ ঃ ১

১৪. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত ৯ ঃ ২ এবং ১৫ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত হবে ১২ ঃ ৫। বর্তমানে কার বয়স কত?

সমাধান ঃ

ধরি, পিতার বর্তমান বয়স = ৯ক বছর

পুত্রের ,, ,, = ২ক বছর

৪ বছর পর

তাদের বয়স ছিল যথাক্রমে (৯ক + ১৫) এবং (২ক + ১৫) বছর

শর্তমতে,

(৯ক + ১৫) ঃ (১ক + ১৫) = ১২ ঃ ৫

বা, $\frac{৯ক + ১৫}{২ক + ১৫} = \frac{১২}{৫}$

বা, ৫(৯ক + ১৫) = ১২(২ক + ১৫)

বা, ৪৫ক + ৭৫ = ২৪ক + ১৮০

বা, ৪৫ক - ২৪ক = ১৮০ - ৭৫

বা, ২১ক = ১০৫

বা, ক = $\frac{১০৫}{২১}$

∴ ক = ৫

∴ পিতার বর্তমান বয়স = (৯ ×৫) বছর = ৪৫ বছর

∴ পুত্রের বর্তমান বয়স = (২ ×৫) বছর = ১০ বছর

CS CamScanner

১৫. পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ৭ ঃ ৩। চার বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল ১৩ ঃ ৫। বর্তমানে কার বয়স কত?

সমাধান ঃ

ধরি, পিতার বর্তমান বয়স = ৭ক বছর

পুত্রের ,, ,, = ৩ক বছর

৪ বছর পূর্বে

তাদের বয়স ছিল যথাক্রমে (৭ক - ৪) এবং (৩ক - ৪) বছর

শর্তমতে,

(৭ক - ৪) ঃ (৩ক - ৪) = ১৩ ঃ ৫

বা, $\frac{\text{৭ক - ৪}}{\text{৩ক - ৪}} = \frac{\text{১৩}}{\text{৫}}$

বা, ৫(৭ক - ৪) = ১৩(৩ক - ৪)

বা, ৩৫ক - ২০ = ৩৯ক - ৫২

বা, ৩৫ক - ৩৯ক = -৫২ + ২০

বা, - ৪ক = -৩২

বা, ক = $\frac{\text{৩২}}{\text{৪}}$

∴ ক = ৮

∴ পিতার বর্তমান বয়স = (৭ ×৮) বছর = ৫৬ বছর

∴ পুত্রের বর্তমান বয়স = (৩ ×৮) বছর = ২৪ বছর

অনুপাত-সমানুপাত সংক্রান্ত

সমানুপাত ঃ কোনো অনুপাতের পূর্ব ও উত্তর রাশিকে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণ বা ভাগ করলে যে অনুপাত পাওয়া যায় তা হলো সমানুপাত। যেমন ঃ ৩ ঃ ৪ এর সমানুপাত হতে পারে (৩ × ২) ঃ (৪ × ২) বা ৬ ঃ ৮

মিশ্র অনুপাত ঃ দুই বা ততোধিক অনুপাতের পূর্ব রাশিগুলোর গুণফলের সাথে উত্তর রাশিগুলোর গুণফলের যে অনুপাত তাকে মিশ্র অনুপাত বলে। যেমন ঃ ৫ ঃ১৮, ৭ ঃ ২ এবং ৩ ঃ ৬ এর মিশ্র অনুপাত ৩৫ ঃ ৭২।

ব্যস্ত অনুপাত ঃ কোনো অনুপাতের পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশি যদি স্থান বিনিময় করে তবে তাকে ব্যস্ত অনুপাত বলে। যেমন ঃ ৩ ঃ ৪ এর ব্যস্ত অনুপাত ৪ ঃ ৩।

০১. ৩, ৯ ও ৪ এর চতুর্থ সমানুপাতিক কত?

সমাধান ঃ ধরি, ৪র্থ সমানুপাতিক = ক

শর্তমতে,

৩ ঃ ৯ = ৪ ঃ ক

বা, $\frac{\text{৩}}{\text{৯}} = \frac{\text{৪}}{\text{ক}}$

বা, ৩ক = ৩৬

∴ ক = $\frac{\text{৩৬}}{\text{৩}}$ = ১২

০২. ৫ ঃ ১৮, ৭ ঃ ২ এবং ৩ ঃ ৬ এর মিশ্র অনুপাত কত?

সমাধান ঃ

এখানে তৃতীয় অনুপাত, ৩ ঃ ৬ = ১ ঃ ২

৫ ঃ ১৮, ৭ ঃ ২ এবং ১ ঃ ২ এর মিশ্র অনুপাত

= (৫ × ৭ × ১) ঃ (১৮ × ২ × ২) = ৩৫ ঃ ৭২

০৩. ক ঃ খ = ৪ ঃ ৫, ক ঃ গ = ১০ ঃ ৯ হলে ক ঃ খ ঃ গ = কত?

সমাধান ঃ

ক ঃ খ = ৪ ঃ ৫ = (১০ × ৪) ঃ (১০ × ৫) = ৪০ ঃ ৫০

ক ঃ গ = ১০ ঃ ৯ = (৪ × ১০) ঃ (৪ × ৯) = ৪০ ঃ ৩৬

ক ঃ খ ঃ গ = ৪০ ঃ ৫০ ঃ ৩৬ = ২০ ঃ ২৫ ঃ ১৮

০৪. একজন লোক সপ্তাহে ২২০০ টাকা আয় করেন এবং ১৬৫০ টাকা ব্যয় করেন। তার সঞ্চয়ের সাথে আয়ের অনুপাত হবে–

সমাধান ঃ

সঞ্চয়ের পরিমান (২২০০ − ১৬৫০) = ৫৫০ টাকা

∴ সঞ্চয়ঃআয় = ৫৫০ ঃ ২২০০ = ৫৫ ঃ ২২০= ১ ঃ ৪

০৫. ৪৯৫ টাকা ২ ঃ ৪ ঃ ৫ অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম অংশের পার্থক্য কত টাকা হবে?

সমাধান ঃ

অনুপাতদ্বয়ের যোগফল = (২ + ৪ + ৫) = ১১

∴ প্রথম অংশ = $\frac{\text{৪৯৫}}{\text{১১}}$ × ২ = ৯০ টাকা

দ্বিতীয় " = $\frac{\text{৪৯৫}}{\text{১১}}$ × ৪ = ১৮০ "

তৃতীয় " = $\frac{\text{৪৯৫}}{\text{১১}}$ × ৫ = ২২৫ "

∴ বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম অংশের পার্থক্য = (২২৫ − ৯০) = ১৩৫

০৬. ক, খ ও গ এর বেতনের অনুপাত ৭ ঃ ৫ ঃ ৩। খ, গ অপেক্ষা ২২২ টাকা বেশি পেলে ক এর বেতন কত?

সমাধান ঃ

ধরি, ক, খ ও গ এর বেতন যথাক্রমে ৭x, ৫x ও ৩x

শর্তমতে,

৫x - ৩x = ২২২

বা, ২x = ২২২ বা, x = ১১১

∴ ক এর বেতন = ৭x = ৭×১১১ = ৭৭৭

০৭. একটি কাঠের টুকরোর দৈর্ঘ্য আরেকটি টুকরোর দৈর্ঘ্যের তিনগুন। টুকরোটির সংযুক্ত করা হলে সংযুক্ত টুকরার দৈর্ঘ্য ছোট টুকরার চাইতে কতগুন বড় হবে?

সমাধান ঃ

ধরি, ছোট টুকরার দৈর্ঘ্য = ক এবং বড় টুকরার দৈর্ঘ্য = ৩ক

সংযুক্ত টুকরা = ক + ৩ক = ৪ক

শর্তমতে,

$\frac{\text{সংযুক্ত টুকরা}}{\text{ছোট টুকরা}} = \frac{\text{৪ক}}{\text{ক}}$ = ৪

∴ সংযুক্ত টুকরা = ৪ × ছোট টুকরা (উঃ)

০৮. একটি শ্রেণীতে ৩৬ জন ছাত্রী আছে এবং ঐ শ্রেণীতে ছাত্রী ও ছাত্রের অনুপাত ৯ ঃ ১১। ঐ ক্লাশে শতকরা কত ভাগ ছাত্রী?

সমাধান ঃ

ধরি, ছাত্রী = ৯ক ও ছাত্র = ১১ক

মোট ছাত্র-ছাত্রী = ৯ক+১১ক = ২০ক

∴ $\frac{\text{ছাত্র}}{\text{ছাত্র-ছাত্রী}} = \frac{\text{৯ক}}{\text{২০ক}}$ × ১০০ = ৪৫%

০৯. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৫ ঃ ৮। উভয়ের সাথে ২ যোগ করলে অনুপাতটি ২ ঃ ৩ হয়। সংখ্যা দুইটি কি কি?

সমাধান ঃ

ধরি, একটি সংখ্যা = ৫x এবং অপর সংখ্যা = ৮x

প্রশ্নমতে

৫x + ২ ঃ ৮x + ২ = ২ ঃ ৩

বা, $\frac{\text{৫}x + \text{২}}{\text{৮}x + \text{২}} = \frac{\text{২}}{\text{৩}}$

বা, ১৫x + ৬ = ১৬x + ৪ ∴ x = ২

∴ একটি সংখ্যা (৫×২) = ১০ অপর সংখ্যা (৮×২) = ১৬

১০. একটি কুকুর একটি খরগোশকে ধরার জন্য তাড়া করে। কুকুর যে সময়ে ৪ বার লাফ দেয় খরগোশ সে সময়ে ৫ বার লাফ দেয়। কিন্তু খরগোশ ৪ লাফে যতদুর যায়, কুকুর ৩ লাফে ততদুর যায়। কুকুর ও খরগোশের গতিবেগের অনুপাত কত?

সমাধান ঃ

খরগোশের ৪ লাফ = কুকুরের ৩ লাফ

" ১ " = " $\frac{\text{৩}}{\text{৪}}$ "

" ৫ " = " $\frac{\text{৩×৫}}{\text{৪}} = \frac{\text{১৫}}{\text{৪}}$ লাফ

কুকুর ও খরগোশের গতিবেগের অনুপাত = ৪ ঃ $\frac{\text{১৫}}{\text{৪}}$ = ১৬ ঃ ১৫

১১. দুটি রাশির অনুপাত ৭ ঃ ৫। উত্তর রাশি ৩০ হলে পূর্বরাশি কত?

সমাধান ঃ

মনে করি, পূর্বরাশি = x

শর্তমতে

৭ ঃ ৫ = x ঃ ৩০

বা, $\frac{\text{৭}}{\text{৫}} = \frac{x}{\text{৩০}}$

বা ৫x = ৩০ × ৭

বা, x = $\frac{\text{৩০×৭}}{\text{৫}}$

∴ x = ৪২

১২. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত ৪ ঃ ৭ ঃ ৮ এবং এর পরিসীমা ৩৮ সে.মি. হলে বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য কত?

সমাধান ঃ

অনুপাতদ্বয়ের যোগফল (৪ + ৭ + ৮) = ১৯

প্রশ্নমতে,

৪x + ৭x + ৮x = ৩৮ [∴ পরিসীমা = বাহুর যোগফল]

বা, ১৯x = ৩৮

∴ x = ২

∴ প্রথম বাহুর দৈর্ঘ্য (৪ × ২) = ৮ সে.মি.

দ্বিতীয় " " (৭ × ২) = ১৪ "

তৃতীয় " " (৮ × ২) = ১৬ "

CS CamScanner

মিশ্রণ সংক্রান্ত

০১. একটি জারে দুধ ও পানির অনুপাত ৫ ঃ ১। দুধের পরিমান যদি পানি অপেক্ষা ৮ লিটার বেশি হয়, তবে পানির পরিমান কত ?

সমাধান ঃ ধরি, দুধের পরিমান = ৫ক এবং পানির পরিমান = ক

শর্তমতে

৫ক - ক = ৮

বা, ৪ক = ৮ বা, ক = $\frac{৮}{২}$ ∴ ক = ২ লিটার

০২. ৭২ কেজি ওজন বিশিষ্ট একটি মিশ্রণ 'ক' এর ১৭ ভাগ, খ এর ৩ ভাগ, গ এর ৪ ভাগ দ্বারা গঠিত। মিশ্রণে খ এর কতটুকু আছে ?

সমাধান ঃ

মিশ্রণে ক, খ ও গ এর অনুপাত = ১৭ ঃ ৩ ঃ ৪

অনুপাতদ্বয়ের যোগফল = ১৭ + ৩ + ৪ = ২৪

মিশ্রণে 'খ' এর পরিমান = ৭২×$\frac{৩}{২৪}$ = ৯ কেজি

০৩. ২০ কেজি পরিমান একটি স্পিরিট ও পানির মিশ্রণে পানির পরিমান ১০%। ঐ মিশ্রণে কি পরিমান পানি মিশ্রিত করলে পানির পরিমান হবে ২৫%?

সমাধান ঃ

মিশ্রণে পানির পরিমান = ২০×১০%

= ২০× $\frac{১০}{১০০}$

= ২ কেজি

মিশ্রণে স্পিরিটের পরিমান = ২০ - ২ = ১৮ কেজি

ধরি, মিশ্রণে 'ক' কেজি পানি মিশালে পানির পরিমান হবে ২৫%

শর্তমতে,

$\frac{২+ক}{২০+ক}$ = ২৫%

বা, $\frac{২+ক}{২০+ক} = \frac{২৫}{১০০}$

বা, ২০০ + ১০০ক = ৫০০ + ২৫ক

বা, ৭৫ক = ৩০০

বা, ক = $\frac{৩০০}{৭৫}$ ∴ ক = ৪ কেজি

০৪. ৬০ লিটার কেরোসিন ও পেট্রোলের মিশ্রনের অনুপাত ৭ ঃ ৩। ঐ মিশ্রনে আর কত লিটার পেট্রোল মিশালে অনুপাত ৩ ঃ ৭ হবে?

সমাধান ঃ

অনুপাতদ্বয়ের যোগফল = (৭ + ৩) = ১০

∴ মিশ্রনে কেরোসিনের পরিমান = $\frac{৭}{১০}$ × ৬০ = ৪২ লিটার

∴ মিশ্রনে পেট্রোলের পরিমান (৬০ − ৪২)=১৮ লিটার

ধরি

মিশ্রনে x লিটার পেট্রোল মিশালে নতুন মিশ্রনের অনুপাত হবে ৩ ঃ ৭

প্রশ্নমতে

৪২ ঃ ১৮ + x = ৩ ঃ ৭

বা, $\frac{৪২}{১৮+x} = \frac{৩}{৭}$

বা, ৫৪ + ৩x = ২৯৪

বা, ৩x = ২৪০

বা, x = $\frac{২৪০}{৩}$

∴ x = ৮০ লিটার

ঐকিক নিয়ম এবং কাজ সংক্রান্ত

০১. ৩০ জন শ্রমিক একটি কাজ ২১ দিনে শেষ করতে পারে। ১৮ দিনে কাজটি শেষ করতে হলে নতুন কত জন শ্রমিক লাগবে?

সমাধান ঃ

২১ দিনে একটি কাজ শেষ করে ৩০ জন শ্রমিক

∴ ১ " " " " " ৩০ × ২১

∴ ১৮ " " " " $\frac{৩০ \times ২১}{১৮}$ = ৩৫ জন

∴ নতুন আরো শ্রমিক লাগবে = (৩৫ − ৩০) = ৫ জন।

০২. ১৬ জন লোক একটি কাজ ৬ দিনে সম্পন্ন করে। কাজটি ৪ দিনে সম্পন্ন করতে কতজন লোক লাগবে?

সমাধান ঃ

৬ দিনে করে ১৬ জন লোক

১ " " ১৬ × ৬ " "

৪ " " $\frac{১৬ \times ৬}{৪}$ = ২৪ দিন

০৩. ৬ রীম কাগজে ৭০ পৃষ্ঠার ১৫০টি বই তৈরি হয়। ২ রীম কাগজে ৭০ পৃষ্ঠার কয়টা বই তৈরি হবে?

সমাধান ঃ

৬ রীম কাগজে ৭০ পৃষ্ঠার তৈরি হয় = ১৫০টি বই

∴ ১ " ৭০ " " = $\frac{১৫০}{৬}$ "

∴ ২ " ৭০ " " = $\frac{১৫০×২}{৬}$ = ৫০টি

০৪. ১৫টি ভেড়ার মূল্য ৫টি গরুর মূল্যের সমান। ২টি গরুর মূল্য ৩০০০ টাকা হলে, ৩টি ভেড়ার মূল্য কত হবে?

সমাধান ঃ

২টি গরুর মূল্য = ৩০০০ টাকা

∴ ১ " " = $\frac{৩০০০}{২}$ "

∴ ৫ " " = $\frac{৩০০০×৫}{২}$ " = ৭৫০০ টাকা

১৫টি ভেড়া বা ৫টি গরুর মূল্য = ৭৫০০ টাকা

১৫টি ভেড়ার মূল্য = ৭৫০০ টাকা

১ ,, ,, = $\frac{৭৫০০}{১৫}$,,

৩ ,, ,, = $\frac{৭৫০০×৩}{১৫}$ = ১৫০০ টাকা

০৫. ক ও খ একত্রে একটি কাজ ৮ দিনে শেষ করতে পারে। ক একা ১২ দিনে কাজটি শেষ করতে পারলে খ একা কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে?

সমাধান ঃ ক ও খ একত্রে ১ দিনে করে কাজের $\frac{১}{৮}$ অংশ

আবার, ক একা ১ দিনে করে কাজটির $\frac{১}{১২}$ অংশ

∴ তাহলে, খ একা করবে কাজটির $\left(\frac{১}{৮}-\frac{১}{১২}\right)=\frac{১}{২৪}$ অংশ

∴ খ একা $\frac{১}{২৪}$ অংশ কাজ করে ১ দিনে

খ " ১ বা সম্পূর্ণ কাজ করে $\frac{১ \times ২৪}{১}$ = ২৪ দিনে

০৬. একটি কাজ ক একা ৬ দিনে এবং খ একা ১২ দিনে শেষ করলে ক ও খ একত্রে কাজটি কত দিনে শেষ করতে পারবে?

সমাধান ঃ ক একা ১ দিনে করে কাজের $\frac{১}{৬}$ অংশ

খ " ১ " " " $\frac{১}{১২}$ "

ক ও খ একত্রে ১ দিনে করে কাজের $\left(\frac{১}{৬}+\frac{১}{১২}\right)=\frac{১}{৪}$ অংশ

ক ও খ একত্রে $\frac{১}{৪}$ অংশ কাজ করে ১ দিনে

ক ও খ " ১ বা সম্পূর্ণ " " $\frac{১×৪}{১}$ " = ৪ দিন

০৭. ক ও খ একটি কাজ ১২ দিনে, খ ও গ উক্ত কাজটি ১৫ দিনে এবং গ ও ক উক্ত কাজটি ২০ দিনে করতে পারে। তারা তিনজন একত্রে কাজটি কত দিনে করতে পারবে?

সমাধান ঃ

ক ও খ ১ দিনে করে কাজের $\frac{১}{১২}$ অংশ

খও গ ১ দিনে করে কাজের $\frac{১}{১৫}$ অংশ

গ ও ক ১ দিনে করে কাজের $\frac{১}{২০}$ অংশ

২ (ক+খ+গ) ১ দিনে করতে পারে = $\frac{১}{১২}+\frac{১}{১৫}+\frac{১}{২০}=\frac{১}{৫}$ কাজ

ক+খ+গ ১ দিনে করতে পারে = $\frac{১}{৫×২}=\frac{১}{১০}$ কাজ

ক+খ+গ সম্পূর্ন কাজটি করতে পারে = ১০ দিনে।

০৮. ৫টি বিড়াল ৫টি ইঁদুর ধরতে সময় নেয় ৫ মিনিট। ৩০টি বিড়াল ৩০টি ইঁদুর ধরতে কত সময় নিবে ?

সমাধান ঃ

৫টি বিড়াল ৫টি ইঁদুর ধরতে সময় নেয় = ৫ মিনিট

১ ,, ,, ৫ ,, ,, ,, ,, ,, = ৫×৫ ,,

১ ,, ,, ১ ,, ,, ,, ,, ,, = $\frac{৫×৫}{৫}$,,

৩০ ,, ১ ,, ,, ,, ,, ,, = $\frac{৫×৫}{৫×৩০}$,,

৩০ ,, ৩০ ,, ,, ,, = $\frac{৫×৫×৩০}{৫×৩০}$ = ৫ মিনিট

CS CamScanner

০৯. x সংখ্যক আমের দাম y টাকা হলে, x টাকায় কতটি আম পাওয়া যাবে?

সমাধান : y টাকায় পাওয়া যায় x টি আম

∴ 1 " " " $\frac{x}{y}$ " "

∴ x " " " $\frac{xx}{y} = \frac{x^2}{y}$

১০. 'p' সংখ্যক পেন্সিলেরট মূল্য 'c' সেন্ট। 'd' ডলারে কতটি পেন্সিল পাওয়া যাবে?

সমাধান : [১ ডলার = ১০০ সেন্ট]

c সেন্টে পাওয়া যায় = p টি পেন্সিল

১ " " " $= \frac{p}{c}$ " "

d ডলার বা ১০০d সেন্টে " " $= \frac{100dp}{c}$ " "

১১. একটি ফটোকপি মেশিন ১/৩ সেকেন্ডে ২টি ফটোকপি করে। একই হারে উহা ৪ মিনিটে কতগুলো ফটোকপি করতে পারবে?

সমাধান :

$\frac{১}{৩}$ সেকেন্ডে ফটোকপি করে = ২টি

১ " " " = (৩×২) টি

(৪×৬০) " " " = ৩ × ২ × ৪ × ৬০

= ১৪৪০ টি

১২. সুজন ৫ মিনিটে টাইপ করতে পারে ১০ পৃষ্ঠা। মেরি ১০ মিনিটে টাইপ করতে পারে ৫ পৃষ্ঠা। যদি তারা দুজন একত্রে কাজ করে, তাহলে ৩০ মিনিটে কত পৃষ্ঠা টাইপ করতে পারবে?

সমাধান :

সুজন ৫ মিনিটে টাইপ করে ১০ পৃষ্ঠা

" ৩০ " " " $\frac{১০×৩০}{৫}$ = ৬০ পৃষ্ঠা

মেরি ১০ মিনিটে টাইপ করে ৫ পৃষ্ঠা।

" ৩০ " " " $\frac{৫×৩০}{১০}$ = ১৫ পৃষ্ঠা

∴ ৬০ + ১৫ = ৭৫ পৃষ্ঠা

১৩. যদি ১২ জন পুরুষ অথবা ১৮ জন মহিলা কাজ করে ১৪ দিন, তাহলে ৮ জন পুরুষ এবং ১৬ জন মহিলা একত্রে কাজটি কত কতদিন সময় লাগবে?

সমাধান :

১২ জন পুরুষ = ১৮ জন মহিলা

∴ ৮ " " $= \frac{১৮×৮}{১২২}$ " = ১২ জন মহিলা

৮ জন পুরুষ এবং ১৬ জন মহিলা = (১২ + ১৬) = ২৮ জন মহিলা

১৮ জন মহিলা কাজ করে ১৪ দিনে

১ " " " " ১৪ ×১৮ "

২৮ " " " " $\frac{১৪×১৮}{২৮}$ = ৯ দিনে

১৪. ৬ জন স্ত্রীলোক অথবা ৮ জন বালক একটি কাজ ১২ দিনে শেষ করতে পারে। ৩ জন স্ত্রীলোক ও ১২ জন বালক ঐ কাজটি কত দিনে করতে পারবে?

সমাধান :

৬ জন স্ত্রীলোক = ৮ জন বালক

১ " " $= \frac{৮}{৬}$ " "

∴ ৩ " " $= \frac{৮×৩}{৬}$ " = ৪ জন বালক

৩ জন স্ত্রীলোক এবং ১২ জন বালক = (৪ + ১২) = ১৬ জন বালক

৮ জন বালক কাজটি করে ১২ দিনে

১ " " " " ১২ ×৮ "

১৬ " " " " $\frac{১২×৮}{১৬}$ = ৬ দিনে

১৫. ২ জন পুরুষ বা ৩ জন স্ত্রীলোক একটি কাজ ২৫ দিনে শেষ করতে পারলে ৪ জন পুরুষ ও ৯ জন স্ত্রীলোক একত্রে কাজটি শেষ করতে পারবে কত দিনে?

সমাধান :

২ জন পুরুষ = ৩ জন স্ত্রীলোক

∴ ৪ " " $= \frac{৩×৪}{২}$ " = ৬ জন স্ত্রীলোক

৪ জন পুরুষ এবং ৯ জন স্ত্রীলোক = (৬ + ৯) = ১৫ জন স্ত্রীলোক

৩ জন স্ত্রীলোক কাজটি করে ২৫ দিনে

১ " " " " ২৫×৩ "

১৫ " " " " $\frac{২৫×৩}{১৫}$ = ৫ দিনে

১৬. ৮ জন পুরুষ বা ১৮ জন বালক একটি কাজ ৩৬ দিনে করতে পারে। ১৬ জন পুরুষ ও ১৮ জন বালক একত্রে সেই কাজের দ্বিগুণ একটি কাজ কত দিনে করতে পারবে?

সমাধান :

৮ জন পুরুষ = ১৮ জন বালক

∴ ১৬ " " $= \frac{১৮×১৬}{৮}$ " = ৩৬ জন বালক

১৬ জন পুরুষ ও ১৮ জন বালক = (৩৬ + ১৮) = ৫৪ জন বালক

১৮ জন বালক কাজটি করে ৩৬ দিনে

১ " " " " ৩৬×১৮ "

৫৪ " " " " $\frac{৩৬×১৮}{৫৪}$ = ১২ দিনে

কাজটির দ্বিগুণ করতে সময় লাগে = ১২ ×২ = ২৪ দিন।

১৭. ৬ জন পুরুষ বা ৯ জন বালক একটি কাজ ৩৬ দিনে করতে পারে। ৮ জন পুরুষ ও ৬ জন বালক ঐ কাজ ১২ দিনে করার পর চলে গেল। অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে ৮ জন পুরুষ ও ৬ জন বালকের কত দিন লাগবে?

সমাধান:

৬ জন পুরুষের কাজ = ৯ জন বালকের কাজ

১ " " " $= \frac{৯}{৬}$ " "

৮ " " " $= \frac{৯×৮}{৬}$ " "

= ১২ জন বালকের কাজ

৮ জন পুরুষ ও ৬ জন বালক = (১২+৬) = ১৮ জন বালক

৯ জন বালক ৩৬ দিনে করতে পারে ১টি কাজ

১ " " ৩৬ " " " $= \frac{১}{৯}$ অংশ "

১ " " ১ " " " $= \frac{১}{৯×৩৬}$ "

১৮ " " ১২ " " " $= \frac{১৮×১২}{৯×৩৬}$ "

$= \frac{২}{৩}$ অংশ কাজ

কাজ বাকি থাকে $= ১-\frac{২}{৩} = \frac{১}{৩}$ অংশ

আবার,

৮ জন পুরুষের কাজ = ১২ জন বালকের কাজ

৪ " " " = ৬ " " "

তাহলে ৪ জন পুরুষ আর ৬ জন বালক = (৬+৬) জন বালক

= ১২ বালক

৯ জন বালক ১টি কাজ করে ৩৬ দিনে

১ " " ১ " " = (৩৬×৯) "

১২ " " ১ " " " $= \frac{৯×৩৬}{১২}$ "

১২ " " $\frac{১}{৩}$ অংশ " " " $= \frac{৩৬×৯}{১২×৩}$

= ৯ দিনে

১৯. কোন শিবিরে ৪,০০০ লোকের ১৯০ দিনের খাদ্য মজুদ আছে। যদি ৩০ দিন পর ৮০০ জন লোক চলে যায় তবে অবশিষ্ট খাদ্যে বাকি লোকের কত দিন চলবে?

সমাধান : বাকি লোক (৪০০০ − ৮০০) = ৩২০০ জন

বাকি দিন = (১৯০ − ৩০) = ১৬০ দিন

৪০০০ জন লোকের খাদ্য চলে = ১৬০ দিন

∴ ১ " " " " = ১৬০×৪০০০ "

∴ ৩২০০ " " " " $= \frac{১৬০×৪০০০}{৩২০০}$ = ২০০ দিন

২০. কোন বাড়িতে ১০ জন লোকের ৩০ দিনের খাবার আছে। ঐ বাড়িতে আরও ২ জন মেহমান আসলে ঐ খাবারে তাদের কত দিন চলবে?

সমাধান :

বর্ধিত লোকের সংখ্যা (১০ + ২) = ১২ জন

১০ জন লোকের খাবার চলে = ৩০ দিন

∴ ১ " " " " = ৩০×১০ "

∴ ১২ " " " " $= \frac{৩০×১০}{১২}$ " = ২৫ দিন

২১. কোনো ছাত্রাবাসে ৪০ জন ছাত্রের ৩০ দিনের খাবার আছে। ৫ দিন পর আরও ১০ জন ছাত্র আসলে অবশিষ্ট খাদ্যে তাদের কত দিন চলবে?

সমাধান ঃ

৫ দিন পর খাদ্য থাকে = ৩০ - ৫ = ২৫ দিনের

৫ দিন পর লোক চলে যায় = ৪০ + ১০ = ৫০ জন

৪০ জন লোকের খাবার চলবে ২৫ দিন

∴ ১ " " " " ২৫×৪০ "

∴ ৫০ " " " " $\frac{২৫ \times ৪০}{৫০}$ " = ২০ দিন

২২. কোন পরিবারে মজুদ খাদ্যে ৬ জন সদস্যের ১৫ দিন চলে। অতিথি আসায় ঐ খাদ্যে ১০ দিন চললে, কত জন অতিথি এসেছিল?

সমাধান ঃ ১৫ দিন চলে ৬ জন সদস্যের

∴ ১ " " ৬×১৫ " "

∴ ১০ " " $\frac{৬ \times ১৫}{১০}$ " " = ৯ জন সদস্যের

নতুন অতিথি এসেছিল = (৯-৬) = ৩ জন

ট্রেন সংক্রান্ত

০১. ৩০০ মিটার লম্বা একটি ট্রেন ৯০০ মিটার দীর্ঘ একটি প্লাটফর্ম ১ মিনিট ১২ সেকেন্ডে অতিক্রম করল, তাহলে ট্রেনটির বেগ কত?

Shortcut Solution:

$$\text{Speed} = \frac{\text{Distance}}{\text{time}}$$

$$\Rightarrow \text{Speed} = \frac{300+900}{72} \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow \text{Speed} = \frac{1200}{72} \times \frac{18}{5}$$ [∴ Speed = 60km/hr.]

০২. একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৪৫ কিমি বেগে চলে ১০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি প্লাটফর্ম ৬০ সেকেন্ডে অতিক্রম করল। তাহলে ট্রেনটির দৈর্ঘ্য কত?

Shortcut Solution:

$T = \frac{L_T+L_P}{S}$ [T = time, L_T = Lenth of train & L_P = Lenth of Platform]

$60 = \frac{L_T+100}{45\times5/18}$ (To convert speed km/h to m/s multiply speed by 5/18)

∴ L_T = 650 m/s (Ans.)

০৩. হাবিব ২০ কিমি পথ প্রথমে ৩০ কিমি/ঘণ্টা বেগে যায় এবং পরে দিগুন বেগে ফিরে আসে। এতে তার মোট কত মিনিট সময় লাগে?

Shortcut Solution: $D = \frac{2xy}{x+y} \times t$

or, $2 \times 20 = \frac{2 \times 30 \times 60}{30+60} \times t$

or, t = 1 hr. = 60 mins.

০৪. রেল লাইনের পাশে একটি তাল গাছ আছে। ঘণ্টায় ৪৫ কিমি বেগে ধাবমান ১৫০ মিটার লম্বা ট্রেন কত সময়ে ঐ তাল গাছটি অতিক্রম করবে?

সমাধান ঃ

৪৫০০০ মিটার অতিক্রম করতে সময় লাগে ৩৬০০ সেকেন্ড

১ " " " " " $\frac{৩৬০০}{৪৫০০০}$ "

১৫০ " " " " " $\frac{৩৬০০ \times ১৫০}{৪৫০০০}$ = ১২ সেকেন্ড

৫. ১২০ মিটার একটি ট্রেন ৩৩০ মিটার একটি সেতু অতিক্রম করবে। ট্রেনটির গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০ কি.মি. হলে সেতুটি অতিক্রম করতে ট্রেনটির কত সময় লাগবে?

সমাধানঃ

ট্রেনটিকে নিজের দৈর্ঘ্য এবং সেতুর দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে হবে অর্থাৎ ১২০ + ৩৩০ = ৪৫০ মিটার দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে হবে।

৩০,০০০ মিটার অতিক্রম করে ৬০ মিনিটে

১ " " " $\frac{৬০}{৩০০০০}$ "

৪৫০ " " " $\frac{৬০ \times ৪৫০}{৩০০০০}$ = ০.৯ মিনিট

নৌকা এবং চৌবাচ্চা সংক্রান্ত

০১. এক ব্যক্তি সাঁতার কেটে স্রোতের প্রতিকূলে ১ মিটার/ঘণ্টা বেগে ৪ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে আবার স্রোতের অনুকূলে ৪মিটার/ঘণ্টা বেগে পূর্বের স্থানে ফিরে এল। তার গড় গতিবেগ কত?

Shorcut Solution:

$$\text{Average speed} = \frac{2xy}{x+y} = \frac{2\times4\times1}{4+1} = 1.6 \text{ mph}$$

০২. নৌকা ও স্রোতের বেগ ঘণ্টায় যথাক্রমে ১০ ও ৫ কিমি। নদী পথে ৪৫ কিমি দীর্ঘ পথ একবার অতিক্রম করে ফিরে আসতে কত ঘণ্টা সময় লাগবে?

সমাধান ঃ

স্রোতের অনুকূলে নৌকার ঘণ্টায় কার্যকরী গতিবেগ = ১০+ ৫ = ১৫ কিমি

স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার ঘণ্টায় কার্যকরী গতিবেগ = ১০ - ৫ = ৫ কিমি

স্রোতের অনুকূলে ১৫ কিমি যায় = ১ ঘণ্টায়

" " ১ " = $\frac{১}{১৫}$ "

" " ৪৫ " = $\frac{১ \times ৪৫}{১৫}$ = ৩ ঘণ্টা

স্রোতের প্রতিকূলে ৫ কিমি যায় = ১ ঘণ্টায়

" " ১ " = $\frac{১}{৫}$

" " ৪৫ " = $\frac{১ \times ৪৫}{৫}$ = ৯ ঘণ্টা

মোট সময় = ৯ + ৩ = ১২ ঘণ্টা

০৩. দাড় বেয়ে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে ঘণ্টায় যায় ১৫ কিমি এবং স্রোতের প্রতিকূলে ঘণ্টায় যায় ৫ কিমি। স্রোতের বেগ নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ ধরি, নৌকার গতিবেগ = ক কিমি/ঘণ্টা

স্রোতের গতিবেগ = খ কিমি/ঘণ্টা

ক + খ = ১৫ .....(i) এবং ক - খ = ৫ ...... (ii)

সমীকরণ (i) ও (ii) বিয়োগ করে পাই,

২ক = ২০

বা, ক = ১০ কিমি/ঘণ্টা

ক + খ = ১৫ বা, ১০ + খ = ১৫ বা, খ = ১৫ - ১০ = ৫

নিজে করুন

☞ নৌকা ও স্রোতের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫ কিমি ও ৫ কিমি। নদী পথে ৪০ কিমি দীর্ঘ পথ একবার অতিক্রম করে পুনরায় যথাস্থানে ফিরে আসতে কত ঘণ্টা সময় লাগবে? (উঃ ৬ ঘণ্টা)

☞ নৌকা ও স্রোতের গতিবেগ ঘণ্টায় ২০ কিমি ও ৪ কিমি। নদী পথে ৯৬ কিমি দীর্ঘ পথ একবার অতিক্রম করে পুনরায় যথাস্থানে ফিরে আসতে কত ঘণ্টা সময় লাগবে? (উঃ ১০ ঘণ্টা)

০৪. স্রোতের অনুকূলে একটি নৌকা ৪ ঘণ্টায় ৪০ কি.মি. পথ যায়। যদি স্থির জলে ঐ নৌকার গতিবেগ ঘণ্টায় ৮ কি. মি. হয়। তবে নদীর স্রোতের গতিবেগ কত ছিল?

সমাধান ঃ

স্রোতের অনুকূলে,

নৌকা ৪ ঘণ্টায় যায় = ৪০ কি. মি.

" ১ " " = $\frac{৪০}{৪}$ " = ১০ কি. মি.

স্থির জলে, নৌকা ১ ঘণ্টায় যায় ৮ কি. মি.

∴ স্রোতের গতিবেগ হবে = (১০ - ৮) = ২ কি.মি.

০৫. একজন মাঝি স্রোতের অনুকূলে ২ ঘণ্টায় ৫ মাইল যায় এবং ৪ ঘণ্টায় প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসে। তার মোট ভ্রমণে প্রতি ঘণ্টায় গড়বেগ কত?

সমাধান ঃ

মোট সময় = ২ + ৪ = ৬ ঘণ্টা

মোট দূরত্ব = ৫ + ৫ = ১০ মাইল

∴ গড় বেগ = $\frac{দূরত্ব}{সময়}$ = $\frac{১০}{৬}$ = $\frac{৫}{৩}$ মাইল/ঘণ্টা

নিজে করুন

☞ একজন মাঝি স্রোতের অনুকূলে ১ ঘণ্টায় ৩ মাইল যায় এবং ৩ ঘণ্টায় প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসে। তার মোট ভ্রমণে প্রতি ঘণ্টায় গড়বেগ কত? (উঃ ১$\frac{১}{২}$ মাইল/ঘণ্টা)

☞ একজন মাঝি স্রোতের অনুকূলে ২ ঘণ্টায় ৬ মাইল যায় এবং ৫ ঘণ্টায় যাত্রাস্থানে ফিরে আসে। তার মোট ভ্রমণে প্রতি ঘণ্টায় গড়বেগ কত? (উঃ ১$\frac{৫}{৭}$ মাইল/ঘণ্টা)

০৬. একটি চৌবাচ্চা দুটি নল দ্বারা যথাক্রমে ২০ মিনিট ও ৩০ মিনিটে পূর্ন হতে পারে। নল দুটি একসাথে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটির অর্ধেক পূর্ন হতে কত সময় লাগবে?

সমাধান ঃ

১ম নল দ্বারা ১ মিনিটে পূর্ন হয় = $\frac{১}{২০}$ অংশ

২য় " " ১ " " " = $\frac{১}{৩০}$ "

দুটি নল দ্বারা ১ মিনিটে পূর্ন হয় = $\frac{১}{২০}$ + $\frac{১}{৩০}$ = $\frac{১}{১২}$ অংশ

$\frac{১}{১২}$ অংশ পূর্ণ হয় = ১ মিনিটে

১ বা সম্পূর্ণ " " = $\frac{১২ \times ১}{১}$

$\frac{১}{২}$ " " = $\frac{১২ \times ১ \times ১}{২}$ = ৬ মিনিটে

নিজে করুন

☞ একটি চৌবাচ্চার দুটি নল দ্বারা যথাক্রমে ২০ মিনিট ও ৩০ মিনিটে পূর্ণ হতে পারে। নল দুটি একসাথে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে? (উঃ ১২ মিনিট)

☞ একটি চৌবাচ্চা তিনটি নল দ্বারা যথাক্রমে ১০, ১২ ও ১৫ ঘন্টায় পূর্ণ হতে পারে। নল তিনটি একসাথে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটির অর্ধেক পূর্ণ হবে কত সময় লাগবে? (উঃ ২ ঘন্টা)

০৭. একটি পানির ট্যাংকের দুটি নল আছে। প্রথম নলটি খুলে দিলে ট্যাংকটি ১০ ঘন্টায় পানিতে পূর্ণ হয় এবং দ্বিতীয় নলটি খুলে দিলে পানিপূর্ণ ট্যাংকটি ১৫ ঘন্টায় খালি হয়। দুটি নল একসাথে খুলে দিলে খালি ট্যাংকটি কত ঘন্টায় পূর্ণ হবে?

সমাধান :

১ম নল দ্বারা ১ ঘন্টায় পূর্ণ হয় = $\frac{১}{১০}$ অংশ

২য় নল দ্বারা ১ ঘন্টায় খালি হয় = $\frac{১}{১৫}$

দুটি নল দ্বারা ১ ঘন্টায় পূর্ণ হয় = $\frac{১}{১০} - \frac{১}{১৫} = \frac{১}{৩০}$ অংশ

$\frac{১}{৩০}$ অংশ পূর্ণ হয় = ১ ঘন্টায়

১ বা সম্পূর্ণ " " = $\frac{১ \times ৩০}{১}$ = ৩০ ঘন্টায়

লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত

০১. একটি কলম ১৫% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হল। যদি বিক্রয় মূল্য আরও ৮ টাকা বেশি হত তবে বিক্রেতার ১০% লাভ হত। কলমটির ক্রয় মূল্য কত

Shortcut solution:

Cost Price (C.P) = $\frac{100 \times more}{\%_1 + \%_2} = \frac{100 \times 8}{15+10} = 32$

০২. একটি ঘড়ি ১০% ক্ষতিতে বিক্রয় হলো। বিক্রয় মূল্য ৪৫ টাকা বেশি হলে ৫% লাভ হত। ঘড়িটির ক্রয়মূল্য কত? (Ans. 300) Hints: C.P = $\frac{100 \times more}{\%_1 + \%_2}$

অথবা ১০% ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য = (১০০ - ১০) = ৯০ টাকা

৫% লাভে বিক্রয় মূল্য = ১০০ + ৫ = ১০৫ টাকা

দুই বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য = ১০৫ - ৯০ = ১৫ টাকা

বিক্রয় মূল্য ১৫ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য = ১০০ টাকা

" " ১ " " " " = $\frac{১০০}{১৫}$ "

" " ৪৫ " " " " = $\frac{১০০ \times ৪৫}{১৫}$ = ৩০০

নিজে করুন

☞ নির্দিষ্ট দামে একটি দ্রব্য বিক্রয় করাতে ২০% ক্ষতি হলো। এটি ৬০ টাকা বেশি মূল্যে বিক্রয় করতে পারলে ১০% লাভ হত। দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত? (Ans. 200)

Hints: C.P = $\frac{100 \times more}{\%_1 + \%_2}$

☞ একটি দ্রব্য বিক্রি করে বিক্রেতার ১০% ক্ষতি হল, বিক্রয় মূল্য ১৩৫ টাকা বেশি হলে বিক্রেতার ২০% লাভ হত। দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত? (Ans. 450)

Hints: C.P = $\frac{100 \times more}{\%_1 + \%_2}$

০৩. একটি ছাগল ২৭৬ টাকায় বিক্রয় করলে ১৫% লাভ হয়। ছাগলটির ক্রয়মূল্য কত?

Shortcut solution: C.P = $\frac{100 \times SP}{100 + Profit} = \frac{100 \times 276}{100+15} = 240$

নিজে করুন

☞ একটি দ্রব্য ২৫০ টাকায় বিক্রয় করায় বিক্রেতার ২৫% লাভ হয়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত? Hints: C.P = $\frac{100 \times SP}{100 + Profit}$ (Ans. Tk.200)

০৪. একটি দ্রব্য ২৫০ টাকায় বিক্রয় করায় বিক্রেতার ২৫% ক্ষতি হয়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত

Shortcut solution:

C.P = $\frac{100 \times SP}{100 - Loss} = \frac{100 \times 250}{100-25}$ = 333.33 Tk.

নিজে করুন

☞ একটি ঘড়ি ৫৬০ টাকায় বিক্রয় করায় ২০% ক্ষতি হলো। তাহলে ঘড়িটির ক্রয়মূল্য কত? (Ans. 700)

Hint. C.P = $\frac{100 \times SP}{100 - Loss}$

০৫. মল্লিকা টাকায় ৪টি দরে কিছু সংখ্যক আম কিনে যদি টাকায় ৫টি দরে সবগুলো বিক্রি করে, তবে মল্লিকার শতকরা কত ক্ষতি হবে।

Shortcut solution: % Loss = $\frac{100}{No.\ of\ sells} = \frac{100}{5} = 20$

নিজে করুন

☞ আরাফাত টাকা ৬টি দরে কিছু সংখ্যক আপেল কিনে যদি টাকায় ৫টি দরে সবগুলো বিক্রি করে, তবে শতকরা কত লাভ হবে? (Ans. 20) Hints: % Profit = $\frac{100}{No.\ of\ sells}$

০৬. টাকায় ৩টি করে আম ক্রয় করে টাকায় ২টি করে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?

সমাধান :

৩টি আমের ক্রয়মূল্য = ১ টাকা

১ " " " = $\frac{১}{৩}$ "

আবার

২টি আমের বিক্রয়মূল্য = ১ টাকা

১ " " " = $\frac{১}{২}$ "

লাভ হয় = $\frac{১}{২} - \frac{১}{৩} = \frac{১}{৬}$ টাকা

$\frac{১}{৩}$ টাকায় লাভ হয় = $\frac{১}{৬}$ টাকা

১ " " " = $\frac{১ \times ৩}{৬ \times ১}$ "

১০০ " " " = $\frac{১ \times ১০০ \times ৩}{৬ \times ১}$ = ৫০ টাকা

০৭. এক ব্যক্তি কোন দ্রব্যের ধার্য মূল্যের ৮% কমিশন দিয়েও ১৫% লাভ করে। যে দ্রব্যের ক্রয়মূল্য ২৮০ টাকা তার ধার্য মূল্য কত?

সমাধান :

১৫% লাভে,

ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য (১০০ + ১৫) = ১১৫ টাকা

ক্রয়মূল ১০০ টাকা হলে বিক্রয় মূল ১১৫ টাকা

∴ " ১ " " " " $\frac{১১৫}{১০০}$ "

" ২৮০ " " " " $\frac{১১৫ \times ২৮০}{১০০}$ = ৩২২ টাকা

আবার, ৮% কমিশনে, বিক্রয়মূল্য = (১০০ − ৮) = ৯২ টাকা

বিক্রয়মূল্য ৯২ টাকা হলে ধার্যমূল্য = ১০০ টাকা

∴ " ১ " " " = $\frac{১০০}{৯২}$ "

∴ " ৩২২ " " " = $\frac{১০০ \times ৩২২}{৯২}$ "

= ৩৬০.৮ টাকা

০৮. একটি ঘড়ি ৫৬০ টাকায় বিক্রয় করলে ২০% ক্ষতি হল ঘড়িটির ক্রয়মূল্য কত?

সমাধান :

২০% ক্ষতিতে, বিক্রয়মূল্য= (১০০−২০) = ৮০ টাকা

বিক্রয়মূল্য ৮০ টাকা হলে ক্রয় মূল্য = ১০০ টাকা

∴ " ১ " " " = $\frac{১০০}{৮০}$ "

∴ " ৫৬০" " " = $\frac{১০০ \times ৫৬০}{৮০}$ = ৭০০

০৯. একজন দোকানদার ৫টি লেবু যে মূল্যে ক্রয় করে, ৪টি লেবু সেই মূল্যে বিক্রয় করে। তার শতকরা কত লাভ হবে?

সমাধান :

ধরি, ৫টি লেবুর ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

∴ ১ " " " $\frac{১০০}{৫}$ "= ২০ টাকা

আবার, ৪টি লেবুর বিক্রয় মূল্য ১০০ টাকা

∴ ১ " " " $\frac{১০০}{৪}$ = ২৫ টাকা

∴ লাভ = বিক্রয় মূল্য − ক্রয়মূল্য

= ২৫ − ২০ = ৫ টাকা

CS CamScanner

∴ ২০ টাকায় লাভ হয় ৫ টাকা

১ " " " $\frac{৫}{২০}$ "

১০০ " " " $\frac{৫\times১০০}{২০} = ২৫\%$

১০. একটি দ্রব্য ৭% লাভে বিক্রয় করা হলো। যদি ক্রয়মূল্য ৫% কম ও বিক্রয় মূল্য ৭ টাকা বেশি হয় তাহলে ১৫% লাভ হতো। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?

সমাধানঃ মনে করি,

দ্রব্যটির ক্রয় মুল্য x ছিল টাকা

৭% লাভে দ্রব্যটির বিক্রয় মুল্য = (x + x এর ৭%) টাকা

= (x + ০.০৭x) টাকা

= ১.০৭x টাকা

আবার, ৫% কমে দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য = (x − x এর ৫%) টাকা

= (x − ০.০৫x) টাকা

= ০.৯৫x টাকা

প্রশ্নমতে,

০.৯৫x + ০.৯৫x এর ১৫% = ১.০৭x + ৭

বা, ০.৯৫x + ০.১৪২৫x = ১.০৭x + ৭

বা, ১.০৯২৫x - ১.০৭x = ৭

বা, $x = \frac{৭}{০.০২২৫}$

বা, $x = \frac{৭\times১০০০০}{২২৫}$

∴ $x = ৩১১\frac{১}{৯}$

∴ দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য = $৩১১\frac{১}{৯}$ টাকা

১১. একটি দ্রব্য ৩৮০ টাকায় বিক্রয় করায় ২০ টাকা ক্ষতি হলো। ক্ষতির শতকরা হার কত?

সমাধান ঃ

৩৮০ টাকায় বিক্রয় করায় ২০ টাকা ক্ষতি হলে,

দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য হবে = (৩৮০ + ২০) = ৪০০ টাকা

৪০০ টাকায় ক্ষতি হয় ২০ টাকা

১ " " " $\frac{২০}{৪০০}$ "

১০০ " " " $\frac{২০\times১০০}{৪০০} = ৫\%$

১২. একটি ঘড়ি 625 টাকায় বিক্রয় করলে 10% ক্ষতি হয়। ঘড়িটি কত টাকায় বিক্রয় করলে 10% লাভ হবে।

সমাধানঃ

১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মুল্য = ১০০ - ১০ = ৯০ টাকা

১০% লাভে বিক্রয়মল্য = ১০০ + ১০ = ১১০ টাকা

৯০ টাকা বিক্রয় করতে হবে ১১০ টাকা

১ " " " " $\frac{১১০}{৯০}$ "

৬২৫ " " " " $\frac{১১০\times৬২৫}{৯০} = ৭৬৩.৮৮$ টাকা

শতকরা

০১. ১৬০ এর ১১/১৬ এর ৩৫% কত?

Hints: $P = \frac{3}{35} \times \frac{11}{16} \times 160 = 38.5$

নিজে করুন

☞ ৪,০০০ এর ১০% এর ২০% এর ৩০% কত (Ans. 24)

☞ ১৬০ এর ১১/৫৬ এর ৩৫% কত? (Ans. 11)

☞ ৫ এর ৫% কত (Ans. 2/20)

০২. ১০.৪ এর ২.৫% = কত?

সমাধান ঃ

১০.৪ এর ২.৫% = x

বা, $x = ১০.৪ \times \frac{২.৫}{১০০}$

বা, x = ১০.৪ × ০.০২৫

∴ x = ০.২৬

০৩. If the length and width of a rectangular garden plot were each increased by 20 perecnt, what would be the percent increase in the area of plot?]

Shortcut Solution:

$$A + B + \frac{AB}{100} = 20 + 20 + \frac{20\times20}{100} = 44$$

০৪. যদি একটি ঘরের দৈর্ঘ্য ২০% বৃদ্ধি পায় এবং প্রস্থ ১০% হ্রাস পায়, তাহলে ঐ ঘরের ক্ষেত্রফল শতকরা কতটুকু বৃদ্ধি পাবে? [Hints: $A \pm B \pm \frac{AB}{100}$]

[N.B. যদি বৃদ্ধি বা increase থাকে তাহলে '+' হবে এবং হ্রাস বা decrease থাকে তাহলে '-' হবে]

Shortcut Solution:

$$A + B + \frac{AB}{100} = 20 - 10 - \frac{20\times10}{100} = 8\% \text{ (Ans.)}$$

০৫. চিনির মুল্য ২৫% বৃদ্ধি পাওয়াতে একটি পরিবার চিনি খাওয়া এমনভাবে কমালো যে চিনি বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেল না। ঐ পরিবার চিনি বাবদ শতকরা কত কমালো?

Shortcut Solution: $\frac{r\times100}{100+r} = \frac{25\times100}{100+25} = 20\%$

০৬. কাপড়ের মূল্য ২০% কমে গেলে কাপড়ের ব্যবহার শতকরা কি পরিমান বাড়ালে কাপড়ের জন্য খরচের কোন পরিবর্তন হবে না

Shortcut Solution: $\frac{r\times100}{100-r} = \frac{20\times100}{100-20} = 25\%$

নিজে করুন

☞ চালের দাম ১২% বৃদ্ধি পাওয়ায় এক ব্যক্তি চালের ব্যবহার এমনভাবে করালেন যেন চালের খরচ অপরিবর্তিত থাকে। তিনি চালের ব্যবহার শতকরা কত কমালেন? (উঃ ১০.৭%)

☞ লবনের দাম ৩০% বৃদ্ধি পাওয়ায় এক ব্যক্তি লবনের ব্যবহার এমনভাবে করালেন যেন চালের খরচ অপরিবর্তিত থাকে। তিনি লবনের ব্যবহার শতকরা কত কমালেন? (উঃ ২৩.০৭%)

☞ যদি তেলের মুল্য ১৫% বৃদ্ধি পায়, তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমালে তেল বাবদ খরচ বৃদ্ধি পাবে না? (উঃ ১৩.০৪%)

☞ কয়লার দাম ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো পরিবার যদি কয়লার জন্য মাসিক খরচ অপরিবর্তিত রাখতে চায়, তবে কয়লার ব্যবহারের পরিমান শতকরা কত হারে কমাতে হবে? (উঃ ৯.০৯%)

(উপরোক্ত অংকগুলো করা জন্য এই সূত্রটি $\frac{r\times100}{100\pm r}$ ব্যবহার করতে হবে।)

০৭. কোন পরীক্ষায় শতকরা ৮৫ জন ইংরেজিতে পাস করে। ইংরেজিতে মোট ফেলের সংখ্যা ৭৫ জন হলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত ?

সমাধান ঃ

মোট পরীক্ষার্থী ১০০ জন হলে ফেল করে = ১০০ - ৮৫ = ১৫ জন

১৫ জন ইংরেজিতে ফেল করলে পরীক্ষার্থী = ১০০ জন

১ " " " " " = $\frac{১০০}{১৫}$ "

৭৫ " " " " " = $\frac{১০০\times৭৫}{১৫} = ৫০০$ জন

০৮. বরিশাল হাইস্কুলে ৭০% পরীক্ষার্থী ইংরেজিতে এবং ৮০% পরীক্ষার্থী বাংলায় পাশ করে। উভয় বিষয়ে ফেল করেছে ১০%, যদি উভয় বিষয়ে ৩৬০ জন পাশ করে তবে ঐ স্কুলে কত জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে ?

সমাধান ঃ

শুধু ইংরেজিতে ফেল করেছে = (১০০-৭০-১০)%=২০%

শুধু বাংলায় ফেল করেছে = (১০০ - ৮০ - ১০)% = ১০%

মোট ফেল করেছে = (২০ + ১০ + ১০)% = ৪০%

উভয় বিষয়ে পাস করে = (১০০ - ৪০)% = ৬০%

উভয় বিষয়ে ৬০ জন পাস করলে মোট পরীক্ষার্থী = ১০০ জন

" " ১ " " " " " = $\frac{১০০}{৬০}$ "

" " ৩৬০ " " " " " = $\frac{১০০\times৩৬০}{৬০}$

= ৬০০জন

০৯. একটি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ৮০% গনিতে এবং ৭০% বাংলায় পাশ করে। উভয় বিষয়ে পাশ করল ৬০% উভয় বিষয়ে শতকরা কতজন ফেল করল ?

সমাধান ঃ শুধু বাংলায় পাস করল = (৭০-৬০)% = ১০%

শুধু গনিতে পাস করল = (৮০-৬০)% = ২০%

এক বিষয়ে বা উভয় বিষয়ে পাস করে = (২০ + ১০ + ৬০)% = ৯০%

উভয় বিষয়ে ফেল করে = (১০০-৯০)% = ১০%

নিজে করুন

☞ কোন পরীক্ষায় ৮৫% পরীক্ষার্থী ইংরেজীতে, ১২% পরীক্ষার্থী গনিতে এবং ৯% পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করলো। শতকরা কতজন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে পাশ করেছে? (উঃ ৭৯ জন)

☞ কোন পরীক্ষায় ১৮% পরীক্ষার্থী পদার্থবিদ্যায়, ৮১% পরীক্ষার্থী রসায়নশাস্ত্রে এবং ৭৬% পরীক্ষার্থী উভয়

বিষয়ে পাশ করেছে। শতকরা কতজন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করেছে? (উঃ ১০ জন)

☞ কোন পরীক্ষায় ২০% পরীক্ষার্থী ইংরেজিতে, ১৮% পরীক্ষার্থী গণিতে এবং ১১% পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করেছে। শতকরা কতজন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে পাশ করেছে? (উঃ ৭৩ জন)

☞ কোন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর ৮০% গণিতে এবং ৭০% বাংলায় পাশ করল। উভয় বিষয়ে পাশ করল ৬০%। শতকরা কতজন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করল? (উঃ ১০%)

১০. একটি কম্পিউটার বিজ্ঞান পরীক্ষায় ৩০% পরীক্ষার্থী পাস করেছে। যারা পাস করতে পারেনি তাদের ১২জন কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে এবং ৩০ জন উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করেনি। কয়জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ?

সমাধান ঃ ফেল করে = ১২ + ৩০ = ৪২ জন

যেহেতু ৩০% পরীক্ষার্থী পাস করে তাই ফেল করে = (১০০-৩০)% = ৭০%

৭০% পরীক্ষার্থী = ৪২ জন

১ " $= \frac{৪২}{৭০}$ "

১০০% " $= \frac{৪২ \times ১০০}{৭০} = ৬০$ জন

১১. ইসলামের আয় আসমার আয় অপেক্ষা ২৫% বেশি। আসমার আয় ইসলামের আয় অপেক্ষা শতকরা কত কম?

সমাধান ঃ

ধরি, আসমার আয় = ১০০ টাকা, ইসলামের আয় = ১২৫

ইসলামের আয় ১২৫ টাকা হলে আসমার আয় = ১০০ টাকা

" " ১ " " " " $= \frac{১০০}{১২৫}$ "

" " ১০০ " " " " $= \frac{১০০ \times ১০০}{১২৫}$

= ৮০ টাকা

আসমার আয় কম = (১০০ - ৮০) = ২০ টাকা

১২. ৬০ জন ছাত্রের মধ্যে ৪২ জন ফেল করলে পাসের হার কত

সমাধান ঃ

৬০ জন ছাত্রের মধ্যে ফেল করে = ৪২ জন

১ " " " " " $= \frac{৪২}{৬০}$ জন

১০০ " " " " $= \frac{৪২ \times ১০০}{৬০} = ৭০$ জন

পাসের হার = (১০০ - ৭০) = ৩০%

সুদকষা

সরল সুদ ঃ

$I = Ptr$

I = সুদ (interest); P = আসল (Principal)

t = সময় (No. of period or time in year)

r = সুদের হার (Rate of interest) (r%)

০১. শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে ৫ বছরে ৪০০ টাকার সুদ ১৪০ টাকা হবে?

[I = ১৪০, P = ৪০০, t = ৫ ; r = ?]

Solution: I = Ptr

বা, $r = \frac{I}{P \times t}$

বা, $r = \frac{১৪০}{৪০০ \times ৫}$

বা, r = ০.৭ = ৭% (Ans.)

নিজে করুন

☞ শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে ৬০০০০ টাকার ৫ বছরের সুদ ৬০০০ টাকা হবে

Hints: I = Ptr (Ans: 2%)

০২. বার্ষিক ১২.৫% হার সুদে ৮০০ টাকার ৬ মাসের মোট সুদ কত হবে

[I = ?, P = ৮০০, $t = \frac{৬}{১২}$, r = ১২.৫% = ০.১২৫]

Solution: I = Ptr

or, $I = \frac{৮০০ \times ০.১২৫ \times ৬}{১২} = ৫০$ টাকা

নিজে করুন

☞ শতকরা বার্ষিক ৬% হার সুদে ১০,০০০ টাকার ৯ মাসের সুদ কত হবে? Hints: I = Ptr (Ans: ৪৫০ টাকা)

☞ বার্ষিক ১০% সরল সুদে ৪ বছরের সুদ ২০০ টাকা হলে কত টাকা বিনিয়োগ করতে হবে?

Hints: I = Ptr বা, $P = \frac{I}{tr}$ (Ans: Tk. 500)

০৩. ৫০০ টাকায় ৪ বছরের সুদ এবং ৬০০ টাকায় ৫ বছরের সুদ একত্রে ৫০০ টাকা হলে সুদের হার কত?

সমাধানঃ

৫০০ টাকার ৪ বছরের সুদ = ২০০০ টাকার ১ বছরের সুদ

৬০০ টাকার ৫ বছরের সুদ = ৩০০০ টাকার ১ বছরের সুদ

(২০০০+৩০০০) বা ৫০০০ টাকার ১ বছরের সুদ = ৫০০ টাকা

১ " ১ " " $= \frac{৫০০}{৫০০০}$

১০০ " ১ " " $= \frac{৫০০ \times ১০০}{৫০০০} = ১০$

০৪. কোনো টাকা ৫ বছরের সুদাসলে ১২৫০ টাকা ও ৩ বছরের সুদাসলে ১১৫০ টাকা হলে আসল ও সুদের হার নির্ণয় করুন।

সমাধানঃ

আসল + ৫ বছরের সুদ = ১২৫০ টাকা

আসল + ৩ বছরের সুদ = ১১৫০ টাকা

(-) (-) (-)

[বিয়োগ করে] ২ বছরের সুদ = ১০০ টাকা

১ " " $= \frac{১০০}{২}$ "

৩ " " $= \frac{১০০ \times ৩}{২} = ১৫০$ টাকা

আসল + ১৫০ টাকা = ১১৫০ টাকা

বা, আসল = ১১৫০ - ১৫০

∴ আসল = ১০০০ টাকা

এখন

১০০০ টাকার ৩ বছরের সুদ = ১৫০ টাকা

১ " ১ " " $= \frac{১৫০}{৩ \times ১০০০}$ "

১০০ " ১ " " $= \frac{১৫০ \times ১০০}{৩ \times ১০০০} = ৫$ টাকা

উত্তরঃ ৫%

০৫. বার্ষিক ১০% সরল সুদে কত টাকা ৫ বছরে সুদে-আসলে ৭৫০ টাকা হবে?

সমাধানঃ

১০০ টাকার ১ বছরের সুদ = ১০ টাকা

১০০ " ৫ বছরের সুদ = (১০×৫) = ৫০ টাকা

১০০ টাকা ৫ বছরে সুদে-আসলে হবে =(১০০+৫০)=১৫০ টাকা

সুদাসল ১৫০ টাকা হলে আসল হবে = ১০০ টাকা

" ১ " " " " $= \frac{১০০}{১৫০}$ "

" ৭৫০ " " " " $= \frac{১০০ \times ৭৫০}{১৫০} = ৫০০$

০৬. সুদের হার ১৫% কমে ১৩% হওয়ায় এক ব্যক্তি ৬ বছরের সুদ ৮৪ টাকা কমে গেল। তার মূলধন কত?

সমাধান ঃ

∴ সুদের হার কমে = (১৫ - ১৩)% = ২% = ০.০২

∴ $b = \frac{i}{rt} = \frac{৮৪}{৬ \times ০.০২} = \frac{৮৪ \times ১০০}{২ \times ৬} = ৭০০$ টাকা

০৭. সরল হার সুদে যেকোন মূলধন ৮ বছরে সুদে আসলে দ্বিগুণ হলে সুদের হার কত?

সমাধান ঃ i = brt ধরি, সুদ = ১০০ টাকা

সুদ আসল = ২০০ টাকা

আসল = ২০০ − ১০০ = ১০০ টাকা

∴ $r = \frac{i}{bt} = \frac{১০০}{১০০ \times ৮} = ০.১২৫ = ১২.৫\%$

০৭. সুদের হার ৬% থেকে কমে ৪% হওয়ায় এক ব্যক্তির বাৎসরিক আয় ২০ টাকা কমে গেল। আসলের পরিমান কত?

সমাধান ঃ(৬− ৪)% = ২%

২ টাকা আয় কমলে মূলধন হয় ১০০ টাকা

১ " " " " " $\frac{১০০}{২}$ "

২০ " " " " " $\frac{১০০ \times ২০}{২} = ১০০০$ টাকা

০৮. এক ব্যক্তি ৫,২০০ টাকায় একটি অংশ ৬% মুনাফায় বিনিয়োগ করেন। অবশিষ্ট টাকা ৭% মুনাফায় বিনিয়োগ করেন। বছর শেষে ৩২২ টাকা মুনাফা পেলে তিনি কত টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন?

সমাধানঃ মনে করি,

ঐ ব্যক্তি ৬% মুনাফায় বিনিয়োগ করেন x টাকা

" " ৭% " " " (৫২০০ - x) "

১ম ক্ষেত্রে,,

১০০ টাকায় ১ বছরের মুনাফা ৬ টাকা

১ " ১ " " $= \frac{৬}{১০০}$ "

∴ x " ১ " " $= \frac{৬x}{১০০}$ "

CS CamScanner

২য় ক্ষেত্রে,

১০০ টাকায় ১ বছরের মুনাফা ৭ টাকা

১ " ১ " " $= \frac{৭}{১০০}$ "

(৫২০০- x) " ১ " " $= \frac{৭ \times (৫২০০ - x)}{১০০}$ "

প্রশ্নমতে,

$\frac{৬x}{১০০} + \frac{৭(৫২০০ - x)}{১০০} = ৩২২$

বা, $৬x + ৭(৫২০০ - x) = ৩২২ \times ১০০$

বা, $৬x + ৩৬৪০০ - ৭x = ৩২২০০$

বা, $-x = ৩২২০০ - ৩৬৪০০$

বা, $-x = -৪২০০$

$\therefore x = ৪২০০$

∴ ঐ ব্যক্তি ৬% মুনাফায় বিনিয়োগ করেন ৪২০০ টাকা

০৯. মিলন ৫,৬০০ টাকার কিছু টাকা ৫% সরল মুনাফায় এবং অবশিষ্ট টাকা ৪% সরল মুনাফায় বিনিয়োগ করে। সে একবছরে ২৫৬ টাকা মুনাফা পেলে ৪% হারে কত টাকা বিনিয়োগ করেছিল।

সমাধানঃ

ধরি, ৫% হারে বিনিয়োগ করেছিল ক টাকা

৪% হারে বিনিয়োগ করেছিল (৫৬০০ - ক) টাকা

শর্তমতে,

$\frac{৫ক}{১০০} + \frac{(৫৬০০ - ক) \cdot ৪}{১০০} = ২৫৬$

বা, $\frac{৫ক + ২২৪০০ - ৪ক}{১০০} = ২৫৬$

বা, ৫ক + ২২৪০০ - ৪ক = ২৫৬০০

বা, ক = ২৫৬০০ - ২২৪০০

∴ ক = ৩২০০

∴ ৪% হারে বিনিয়োগ করেছিল = (৫৬০০ - ক) টাকা

= (৫৬০০ - ৩২০০) টাকা

= ২৪০০ টাকা

১০. রফিক ৩ বছরের জন্য ৪০০ টাকা এবং ৫ বছরের জন্য ৬০০ টাকা কর্য করে এবং বছরে মোট ১৬৮ টাকা সুদ দিল। উভয় ক্ষেত্রে সুদের হার সমান হলে সুদের হার শতকরা কত?

সমাধানঃ ধরি, সুদের হার ক%

১০০ টাকায় ১ বছরের সুদ = ক টাকা

১ " ১ " " $= \frac{ক}{১০০}$ "

৪০০ " ৩ " " $= \frac{ক \times ৪০০ \times ৩}{১০০}$ "

= ১২ক টাকা

আবার,

১০০ টাকায় ১ বছরের সুদ = ক টাকা

১ " ১ " " $= \frac{ক}{১০০}$ "

৬০০ " ৫ " " $= \frac{ক \times ৬০০ \times ৫}{১০০}$ "

= ৩০ক টাকা

প্রশ্নমতে,

১২ক + ৩০ক = ১৬৮

বা, ৪২ক = ১৬৮

বা, $ক = \frac{১৬৮}{৪২} = ৪$

∴ ক = ৪

চক্রবৃদ্ধি সুদ ঃ

$C.A = P(1+r)^t$ OR $C.A = P(1+\frac{r}{n})^{nt}$

C.A = Compound Amount = Principal + interest

P = Principal, t = Time in year, r = Rate of interest

০৮. এক ব্যক্তি বার্ষিক ১০% চক্রবৃদ্ধি সুদে ৬০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখলেন। দ্বিতীয় বছর শেষে ঐ ব্যক্তি সুদসহ কত টাকা পাবেন?

Solution:

$C.A = P(1+r)^t$

or, $CA = 600(1+\frac{10}{100})^2$

$\therefore CA = 726$

নিজে করুন

☞ What will Tk. 1,000 be worth after 3 years if it earns interest at the rate of 5% compounded annually? (An. 1157.63) Hints: $C.A = P(1+r)^t$

১১. বার্ষিক ৫% চক্রবৃদ্ধি সুদে ১০,০০০ টাকার ৪ বছরের আনুমানিক সুদ কত হবে ?

Solution:

[$CA = P + I = (10,000 + I)$, $r = 5\% = \frac{5}{100}$, $t = 4$]

$C.A = P(1+r)^t$

or, $10,000 + I = 10,000(1+\frac{5}{100})^4$

$I = 1215 - 10,000 = 2155$ (Ans.)

নিজে করুন

☞ কিছু টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে ২ বছরের জন্য বিনিয়োগ করা হয়েছিল। ২ বছর পর বার্ষিক ১০% চক্রবৃদ্ধি সুদে সুদের পরিমান ৫২.৫০ টাকা। তাহলে কত টাকা প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল

Solution:

$P + 52.50 = P(1+\frac{10}{100})^2$

or, $P = 250$ (Ans.)

১২. প্রতি ৬ মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি সুদের হার ১০% হলে ৫০০০ টাকার ১ বছরে সুদ কত হবে।

Solution:

$CA = P(1+\frac{r}{n})^{nt}$

or, $I + 5000 = 5,000(1+\frac{10}{100\times2})^{2\cdot1}$

$\therefore I = 5512.5 - 5,000 = 512.5$ (Ans.)

১৩. প্রতি ৩ মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি সুদের হার ৬% হলে ৫০০ টাকার ৮ বছরে সুদ কত হবে।

Solutions:

$CA = P(1+\frac{r}{n})^{nt}$ [CA = Compound Interest]

or, $I + 500 = 5,00(1+\frac{6}{100\times4})^{4\cdot8}$

$\therefore I = 1297 - 5,00 = 797$ (Ans.)

নিজে করুন

☞ প্রতি ৬ মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি সুদের হার ৮% হলে ২০০০ টাকার ১ বছরে সুদ কত হবে। (Ans:163.20)

Hints: $C.A = P(1+\frac{r}{n})^{nt}$

১৪. এক ব্যক্তি ১০% হার চক্রবৃদ্ধি সুদে কোন ব্যাংকে ১০০০ টাকা জমা রাখেন। দ্বিতীয় বছরে সুদের হার বৃদ্ধি পেয়ে ১৫% হলে। ২য় বছর শেষে ঐ ব্যক্তি সুদে-আসলে কত টাকা পাবেন

১ম বছর পর মোট টাকা = ১০০০ + ১০০০ ×১০% = ১১০০ টাকা

২য় বছর পর মোট টাকা = ১১০০ + ১১০০ ×১০% = ১২৬৫ টাকা

সরলীকরণ সংক্রান্ত

০১. $\frac{৩}{৮} + ০.০৫ =$ কত?

সমাধানঃ

$\frac{৩}{৮} + ০.০৫$

$= \frac{৩}{৮} + \frac{৫}{১০০}$

$= \frac{৩}{৮} + \frac{১}{২০}$

$= \frac{১৫+২}{৪০}$

$= \frac{১৭}{৪০}$

০২. $১\frac{২}{৩}$ এর $\frac{১}{৫} \div \frac{১}{৯} =$ কত?

সমাধানঃ

$১\frac{২}{৩}$ এর $\frac{১}{৫} \div \frac{১}{৯}$

$= \frac{৫}{৩}$ এর $\frac{১}{৫} \div \frac{১}{৯}$

$= \frac{১}{৩} \div \frac{১}{৯}$

$= \frac{১}{৩} \times \frac{৯}{১}$

CS CamScanner

০৩. $\frac{২}{৩} \div \frac{৪}{৫}$ এর $\frac{২০}{২১}$ = কত?

সমাধানঃ

$\frac{২}{৩} \div \frac{৪}{৫}$ এর $\frac{২০}{২১} = \frac{২}{৩} \div \frac{১৬}{২১} = \frac{২}{৩} \times \frac{২১}{১৬} = \frac{৭}{৮}$

০৪. $\frac{১}{৩} \div \frac{৪}{৫} \times \frac{৩}{৪}$ = কত?

সমাধানঃ

$\frac{১}{৩} \div \frac{৪}{৫} \times \frac{৩}{৪} = \frac{১}{৩} \times \frac{৫}{৪} \times \frac{৩}{৪} = \frac{৫}{১৬}$

০৫. $১ + \frac{৮}{৯}\left(\frac{৫}{৮} + \frac{৩}{৮}\right)$ = কত?

সমাধানঃ

$১ + \frac{৮}{৯}\left(\frac{৫}{৮} + \frac{৩}{৮}\right) = ১ - \frac{৮}{৯}\left(\frac{৫+৩}{৮}\right) = ১ + \frac{৮}{৯} \times \frac{৮}{৮}$

$= ১ \times \frac{৯}{৮}$

$= ১\frac{১}{৮}$

ধারা সংক্রান্ত

১। পদ সংখ্যা $= \frac{\text{শেষ পদ - প্রথম পদ}}{\text{সাধারন অন্তর}} + ১$

২। যোগফল বা সমষ্টি $= \frac{\text{শেষপদ + প্রথমপদ}}{২} \times$ পদসংখ্যা

অথবা $1 + 2 + 3 + 4 + \ldots\ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

৩। গড় $= \frac{\text{শেষপদ + প্রথমপদ}}{২}$

০১. ১ + ২ + ৩ + ৪ + ৫ + ----- + ৯৯ = কত?

সমাধান ঃ

(এখানে, প্রথম পদ = ১, সাধারন অন্তর = ৩ - ২ = ১,
শেষ পদ = ৯৯, পদসংখ্যা = ৯৯)

সমষ্টি বা যোগফল $= \frac{\text{শেষপদ + প্রথমপদ}}{২} \times$ পদসংখ্যা

$= \frac{(৯৯ + ১)}{২} \times ৯৯ = ৪৯৫০$

অথবা

$\frac{n(n+1)}{2} = \frac{৯৯(৯৯+১)}{২} = \frac{৯৯ \times ১০০}{২} = ৪৯৫০$

নিজে করুন

☞ ১ হতে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা সমূহের যোগফল কত? (উঃ ৪৯৫০)

☞ ১+৩+৫+..........+২১ সমান কত হবে? (উঃ ১২১)

☞ ১+৩+৫+..........+১৯ সমান কত হবে? (উঃ ১০০)

০২. ১ থেকে ৪৯ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যার সমষ্টি ও গড় কত?

সমাধান ঃ

পদ সংখ্যা $= \frac{\text{শেষ পদ – প্রথম পদ}}{\text{সাধারন অন্তর}} + ১$

$= \frac{৪৯ - ১}{১} + ১ = ৪৯$

যোগফল বা সমষ্টি $= \frac{\text{শেষপদ + প্রথমপদ}}{২} \times$ পদসংখ্যা

$= \frac{(৪৯ + ১)}{২} \times ৪৯$

$= \frac{৫০ \times ৪৯}{২}$

$= ১২২৫$

গড় $= \frac{\text{শেষপদ + প্রথমপদ}}{২} = \frac{৪৯ + ১}{২} = \frac{৫০}{২} = ২৫$

ঘড়ি সংক্রান্ত

০১. ২টা ১৫ মিনিটের সময় ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয় ?

সমাধান ঃ

মধ্যবর্তী কোণ $= \left|\frac{11}{2}M - 30H\right|$

$= \left|\frac{11}{2} \times 15 - 30 \times 2\right|$

$= (\frac{165}{2} - 60) = \frac{45}{2} = 22\frac{1}{2}$ ডিগ্রি

০২. ঘড়িতে যখন ২ টা ৪০ বাজে তখন ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয় ?

সমাধান ঃ

মধ্যবর্তী কোণ $= \frac{11}{2}M - 30H$

$= \left|\frac{11}{2} \times 40 - 30 \times 2\right| = (220 - 60) = 160^0$

বীজগণিত

প্রয়োজনীয় কিছু সূত্র

1. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = (a-b)^2 + 4ab$
2. $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 = (a+b)^2 - 4ab$
3. $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (a-b)^2 + 2ab$
4. $a^2 + b^2 = \frac{1}{2}\{(a+b)^2 + (a-b)^2\}$
5. $4ab = (a+b)^2 - (a-b)^2$
6. $ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$
7. $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
8. $2(a^2 - b^2) = (a+b)^2 (a-b)^2$
9. $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
10. $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
11. $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
12. $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
13. $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$
14. $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$
15. $a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$
16. $a^0 = 1$ & $a^1 = a$
17. $(ab)^n = a^n b^n$ & $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
18. $\log_a \frac{M}{N} = \log a^M - \log a^N$
19. $\log_a MN = \log a^M + \log a^N$
20. $\log_a M^r = r\log_a M$

বর্গের মান নির্ণয় সংক্রান্ত

০১. $a - \frac{1}{a} = 8$ হলে, $a^2 + \frac{1}{a^2}$ = কত?

সমাধান ঃ

$a^2 + \frac{1}{a^2} = \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 2.a.\frac{1}{a}$

$= (8)^2 + 2$

$= 64 + 2$

$= 66$

০২. $a + \frac{1}{a} = 2$ হলে, $a^2 + \frac{1}{a^2}$ = কত?

সমাধান ঃ

$a^2 + \frac{1}{a^2} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2.a.\frac{1}{a}$

$= (2)^2 - 2$

$= 4 - 2$

$= 2$

০৩. $a^2 + \frac{1}{a^2} = 2$, হলে $a - \frac{1}{a}$ = কত?

সমাধান ঃ

দেয়া আছে,

$a^2 + \frac{1}{a^2} = 2$

$\Rightarrow \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 2.a.\frac{1}{a} = 2$

$\Rightarrow \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 2 = 2$

$\Rightarrow \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 = 2 - 2$

$\Rightarrow \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 = 0$

$\Rightarrow \left(a - \frac{1}{a}\right) = \sqrt{0}$

$\therefore \left(a - \frac{1}{a}\right) = 0$

০৪. $x - \frac{1}{x} = 2$ হলে $x^4 + \frac{1}{x^4}$ = কত?

সমাধান ঃ

$x^4 + \frac{1}{x^4} = (x^2)^2 + \left(\frac{1}{x^2}\right)^2$

$= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2.x^2.\frac{1}{x^2}$

$= \left\{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2.x.\frac{1}{x}\right\}^2 - 2$

$= \{(2)^2 + 2\}^2 - 2 = (4+2)^2 - 2$

$= 6^2 - 2 = 36 - 2 = 34$

০৫. $x^4 - x^2 - 1 = 0$ হলে $x^2 - \frac{1}{x^2}$ = কত?

সমাধান ঃ

দেয়া আছে,

$x^4 - x^2 - 1 = 0$

$\Rightarrow x^4 - 1 = x^2$

$\Rightarrow \frac{x^4 - 1}{x^2} = 1$

$\therefore x^2 - \frac{1}{x^2} = 1$

০৬. $\frac{1}{2}\{(a + b)^2 + (a - b)^2\}$ = কত?

সমাধান ঃ

$\frac{1}{2}(a - b)^2 - (a - b)^2$

$= \frac{1}{2}\{(a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab - b^2)\}$

$= \frac{1}{2}(a^2 + 2ab - b^2 - a^2 - 2ab - b^2)$

$= \frac{1}{2}(2a^2 - 2b^2)$

$= \frac{1}{2} \times 2(a^2 - b^2)$

$= a^2 - b^2$

০৭. $x + y = 8, x - y = 6$ হলে, $x^2 + y^2$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$x^2 + y^2 = \frac{1}{2}\{(x - y)^2 + (x - y)^2\}$

$= \frac{1}{2}(8^2 + 6^2)$

$= \frac{1}{2} \times 100$

$= 50$

০৮. $x + y = 7$ এবং $xy = 10$ হলে, $(x - y)^2$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy$

$= 7^2 - 4.10$

$= 49 - 40$

$= 9$

০৯. $x^2 + y^2 = 8$ এবং $xy = 7$ হলে $(x + y)^2$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

$= (x^2 + y^2) + 2xy$

$= 8 + 2.7$

$= 8 + 14$

$= 22$

১০. $a + b = 7$ এবং $ab = 12$ হলে $a^2 + b^2$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$a^2 + b^2$

$= (a - b)^2 - 2ab$

$= 7^2 - 2\times12$

$= 49 - 24$

$= 25$

১১. $a + b = 12$ এবং $ab = 35$ হলে $a^2 - b^2$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$

$\Rightarrow (a - b)^2 = (12)^2 - 4\times35$

$\Rightarrow (a - b)^2 = 144 - 140$

$\Rightarrow (a - b) = \sqrt{4}$ [উভয় পক্ষ বর্গমুল করে]

$\therefore a - b = \pm2$

$\therefore a^2 - b^2 = (a - b)(a - b)$

$= (12)\times(\pm2)$

$= \pm24$

১২. $x + y = 17$ এবং $xy = 60$ হলে $x - y$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy$

$\Rightarrow (x - y)^2 = (17)^2 - 4\times60$

$\Rightarrow (x - y)^2 = 289 - 240$

$\Rightarrow (x - y)^2 = 49$

$\Rightarrow (x - y) = \sqrt{49}$ [উভয় পক্ষ বর্গমুল করে]

$\therefore x - y = \pm 7$

১৩. $x - y = 1$ এবং $xy = 56$ হলে $x + y$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy$

$\Rightarrow (x + y)^2 = 1^2 + 4\times56$

$\Rightarrow (x + y)^2 = 1 + 224$

$\Rightarrow (x + y)^2 = 225$

$\Rightarrow (x + y) = \sqrt{225}$ [উভয়পক্ষ বর্গমুল করে]

$\therefore x + y = \pm15$

১৪. $x + y = 7$ এবং $xy = 10$ হলে, $x^2 + y^2 + 5xy$ এর মান কত?

সমাধানঃ

$x^2 + y^2 + 5xy$

$= x^2 + 2xy + y^2 + 3xy$

$= (x + y)^2 + 3xy$

$= 7^2 + 3.10$

$= 49 + 30$

$= 79$

১৫. $a + b = 5$ এবং $a - b = 3$ হলে ab এর মান কত?

সমাধান ঃ

আমরা জানি

$ab = \left(\frac{a + b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a - b}{2}\right)^2$

$= \left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2$

$= \frac{25}{4} - \frac{9}{4}$

$= \frac{25 - 9}{4}$

$= \frac{16}{4}$

$= 4$

১৬. $x + y = 12, xy = 27$ হলে $x - y = ?$

সমাধানঃ

আমরা জানি

$(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy$

$\Rightarrow (x - y)^2 = 12^2 - 4.27$

$\Rightarrow (x - y)^2 = 144 - 108$

$\Rightarrow (x - y)^2 = 36$

$\Rightarrow (x - y) = \pm\sqrt{36}$

$\therefore x - y = \pm6$

১৭. $a + b + c = 9, a^2 + b^2 + c^2 = 29$ হলে $ab + bc + ca$ = কত?

সমাধান ঃ

আমরা জানি

$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$

বা, $9^2 = 29 + 2(ab + bc + ca)$

বা, $29 + 2(ab + bc + ca) = 9^2$

বা, $2(ab + bc + ca) = 81 - 29$

বা, $ab + bc + ca = \frac{52}{2}$

$\therefore ab + bc + ca = 26$

১৮. $\frac{a - b + b(a - b)}{a - b}$ = কত?

সমাধান ঃ

$\frac{a - b + b(a - b)}{a - b}$

$= \frac{a - b + ab - b^2}{a - b}$

$= \frac{1(a - b) + b(a - b)}{a - b}$

$= \frac{(a - b)(1 + b)}{(a - b)}$

$= 1 + b$

১৯. $a = 2, b = -1$ হলে $2ab + b^2 - 3b$ = কত?

সমাধান ঃ

$2ab + b^2 - 3b$

$= 2.2.-1 + (-1)^2 - 3.(-1)$

$= -4 + 1 + 3$

$= -4 + 4$

$= 0$

২০. $a - \{a - (a + 1)\}$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$a - \{a - (a + 1)\}$

$= a - (a - a - 1)$

$= a - a + a + 1$

$= a + 1$

২১. $a = 1, b = -1, c = 2, d = -2$ হলে $a - (-b) - (-c) - (-d)$ = কত

সমাধান ঃ

$a - (-b) - (-c) - (-d)$

$= a + b + c + d$

$= 1 + (-1) + 2 + (-2)$

$= 1 - 1 + 2 - 2$

$= 0$

২২. যদি $x + 5y = 16$ এবং $x = 3y$ হয়, তবে y এর মন কত?

সমাধান ঃ

$x + 5y = 16$

বা, $3y + 5y = 16$ [$\therefore x = 3y$)

বা, $8y = 16$

বা, $y = \frac{16}{8}$

$\therefore y = 2$

২৩. $(2 + x) + 3 = 3(x + 2)$ হলে x এর মান কত?

সমাধান ঃ

$(2 + x) + 3 = 3(x + 2)$

বা, $2 + x + 3 = 3x + 6$

বা, $x - 3x = 6 - 5$

বা, $-2x = 1$

$\therefore x = -\frac{1}{2}$

২৪. যদি $(x - 5)(a + x) = x^2 - 25$ হয় তাহলে a এর মান কত?

সমাধান ঃ

$(x - 5)(a + x) = x^2 - 25$

বা, $(x - 5)(a + x) = x^2 - 5^2$

বা, $(x - 5)(a + x) = (x - 5)(x - 5)$

বা, $a - x = x - 5$

বা, $a = x + 5 - x$

$\therefore a = 5$

২৫. 'P' এর মান কত হলে $4x^2 - px + 9$ একটি পূর্ণবর্গ হবে?

সমাধান ঃ

$4x^2 - 12x + 9$

$= (2x)^2 - 2.\ 2x\ .3 + (3)^2$

$= (2x - 3)^2$

$\therefore$ P এর মান 12 বসালে $4x^2 - px + 9$ একটি পূর্ণবর্গ হবে।

২৬. 'a' এর মান কত হলে $9 - 12x + ax^2$ একটি পূর্ণবর্গ হবে?

সমাধান ঃ $9 - 12x + ax^2$

$= (3)^2 - 2.3.2x + (2x)^2 - (2x)^2 + ax^2$

$= (3 - 2x)^2 - 4x^2 + ax^2$

রাশিটি পূর্ণবর্গ হলে, $-4x^2 + ax^2 = 0$

or, $a = 4$

২৭. $x^2 - 8x - 8y + 16 + y^2$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ হবে?

সমাধানঃ

$x^2 - 8x - 8y + 16 + y^2$

$= x^2 + y^2 + (-4)^2 + 2xy - 8y - 8x - 2xy$

$= x^2 + y^2 + (-4)^2 + 2.x.y + 2y(-4) + 2(-4).x - 2.x.y$

$= (x + y - 4)^2 - 2xy$

পূর্ণবর্গ করতে হলে $2xy$ যোগ করতে হবে।

২৮. $4x^2 - 20x$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ হবে?

সমাধান ঃ $4x^2 - 20x$

$= (2x)^2 - 2.2x.5 + (5)^2 - (5)^2$

$= (2x - 5)^2 - 25$

$\therefore$ প্রদত্ত রাশিটির সাথে 25 যোগ করলে রাশিটি পূর্ণবর্গ হবে।

২৯. $(2n + 1)$ এর বর্গ কত?

সমাধান ঃ

$(2n + 1)$

$= (2n + 1)^2$

$= (2n)^2 + 2.2n.1 + 1^2$

$= 4n^2 + 4n + 1$

৩০. $(2x + 3y)(4x - 5y)$ কে দুইটি বর্গের বিয়োগফল রূপে প্রকাশ করুন।

সমাধানঃ

$(2x + 3y)(4x - 5y)$

$= \left(\frac{2x + 3y + 4x - 5y}{2}\right)^2 - \left(\frac{2x + 3y - 4x + 5y}{2}\right)^2$

$= \left(\frac{6x - 2y}{2}\right)^2 - \left(\frac{-2x + 8y}{2}\right)^2$

$= \left(\frac{2(3x - y)}{2}\right)^2 - \left(\frac{2(-x + 4y)}{2}\right)^2$

$= (3x - y)^2 - (4y - x)^2$ (Ans.)

ঘনকের মান নির্ণয় সংক্রান্ত

০১. যদি $a^3 - b^3 = 513$ এবং $a - b = 3$ হয়, তাহলে ab = কত?

সমাধানঃ আমরা জানি,

$a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$

বা, $513 = 3^3 + 3ab(3)$

বা, $513 = 27 + 9ab$

বা, $9ab = 513 - 27$ বা, $ab = \frac{486}{9}$ $\therefore ab = 54$

০২. $a + b + c = 0$ হলে $a^3 + b^3 + c^3$ এর মান কত?

সমাধানঃ

আমরা জানি,

$a^3 + b^3 + c^3 = (a + b + c)^3 (a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) + 3abc$

$= 0.(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) + 3abc$

$= 0 + 3abc$

$\therefore a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$

০৩. $2x = 3y + 5$ হলে $4x - 6y$ = কত?

সমাধান ঃ

$2x = 3y + 5$

বা, $2x - 3y = 5$

বা, $2(2x - 3y) = 2 \times 5$ [উভয় দিকে 2 গুণ করে]

বা, $4x - 6y = 10$

$\therefore 4x - 6y = 10$

০৪. $a + \frac{1}{a} = 3$ হলে $a^3 + \frac{1}{a^3}$ = কত?

সমাধান ঃ

$a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3.a\frac{1}{a}\left(a + \frac{1}{a}\right)$

$= 3^3 - 3.3$

$= 27 - 9$

$= 18$

০৫. $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3}$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3x\frac{1}{x}\left(x + \frac{1}{x}\right)$

$= (\sqrt{3})^3 - 3\sqrt{3}$

$= 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3}$

$= 0$

০৬. $a + 3 + \frac{1}{a} = 0$ হলে $a^3 - \frac{1}{a^3}$ = কত?

সমাধান ঃ

দেয়া আছে,

$a + 3 + \frac{1}{a} = 0$

$\Rightarrow a + \frac{1}{a} = -3$

$a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3.a\frac{1}{a}\left(a + \frac{1}{a}\right)$

$= (-3)^3 - 3 \times (-3)$

$= -27 + 9$

$= -18$

০৭. $x + y = 6, xy = 8$, then $(x - y)^3 = ?$

আমরা জানি

$(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy$

$= 6^2 - 4 \times 8$

$= 36 - 32$

$= 4$

$\therefore x - y = 2$

এখন $(x - y)^3 = 2^3 = 8$

০৮. $x + y = 2, x^2 + y^2 = 4$ হলে $x^3 + y^3 = ?$

সমাধানঃ

$\Rightarrow (x + y)^2 = 2^2$

$\Rightarrow x^2 + 2xy + y^2 = 4$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2xy = 4$

$\Rightarrow 4 + 2xy = 4$ [$\therefore x^2 + y^2 = 4$]

$\Rightarrow 2xy = 4 - 4$

$\Rightarrow 2xy = 0$

$\therefore xy = 0$

এখন $x^3 + y^3 = (x + y)^3 - 3xy(x + y)^3 = 2^3 - 3 \times 0 \times 2 = 8$

৯. $a^2 - \sqrt{3}a + 1 = 0$ হলে, $a^3 + \frac{1}{a^3}$ এর মান কত?

সমাধানঃ $a^2 - \sqrt{3}a + 1 = 0$

$\Rightarrow a^2 + 1 = \sqrt{3}a$

$\Rightarrow \frac{a^2 + 1}{a} = \sqrt{3}$

$\Rightarrow \frac{a^2}{a} + \frac{1}{a} = \sqrt{3}$

$\Rightarrow a^2 + \frac{1}{a^2} = \sqrt{3}$

$a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3.a.\frac{1}{a}\left(a + \frac{1}{a}\right)$

$= (\sqrt{3})^3 - 3\sqrt{3}$

$= 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 0$

১০. $a^2 + 1 = 3a$ হলে $\left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$-এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $a^2 + 1 = 3a$

বা, $\frac{a^2 + 1}{a} = \frac{a^2 + 1}{a}$ বা, $\frac{a^2}{a} + \frac{1}{a} = \frac{3a}{a}$ $\therefore a + \frac{1}{a} = 3$

CS CamScanner

প্রদত্ত রাশি = $\left(a^2+\frac{1}{a^2}\right)\left(a^3+\frac{1}{a^3}\right)$

$=\left\{\left(a+\frac{1}{a}\right)^2-2.a.\frac{1}{a}\right\}\left\{\left(a+\frac{1}{a}\right)^3-3.a.\frac{1}{a}\left(a+\frac{1}{a}\right)\right\}$

$= 93^2-2)(3^3-3.3)$

$= 7\times 18 = 126$ Ans

১১. $x^4-x^2+1=0$ হলে $a^3+\frac{1}{x^3}$ = কত?

সমাধান: দেওয়া আছে,

$x^4-x^2-1=0$

$\Rightarrow x^4+1=x^2$

$\Rightarrow \frac{x^4+1}{x^2}=\frac{x^2}{x^2}$

$\Rightarrow x^2+\frac{1}{x^2}=1$

$\Rightarrow\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2.x.\frac{1}{x}=1$

$\Rightarrow\left(x-\frac{1}{x}\right)^2=1-2$

$\Rightarrow\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=3 \quad \therefore x-\frac{1}{x}=\sqrt{3}$

প্রদত্ত রাশি $= x^3-\frac{1}{x^3}$

$=\left(x-\frac{1}{x}\right)^3-3.x.\frac{1}{x}\left(x-\frac{1}{x}\right)$

$=(\sqrt{3})^3-3.\sqrt{3}$

$=(\sqrt{3})^2.\sqrt{3}-3.\sqrt{3}$

$=3\sqrt{3}-3\sqrt{3}$

$=0$

১২. যদি $a=\sqrt{3}-\sqrt{2}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $a^3+\frac{1}{a^3}=18\sqrt{3}$

সমাধান: দেওয়া আছে,

$a=\sqrt{3}+\sqrt{2}$

$\Rightarrow\frac{1}{a}=\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ (বিপরীতকরণ করে)

$\Rightarrow\frac{1}{a}=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$

$\Rightarrow\frac{1}{a}=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{(\sqrt{3})^2-(\sqrt{2})^2}$

$\Rightarrow\frac{1}{a}=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{(3-2)}$

$\Rightarrow\frac{1}{a}=\sqrt{3}-\sqrt{2}$

$\therefore a+\frac{1}{a}=\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{2}=2\sqrt{3}$

উৎপাদক সংক্রান্ত

০১. a^4+4 এর উৎপাদক কত?

সমাধান :

a^4+4

$=(a^2)^2+2^2$

$=(a^2+2)^2-2.a^2.2$

$=(a^2+2)^2-4a^2$

$=(a^2+2)^2-(2a)^2$

$=(a^2+2a+2)(a^2-2a+2)$

০২. $2x^2-x-3$ এর উৎপাদক কি কি?

সমাধান :

$2x^2-x-3$

$=2x^2-3x+2x-3$

$=x(2x-3)+1(2x-3)$

$=(2x-3)(x+1)$ (Ans)

০৩. $(x-y)(x+3)$ এর উৎপাদক কি কি?

সমাধান :

$(x-y)(y+3)$

$=xy-y^2+3x-3y$

$=xy-y^2-3y+3x$

০৪. a^3-7a-6 এর উৎপাদক কত?

সমাধান :

a^3-7a-6

$=a^3+a^2-a^2-a-6a-6$

$=a^2(a+1)-a(a+1)-6(a+1)$

$=(a+1)(a^2-a-6)$

$=(a+1)(a^2-3a+2a-6)$

$=(a+1)\{a(a-3)+2(a-3)\}$

$=(a+1)(a-3)(a+2)$

০৫. $2x^2+x-15$ এর উৎপাদক কত ?

সমাধান :

$2x^2+x-15$

$=2x^2+6x-5x-15$

$=2x(x+3)-5(x+3)$

$=(x+3)(2x-5)$

০৬. $4x^2-13x-12$ এর উৎপাদক কত ?

সমাধান :

$4x^2-13x-12$

$=4x^2-16x+3x-12$

$=4x(x-4)+3(x-4)$

$=(x-4)(4x+3)$

০৭. $m^2+8m+15$ এর উৎপাদক কত ?

সমাধান :

$m^2+8m+15$

$=m^2+5m+3m+15$

$=m(m+5)+3(m+5)$

$=(m+3)(m+5)$

০৮. $x^2-3x-10$ এর উৎপাদক কত?

সমাধানঃ

$x^2-3x-10$

$=x^2-5x+2x-10$

$=x(x-5)+2(x-5)$

$=(x-5)(x+2)$

০৯. x^2-y^2+4y-4 এর উৎপাদক কত?

সমাধানঃ

x^2-y^2+4y-4

$=x^2-(y^2-4y+4)$

$=x^2-(y^2-2.y.2+2^2)$

$=x^2-(y-2)^2$

$=(x-y+2)(x+y-2)$

১০. x^2-y^2+2y-1 এর উৎপাদক কোনটি?

সমাধানঃ

x^2-y^2+2y-1

$=x^2-(y^2-2y+1)$

$=x^2-(y^2-2.y.1+1^2)$

$=x^2-(y-1)^2$

$=(x+y-1)(x-y+1)$

১১. $(\sqrt{3}.\sqrt{5})^4$ এর মান কত?

সমাধান :

$(\sqrt{3}.\sqrt{5})^4$

$=(\sqrt{3})^4.(\sqrt{5})^4$

$=\frac{1}{3^2}.4.\frac{1}{5^2}.4$

$=3^2.5^2$

$=225$

১২. $a-6a^2+12a-9$ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুন।

সমাধান :

$a3-6a2+12a-9$

$=a^3-3.a^2.2+3.a.2^2-23-1$

$=(a-2)^3-13$

$=(a-2-1)\{a-2)^2+(a-2).1+1^2\}$

$=(a-3)(a^2-2.a.2+2^2+a-2+1)$

$=(a-3)(a^2-4a+4+a-2+1)$

$=(a-3)(a^2-3a+3)$

১৩. $4x^4-25x^2+36$ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুন।

সমাধানঃ $4x^4-25x^2+36$

$=(2x^2)^2-2.2x^2.6+6^2-x^2$

$=(2x^2-6)^2-(x)^2$

$=(2x^2-6+x)(2x^2-6-2)$

$=(2x^2+x-6)(2x^2-x-6)$

$=(2x^2+4x-3x-6)(2x^2-4x+3x-6)$

$=\{2x(x+2)-3(x+2)\}\{2x(x-2)+3(x-2)\}$

$=(x+2)(2x-3)(x-2)(2x+3)$

$=(x+2)(x-2)(2x+3)(2x-3)$

১৪. উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুন:

$(a-1)x^2+a^2xy+(a+1)y^2$

সমাধান:

ধরি, $a-1=q$

$a+1=p$

$a^2-1=pq$

এখন

$(a-1)x^2+a^2xy+(a+1)y^2$

$=qx^2+(pq+1)xy+py^2$

$=px^2+pqxy+xy+py^2$

$=qx(x+py)+y(x+py)$

$=(x+py)(qx+y)$

$=\{x+a+1)y\}\{(a-1)x+y\}$

$=(x+ay+y)(ax-x+y)$ (Ans.)

ল.সা.গু ও গ.সা.গু সংক্রান্ত

০১. $x^3 - 1, x^3 + 1, x^4 + x^2 + 1$ এর ল.সা.গু কত?

সমাধান ঃ

প্রথম রাশি $= x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$

দ্বিতীয় রাশি $= x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$

তৃতীয় রাশি $= x^4 + x^2 + 1$

$= (x^2)^2 + 2x^2 + 1 - x^2$

$= (x^2 + 1) - x^2$

$= (x^2 + 1 - x)(x^2 + 1 + x)$

নির্ণেয় ল.সা.গু $= (x-1)(x^2 + x + 1)(x + 1)(x^2 - x + 1)$

$= (x^3 - 1)(x^3 + 1) = (x^6 - 1)$

০২. $x^2 - 11x + 30$ এবং $x^3 - 4x^2 - 2x - 15$ এর গ.সা.গু কত?

সমাধান ঃ

প্রথম রাশি $= x^2 - 11x + 30$

$= x^2 - 5x - 6x + 30$

$= x(x-5) - 6(x-5) = (x-5)(x-6)$

দ্বিতীয় রাশি $= x^3 - 4x^2 - 2x - 15$

$= x^3 - 5x^2 + x^2 - 5x + 3x - 15$

$= x^2(x - 5) + x(x-5) - 3(x-5)$

$= (x^2 - x + 3)(x - 5)$

$\therefore$ নির্ণেয় গ.সা.গু $= (x - 5)$

লগারিদম এবং সুচক সংক্রান্ত

১. $\log_2^{64} + \log_2^{8}$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$\log_2^{64} + \log_2^{8}$

$= \log_2^{(2)^6} + \log_2^{(2)^3}$

$= 6\log_2^2 + 3\log_2^2$

$= 6\times1 + 3\times1$ [$\therefore \log_2^2 = 1$]

$= 9$ (Ans.)

২. log2 + log4 + log8 + ...ধারাটির প্রথম দশটি পদের সমষ্টি কত?

সমাধান: $\log 2\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) = \log 2\left(\frac{10(10+1)}{2}\right) = \log 2^{55} = 55\log 2$

৩. 32 এর 2 ভিত্তিক লগারিদম কত?

সমাধান ঃ

$\log_2^{32}$

$= \log_2^{(2)^5}$

$= 5\log_2^2$

$= 5\times1$ [$\therefore \log_2^2 = 1$]

$= 5$

৪. $\log_x^{1/9} = -2$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$\log_x^{1/9} = -2$

বা, $\frac{1}{9} = x^{-2}$

বা, $\frac{1}{x^2} = \frac{1}{3^2}$ বা, $\frac{1}{x} = \frac{1}{3}$ $\therefore x = 3$ (Ans.)

৫. $\log_3^{(1/9)} =$ কত?

সমাধান ঃ

$\log_3^{(1/9)}$

$= \log_3^{(3)^{-2}}$

$= -2\log_3^3$

$= -2\times1$ [$\log_3^3 = 1$]

$= -2$

৬. $\log_2^{\sqrt{6}} + \log_2^{\sqrt{2/3}}$

সমাধান ঃ

$\log_2^{\sqrt{6}} + \log_2^{\sqrt{2/3}}$

$= \log_2^{(6)^{1/2}} + \log_2^{(2/3)^{1/2}}$ [$\therefore \sqrt{\ } = ½$]

$= \frac{1}{2}\log_2^6 + \frac{1}{2}\log_2^{(2/3)}$

$= \frac{1}{2}(\log_2^6 + \log_2^{2/3})$

$= \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{6\times2}{3}\right)$

$= \frac{1}{2}\log_2^{(2)^2} = \frac{1}{2}\times2\log_2^2 = \log_2^2 = 1$

৭. $\log_{2\sqrt{5}}400 =$ কত?

$\log_{2\sqrt{5}}400 = x$

বা, $(2\sqrt{5})^x = 400$

বা, $(2\sqrt{5})^x = 16\times25$

বা, $(2\sqrt{5})^x = 2^4\times5^2$

বা, $(2\sqrt{5})^x = 2^4\times(\sqrt{5})^4$

বা, $(2\sqrt{5})^x = (2\sqrt{5})^4$ $\therefore x = 4$

৮. সমাধান করুন $x^y = y^x$; $x = 2y$

সমাধান ঃ

$x^y = y^x$

বা, $(2y)^y = y^{2y}$

বা, $2^y.y^y = y^{2y}$

বা, $2^y = \frac{y^{2y}}{y^y}$

বা, $2^y = y^{2y-y}$

বা, $2^y = y^y$

বা, $y = 2$ $\therefore x = 2y = 2\times2 = 4$

৯. যদি $(64)^{2/3} + (625)^{1/2} = 3k$ হয় তবে k এর মান কত?

সমাধান ঃ

$(64)^{2/3} + (625)^{1/2} = 3k$

বা, $(4^3)^{2/3} + (25^2)^{1/2} = 3k$

বা, $4^2 + 25^1 = 3k$

বা, $16 + 25 = 3k$ বা, $41 = 3k$ $\therefore k = \frac{41}{3}$

১০. $3.2^n - 4.2^{n-2} =$ কত?

সমাধান ঃ

$3.2^n - 4.2^{n-2}$

$= 3.2^n - 4.2^n.2^{-2}$

$= 2^n(3 - 4.2^{-2})$

$= 2^n(3 - 4.\frac{1}{2^2})$

$= 2^n(3 - 4.\frac{1}{4}) = 2^n(3 - 1) = 2^n.2 = 2^n.2^1 = 2^{n+1}$

১১. সমাধান করুন $12.27^x = 2^2.9^{x+4}$

সমাধান ঃ $12.27^x = 2^2.9^{x-4}$

বা, $3\times4\times(3^3)^x = 4.(3^2)^{x+4}$

বা, $3^1\times4\times3^{3x} = 4.3^{2x+8}$

বা, $3^{1+3x} = 3^{2x+8}$

বা, $3x+1 = 2x+8$ বা, $3x - 2x = 8 - 1$ $\therefore x = 7$

১২. $(8x)^0 + 8x^0 =$ কত?

সমাধান ঃ $(8x)^0 + 8x^0 = 1 + 8.1 = 9$

১৩. যদি $x = y = 2z$ এবং $xyz = 256$ হয় তাহলে x এর মান কত?

সমাধান ঃ $xyz = 256$

বা, $x.x.\frac{x}{2} = 256$ [$x = y = 2z \therefore y = x$ ও $x = 2z \therefore z = \frac{x}{2}$]

বা, $x^3 = 512$ বা, $x^3 = 8^3$ $\therefore x = 8$

১৪. যদি $x = y^a, y = z^b$ এবং $z = x^c$ হয় তাহলে abc এর মান কত?

সমাধান ঃ

$x = y^a$

or, $x = (z^b)^a$ [$y = z^b$]

or, $x = \{(x^c)^b\}^a$ [$z = x^c$]

or, $x^1 = x^{abc}$ $\therefore x = 1$

১৫. $2^x + 2^x + 2^x + 2^x = ?$

সমাধান ঃ $2^x + 2^x + 2^x + 2^x = 4.2^x = 2^2.2^x = 2^{x+2}$

ফাংশন সংক্রান্ত

০১. $f(x) = \frac{2x+5}{x-3}$ হলে $f(6) =$ কত

সমাধান ঃ $f(6) = \frac{2\times6+5}{6-3} = \frac{12+5}{3} = \frac{17}{3}$

০২. $f(x) = x^3 - 12x^2 + 48x - 64$ হলে $f(5)$ মান কত ?

সমাধান ঃ $f(5) = 5^3 - 12\times5^2 + 48\times5 - 64$

$= 125 - 300 + 240 - 64$

$= 1$

০৩. $f(0) = x^3 - 2x + 3$ হলে $f(0)$ মান কত ?

সমাধান ঃ $f(0) = 0^3 - 2.0 + 3 = 0 - 0 + 3 = 3$

সেট সংক্রান্ত

০১. যদি $U = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, $A = \{0,1,2,3,4\}$, $B = \{2,3,4,5,6,7\}$ তাহলে $U\cap(AUB)$এর মান কত?

সমাধান ঃ $AUB = \{0,1,2,3,4\} U \{2,3,4,5,6,7\}$

$= \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$

$U\cap(AUB) = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}\cap\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$

$= \{8,9\}$

০২. যদি $A = \{1,3,5\}$, $B = \{2,4,6,8\}$ তাহলে $A\cap B$ এর মান কত?

সমাধান ঃ $A\cap B = \{1,3,5\}\cap\{2,4,6,8\} = \phi$

০৩. যদি $A = \{5,15,20,30\}$, $B = \{3,5,15,18,20\}$ তাহলে $A\cap B$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$A\cap B = \{5,15,20,30\}\cap\{3,5,15,18,20\} = \{5,15,20\}$

০৪. যদি $U = \{1,2,3,4,5,6\}$, $A = \{1,2,3\}$, $B = \{2,4,6\}$ তাহলে $A'\cap B'$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$A' = U - A = \{1,2,3,4,5,6\} - \{1,2,3\} = \{4,5,6\}$

$B' = U - B = \{1,2,3,4,5,6\} - \{2,4,6\} = \{1,3,5\}$

$A'\cap B' = \{4,5,6\}\cap\{1,3,5\} = \{5\}$

০৫. যদি $n(A \cup B) = 61$, $n(A) = 30$, $n(B) = 54$ হয় তাহলে, $n(A\cap B)$ এর মান কত?

সমাধান ঃ

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A\cap B)$

বা, $n(A\cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$

বা, $n(A\cap B) = 30 + 54 - 61$

$\therefore n(A\cap B) = 23$

CS CamScanner

জ্যামিতি

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{১}{২}$ (ভূমি × উচ্চতা)

বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
[$s = \frac{a+b+c}{২}$]

সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{১}{২}$ × সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের গুণফল

সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{a}{4}\sqrt{4b^2-a^2}$ [a = ভূমি, b = অপর বাহু]

সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ [a = যে কোন বাহুর দৈর্ঘ্য]

বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2 [r = বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (বাহু)^2

সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ভূমি × উচ্চতা

রম্বসের ক্ষেত্রফল = $\frac{১}{২}$ × কর্ণদ্বয়ের গুণফল

ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল = $\frac{১}{২}$ × সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের সমষ্টি × এদের দূরত্ব

গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $4\pi r^2$

আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = ২ (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)

বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা = ৪ × এক বাহুর দৈর্ঘ্য

রম্বসের পরিসীমা = ৪ × এক বাহুর দৈর্ঘ্য

সামান্তরিকের পরিসীমা = ২ (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)

বৃত্তের পরিধী = $2\pi r$

গোলকের আয়তন = $\frac{4}{3}\pi r^3$

কোণ (Angle) : যদি দুইটি সরলরেখা পরস্পরের সাথে কোন বিন্দুতে মিলিত হয়, তবে মিলন বিন্দুতে কোণ উৎপন্ন হয়।

সূক্ষ্মকোণ (Acute angle) : এক সমকোণ থেকে ছোট কোণকে সূক্ষ্মকোণ বলে।

সমকোণ (Right angle) : ৯০° এর সমান কোণকে সমকোণ বলে।

স্থূলকোণ (Obtuse angle) : এক সমকোণ থেকে বড় কিন্তু দুই সমকোণ থেকে ছোট কোণকে স্থূল কোণ বলে।

সরল কোণ (Straight angle) : দুইটি পরস্পর বিপরীত রশ্মি তাদের সাধারণ প্রান্ত বিন্দুতে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে সরলকোণ বলে। অর্থাৎ যে কোণ ১৮০° বা দুই সমকোণের সমান।

প্রবৃদ্ধ কোণ (Reflex angle) : দুই সমকোণ থেকে বড় কিন্তু চার সমকোণ বা ৩৬০° এর চেয়ে ছোট।

বিপ্রতীপ কোণ (Vertically opposite angle) : কোন কোণের বাহুদ্বয়ের বিপরীত রশ্মি দুইটি যে কোণ তৈরি করে তা ঐ কোণের বিপ্রতীপ কোণ।

সন্নিহিত কোণ (Adjacent angle) : যদি কোন তলে দুইটি কোণের একই শীর্ষবিন্দু হয় এবং কোণদ্বয় সাধারণ বাহুর বিপরীত পাশে অবস্থান করে, তবে ঐ কোণদ্বয়কে সন্নিহিত কোণ বলে।

পূরক কোণ (Complentaray angle) : দুইটি কোণের পরিমাপের যোগফল এক সমকোণ বা ৯০° হলে, এদের একটিকে অপরটির পূরক কোণ বলে।

সম্পূরক কোণ (Supplementary angle) : যদি দুই কোণের পরিমাপ ১৮০° এর সমান হয় তাহলে একটি কোণকে অপর কোণের সম্পূরক কোণ বলে।

ত্রিভুজ (Triangle) : তিনটি সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলে।

বিষমবাহু ত্রিভুজ (Scalence triangle) : যে ত্রিভুজের সকল বাহুই অসমান।

সমদ্বিবাহু ত্রিভজ (Isosceles triangle) : যে ত্রিভুজের যে কোণ দুইটি বাহু সমান।

সমবাহু ত্রিভুজ (Equilateral triangle) : যে ত্রিভুজের সকল বাহুই সমান।

সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ (Acute triangle) : যে ত্রিভুজের প্রত্যেকটি কোণই সূক্ষ্ম কোণ অর্থাৎ ৯০° এর চেয়ে ছোট।

সমকোণী ত্রিভুজ (Right angle) : যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে।

স্থূলকোণী ত্রিভুজ (Obtuse triangle) : যে ত্রিভুজের একটি কোণ ৯০° অপেক্ষা বড় তাকে স্থূলকোণী ত্রিভুজ বলে।

আয়তক্ষেত্র (Rectangle) : যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং কোণগুলো সমকোণ তাকে আয়তক্ষেত্র বলে।

বর্গক্ষেত্র (Square) : যে চতুর্ভুজের চারটি বাহুই সমান এবং কোণগুলো সমকোণ তাকে বর্গক্ষেত্র বলে।

অন্তঃকেন্দ্র (Incentre) : ত্রিভুজের কোণত্রয়ের সমদ্বিখণ্ডকগুলো সমবিন্দু। এই বিন্দুই ত্রিভুজের অন্তঃকেন্দ্র।

পরিকেন্দ্র (Circumcentre) : ত্রিভুজের বাহুত্রয়ের লম্বদ্বিখণ্ডকত্রয় সমবিন্দু। এই বিন্দুই ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র।

ভরকেন্দ্র (Centroid) : ত্রিভুজের কোন একটি শীর্ষবিন্দু এবং তার বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক সরলরেখাকে মধ্যমা বলে। ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। এই বিন্দুই ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র।

রম্বস (Rhombus) : যে চতুর্ভুজ/সামান্তরিকের সকল বাহু সমান কিন্তু কোণগুলো সমকোণ নয় তাকে রম্বস বলে।

সামান্তরিক (Parallelogram) : যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান কিন্তু কোণগুলো সমকোণ নয় তাকে সামান্তরিক বলে।

ট্রাপিজিয়াম (Trapezoid) : যে চতুর্ভুজের বিপরীত দুই বাহু পরস্পর সমান এবং অপর দুই বাহু অসমান তাকে ট্রাপিজিয়াম বলে।

বৃত্ত (Circle) : একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে সমান দূরত্ব বজায় রেখে অপর একটি বিন্দু তার চারদিকে একবার ঘুরে এলে তাকে বৃত্ত বলে।

কেন্দ্র (Centre) : বৃত্তের মধ্যস্থিত যে বিন্দুর চারদিকে চক্রাকৃতি রেখাটি বেষ্টিত থাকে তাকে বৃত্তটির কেন্দ্র বলে।

পরিধি (Circumference) : যে বক্ররেখা দ্বারা বৃত্ত সীমাবদ্ধ হয় তাই পরিধি।

ব্যাসার্ধ (Radius) : বৃত্তের পরিধির যে কোন বিন্দু থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে ব্যাসার্ধ বলে।

জ্যা (Chord) : বৃত্তের পরিধির যে কোন দুই বিন্দুর সংযোজক সরলরেখাকে জ্যা বলে। বৃত্তের দীর্ঘতম জ্যাকে ব্যাস বলে।

ব্যাস (Diameter) : বৃত্তের কেন্দ্র ছেদকারী সকল জ্যাই ব্যাস।

চাপ (Arc) : পরিধির যে কোন অংশকে চাপ বলে।

কেন্দ্রস্থ কোণ (Central angle) : বৃত্তের দুইটি ব্যাসার্ধ কর্তৃক বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোণকে কেন্দ্রস্থ কোণ বলে।

পরিধিস্থ কোণ (Inscribed angle) : বৃত্তের দুইটি জ্যা এর দুইপ্রান্ত পরিধির উপরে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হলে পরিধির উপরে যে কোণ উৎপন্ন হয় তাকে পরিধিস্থ কোণ বলে।

জেনে রাখা ভাল

- ত্রিভুজের যে কোন দুই বাহুর সমষ্টি, তার তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।
- ত্রিভুজের যেকোন দুই বাহুর অন্তর, তৃতীয় বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।
- কোন ত্রিভুজের একটি বাহু অপর একটি বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হলে, বৃহত্তর বাহুর বিপরীত কোণ ক্ষুদ্রতর বাহুর বিপরীত কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হবে।
- কোন ত্রিভুজের একটি কোণ অপর একটি কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হলে, বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহু ক্ষুদ্রতর কোণের বিপরীত বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হবে।
- ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।
- ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহুর বিপরীত কোণ বৃহত্তম।
- কোন ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সমান।
- ত্রিভুজের একটি বাহু বর্ধিত করলে যে বহিঃস্থ কোণ উৎপন্ন হয় তা বিপরীত অন্তঃস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান।
- ত্রিভুজের যে কোন দুটি বহিঃস্থ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।
- ত্রিভুজের যেকোন দুইবাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক সরলরেখা তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক।
- সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি কোণও পরস্পর সমান ও প্রত্যেকটি কোণের পরিমাণ ৬০°।
- ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় যদি সমান হয়, তবে ত্রিভুজটি সমবাহু।
- সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে অতিভুজ বলা হয়।
- সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের একটিকে ভূমি এবং অন্যটিকে লম্ব বলে।
- সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজই বৃহত্তম বাহু।
- সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণ ভিন্ন অন্য দুইটি কোণ হবে সূক্ষ্মকোণ।
- কোন ত্রিভুজের একটি কোণ যদি অপর দুইট কোণের সমষ্টির সমান হয় তবে ত্রিভুজটি সমকোণী ত্রিভুজ।
- স্থূলকোণী ত্রিভুজে স্থূলকোণ ভিন্ন অন্য দুইটি কোণ সূক্ষ্মকোণ।
- সামন্তরিকের বিপরীত বাহুদ্বয় পরস্পর সমান।
- সামন্তরিকের বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান।
- সামন্তরিকের যে কোন দুইটি সন্নিহিত কোণ পরস্পরের সম্পূরক।
- সামন্তরিকের কর্ণদ্বয় অসমান।
- সামন্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।
- আয়তক্ষেত্রের বিপরীত বাহুদ্বয় পরস্পর সমান।
- আয়তক্ষেত্রের প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ।
- আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান।
- আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।
- বর্গক্ষেত্রের সকল বাহু সমান।
- বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ।
- বর্গক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান।
- বর্গক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।
- রম্বসের সকল বাহু সমান হয়।
- রম্বসের বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান।
- রম্বসের একটি কোণও সমকোণ নয়।
- রম্বসের কর্ণদ্বয় অসমান।
- রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।
- ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের একটিকে ভূমি এবং অসমান্তরাল বাহুদ্বয়কে তির্যক বাহু বলা হয়।

CS CamScanner

☞ ট্রাপিজিয়ামের তির্যক বাহুদ্বয় সমান হলে একে সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম বলা হয়।

☞ ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয় কখনও সমান হতে পারে না।

সমকোণী ত্রিভুজের বাহুর অনুপাত

এক বাহু	অপর বাহু	অতিভুজ
৩	৪	৫
৫	১২	১৩
৬	৮	১০
৭	২৪	২৫
৮	১৫	১৭
৯	১২	১৫

[N.B দুটি বাহু (৩,৪) হলে তৃতীয় বাহু ৫, তেমনি দুটি বাহু (৫,১২) হলে তৃতীয় বাহু ১৩।]

০১. একটি সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহু ১৬ মিটার। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

সমাধান ঃ

সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{৩}}{৪} \times a^2$ [a (বাহু) = ১৬]

$= \frac{\sqrt{৩}}{৪} \times ১৬^2$

$= ৬৪\sqrt{৩}$ বর্গমিটার

০২. সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় যথাক্রমে ৩ ও ৪ সেমি হলে এর অতিভুজের মান কত?

সমাধান ঃ

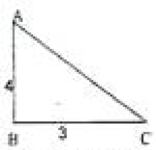

∴ পীথাগোরাসের উপপাদ্য হতে পাই–

$AC^2 = AB^2 + BC^2$ [(অতিভুজ)^2 = (ভূমি)^2 + (লম্ব)^2]

বা, $AC^2 = (৪)^2 + (৩)^2$

বা, $AC^2 = ১৬ + ৯$

বা, $AC^2 = ২৫$

বা, $AC = \sqrt{২৫}$ ∴ AC = ৫ সে.মি.

০৩. একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য ১০ সেমি। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

সমাধান ঃ

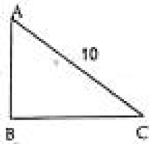

ধরি, সমকোন সংলগ্ন প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য = x সেমি

আমরা জানি

$AC^2 = AB^2 + BC^2$ [(অতিভুজ)^2 = (ভূমি)^2 + (লম্ব)^2]

বা, $(১০)^2 = x^2 + x^2$

বা, $২x^2 = ১০০$

বা, $x^2 = ৫০$

বা, $x = \sqrt{২৫ \times ২}$

∴ $x = ৫\sqrt{২}$

ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল $= \frac{১}{২} \times$ সমকোন সংলগ্ন বাহু দুটির গুনফল

$= \frac{১}{২} \times ৫\sqrt{২} \times ৫\sqrt{২}$

$= \frac{১}{২} \times ২৫ \times ২$

= ২৫ বর্গ সেমি

০৪. একটি সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ১৪৪ বর্গ একক। সমকোণ সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের একটি দৈর্ঘ্য ১২ একক হলে অপরটি কত?

সমাধান ঃ

সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{১}{২} \times$ ভূমি × উচ্চতা

বা, ১৪৪ $= \frac{১}{২} \times$ ভূমি × উচ্চতা

বা, ১৪৪ × ২ = ভূমি × ১২

বা, ভূমি $= \frac{১৪৪ \times ২}{১২}$

∴ ভূমি = ২৪

০৫. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ৫ সেমি এবং অপর একটি বাহু ৪ সেমি হলে ত্রিভুজটির পরিসীমা কত সেমি?

সমাধান ঃ পিথাগোরাসের সূত্রানুযায়ী ত্রিভুজটির অপর বাহুর দৈর্ঘ্য হবে $= \sqrt{৫^2 - ৪^2} = \sqrt{২৫ - ১৬} = \sqrt{৯} = ৩$

আমরা জানি, পরিসীমা হল ত্রিভুজের তিন বাহুর সমষ্টি।

∴ ত্রিভুজটির পরিসীমা হবে = ৫ + ৪ + ৩ = ১২ সেমি.

০৬. একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমির দৈর্ঘ্য লম্বের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ১ মিটার কম এবং লম্ব অপেক্ষা অতিভুজের দৈর্ঘ্য ১ মিটার বেশি হলে ত্রিভুজটির অতিভুজের দৈর্ঘ্য কত?

সমাধান ঃ ধরি, লম্বের দৈর্ঘ্য = ক

তাহলে, ভূমি = ক - ১ এবং অতিভুজ = ক + ১

অতিভুজ^2 = ভূমি^{2} + লম্ব^2

বা, (ক + ১)^2 = (ক - ১)^2 + ক^2

বা, ক^2 + ২ক + ১ = ক^2 - ২ক + ১ + ক^2

বা, ২ক^2 - ২ক + ১ - ক^2 - ২ক - ১ = ০

বা, ক^2 - ৪ক = ০

বা, ক(ক - ৪) = ০

বা, ক = ৪ অথবা ক ≠ ০

∴ অতিভুজ = ক + ১ = ৪ + ১ = ৫

০৭. একটি ত্রিভুজের ভূমি ৪ মিটার এবং উচ্চতা ৩ মিটার হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?

সমাধান ঃ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{১}{২} \times$ ভূমি × উচ্চতা

$= \frac{১}{২} \times ৪ \times ৩$

= ৬ বর্গমিটার

০৮. একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫, ৬ ও ৭ মিটার। নিকটতম বর্গমিটারে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

সমাধান ঃ আমরা জানি,

সাধারন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ $[s = \frac{a+b+c}{২} = \frac{৫+৬+৭}{২} = ৯]$

$= \sqrt{৯(৯-৫)(৯-৬)(৯-৭)}$

$= \sqrt{৯ \times ৪ \times ৩ \times ২}$

$= \sqrt{২১৬}$

= ১৪.৬৯

০৯. একটি ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ৮৪ বর্গগজ। ত্রিভুজটির শীর্ষবিন্দু হতে ভূমির উপর অংকিত লম্বের দৈর্ঘ্য ১২ গজ হলে ভূমির দৈর্ঘ্য কত?

সমাধান ঃ

ত্রিভুজের ক্ষেত্রেফল $= \frac{১}{২} \times$ ভূমি × উচ্চতা/লম্ব

বা, ৮৪ $= \frac{\text{ভূমি} \times ১২}{২}$

বা, ভূমি $= \frac{৮৪ \times ২}{১২}$

∴ ভূমি = ১৪ গজ

১০. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট। অপর বাহুদ্বয়ের অনুপাত ৪ঃ৩ হলে বাহু দুটির দৈর্ঘ্য কত? ৫

সমাধানঃ ধরি, সমকোণী ত্রিভুজের অপর দুটি বাহু যথাক্রমে ৪ক এবং ৩ক ফুট।

পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী,

(অতিভুজ)^2 = (ভূমি)^2 + (লম্ব)^2

বা, (২৫)^2 = (৪ক)^2 + (৩ক)^2

বা, ৬২৫ = ১৬ক^2 + ৯ক^2

বা, ক^2 $= \frac{৬২৫}{২৫}$

বা, ক^2 = ২৫ ∴ ক = ৫

∴ একটি বাহু = ৪ক = ৪×৫ = ২০

∴ অপর বাহু = ৩ক = ৩×৫ = ১৫

১১. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড়গুন। ক্ষেত্রটির আয়তন ৯৬ বর্গমিটার হলে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত?

সমাধান ঃ

ধরি, আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = ক মিটার

∴ দৈর্ঘ্য = ক × ১$\frac{১}{২}$ = ক$\frac{৩}{২}$ মিটার

শর্তমতে,

ক × ক × $\frac{৩}{২}$ = ৯৬

বা, ৩ক^2 = ১৯২

বা, ক^2 = ৬৪

বা, ক = $\sqrt{৬৪}$

∴ ক = ৮ মিটার

CS CamScanner

CamScanner

১২. একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ৯০০ বর্গমিটার। এর পরিসীমা কত?

সমাধান ঃ ধরি, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = a^2

প্রশ্নমতে,

a^2 = ৯০০

বা, a = $\sqrt{৯০০}$

∴ a = ৩০ মি.

∴ বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা = a + a + a + a = ৪a

তাহলে, ৪a = ৪ × ৩০ = ১২০ মি.

১৩. একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ১ একর। এর দৈর্ঘ্য ১২.৫ মিটার হলে আয়তক্ষেত্রটির প্রস্থ কত?

সমাধান ঃ ধরি, প্রস্থ x মিটার

প্রশ্নমতে

দৈর্ঘ্য × প্রস্থ = ১০০ বর্গ মি. [১ একর = ১০০ বর্গমিটার]

বা, ১২.৫ × x = ১০০

বা, x = $\frac{১০০}{১২.৫}$ ∴ x = ৮ মি.

১৪. একটি আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য বিস্তারের দ্বিগুণ। এর ক্ষেত্রফল ৫১২ মিটার হলে পরিসীমা কত?

সমাধান ঃ মনে করি, বিস্তার = ক এবং দৈর্ঘ = ২ক

শর্তমতে,

ক × ২ক = ৫১২

বা, ২ক^২ = ৫১২

বা, ক^২ = $\frac{৫১২}{২}$ = ২৫৬

∴ ক = ১৬

বিস্তার = ১৬ এবং দৈর্ঘ্য = ২ × ১৬ = ৩২

পরিসীমা = ২ (দৈর্ঘ্য + বিস্তার/প্রস্থ) = ২(৩২ + ১৬) = ৯৬

১৫. একটি রম্বসের একটি কর্ণ 10 মিটার এবং ক্ষেত্রফল 120 বর্গমিটার হলে, অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত মিটার?

সমাধান ঃ

রম্বসের ক্ষেত্রফল = $\frac{১}{২}$ × কর্ণদ্বয়ের গুণফল

⇒ 120 = $\frac{1}{2}$ × 10 × অপর কর্ণ

∴ অপর কর্ণ = 24

১৬. একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল ১৬ বর্গমিটার, পরিধি ৮ মিটার। এর ব্যাসার্ধ কত মিটার?

সমাধান ঃ

আমরা জনি, বৃত্তের পরিধি = ২πr

" ক্ষেত্রফল = πr^2

প্রশ্নমতে, $\frac{\pi r^2}{২\pi r} = \frac{১৬}{১৮}$

বা, $\frac{r}{২}$ = ২

∴ r = ৪

১৭. বৃত্তের ব্যাস ৩ গুণ বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল কতগুণ বৃদ্ধি পাবে?

সমাধান ঃ

ধরি, বৃত্তের ব্যাস = ২r; ব্যাসার্ধ = r এবং ক্ষেত্রফল = πr^2

বৃত্তের ব্যাস তিনগুন বৃদ্ধি করলে ব্যাস হয় = ৬r এবং ব্যাসার্ধ হয় = ৩r

পরিবর্তিত বৃত্তের ক্ষেত্রফল = π(৩ r)^২ = ৯π$r^২$

= ৯ ×প্রথম বৃত্তের ক্ষেত্রফল

১৮. দুইটি বৃত্তের ব্যাসের অনুপাত ১ ঃ ৩। এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত?

সমাধান ঃ

ধরি, ১ম বৃত্তের ব্যাস = ২r [ব্যাসার্ধ = r]

২য় বৃত্তের ব্যাস = ৩ ×২r [ব্যাসার্ধ = ৩r]

১ম বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2

২য় বৃত্তের ক্ষেত্রফল = π(৩r)^2 = π৯r^2

$\frac{\text{১ম বৃত্তের ক্ষেত্রফল}}{\text{২য় বৃত্তের ক্ষেত্রফল}} = \frac{\pi r^2}{\pi ৯ r^2} = \frac{১}{৯}$ = ১ ঃ ৯

১৯. ৩ সে.মি, ৪ সে.মি ও ৫ সে.মি বাহু বিশিষ্ট তিনটি ঘনক গলিয়ে নতুন একটি ঘনক তৈরী করা হল। নতুন ঘনক এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

সমাধান ঃ আমরা জানি, ঘনকের আয়তন $\frac{4}{3}\pi r^3$

শর্তমতে, $\frac{4}{3}\pi(3^3 + 4^3 + 5^3) = \frac{4}{3}\pi r^3$

বা, r^3 = 216

বা, r = 6

∴ নতুন ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সে.মি

২০. ৪ ফুট বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গাকার জায়গা ঢাকতে ৪ বর্গফুট ক্ষেত্রবিশিষ্ট কয়টি পাথর লাগবে?

সমাধান ঃ

১ বাহু = ৪ ফুট

ক্ষেত্রফল = ১৬ বর্গফুট

∴ পাথর লাগবে = $\frac{১৬}{৪}$ = ৪টি

২১. একটি সুষম ষড়ভুজের প্রত্যেকটি কোণের পরিমাণ কত ?

সমাধান ঃ সুষম বহুভুজের বাহুর সংখ্যা n হলে,

$\frac{(n-2)\times180^0}{n} = \frac{6-2\times180^0}{6}$ = ১২০°

২২. পঞ্চভুজের পাঁচটি কোণের সমষ্টি কত সমকোণ?

সমাধান ঃ

অন্তর্ভুক্ত কোণ = $\frac{(n-2)\times180^0}{n} = \frac{5-2\times180^0}{5}$ = ১০৮°

পঞ্চভুজের সমষ্টি = ৫ ×১০৮° = ৫৪০° অর্থাৎ ৬ সমকোণ।

২৩. সুষম বহুভুজের একটি অন্তঃকোণের পরিমান ১৩৫° হলে এর বাহুর সংখ্যা কত?

সমাধান ঃ

অন্তঃকোন + বহিঃকোন = ১৮০°

বা, বহিঃকোণ = ১৮০° - ১৩৫°

∴ বহিঃকোণ = ৪৫°

আমরা জানি

বাহুর সংখ্যা = $\frac{৩৬০^\circ}{\text{বহিঃকোণ}}$

বা, বাহুর সংখ্যা = $\frac{৩৬০^\circ}{৪৫^\circ}$ ∴ বাহুর সংখ্যা = ৮

২৪. কোন সুষম বহুভুজের বহিঃস্থ কোণের পরিমান কত হলে বাহুর সংখ্যা ৬টি হবে?

সমাধান ঃ

বাহুর সংখ্যা = $\frac{৩৬০^\circ}{\text{বহিঃকোণ}}$

বা, বহিঃকোণ = $\frac{৩৬০^\circ}{\text{বাহুর সংখ্যা}}$

বা, বহিঃকোণ = $\frac{৩৬০^\circ}{৬}$ = ৬০°

২৫. 18 মিটার দৈর্ঘ্য একটি মই ভূমির সাথে 30^0 কোণ উৎপন্ন করে দেওয়ালের ছাদ স্পর্শ করে। দেওয়ালটির উচ্চতা কত মিটার?

সমাধান ঃ

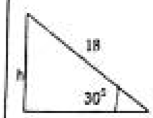

sinθ = $\frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}$

⇒ $\sin30^0 = \frac{h}{18}$ [∴ $\sin30^0 = \frac{1}{2}$

⇒ $\frac{1}{2} = \frac{h}{18}$

∴ h = 9

২৬. ১৮ ফুট উঁচু একটি গাছ এমনভাবে ভেঙ্গে গেল যে, ভাঙ্গা অংশটি বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভূমির সাথে ৩০° কোণ উৎপন্ন করল। গাছটি মাটি থেকে কত উঁচুতে ভেঙ্গেছিল?

সমাধান ঃ

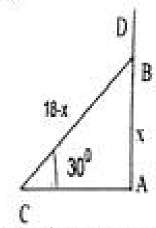

ধরি, গাছটি x উচ্চতায় ভেঙ্গে গিয়েছিল

sinθ = $\frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}$

⇒ $\sin30^0 = \frac{x}{18-x}$

⇒ $\frac{1}{2} = \frac{x}{18-x}$ [∴ $\sin30^0 = \frac{1}{2}$

⇒ 2x = 18 − x

⇒ 2x + x = 18

⇒ 3x = 18

∴ x = 6

২৭. একটি তালগাছ এর পাদবিন্দু হতে ১০ মিটার দূরবর্তী স্থানে গাছের শীর্ষের উন্নতি কোণ ৬০° হলে, গাছটির উচ্চতা কত মিটার?

সমাধান : ধরি গাছটির উচ্চতা x মিটার

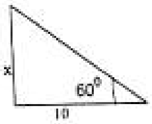

$\tan\theta = \frac{লম্ব}{ভূমি}$

$\Rightarrow \tan 60^0 = \frac{x}{10}$

$\Rightarrow \sqrt{3} = \frac{x}{10}$

$\Rightarrow x = 10\sqrt{3}$

$\therefore x = 17.32$

২৮. সূর্যের উন্নতি কোণ 60° হলে একটি মিনারের ছায়ার দৈর্ঘ্য 240 মিটার হয়। মিনারটির উচ্চতা কত?

সমাধান : ধরি, মিনারটির উচ্চতা x মিটার।

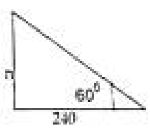

$\tan\theta = \frac{লম্ব}{ভূমি}$

$\Rightarrow \tan 60^0 = \frac{h}{240}$

$\Rightarrow \sqrt{3} = \frac{h}{240} \Rightarrow h = 240\sqrt{3} \quad \therefore h = 4115.69$ মিটার

২৯. একটি আয়তকার বাগানের দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার ও প্রস্থ ৩০ মিটার এবং ভিতরে চতুর্দিকে ১ মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত?

সমাধান :

বাগানের ক্ষেত্রফল = (৪০×৩০) = ১২০০ বর্গমিটার

রাস্তাবাদে বাগানের ক্ষেত্রফল = (৪০-২ × ৩০-২)

= ১০৬৪ বর্গমি:

∴ রাস্তার ক্ষেত্রফল = (১২০০-১০৬৪) = ১৩৬ বর্গমিটার

৩০. একটি আয়তকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার এবং প্রস্থ ৩০ মিটার। ক্ষেত্রটির ভেতরে চারদিকে ২ মিটার প্রস্থ একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন?

সমাধানঃ

আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = ৪০ মিটার

" " প্রস্থ = ৩০ "

∴ আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (৪০×৩০) বর্গমিটার

= ১২০০ বর্গমিটার।

∴ রাস্তাবাদে আয়তাকার ক্ষেত্রের ভিতরের দৈর্ঘ্য,

{৪০ – (২ + ২)} মি. = ৩৬ মি.

∴ রাস্তাবাদে আয়তাকার ক্ষেত্রের ভিতরের প্রস্থ,

{৩০-(২+২)} মি. = ২৬ মি.

∴ রাস্তাবাদে আয়তকার ক্ষেত্রের ভিতরের দৈর্ঘ্য

(৩৬×২৬) বর্গমিটার = ৯৩৬ বর্গমিটার

∴ রাস্তার ক্ষেত্রফল = (১২০০ - ৯৩৬) ব.মি = ২৬৪ ব.মি

৩১. একটি বর্গাকার বাগানের ক্ষেত্রফল ২০২৫ বর্গমিটার। এর চারদিকে বেড়া দেয়া আছে। বেড়াটির মোট দৈর্ঘ্য কত?

সমাধানঃ

মনে করি বর্গাকার বাগানের এক বাহুর দৈর্ঘ্য = ক মিটার

তাহলে, ক্ষেত্রফল = ক²

শর্তমতে,

ক² = ২০২৫

বা, ক = √২০২৫ = ৪৫ মিটার

তাহলে বেড়াটির মোট দৈর্ঘ্য = ৪৫ + ৪৫ + ৪৫ + ৪৫

= ১৮০ মিটার

৩২. একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য ৩ মিটার, প্রস্থ ২ মিটার ও উচ্চতা ৪ মিটার। এতে কত লিটার এবং কত কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ পানি আছে?

সমাধানঃ দেয়া আছে,

চৌবাচ্চাটির দৈর্ঘ্য = ৩ মিটার

" প্রস্থ = ২ মিটার

" উচ্চতা = ৪ মিটার

∴ চৌবাচ্চাটির আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা

= ৩×২×৪

= ২৪ ঘনমিটার

এখন,

১ ঘন মিটার আয়তনে পানি ধরে = ১০০০ লিটার

২৪ " " " " " = ২৪×১০০০ "

= ২৪,০০০ লিটার

আমরা জানি,

১ লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন = ১ কিলোগ্রাম

২৪০০০ " " " = ২৪০০০০×১

= ২৪,০০০ কিলোগ্রাম

৩৩. একটি ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার ও প্রস্থ ৩.৫ মিটার। ঘরটির উচ্চতা ৩ মিটার এবং এর দেয়ালগুলো ১৫ সেমি পুরু হলে চার দেওয়ালের আয়নত কত?

উত্তরঃ

দেয়ালের পুরুত্ব = ১৫ সেমি = ০.১৫ মিটার

দৈর্ঘ্যের দিকে দুইটি দেয়ালের আয়তন

= (৪ + ২×০.১৫)×৩×০.১৫×২ ঘনমিটার

= ৪.৩×৩×০.১৫×২

= ৩.৮৭ ঘনমিটার

প্রস্থের দিকে দুইটি দেয়ালের আয়তন

= ৩.৫×৩×০.১৫×২ ঘনমিটার

= ৩.১৫ ঘনমিটার

∴ দেয়ালগুলোর মোট আয়তন = ৩.৮৭ + ৩.১৫

= ৭.০২ ঘনমিটার

৩৪. একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ৩ গুণ এবং ক্ষেত্রফল ৭৬৮ বর্গমিটার। প্রতিটি ৮০ সেমি বর্গ আকারের পাথর দিয়ে বর্গক্ষেত্রটি বাঁধাতে মোট কতটি পাথর লাগবে?

সমাধানঃ

ধরি, আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = ক মিটার

" দৈর্ঘ্য = ৩ক "

শর্তমতে,

৩ক×ক = ৭৬৮

বা, ৩ক² = ৭৮৬

বা, ক² = ২৫৬

∴ ক = ১৬ মিটার

আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = ক = ১৬ মিটার

" দৈর্ঘ্য = ৩ক = ৩১×৬ = ৪৮ মিটার

" পরিসীমা = ২(৪৮+১৬) = ১২৫ মিটার

বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা = ১২৮ মিটার

বর্গক্ষেত্রের একবাহু = $\frac{১২৮}{৪}$ = ৩২ মিটার

বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (৩২)² = ১০২৪ বর্গমিটার

এখন, পাথরের দৈর্ঘ্য ৮০ সেমি = ০.৮ মিটার

" ক্ষেত্রফল = ০.৮×০.৮ = ০.৬৪ বর্গমিটার

∴ মোট পাথর লাগবে = $\frac{১০২৪}{০.৬৪}$ = ১৬০০টি

৩৫. একটি মাঠের দৈর্ঘ্য ২৪৮ ফুট এবং প্রস্থ ১২৭ ফুট। এর মাঝখানে বর্গাকৃতির একটি পুকুর আছে। যার প্রতি পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট। প্রতি বর্গফুট ঘাস লাগাতে ৮.৫০ টাকা খরচ হলে পুকুর বাদে সারা মাঠে ঘাস লাগাতে মোট কত টাকা খরচ হবে?

সমাধানঃ দেয়া আছে,

মাঠের দৈর্ঘ্য = ২৪৮ ফুট এবং প্রস্থ ১২৭ ফুট।

∴ মাঠের ক্ষেত্রফল = (২৪৮×১২৭) বর্গফুট = ৩১,৪৯৬ বর্গফুট

এখন বর্গাকৃতি পুকুরের ক্ষেত্রফল = ২৫² = ৬২৫ বর্গফুট

∴ পুকুর বাদে মাঠের ক্ষেত্রফল = ৩১,৪৯৬ - ৬২৫

= ৩০,৮৭১ বর্গফুট

∴ মোট খরচ হবে = ৩০,৮৭১ ∴ ৮.৫০ = ২,৬২,৪০৩.৫ টাকা

৩৬. একটি বর্গাকার বাগানের বহির্দেশ বেষ্টন করে ১১ গজ বিস্তৃত একটি রাস্তা আছে। যদি রাস্তার ক্ষেত্রফল ৪ একর হয়, তবে বাগানটির পরিসীমা মেট্রিক এককে কত? (১ ফুট = ৩০.৮৪ সেমি)।

সমাধান :

ধরি, বর্গাকার বাগানের দৈর্ঘ্য = ক গজ

" " ক্ষেত্রফল = ক² বর্গগজ

∴ রাস্তার ক্ষেত্রফল = ৪ একর = (৪ × ৪৮৪০)

= ১৯৩৬০ বর্গ গজ

রাস্তার বাগানের ক্ষেত্রফল = (ক² + ১৯৩৬০) বর্গগজ

রাস্তাসহ বাগানের দৈর্ঘ্য = {ক + (১১×২)}

= (ক + ২২) গজ

রাস্তাসহ বাগানের ক্ষেত্রফল = (ক + ২২)² বর্গগজ

= (ক²+৪৪ক+৪৮৪) "

প্রশ্নমতে,

ক^{২} + ৪৪ক + ৪৮৪ = ক^{২} + ১৯৩৬০

বা, ৪৪ক = ১৯৩৬০ - ৪৮৪

বা, ৪৪ ক = ১৮৮৭৬

বা, ক = $\frac{১৮৮৭৬}{৪৪}$

∴ক = ৪২৯

∴বাগানের দৈর্ঘ্য = ৪৯২ গজ

আমার জানি,

বর্গাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা = ৪ × এক বাহুর দৈর্ঘ্য

= (৪ × ৪২৯) গজ

= ১৭১৬ গজ

= ৫১৪৮ ফুট

প্রশ্নমতে, ১ফুট = ৩০.৮৪ সে.মি

∴৫১৪৮ ফুট = (৩০.৮৪ × ৫১৪৮) সে. মি.

= ১৫৮৭৬৪.৩২ সে.মি

= ১৫৮৭.৬৪৩২ মিটার

∴বাগানের পরিসীমা = ১৫৮৭.৬৪৩২ মিটার

৩৭. ২১ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ মিটার প্রস্থ একটি বাগানের বাইরের চারদিকে ৪ মিটার প্রশস্ত একটি পথ আছে। প্রতি বর্গমিটারে ৫.৫০ টাকা দরে পথটিতে ঘাস লাগাতে মোট কত টাকা খরচ হবে?

সমাধানঃ

বাগানটির দৈর্ঘ্য = ২১ মিটার

" প্রস্থ = ১৫ "

∴ বাগানটির ক্ষেত্রফল = (২১ × ১৫) বর্গ মিটার

= ৩১৫ বর্গমিটার।

∴ পথসহ বাগানটির দৈর্ঘ্য = {২১ + (৪ + ৪)} মি. = ২৯ মি.

∴ পথসহ বাগানটির প্রস্থ = {১৫+(৪+৪)} মি. = ২৩ মি.

∴ পথসহ বাগানটির ক্ষেত্রফল = (২৯ × ২৩) বর্গ মিটার

= ৬৬৭ বর্গমিটার।

∴ শুধু পথের ক্ষেত্রফল = (৬৬৭ - ৩১৫) বর্গ মিটার

= ৩৫২ বর্গমিটার।

এখন ১ বর্গমিটারের জন্য খরচ ৫.৫০ টাকা

৩৫২ " " " ৩৫২×৫.৫০ = ১৯৩৬ টাকা

৩৮. একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ১৫০ মিটার ও ১০০ মিটার। বাগানটির দৈর্ঘ্য ২০% এবং প্রস্থ ১০% বৃদ্ধি করলে নতুন বাগানটির ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার হবে?

সমাধান ঃ ২০% দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে

১০০ মিটার নতুন দৈর্ঘ্য = ১২০ মিটার

১ " " " = $\frac{১২০}{১০০}$ "

১৫০ " " " = $\frac{১২০×১৫০}{১০০}$ = ১৮০ মিটার

১০% প্রস্থ বৃদ্ধিতে

১০০ মিটার নতুন প্রস্থ = ১১০ মিটার

১ " " " = $\frac{১১০}{১০০}$ "

১০০ " " " = $\frac{১১০×১০০}{১০০}$ = ১১০ মিটার

∴ নতুন বাগানের ক্ষেত্রফল = ১৮০×১১০ = ১৯৮০০ বর্গমিটার

৩৮. একটি বর্গাকার বাগানের বাইরে চারদিক ৫ মিটার চওড়া একটা রাস্তা আছে। রাস্তার ক্ষেত্রফল ৫০০ বর্গমিটার হলে, বাগানের ক্ষেত্রফল কত?

উত্তরঃ ধরি, বাগানের দৈর্ঘ্য ক মিটার

" ক্ষেত্রফল ক^{২} বর্গমিটার

রাস্তাসহ বাগানে দৈর্ঘ্য = {ক + (৫ + ৫)} মিটার

= (ক + ১০) মিটার

রাস্তাসহ বাগানের ক্ষেত্রফল = (ক + ১০)^{২} বর্গমিটার

শর্তমতে,

(ক + ১০)^{২} - ক^{২} = ৫০০

বা, ক^{২} + ২.ক.১০ + (১০)^{২} - ক^{২} = ৫০০

বা, ক^{২} + ২০ক + ১০০ - ক^{২} = ৫০০

বা, ২০ক = ৫০০ - ১০০

বা; ২০ক = ৪০০

বা, ক = $\frac{৪০০}{২০}$

∴ক = ২০

৩৯. একটি বইয়ের দৈর্ঘ্য ২৫ সেমি এবং প্রস্থ ১৮ সেমি। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০০ এবং প্রতি পাতা কাগজের ০.১ সেমি হলে, বইটির আয়তন নির্ণয় কর।

ব্যাখ্যাঃ বইয়ের উচ্চতা = ২০০÷২×০.১

= ১০০ মি.মি

= ১ সেমি

বইটির আয়তন = (২৫×১৮×১) ঘন সেমি

= ৪৫০ ঘন সেমি

৪০. একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য ৩২ মিটার এবং প্রস্থ ২৪ মিটার। এর বাহিরে চারদিকে ২ মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত?

সমাধানঃ

বাগানের ক্ষেত্রফল = (৩২×২৪) = ৭৬৮ বর্গমিটার

রাস্তাসহ বাগানের দৈর্ঘ্য = (৩২ + ৪) = ৩৬ মিটার

রাস্তাসহ বাগানের ক্ষেত্রফল = (৩৬×২৮) বর্গ মিটার

= ১০০৮ বর্গমিটার

∴রাস্তার ক্ষেত্রফল = (১০০৮ - ৭৬৮) বর্গমিটার

= ২৪০ বর্গমিটার

৪১. (6,6) ও (2,3) বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?

সমাধান ঃ $\sqrt{(6-2)^2+(6-3)^2} = \sqrt{16+9} = 5$

জেনে রাখা ভালঃ

Sl.No	Equation of Circle	Centre	Radius
1	$x^2+y^2=r^2$	(0, 0)	r
2	$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$	(a, b)	r

CS CamScanner

বিবিধ সমাধান

১. একটি দ্রব্য ৩৭৮ টাকায় বিক্রয় করলে যত ক্ষতি হয়, ৪৫০ টাকায় বিক্রয় করলে তার তিনগুণ লাভ হয়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?

সমাধান: ধরি, ক্রয়মূল্য = x টাকা

প্রশ্নমতে,

$৩(x - ৩৭৮) = ৪৫০ - x$

$\Rightarrow ৩x - ১১৩৪ = ৪৫০ - x$

$\Rightarrow ৪x = ১৫৮৪$

$\therefore x = ৩৯৬$

০২. চা পাতার উপর শতকরা ১০ টাকা কমালে চা পণ্যের ব্যবহার শতকরা কত হারে বৃদ্ধি করলে সরকার চা পাতা থেকে শতকরা ৮ টাকা বেশি লাভ পাবে?

সমাধান: মনে করি, চা পাতার দাম ১০০ টাকা

১০ টাকা কমে চা পাতার দাম = (১০০ - ১০) = ৯০

৮% বৃদ্ধিতে চা পাতার দাম = (১০০ + ৮) = ১০৮

সুতরাং চায়ের ব্যবহার বাড়াতে হবে = (১০৮ - ৯০)

= ১৮ টাকা

৯০ টাকায় চায়ের ব্যবহার বাড়াতে হবে ১৮ টাকা

১ টাকায় চায়ের ব্যবহার বাড়াতে হবে $\frac{১৮}{৯০}$ টাকা

১০০ টাকায় চায়ের ব্যবহার বাড়াতে হবে $\frac{১৮ \times ১০০}{৯০}$

= ২০ টাকা

∴ উত্তর: ২০%

০৪. চালের মূল্য ২০% বৃদ্ধি পাওয়াতে ৭৫০ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ৫ কেজি চাল কম পাওয়া গেল। ১ কেজি চালের পূর্বমূল্য কত?

সমাধান: ২০% মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায়,

১০০ টাকায় বাড়ে ২০ টাকা

৭৫০ টাকায় বাড়ে $\frac{৭৫০ \times ২০}{১০}$ টাকা = ১৫০ টাকা

৫ কেজি চালের বর্তমান মূল্য ১৫০ টাকা

১ কেজি চালের বর্তমান মূল্য $\frac{১৫০}{৫}$ টাকা = ৩০ টাকা

বর্তমান মূল্য ১২০ টাকা হলে পূর্বমূল্য ১০০ টাকা

বর্তমান মূল্য ১ টাকা হলে পূর্বমূল্য $\frac{১০০}{১২০}$ টাকা

বর্তমান মূল্য ৩০ টাকা হলে পূর্বমূল্য $\frac{১০০ \times ৩০}{১২০}$

= ২৫ টাকা

০৫. পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বয়সের ৩ গুণ। ৫ বছর আগে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ৪ গুণ ছিল। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কত?

সমাধান: ধরি, পুত্রের বর্তমান বয়স x বছর

∴ পিতার বর্তমান বয়স ৩x বছর

৫ বছর আগে পিতার বয়স = (৫x + ৩) বছর

এবং ৩ বছর আগে পিতার বয়স = (x + ৩)

প্রশ্নমতে, $৪(x - ৫) = ৩x - ৫$

$\Rightarrow ৪x - ২০ = ৩x - ৫$

$\Rightarrow ৪x - ৩x = ২০ - ৫$

$\therefore x = ১৫$

∴ পুত্রের বর্তমান বয়স = ১৫ বছর

∴ পিতার বর্তমান বয়স = (১৫ × ৩) = ৪৫ বছর

০৬. এক কলা ব্যবসায়ী প্রতিটি ৪ টাকা দরে এবং প্রতিটি ২ টাকা দরে সমান সংখ্যক কলা ক্রয় করে প্রতিটি ৫ টাকা দরে সমস্ত কলা বিক্রয় করেন। এতে তার ১০০০ টাকা লাভ হয়। তিনি মোট কতগুলো কলা ক্রয় করেছিলেন?

সমাধান: মনে করি, x সংখ্যাক কলা ক্রয় করেছিলেন

শর্তমতে, $৫.২.x - (৪x + ২x) = ১০০০$

$\Rightarrow ১০.x - ৬x = ১০০০$

$\Rightarrow ৪x = ১০০০$

$\therefore x = ২৫০$

∴ কলা ক্রয় করেছিলেন ২৫০টি

০৭. সোহাগ ২৪০ টাকায় কিছু ডিম কিনল। সে যদি একটি ডিম বেশি পেত তবে প্রতিটি ডিমের দাম ১ টাকা কম পড়ত। সে কতটি ডিম কিনেছিল?

সমাধান: মনে করি, সে ডিম কিনল x টি

প্রশ্নমতে, $\frac{২৪০}{x + ১} = \frac{২৪০}{x} - ১$

$\Rightarrow \frac{২৪০}{x + ১} = \frac{২৪০ - x}{x}$

$\Rightarrow ২৪০x = (x + ১)(২৪০ - x)$

$\Rightarrow ২৪০x = ২৪০x + ২৪০ - x^2 - x$

$\Rightarrow x^2 + x - ২৪০x = ০$

$\Rightarrow x^2 + ১৬x - ১৫x - ২৪০x = ০$

$\Rightarrow x(x + ১৬) - ১৫(x - ১৬) = ০$

$\Rightarrow (x + ১৬)(x - ১৫) = ০$

$\Rightarrow x + ১৬ = ০$ অথবা $x - ১৫ = ০$

$\therefore x = - ১৬$ $\therefore x = ১৫$

কিন্তু ডিমের সংখ্যা x ঋণাত্মক হতে পারে না।

$\therefore x \neq - ১৬$ $\therefore x = ১৫$

∴ সোহাগ ডিম কিনল ১৫টি

∴ উত্তর: ১৫টি

০৮. জনাব রহিম তার সম্পদের ৩০% স্ত্রীকে, ৫০% ছেলেকে এবং অবশিষ্ট ৭২০০০০ টাকা মেয়েকে দিলেন। তার সম্পদের মোট মূল্য কত?

সমাধান: রহিম তার স্ত্রীকে দেয় = ৩০%,

ছেলেকে দেয় = ৫০%

সুতরাং মেয়ে পায় = (১০০ - ৩০ + ৫০)%

$= ২০\% = \frac{২০}{১০০}$ অংশ

$\frac{২০}{১০০}$ অংশ = ৭২০০০০ টাকা

১ বা সম্পূর্ণ অংশ = ৭২০০০০ × $\frac{২০}{১০০}$ টাকা

= ৩৬,০০,০০০০ টাকা

০৯. দুটি পাইপ A এবং B একযোগে 12 ঘণ্টায় একটি ট্যাংক পূরণ করতে পারে। A পাইপ B পাইপের 10 ঘণ্টা পূর্বে ট্যাংকটি পূরণ করতে পারে। B পাইপ দ্বারা ট্যাংকটি পূরণ করতে কত সময় লাগবে?

সমাধান: মনে করি,

B পাইপের ট্যাংকটি পূর্ণ করতে সময় x ঘণ্টা

A পাইপের ট্যাংকটি পূর্ণ করতে সময় (x - 10) ঘণ্টা

প্রশ্নমতে, $\frac{1}{x} + \frac{1}{x - 10} = \frac{1}{12}$

$\Rightarrow \frac{x - 10 + x}{x(x - 10)} = \frac{1}{12}$

$\Rightarrow \frac{2x - 10}{x^2 - 10x} = \frac{1}{12}$

$\Rightarrow x^2 - 10x = 24x - 120$

$\Rightarrow x^2 - 10x - 24x + 120 = 0$

$\Rightarrow x^2 - 34x + 120 = 0$

$\Rightarrow x^2 - 30x - 4x + 120 = 0$

$\Rightarrow x(x - 30) - 4(x - 30) = 0$

$\Rightarrow (x - 30)(x - 4) = 0$

$\Rightarrow x - 30 = 0$ অথবা, $x - 4 = 0$

$\Rightarrow x = 30$ $\Rightarrow x = 4$

যদি x = 4 হয় তাহলে A এর ট্যাংকটি পূর্ণ করতে সময় লাগে = (4 - 10) = - 6 অতএব $x \neq 4$]

∴ উত্তর: B পাইপ দ্বারা ট্যাংকটি পূরণ করতে 30 ঘণ্টা সময় লাগবে।

১০. একটি ছোট বাক্সের দৈর্ঘ্য ১৫ সে.মি. ২.৪ মি.মি., প্রস্থ ৭ সে.মি. ৬.২ মি.মি. ও উচ্চতা ৫ সে.মি. ৮ মি.মি.। বাক্সটির আয়তন কত ঘন সেন্টিমিটার?

সমাধান:

বক্সের দৈর্ঘ্য = ১৫ সে.মি. ২.৪ মি.মি.

= ১৫ সে.মি. + $\frac{২.৪}{১০}$ সে.মি.

= ১৫ সে.মি. + ০.২৪ সে.মি.

= ১৫.২৪ সে.মি.

বক্সের প্রস্থ = ৭ সে.মি. ৬.২ মি.মি.

= ৭ সে.মি. + $\frac{৬.২}{১০}$ সে.মি.

= ৭ সে.মি. + ০.৬২ সে.মি.

= ৭.৬২ সে.মি.

এবং বক্সের উচ্চতা = ৫ সে.মি. ৮ মি.মি.

= ৫ সে.মি. + $\frac{৮}{১০}$ সে.মি.

= ৫ সে.মি. + ০.৮ সে.মি.

= ৫.৮ সে.মি.

∴ বক্সের আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা

=(১৫.২৪×৭.৬২×৫.৮) সে.মি.

= ৬৭৩.৫৪৭০৪ ঘন সে.মি.

= ৬৭৩.৫৪৭ ঘন সে.মি. (প্রায়)

∴ উত্তর: ৬৭৩.৫৪৭ ঘন সে.মি. (প্রায়)

১১. নাসির সাহেবের মাসিক মূলবেতন ২৭৬৫০ টাকা। বার্ষিক মোট আয়ের প্রথম দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার আয়কর ০ (শূন্য) টাকা। পরবর্তী টাকার উপর আয়করের হার ১০ টাকা হলে, নাসির সাহেব কত টাকা আয়কর দেন?

CS CamScanner

সমাধানঃ ১ মাসের মূল বেতন ২৭,৬৫০ টাকা
১২ মাসের মূল বেতন (২৭,৬৫০ × ১২) টাকা
= ৩,৩১,৮০০ টাকা
করযোগ্য টাকার পরিমাণ (৩৩১৮০০ - ২৫০০০০)
= ৮১,৮০০ টাকা
১০০ টাকায় আয়কর ১০ টাকা
১ টাকায় আয়কর $\frac{১০}{১০০}$ টাকা
৮১৮০০ টাকায় আয়কর $\frac{১০ \times ৮১৮০০}{১০০}$ টাকা
= ৮,১৮০ টাকা

১২. একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ২০০০ বর্গমিটার। যদি এর দৈর্ঘ্য ১০ মিটার কম হত তাহলে এটি একটি বর্গক্ষেত্র হত। আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা নির্ণয় করুন।
সমাধানঃ মনে করি, আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য x মিটার এবং প্রস্থ y মিটার
আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল = xy বর্গমিটার
প্রশ্নানুসারে, $xy = 2000$ ....(i)
এবং $x - 10 = y$ ....(ii)
সমীকরণ (i) এ $y = x - 10$ বসিয়ে পাই,
$xy = 2000$
$\Rightarrow x(x - 10) = 2000$
$\Rightarrow x^2 - 10x - 2000 = 0$
$\Rightarrow x^2 - 50x + 40x - 2000 = 0$
$\Rightarrow x(x - 50) + 40(x - 50) = 0$
$\Rightarrow (x - 50)(x + 40) = 0$
$\Rightarrow x - 50 = 0$ অথবা, $x + 40 = 0$
$\therefore x = 50$ $\therefore x = -40$
কিন্তু দৈর্ঘ্য ঋণাত্মক হতে পারে না। $\therefore x =$ ৫০
এখন সমীকরণ (ii) এ x এর মান বসিয়ে পাই,
$y = x - 10$
$y = 50 - 10 = 40$
আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য 50 মিটার এবং প্রস্থ 40 মিটার।
পরিসীমা = $2(50 + 40) = 2 \times 90$ মিটার
= 180 মিটার
$\therefore$ উত্তরঃ 180 মিটার

১৩. মারুফ সাহেব অতিক্রান্ত মোট পথের $\frac{১}{২}$ অংশ মেট্রোরেল, $\frac{২}{৫}$ অংশ বাসে এবং বাকি অংশ হেঁটে গেলেন। তিনি হেঁটে দেড় কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। মারুফ সাহেবের অতিক্রান্ত মোট পথের দূরত্ব নির্ণয় করুন।
সমাধানঃ ধরি, মোট পথের দূরত্ব ১ অংশ
তাহলে হেঁটে গেলেন = ১ - $\left(\frac{১}{২} + \frac{১}{৫}\right)$ অংশ
= ১ - $\frac{৯}{১০}$ অংশ
= $\frac{১}{১০}$ অংশ
শর্তমতে, $\frac{১}{১০}$ অংশ = ১.৫ কি.মি.
$\Rightarrow$ ১ বা সম্পূর্ণ অংশ = ১.৫ × ১০ = ১৫ কি.মি.
$\therefore$ উত্তরঃ মোট দূরত্ব ১৫ কি.মি.

১৪. ফাইয়াজ ও আয়াজের কতকগুলো আপেলকুল ছিল। ফাইয়াজের আপেলকুল থেকে আয়াজকে ১০টি আপেলকুল দিলে আয়াজের আপেলকুলের সংখ্যা ফাইয়াজের আপেলকুলের সংখ্যার তিনগুণ হতো। আর আয়াজের আপেলকুল থেকে ফাইয়াজকে ২০টি দিলে ফাইয়াজের আপেলকুলের সংখ্যা আয়াজের সংখ্যার দ্বিগুণ হতো। কার কতগুলো আপেলকুল ছিল?
সমাধানঃ মনে করি, ফাইয়াজের আপেলকুলের সংখ্যা ক এবং আয়াজের আপেলকুলের সংখ্যা খ
১ম শর্তানুসারে, খ + ১০ = ৩(ক - ১০)
বা, খ + ১০ = ৩ক - ৩০
বা, ৩ক - খ = ৪০ ....(১)
২য় শর্তানুসারে, ক + ২০ = ২(খ - ২০)
বা, ক + ২০ = ২খ - ৪০
বা, ক - ২খ = -৬০ ....(২)
সমীকরণ (১) কে ২ দ্বারা গুণ করে তা থেকে সমীকরণ (২) বিয়োগ করে পাই,
৬ক - ২খ = ৮০
ক - ২খ = -৬০
৫ক = ১৪০
বা, ক = $\frac{১৪০}{৫}$
$\therefore$ ক = ২৮
ক এর মান সমীকরণ (১) এ বসিয়ে পাই,
৩ক - খ = ৪০
বা, ৩ × ২৮ - খ = ৪০
বা, ৮৪ - খ = ৪০
বা, - খ = ৪০ - ৮৪
$\therefore$ খ = ৪৪
$\therefore$ ফাইয়াজের আপেলকুলের সংখ্যা ২৮টি
এবং আয়াজের আপেলকুলের সংখ্যা ৪৪ টি
$\therefore$ ফাইয়াজের আপেলকুলে ২৮টি এবং আয়াজের আপেলকুলে ৪৪ টি

১৫. একজন দোকানদার ৭$\frac{১}{২}$ ক্ষতিতে একটি দ্রব্য বিক্রয় করল। যদি দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য ১০% কম হতো এবং বিক্রয়মূল্য ৩১ টাকা বেশি হত তাহলে ২০% লাভ হত। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?
সমাধানঃ ২০% লাভে বিক্রয়মূল্য = (১০০ + ২০) টাকা
= ১২০ টাকা
১০% কমে ক্রয়মূল্য (১০০ - ১০) = ৯০ টাকা
২০% লাভে,
ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য ১২০ টাকা
ক্রয়মূল্য ১ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $\frac{১২০}{১০০}$ টাকা
ক্রয়মূল্য ৯০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $\frac{১২০ \times ৯০}{১০০}$ টাকা
= ১০৮ টাকা
৭$\frac{১}{২}$% ক্ষতিতে, বিক্রয়মূল্য $\left(১০০ - ৭\frac{১}{২}\right) = \frac{১৮৫}{২}$ টাকা
দুই বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য = $\left(১০৮ - \frac{১৮৫}{২}\right)$ টাকা
= $\frac{৩১}{২}$ টাকা
বিক্রয়মূল্য $\frac{৩১}{২}$ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা
বিক্রয়মূল্য ১ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য $\frac{২ \times ১০০}{৩১}$ টাকা

বিক্রয়মূল্য ৩১ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য $\frac{২ \times ১০০ \times ৩১}{৩১}$ টাকা
= ২০০ টাকা
$\therefore$ উত্তরঃ ২০০ টাকা

১৬. কোন দ্রব্যের মূল্য ৭% বেড়ে গেলে ঐ দ্রব্যের ব্যবহার কী পরিমাণ কমালে কোন পরিবারের ঐ দ্রব্যের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না?
সমাধানঃ ৬% বৃদ্ধিতে বর্তমান মূল্য ১০৬ টাকা
বর্তমান মূল্য ১০৬ টাকা হলে পূর্ব মূল্য ১০০ টাকা
বর্তমান মূল্য ১ টাকা হলে পূর্ব মূল্য $\frac{১০০}{১০৬}$ টাকা
বর্তমান মূল্য ১০০ টাকা হলে পূর্ব মূল্য $\frac{১০০ \times ১০০}{১০৬}$
= ৯৪.৩৩ টাকা
দ্রব্যটির ব্যবহার কমাতে হবে = ১০০ - ৯৪.৩৩
= ৫.৬৬ টাকা
$\therefore$ উত্তরঃ ৫.৬৬%

১৭. একটি আয়তাকার কক্ষের পরিসীমা 44 ফুট, ক্ষেত্রফল 120 বর্গফুট। কক্ষটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত?
সমাধানঃ ধরি, দৈর্ঘ্য = x এবং প্রস্থ = y
পরিসীমা $2(x + y) = 44$ মিটার
$\Rightarrow x + y = \frac{44}{2}$
$\Rightarrow x + y = 22$
$\therefore x = 22 - y$ .... (i)
এবং ক্ষেত্রফল $xy = 120$
$\Rightarrow (22 - y)y = 120$
$\Rightarrow 22y - y^2 = 120$
$\Rightarrow 22y - y^2 - 120 = 0$
$\Rightarrow y^2 - 22y + 120 = 0$
$\Rightarrow y^2 - 12y - 10y + 120 = 0$
$\Rightarrow y(y - 12) - 10(y - 12) = 0$
$\Rightarrow (y - 12)(y - 10) = 0$
$\Rightarrow y - 12 = 0$ অথবা, $y - 10 = 0$
$\therefore y = 12$ $\therefore y = 10$
প্রস্থ, দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বেশি হতে পারে না, তাই $y = 12$ গ্রহণযোগ্য নয়
(i) নং সমীকরণে y এর মান বসিয়ে পাই
$x = 22 - y$
$\therefore x = 22 - 10 = 12$

সুতরাং দৈর্ঘ্য $x = 12$ মিটার ও প্রস্থ $y = 10$ মিটার

∴ উত্তর: দৈর্ঘ্য 12 মিটার ও প্রস্থ 10 মিটার

১৮. একটি শ্রেণির বেঞ্চে 4 জন করে বসলে 3 খানা বেঞ্চ খালি থাকে কিন্তু প্রতি বেঞ্চে 3 জন করে বসলে 6 জন ছাত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ঐ শ্রেণির ছাত্র সংখ্যা কত?

সমাধান: মনে করি, শ্রেণির ছাত্র সংখ্যা x জন

যেহেতু, প্রতিবেঞ্চে ৪ জন করে বসলে ৩টি বেঞ্চ খালি থাকে, সেহেতু ঐ শ্রেণির বেঞ্চের সংখ্যা $=\frac{x}{4} - 3$

আবার, যেহেতু প্রতিবেঞ্চে ৩ জন করে বসলে ৬ জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সেহেতু ঐ শ্রেণির বেঞ্চের সংখ্যা $= \frac{x - 6}{3}$

যেহেতু শ্রেণির বেঞ্চের সংখ্যা একই থাকবে,

সুতরাং, $\frac{x}{4} - 3 = \frac{x - 6}{3}$

$\Rightarrow \frac{x - 12}{4} = \frac{x - 6}{3}$

$\Rightarrow 4x - 24 = 3x + 36$

$\Rightarrow 4x - 3x = 36 + 24$

$\therefore x = 60$

∴ ঐ শ্রেণির ছাত্র সংখ্যা ৬০ জন

∴ উত্তর: ৬০ জন

১৯. একজন ফল বিক্রেতার ৫% ফল পচে গেল এবং আরও ৫% ফল পরিবহনের সময় নষ্ট হল। বাকি ফল শতকরা কত লাভে বিক্রয় করলে মোটের উপর তার ২০% লাভ হবে?

সমাধান: পচে গেল ৫% এবং পরিবহনে নষ্ট হয় ৫%

মোট ফল নষ্ট হয় = (৫ + ৫) = ১০%

অবশিষ্ট থাকে = (১০০ - ১০) = ৯০%

৯০% ফলের উপর ২০% লাভ করতে হবে।

২০% লাভে, বিক্রয়মূল্য = (১০০ + ২) = ১২০

৯০ টাকার ফল বিক্রয় করতে হবে ১২০ টাকায়

১ টাকার ফল বিক্রয় করতে হবে $\frac{১২০}{৯০}$ টাকায়

১০০ টাকার ফল বিক্রয় করতে হবে $\frac{১২০ \times ১০০}{৯০}$

$= \frac{৪০০}{৩}$ টাকায়

∴ লাভ হবে $= \left(\frac{৪০০}{৩} - ১০০\right)$ টাকা

$= \left(\frac{৪০০ - ৩০০}{৩}\right)$ টাকা

$= \frac{১০০}{৩} = ৩৩\frac{১}{৩}$ টাকা

∴ উত্তর: $৩৩\frac{১}{৩}\%$

২০. বার্ষিক পরীক্ষায় একটি ছাত্র মোট ক সংখ্যক প্রশ্নের প্রথম ২০টি মধ্যে ১৫টি নির্ভুল উত্তর দিল। বাকী যা প্রশ্ন রইল তার $\frac{১}{৩}$ অংশে সে নির্ভুল উত্তর দিল। সমস্ত প্রশ্নের মান সমান। যদি ছাত্র শতকরা ৭৫ ভাগ নম্বর পায় তবে প্রশ্নের সংখ্যা কত ছিল?

সমাধান: সঠিক উত্তর দেয় (ক এর ৭৫%)

$= ক \times \frac{৭৫}{১০০} = \frac{৩ক}{৪}$

ক সংখ্যক প্রশ্নের প্রথম ২০টির মধ্যে ১৫টি নির্ভুল উত্তর করলে বাকি থাকে (ক - ২০)টি প্রশ্ন

প্রশ্নমতে, $১৫ + (ক - ২০)\frac{১}{৩} = \frac{৩ক}{৪}$

বা, $১৫ + \frac{ক - ২০}{৩} = \frac{৩ক}{৪}$

বা, $\frac{৪৫ + ক - ২০}{৩} = \frac{৩ক}{৪}$

বা, $\frac{২৫ + ক}{৩} = \frac{৩ক}{৪}$

বা, ১০০ + ৪ক = ৯ক

বা, ৫ক = ১০০

∴ ক = ২০

∴ প্রশ্নসংখ্যা = ২০টি

∴ উত্তর: ২০টি

২১. এক বিক্রেতা ১০টি কমলা যে দামে কিনে, ৮টি কমলা সেই দামে বিক্রয় করে। তার শতকরা কত লাভ হয়?

সমাধান: ধরি, ১০টি কমলার ক্রয়মূল্য ক টাকা

আবার, ৮টি কমলার বিক্রয়মূল্য ক টাকা

∴ ১টি কমলার বিক্রয়মূল্য $= \frac{ক}{৮}$ টাকা

১০ কমলার বিক্রয়মূল্য $= \frac{ক \times ১০}{৮}$ টাকা

$= \frac{৫ক}{৪}$ টাকা

এখন, লাভ $= \left(\frac{৫ক}{৪} - ক\right)$ টাকা

$= \frac{৫ক - ৪ক}{৪}$ টাকা $= \frac{ক}{৪}$ টাকা

ক টাকায় লাভ হয় $= \frac{ক}{৪}$ টাকা

∴ ১ টাকায় লাভ হয় $= \frac{ক}{ক \times ৪}$ টাকা

∴ ১০০ টাকায় লাভ হয় $= \frac{ক \times ১০০}{ক \times ৪} = ২৫$ টাকা

∴ উত্তর: লাভ ২৫%

২২. আমের মূল্য ২০% কমে যাওয়ায় ৯৬ টাকা দিয়ে আগের চেয়ে ২টি আম বেশি ক্রয় করা যায়। ৫০টি আমের প্রকৃত মূল কত?

সমাধান: ২০% কমে,

১০০ টাকায় কমে = ২০ টাকা

১ টাকায় কমে $= \frac{২০}{১০০}$ টাকা

৯৬ টাকায় কমে $= \frac{২০ \times ৯৬}{১০০}$ টাকা $= \frac{৯৬}{৫}$ টাকা

২টি আমের প্রকৃত মূল্য $= \frac{৯৬}{৫}$ টাকা

১ আমের প্রকৃত মূল্য $= \frac{৯৬}{৫ \times ২}$ টাকা

৫০টি আমের প্রকৃত মূল্য $= \frac{৯৬ \times ৫০}{৫ \times ২} = ৪৮০$ টাকা

∴ উত্তর: ৪৮০ টাকা

২৩. শ্যামল দোকান থেকে কিছু কলম কিনল। সেগুলোর $\frac{১}{২}$ অংশে তার বোনকে ও $\frac{১}{৩}$ অংশে তার ভাইকে দিল। তার কাছে আর ৫টি কলম রইল। শ্যামল কয়টি কলম কিনেছিল?

সমাধান: মনে করি, শ্যামল x টি কলম কিনেছিল

তার বোনকে দিল $\frac{x}{২}$ টি এবং ভাইকে দিল $\frac{x}{৩}$ টি

অবশিষ্ট রইল $= \left(x - \frac{x}{২} + \frac{x}{৩}\right)$

প্রশ্নমতে, $\left(x - \frac{x}{২} + \frac{x}{৩}\right) = ৫$

বা, $\frac{৬x - ৩x + ২x}{৬} = ৫$

বা, $\frac{৬x - ৩x + ২x}{৬} = ৫$

বা, ৬x - ৫x = ৩০

∴ x = ৩০

∴ উত্তর: ৩০টি

২৪. একজন দোকানদার $৭\frac{১}{২}$ ক্ষতিতে একটি দ্রব্য বিক্রয় করল। যদি দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য ১০% কম হতো এবং বিক্রয়মূল্য ৩১ টাকা বেশি হতো তাহলে ২০% লাভ হতো। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?

সমাধান: ধরি, ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

এখন, ৭.৫% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য = ১০০ - ৭.৫টাকা

= ৯২.৫ টাকা

আবার, ১০% কমে ক্রয়মূল্য =১০০ - ১০ = ৯০টাকা

এবং নতুন বিক্রয়মূল্য হতো = ৯০ + ৯০ এর ২০%

= ৯০ + ১৮ = ১০৮ টাকা

প্রথম ও দ্বিতীয় বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য = ১০৮ - ৯২.৫

= ১৫.৫ টাকা

এখন, বিক্রয়মূল্য ১৫.৫ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য = ১০০ টাকা

বিক্রয়মূল্য ১ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য $\frac{১০০}{১৫.৫}$ টাকা

বিক্রয়মূল্য ৩১ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য $\frac{১০০ \times ৩১}{১৫.৫}$

= ২০০ টাকা

উত্তর: ২০০ টাকা

২৫. একটি কুকুর একটি শৃগালকে ৫০০ মিটার পিছন থেকে তাড়া করল। যদি ১ কি.মি. যেতে শৃগালের ১০ মিনিট এবং কুকুরের ৬ মিনিট সময় লাগে তবে কতক্ষণ পর কুকুর শৃগালকে ধরতে পারবে?

সমাধান:

কুকুর ৬ মিনিটে অতিক্রম করে ১ কি.মি.

কুকুর ১ মিনিটে অতিক্রম করে $\frac{১০০০}{৬} = \frac{৫০০}{৩}$ মিটার

শৃগাল ১০ মিনিটে অতিক্রম করে ১ কি.মি.

শৃগাল ১ মিনিটে অতিক্রম করে $\frac{১০০০}{১০}$ মিটার

= ১০০ মিটার

কুকুর ১ মিনিটে শৃগাল থেকে বেশি দৌড়ায়

$= \left(\frac{৫০০}{৩} - ১০০\right) = \frac{২০০}{৩}$ মিটার

$\frac{২০০}{৩}$ মিটার সমন্বয় করে ১ মিনিটে

১ মিটার সমন্বয় করে $\frac{৩}{২০০}$ মিটার

৫০০ মিটার সমন্বয় করে $\frac{২০০}{৩} \times$ ৫০০ মিটার = ৭.৫ মিটার

২৬. একটি ওয়াশিং মেশিনের দাম ১০,০০০ টাকা। একজন ক্রেতা ওয়াশিং মেশিনটি ১০% ডাউনপেমেন্ট এবং বাকি ২০% সরল সুদে দুই বছরের মাসিক কিস্তিতে প্রদান করার শর্তে ক্রয় করেন। ক্রেতার মাসিক কিস্তির পরিমাণ কত হবে?

সমাধান:

দেওয়া আছে, ওয়াশিং মেশিনের দাম = ১০,০০০ টাকা

ডাউনপেমেন্ট ১০% = $১০০০০ \times \frac{১০}{১০০}$ = ১০০০ টাকা

কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে = (১০০০০ - ১০০০)

= ৯০০০ টাকা

∴ দুই বছরের সুদ = $৯০০০ \times \frac{২০}{১০০} \times ২$ = ৩৬০০ টাকা

মোট পরিশোধ করতে হবে (৯০০০ + ৩৬০০)

= ১২৬০০ টাকা

∴ কিস্তির পরিমাণ = $\frac{১২৬০০}{২৪}$ = ৫২৫ টাকা

২৭. একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা ২৪.৫ বর্গমিটার বেশি। উভয় ক্ষেত্রের প্রতিটি কর্ণের দৈর্ঘ্য যদি ১৩ মিটার হয় তবে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করুন।

সমাধান: ধরি, বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য a

সুতরাং বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{2}a$

প্রশ্নমতে, $\sqrt{2}a$ = ১৩ বা, $a = \frac{13}{\sqrt{2}}$

সুতরাং বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল $= \left(\frac{13}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{169}{2}$ = ৮৪.৫

তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে = (৮৪.৫−২৪.৫) = ৬০ বর্গমিটার

ধরি, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য x মিটার এবং প্রস্থ y মিটার

আমরা জানি, আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $\sqrt{x^2 + y^2}$.

প্রশ্নমতে, $\sqrt{x^2 + y^2} = 13$

বা, $(\sqrt{x^2 + y^2})^2 = (13)^2$ [উভয়পক্ষ বর্গ করে]

বা, $x^2 + y^2 = 169$

আবার, আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $xy = 60$

আমরা জানি, $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$

বা, $169 = (x + y)^2 - 2.60.$

বা, $(x+y)^2 = 289$

বা, $(x + y)^2 = (17)^2$

∴ $x+y = 17$ ------------(i)

আবার, $(x - y)^2 = (a + y)^2 - 4xy$

$= (17)^2 - 4.60$

$= 49$

বা, $(x - y)^2 = 7^2$

∴ $x - y = 7$ ------------(ii)

(i) নং এবং (ii) নং সমীকরণ যোগ করে পাই, x = 12.

(i)নং এবং (ii) নং সমীকরণ বিয়োগ করে পাই, y = 5

উত্তর: দৈর্ঘ্য 12 মিটার এবং প্রস্থ 5 মিটার

২৮. দুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যাকে অঙ্কদ্বয়ের গুণফল দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল 3 হয়, ঐ সংখ্যাটির সাথে 18 যোগ করলে অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করে। সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

সমাধান: ধরি, দশক স্থানীয় অঙ্কটি x এবং একক স্থানীয় অঙ্কটি y

সুতরাং সংখ্যাটি = 10x + y

১ম শর্তমতে, $\frac{10x + y}{xy} = 3$

বা, $10x + y = 3xy$ ---------(1)

২য় শর্তমতে, $10x+y+18 = 10y + x$

বা, $9x - 9y = -18$

বা, $x - y = -2$

বা, $y = x + 2$------(2)

y এর মান (1) নং সমীকরণে বসাই,

$10x + x + 2 = 3x(x + 2)$

বা, $11x + 2 = 3x^2 + 6x$

বা, $3x^2 - 5x - 2 = 0$

বা, $3x^2 - 6x + x - 2 = 0$

বা, $3x(x - 2) + 1(x - 2) = 0$

∴ $(x - 2)(3x + 1) = 0$

$x-2 = 0$ অথবা $3x + 1 = 0$ ∴ $x = -\frac{1}{3}$ [ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয়]

∴ x = 2

এখন x এর মান (2) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই, y = 4

সুতরাং সংখ্যাটি = 10x + y = 10×2 + 4 = 20 + 4 = 24

২৯. দুটি নল দ্বারা একটি চৌবাচ্চা ৮ মিনিটে পূর্ণ হয়। নল দুটি খুলে দেয়ার ৪ মিনিট পর প্রথম নলটি বন্ধ করে দেয়া হলে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে আরো ৬ মিনিট লাগলো। প্রত্যেক নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি পৃথকভাবে পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে।

সমাধান:

দ্বিতীয় নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি অর্ধেক পূর্ন হতে সময় লাগে = ৬ মিনিট (দুটি নল দ্বারা ৮ মিনিটে চৌবাচ্চাটি পূর্ন হয়)।

দ্বিতীয় নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি পূর্ন হতে সময় লাগে = ১২ মিনিট

এখন, দুটি নল দ্বারা ৮ মিনিটে পূর্ন হয়।

দ্বিতীয় নল দ্বারা ১ মিনিটে পূর্ন হয় = $\frac{১}{১২}$ অংশ।

দ্বিতীয় নল দ্বারা ৮ মিনিটে পূর্ন হয় $\frac{৮}{১২}$ বা $\frac{২}{৩}$ অংশ।

প্রথম নল দ্বারা ৮ মিনিটে পূর্ন হয় = $১ - \frac{২}{৩}$

$= \frac{৩ - ২}{৩}$

$= \frac{১}{৩}$ অংশ

প্রথম নল দ্বারা $\frac{১}{৩}$ অংশ পূর্ন হয় = ৮ মিনিটে

প্রথম নল দ্বারা ১ বা সম্পূর্ন অংশ পূর্ন হয় = ২৪ মিনিটে

প্রথম নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি পূর্ন হতে সময় লাগে ২৪ মিনিট ও দ্বিতীয় নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি পূর্ন হতে সময় লাগে ১২ মিনিট

৩০. শাহিন ২৪০ টাকায় কতগুলো কলম কিনল। সে যদি ঐ টাকায় একটি কলম বেশি পেতো তবে প্রতিটি কলমের দাম গড়ে ১ টাকা কম পড়তো। সে কতগুলো কলম কিনলো।

সমাধান:

ধরি, শাহিন ২৪০ টাকায় ক টি কলম কিনল।

প্রতিটি কলমের গড় মূল্য = $\frac{২৪০}{ক}$ টাকা

একটি কলম বেশি পেলে মোট কলম হতো = (ক + ১)টি

তখন প্রতিটি কলমের গড় দাম হতো = $\frac{২৪০}{ক + ১}$ টাকা

শর্তমতে,

$\frac{২৪০}{ক} - \frac{২৪০}{ক + ১} = ১$

বা, $\frac{(ক + ১)২৪০ - ২৪০ক}{ক(ক + ১)} = ১$

বা, ২৪০ক + ২৪০ - ২৪০ক = $ক^২$ + ক

বা, $ক^২$ + ক - ২৪০ = ০

বা, $ক^২$ + ১৬ক - ১৫ক - ২৪০ = ০

বা, ক(ক + ১৬)- ১৫(ক + ১৬) = ০

বা, (ক + ১৬)(ক - ১৫) = ০

(ক + ১৬) = ০

∴ ক = ১৬ [ক = -১৬ গ্রহণযোগ্য নয়]

অথবা ক - ১৫ = ০ ∴ ক = ১৫

∴ সে মোট ১৫টি কলম কিনল।

CS CamScanner

৩১. কোন একটি সমিতির সদস্যগণ পিকনিক করার জন্য ৪৫,০০০ টাকার বাজেট করলেন। সিদ্ধান্ত নেয়া হল প্রত্যেক সদস্যই সমান চাঁদা দিবেন। কিন্তু ৫ জন সদস্য চাঁদা দিতে অসম্মতি জানালেন। এর ফলে প্রত্যেক সদস্যের মাথাপিছু ১৫ টাকা চাঁদা বৃদ্ধি পেল। ঐ সমিতিতে কত জন সদস্য ছিলেন?

সমাধানঃ ধরি, মোট সদস্য সংখ্যা ক জন

প্রশ্নমতে,

$\frac{৪৫০০০}{ক - ৫} - \frac{৪৫০০০}{ক} = ১৫$

বা, $\frac{৪৫০০০ক - ৪৫০০০ক + ২২৫০০০}{ক(ক - ৫)} = ১৫$

বা, $১৫(ক^২ - ৫ক) = ২,২৫,০০০$

বা, $ক^২ - ৫ক = ১৫,০০০$

বা, $ক^২ - ১২৫ক + ১২০ক - ১৫,০০০ = ০$

বা, ক(ক - ১২৫) + ১২০(ক - ১২৫) = ০

বা, (ক - ১২৫)(ক + ১২০) = ০

এখানে, (ক - ১২৫) = ০

∴ক = ১২৫ কিন্তু ক = -১২০ মানটি গ্রহণযোগ্য নয়।

উত্তরঃ ঐ সমিতিতে ১২৫ জন সদস্য ছিলেন।

৩২. দুই অংকে বিশিষ্ট কোন সংখ্যার অংকদ্বয়ের সমষ্টির সাথে ৭ যোগ করলে যোগফল দশক স্থানীয় অংকটির তিনগুণ হয়। কিন্তু সংখ্যাটি থেকে ১৮ বাদ দিলে অংকদ্বয় স্থান পরিবর্তন করে। সংখ্যাটি কত?

সমাধানঃ মনে করি, একক স্থানীয় অংকটী = x
এবং দশক স্থানীয় অংকটি = y

∴ সংখ্যাটি = x + ১০y

১ম শর্তমতে,

x + y + ৭ = ৩y

বা, x + ৭ = ২y

∴ x - 2y = − ৭ .... (i)

২য় শর্তমতে,

x + ১০y − ১৮ = y + ১০x

৯y − ৯x = ১৮

∴ y − x = ২ .... (ii)

(i) ও (ii) নং সমীকরণ যোগ করে পাই,

−y = −5 ∴ y = 5

y এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

x − 2y = − 7 বা, x − 2 × 5 = − 7 ∴ x = ৩

∴ সংখ্যাটি = x + ১০y = ৩ + ১০ × ৫ = ৫৩

৩৩. আনিস ২৪০ টাকায় কতগুলো কলম কিনল। সে যদি ঐ টাকায় ১টি কলম বেশি কিনত তবে প্রতিটি কলমের দাম পড়ে ১ টাকা কম পড়তো সে কতগুলো কলম কিনেছিল?

সমাধানঃ ধরি, সে ক টি কলম কিনেছিল।

প্রশ্নমতে,

$\frac{২৪০}{ক} - \frac{২৪০}{ক + ১} = ১$

বা, $\frac{২৪০ক + ২৪০ - ২৪০ক}{ক(ক + ১)} = ১$

বা, ২৪০ = ক(ক + ১)

বা, $ক^২ + ক - ২৪০ = ০$

বা, $ক^২ + ১৬ক - ১৫ক - ২৪০ = ০$

বা, ক(ক + ১৬) - ১৫(ক + ১৬) = ০

বা, (ক + ১৬)(ক - ১৫) = ০

এখানে, (ক - ১৫) = ০

∴ক = ১৫ কিন্তু ক = -১৬ মানটি গ্রহণযোগ্য নয়।

উত্তরঃ সে ১৫টি কলম কিনেছিল।

৩৪. একটি দ্রব্য x% ক্ষতিতে বিক্রয় করলে যে মূল্য পাওয়া যায়, ৩x%লাভে বিক্রয় করলে তার চেয়ে ১৮x টাকা বেশি পাওয়া যায়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত ছিল?

সমাধানঃ x% ক্ষতিতে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য (১০০ −x) টাকা

৩x% লাভে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য (১০০ + ৩x) টাকা

উভয় বিক্রয়মূল্যের ব্যবধান = {১০০ + ৩x− (১০০ −x)}
= (১০০ + ৩x− ১০০ + x)
= ৪x টাকা

বিক্রয়মূল্য ৪x টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা
" ১ " " " " ১০০/৪x "
" ১৮x" " " " $\frac{100 \times 18x}{4x}$ "
= ৪৫০ টাকা

৩৫. ২০০ টাকা ৩ জন বালকের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও, যেন ১ম বালক ২য় বালকের চেয়ে ৬০ টাকা বেশি এবং ৩য় বালক ১ম ও ২য় বালকের চেয়ে ৪০ টাকা কম পায়। কে কত টাকা পাবে?

সমাধান: মনে করি, ২য় বালক পাবে = x টাকা

১ম বালক পাবে = (x + ৬০) টাকা

২ জন মিলে পাবে = (x + x + ৬০) টাকা

৩য় জন পাবে = (x + x + ৬০ - ৪০) টাকা

প্রশ্নমতে,

x + x + ৬০ + x + x + ৬০ - ৪০ = ২০০

বা, ৪x + ৮০ = ২০০

বা, ৪x = ২০০ - ৮০

বা, ৪x = ১২০

বা, $x = \frac{১২০}{৪}$ ∴ x = ৩০

∴ ১ম বালক পাবে = ৯০ টাকা

∴ ২য় বালক পাবে = ৩০ টাকা

∴ ৩য় বালক পাবে = ৮০ টাকা

৩৬. একটি শ্রেণিতে যতজন শিক্ষার্থী আছে, প্রত্যেকে তত পয়সার চেয়ে আরো ৩০ পয়সা বেশি দিলে ৭০ টাকা হয়। ওই শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত?

সমাধান: ধরি ছাত্রছাত্রীর আছে x জন

প্রশ্নমতে, x(x + ৩০) = ৭০ × ১০০

$\Rightarrow x^2 + ৩০x = ৭০০০$

$\Rightarrow x^2 + ৩০x - ৭০০০ = ০$

$\Rightarrow x^2 + ১০০x - ৭০x - ৭০০০ = ০$

⇒ x(x + ১০০) - ৭০(x - ১০০) = ০

⇒ (x + ১০০) (x - ৭০ = ০

এখন, x + ১০০ = ০ x - ৭০ = ০
x ≠ - ১০০ x = ৭০

∴ উত্তর: ৭০ জন

৩৭. একটি বৃত্তাকার মাঠের ব্যাস ১২৪ মিটার। মাঠের সীমানা ঘেঁষে বাইরের দিকে ৬ মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত?

সমাধান: এখানে মাঠের ব্যাস = ১২৪ মিটার

মাঠের ব্যাসার্ধ = $\frac{১২৪}{২}$ = ৬২ মিটার

মাঠের ক্ষেত্রফল = $\pi \times (৬২)^২$ বর্গমিটার

আবার, রাস্তাসহ মাঠের ব্যাসার্ধ = ৬২ + ৬ মিটার
= ৬৮ মিটার

রাস্তাসহ মাঠের ক্ষেত্রফল = $\pi \times (৬৮)^২$ বর্গমিটার

নির্ণেয় রাস্তার ক্ষেত্রফল = $\pi \times (৬২)^২ \times (৬৮)^২$
= (π × ৪৬২৪) - (π × ৩৮৪৪)
= ৭৮০ × π বর্গমিটার
= ২৪৫০.৪৫ বর্গমিটার

৩৮. প্রথম ১০টি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনফলের সমষ্টি কত?

সমাধান: আমরা জানি, n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনফলের সমষ্টি নির্ণেয়ের সূত্র হলো: $\left\{\frac{n(n + 1)}{2}\right\}^2$

এখানে প্রথম ১০টি স্বাভাবিক সংখ্যার কথা বলায় n = ১০ হবে

নির্ণেয় সমষ্টি = $\left\{\frac{১০(১০ + ১)}{২}\right\}^২ = \left\{\frac{১০ \times ১১}{২}\right\}^২$
$= ৫৫^২ = ৩০২৬$

৩৯. দুই অংক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি ৯। অংকদ্বয় স্থান পরিবর্তন করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা প্রদত্ত সংখ্যা হতে ৪৫ কম। সংখ্যাটি কত?

সমাধান: ধরি, একক স্থানীয় অঙ্ক x এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক (৯ - x)

∴ সংখ্যাটি = ১০(৯ -x) + x
= ৯০ - ১০x + x
= ৯০ - ৯x

প্রশ্নমতে, ৯০ - ৯x - {১০x + (৯ - x)} = ৪৫

⇒ ৯০ - ৯x - (১০x + ৯ - x) = ৪৫

⇒ ৯০ - ৯x - ১০x - ৯ + x = ৪৫

⇒ ৮১ - ১৮x = ৪৫

⇒ - ১৮x = ৪৫ - ৮১

⇒ ১৮x = ৩৬

∴ x = ২

নির্ণেয় সংখ্যাটি = ৯০ - ৯x
= ৯০ - (৯ × ২)
= ৯০ - ১৮
= ৭২

CS CamScanner

৪০. দুই অংকে বিশিষ্ট কোন সংখ্যার একক স্থানীয় দশক স্থানীয় অংকে অপেক্ষা ২ বেশি। অংকেদ্বয় স্থান পরিবর্তন করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা প্রদত্ত সংখ্যার দ্বিগুণ অপেক্ষা ৬ কম হবে। সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

সমাধানঃ ধরি, দশক স্থানীয় অংকটি x এবং একক স্থানীয় অংকেটি x + 2

∴ সংখ্যাটি = 10x + x + 2 = 11x + 2

স্থান বিনিময়কৃত সংখ্যাটি = 10(x + 2) + x
= 10x + 20 + x
= 11x + 20

শর্তমতে,
11x + 20 = 2(11x + 2) – 6
⇒11x + 20 = 22x + 4 – 6
⇒11x = 22
∴x = 2

∴ সংখ্যাটি = 11x + 2
= 11.2 + 2
= 22 + 2
= 24

৪১. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য ১৬ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ১২ সেন্টিমিটার ও উচ্চতা ৪.৫ সেন্টিমিটার হলে, ঘন বস্তুটি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

সমাধানঃ মনে করি, আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে, a = ১৬ মিটার, b = ১২ মিটার ও c = ৪.৫ মিটার।

∴ আয়তাকার ঘনবস্তুর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল
= ২(ab + ca + bc)
= ২(১৬×১২+৪.৫×১৬+১২×৪.৫)
= ২(১৯২+৭২+৫৪) = ২×৩১৮ = ৬৩৬ বর্গ মিটার

৪২. ১০ বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল ৪ : ১। ১০ বৎসর পরে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ২ : ১ হলে পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স নির্ণয় করুন।

সমাধানঃ মনে করি, বর্তমানে পিতার বয়স x বছর
এবং পুত্রের বয়স y বছর

১ম শর্তানুসারে
(x - ১০) : (y - ১০) = ৪ : ১
বা, x – ১০/y – ১০ = ৪/১
বা, x -১০ = ৪y - ৪০
বা, x - ৪y = ১০ - ৪০
∴ x – ৪y = - ৩০........(১)

২য় শর্তানুসারে,
(x + ১০) : (y + ১০) = ২ : ১
বা, x + ১০/y + ১০ = ২/১
বা, x + ১০ = ২y + ২০
বা, x – ২y = ২০ - ১০
∴ x – ২y = ১০........(২)

সমীকরন (১) ও (২) হতে পাই
x – ৪y = - ৩০
x – ২y = ১০
....
-২y = -৪০ (বিয়োগ করে)
∴ y = -৪০/-২ = ২০

y এর মান (y = ২০) (২) এ বসিয়ে পাই
x – ২y = ১০
বা, x – ২×২০ = ১০   বা, x = ১০ + ৪০ = ৫০

উত্তরঃ পিতার বয়স ৫০ বছর এবং পুত্রের বয়স ২০ বছর।

৪৩. প্রতি মাসে ইকবাল সাহেব ৫০,০০০ টাকা স্থায়ী বেতন এবং পণ্য বিক্রির উপর ১০.৫% কমিশন পেয়ে থাকেন। ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ৭% আয়কর বাদ দিয়ে ৬৬,০৩০ টাকা আয় করে থাকলে, তিনি কত টাকার পণ্য বিক্রয় করেছিলেন?

সমাধানঃ ইকবাল সাহেবের স্থায়ী বেতন = ৫০,০০০ টাকা
এবং বিক্রয়ের উপর কমিশন পান = ১০.৫%

৭% আয়কর বাদে প্রাপ্ত টাকা = (১০০ –৭) = ৯৩ টাকা

আয়কর বাদে ৯৩ টাকা পেলে আয়করসহ পান = ১০০ টাকা

" " ১ " " " " = ১০০/৯৩ "

" " ৬৬,০৩০ " " " " = $\frac{১০০ \times ৬৬০৩০}{৯৩}$

= ৭১,০০০ টাকা

সুতরাং বিক্রির উপর কমিশন পান = (৭১,০০০ – ৫০,০০০)
= ২১,০০০ টাকা

প্রশ্নমতে,
১০.৫% =২১,০০০
বা, ১% = ২১,০০০/১০.৫

বা, ১০০% = $\frac{২১০০০ \times ১০০}{১০.৫}$ = ২,০০,০০০ টাকা

উত্তরঃ ২,০০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেছিলেন।

৪৪. আয়তাকার পানিপূর্ণ একটি ট্যাংকের দৈর্ঘ্য ৬ মিটার, প্রস্থ ৫ মিটার ও গভীরতা ২ মিটার। প্রতি বর্গমিটারে ৭৭ টাকা। হারে ট্যাংকের ভেতরের চার দেয়ালের রঙ করতে কত টাকা প্রয়োজন?

সমাধানঃ চার দেয়ালের ক্ষেত্রফল = ২(দৈর্ঘ্য + প্রস্থ) × উচ্চতা = ২(৬+ ৫) ×২= ৪৪ বর্গমিটার

১ বর্গমিটারে খরচ হয় ৭৭ টাকা

৪৪ " " " ৭৭×৪৪ = ৩৩৮৮ টাকা

উত্তরঃ ৩৩৮৮ টাকা

৪৫. ফেব্রুয়ারিতে একটি পণ্যের মূল্য জানুয়ারির থেকে ২০% বাড়ানো হল। মার্চে ঐ পণ্যের ফেব্রুয়ারির থেকে ১৫% বাড়ানো হল। মার্চে ঐ পণ্যের মূল্য জানুয়ারির থেকে শতকরা কত বৃদ্ধি পেল?

সমাধানঃ
মনে করি, জানুয়ারিতে ঐ পণ্যের মূল্য ১০০ টাকা
ফেব্রুয়ারিতে ঐ পণ্যের মূল্য = ১০০ + ১০০ এর ২০% টাকা
= ১২০ টাকা
মার্চে ঐ পণ্যের মূল্য = ১২০ + ১২০ এর ১৫% টাকা
= ১৩৮ টাকা
বৃদ্ধি পেল ১৩৮ - ১০০ = ৩৮ টাকা

শতকরা বৃদ্ধি = $\frac{৩৮}{১০০}$ × ১০০ = ৩৮%

উত্তরঃ ৩৮%

৪৬. একটি সাইকেল ৭২০০ টাকায় বিক্রয় করায় ১০% ক্ষতি হয়। কত টাকায় বিক্রয় করলে ১২% লাভ হবে?

সমাধানঃ ১০% ক্ষতিতে
বিক্রয়মূল্য ৯০ টাকা হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

" ১ " " " $\frac{১০০}{৯০}$ "

" ৭২০০ " " " $\frac{১০০ \times ৭২০০}{৯০}$ = ৮০০০

আবার, ১২% লাভে বিক্রয়মূল্য = ১০০+১২ = ১১২ টাকা
তাহলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য ১১২ টাকা

" ১ " " " $\frac{১১২}{১০০}$ "

" ৮০০০ " " " = $\frac{১১২ \times ৮০০০}{১০০}$

= ৮৯৬০ টাকা

৪৭. কোন মূলধন ১০ বছরে দ্বিগুণ হয়। ঐ মূলধন তিনগুণ হবে কত বছর?

সমাধানঃ ধরি, মূলধন = ১০০ টাকা

মূলধন দ্বিগুণ হলে, ১০ বছরে সুদ = (২০০ –১০০) = ১০০ টাকা

১ " " = ১০০/১০ = ১ টাকা

মূলধন তিনগুণ হলে, সদ = (৩০০ –১০০) = ২০০ টাকা.

১০ টাকা সুদ হয় = ১ বছরে

১ " " " =১/১০ "

২০০ " " " = ২০০/১০ = ২০ বছরে

৪৮. হেটিনের বেতন গত মাসে ৯% বৃদ্ধি পাওয়ার পর সে দেখলো তার বেতন যদি ৯% না বেড়ে ১১% বৃদ্ধি পেত তাহলে তার মাসিক বেতন ৭২,১৫০ টাকা হত। হেটিনের বর্তমান মাসিক বেতন কত?

সমাধানঃ ধরি, বেতন ৯% বৃদ্ধির পূর্বের বেতন ছিল ক টাকা।

শর্তমতে,
ক + ক এর ১১% = ৭২১৫০

বা, ক + $\frac{১১ক}{১০০}$ = ৭২১৫০

বা, ১১১ক = ৭২১৫০×১০০

বা, ক = $\frac{৭২১৫০×১০০}{১১১}$

∴ক = ৬৫০০০

সুতরাং ৯% বৃদ্ধিতে বর্তমান বেতন
= ৬৫০০০ + ৬৫০০০ এর ৯%

= ৬৫০০০ + $\frac{৬৫০০০×৯}{১০০}$

= ৭০,৮৫০ টাকা

৪৯. এক ব্যক্তি ২২০০০ টাকার একটি ফ্রিজ কিস্তিতে পরিশোধের মাধ্যমে কিনতে রাজি হন। প্রত্যেক কিস্তি পূর্বের কিস্তি থেকে ৫০০ টাকা বেশি। যদি প্রথম কিস্তিটি ১০০০ টাকা হয় তবে কতগুলো কিস্তিতে তিনি ফ্রিজের দাম পরিশোধ করতে পারবেন এবং সর্বশেষ কিস্তির পরিমাণ কত হবে?

CS CamScanner

সমাধান: প্রথম কিস্তি ১০০০ টাকা, দ্বিতীয় কিস্তি ১০০০ + ৫০০ = ১৫০০ টাকা এবং তৃতীয় কিস্তি ১৫০০ + ৫০০ = ২০০০ টাকা

∴ সমান্তর ধারাটি হবে = ১০০০ + ১৫০০ + ২০০০.....

এখানে, ধারাটির ১ম পদ a = ১০০০ এবং সাধারণ অন্তর d

= (১৫০০ − ১০০০) = ৫০০

ধরি, n সংখ্যক কিস্তিতে ব্যক্তিটি ঋণ পরিশোধ করবেন

nতম পদের সমষ্টি = $\frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}$

প্রশ্নমতে, $\frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\} = 22000$

$\Rightarrow \frac{n}{2}\{2.1000 + (n-1)500\} = 22000$

$\Rightarrow n(2000 + 500n - 500) = 44000$

$\Rightarrow 500n^2 + 2000 - 500n - 44000 = 0$

$\Rightarrow 500n^2 + 1500n - 44000 = 0$

$\Rightarrow n^2 + 3n - 88 = 0$

$\Rightarrow n^2 + 11n - 8n - 88 = 0$

$\Rightarrow n(n+11) - 8(n+11) = 0$

$\Rightarrow (n-8)(n+11) = 0$

$n - 4 = 0$ or, $n + 11 = 0$

$\therefore n = 8$ $\therefore n = -11$ [ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয়]

সর্বশেষ বা ৮ম কিস্তি পরিমাণ হবে = $a + (n-1)d$

$= 1000 + (8-1)500$

$= 1000 + 3500$

$= 4500$

উত্তর: ৮টি কিস্তি ও সর্বশেষ কিস্তি ৪৫০০ টাকা

৫০. ছোটনের বেতন গত মাসে ৯% বৃদ্ধি পাওয়ার পর সে দেখল যদি তার বেতন ৯% না বেড়ে ১১% বৃদ্ধি পেত তাহলে তার মাসিক বেতন ৭২,১৫০ টাকা হত। ছোটনের বর্তমান মাসিক বেতন কত?

সমাধান: ধরি, বেতন ৯% বৃদ্ধির পূর্বের বেতন ছিল ক টাকা।

শর্তমতে,

ক + ক এর ১১% = ৭২১৫০

বা, ক + $\frac{১১ক}{১০০}$ = ৭২১৫০

বা, ১১১ক = ৭২১৫০×১০০

বা, ক = $\frac{৭২১৫০ \times ১০০}{১১১}$

∴ ক = ৬৫০০০

সুতরাং ৯% বৃদ্ধিতে বর্তমান বেতন

= ৬৫০০০ + ৬৫০০০ এর ৯%

= ৬৫০০০ + $\frac{৬৫০০০ \times ৯}{১০০}$

= ৭০,৮৫০ টাকা

৫১. একটি দ্রব্য ৭% লাভে বিক্রয় করা হলো। যদি ক্রয়মূল্য ৫% কম ও বিক্রয় মূল্য ৭ টাকা বেশি হয় তাহলে ১৫% লাভ হতো। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?

সমাধান: মনে করি,

দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য x ছিল টাকা

৭% লাভে দ্রব্যটির বিক্রয় মূল্য = (x + x এর ৭%) টাকা

= (x + ০.০৭x) টাকা

= ১.০৭x টাকা

আবার, ৫% কমে দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য = (x − x এর ৫%) টাকা

= (x − ০.০৫x) টাকা

= ০.৯৫x টাকা

প্রশ্নমতে,

০.৯৫x + ০.৯৫x এর ১৫% = ১.০৭x + ৭

বা, ০.৯৫x + ০.১৪২৫x = ১.০৭x + ৭

বা, ১.০৯২৫x − ১.০৭x = ৭

বা, x = $\frac{৭}{০.০২২৫}$, বা, x = $\frac{৭ \times ১০০০০}{০.০২২৫}$

∴ x = ৩১১$\frac{১}{৯}$

৫২. ৩৬০০ টাকা করে দুইটি চেয়ার বিক্রয় করা হয়েছে। একটি ২০% লাভে এবং অন্যটি ২০% লোকসানে বিক্রয় করা হলে সব মালয়ে কত লোকসান হয়েছে?

সমাধান: ২০% লাভে

বিক্রয়মূল্য ১২০ টাকা হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

" ১ " " " $\frac{১০০}{১২০}$ "

∴ " ৩৬০০ " " = $\frac{১০০ \times ৩৬০০}{১২০}$ = ৩০০০ টাকা

২০% ক্ষতিতে,

বিক্রয়মূল্য ৮০ টাকা হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

" ১ " " " $\frac{১০০}{৮০}$ "

" ৩৬০০ " " " $\frac{১০০ \times ৩৬০০}{৮০}$ = ৪৫০০ টাকা

মোট ক্রয়মূল্য = ৩০০০ + ৪৫০০ = ৭৫০০ টাকা

এবং মোট বিক্রয়মূল্য ৩৬০০ + ৩৬০০ = ৭২০০ টাকা

∴ মোট লোকসান = ৭৫০০ − ৭২০০ = ৩০০ টাকা

উত্তর : ৩০০ টাকা লোকসান

৫৩. টাকায় n সংখ্যক কমলা বিক্রয় করায় r% ক্ষতি হয়, s% লাভ করতে হলে, টাকায় কয়টি কমলা বিক্রয় করতে হবে?

সমাধান : r% ক্ষতিতে,

ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য = (১০০−r) টাকা

তাহলে, বিক্রয়মূল্য (১০০−r) টাকা হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

" ১ " " " $\frac{১০০}{(১০০-r)}$ "

আবার, s% লাভে,

ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য (১০০ + s) টাকা

" ১ " " " $\frac{(১০০+s)}{১০০}$ "

" $\frac{১০০}{(১০০-r)}$ " " " $\frac{(১০০+s)\,১০০}{১০০(১০০-r)}$

= $\frac{১০০+s}{১০০-r}$ টাকা

$\frac{১০০+s}{১০০-r}$ টাকায় বিক্রয় করতে হবে n সংখ্যক কমলা

" ১ " " " = $\frac{n(100-r)}{100+s}$ "

∴ টাকায় $\frac{n(100-r)}{100+s}$ সংখ্যক কমলা বিক্রয় করতে হবে (উত্তর)

৫৪. রিয়াজ তার মাসিক আয়ের ৩০% বাড়ি ভাড়া, ৪০% সাংসারিক খরচ ও সন্তানদের লেখাপড়া বাবদ ২০% খরচ করেন। বাকি টাকা সঞ্চয় করেন। তার মাসিক সঞ্চয় ৯২৭ টাকা হলে তার বার্ষিক আয় কত টাকা?

সমাধান:

বাড়ি ভাড়া = ৩০%

সাংসারিক খরচ = ৪০%

সন্তানদের লেখাপড়া খরচ = ২০%

মোট খরচ = ৩০% + ৪০% + ২০% = ৯০%

∴ সঞ্চয় = ১০০% − ৯০% = ১০%

১০% সঞ্চয় হলে মাসিক আয় ১০০ টাকা

১ " " " " $\frac{১০০}{১০}$ "

৯২৭ " " " " $\frac{১০০ \times ৯২৭}{১০}$ = ৯২৭০ টাকা

∴ বার্ষিক আয় = ৯২৭০×১২ = ১,১১,২৪০ টাকা

CS CamScanner

১. সমাধান করুন: $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=2$

$ax-by=a^2-b^2$

সমাধান ; $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=2$

বা, $\frac{bx+ay}{ab}$

বা, $bx+ay=2ab$ .... (1)

আবার, $a^2-by=a^2-b^2$............(2)

(1) নং সমীকরণকে a দ্বারা এবং (2) নং সমীকরণকে b দ্বারা গুণ করে বিয়োগ করে পাই,

$abx+a^2y=2a^2b$

$abx-b^2y=a^2b-b^3$

$(-)\ a^2y+b^2y=a^2b-b^3$

বা, $y(a^2+b^2)=b(a^2+b^2)$

বা, $y=b$

এখন y এর মান (1)নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$bx+ay=2ab$

বা, $bx+ab=2ab$

বা, $bx=2ab-ab$

বা, $bx=ab$

বা, $x=ab/b$

বা, $x=a$

উত্তর: নির্ণেয় সমাধান, $(x, y)=(a, b)$

২. সরল করুন: $3x-[5y-\{10z-(5x-10y+3z)\}]$

সমাধান:

$3x-[5y-\{10z-(5x-10y+3z)\}]$

$=3x-[5y-\{10z-5x+10y-3z\}]$

$=3x-[5y-10z+5x-10y+3z]$

$=3x-[-5y-7z+5x]$

$=3x+5y+7z-5x$

$=-2x+5y+7z$ Ans:

০৩. যোগ করুন: $\frac{2a}{a^2+3a-4}+\frac{2a}{a^2-1}+\frac{a}{a^2+5a+4}$

সমাধান:

$\frac{2a}{a^2+3a-4}+\frac{2a}{a^2-1}+\frac{a}{a^2+5a+4}$

$=\frac{2a}{a^2+4a-a-4}+\frac{2a}{(a+1)(a-1)}+\frac{a}{a^2+4a+a+4}$

$=\frac{2a}{a(a+4)-1(a+4)}+\frac{2a}{(a+1)(a-1)}+\frac{a}{a(a+4)+1(a+4)}$

$=\frac{2a}{(a+4)(a-1)}+\frac{2a}{(a+1)(a-1)}+\frac{a}{(a+4)(a+1)}$

$=\frac{2a(a+1)+2a(a+4)}{(a+4)(a-1)(a+1)}+\frac{a}{(a+4)(a+1)}$

$=\frac{2a(a+1+a+4)}{(a+4)(a-1)(a+1)}+\frac{a}{(a+4)(a+1)}$

$=\frac{2a(2a+5)}{(a+4)(a-1)(a+1)}+\frac{a}{(a+4)(a+1)}$

$=\frac{4a^2+10a}{(a+4)(a-1)(a+1)}+\frac{a}{(a+4)(a+1)}$

$=\frac{4a^2+10a+a(a-1)}{(a+4)(a-1)(a+1)}$

$=\frac{4a^2+10a+a^2-a}{(a+4)(a-1)(a+1)}$

$=\frac{5a^2+9a}{(a+4)(a-1)(a+1)}=\frac{a(5a+9)}{(a+4)(a^2-1)}$

০৪. $\frac{2x-3y}{2x+3y}=\frac{1}{5}$ হলে $x:y=?$

সমাধান: $\frac{2x-3y}{2x+3y}=\frac{1}{5}$

$\Rightarrow 10x-15y=2x+3y$

$\Rightarrow 10x-2x=3y+15y$

$\Rightarrow 8x=18y \Rightarrow \frac{x}{y}=\frac{18}{8} \Rightarrow \frac{x}{y}=\frac{9}{4}$ $\therefore x:y=9:4$

০৫. $\frac{x}{y}=\frac{1}{7}$ এবং $x+2y=5$ হলে $x=?$

সমাধান: দেওয়া আছে, $\frac{x}{y}=\frac{1}{7}$ $\therefore y=7x$

এখন, $x+2y=5$

$\Rightarrow x+2.7x=5$

$\Rightarrow x+14x=5$

$\Rightarrow 15x=5$

$\Rightarrow x=\frac{5}{15}$

$\therefore x=\frac{1}{3}$

০৬. $x-7y+5=0$ এবং $2x-3y+7=0$ হলে x ও y এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান: দেওয়া আছে,

$x-7y+5=0$ ----------(1)

এবং $2x-3y+7=0$ ---------(2)

(1) নং কে ২ দ্বারা গুণ করে (2) নং হতে বিয়োগ করে পাই,

$2x-14y+10=0$

$2x-3y+7=0$

$-11y+3=0$, বা, $-11y=-3$, বা, $11y=3$ $\therefore y=\frac{3}{11}$

y এর মান (1) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$x-7y+5=0$

বা, $x-7.\frac{3}{11}+5=0$

বা, $x=\frac{21}{11}-5$

বা, $x=\frac{21-55}{11}$

$\therefore x=-\frac{34}{11}$

$\therefore (x, y)=(-\frac{34}{11}, \frac{3}{11})$

০৭. সরল করুন: $4-\frac{(x-y)}{3}-\frac{3(y+4z)}{4}+\frac{5(x+3z)}{8}$

সমাধান:

$4-\frac{(x-y)}{3}-\frac{3(y+4z)}{4}+\frac{5(x+3z)}{8}$

$=\frac{96-8(x-y)-18(y+4z)+15(x+3z)}{24}$

$=\frac{96-8x+8y-18y-72z+15x+45z}{24}$

$=\frac{96+7x-10y-27z}{24}$

$=\frac{7x-10y-27z+96}{24}$

০৮. সমাধান করুন: $\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x+4}=\frac{1}{x+2}+\frac{1}{x+3}$

সমাধান: $\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x+4}=\frac{1}{x+2}+\frac{1}{x+3}$

$\Rightarrow \frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}=+\frac{1}{x+3}-\frac{1}{x+4}$

$\Rightarrow \frac{x+2-x-1}{(x+1)(x+2)}=\frac{x+4-x-3}{(x+3)(x+4)}$

$\Rightarrow \frac{1}{(x+1)(x+2)}=\frac{1}{(x+3)(x+4)}$

$\Rightarrow \frac{1}{(x^2+3x+2)}=\frac{1}{(x^2+7x+12)}$

$\Rightarrow x^2+7x+12=x^2+3x+2$

$\Rightarrow x^2+7x-x^2-3x=2-12$

$\Rightarrow 4x=-10$

$\Rightarrow x=-\frac{10}{4}$

▯ $x=-\frac{5}{2}$ (Ans)

০৯. $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ হলে প্রমাণ করুন $\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}=\frac{ac+bd}{ac-bd}$

সমাধান: মনে করি, $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k$ ▯ $a=bk$ এবং $c=dk$

এখন,

$\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}=\frac{(bk)^2+b^2}{(bk)^2-b^2}=\frac{b^2(k^2+1)}{b^2(k^2-1)}=\frac{k^2+1}{k^2-1}$

এবং

$\frac{ac+bd}{ac-bd}=\frac{bk.dk+bd}{bk.dk-bd}=\frac{bd(k^2+1)}{bd(k^2-1)}=\frac{k^2+1}{k^2-1}$

▯ $\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}=\frac{ac+bd}{ac-bd}$ (Proved)

১০. $-x+3y=7$ এবং $-2x+2y=6$ হলে, x ও y এর মান কত?

সমাধান: $-x+3y=7$ .... (i)

$-2x+2y=6$ ....(ii)

(i) নং সমীকরণকে ২ দ্বারা গুণ করে (ii) নং সমীকরণ বিয়োগ করে পাই, $-2x+6y=14$

$-2x+2y=6$

$4y=8$

$\therefore y=2$

y এর মান (i) নং সমীকরণে বসাই

$-x+3y=7$

$-x+3\times 2=7$

$-x+6=7$

বা, $-x=1$

$\therefore x=-1$

$\therefore$ উত্তর: $x=-1$ এবং $y=2$

১১. $x^2-\sqrt{2}x+1=0$ হলে $\frac{x^{12}+1}{x^6}$ এর মান কত?

সমাধান: দেওয়া আছে, $x^2-\sqrt{2}x+1=0$

বা, $x^2+1=\sqrt{2}x$

বা, $\frac{x^2+1}{x}=\frac{\sqrt{2}x}{x}$

বা, $x+\frac{1}{x}=\sqrt{2}$

বা, $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=2$

বা, $x^2+\frac{1}{x^2}+2.x.\frac{1}{x}=2$

CS CamScanner

CamScanner

বা, $x^2+\frac{1}{x^2}+2=2$

বা, $x^2+\frac{1}{x^2}=0$

বা, $\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^3=0$

বা, $x^6+\frac{1}{x^6}+3.x^2.\frac{1}{x^2}\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)=0$

বা, $x^6+\frac{1}{x^6}+3.0=0$

বা, $x^6-\frac{1}{x^6}=0$

বা, $\frac{x^{12}+1}{x^6}=0$

Portrait by Bijon Biswas